مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

১০

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-১০)

[পরিচ্ছেদ : অংশীদারি ব্যবসা, কোম্পানি ও শেয়ার, ঋণ, সুদ, জুয়া, ব্যাংক, বীমা, মাল্টি লেভেল মার্কেটিং, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান

অধ্যায় : ইজারা, পারিশ্রমিকের বিধান, দালালির বিনিময়, প্রাণী ইজারা দেওয়া, জমি ও গাছগাছালির ইজারা

অধ্যায় : জমি বর্গা, ওকালত ও প্রতিনিধিত্ব, হাওয়ালা, পরিচ্ছেদ : ঘুষ, লেনদেনবিষয়ক বিবিধ মাসায়েল]

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-১০)

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

মুফতী আরশাদ রহমানী (দা. বা.)

মুহতামিম : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

সংকলন ও সম্পাদনায়

মুফতী এনামুল হক কাসেমী

মুফতী নূর মুহাম্মদ

মুফতী মঈনুদ্দীন

মুফতী শরীফুল আজম

শব্দ বিন্যাস ও তাখরীজ

মুফতী মুহাম্মদ মুর্তাজা

মুফতী মাহমুদ হাসান

প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৮

হাদিয়া : ৭৭০ (সাতশত সত্তর) টাকা

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

باب الشركة والمشاركة ২১

পরিচ্ছেদ : অংশীদারি ব্যবসা ২১

ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্বও অংশীদারকে নিতে হবে ২১

অংশীদারকে বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে রাখা ২২

পর্যায়ক্রমে অংশীদারকে জিনিসের মালিক বানিয়ে দেওয়া ২৩

নতুন অংশীদার নেওয়ার শরীয়ত পরিপন্থী কিছু শর্ত ২৫

পার্টনারশিপের পশুর লালন-পালন ২৭

মিরাছি সম্পত্তি দিয়ে যৌথ ব্যবসা ২৮

যৌথ মালিকানাধীন বস্তুর অনুমাননির্ভর বণ্টন ২৯

বণ্টিত মিরাছি সম্পত্তিতে অঙ্গীকারনামার খেলাফ তাসারুফ ৩০

বণ্টিত/অবণ্টিত যৌথ সম্পত্তিতে অংশীদারের তাসাররুফ ৩১

যৌথ মিরাছি সম্পত্তি থেকে দান করা ৩৩

যৌথ মিরাছি সম্পদ থেকে হাদিয়া, তোহফা ও মেহমানদারি ৩৪

অনুমতি ছাড়া যৌথ টাকা ভিন্ন খাতে খরচ করা ৩৫

যৌথ পুকুরে মাছের যৌথ চাষ ৩৬

নিজের টাকায় খরিদকৃত জমিতে ভাতিজাদের মিরাছের দাবি ৩৭

পিতার পুঁজি দিয়ে ছেলের ব্যবসা-সম্পদের হুকুম ৩৮

কোনো একজন শরীক ক্ষতি ভোগ না করার শর্ত ৩৮

باب الشركات والأسهم ৪০

পরিচ্ছেদ : কোম্পানি ও শেয়ার ৪০

IPO এবং Secondary শেয়ারের ব্যবসা ৪০

শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ৪১

বাহক ও কোম্পানির শেয়ারের ব্যবসা ৪২

কার্যক্রম বৈধ নয়, এমন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ৪৪

কখনো অবৈধ কার্যক্রমে জড়িয়ে যায়, এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ... ৪৪

টেলিভিশন চ্যানেলের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা ৪৫

ব্যাংক, ইনস্যুরেন্সের শেয়ার ও লটারিপত্র ক্রয় করার হুকুম ৪৭

শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কে ইসলাম কী বলে? ৪৮

প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি শেয়ারের ব্যবসা ৪৯

যেসব কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ ৫০

সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ৫১

নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করলে কি শেয়ার ব্যবসা থেকে উপার্জিত অর্থ বৈধ হবে? . ৫২

Scanned by CamScanner

শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের শেয়ারমূলে প্রাপ্ত লভ্যাংশের হুকুম.. ৫৩
না জেনে অবৈধ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করলে করণীয় ৫৫
রেকর্ড ডেটের পূর্বে শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া প্রসঙ্গ ৫৫
ইসলামী ব্যাংকগুলোর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ৫৬
প্লেসমেন্ট শেয়ার ক্রয় ও যাকাত প্রসঙ্গ ৫৮
ডিপোজিট এবং ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স ও অবৈধ কার্যক্রমে জড়ায় এমন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করা ৫৯
আইনি জটিলতার কারণে কাউকে শেয়ারহোল্ডার বানালেই সে মালিক হবে না ৬০
باب القروض والديون ৬৩
পরিচ্ছেদ : ঋণ ৬৩
সময়ের আগে পরিশোধ করলে কিছু টাকা কম নেওয়া ৬৩
পাওনাদার মারা গেলে ঋণ পরিশোধে করণীয় ৬৫
অমুসলিমের কাছে ঋণী মুসলমানকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন কি না ৬৫
পাওনা ভুলে কম নিলে ঋণী দায়মুক্ত হবে না ৬৭
ঋণ উসূল করার জন্য ঋণগ্রস্তের সম্পদ জব্দ করা ৬৮
বহু টাকার আসবাব রেখে ঋণগ্রহীতা পালিয়ে গেলে করণীয় ৬৯
ঋণের টাকা না নিয়ে সার্ভিস নেওয়া ৭০
সমুদয় অর্থ ফেরত দেওয়ার শর্তে ঋণ দিয়ে লাভ নেওয়া ৭১
বাকি টাকা দেরিতে শোধ করলে বেশি চাওয়া অবৈধ ৭২
হালখাতা খুলে ঋণ উসূল করার প্রথা ৭২
ঋণগ্রহীতা থেকে যাকাত বাবদ টাকা দাবি করা ৭৩
ঋণ মাফ করে পুনরায় দাবি করা ৭৪
স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে ঋণ দেওয়া ৭৬
সরকারের পাওনা পরিশোধ করার পদ্ধতি ৭৭
মৃত ঋণী পিতার কর্জ সন্তানদের পরিশোধ করা ৭৭
গোপনে যেকোনো পন্থায় পাওনা টাকা উসূল করে নেওয়া ৭৮
ঋণ দেওয়ার অভিলাষে বেশি টাকায় ঘর ভাড়া ৭৯
ফরম বিক্রয় করে ঋণ দেওয়া ৮১
ঋণ বাবদ ফরম বিক্রি করে মূলধন বৃদ্ধি করা ৮২
বন্ধক রাখা ও ঋণ ফরম বিক্রয় প্রসঙ্গ ৮৪
দরখাস্ত বিক্রি করে ঋণ দেওয়া ৮৭
ঋণের আনুপাতিক হারে ফরম বিক্রি করা ৮৮
হারাম উপার্জনকারী থেকে ঋণ নেওয়ার হিলা ৮৯
কৃষি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ঋণ পরিশোধ করা ৮৯
ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য বাড়ি করতে লোন নেওয়া ৯০

Scanned by CamScanner

সুদি ঋণ উসূল করার জন্য কাউকে ঋণ দেওয়ার হুকুম ৯১
পাওনা টাকার সাথে পণ্য দেওয়ার শত ৯২
ঋণের বিনিময়ে জমি ভোগ করা হারাম ৯৩
باب الربا ৯৫
পরিচ্ছেদ : সুদ ৯৫
সুদ হওয়ার প্রমাণ ৯৫
সুদের গোনাহের সংখ্যা ৯৬
সুদের সংজ্ঞা ও বিনিয়োগ থেকে শুধু লাভ নেওয়া ৯৮
লাভ-ক্ষতি যা-ই হোক নির্দিষ্ট হারে মুনাফা নেওয়া ৯৯
ঋণের মূল টাকা হারাম নাকি অতিরিক্ত সুদের টাকা ১০০
ব্যাংক লোন থেকে উপার্জিত মুনাফার হুকুম ১০১
ব্যাংক লোন দ্বারা ব্যবসা করে অর্জিত মুনাফার হুকুম ১০১
বিনিময় নিয়ে টাকা ট্রান্সফার করা ১০২
সুদের টাকা দিয়ে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া ১০৩
সুদভিত্তিক ঋণ দ্বারা উপার্জিত মুনাফার হুকুম ১০৩
নিরুপায় হয়ে ব্যাংক লোন করা ১০৪
অমুসলিম দেশে সুদি লোন নেওয়ার বিধান ১০৬
সুদি ব্যাংকে চাকরি ও সুদি লোন নিয়ে বাড়ি করা ১০৯
সুদি ঋণ দিয়ে ক্রয়কৃত জমির ফসলের হুকুম ১১০
ব্র্যাক, আশা থেকে ঋণ নিতে স্ত্রীদের বাধ্য করা ও সুদি কারবারির দাওয়াত খাওয়া ১১১
মূলধন স্থিতিশীল থাকার শর্তে ব্যবসার জন্য টাকা দেওয়া ১১৩
ব্যাংকের সুদ দিয়ে ঘুষ দেওয়া ১১৩
ইনকাম ট্যাক্স কমানোর জন্য সুদের টাকায় ঘুষ দেওয়া ১১৪
সরকারি ট্যাক্স কমানোর জন্য সঞ্চয়পত্র ক্রয় ১১৫
সুদের টাকা দিয়ে ওয়াজ-মাহফিল করা ১১৬
সুদের টাকা দিয়ে ব্যবসা ও অর্জিত মুনাফার হুকুম ১১৬
অতিরিক্ত কিছু দেওয়ার শর্তে ঋণ দেওয়া ১১৮
লোন না নিয়ে শিল্প-কারখানা করলে অতিমাত্রায় ট্যাক্স দিতে হয়, করণীয় কী? .. ১১৮
লোন নেওয়ার জন্য চেয়ারম্যানের সত্যায়নপত্র দেওয়া ১১৯
কমবেশি করে ব্যাংক চেকের ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ ১২০
সুদের টাকায় কেনা হাদিয়ার পোশাক পরিধান করা ১২১
সুদখোরের সাথে একান্ন পরিবারভুক্ত থাকা ১২২
সুদখোরের সন্তানকে শিক্ষাদান করে বেতন গ্রহণ করা ১২৩
সুদের টাকা মসজিদের পায়খানা ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা ১২৪

Scanned by CamScanner

সুদের টাকা থেকে দায়মুক্তির উপায়..... ১২৪
সুদের টাকা খরচ করার কিছু খাত..... ১২৬
সুদের টাকা দিয়ে কিতাব কিনে ওয়াক্ফ করা..... ১২৮
সুদের টাকা নিকটাত্মীয়কে দেওয়া..... ১২৯
সুদের টাকা দান করে দিলে সুদখোর বলা হবে কি না?..... ১২৯
সুদের টাকা ভাই-বোনকে দেওয়া..... ১৩১
সুদের টাকা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা ১৩১
মৎস্য ঋণ গ্রহণ ও সুদমুক্ত ঋণে সার্ভিস চার্জ নেওয়া ১৩২
ঋণ দিয়ে কিস্তিতে লাভসহ তা উসূল করা..... ১৩৩
কাগজে-কলমে মাল খরিদ করে লাভের ভিত্তিতে টাকা দেওয়া..... ১৩৪
সুদের টাকায় বিদেশ গিয়ে উপার্জন ও হজ করা..... ১৩৬
পণ্যমূল্য বৃদ্ধিকালীন সময়ের হিসাবে ঋণ পরিশোধ করার শর্ত..... ১৩৬
টাকার সাথে ধান উসূলের শর্তে ঋণ ১৩৭
টাকা ও পণ্য দেওয়ার শর্তে ঋণ দেওয়া..... ১৩৮
টাকার সাথে ধান উসূল করার শর্তে ঋণ দেওয়া..... ১৩৯
পরিশোধকালে টাকা ও সিমেন্ট দেওয়ার শর্তে ঋণ দেওয়া..... ১৪০
কম টাকায় ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়ার শর্তে ঋণ দেওয়া ১৪১
সরকারি সঞ্চয়পত্র খরিদ করে লাভ দ্বারা ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া..... ১৪১
সুদি ব্যাংক সময়ের আগে টাকা ফেরত না নিলে করণীয়..... ১৪২
সুদি ব্যাংকে চাকরি করার হুকুম ১৪৩
পরবর্তীতে সদকা করার নিয়্যাতে সুদের টাকা খরচ করা..... ১৪৩
সুদভিত্তিক ঋণের টাকায় নির্মিত ঘরের আয়ের হুকুম..... ১৪৪
নির্দিষ্ট অঙ্কের লাভের ওপর ঋণ নেওয়া ১৪৫
দালালির বিনিময় ও লোন উত্তোলনে সহযোগিতার হুকুম ১৪৫
সুদি ঋণে জমি ক্রয়কারীর নিকট জমি বিক্রয় ১৪৭
সরকারি ভবিষ্যৎ তহবিলে জমানো টাকা সুদসহ গ্রহণ করা ১৪৮
প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার হুকুম..... ১৪৯
প্রভিডেন্ট ফান্ডে বাধ্যতামূলক কর্তনের সাথে কিছু ঐচ্ছিক কর্তন করা..... ১৫০
সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল ঋণ নিয়ে বেশি আদায় করা ১৫১
জিপি ফান্ডের মুনাফা গ্রহণ করা..... ১৫৩
জিপিএফে অতিরিক্ত কর্তন করা ১৫৪
পেনশন নেওয়ার হুকুম..... ১৫৫
সরকার প্রদেয় সঞ্চয়পত্রের অর্থ খাটিয়ে লভ্যাংশ নেওয়া..... ১৫৫
পেনশনের টাকা দিয়ে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা..... ১৫৬
গ্র্যাচুয়েটি ফান্ডের টাকা দিয়ে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা..... ১৫৬
সঞ্চয়পত্রের লভ্যাংশ ভোগ করা অবৈধ ১৫৭

Scanned by CamScanner

সিপি ফান্ডের লভ্যাংশের হুকুম..... ১৫৮
পেনশন সঞ্চয়পত্রের লভ্যাংশ অবৈধ..... ১৫৯
সদস্য নয়, এমন ব্যক্তির টাকা বেসরকারি প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা করা..... ১৫৯
অব্যাহিত নিলে বেসরকারি প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমাকৃত টাকার অর্ধেক দেওয়া.. ১৬০
তাওবাকারীর হারাম সম্পদের ব্যাপারে করণীয়..... ১৬১

باب القمار..... ১৬৩

পরিচ্ছেদ : জুয়া..... ১৬৩
কোচ সার্ভিসগুলোর লটারির হুকুম..... ১৬৩
পণ্যের গায়ে লিখিত পুরস্কার গ্রহণ করা..... ১৬৩
পণ্য ক্রয় করে পুরস্কার ও কমিশন গ্রহণ করা..... ১৬৪
কুপন লটারি ও পুরস্কার..... ১৬৫
ক্রেতা বাড়ানোর জন্য পুরস্কার ঘোষণা..... ১৬৬
কোম্পানির তরফ থেকে লটারির মাধ্যমে দেওয়া পুরস্কার..... ১৬৭
পণ্যের দুটি মোড়ক দিয়ে একটি পণ্য গ্রহণ করা..... ১৬৮
লটারির ক্ষেত্র ও বৈধতা..... ১৬৯
লটারির মাধ্যমে পাওয়া জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়..... ১৭০
প্রতিযোগিতার ফরম ও ভর্তি ফরম বিক্রির হুকুম..... ১৭১
কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ..... ১৭২
কুইজ প্রতিযোগিতার হুকুম..... ১৭৩
নাহু-সরফ কুইজ..... ১৭৪

باب البنوك..... ১৭৬

পরিচ্ছেদ : ব্যাংক..... ১৭৬
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে টাকা রেখে মুনাফা গ্রহণ করা..... ১৭৬
বর্তমান বিশ্বে সুদমুক্ত ব্যাংকিং সম্ভব..... ১৭৭
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে টাকা রেখে মুনাফা নেওয়া..... ১৭৮
বাংলাদেশে শরীয়াহ ব্যাংক আছে কি না?..... ১৭৮
মুদারাবাভিত্তিক ব্যাংকে বিনিয়োগ করা..... ১৭৯
ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা..... ১৮০
আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের লভ্যাংশের হুকুম..... ১৮১
সুদমুক্ত ব্যাংক ডিপিএস খোলা..... ১৮২
আল-আরাফাহ্ ও ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়..... ১৮৩
আল-আরাফাহ্ ও ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা..... ১৮৪
প্রিমিয়ার ও এক্সিম ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্টারের মুনাফা..... ১৮৬
ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফা দ্বারা মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা..... ১৮৭
ইসলামী ব্যাংকগুলোর দাবি কতটুকু বাস্তবসম্মত..... ১৮৮

Scanned by CamScanner

আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের মুনাফা ব্যয়ের খাত ১৮৯
ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুরাবাহা পদ্ধতি ১৯১
ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা পদ্ধতি ও মুনাফা ১৯২
ইসলামী ব্যাংকগুলোতে অ্যাকাউন্ট খোলা ১৯৩
ইসলামী জীবন বীমা করার বিধান ১৯৫
ইসলামী ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করা ১৯৬
হজ সঞ্চয় প্রকল্পে সঞ্চয় করার হুকুম ১৯৭
কোন ব্যাংকের মুনাফা বৈধ? ১৯৮
সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি না? ১৯৯
বিলম্বে জরিমানার শর্তে ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া ২০০
কোন ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা যাবে? ২০১
ফিক্সড ডিপোজিট ডিপিএস ও হোম লোন ২০২
ইসলামী ব্যাংক থেকে লাভের ওপর টাকা নেওয়া ২০৩
ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি তৈরি করা ২০৪
এক্সিম ব্যাংকের লভ্যাংশের হুকুম ২০৫
শর্ত সাপেক্ষে এক্সিম ব্যাংকে টাকা রাখা ২০৭
ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফা শতভাগ খাঁটি বলা যায় না ২০৮
ইসলামী ব্যাংকগুলো থেকে লোন নেওয়া ২০৯
ইসলামী ব্যাংকগুলো থেকে প্রাপ্ত বোনাস ও বেতনের হুকুম ২১০
মসজিদের টাকা ডিপোজিট করা ২১১
সুদি ব্যাংকে মসজিদ-মাদরাসার টাকা রাখা ২১৩
সিসি লোন নেওয়ার হুকুম ২১৩
সুদি লোনের টাকায় ব্যবসার মুনাফার হুকুম ২১৪
সুদি ব্যাংক থেকে মূল টাকা উত্তোলন করা বৈধ ২১৫
ব্যাংকে চাকরি ও বেতনের টাকা সংসারে খরচ করা ২১৫
ইসলামী ব্যাংকগুলোতে চাকরি করে বেতন নেওয়া ২১৭
সুদি ব্যাংকের বিভিন্ন পোস্টে চাকরি করা ২১৮
সুদি ব্যাংকে পোস্টের বিবেচনায় চাকরির হুকুম ২১৯
বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকগুলোর বেতনের হুকুম ২২০
ব্যাংক লোন নিয়ে শিল্প-কারখানা করা ২২১
সফটওয়্যারে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি যুক্ত করে উপার্জন করা ২২২
সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করা ২২২
সফটওয়্যার প্রোগ্রাম তৈরি করে উপার্জন করা ২২৪
আমদানি-রপ্তানিতে ব্যাংককে ব্যবহার করা ২২৬
সুদি ব্যাংক থেকে বৃত্তির টাকা নেওয়ার হুকুম ২২৬
গরিবের উপকারার্থে সুদি প্রতিষ্ঠানে হিসাবের খাতা খোলা ২২৭

Scanned by CamScanner

গরিবদের লাভের জন্য সুদি ব্যাংকে সুদের টাকা রেখে দেওয়া ২২৮
ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত টাকা জমা হলে করণীয় ২২৯
ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয়ী বন্ড কিনে যেকোনো স্কিমে টাকা রাখা ২৩০
ব্যাংকের সুদ উত্তোলন করে গরিবদের মাঝে বণ্টন করা ২৩১
মূল টাকা থেকে সুদের টাকা পৃথক করার নিয়ম ২৩২
সুদের টাকা নিজের হাতে অন্যের কাজে ব্যয় করা ২৩৩
এটিএম কার্ডের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা ২৩৪
এটিএম মেশিন তৈরির কারখানায় চাকরি করা ২৩৫
ডেবিট কার্ড ও চার্জ কার্ডের ব্যবহার ২৩৬
ইসলামী ব্যাংকগুলোর ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সাথে লেনদেন করা ২৩৭
অমুসলিম দেশে ব্যাংক লোন নিয়ে বাড়ি কেনা ২৩৯
ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা করা ২৪১
সময়ের আগে এফডিআর ভাঙলে মুনাফার হার কম দেওয়া ২৪২
ব্যবসার মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য ব্যাংক লোন নেওয়া ২৪২
মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের বিপরীতে প্রফিট ধার্য করা প্রসঙ্গে ২৪৪
মোবাইল ব্যাংকিংয়ের হুকুম ২৪৮
কর দেওয়া থেকে বাঁচার জন্য ব্যাংক লোন নেওয়া ২৪৮

باب التأمين ২৫০

পরিচ্ছেদ : বীমা ২৫০

প্রচলিত ইনস্যুরেন্সের হুকুম ২৫০
ইনস্যুরেন্সের সংজ্ঞা ও বিধান ২৫১
ইনস্যুরেন্স থেকে অর্জিত বোনাস ও মুনাফা হারাম ২৫৩
ইসলামী বীমা নামক প্রতিষ্ঠানগুলোর হুকুম ২৫৪
বহুল প্রচলিত ইসলামী বীমার হুকুম ২৫৬
ফারইস্ট লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির হুকুম ২৫৮
ইসলামী ইনস্যুরেন্স অবৈধ হলে উলামায়ে কেরাম বোর্ডের সদস্য কেন? ২৫৯
পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্সে অংশগ্রহণ করা ২৬০
প্রচলিত ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর হুকুম ২৬১
প্রচলিত ইসলামী বীমা কোম্পানি ২৬২
বীমা কোম্পানিতে চাকরি করা ২৬৪
জীবন বীমা কোম্পানিগুলো সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ২৬৪
নৌ বীমা করার হুকুম ২৬৫
ডিপিএস করার হুকুম ২৬৭
লেনদেন করার মতো কোনো বীমা প্রতিষ্ঠান নেই ২৬৭
বীমা কোম্পানিতে চাকরি করা ২৬৮

Scanned by CamScanner

বীমা কোম্পানির কাছে ঘর ভাড়া দেওয়া ২৭১
গ্রুপ বীমার হুকুম ২৭২
باب التسويق المتعدد المستويات ২৭৪
পরিচ্ছেদ : মাল্টি লেভেল মার্কেটিং ২৭৪
ডেসটিনির শরয়ী বিধান ২৭৪
নেটওয়ার্ক ব্যবসার বিধান ২৭৬
নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ২৭৮
মাল্টি লেভেল মার্কেটিং অবৈধ হওয়ার কারণ ২৭৯
ইউনিপে ২ ইউর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া অবৈধ ২৮১
নিউওয়ে কোম্পানি লিঃ-এর কার্যক্রম অবৈধ ২৮২
প্রচারের নামে নেটওয়ার্ক বিজনেস ২৮৪
কথিত ইসলামী এনজিওর কার্যক্রম ২৮৬
এমএলএম বিজনেস অবৈধ ২৮৭
এমএলএম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ২৮৯
ডেসটিনির শেয়ার ক্রয় ও আয়ের হুকুম ২৯১
মাল্টি লেভেল মার্কেটিং থেকে উপার্জিত অর্থের হুকুম ২৯১
এমএলএমের বৃক্ষরোপণ প্রকল্পে অংশগ্রহণ ২৯৩
ডেসটিনি ট্রি প্লানটেশন লিঃ-এর শরীয়তবিরোধী কিছু ধারা ২৯৫
ডেসটিনির সদস্য সংগ্রহ করে টাকা উপার্জন করা ২৯৬
নেট স্টার কোম্পানির কার্যক্রম ও শরয়ী বিধান ২৯৮
باب المؤسسات المالية ৩০২
পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩০২
সমিতির ঋণদান পদ্ধতি ৩০২
সমিতির বিনিয়োগ পদ্ধতি ৩০৪
প্রধান কার্যালয় এবং শাখাসমূহের পরস্পরের ঋণ মুনাফার লেনদেন ৩০৫
সোসাইটির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বিনিয়োগ ও সদকা ফান্ড ৩০৭
সমিতির জরিমানার বিধান ৩১০
আবশ্যক ফির সংবিধান ৩১২
ঋণগ্রহীতার কাছে ফরম বিক্রি করে মুনাফা ৩১২
মুনাফার উদ্দেশ্যে ফরম বিক্রি করা ৩১৩
শরীয়ত পরিপন্থী ঋণ প্রদান পদ্ধতি ৩১৪
সরকারি দায়বদ্ধতা নেই, এমন সংগঠনের সাথে লেনদেন করা ৩১৬
শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করা ৩১৭
ইসলামী এনজিও সংগঠনের মূলনীতি ৩১৮
সদস্যপদ প্রত্যাহার করলে লভ্যাংশ না দেওয়ার শর্ত ৩১৯

Scanned by CamScanner

চাঁদার ১০% কল্যাণ ফান্ডে কর্তন করা..... ৩২০
সংগঠন বিলুপ্তির পর অবশিষ্ট টাকা দান করা ৩২১
যুবকল্যাণ প্রজেক্টর ফরম কিনে সদস্য হওয়া..... ৩২২
কো-অপারেটিভ সোসাইটির কার্যক্রম ৩২৩
বাকিতে বিক্রি গ্রহণ করে বেশি মুনাফা করা..... ৩২৪
পণ্য হস্তগত করে গ্রাহকের কাছে বেশি দামে বিক্রি করা ৩২৫
নির্দিষ্ট সময়ের আগে মূলধন ফেরত না দেওয়ার শর্তে অংশীদারি ব্যবসা ৩২৬
একটি সময়ের আগে সদস্যপদ প্রত্যাহার করলে লাভ না দেওয়ার শর্ত ৩২৭
বিনিয়োগ প্রত্যাহারসংক্রান্ত সমিতির নীতিমালা..... ৩২৮
তাওয়াররুকের একটি পদ্ধতি ৩৩০
ঋণ দেওয়ার অভিনব অবৈধ একটি পদ্ধতি..... ৩৩১
সমিতি থেকে বেশি আদায়ের শর্তে ঋণ নেওয়া ৩৩২
সমিতির টাকা নিয়ে বেশি দেওয়া..... ৩৩৩
লটারির মাধ্যমে প্রাপকের নাম নির্ণয় করা..... ৩৩৪
লটারির মাধ্যমে প্রাপক ঠিক করা..... ৩৩৫
সহযোগিতামূলক সমিতিতে লটারির মাধ্যমে প্রাপক নির্ণয় করা ৩৩৫
সোসাইটির সদস্যদের থেকে ঋণ বাবদ সুদ নেওয়া..... ৩৩৭
যথাসময়ে সঞ্চয় জমা করতে না পারলে লাভ না দেওয়া ৩৩৮

كتاب الإجارة ৩৩৯

অধ্যায় : ইজারা..... ৩৩৯
দীর্ঘমেয়াদি টাওয়ার ভাড়া করা ৩৩৯
ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ইজারা..... ৩৩৯
সরকারি সম্পত্তির ডাক/ইজারা নেওয়ার হুকুম ৩৪০
সরকারি সম্পত্তির নিলামে ইজারা ৩৪১
মসজিদ কর্তৃক সরকারি সম্পদের ইজারা নিয়ে পুনরায় ইজারা দেওয়া ৩৪২
সমজাতীয় জিনিসের বিনিময়ে ইজারা দেওয়া..... ৩৪৩
পার্টি ঠিক করে দিয়ে কমিশন গ্রহণ করা..... ৩৪৪
কফীজে তাহহান/শ্রমের ফসল থেকে শ্রমের বিনিময়..... ৩৪৪
ধান দিয়ে ধান ভাঙানোর বিনিময় দেওয়া..... ৩৪৭
ধান দেওয়ার শর্তে ধান মাড়াই করা..... ৩৪৮
ধান-গম মাড়িয়ে বিনিময়ে ধান-গম দেওয়া ৩৪৮
মাছ দেওয়ার শর্তে মাছ ধরা ৩৪৯
মোবাইলে লেনদেনকালে শতকরা হারে বিনিময় নেওয়া..... ৩৫০
ঋণের বিনিময়ে ঘর ভাড়া ৩৫২
অ্যাডভান্স নেওয়ার হুকুম ৩৫৩

Scanned by CamScanner

ভাড়া বাবদ অগ্রিম টাকা নিয়ে ব্যবসা করা ৩৫৫
পজিশন বিক্রি ও অগ্রিম ভাড়া ৩৫৬
অ্যাডভান্স দেওয়ার হুকুম ৩৫৯
অ্যাডভান্সের টাকায় লাভবান হওয়া ৩৬০
অগ্রিম নিয়ে কম টাকায় মসজিদের ঘর ভাড়া দেওয়া ৩৬১
সেলামি, অ্যাডভান্স ও সিকিউরিটি ৩৬২
সেলামি পদ্ধতিতে দোকান ভাড়া নেওয়া ৩৬৩
কর্তন না করার শর্তে অ্যাডভান্স ৩৬৪
এনজিওতে চাকরি করার হুকুম ৩৬৫
নিরুপায় হয়ে সুদি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা ৩৬৬
হাজিরা খাতায় মিথ্যার আশ্রয় ৩৬৭
বৈধ-অবৈধ আয়ের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা ৩৬৭
আশায় চাকরি করার বিধান ৩৬৮
কমিউনিটি সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা ৩৬৯
পরিবার পরিকল্পনায় চাকরি ও বেতনের হুকুম ৩৬৯
মিথ্যা ভাউচার, কমিশন ও বখশিশ ৩৭১
যথাসময়ে নামায না পড়তে বাধ্যকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা ৩৭২
অমুসলিমদের প্রতিষ্ঠানে মুসলমানের চাকরি করা ৩৭৩
টেলিভিশন মেরামত করে বিনিময় নেওয়া ৩৭৩
পেনশনের টাকার হুকুম ৩৭৪
হিন্দুর খিদমত ও মুখাগ্নি করে বিনিময় নেওয়া ৩৭৫
সুদি ব্যাংকের কাছে ঘর ভাড়া দেওয়া ৩৭৬
ব্যাংকের সুদমুক্ত শাখার কাছে বাসা ভাড়া দেওয়া ৩৭৮
সুদি প্রতিষ্ঠানের কাছে বাসা ভাড়া দেওয়া ৩৭৯
ডিশ লাগানোর জন্য ছাদ ভাড়া দেওয়া ৩৭৯
ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া ৩৮০
অবৈধ পণ্যের ব্যবসার জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া ও ভাড়ার টাকায় হজ, যাকাত ৩৮১
অবৈধ উপার্জনকারীর কাছে বাসা ভাড়া দেওয়া ৩৮২
গাড়ির ভাড়া ও মেরামত খরচ ৩৮৩
নির্দিষ্ট টাকায় গাড়ি ভাড়া দেওয়া ৩৮৪
গাড়ি ভাড়া নিয়ে অন্যত্র ভাড়া দেওয়া ও ফ্যাক্টরির কাজে নিজের গাড়ি ভাড়া দেওয়া ৩৮৫
হেড মিস্ত্রির কমিশন গ্রহণ ৩৮৬
বরাদ্দের চেয়ে কম টাকায় কাজ করিয়ে পুরো টাকা উসূল করা ৩৮৭
দোকান ভাড়া করে অন্যত্র ভাড়া দেওয়া ৩৮৮

Scanned by CamScanner

দোকান ভাড়া করে মালিকদের কাছে ভাড়া দেওয়া ৩৮৮
ঋণের পরিবর্তে দোকান ভোগ করা ৩৮৯
যৌথ ভাড়ায় মালিকের অঙ্কগ্রহণ ৩৯০
বেতনের অঙ্ক মালিকের অজ্ঞাতে উসূল করা ৩৯১
টিকিট কিনে বড়শি দিয়ে মাছ ধরা ৩৯২
টিকিট কিনে ধৃত মাছের হাদিয়া ৩৯৩
গাড়ির টিকিট অন্যের কাছে বিক্রি করে দেওয়া ৩৯৩
টিকিট না কেটে বাস/ট্রেনে উঠে ভাড়া দিয়ে দেওয়া ৩৯৪
পথপ্রদর্শকের বিনিময় গ্রহণ ৩৯৫
ছাত্র ভর্তি করিয়ে কমিশন গ্রহণ করা ৩৯৬
দর্জির রিসিপ্টে দেওয়া শর্তের গ্রহণযোগ্যতা ৩৯৭
বাজার ইজারা নিয়ে খাজনা উঠানো ৩৯৮
বেতন নয়, কমিশনের ভিত্তিতে নিয়োগ ৩৯৯
কমিশনের ভিত্তিতে মসজিদের চাল উঠানো ৪০০
চাঁদা উসূলকারীকে নির্দিষ্ট হারে বোনাস দেওয়া ৪০১
কমিশন ভিত্তিক চাঁদা ও চাঁদার টাকায় বেতন ৪০২
কমিশনের ভিত্তিতে সদস্য সংগ্রহ করা ৪০৪
হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে চাকরি করা ৪০৬
হিসাববিজ্ঞানে শিক্ষকতা করে উপার্জন করা ৪০৭

باب أحكام الأجرة ৪০৮

পরিচ্ছেদ : পারিশ্রমিকের বিধান ৪০৮

ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম দেওয়া ৪০৮
অ্যাডভান্সের হারে ভাড়া কমবেশি ধার্য করা ৪০৮
কাজিদের অতিরিক্ত ফি ও বখশিশের বিধান ৪১০
দোকান ভাড়া নিয়ে অন্যের কাছে ভাড়া দেওয়া ৪১১
ফেলে যাওয়া আসবাব দিয়ে ভাড়া উসুল করা ৪১২
বরাদ্দকৃত গাড়ি ভাড়া কর্মচারীর ভোগ করা ৪১৩
বরাদ্দকৃত ভাড়া থেকে কিছু বাঁচিয়ে ভোগ করা ৪১৪
সময়মতো উপস্থিত না হয়ে পুরো বেতন নেওয়া ৪১৫
মিথ্যার আশ্রয়ে আয়ের হুকুম ৪১৫
পাঁচ তারকা হোটেলের পারিশ্রমিক ৪১৬
শর্ত সাপেক্ষে জমি ক্রয়-বিক্রয় করিয়ে দেওয়া ৪১৭
বিল পরিশোধে বিলম্ব ফি ৪১৯
কোচিং সেন্টারের আয়ে মাদরাসার বেতন দেওয়া ৪১৯
পারিশ্রমিক অগ্রিম গ্রহণ করা ৪২০

Scanned by CamScanner

ধানের বিনিময়ে ধান কাটা..... ৪২১
ধান দিয়ে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের পারিশ্রমিক দেওয়া..... ৪২২
মরিচের বিনিময়ে মরিচ তোলা..... ৪২৩
রসের বিনিময়ে খেজুরের রস বের করা..... ৪২৪
ধানের বিনিময়ে ধান কেটে গোলাতে উঠানো..... ৪২৪
হালচাষের জন্য মজদুর রাখা..... ৪২৫
বিনিময় নিয়ে ইমামতি করা..... ৪২৬
ছুটিকালীন সময়ের বেতন কর্তন প্রদান করা..... ৪২৭
কমিটির কাছে বেতন বৃদ্ধির আবেদন করা..... ৪২৯
মসজিদ-মাদরাসা থেকে বেতন-ভাতা নেওয়া..... ৪২৯
কোরআনের শিক্ষা দিয়ে বিনিময় নেওয়া বৈধ..... ৪৩০
মসজিদে কোরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় নেওয়া..... ৪৩১
কোরআন-হাদীস শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা..... ৪৩২
কোরআন শেখানো বাবদ স্ত্রীকে পারিশ্রমিক দেওয়া..... ৪৩৩
ওয়াজ করে বিনিময় নেওয়া..... ৪৩৪
কনট্রাক্ট করে ওয়াজের বিনিময় নেওয়া..... ৪৩৫
ফাতওয়া দিয়ে বিনিময় নেওয়া..... ৪৩৬
চুক্তিভিত্তিক কবিরাজি..... ৪৩৭
বিবাহ পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া..... ৪৩৭

باب أجرة الدلال ৪৩৯

পরিচ্ছেদ : দালালির বিনিময়..... ৪৩৯

জমি বিক্রয়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক দালালের নিয়োগ..... ৪৩৯
ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় থেকে কমিশন নেওয়া..... ৪৪০
জমির দালালির হুকুম..... ৪৪১
দালালদের গ্রাহক জুগিয়ে কমিশন নেওয়া..... ৪৪২
ফ্ল্যাট বিক্রি করে ও জমির সন্ধান দিয়ে কমিশন গ্রহণ..... ৪৪৩
ক্রেতা জোগান দিয়ে কমিশন নেওয়া..... ৪৪৩
দালালির ফি নির্দিষ্ট না হলে করণীয়..... ৪৪৪
জমির দালালির অভিনব পদ্ধতি..... ৪৪৫
অর্থের বিনিময়ে চাকরির সুপারিশ করা..... ৪৪৭
ওষুধ ও ক্লিনিকের নাম লিখে ডাক্তারদের কমিশন গ্রহণ..... ৪৪৮
রোগী পাঠিয়ে প্যাথলজির মালিক থেকে কমিশন নেওয়া..... ৪৫১
রোগী পাঠিয়ে কমিশন নেওয়া..... ৪৫২
ওষুধের নাম লিখে কমিশন গ্রহণ..... ৪৫২
গ্রাহক সংগ্রহ করে দিয়ে কমিশন নেওয়া..... ৪৫৩

Scanned by CamScanner

হাজী ঠিক করে দিয়ে কমিশন গ্রহণ ৪৫৪
হজে পাঠিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা ৪৫৫
কাজ ও লেবার দিয়ে কমিশন গ্রহণ করা ৪৫৫
মালিক থেকে মজুরি বেশি নিয়ে শ্রমিককে কম দেওয়া ৪৫৭
মধ্যস্থ হয়ে কমিশন গ্রহণ করা ৪৫৭
কনট্রাক্ট করে বিদ্যুৎ-গ্যাসের সংযোগ নেওয়া ৪৫৮

باب إجارة الحيوانات ৪৬০

পরিচ্ছেদ : প্রাণী ইজারা দেওয়া ৪৬০

গরু বর্গা দেওয়ার পদ্ধতি ৪৬০
গরু/ছাগল বর্গা ৪৬১
গাভি বর্গা দেওয়ার একটি পদ্ধতি ৪৬২
গরু-ছাগল বর্গা দেওয়ার বৈধ পদ্ধতি ৪৬৩
গরু বর্গার বৈধ পদ্ধতি ৪৬৩
জমির বর্গা ও গরুর বর্গার মাঝে পার্থক্য ৪৬৫
পারিশ্রমিক নিয়ে গরুর লালন-পালন ৪৬৬
গরুর খাদ্য ও চিকিৎসা খরচ কে বহন করবে ৪৬৭
গরু লালন-পালনের একটি বৈধ পদ্ধতি ৪৬৮
পশুপাখি বর্গা দেওয়ার নিয়ম ৪৬৯
পাল দেখিয়ে বিনিময় নেওয়া ৪৬৯

باب إجارة الأراضى والأشجار ৪৭১

পরিচ্ছেদ : জমি ও গাছগাছালির ইজারা ৪৭১

সেচের বিনিময়ে ক্ষেতের ফসল ৪৭১
ফসলের বিনিময়ে সেচ করা ৪৭১
সেচের বিনিময়ের বৈধ পদ্ধতি ৪৭২
ফসলের বিনিময়ে সেচের বৈধ পদ্ধতি ৪৭৩
ধানের বিনিময়ে পানির সেচ ৪৭৪
আমবাগানের ভাড়া মালিকের ফসল করার শর্তে ৪৭৫
কাঁঠালবাগানের ইজারা ৪৭৫
অগ্রিম ভাড়ায় জমির দীর্ঘমেয়াদি ইজারা ৪৭৬
জমি ও পুকুরের ইজারা ৪৭৬
জমি ও পুকুর লিজ দেওয়ার পদ্ধতি ৪৭৭
ভাড়া কম কর্তনে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা ৪৭৮
নামমাত্র বিনিময়ে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা ৪৭৯
মাছ ধরার জন্য জমির ইজারা ৪৮০
ধানের বিনিময়ে জমির ইজারা ৪৮১

Scanned by CamScanner

কর্তনের শর্তে জমির ইজারা ৪৮১
জমি বেদখল হয়ে গেলে ইজারাদার ভাড়া ফেরত পাবে ৪৮২
পুকুর বা জলাশয় লিজ নেওয়া ৪৮৩
অর্ধেক লাভ দেওয়ার শর্তে পুকুর লিজ নেওয়া ৪৮৪
লিজ নেওয়া জমি নদীভাঙনের শিকার হলে ভাড়া দিতে হবে না ৪৮৪

باب المزارعة ৪৮৬

অধ্যায় : জমি বর্গা ৪৮৬

বর্গা চাষের হুকুম ৪৮৬
অর্ধেক হারে বর্গা চাষ ৪৮৭
সমান সমান শর্তে বর্গা চাষ ৪৮৭
অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশের শর্তে বর্গা ৪৮৯
ফসল কেটে দেওয়ার শর্তে বর্গা ৪৯০
বিঘাপ্রতি পাঁচ মণ ধানের শর্তে বর্গা ৪৯১
ধানের বদলায় জমির বর্গা পদ্ধতি ৪৯১
জমি 'ফুরান' দেওয়ার হুকুম ৪৯২
ইজারাদাতার কাছে জমি বর্গা দেওয়া ৪৯৩
জমি বর্গা দিয়ে সিকিউরিটি বাবদ টাকা জমা রাখা ৪৯৩
জমি বর্গা দিয়ে টাকা নেওয়া ৪৯৪
ফসলের অংশের বিনিময়ে পানি দেওয়া ৪৯৫

باب الوكالة ৪৯৭

পরিচ্ছেদ : ওকালত ও প্রতিনিধিত্ব ৪৯৭

যাতায়াত খরচ বাঁচিয়ে রেখে দেওয়া ৪৯৭
বরাদ্দের চেয়ে কম খরচ করে বা কমে কিনে বাকি টাকা রেখে দেওয়া ৪৯৮
হেঁটে যাতায়াত করে ভাড়ার টাকা রেখে দেওয়া ৫০০
রিকশায় না গিয়ে হেঁটে যাওয়া ৫০১
উকিলের জন্য অন্য জিনিস কেনার অনুমতি নেই ৫০১
উকিল মারফত পাঠানো টাকা কম হলে করণীয় ৫০২
অছি প্রয়োজনে নাবালাগের মাল বিক্রি করতে পারবে ৫০৩
পণ্য বিক্রয়ের উকিল নিজে সেই পণ্য কিনতে পারে না ৫০৩
কম দামে পণ্য কিনে অতিরিক্ত টাকা উকিলের রেখে দেওয়া ৫০৫
উকিলের জন্য পণ্যের সাথে প্রাপ্ত ফ্রি জিনিস রেখে দেওয়া অবৈধ ৫০৫
হাদিয়ার নামে কিছু পেলে তা উকিল ভোগ করতে পারবে না ৫০৭
উকিল লাভবান হয় এমন দোকান থেকে পণ্য কেনা ৫০৮
মূল্য আদায়কালে মূল্য হ্রাস করার হুকুম ৫০৯
অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রি করে নিজে ভোগ করা ৫০৯

Scanned by CamScanner

পণ্য কম মূল্যে কিনলেও উদ্ধৃত টাকা উকিলের জন্য অবৈধ..... ৫১০
পাওনা টাকা উদ্ধারে পারিশ্রমিক গ্রহণ..... ৫১১
ওকালতি পেশার হুকুম..... ৫১২
আইনি পেশা গ্রহণ করার হুকুম..... ৫১৩
বাসে ভ্রমণ করে বিমান ভাড়া দাবি করা..... ৫১৪
কাজের লোক না থাকা সত্ত্বেও বেতনের সাথে ভাড়া ও রেশন নেওয়া..... ৫১৪
খানা বাবদ খরচ না করেও টাকা উত্তোলন করা..... ৫১৫

باب الحوالة..... ৫১৭

পরিচ্ছেদ : হাওয়ালা..... ৫১৭

হুন্ডি ব্যবসার হুকুম..... ৫১৭
হুন্ডির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো..... ৫১৭

باب الرشوة..... ৫২০

পরিচ্ছেদ : ঘুষ..... ৫২০

ঘুষদাতা ও গ্রহীতার পরিণাম..... ৫২০
ডাক্তার ও রিপ্রেজেন্টেটিভের ওষুধের আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয়..... ৫২১
কোম্পানির তরফ থেকে গিফট করা আসবাবের ব্যবহার..... ৫২৩
ঘুষ দিয়ে উত্তোলিত পেনশনের টাকায় হজ করা..... ৫২৪
পেনশন উদ্ধারের চুক্তি ও ঘুষ প্রদান..... ৫২৫
মালপত্র ছাড় করানোর জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষকে উৎকোচ দেওয়া..... ৫২৬
ঘুষ দিয়ে বিল কামানো..... ৫২৭
ঘুষ দিয়ে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করা..... ৫২৮
ঘুষ দিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স করা..... ৫২৯
ঘুষ দিয়ে ফুটপাতে ব্যবসা করা..... ৫৩০
সরকার থেকে হক আদায় করার জন্য ঘুষ দেওয়া..... ৫৩০
সরকারি সাহায্য পেতে ঘুষ দেওয়া..... ৫৩১
ঘুষ ছাড়া সরকারি পর্যায়ে কাজ করানো সম্ভব না হলে করণীয়..... ৫৩১
ঘুষ দিয়ে সরকারি চাকরি ও বেতনের হুকুম..... ৫৩২
ঘুষ দিয়ে বা জামানত রেখে চাকরি নেওয়া..... ৫৩৩
ঘুষ দিয়ে নেওয়া চাকরির বেতনের হুকুম..... ৫৩৪
ঘুষ দিয়ে নেওয়া চাকরির বেতন..... ৫৩৫
যোগ্যতা সত্ত্বেও ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়া..... ৫৩৫
ঘুষ দিয়ে এমপিওভুক্ত হওয়া..... ৫৩৬
টাকা নিয়ে নির্বাচনে পাস করানোর অঙ্গীকার..... ৫৩৭
মাল কেনার জন্য কোম্পানির কর্মকর্তাকে ঘুষ দেওয়া..... ৫৩৭
অর্ডার পাওয়ার জন্য মিথ্যা ভাউচার করা..... ৫৩৯

Scanned by CamScanner

ঘুষ দিয়ে ব্যবসা করা ৫৩৯
ঘুষের লেনদেন করতে হয় এমন চাকরি করা ৫৪১
ঘুষ দিয়ে গ্যাস-বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার ৫৪২
হোটেলবয়কে বখশিশ দেওয়া ৫৪৪
হালাল-হারামের নির্ণয় সম্ভব না হলে করণীয় ৫৪৫
অবৈধ সম্পদের ব্যাপারে করণীয় ৫৪৬

متفرقات المعاملات ৫৪৯

লেনদেনবিষয়ক বিবিধ মাসায়েল ৫৪৯

হালখাতার শরয়ী হুকুম ৫৪৯
অন্যের ছবি ব্যবহার করে সিম কার্ডের ব্যবসা করা ৫৪৯
বাঁশঝাড় থেকে অন্যের জায়গায় বাঁশ গজালে তার মালিকানা কার হবে? ৫৫০
জমি অন্যের হলেও গাছের মালিক রোপণকারী ৫৫১
রিচার্জ কার্ড বেশি মূল্যে বিক্রয় করা ৫৫১
ফ্লেক্সিলোডের ব্যবসার হুকুম ৫৫২
খরচাদি না দিয়েও জমির সমান ভাগ দাবি করা ৫৫২
বেদখল জমি বিক্রি করা ৫৫৩
বাজারের ট্যাক্সের হুকুম ৫৫৪
সরকারি ট্যাক্স আদায় না করা ৫৫৫
সদকার অঙ্গীকার করে সদকা না করলে তার অসম্মতিতে সম্পদ নিয়ে নেওয়া ৫৫৭
হারাম টাকায় বিদেশ গিয়ে হালাল উপার্জন ৫৫৭

Scanned by CamScanner

باب الشركة والمشاركة

পরিচ্ছেদ : অংশীদারি ব্যবসা

ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্বও অংশীদারকে নিতে হবে

প্রশ্ন : আমি একজন কাপড় ব্যবসায়ী। বহুদিন যাবৎ এ ব্যবসায় নিয়োজিত। ব্যাংকের সাথে লেনদেন করি না সুদের সম্পৃক্ততার ভয়ে। একজন চাকরিজীবী অবসরপ্রাপ্ত পরবর্তী পেনশনের কিছু টাকা লাভ-ক্ষতির অংশীদারির ভিত্তিতে আমার ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। ৫-৬ বছর ব্যবসার লভ্যাংশ তাঁকে দেওয়া হয়। একদিন রাতে অগ্নিকাণ্ডে ব্যবসার সমস্ত সম্পদসহ অন্যান্য গচ্ছিত সম্পদ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দোকানের কর্মচারী জানে বেঁচে গেলেও ছাই-কয়লা ছাড়া কিছুই বাকি নেই। এমতাবস্থায় ওই লোকটি কি আমার কাছে টাকা পাবেন? শরীয়তের রায়ের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল, আমাদের দুজনকে শরীয়তের রায় জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে কারো ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ করাকে শরীয়তের ভাষায় মুশারাকা বলা হয়। এ ব্যবসার মূলধনের শতাংশ হারে অংশীদার ব্যক্তি লাভ বা লোকসানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। সুতরাং ব্যবসার উন্নতি অবস্থায় যে চুক্তিতে লাভের অংশীদার হয়ে লাভ গ্রহণ করেছে, অদ্রূপ ব্যবসাকেন্দ্রিক লোকসান ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অবস্থায়ও অবশ্যই অংশীদার ব্যক্তি তার মূলধনের হারে ক্ষতির দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য থাকবে। তাই আপনি যে লোক থেকে যত টাকা বিনিয়োগের জন্য গ্রহণ করেছেন, দোকান জ্বলেপুড়ে ছারখার হওয়া দ্বারা যত টাকা লোকসান হয়েছে উভয় অংশীদার প্রত্যেকে মূলধনের হারে লোকসানের দায়ভার বহন করতে হবে।
উল্লেখ্য, মুশারাকা পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্যবসার লাভের হিসাব উভয়ের মাঝে চুক্তিভিত্তিক নির্ধারিত হলেও লোকসানের হিসাব উভয়ের মূলধনের হারে নির্ধারণ করা হবে। (১২/৯২৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٠٥ : فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رءوس أموالهما، وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك، ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل

📖 فيه أيضا ٤/ ٣١٢ : فإن شرطا الربح بينهما بقدر رأس مالهما جاز، ويكون مال الذي لا عمل له بضاعة عند العامل له ربحه وعليه وضيعته، وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله جاز أيضا على الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة، ولو شرطا

Scanned by CamScanner

الربح للدافع أكثر من رأس ماله لا يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة لكل واحد منهما ربح ماله والوضيعة بينهما على قدر رأس مالهما أبدا هذا حاصل ما في العناية اهما في النهر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٢٠ : ولو شرطا العمل عليهما جميعا صحت الشركة، وإن قل رأس مال أحدهما وكثر رأس مال الآخر واشترطا الربح بينهما على السواء أو على التفاضل فإن الربح بينهما على الشرط، والوضيعة أبدا على قدر رءوس أموالهما، كذا في السراج الوهاج.

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٨/ ٢٤٨ (١٥٠٨٧) : عن علي في المضاربة: «الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه» وأما الثوري فذكره، عن أبي حصين، عن علي في المضاربة، أو الشركين -

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ٣٣ : وإذا شرط العمل عليهما، فالربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما دون الآخر وإن شرط العمل على الذي شرطا له فضل الربح جاز، وتكون زيادة الربح بمقابلة العمل. ولو شرط العمل على أقلهما ربحاً خاصة لا يجوز؛ لأن الذي شرط عليه العمل شرط لصاحبه جزءاً من ربح ماله من غير أن يكون له فيه رأس المال، أو عمل.

📖 شرکت ومضاربت عصر حاضر میں (ادارۃ المعارف) ص ۲۱۶ : اس بات پر فقہاء کرام اتفاق ہے کہ اگر شرکت کے کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہر شریک کا نقصان اس کے مال کے تناسب سے ہوگا، یعنی جتنے فیصد کسی سرمایہ کاری ہے اتنا ہی فیصد وہ نقصان میں حصہ دار ہے، اور اس قاعدہ کی بناء پر علیؓ کا قول ہے جس میں انہوں نے فرمایا۔ الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه -

অংশীদারকে বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে রাখা

প্রশ্ন : কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি সেবা সংস্থা করে মাসিক চাঁদা জমা করে। ১০% সেবা খাতে ও ৯০% ব্যক্তিগত সঞ্চয় ফান্ডের জন্য। সঞ্চয় ও সেবা ফান্ডের টাকা দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সংস্থার অফিস পরিচালনার জন্য সদস্যদের মধ্যে

Scanned by CamScanner

হতে কাউকে বেতনভোগী হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে নিজেদের ব্যবসা দেখাশোনার জন্য কোনো এক সদস্য তথা শরীককে বেতন প্রদান শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ধরনের নিয়োগ এবং বেতন প্রদান বিষয়ে জায়েয-নাজায়েয বিষয়ে ফিকাহবিদদের মতানৈক্য থাকলেও জায়েয হওয়ার মতটি গ্রহণযোগ্য। তবে যে কাজ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বা চুক্তির কারণে কোনো শরীকের দায়িত্বে বর্তায় তার জন্য এই কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয হবে না। (১৮/৭১২)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۳۲۸ : نصوص مذکورہ سے امور ذیل ثابت ہوئے:

۱ -شریک کو اجیر رکھنے کا عدم جواز کسی نص شرعی سے ثابت نہیں۔

۲ -حضرت امام رحمہ اللہ تعالی سے بھی اس بارہ کوئی روایت نہیں،... ...

۶ -اجارۃ المشاع باجماع الائمہ الاربعہ جائز ہے، البتہ امام غیر شریک کیلئے ناجائز فرماتے ہے۔

۷ -ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی اجارۃ المشاع کی طرح شریک کو اجیر رکھنے کے جواز پر متفق ہیں۔...

۹ -ترک نص شرعی کیلئے تعامل عام شرط ہے مگر ترک نص مذہب کیلئے تعامل خاص بھی کافی ہے۔

۱۰ -مذہب حنفی ہونے کی حیثیت سے اقوال صاحبین رحمہما اللہ تعالی سے تعامل پر مبنی احکام مقدم ہیں۔

۱۱ -نص مذہب کو تعامل خاص سے بھی ترک کر دیا جاتا ہے اور کمپنی کے شرکاء کو اجیر رکھنے کا تو تعامل عام ہے، لہذا اس میں بطریق اولی نص مذہب متروک ہوگی، بالخصوص جبکہ یہ نص امام بھی نہیں بلکہ قول امام محمد رحمہ اللہ تعالی ہے جس سے تعامل مقدم ہے۔ علاوہ ازیں مضاربت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، مضارب عمل مشترک سے نفع حاصل کرتا ہے۔

পর্যায়ক্রমে অংশীদারকে জিনিসের মালিক বানিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : জায়েদ জীবিকা নির্বাহের জন্য একটি সিএনজি গাড়ি কেনার ইচ্ছা করে। কিন্তু তার কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা না থাকায় সে আবু বকরকে সিএনজি কেনায় শরীক করেন এ শর্তে যে তাকে ভাড়ার অর্ধেক দৈনিক বা মাসিক হিসেবে দেওয়া হবে, এ চুক্তি শরীয়ত মোতাবেক কি না? যদি আবু বকর বলে যে এত দীর্ঘ সময় টাকা ব্যস্ত রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই দৈনিক ভাড়ার অংশ পরিমাণ মূলধন থেকে যাবে। যেদিন

Scanned by CamScanner

মূলধন পরিশোধ হয়ে যাবে সেদিন জায়েদ সম্পূর্ণ সিএনজির মালিক হয়ে যাবে। এটি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : আবু বকর সিএনজি ক্রয়ে জায়েদকে মূলধন দিয়ে শরীক হওয়ায় সে সিএনজির মালিকানায় অংশীদার হয়েছে। কাজেই সে সিএনজির ভাড়া বাবদ লাভের যেমন অংশ পায়, তেমনি আনুপাতিক হারে বিভিন্ন খরচও তাকে বহন করতে হবে। তবে সিএনজি পরিচালনায় আবু বকরের কোনো অংশ না থাকায় সে তার মূলধনের হার থেকে বেশি লাভ গ্রহণ করতে পারবে না। প্রশ্নোল্লিখিত আবু বকরের লাভের অংশটি যদি তার প্রদানকৃত মূলধনের হার থেকে বেশি না হয় তবে তাদের এই চুক্তি শরীয়তসম্মত হয়েছে। জায়েদ সম্মত হলে আবু বকর নির্দিষ্ট হারে তার মূলধন ফিরিয়ে নিতে পারবে। তবে প্রতি মাসে যে পরিমাণ মূলধন ফিরিয়ে নেবে সেই হারে লভ্যাংশও কম নিতে বাধ্য থাকবে। (১৬/৫৪৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٦٣ : وإن شرطا العمل على أحدهما، فإن شرطاه على الذي شرطا له فضل الربح؛ جاز، والربح بينهما على الشرط فيستحق ربح رأس ماله بماله والفضل بعمله، وإن شرطاه على أقلهما ربحا لم يجز؛ لأن الذي شرطا له الزيادة ليس له في الزيادة مال.ولا عمل ولا ضمان-

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٨/ ٩٧ : وإن كان الاسترداد في المثال السابق برضا العامل، وقصد هو والمالك الأخذ من رأس المال اختص به، أو من الربح اختص به، وحينئذ يملك العامل مما في يده قدر حصته على الإشاعة.

📖 المعايير الشرعية ص ١٧١ : المشاركة المتناقصة عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدريجا تدريجيا إلى أن يتملك المشترى المشروع بكامله، وإن هذه العملية تتكون من الشركة فى أول الأمر، ثم البيع والشراء بين الشريكين، ولا بد أن تكون الشركة غير مشترط فيهما البيع والشراء، وإنما يتعهد الشريك بذلك بوعد منفصل عن الشركة، وكذلك يقع البيع والشراء بعقد منفصل عن الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين فى الآخر-

📖 شرکت ومضاربت عصر حاضر میں (ادارۃ المعارف) ص ۲۱۱ : جس شریک کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ وہ ضرور کام کریگا اس کا نفع سرمایہ کاری کے تناسب سے زائد مقرر

Scanned by CamScanner

کیا جائے تو بالاتفاق جائز ہے،... ... جس شخص نے شرط لگائی کہ کہ کام نہیں کریگا اس کے لئے سرمایہ کاری کے تناسب سے زیادہ مقرر کرنا جمہور کے نزدیک ناجائز ہے۔

নতুন অংশীদার নেওয়ার শরীয়ত পরিপন্থী কিছু শর্ত

প্রশ্ন : আমি একজন পরিবহন ব্যবসায়ী। তিনজনের অংশীদারিত্বে প্রত্যেকের মূলধন ১০ লাখ। মোট ৩০ লাখে ১০টি বেবিট্যাক্সি ক্রয় করে ব্যবসা শুরু করি। মাস শেষে যে আয় হয় খরচ বাদে তা তিনজনে সমান সমান ভাগ করে নিই। তবে কিছু টাকা রিজার্ভ রাখা হয় দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো বড় খরচের জন্য। এতে গত দুই বছরে দেখা গেছে আমরা যে লভ্যাংশ প্রতি মাসে পাই তা হিসাব করে মূলধনের প্রতি লাখে ৩০০০ টাকা করে আসে। আর গাড়ির মূল্য তো ৫ বা ১০ বছর ধরে বাজার দরে যা আসে তাও আমাদের সকলের থাকবে সমান ভাগে। মাঝখানে কেউ ব্যবসা থেকে চলে যেতে চাইলে সে গাড়ির বাজার মূল্যের ১০টি $^{১}/_{৩}$ অংশ অপর দুজনের নিকট থেকে নিয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, মাসিক লভ্যাংশ প্রতি লাখে ৩০০০ টাকা ফিক্সড নয়, কমবেশি হয়ে থাকে।
এখন শুরুর দুই বছর পর অন্য একজন ভাই আমাদের অংশীদারের বন্ধু ৫ লাখ টাকা নিয়ে এসে আমাদের ব্যবসার শরীক হতে চাইলেন, নতুন ভাইকে এ শর্তে ব্যবসায় নেওয়া হলো যে,
১) তিনি মাসে মাসে একটি লভ্যাংশ পাবেন, যার পরিমাণ হবে মূল অংশীদার যা পাবেন তার ৮০%, অর্থাৎ মূল অংশীদার যদি মাসে এক লাখে ৩০০০ পান তবে নতুন ভাই পাবেন উহার ৮০% = ২৪০০ প্রতি লাখে বাকি ২০% পাবেন তাঁর বন্ধু, যার মাধ্যমে তিনি বিনিয়োগ করেছেন।
২) নতুন ভাই গাড়ির বেবিট্যাক্সির মালিক হবেন না, গাড়ির মূল্য ৫-১০ বছর পরে যা-ই হোক না কেন, নতুন ভাই তা থেকে কোনো অংশ পাবেন না।
৩) নতুন ভাই যেকোনো সময় চাইলে তাঁর মূলধন ৫ লাখ টাকা ফেরত পাবেন। তা কোনো কারণে কম বা বেশি হবে না। যেমন কোনো দুর্ঘটনায় কয়েকটা গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়, তবুও নতুন ভাই তাঁর বিনিয়োগকৃত মূলধন ৫ লাখ ফেরত পাবেন এবং এ ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর ওই বন্ধুর, যার মাধ্যমে তিনি ব্যবসায় যোগ দিয়েছেন।
৪) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ ফান্ডে যদি কিছু টাকা জমা হয় এবং তা নগদ থাকুক বা নতুন দু-একটা গাড়ি ক্রয় হোক এসব সম্পদে নতুন ভাইয়ের কোনো অংশ থাকবে না।

এখন আমার প্রশ্ন :
ক) নতুন ভাই বিনিয়োগের উক্ত শর্তাবলি মেনে নিয়েছেন, শরীয়ত মতে উক্ত চুক্তি সঠিক হয়েছে কি?

Scanned by CamScanner

খ) আমাদের যে বন্ধুর মাধ্যমে নতুন ভাই যোগ দিলেন তাঁর নেওয়া ২০% পরিচালনা ভাতা হালাল হচ্ছে কি?

উত্তর : ইসলামে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে অংশীদারিত্বের ব্যবসা-বাণিজ্য বড়ই প্রশংসনীয়, তবে এর লভ্যাংশ ও ক্ষতির অংশ বণ্টনের শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত কতিপয় মূলনীতি রয়েছে, যা অনুসরণ করে ব্যবসা করলে উক্ত ব্যবসা হালাল হবে, অন্যথায় তা অবৈধ হয়ে যাবে।

প্রশ্নোল্লিখিত প্রথম তিনজনের অংশীদারিত্বের ব্যবসার মূলনীতি শরীয়ত পরিপন্থী নয় বিধায় তিনজনের জন্য ব্যবসা হালাল হবে। পক্ষান্তরে চতুর্থজনের অংশীদারিত্বে বর্ণিত ২, ৩, ৪ নং শর্তাবলি শরীয়ত পরিপন্থী হওয়ায় চতুর্থ বন্ধুর সাথে কৃত শর্তাবলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায় সম্পৃক্ত রাখা বৈধ হবে না। তার সঙ্গে কৃত চুক্তি ভেঙে তার মূলধন ফেরত দিয়ে দেবে।

তবে যদি চতুর্থ বন্ধুকে কৃত শর্তাবলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায় জড়িয়ে রাখার ইচ্ছা হয় তাহলে নতুন সূত্রে প্রথম তিনজনের কৃত চুক্তির আলোকে নতুন চুক্তি করে ব্যবসায় শামিল করা হলে তা বৈধ হবে। সর্বক্ষেত্রে ব্যবসার লভ্যাংশ চুক্তিভিত্তিক বণ্টন করা যাবে। (১৬/৫৯৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ١٠٠ (٢١٦٨) : عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام وقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق»

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٦٢ : إذا عرف هذا فنقول: إذا شرطا الربح على قدر المالين متساويا أو متفاضلا، فلا شك أنه يجوز

Scanned by CamScanner

ويكون الربح بينهما على الشرط سواء شرطا العمل عليهما أو على أحدهما والوضيعة على قدر المالين متساويا ومتفاضلا؛ لأن الوضيعة اسم لجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال،

📖 المغنى لابن قدامة (مكتبة القاهرة) ٥/ ٢٧ : الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي وغيرهما.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ٩٠ : جواب- جس شریک کے ذمہ کام ہے منافع میں اس کا اس کے سرمایہ کی نسبت زیادہ رکھنا صحیح ہے۔ مثلاً ٦٦ فیصد اور ٣٣ فیصد والے کا منافع برابر رکھا جائے، لیکن اگر خدانخواستہ نقصان ہو جائے تو سرمائے کے تناسب سے دونوں کو برداشت کرنا ہوگا، ایک شخص کو نقصان سے بری کر دینے کی شرط صحیح نہیں ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٣٩٧- ٣٩٨ : الجواب- ... ... نقصان کو پہلے نفع سے پورا کیا جائے گا اگر نفع سے پورا نہیں ہوتا تو دونوں پر بقدر حصہ نقصان آئیگا۔

পার্টনারশিপের পশুর লালন-পালন

প্রশ্ন : আব্দুর রহীম এবং আব্দুল করীম দুজনে মিলে দুই হাজার টাকা দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করল। আব্দুর রহীম দিল ১০০ টাকা এবং আব্দুল করীম দিল ১৯০০ টাকা। আব্দুল করীম আব্দুল রহীমকে বলল, তুমি এই ছাগল লালন-পালন করো। যাবতীয় খরচ তোমাকেই বহন করতে হবে। দুই বছর পর আমরা ওই ছাগল বিক্রি করব এবং লাভের পরিমাণ উভয়জনের আসল টাকা বাদ দিয়ে সমানভাবে ভাগ করব। দুই বছর পর ওই ছাগল চার হাজার টাকায় বিক্রি হলো। আব্দুর রহীমকে দেওয়া হলো ১০০+১০০০ = ১১০০ টাকা এবং আব্দুল করীম নিল ১৯০০+১০০০ = ২৯০০ টাকা।

এই পদ্ধতিতে ছাগল পালন করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত লেনদেন শরীয়তসম্মত নয়। হানাফী মাযহাব অবলম্বনকারীদের জন্য এ পদ্ধতি পরিহার করে চলা সমীচীন। (৮/১৮৬/২০১২)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار ٤/ ٣٢٦ : [تنبيه] لم يذكروا ما لو كانت الدابة بين اثنين دفعها أحدهما للآخر على أن يؤجرها ويعمل عليها على أن ثلثي الأجر للعامل والثلث للآخر وهي كثيرة الوقوع، ولا شك في فسادها؛ لأن المنفعة كالعروض لا تصح فيها الشركة، وحينئذ فالأجر بينهما على قدر ملكهما، وللعامل أجر مثل عمله، ولا يشبه العمل في المشترك حتى نقول لا أجر له؛ لأن العامل فيما يحمل وهو لغيرهما تأمل.

মিরাছি সম্পত্তি দিয়ে যৌথ ব্যবসা

প্রশ্ন : আমার মৃত পিতার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং বাড়িভাড়া আমরা একটি সম্মিলিত তহবিলে এনেছি এবং এর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ একজন ওয়ারিশের হাতে অর্পণ করেছি। এই তহবিল থেকে আমরা যার যার খরচ নেব। ছয়জন বিবাহিতা বোন আপাতত কোনো জরুরি খরচ নেবে না, বাকি ৯ জন ওয়ারিশের খরচের পরিমাণও সমান নয়। বছর শেষে ফারায়েয অনুযায়ী যার যার প্রাপ্য লভ্যাংশ থেকে তার ব্যয় কেটে রেখে দেওয়া হবে। ফলে বছর শেষে দেখা যাবে কারো লভ্যাংশ বেশি পাওনা আছে, আবার কারো কম পাওনা আছে।

এরূপ বিলিবণ্টন ও কমবেশি জমা টাকা এক তহবিলে রেখে ব্যবসা করা শরীয়তসম্মত কি না? এরূপ শিল্প-বাণিজ্য থেকে ওয়ারিশদের কেউ কেউ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাস্বরূপ কোনো বেতন-ভাতা ইত্যাদি নিতে পারবে কি?

উত্তর : উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পদ বিলিবণ্টনের পূর্বে সকল ওয়ারিশের সম্মতিক্রমেএকত্রিতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োগ করে প্রত্যেকের হিসাবানুযায়ী লভ্যাংশ প্রদানেরব্যবস্থা করার অনুমতি আছে। এরূপ অবস্থায় পরিচালক ন্যায়সংগতভাবে সকলের সম্মতিক্রমে পূর্বে নির্ধারিত অঙ্কের টাকা কাজের বিনিময় হিসেবে নিতে পারে। (৪/৩৯৪/৭৪৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٣٠٧ : [تنبيه] يقع كثيرا في الفلاحين ونحوهم أن أحدهم يموت فتقوم أولاده على تركته بلا قسمة ويعملون فيها من حرث وزراعة وبيع وشراء واستدانة ونحو ذلك، وتارة يكون كبيرهم هو الذي يتولى مهماتهم ويعملون عنده بأمره وكل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض، لكن بلا تصريح

Scanned by CamScanner

بلفظ المفاوضة ولا بيان جميع مقتضياتها مع كون التركة أغلبها أو كلها عروض لا تصح فيها شركة العقد، ولا شك أن هذه ليست شركة مفاوضة، خلافا لما أفتى به في زماننا من لا خبرة له بل هي شركة ملك كما حررته في تنقيح الحامدية.

ثم رأيت التصريح به بعينه في فتاوى الحانوتي، فإذا كان سعيهم واحدا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم بعمله يكون ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصوابا كما أفتى به في الخيرية، وما اشتراه أحدهم لنفسه يكون له ويضمن حصة شركائه من ثمنه إذا دفعه من المال المشترك، وكل ما استدانه أحدهم يطالب به وحده.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٨/ ٥٨ : والظاهر أن عقد الإجارة لم يشرع لحاجة المستأجر فقط، بل إنما شرع لحاجة كل واحد من المتعاقدين، وإذا لم يجب للأجير العامل فيما نحن فيه أجر لم تندفع الحاجة التي شرع عقد الإجارة لها.

যৌথ মালিকানাধীন বস্তুর অনুমাননির্ভর বণ্টন

প্রশ্ন : কবীর সাহেব আর সেলিম উভয়ে মিলে স'মিল থেকে এক ট্রলি জ্বালানি কাঠ ক্রয় করেন। এতে ছোট-বড়, শুকনো-ভিজা বিভিন্ন প্রকারের কাঠ ছিল। বাড়িতে এনে উভয়ের সম্মতিক্রমে ওজন ছাড়াই অনুমান করে বণ্টন করে নেন। এ কাজটি শরীয়ত সমর্থিত কি না? এবং যেকোনো বস্তু অনুমান করে বণ্টন করা বৈধ কি না?

উত্তর : স'মিলের কাঠ যে সমাজে কেজি, মণ, টন হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় হয় সেখানে বিক্রি বণ্টনও কেজি ও টন তথা ওজন দিয়ে ঠিক করে নেওয়া জরুরি। তবে যে সমাজে ট্রাক-ট্রলি ইত্যাদি দিয়ে আনুমানিকভাবে ক্রয়-বিক্রয় চলে সে ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় ও বণ্টন সবই আনুমানিকভাবে উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে করা হলে অবৈধ বলা যাবে না। (১২/৫৬৫/৪০৩৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ١١٧ : وما لا نص فيه ولم يعرف حاله على عهد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - يعتبر فيه عرف الناس فإن تعارفوا كيله فهو كيلي وإن تعارفوا وزنه فهو وزني وإن

Scanned by CamScanner

تعارفوا كيله ووزنه فهو كيلي ووزني وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - كذا في المحيط.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ١٧٦ : (وما نص) الشارع (على كونه كيليا) كبر وشعير وتمر وملح (أو وزنيا) كذهب وفضة (فهو كذلك) لا يتغير (أبدا -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٧٦ : (قوله وما لم ينص عليه) كغير الأشياء الستة (قوله حمل على العرف) أي على عادات الناس في الأسواق لأنها أي العادة دالة على الجواز فيما وقعت عليه للحديث فتح -

বণ্টিত মিরাছি সম্পত্তিতে অঙ্গীকারনামার খেলাফ তাসারুফ

প্রশ্ন : এক লোক জীবিত অবস্থায় তাঁর তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মাঝে চারতলাবিশিষ্ট ভবন যথাক্রমে ছেলেদেরকে দুই আর মেয়েদেরকে একটি করে ফ্ল্যাট ভাগ করে দেন। এ বাড়ি চারতলার ওপর আর করা যাবে না। ভাই-বোনদের ছাড়া অন্য কারো কাছে বিক্রি করা যাবে না বলে অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেন ও করান। বাবার মৃত্যুর দুই বছর পর বড় ছেলে ছাদে পানি জমতে দেখে ও অধিক গরমের কারণে ছাদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পঞ্চম তলা ভাড়া দেন। পঞ্চম তলার খরচ উঠে গেলে ওয়ারিশদের মাঝে তাদের অংশ অনুযায়ী ভাগ করে দেবেন। এখন প্রশ্ন হলো :

ক) পিতার ওসিয়ত না রেখে বড় ভাই পঞ্চম তলা করা ঠিক হবে কি না?
খ) ফ্ল্যাট ভাড়াটিয়া ম্যানেজমেন্ট ঠিকমতো হচ্ছে না বিধায় বড় ভাই ফ্ল্যাট বাইরে বিক্রি করতে পারবে কি না? উল্লেখ্য, ভাই-বোন বাজার মূল্য দিতে অস্বীকার করতে পারে।
গ) ছোট বোন তার অংশ বিক্রি করে দিয়েছে, এমতাবস্থায় পঞ্চম তলায় ছোট বোনের অংশ বড় ভাই পাবে কি না?

উত্তর : ক) প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী, পিতা তাঁর ওয়ারিশদের মাঝে জীবিত থাকাকালীন সময়ে যে ফ্ল্যাটগুলো ভাগ করে দিয়েছিলেন এগুলোতে তাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারে। তবে যেহেতু পিতার সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে পঞ্চম তলা না করার ওপর উহার ওপরে অটল থাকাই আবশ্যকীয়। অন্যথায় অঙ্গীকার ভঙ্গের গোনাহ হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অঙ্গীকার ভঙ্গের অনুমতি রয়েছে।
খ) ভাইদেরকে যদি ন্যায্যমূল্য দিতে অস্বীকার করে তাহলে ভাইদের ছাড়া বাইরে বিক্রি করতে অসুবিধা নেই। তবে ভাইদের কাছে বিক্রি করাটাই শ্রেয়। কারণ এতে ওসিয়তনামার অঙ্গীকার রক্ষা হয়, অন্যথায় তা ভঙ্গ হয়।

Scanned by CamScanner

গ) চারতলাবিশিষ্ট নির্মিত ভবনের প্রকৃত মালিক উক্ত ভবনে বসবাসকারী সব ভাই-বোনেরা ভবনে যার অংশ আছে, সে তদানুযায়ী অধিকার ভোগ করতে পারবে, অর্থাৎ যার দ্বিগুণ অংশ আছে সে দ্বিগুণ অংশ পাবে। তাই উক্ত ভবনে পঞ্চম তলা নির্মাণ হওয়াতে বড় ভাই ছোট বোনের অংশ ক্রয় করে দ্বিগুণ অংশের মালিক হওয়াতে সে দ্বিগুণ অধিকার ভোগ করতে পারবে। (১৬/৫৭০)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٤٤٦ (٢٦٣٣) : عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف به فلا جناح عليه.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٤/ ٧٧ : قال الحنفية: الخلف في الوعد حرام إذا وعد وفي نيته أن لا يفي بما وعد، أما إذا وعد وفي نيته أن يفي بما وعد فلم يف، فلا إثم عليه .

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ٩٩ : إن الحقوق التي لا تتعلق بالأعيان، مثل حق التعلي، لا يجوز بيعها عند الحنفية، ولكن يجوز الاعتياض عنها بطريق الصلح على ما ذكره بعضهم.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۲۰/ ۲۸۳ : الجواب-زید نے اگر دیگر ورثاء سے کوئی معاملہ نہیں کیا اور ان سے تعمیر مکان کی اجازت بھی نہیں ملی تو اس تعمیر کا زید تنہا مالک ہے دوسرے ورثاء کا اس تعمیر میں کوئی حصہ نہیں، البتہ زمین میں ان کا حصہ ہے، اب یا تو وہ اپنے حصہ کی زمین لے اور جس قدر تعمیر اس حصہ میں آئے اس کی قیمت زید کو دیدیں یا زید ان کے حصہ زمین سے اپنی تعمیر ہٹالے۔

বণ্টিত/অবণ্টিত যৌথ সম্পত্তিতে অংশীদারের তাসাররুফ

প্রশ্ন : ১) সাততলা ফাউন্ডেশনে একটি বাড়ি যৌথভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। নিচতলার এক ফ্ল্যাটের শরীক তার জায়গা ভাড়া দিতে চায়, অন্যান্য শরীক ভাড়া দিতে দেয় না। অন্য শরীকদের ভাড়া দিতে বলা হয়, তাও তারা ভাড়া দেয় না, এ পরিস্থিতিতে শরীকদের ভাড়া দেওয়ার শর্তে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে এবং তারা ব্যবহারও করছে। এ পরিস্থিতিতে আমার উক্ত ফ্ল্যাটের ভাড়া পাব কি না? শরীয়তের বিধান জানতে চাই।

২) প্ল্যান পাস করতে ও বাড়ি নির্মাণপূর্বক যে টাকা খরচ হয়েছে সে টাকা অন্য শরীকদের থেকে পাব কি না? শরীকরা না দিলে তারা গোনাহগার হবে কি না? কেননা, আমি ঋণগ্রস্ত ও স্বল্প আয়ের মানুষ।

Scanned by CamScanner

৩) পরামর্শবহির্ভূত জোরপূর্বক কোনো শরীক কোনো কাজ যেমন–দারোয়ান নিয়োগ, বহিষ্কার ইত্যাদি করলে সে শরীক অথবা শরীকদার গোনাহগার হবে কি না? শরীয়তের বিধান জানতে চাই।

উত্তর : ১) শেয়ারভিত্তিক নির্মিত বিল্ডিংয়ের প্রত্যেক শরীকদের অংশ চিহ্নিত নির্ধারণ করে বণ্টিত হয়ে গেলে প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ ভাড়া দিতে বা বিক্রয় করতে শরীয়ত মতে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে বিবেচিত। অন্য শরীকদের এ ব্যাপারে আপত্তি করা অন্যায় ও শরীয়তবিরোধী। তবে নিজ নিজ অংশ বণ্টিত না হলে সে ক্ষেত্রে এক শরীকের অংশ অন্যের নিকট ভাড়া দিতে বা বিক্রি করতে গেলে অন্য শরীকদের আপত্তি করার অধিকার রয়েছে। উভয় অবস্থায় এক শরীকের অংশ অন্য শরীক ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করলে শরীয়ত অনুযায়ী অবশ্যই ভাড়া আদায় করতে বাধ্য থাকবে, অন্যথায় মারাত্মক গোনাহগার হবে। (১৬/৫৯৮/২৬৮৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٦/ ٢٧٢ : وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجر وإن لم يسكنها"؛ لأن تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقمنا تسليم المحل مقامه إذ التمكن من الانتفاع يثبت به.

📖 الدر المختار ٦/ ١١ : (فيجب الأجر لدار قبضت ولم تسكن) لوجود تمكنه من الانتفاع، وهذا (إذا كانت الإجارة صحيحة، أما في الفاسدة فلا) يجب الأجر (إلا بحقيقة الانتفاع) كما بسط في العمادية، وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسد بالتمكن كذا في الأشباه.

📖 شرکت ومضاربت عصر حاضر میں (ادارۃ المعارف) ص ۱۷۷ : اگر کوئی شخص اپنے حصہ کو کرایہ پر دے رہا ہے تو وہ اپنے ہی مملوکہ حصہ پر عقد تصرف کر رہا ہے جس کا اسے مکمل اختیار حاصل ہے، لہذا وہ اپنے حصہ کو کرایہ پر دے سکتا ہے اور مزید یہ بات بھی ہے کہ اگر دو شریک اپنے اپنے حصہ کو اکٹھے کرایہ پر دیں تو بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے۔

২) সকল শরীকের অনুমতিক্রমে নির্মাণকাজের প্রয়োজনে যত অর্থ ব্যয় হয়েছে সবগুলোর মধ্যে অংশীদারগণ নিজ নিজ অংশ অনুপাতে ব্যয়কৃত অর্থ বহন করতে হবে। অন্যথায় তারা আত্মসাৎকারী সাব্যস্ত হয়ে গোনাহগার হবে।

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٤/ ٢٩٩ (٢٠٦٩٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، أذود عنه الناس، فقال: "

Scanned by CamScanner

يا أيها الناس، هل تدرون في أي يوم أنتم؟ وفي أي شهر أنتم ؟ وفي أي بلد أنتم؟ " قالوا: في يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام، قال: " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه "، ثم قال: " اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٦١٧ : في الخانية ذكر في الأصل إذا أمر صيرفيا في المصارفة أن يعطي رجلا ألف درهم قضاء عنه أو لم يقل قضاء عنه ففعل يرجع على الآمر في قول أبي حنيفة، فإن لم يكن صيرفيا لا يرجع إلا أن يقول عني، ولو أمره بشرائه أو بدفع الفداء يرجع عليه استحسانا، وإن لم يقل على أن ترجع علي بذلك، وكذا لو قال أنفقمن مالك على عيالي أو في بناء داري يرجع بما أنفق، وكذا لو قال اقض ديني يرجع على كل حال، ولو قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه وإن لم يشترط الرجوع هو الصحيح.

৩) অংশীদারি জিনিসে শরীকদের অনুমতি ছাড়া এক শরীকের কোনো জিনিসের ওপর হস্তক্ষেপ করা অন্যায়, তাই হস্তক্ষেপকারীর হস্তক্ষেপ অবৈধ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে যৌথ কাজ পরিচালনার জন্য কোনো একজন বা একাধিক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে থাকলে তারা এককভাবে কর্মচারী নিয়োগ বিয়োগের কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে। এ ব্যাপারে অন্যদের আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٣٨٧ : ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ٢٠٧ : أما تفسيرها فهي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما ويكون كل واحد منهما كفيلا عن الآخر في كل ما يلزمه من عهد ما يشتريه كما أنه وكيل عنه، كذا في فتح القدير -

যৌথ মিরাছি সম্পত্তি থেকে দান করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ৫ ছেলে ও ৫ মেয়ে রেখে ইন্তেকাল করেন। এদের মধ্যে তিনজন নাবালেগ এবং তাদের সম্পদ বণ্টন করা হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের বড় ভাই বা

Scanned by CamScanner

তাদের মা গাছের ফল বা জমির ফসল কাউকে হাদিয়া বা মসজিদ-মাদরাসায় দান করতে পারবে কি না?

উত্তর : উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ যদি অবণ্টিত হয় তাহলে সকল ওয়ারিশের অনুমতি ব্যতীত তা থেকে ব্যয় করা বৈধ নয়। আর নাবালেগের অনুমতি গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে নাবালেগের হকমিশ্রিত সম্পদ থেকে দান-সদকা করা বৈধ হবে না। (১৩/১০১/৫১৮০)

📖 فتاوى قاضيخان بهامش الهندية (زكريا) ٣/ ٢٨٠ : و لا يجوز للاب ان يهب شيئا من مال ولده الصغير بعوض وغير عوض.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ١١٨ : وكذا الأب لا يملك هبة مال الصغير من غير شرط العوض بلا خلاف لأن المتبرع بمال الصغير قربان ماله لا على وجه الأحسن ولأنه لا يقابله نفع دنيوي وقد قال الله عز شأنه {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} ولأنه إذا لم يقابله عوض دنيوي كان التبرع ضررا محضا وترك المرحمة في حق الصغير فلا يدخل تحت ولاية الولي لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «من لا يرحم صغيرنا فليس منا»

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶/ ۳۷۹ : الجواب-ہبہ کی صحت کیلئے ضروری ہے کہ موہوبہ چیز واہب کی ذاتی ملکیت ہو اس میں کسی اور کا حصہ نہ ہو شرعاً کسی دوسرے کا حصہ بغیر اس کی اجازت کے ہبہ کرنے کا کسی کو اختیار حاصل نہیں، اگرچہ وہ اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، بنابریں صورت مسئلہ میں سلمی اپنا حصہ میراث تو بھائیوں کو ہبہ کر سکتی ہے اپنی بیٹی سکینہ کا حصہ ہبہ نہیں کر سکتی اس لئے سکینہ کا مطالبہ جائز اور صحیح ہے۔

যৌথ মিরাছি সম্পদ থেকে হাদিয়া, তোহফা ও মেহমানদারি

প্রশ্ন : আমার পিতা জীবিতকালে সামাজিকতা ও আত্মীয়তা রক্ষায় উপহার, হাদিয়া আদান-প্রদান ও মেহমানদারি করতেন এবং চাঁদা ইত্যাদি দিতেন। এখন আমরা ওয়ারিশরা এ মর্মে সম্মত হয়েছি যে এখনো যদি ওই রূপ হাদিয়া, উপহার, মেহমানদারি, চাঁদা, দান ইত্যাদি দিই তবে ওয়ারিশদের এজমালি সম্পত্তি থেকেই হবে। তা কি শরীয়তসম্মত হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশরা যদি জ্ঞানী (অর্থাৎ পাগল নয়) ও বালেগ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের অনুমতিক্রমে এজমালি সম্পদ থেকে শরীয়ত সমর্থিত খাতে হাদিয়া, উপহার, মেহমানদারি, চাঁদা ও যেকোনো ধরনের অনুদান দেওয়া বৈধ, অন্যথায় অবৈধ। এ ক্ষেত্রে নাবালেগের কোনো অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে না, বরং দান করতে চাইলে নিজস্ব পৃথক সম্পদ থেকে করা উচিত। (৪/৩৬৮/৭৪৮)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٤١ : وأطال في ذلك في المعراج. وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى... ... مع قطع النظر عما يحصل عند ذلك غالبا من المنكرات الكثيرة كإيقاد الشموع والقناديل التي توجد في الأفراح، وكدق الطبول، والغناء بالأصوات الحسان، واجتماع النساء والمردان، وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن، وغير ذلك مما هو مشاهد في هذه الأزمان، وما كان كذلك فلا شك في حرمته وبطلان الوصية به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٤ : وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانت الورثة بالغين، فإن كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة، كذا في التتارخانية.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٥/ ٣٧٧ : فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، وكل منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي-

অনুমতি ছাড়া যৌথ টাকা ভিন্ন খাতে খরচ করা

প্রশ্ন : আমাদের ক্লাসরুমে ফ্যান ক্রয় করার জন্য চাঁদা উঠানো হয়েছে। এখন এ টাকা দিয়ে ফ্যান ক্রয় না করে অন্য কাজে খরচ করতে চায়। এমতাবস্থায় ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্র অন্য কাজে খরচ করতে সন্তুষ্ট নয়। এখন এ টাকা অন্য কাজে খরচ করতে পারব কি না?

উত্তর : চাঁদাদাতা যে কাজের উদ্দেশ্যে চাঁদা দিয়েছে সে কাজেই ব্যয় করতে হবে। চাঁদাদাতাদের অনুমতি ব্যতীত অন্য কাজে ব্যয় করা শরীয়তসম্মত নয় বিধায় প্রশ্নে

Scanned by CamScanner

বর্ণিত ক্লাসরুমের ফ্যান ক্রয়ের জন্য উসুলকৃত টাকা চাঁদাদাতাদের বিনা অনুমতিতে অন্য কাজে ব্যয় করা যাবে না। (১২/৬২২/৪০৫৯)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٤/ ٢٩٩ (٢٠٦٩٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، أذود عنه الناس، فقال: " يا أيها الناس، هل تدرون في أي يوم أنتم؟ وفي أي شهر أنتم ؟ وفي أي بلد أنتم؟ " قالوا: في يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام، قال: " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه "، ثم قال: " اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۳۹۶ : الجواب- جن کاموں کے لئے چندہ کیا گیا ہے چندہ کی رقم کو ان ہی کاموں میں صرف کیا جائے دوسرے کاموں میں رقم خرچ کرنا بلا اجازت چندہ دہندگان درست نہیں، چندہ دہندگان بقیہ رقم کو جن کاموں میں خرچ کرائیں رقم کو ان کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔

যৌথ পুকুরে মাছের যৌথ চাষ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় চার শরীকের মধ্যে একটি পুকুর আছে। বহুদিন ধরে তারা এখান থেকে মাছ খেয়ে আসছে। কিন্তু কয়েক বছর ধরে অংশীদারদের মধ্যে গরমিল দেখা দিলে তারা এ চুক্তি করে যে আমাদের মধ্যে যেহেতু কোনো অংশীদার মাছ বেশি আর কেউ কম ভক্ষণ করে এবং এগুলো নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ হয়ে থাকে, তাই ঝগড়া না হওয়ার জন্য আমরা এভাবে মাছের চাষ করব যে, দুই বছর পর্যন্ত প্রথম শরীক কাতলা মাছের চাষ ও ভক্ষণ করবে এবং দ্বিতীয় শরীক রুই মাছ ও তৃতীয় শরীক মৃগেল মাছ ও চতুর্থ শরীক সিলভার মাছ চাষ ও ভক্ষণ করবে। প্রতি দুই বছর পর পরস্পর মাছের চাষ পরিবর্তন হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে মাছের চাষ করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : শরীকদের পরস্পর সম্মতির ভিত্তিতে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যৌথ পুকুরে মাছেরচাষের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াতে শরীয়তে বাধা নেই। (৭/৭৭১/১৮৫১)

📖 سنن الترمذی (دار الحدیث) ۳/ ٤٠٩ (١٣٥٢) : عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله

Scanned by CamScanner

صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما»: هذا حديث حسن صحيح -

নিজের টাকায় খরিদকৃত জমিতে ভাতিজাদের মিরাছের দাবি

প্রশ্ন : এক বিত্তহীন-উপার্জনক্ষম ব্যক্তির দুই ছেলে। প্রথম ছেলে নিজ পাঠ্যাবস্থায় পিতার দেওয়া খরচের টাকা হতে সঞ্চয় করে লেখাপড়া সমাপ্তির পর কিছু টাকা জমলে বিত্তহীন-উপার্জনক্ষম পিতার কায়িক ও আর্থিক অবদান ছাড়া ব্যবসা করে পিতার সংসার চালিয়ে যায়। দ্বিতীয় ছেলে বাড়ির কাজকর্ম করে থাকে। এমতাবস্থায় প্রথম ছেলে তার ব্যবসার টাকা দিয়ে দুই ভাইয়ের নামে কিছু জমিও কেনে।

দ্বিতীয় ছেলে পিতার মৃত্যুর পূর্বে ইন্তেকাল করে। প্রথম ছেলেও দ্বিতীয় ছেলের মৃত্যুর পর নিজ ব্যবসা বন্ধ করে ফেলে। প্রথম ছেলে যাদের সাথে দীর্ঘকাল ব্যবসা করত ওই ব্যবসায়ী বন্ধুরা প্রথম ছেলেকে কিছু টাকা হাদিয়া দিল। প্রথম ছেলে ওই টাকা দিয়ে কিছু জমিও খরিদ করল। এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, দ্বিতীয় ছেলের মৃত্যুর পর পিতার জীবদ্দশায় ব্যবসায়ী বন্ধুদের প্রথম ছেলেকে দেওয়া হাদিয়ার টাকায় নিজ নামে খরিদকৃত জমি দ্বিতীয় ছেলের ওয়ারিশরা পাবে কি না?

উত্তর : পিতার জীবদ্দশায় ছেলে নিজের সঞ্চয়কৃত টাকা দিয়ে ব্যবসা করে যে টাকা উপার্জন করেছে অথবা কারো পক্ষ থেকে ছেলে যদি হাদিয়াস্বরূপ কোনো টাকা পায় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে টাকার মালিক ওই ছেলেই হবে। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত প্রথম ছেলে যেহেতু নিজের হাদিয়ার টাকা দিয়েই নিজ নামে জমি ক্রয় করেছে বিধায় দ্বিতীয় ছেলের ওয়ারিশগণ ওই জমি থেকে কিছু পাবে না। (৪/২৪/৫৬৮)

📖 الفقه على المذاهب الاربعة (دار الحديث) ٣/ ٦٦ : ولا يشرك أحدهما الآخر فيما ورث من ميراث ولا حصل عليه من جائزة سلطانية ولا هبة ولا صدقة ولا هدية.

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ٢/ ٥٢٧ : أب و ابن يكسبان فى صنعة واحدة ولم يكن لهما مال فالمال كله للأب إذا كان الابن فى عيال الأب لكونه معينا له، ألا ترى لو غرس شجرة تكون للأب، وكذا فى الزوجين إن لم يكن لهما شيء ثم اجتمع

Scanned by CamScanner

بسعيهما أموال كثيرة فهى للزوج وتكون المرأة معينة له إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها. كذا فى القنية.

📖 فتاوى محمودیہ (زکریا) ۸/ ۳۴۷ : جس نے زمین خریدی ہے اگر اس نے اپنے ہی لئے خریدی ہے تو وہ اسی کی ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔

পিতার পুঁজি দিয়ে ছেলের ব্যবসা-সম্পদের হুকুম

প্রশ্ন : আমার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সবার বড় ছেলেকে সামান্য পুঁজি দিয়ে ব্যবসায় নামাই। সে উক্ত ব্যবসায় অসাধারণ উন্নতি লাভ করে বর্তমানে আল্লাহর রহমতে যথেষ্ট সম্পদের মালিক হয়েছে। যৌথ পরিবার হিসেবে পরিবারিক অন্যান্য খরচ বহন ছাড়াও আমাকে উল্লেখযোগ্য অর্থ প্রদান করছে। এহেন অবস্থায় ছেলের উপার্জিত সম্পদে আমি এবং আমার পরিবারের অন্য সদস্যদের অধিকার থাকবে কি না? উল্লেখ্য, আমারই দেওয়া মূলধনের ওপর সে ব্যবসা শুরু করেছে এবং সে আমার যৌথ পরিবারেরই একজন সদস্য।

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা সঠিক হলে যদি পিতা পুত্রকে নিজ সংসার থেকে পৃথক করে ব্যবসার জন্য কিছু অর্থের মালিক বানিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে উপার্জিত সম্পদের মালিক পুত্র সাব্যস্ত হবে। আর পৃথক না করে নিজের একান্নভুক্ত পরিবারে রেখে ব্যবসা করে পরিবারের পরিচালনা ও উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে অর্থ দিলে সে অর্থে উপার্জিত সম্পূর্ণ সম্পদের মালিক পিতা সাব্যস্ত হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় পুত্র পিতার একান্নভুক্ত পরিবার থেকে পিতার পুঁজির ওপর নির্ভর করে যে সমস্ত অর্থ উপার্জন করেছে সম্পূর্ণ অর্থের মালিক পিতাই বিবেচিত হবে। এতে পুত্র বা অন্য কারো কোনো বিশেষত্ব থাকবে না। (১০/৩২৮/৩১২৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٧ : ولو دفع إلى ابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للابن إذا دلت دلالة على التمليك اهـ

কোনো একজন শরীক ক্ষতি ভোগ না করার শর্ত

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি একজন বেবিট্যাক্সি গাড়ির মালিকের সাথে এ শর্তে শেয়ারে শরীক হতে চান যে বেবির দাম এক লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বেবির মালিকের ৮০ হাজার টাকা, আর ২০ হাজার টাকা ওই ব্যক্তির। প্রতি মাসে বেবির ভাড়া আসে পাঁচ হাজার টাকা। এ পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে মালিকের চার হাজার, ওই ব্যক্তির এক হাজার টাকা। কিন্তু

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন হলো, যদি বেবি চুরি অথবা সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায় তাহলে বেবির মালিক অংশীদারকে সম্পূর্ণ ২০ হাজার টাকা স্বেচ্ছায় ফেরত দেবে, এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না? আর যদি অংশীদারের শর্ত সাপেক্ষে টাকা ফেরত দেয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পন্থায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বেবির মালিককে ২০ হাজার টাকা দিয়ে বেবির পঞ্চমাংশে শরীক হয়ে লাভের পঞ্চমাংশ নেওয়া শরীয়তসম্মত। কিন্তু বেবি চুরি বা নষ্ট হয়ে গেলে অংশীদারকে পরিমাণমতো ক্ষতি ভোগ করতে হবে মর্মে শর্ত করে নিজ দেয় টাকা মালিকের নিকট থেকে নেওয়া বৈধ নয়, এ ক্ষেত্রে মালিক দিতে বাধ্য নয়। এমতাবস্থায় নিঃশর্তভাবে মালিক কিছু দিলে তা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্বেচ্ছায় কাউকে সাহায্য করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু টাকা নেওয়ার সময় এ ধরনের কোনো কথা বলতে পারবে না। (৪/২৮৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٠٥/٤ : فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رءوس أموالهما، وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك، ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳۶۴/۱۳ : الجواب-اگر روپیہ دونوں نے دیا ہے تو یہ شرکت ہے اس میں نقصان کو صرف ایک شریک پر ڈالنا درست نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

باب الشركات والأسهم
পরিচ্ছেদ : কোম্পানি ও শেয়ার

IPO এবং Secondary শেয়ারের ব্যবসা

প্রশ্ন : ১. শেয়ারবাজার ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ১. যে কোম্পানি হালাল পণ্য উৎপাদনের নামে হালাল পদ্ধতিতে কোম্পানি গঠন করে অথবা হালাল পণ্যের ব্যবসা বৈধ পদ্ধতিতে করে সে ধরনের কোম্পানি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বৈধ হবে :

ক) কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল হতে হবে।

খ) কোম্পানির কিছু হলেও স্থায়ী সম্পত্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ মূলধন শুধু টাকা-পয়সা আকারে না হতে হবে।

গ) কোম্পানি যদি সুদি কার্যক্রম করে থাকে তাহলে শেয়ারহোল্ডারগণ সব সময় কমপক্ষে বাৎসরিক মিটিংয়ে এ ব্যাপারে জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে, অসম্মতি প্রকাশ করতে হবে।

ঘ) যখন শেয়ারের অংশে মুনাফা যোগ করা হবে তখন তা হতে সুদের অংশটুকু সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করতে হবে। (১৭/৪৬/৬৯১৮)

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہوگئیں :

۱ -اصل کاروبار حلال ہو۔

۲ -اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔

۳ -اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹنگ میں آواز اٹھائی جائے۔

۴ -جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔

ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : আমি শরীয়তের দৃষ্টিতে শেয়ার মার্কেটের ব্যবসা হালাল-হারাম জানতে চাইলে আমাদের মহল্লার খতীব একজন মুফতী সাহেব থেকে তাহকীক করে জানালেন, এটা জায়েয আছে। কিন্তু আমার এক বন্ধু এতে দ্বিমত করলে আমি পরিচিত অন্য একজন মুফতী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এটাকে হারাম বলেছেন, তিনি এটাকে সুদের সাথে তুলনা করেছেন। উল্লেখ্য, শেয়ার মার্কেটের ব্যবসা এ রকম যে একটি কোম্পানি ব্যবসা শুরু করার পর তাদের কিছু শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত নিল। অনেকে তা পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করলে লটারির মাধ্যমে তাদের মধ্যে থেকে কিছুসংখ্যক শেয়ারহোল্ডার নির্বাচন করা হলো। তারা ঢাকা বা চট্টগাম স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে তাদের শেয়ার বেচাকেনা শুরু করল। এখানে চাহিদা বা কোম্পানির লাভ-ক্ষতি অনুযায়ী শেয়ারের দাম কমে-বাড়ে। কিন্তু কোনো পারসেন্টেজ নেই। উল্লেখ্য, শেয়ারহোল্ডার সরাসরি কোনো বস্তু কেনাবেচার সাথে জড়িত নন। বস্তু সরাসরি ক্রয়-বিক্রয় করবে কোম্পানি। শেয়ারহোল্ডার শুধু শেয়ারটি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন। এমতাবস্থায় শেয়ার মার্কেটের ব্যবসা জায়েয কি না–জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : যদি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে হয়ে থাকে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয, অন্যথায় নাজায়েয।

শর্তসমূহ–

১) কোম্পানি হালাল ও বৈধ পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে গঠিত হতে হবে।

২) কোম্পানির মূলধনের কিছু অংশ স্থাবর সম্পদে রূপান্তরিত হতে হবে।

৩) বৈধ পণ্যের উৎপাদনের জন্য গঠিত কোম্পানি বিশেষ কারণবশত সুদি লেনদেনে জড়িয়ে পড়লে কোম্পানির বাৎসরিক মিটিংয়ে তার জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে।

৪) উপরন্ত লভ্যাংশ বণ্টনের সময় সুদি ডিপোজিট থেকে অর্জিত লভ্যাংশ হিসাব করে সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া দায়মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে সদকা করে দিতে হবে।

৫) শেয়ার ক্রয় করে বিক্রি করার ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত শেয়ার নিজের কবজা বা রিস্কে আনতে হবে। (১৭/১৪৪/৬৯৭২)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٩٤ (٢١٣٦) : عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، زاد إسماعيل: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» -

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہو گئیں :

۱ - اصل کاروبار حلال ہو۔

Scanned by CamScanner

২ - اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔

৩ - اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹینگ میں آواز اٹھائی جائے۔

৪ - جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔

ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

বাহক ও কোম্পানির শেয়ারের ব্যবসা

প্রশ্ন : শেয়ার ব্যবসা জায়েয কি না? যদি হারাম হয় তবে কেন? অনেকেই বলে, ব্যাংকের শেয়ার নাজায়েয, আর কোম্পানির শেয়ার জায়েয। কথাটা কতটুকু সঠিক? প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : শেয়ার কোম্পানিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, এমন কোম্পানি, যাদের মূল কার্যক্রম বৈধ এবং তাদের উদ্দশ্যও ভালো, যেমন মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদন ইত্যাদি। এ সকল কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা ও বিক্রয় করা জায়েয আছে।

দ্বিতীয়ত, যে সকল কোম্পানির মূল কার্যক্রমই শরীয়তের আলোকে নিষিদ্ধ, যেমন মদ উৎপাদনকারী কোম্পানি, সুদি ব্যাংক, সুদি বীমা ইত্যাদি। হক্কানি সকল উলামার নিকট এ সকল কোম্পানির শেয়ারে লেনদেন বৈধ নয়।

তৃতীয়ত, যে সকল কোম্পানির মূল কার্যক্রম বৈধ এবং উদ্দেশ্যও সৎ কিন্তু কখনো কখনো তারা শরীয়াহ নিষিদ্ধ কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ে। যেমন প্রয়োজনে সুদি ব্যংক থেকে সুদের ওপর ঋণ গ্রহণ করে এবং উদ্ধৃত্ত অর্থ সুদি ব্যাংকে সুদের ভিত্তিতে জমা রাখে। এরূপ কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত লক্ষণীয় :

১. কোম্পানির মূল কারবার হালাল হতে হবে। যেমন–ওষুধ, টেক্সটাইল, লেদার ইত্যাদি।
২. ফেসভ্যালু থেকে কমবেশি বিক্রি করতে হলে নগদ অর্থের সাথে কোম্পানির অন্যান্য আসবাব থাকতে হবে বিধায় কোম্পানির সকল সম্পদ নগদ অর্থে বা ঋণের থাকলে ফেসভ্যালু থেকে কমবেশি মূল্যে বিক্রি করতে পারবে না।
৩. কোম্পানির অর্জিত মুনাফা শতকরা হারে বণ্টন করতে হবে। মাসিক বা বাৎসরিক কোনো নির্দিষ্ট অংকের মুনাফা যেমন–১০ বা ১০০ টাকা ইত্যাদি নির্ধারণ করতে পারবে না।
৪. শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির লাভ-ক্ষতির অংশীদার হতে হবে।

Scanned by CamScanner

৫. কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর বা বাৎসরিক সাধারণ সভায় সুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে।

৬. সুদ তথা হারাম খাত থেকে যে পরিমাণ আয় শেয়ারহোল্ডারদের কাছে আসবে তা সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করতে হবে।

উল্লেখ্য, ২, ৩, ৪ নং শর্ত শেয়ার কোম্পানির প্রথম ভাগের মধ্যেও প্রযোজ্য হবে। (১৯/৮৮৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ١٥ (١٥٨٧) : عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد».

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٩٤ (٢١٣٦) : عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، زاد إسماعيل: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ /٥١٦ : بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة لأن مال الوقف قائم ثمة ولا كذلك هنا أشباه وقنية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٥١٦ : (قوله: ثمة) أي هناك أي في مسألة بيع حظوظ الأئمة وأشار إليها بالبعيد؛ لأن الكلام كان في بيع البراءات؛ ولذا أشار إليها بلفظ هنا. (قوله: من المشرف) أي المباشر الذي يتولى قبض الخبز.

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہوگئیں :

۱ - اصل کاروبار حلال ہو۔

۲ - اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔

۳ - اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹنگ میں آواز اٹھائی جائے۔

۴ - جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔

ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

কার্যক্রম বৈধ নয়, এমন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : যেসব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম হারাম বা ইসলামসিদ্ধ নয় তাদের শেয়ার বা হালাল পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি? যদি করা যায় তাহলে কী কী কারণে?

উত্তর : যেসব ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের মূল কার্যক্রম হারাম তাদের শেয়ার বা পণ্য ক্রয়-বিক্রয়করা এবং তাদের ওই হারাম কাজে সরাসরি লিপ্ত হওয়া হারাম কাজে সহায়তা করারইনামান্তর বিধায় তা বৈধ হবে না। (১৭/ ৬৯২২)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہوگئیں :

۱ - اصل کاروبار حلال ہو۔

۲ - اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔

۳ - اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹینگ میں آواز اٹھائی جائے۔

۴ - جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔

ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

کخنو অবৈধ কার্যক্রমে জড়িয়ে যায়, এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : স্টক মার্কেটে অনেক কোম্পানি তালিকাভুক্ত আছে। এর মধ্যে অনেক ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাদের শেয়ার হারাম হওয়ায় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্য কোম্পানি যেমন বস্ত্র ও ওষুধের মতো অনেক কোম্পানি আছে, যারা সরাসরি সুদের ব্যবসা করে না, কিন্তু কোনো সুদি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে। তাদের কোম্পানির শেয়ার জায়েয কি না?

উত্তর : যেসব কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল পণ্যের হয় এবং সুদি কোনো কারবারে জড়িত হয় না, শুধু চলমান বিভিন্ন খরচ বিল পরিশোধ করার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করে থাকে। নির্ভরযোগ্য মতানুসারে এসব কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করার অনুমতি আছে। শর্ত হলো, ক্রেতা শেয়ারহোল্ডার হলে বাৎসরিক এজিএমের বৈঠকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণের জন্য জোরালো প্রতিবাদ করা এবং সুদের যে অংশ

Scanned by CamScanner

ক্রেতার ভাগে আসবে তা জানা সম্ভব হলে সে অংশ সদকা করে দেবে। সুদের মিশ্রণের জন্য এস্তেগফার করার মাধ্যমে এ লেনদেন করা যেতে পারে। (১৬/৩৪৬/৬৫১৫)

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٢ : أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل.

📖 اسلامی بینکاری کی بنیادیں (مکتبۃ العارفی) ص ۲۱۷ : اگر کمپنی کا مرکزی کاروبار حلال ہے مثلاً آٹو موبائل ٹیکس ٹائل وغیرہ کا کاروبار لیکن وہ کمپنی اپنا زائد از ضرورت سرمایہ سودی اکاؤنٹ مین رکھواتی ہے یا سودی قرضے لیتی ہے تو شیئر ہولڈر پر لازم ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے خلاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کردے جس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کمپنی کے سالانہ اجلاس عام میں اس طرح کی سرگرمیوں کے خلاف آواز اٹھائے۔

টেলিভিশন চ্যানেলের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কে কতিপয় আলেম জায়েয বলেন, বিশেষ করে টেলিভিশন চ্যানেলের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কে জায়েয বলে সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। আবার কোনো কোনো আলেম বলেন, নাজায়েয। প্রশ্ন হলো, কোন সুরতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয এবং কোন সুরতে নাজায়েয?

উত্তর : যদি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে হয়ে থাকে তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয :

১. কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল হতে হবে।
২. কোম্পানির কিছু হলেও স্থায়ী সম্পত্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ মূলধন শুধু টাকা-পয়সা আকারে না হতে হবে।
৩. কোম্পানি যদি সুদি কার্যক্রম করে থাকে তাহলে শেয়ারহোল্ডারগণ সব সময় কমপক্ষে বাৎসরিক মিটিংয়ে এ ব্যাপারে জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে, অসম্মতি প্রকাশ করতে হবে।
৪. যখন শেয়ারের অংশে মুনাফা যোগ করা হবে তখন তা হতে সুদের অংশটুকু সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করতে হবে।

Scanned by CamScanner

যেহেতু টিভি চ্যানেলের ব্যবসা হালাল নয়, তাই তার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ও হালাল নয়। (১৫/৪১৮/৬০৭২)

📖 فتاوى علماء البلد الحرام ص ٨٣١ : السؤال- هل يجوز المساهمة فى الشركات مثل صافولا، شركة ملكة وشركة سابك، وشركة طيبة وغيرها من الشركات المساهمة؟ لأنه كثر الكلام بين الناس عن هذا، وفقكم الله وجزاكم الله خيرا ؟

الجواب- سؤالكم عن المساهمة فى الشركات مثل شركة صافولا ونحوها، نفيدكم بان ما يطرح للمساهمة فى الشركات على قسمين : القسم الاول : أن تكون المساهمة فى الشركات ربوية أنشأت أصلا للربا أخذا وإعطاء كالبنوك، فهذه لا تجوز المساهمة فيها، والمساهم فيها معرض نفسه لعقوبة الله تعالى. ... ...

القسم الثانى : أن تكون المساهمة فى شركات لم تنشأ للربا أصلا ولكن ربما يدخل فى بعض معاملاتها مثل شركة صافولا ونحوها مما وقع السؤال عنه، فهذه الأصل فيها جواز المساهمة، لكن إذا كان قد غلب على الظن أن فى بعض معاملاتها ربا، فالورع هجرها وترك المساهمة فيها لقول النبى ﷺ "من اتقى الشبهات " فإن كان قد تورط فيها أو أبى أن يسلك سبيل الورع فساهم فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص عنه بصرفه فى أعمال خيرية من دفع حاجة فقيرا وغير ذلك ولا ينوى بذلك التقرب إلى الله بالصدق فيها.

📖 أجوبة عن أسئلتك فى المعاملات المالية ص ١٤٤ : السؤال- هل يجوز أن اشترى السهم شركات تجارية أو صناعية أو زراعية وسعرا سهمها عدة مرات فى السنة الواحدة وذلك بناء على ما نحققه من أرباح أو خسارة ؟

الجواب- لاخلاف فى جواز الاشتراك فى أسهم الشركات أيا كان نوعها بما أنها لاتتعامل بالربا بأى شكل من الأشكال، وبما ذلك اشتراك يخضع للربح والخسارة وهذا له شبه بعملية المضاربة التى جازتها الشريعة الإسلامية.

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہو گئیں :

Scanned by CamScanner

১ - اصل کاروبار حلال ہو۔
২ - اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔
৩ - اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹنگ میں آواز اٹھائی جائے۔
৪ - جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔
ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

ব্যাংক, ইনস্যুরেন্সের শেয়ার ও লটারিপত্র ক্রয় করার হুকুম

প্রশ্ন : প্রচলিত শেয়ার ব্যবসার বৈধতা কতটুকু? ব্যাংক বা ইনস্যুরেন্স হতে শেয়ার গ্রহণ করা যাবে কি না? শেয়ার ক্রয় করার জন্য লটারিপত্র ক্রয় জায়েয আছে কি না? উল্লেখ্য, লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত শেয়ার নির্বাচনের পর বাকিদের লটারি ফেরত দেওয়া হয়।

উত্তর : যেসব কোম্পানি সুদমুক্ত ও হালাল ব্যবসা পরিচালনা করে এবং তাদের মূলধনের কিছু অংশ স্থাবর সম্পদ অথবা পণ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেছে ওই সব কোম্পানির তাদের শেয়ার ক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে, অন্যথায় নয়। শেয়ারহোল্ডার লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়া আপত্তিকর নয়। (১৫/৯৮৪/৬২৮৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٩٩ : والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣١٩ : أما شركة العنان فهي أن يشترك اثنان في نوع من التجارات بر أو طعام أو يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة خاصة، كذا في فتح القدير، وصورتها أن يشترك اثنان في نوع خاص من التجارات أو يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفالة والمفاوضة فيها فتضمنت معنى الوكالة دون الكفالة حتى تجوز هذه الشركة بين كل من كان من أهل التجارة۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٣/ ١٣٠ : الجواب- تجارتی کمپنی جس میں مختلف کاروبار ہوتے ہیں اور سودی معاملات بھی ہوتے ہیں اور جس کے حصے فروخت ہوتے ہیں اس کا حکم یہ

Scanned by CamScanner

ہے کہ چونکہ ہر حصہ دار اپنے حصہ کا مالک ہے اور عملہ کاروبار میں ان حصہ داروں کا وکیل ہوتا ہے اور شرعاً ان کا فعل حصہ داروں کی طرف منسوب ہوگا اگر وہ کوئی ناجائز تجارت کریں گے اور یقیناً کرتے ہیں حتی کہ مسلمانوں سے بھی سود لیا جاتا ہے تو ایسا ہی ہوگا جیسے خود حصہ دار کریں اس لئے ایسی کمپنی میں شرکت ناجائز ہے اسی طرح حصص خریدنا چونکہ یہ روپیہ کا مبادلہ روپیہ سے ہے اور دست بدست نہیں اس لئے جائز نہیں اور قرض کی تاویل بھی قواعد پر منطبق نہیں ہوتی۔

শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

প্রশ্ন : শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কে ইসলাম কী বলে? যদি এ ব্যবসা নাজায়েয হয় তবে তা কী ধরনের নাজায়েয? আর যদি জায়েয হয় তবে ওই ব্যবসা করার শরীয়তসম্মত পদ্ধতি কী?

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে অনেক ধরনের শেয়ার কোম্পানি রয়েছে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কোম্পানির কার্যপ্রণালি-কার্যবিধি জানা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে কোনো হুকুম দেওয়া অসম্ভব।

মৌলিকভাবে নিম্নোক্ত চারটি শর্ত সাপেক্ষে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বলা যেতে পারে :

১) কোম্পানিটির যেন বাস্তবে অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে।

২) কোম্পানিটির মূল ব্যবসা হালাল হতে হবে।

৩) কোম্পানির সম্পদের কিছু অংশ হলেও স্থাবর সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হতে হবে। সম্পূর্ণ নগদ টাকার হলে চলবে না।

৪) লভ্যাংশ থেকে সুদের অংশ সদকা করতে হবে।

কোম্পানি সুদি কাজকারবারে কোনোভাবে জড়িত না হতে হবে। যদি সুদের লেনদেনে জড়িত হয় তাহলে কোম্পানির বাৎসরিক মিটিংয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। (১৬/৫৮০/৬৭০১)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۹۴ : بظاہر اس عقد کی حقیقت شرکت عنان ہے، کیونکہ جو لوگ کمپنی قائم کرتے ہیں وہ دوسروں کو شریک کرنے کے وقت خود کو بھی کمپنی کا ایک حصہ دار قرار دیتے اور اپنی عمارات مملوکہ متعلقہ کمپنی اور جملہ سامان ومال تجارت کو نقد کی طرف محمول کر لیتے ہیں۔

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہو گئیں:

۱ -اصل کاروبار حلال ہو۔

Scanned by CamScanner

২ -اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔
۳ -اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹینگ میں آواز اٹھائی جائے۔
۴ -جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔
ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি শেয়ারের ব্যবসা

প্রশ্ন : বর্তমানে দুই ধরনের শেয়ার ব্যবসা প্রচলিত আছে :

১) প্রাইমারি শেয়ার
২) সেকেন্ডারি শেয়ার

এই দুই ধরনের শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান জানতে চাই?

উত্তর : যেকোনো কোম্পানি হালাল পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে হালাল পদ্ধতিতে কোম্পানি গঠন করে অথবা হালাল পণ্যের ব্যবসা বৈধ পদ্ধতিতে করে সেসব মিল-ফ্যাক্টরি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে বৈধ হবে, শেয়ার প্রাইমারি হোক বা সেকেন্ডারি।

১. কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল হতে হবে।
২. কোম্পানির কিছু হলেও স্থায়ী সম্পত্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ মূলধন শুধু টাকা-পয়সা আকারে না হতে হবে।
৩. কোম্পানি যদি সুদি কার্যক্রম করে থাকে তাহলে শেয়ারহোল্ডারগণ সব সময় কমপক্ষে বাৎসরিক মিটিংয়ে এ ব্যাপারে জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে, অসম্মতি প্রকাশ করতে হবে।
৪. যখন শেয়ারের অংশে মুনাফা যোগ করা হবে তখন তা হতে সুদের অংশটুকু সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করতে হবে। (১৬/৭৩২/৬৭৩৩)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥ : ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہوگئیں :

Scanned by CamScanner

১ - اصل کاروبار حلال ہو۔

২ - اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔

৩ - اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹینگ میں آواز اٹھائی جائے۔

৪ - جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔

ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

যেসব কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ

প্রশ্ন : বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের শেয়ারবাজারের ব্যবসা জায়েয কি না? যদি জায়েয হয় তাহলে কোন কোন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয? যেমন–বর্তমান স্টক এক্সচেঞ্জে ব্যাংক, বীমা, সেবা, টেলিকম, ওষুধ ইত্যাদি কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে কোন কোন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে?

উত্তর : শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করা নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে বৈধ হবে :

১. কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল হতে হবে।

২. কোম্পানির কিছু হলেও স্থায়ী সম্পত্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ মূলধন শুধু টাকা-পয়সা আকারে না হতে হবে।

৩. কোম্পানি যদি সুদি কার্যক্রম করে থাকে তাহলে শেয়ারহোল্ডারগণ সব সময় কমপক্ষে বাৎসরিক মিটিংয়ে এ ব্যাপারে জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে, অসম্মতি প্রকাশ করতে হবে।

৪. যখন শেয়ারের অংশে মুনাফা যোগ করা হবে তখন তা হতে সুদের অংশটুকু সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করতে হবে। (১৬/৭৭৩/১৮০৫)

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہوگئیں:

১ - اصل کاروبار حلال ہو۔

২ - اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔

৩ - اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹینگ میں آواز اٹھائی جائے۔

Scanned by CamScanner

৪ -جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔

ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যতক্ষণ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলোর কার্যপ্রণালি জানা না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শিল্পগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিত হুকুম দেওয়া অসম্ভব। তবে ফিকাহবিদগণ কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয বলেছেন, তা নিম্নরূপ :

১. কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল হতে হবে।
২. কোম্পানির কিছু হলেও স্থায়ী সম্পত্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ মূলধন শুধু টাকা-পয়সা আকারে না হতে হবে।
৩. কোম্পানি যদি সুদি কার্যক্রম করে থাকে তাহলে শেয়ারহোল্ডারগণ সব সময় কমপক্ষে বাৎসরিক মিটিংয়ে এ ব্যাপারে জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে, অসম্মতি প্রকাশ করতে হবে।
৪. যখন শেয়ারের অংশে মুনাফা যোগ করা হবে তখন তা হতে সুদের অংশটুকু সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করতে হবে। (১৬/৭৯২/৬৮০৪)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥ : ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

📖 سورة النساءالآية ٢٩ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٢٠ : اشتركا فجاء أحدهما بألف والآخر بألفين على أن الربح والوضيعة نصفان فالعقد جائز والشرط في حق الوضيعة باطل، فإن عملا وربحا فالربح على ما شرطا، وإن خسرا فالخسران على قدر رأس مالهما، كذا في محيط السرخسي.

Scanned by CamScanner

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہوگئیں :

۱ - اصل کاروبار حلال ہو۔

۲ - اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔

۳ - اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹینگ میں آواز اٹھائی جائے۔

۴ - جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔

ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۶ / ۱۸۹ : الجواب اگر کوئی کمپنی تجارت کرتی ہے اور اسی مقصد کیلئے دس دس روپیہ کا لوگوں کو شریک بناتی ہے اور روپیہ کے مقدار کے اعتبار سے ہی نفع ونقصان کی تعیین کرتی ہے تو یہ صورت جائز ہے بشرطیکہ تجارت بھی جائز ہو شراب وغیرہ کی تجارت نہ ہو۔

নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করলে কি শেয়ার ব্যবসা থেকে উপার্জিত অর্থ বৈধ হবে?

প্রশ্ন : ইসলামের দৃষ্টিতে শেয়ার ব্যবসা কতটুকু বৈধ? আমি যদি শেয়ার ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করে দিই, তবে কি এটা আমার জন্য বৈধ হবে?

উত্তর : কোনো কোম্পানি যদি শুরু থেকেই হারাম কারবারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেমন–মদ উৎপাদনের জন্য ফ্যাক্টরি, সুদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যাংকিংব্যবস্থা চালু বা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে, তাহলে এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয হবে না।

পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মূল থেকেই যদি কোনো কোম্পানি হালাল পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে কোম্পানি গঠন করে অথবা হালাল পণ্যের ব্যবসা বৈধ পদ্ধতিতে করে যেমন–টেক্সটাইল কোম্পানি অথবা অটোমোবাইল কোম্পানি ইত্যাদি, তাহলে এ ধরনের মিল-ফ্যাক্টরি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করা চারটি শর্তের আলোকে জায়েয :

১. কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল হতে হবে।
২. কোম্পানির কিছু হলেও স্থায়ী সম্পত্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ মূলধন শুধু টাকা-পয়সা আকারে না হতে হবে।

Scanned by CamScanner

৩. কোম্পানি যদি সুদি কার্যক্রম করে থাকে তাহলে শেয়ারহোল্ডারগণ সব সময় কমপক্ষে বাৎসরিক মিটিংয়ে এ ব্যাপারে জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে, অসম্মতি প্রকাশ করতে হবে।

৪. যখন শেয়ারের অংশে মুনাফা যোগ করা হবে তখন তা হতে সুদের অংশটুকু সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করতে হবে। (১৬/৮১২/২৭১৭)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥ : ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہو گئیں :

۱ - اصل کاروبار حلال ہو۔

۲ - اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔

۳ - اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹینگ میں آواز اٹھائی جائے۔

۴ - جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔

ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۹۴ : بظاہر اس عقد کی حقیقت شرکت عنان ہے، کیونکہ جو لوگ کمپنی قائم کرتے ہیں وہ دوسروں کو شریک کرنے کے وقت خود کو بھی کمپنی کا ایک حصہ دار قرار دیتے اور اپنی عمارات مملوکہ متعلقہ کمپنی اور جملہ سامان ومال تجارت کو نقد کی طرف محمول کر لیتے ہیں۔

شریعاہ موتابیک پریچالیت پرتیشٹھانیر شیئارمولے پراپت لابھانشیر ہکم

প্রশ্ন : যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত তথা শরীয়াহ বোর্ড রয়েছে, এ সমস্ত কোম্পানির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ক্রয় করে বাৎসরিক যে লভ্যাংশ দেওয়া হয় তা গ্রহণ করা কি জায়েয হবে? যেমন–বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক, ফারইস্ট ইসলামী ইনস্যুরেন্স ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে যেকোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কি বৈধ হবে? যেমন ধরুন, আমি কোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করলাম, তারা আগামী ১২/৬/১৬ তারিখে তাদের রেকর্ডে ঘোষণা করল, অর্থাৎ এ তারিখে যাদের নামে ওই কোম্পানির শেয়ার থাকবে তাদেরকে ২০% লাভ দেবে। এখন আমি উক্ত তারিখের পূর্বেই আমার শেয়ারগুলো বিক্রয় করে দিয়ে যে লাভ হলো তা গ্রহণ করা কি বৈধ হবে? অর্থাৎ আমি কোনো কোম্পানির বাৎসরিক লাভ গ্রহণ করলাম না।

বিশ্লেষ: বর্তমানে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে শেয়ার ক্রয় করার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজ নামে হস্তান্তর হয়ে যায়, অর্থাৎ মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

উত্তর : যে সকল ব্যাংক সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মতভাবে পরিচালিত ওই সকল ব্যাংকের শেয়ার খরিদ করার শরীয়ত কর্তৃক অনুমতি রয়েছে এবং তাদের প্রদত্ত বাৎসরিক লাভও শেয়ারহোল্ডারদের জন্য হালাল হবে।

উল্লেখ্য, প্রচলিত ইসলামী ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মতভাবে পরিচালনা করার ব্যাপারে উপমহাদেশের অভিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম সন্দেহ পোষণ করে আসছেন, তাই কোনো ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সাথে লেনদেন করার অনুমতি দেওয়া যায় না। (১৫/২১২/৬০১৯)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٩٤ (٥٩٦٢) : عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أنه اشترى غلاما حجاما، فقال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة والمصور» .

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» .

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہو گئیں :

۱ - اصل کاروبار حلال ہو۔

۲ - اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔

۳ - اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹنگ میں آواز اٹھائی جائے۔

۴ - جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔

ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

না জেনে অবৈধ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি কেউ না জেনে হারাম ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করে থাকে, জানার পর কিভাবে বা কোন পদ্ধতিতে সে তার টাকা ফেরত পেতে পারে, বা তা হতে বাঁচার পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর : না জেনে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করে থাকলে যেকোনো উপায়ে শেয়ারগুলো স্টক এক্সচেঞ্জে স্থানান্তর করে মূলধন ফেরত নিয়ে নেবে। লভাংশের টাকা সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়াই সদকা করে দেবে। (১৭/১৬/৬৯২২)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۱۲ : الجواب-بینک کے سودی کھاتے میں رقم جمع کرانا جائز نہیں، اگر کسی نے جہالت یا غفلت سے جمع کرادی بعد میں متنبہ ہو کر اس عمل پر نادم ہوا تو اس پر واجب ہے کہ اس سے توبہ واستغفار کر کے فورا اپنی پوری رقم مع سود بینک سے نکال لے اور سود کی رقم بلانیت ثواب مساکین پر صدقہ کردے۔

রেকর্ড ডেটের পূর্বে শেয়ার বিক্রি করে দেওয়া প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : আমার একজন পরিচিতজনের থেকে জানতে পারলাম, যদি কোনো ব্যক্তি বছরের যেকোনো সময় শেয়ার ক্রয় করে রেকর্ড ডেটের পূর্বে বিক্রি করে দেয় তাহলে ওই শেয়ারের সাথে কোম্পানির অর্থিক কার্যক্রম যুক্ত হয় না। আবার যদি কেউ রেকর্ড ডেট পর্যন্ত শেয়ার রেখে দেয় তবে কোম্পানির লভ্যাংশ শেয়ারের সাথে যুক্ত এবং এক্ষেত্রে ব্যাংক সুদের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১% থাকে। এমতাবস্থায় জানতে চাই যে তেল বা সিরামিক কোম্পানির শেয়ার নিম্নবর্ণিত অবস্থায় লেনদেন করা যাবে কি না?

১. বছরের যেকোনো সময় ক্রয় করে রেকর্ড ডেটের পূর্বে বিক্রি করে দিলে।

২. রেকর্ড ডেট পর্যন্ত রেখে দেলে এবং লভ্যাংশ হতে ১% বাদ দিয়ে তা গ্রহণ করলে।

৩. ক এবং খ-এর বর্ণিত শর্তের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার লেনদেন করা যাবে কি না?

৪. উল্লিখিত যেকোনো শর্ত বা সব শর্তের অবস্থায় শেয়ারবাজারে আগত কোম্পানির প্রাইমারি শেয়ার লেনদেন করা যাবে কি না? শেয়ারবাজারে আগত কোম্পানির শেয়ার আবেদনকারীদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে বণ্টন করা হয়।

উত্তর : ১, ২, ৩. শেয়ারের লেনদেন এবং তা থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য ৫টি মৌলিক শর্ত আবশ্যক।

ক) কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল হতে হবে।

Scanned by CamScanner

খ) কোম্পানির কিছু হলেও স্থায়ী সম্পত্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ মূলধন শুধু টাকা-পয়সা আকারে না হতে হবে।

গ) কোম্পানি যদি সুদি কার্যক্রম করে থাকে তাহলে শেয়ারহোল্ডারগণ সব সময় কমপক্ষে বাৎসরিক মিটিংয়ে এ ব্যাপারে জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে, অসম্মতি প্রকাশ করতে হবে।

ঘ) যখন শেয়ারের অংশে মুনাফা যোগ করা হবে তখন তা হতে সুদের অংশটুকু সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করতে হবে।

ঙ) ক্রয়কৃত শেয়ার বিক্রয়ের পূর্বে নিজের নামে হস্তান্তর হওয়া।

উল্লিখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়ন হলে ১, ২, ৩-এর পদ্ধতি বৈধ হবে, অন্যথায় নয়।

৪. উল্লিখিত ইসলামী ব্যাংকের শেয়ার যদি মৌলিক শর্তসমূহ বাস্তবায়ন করে পরিচালিত হয় তবে লেনদেন করা যেতে পারে।

৫. উল্লিখিত প্রাইমারি শেয়ার আবেদনকারীদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে শেয়ার বন্টন পদ্ধতিতে যদি কোনো প্রকার ধোঁকা ও প্রতারণা না থাকে এবং যাদের নাম আসবে তারা নির্ধারিত মূল্যের শেয়ার সঠিকভাবে পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে তবে জায়েয হবে। কিন্তু ওপরে উল্লিখিত মৌলিক শর্তসমূহ পরিপন্থী না হতে হবে। (১৭/৫৯০/৭১৭৮)

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہو گئیں:

۱ - اصل کاروبار حلال ہو۔

۲ - اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔

۳ - اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹنگ میں آواز اٹھائی جائے۔

۴ - جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔

ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

ইসলামী ব্যাংকগুলোর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : শেয়ারবাজার থেকে ইসলামী ব্যাংকগুলোর শেয়ার ক্রয়ের ব্যাপারে মতামত জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : যে সমস্ত ব্যাংক শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত বলে দাবি করে তাদের দাবির সাথে কর্মের অমিল না পাওয়া পর্যন্ত ওই সব ব্যাংকের শেয়ার কেনা অবৈধ নয়। (৯/৮৫৪/২৮৯৭)

📖 شرکت و مضاربت عصر حاضر میں (ادارۃ المعارف) ص ۲۰۵ : فقہاء نے خاص طور پر شرکت العقد کے لئے کچھ شرائط ذکر فرمائی ہیں جنھیں ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

وکالت کے قابل ہونا، وکالت کے قابل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرکاء میں سے ہر شریک وکیل بنے یا وکیل بنانے کے قابل ہو،... ...

نفع معلوم ہو، شرکت صحیح ہونے کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ نفع کا تناسب طئے کر لیا جائے یعنی ہر شریک کو کل نفع کا کتنا حصہ یا کتنا فیصد ملے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ منافع ہی شرکت کے عقد میں معقود علیہ ہے اگر وہ متعین نہ ہو تو معقود علیہ کے بارے میں لاعلمی (جہالت) رہے گی،... ...

نفع مشاع ہونا چاہئے، نفع و نقصان میں ہر شریک شامل ہوگا، کسی ایک کو کل یا بعض یا نقصان کے لئے مخصوص کر دینے سے شرکت باطل ہو جائے گی۔

Scanned by CamScanner

প্লেসমেন্ট শেয়ার ক্রয় ও যাকাত প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : আমি শেয়ার ব্যবসায় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে জড়িত :

ক. এক বছরপূর্ব টাকা নগদ প্রদানপূর্বক প্লেসমেন্ট শেয়ার ক্রয় করেছি। শেয়ারবাজারে আসার ঠিক এক বছর পর বিক্রি করা যাবে বাজার দর অনুযায়ী সেখানে ক্রয়মূল্যের চেয়ে কমবেশি হতে পারে।

খ. প্রতিদিন ক্রয়-বিক্রয়।

গ. শেয়ার ক্রয় করে রেখে মূল্যবৃদ্ধি হলে বিক্রয়।
জানার বিষয় হলো, এই ব্যবসা কি জায়েয? যাকাত কি হিসাব অনুসরণ করে প্রদান করব?

উত্তর : শেয়ার ব্যবসা যদিও শর্ত সাপেক্ষে শরীয়ত অনুমোদিত। কিন্তু বর্তমানে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের নামে সুদ ও জুয়ার সমন্বয়ে যে মানিগেম চলছে তা সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থী। তাই শেয়ারবাজারে লেনদেন থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। (১৭/৮৩৩/৭২৮৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٠/ ١٤٢ (١٥٢١) : عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد»، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: «لا يكن له سمسارا».

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہو گئیں :

۱ - اصل کاروبار حلال ہو۔

۲ - اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔

۳ - اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹینگ میں آواز اٹھائی جائے۔

۴ - جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔

ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

ডিপোজিট এবং ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স ও অবৈধ কার্যক্রমে জড়ায় এমন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করা

প্রশ্ন :

১. আমার কিছু টাকা আছে, এ টাকা দ্বারা আমি শেয়ার ব্যবসা করতে ইচ্ছুক। শেয়ারের ব্যবসা করা আমার জন্য জায়েয হবে কি না? উল্লেখ্য, আমার একজন মাহরাম আত্মীয় আমার তরফ থেকে আমার ব্যবসা পরিচালনা করবেন।

২. যদি আমি এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করি যে প্রতিষ্ঠান জায়েয হালাল দ্রব্য উৎপন্ন করে যেমন–ইলেকট্রিক পণ্য ইত্যাদি। কিন্তু ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোনো সুদি ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে এবং এর ফলে প্রতিষ্ঠান ব্যাংককে নিয়মিত সুদ প্রদান করে থাকে। এমতাবস্থায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় বৈধ হবে কি না?

৩. আমার জানা মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৫টি ব্যাংক ইসলামী শরীয়াহ অনুসারে পরিচালিত হয় বলে দাবি করে। যদি এ সকল ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করি অথবা এ সকল ব্যাংকের কোনো একটিতে আমার টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করি, তবে তা জায়েয হবে কি না?

৪. সুদি ব্যাংক অথবা সুদি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির শেয়ার নাজায়েয হবে কি না?

৫. ইসলামী শরীয়াহর ওপর ভিত্তি করে কোনো ইনস্যুরেন্স কোম্পানি গঠন করা সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনাদের জানা মতে বংলাদেশে ইসলামী শরীয়াহর ওপর পরিচালিত কোনো ইনস্যুরেন্স আছে কি না, যার শেয়ার কেনা যেতে পারে?

উত্তর : ১, ২, ৪. সুদি ব্যাংক ও সুদি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় শরয়ী দৃষ্টিকোণে সম্পূর্ণ অবৈধ ও নাজায়েয। পক্ষান্তরে হালাল ও বৈধ দ্রব্যাদি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যদি সুদি লেনদেনের সাথে জড়িত না হয় তাহলে তার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় নিঃসন্দেহে বৈধ হবে। তবে এ ধরনের কোম্পানি যদি সুদি লেনদেনের সাথে জড়িত থাকে তাহলে তার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, শোয়ারহোল্ডারদের বাৎসরিক মিটিংয়ে সুদি লেনদেনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কোম্পানিকে সুদি লেনদেন মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এবং কোম্পানি যদি সুদি লেনদেনের মাধ্যমে কারবার করে তাহলে তার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার অংশ গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে।

৩. শরীয়ত সমর্থিত নীতিমালার আলোকে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বৈধ বিনিয়োগের মাধ্যমে শতকরা হারে লাভের অংশ নির্ধারণ করে যে ব্যবসা করা হয় তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ এবং হালাল। উক্ত বৈধ ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফাও হালাল বলে বিবেচিত। বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব ব্যাংক ইসলামী নীতিমালার অনুসরণে পরিচালিত হয় বলে ঘোষণা দিয়ে থাকে বিপরীত কোনো তথ্যের ওপর নিশ্চিতভাবে অবগতির আগ পর্যন্ত উক্ত ব্যাংকে মুদারাবা ডিপোজিট ইত্যাদি খোলা জয়েয হবে।

Scanned by CamScanner

৫. আমাদের জানা মতে, বর্তমানে বংলাদেশে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক কোনো ইনস্যুরেন্স কোম্পানি নেই। (৯/৪৮)

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۱۵۰- ۱۵۱ : اوپر کی تفصیل سے معلوم ہوگیا کہ شیئرز کی خرید وفروخت کے جواز کیلئے کل چار شرطیں ہوگئیں :

۱ - اصل کاروبار حلال ہو۔

۲ - اس کمپنی کے کچھ منجمد اثاثے (فکسڈ ایسٹس) وجود میں آچکے ہوں، رقم صرف نقدی شکل میں نہ ہو۔

۳ - اگر کمپنی سودی لین دین کرتی ہے، تو اس کی سالانہ میٹینگ میں آواز اٹھائی جائے۔

۴ - جب منافع تقسیم ہو، اس وقت جتنا نفع کا جتنا حصہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا ہو اس کو صدقہ کردے۔

ان چار شرطوں کے ساتھ شیئرز کی خرید وفروخت جائز ہے۔

আইনি জটিলতার কারণে কাউকে শেয়ারহোল্ডার বানালেই সে মালিক হবে না

প্রশ্ন : আমরা ১০ ভাই ও তিন বোন। মা জীবিত আছেন। কয়েক বছর হলো বাবা মারা গেছেন। আমাদের বাবা নিজের নামে একটি কারখানা ক্রয় করেছিলেন। বাবা ব্যবসায়িক সুবিধার্থে তাঁর ব্যবসাকে লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করেন। লিমিটেড নিয়মানুসারে একের অধিক শেয়ারহোল্ডার হতে হয়। লিমিটেড কোম্পানির আইন অনুযায়ী বাবা নিজে, মা ও আট ছেলেকে শেয়ারহোল্ডার বানান। ছোট দুই ছেলে নাবালেগ থাকার কারণে শেয়ারহোল্ডার বানাননি। কোম্পানি আইনে নাবালেগগণ শেয়ারহোল্ডার হতে পারে না। তিন মেয়েকেও শেয়ারহোল্ডার বানাননি। বাবা আমাদের কখনো বলেননি যে এ অংশ আমার বা আমাদের এবং মাকেও বলেননি যে কিছু অংশ আমার মায়ের। বাবা যেসব লোকজন নিয়ে এবং তাদের সহযোগিতায় কোম্পানির কাগজপত্র তৈরি করেন তাঁদের মধ্যে দু-একজন আমার বাবাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে নাবালেগ সন্তানদের ব্যাপারে কী করবেন? তখন বাবা বলেছিলেন, নাবালেগ সন্তানরা বালেগ হওয়ার পর তাদেরও কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার করে নেব। ওই লোক বাবার বন্ধু। এখনো জীবিত আছেন। কোম্পানির শেয়ার যেভাবে বিতরণ করা হয়েছিল তা নিম্নে দেওয়া হলো।

Scanned by CamScanner

বাবা ৫০০ শেয়ার
মা ৫০০ শেয়ার
৬ ভাই ১৮০০ (৩০০ করে)
২ ভাই ২০০ (১০০ করে)

মোট ৩০০০ শেয়ার লিমিটেড কোম্পানিতে দেখানো হয়েছিল। আমরা ছয় ভাই মনে করছি যে সমস্ত সম্পত্তি বাবার এবং পুরোটাই ভাগ হোক। কিন্তু আমাদের অন্য চার ভাই মনে করছে যে বাবার নামের ৫০০ শেয়ারই শুধু সব ভাই-বোন ও মার মধ্যে বণ্টন হবে। বাবার কিছু ঋণ আছে।
বাবার মৃত্যুর কারণে উক্ত কোম্পানির ব্যবসা ও সম্পত্তি শরীয়ত মোতাবেক কিভাবে বণ্টন হবে তা জানতে আগ্রহী?

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে কারখানার মালিক শুধুমাত্র ব্যবসায়িক সুবিধার খাতিরে তার কিছু ছেলে-সন্তান ও স্ত্রীকে শেয়ারহোল্ডার করেছেন। এদের কাউকে উল্লিখিত অংশের মালিক বানিয়ে অন্য ওয়ারিশদের বঞ্চিত করা উদ্দেশ্য নয়–এটাই স্বাভাবিক রীতি, যা তাঁর জীবদ্দশায় মৌখিকভাবে স্বীকার করার প্রমাণও রয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত কারখানার মালিক তিনিই ছিলেন। তাই মৃত্যুর পর অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সাথে এ কারখানার সব শেয়ারও তাঁর সকল ওয়ারিশের মাঝে শরীয়ত মোতাবেক বণ্টিত হবে।

মৃতের কাফন-দাফনের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অতঃপর তিনি কোনো ওসিয়ত করে থাকলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে ওসিয়ত পূরণ করতে হবে। এসব সম্পাদন করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিশদের মাঝে শরয়ী নীতিমালা অনুযায়ী বণ্টন হবে। (৪/১০৯/৬১১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٢٧٣ : (قوله: وبيع التلجئة) هي ما ألجئ إليه الإنسان بغير اختياره، وذلك أن يخاف الرجل السلطان فيقول لآخر إني أظهر أني بعت داري منك، وليس ببيع في الحقيقة وإنما هو تلجئة ويشهد على ذلك مغرب. (قوله: بل كالهزل) أي في حق الأحكام.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٧٥٩ : (يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني) والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالثمن والدار المستأجرة وإنما قدمت على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة (بتجهيزه) يعم التكفين (من غير تقتير ولا تبذير) ككفن السنة أو قدر ما كان يلبسه في

Scanned by CamScanner

حياته ولو هلك كفنه فلو قبل تفسخه كفن مرة بعد أخرى وكله من كل ماله (ثم) تقدم (ديونه التي لها مطالب من جهة العباد) ويقدم دين الصحة على دين المرض إن جهل سببه وإلا فسيان كما بسطه السيد، (وأما دين الله تعالى فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقي وإلا لا ثم) تقدم (وصيته) ولو مطلقة على الصحيح خلافا لما اختاره في الاختيار (من ثلث ما بقي) بعد تجهيزه وديونه وإنما قدمت في الآية اهتماما لكونها مظنة التفريط (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم الباقي) بعد ذلك (بين ورثته) -

Scanned by CamScanner

باب القروض والديون
পরিচ্ছেদ : ঋণ

সময়ের আগে পরিশোধ করলে কিছু টাকা কম নেওয়া

প্রশ্ন : বর্তমানে ব্যবসায়ীদের মাঝে একটি বিষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। তা হলো, প্রথমে একটি পণ্য নির্ধারিত মেয়াদে বাকিতে বিক্রি করে, উদাহরণস্বরূপ এক মাস। কিন্তু কিছুদিন পর যখন বিক্রেতার টাকার প্রয়োজন হয় তখন ক্রেতাকে বলে তুমি যদি আজ টাকা পরিশোধ করে দাও তাহলে এক-দুই হাজার টাকা কম দিলেও চলবে, তখন সে কিছু টাকা কম পরিশোধ করার আশায় তখনই টাকা পরিশোধ করে দেয়। এখন অনেকে বলে, পদ্ধতিটি জায়েয। তবে ইমদাদুল আহকামে পদ্ধতিটিকে নাজায়েয বলা হয়েছে।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিটি নাজায়েয। তবে যে হাদীসের অংশটুকু দিয়ে জায়েয বোঝা যায়, তার জবাব হলো :

ক) হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল।

খ) সেটা ছিল সুদ হারাম হওয়ার পূর্বের হুকুম।

গ) সে লেনদেনটি ছিল মুসলমান এবং কাফেরদের মাঝে।

ঘ) অথবা তাদের লেনদেনটি ছিল মূলধনের অতিরিক্ত সুদের ওপর, যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতিরিক্ত সুদ কমিয়ে দিতে আদেশ করেছিলেন। (১৮/২৪৮/৭৫৭৩)

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ٢٥- ٢٧ : ومما يتعامل به بعض التجار في الدين المؤجلة أنهم يسقطون حصة من الدين بشرط أن يعجل المدين الباقي، مثل أن يكون لزيد على عمرو ألف، فيقول زيد: عجل لي تسعمائة، وأنا أضع عنك مائة، وإن هذه المعاملة معروفة في الفقه الإسلامي باسم "ضع وتعجل"، وقد اختلف الفقهاء في حكمها، ... ...

وهناك حديثان مرفوعان متعارضان، وفي إسناد كل واحد منهما ضعف: أما الحديث الأول، فقد أخرجه البيهقي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة جاء ناس منهم، فقالوا: يا رسول الله, إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس

Scanned by CamScanner

ديون لم تحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا ". وهذا الحديث يدل على الجواز، ويعارضه ما أخرجه البيهقي في الباب اللاحق عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: " أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: عجل لي تسعين دينارا، وأحط عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكلت ربا يا مقداد وأطعمته". وقد صرح البيهقي رحمه الله تعالى، بأن كل واحد من الحديثين ضعيف من جهة الإسناد، فلا تقوم بأي منهما حجة. ورجع جمهور الفقهاء جانب الحرمة، لأن زيادة الدين في مقابلة التأجيل ربا صراح، فكذلك الحط من الدين بإزاء التعجيل في معناه. أما قصة بني النضير، فليس فيها حجة، أما أولا: فلأن إسنادها ضعيف، وأما ثانيا، فلأنه لو ثبتت هذه القصة من جهة الإسناد، فيمكن أن يقال: إن قصة إجلاء بني النضير وقعت في السنة الثانية من الهجرة، وذلك قبل نزول حرمة الربا.

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله هذه القصة واستدل بها على أنه لا ربا بين المسلم والحربي، قال رحمه الله تعالى: (ولما أجلي بين النضير قالوا: إن لنا ديونا على الناس، فقال: ضعوا وتعجلوا، ومعلوم أن مثل هذه المعاملة لا يجوز بين لمسلمين، فإن من كان له على غيره دين إلى أجل، فوضع عنه بعضه بشرط أن يعجل بعضه لم يجز، كره ذلك عمر، وزيد بن ثابت، وابن عمر (رضي الله عنهم).

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۱۸۰ : الجواب- یہ معاملہ جائز نہیں، اس میں اصل یہ ہے کہ اگر جانبین سے احسان ہے... ... دائن کی طرف سے ترک حصۂ دین اور مدیون کی طرف سے اسقاط اجل تو یہ معاوضہ ہے اور موجب ربا ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے اور اگر احسان صرف جانب واحد سے ہے تو یہ ابراء ہے معاوضہ نہیں اس لئے جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

পাওনাদার মারা গেলে ঋণ পরিশোধে করণীয়

প্রশ্ন : আঃ করিম তার স্ত্রীর মাধ্যমে তার শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে কিছু টাকা গোপনে ধার হিসেবে এনেছিল এই বলে যে হাতে এলেই পরিশোধ করে দেব। কিন্তু পরিশোধের পূর্বেই তার স্ত্রী এবং তার শাশুড়ি মারা যান। এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত টাকাগুলো যার কাছ থেকে নিয়েছিল তার পক্ষ থেকে মসজিদ-মাদরাসার নামে দান করে দিলে তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ হবে কি না? উল্লেখ্য, কোনো ওয়ারিশের কাছে দিলে ফেতনার আশঙ্কা আছে।

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে ঋণদাতার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণই ঋণ পাওয়ার হকদার। তাই উক্ত ঋণ হকদারের কাছেই পৌঁছানো জরুরি। আর প্রকৃত হকদারের কাছে হক পৌঁছানো সম্ভব হলে তাদের কাছে না পৌঁছিয়ে তাদের পক্ষ থেকে সদকা করা যাবে না। অতএব উক্ত ঋণ অবশ্যই ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে। যদি তার ওয়ারিশদের নিকট সরাসরি ঋণ পৌঁছাতে গিয়ে ফেতনার আশঙ্কা থাকে, তাহলে অন্য যেকোনো পন্থায় হেবার নামে বা হাদিয়ার নামে পৌঁছিয়ে দিতে পারবে। অথবা প্রশাসন বা আইনের আশ্রয় নিয়ে বা গ্রাম্য মেম্বার-চেয়ারম্যানের শরণাপন্ন হয়ে উক্ত ঋণ তার ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। ওয়ারিশদের নিকট না পৌঁছিয়ে ঋণদাতার পক্ষ থেকে মসজিদ বা মাদরাসায় দান করলে ঋণ পরিশোধ হবে না। (১৫/৪৬৮/৬১২০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ١٨٢ : غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء وكذا لو أطعمه فأكله.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٣ / ٧٩ : وأساس ذلك عندهم أن المودع إذا مات، فترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين، فإن كانت كذلك، فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۴۳ : الجواب- پوشیدہ طور پر وہ مال مالک کے قبضہ میں جس تدبیر سے چاہے پہنچادینے سے یہ بری الذمہ ہوجائے گا، مالک کو اس کی اطلاع کی حاجت نہیں کہ فلاں شخص نے یہ میرا حق دیا ہے۔

অমুসলিমের কাছে ঋণী মুসলমানকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন কি না

প্রশ্ন : কোনো মুসলমান কোনো হিন্দু বা অমুসলিমের কাছে ঋণী অবস্থায় মারা যায় আর যদি আল্লাহ তা'আলা ওই মুসলমানকে কেয়ামতের দিন মাফ করে দিতে চা

Scanned by CamScanner

তাহলে আল্লাহ তা'আলা মাফ করতে পারবেন কি না? এবং সে মাফের ধরন কেমন হতে পারে?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা শিরক ব্যতীত বান্দার সকল গোনাহই মাফ করে দিতে পারেন। তবে বান্দার হক মাফ করা না করার ব্যাপারে উভয় ধরনের কথা হাদীস ও ফিকহের কিতাবে পাওয়া যায়। তবে মাফ করার ক্ষেত্রে হাদীসগুলো জয়ীফ বা দুর্বল। তাই হাদীস বিশারদগণ এ সম্পর্কীয় হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, যদি বান্দা সামর্থ্যবান থাকা সত্ত্বেও অপর বান্দার হক আদায় না করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ক্ষমা করবেন না।

পক্ষান্তরে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি অক্ষমতার কারণে হক আদায় করতে না পারে–এমতাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঋণ থেকে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করে দেবেন, অথবা আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন উত্তম ফয়সালা করে দেবেন ইনশা আল্লাহ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মরহুম মুসলমানের ওয়ারিশদের ওপর উক্ত অমুসলিমের আর্থিক হক আদায় করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। চেষ্টার পর সম্ভব না হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ থেকে হক আদায় করে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন বলে আশা করা যায়। (১৪/৯৪৮/৫৮৭২)

📖 سنن ابن ماجة (دار إحياء التراث) ٢/ ٩٢٨ (٢٧٧٨) : عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها، إلا الدين ولشهيد البحر الذنوب والدين»

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ١٧٦ (٢٤٤٩) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه»، قال أبو عبد الله: " قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقبري لأنه كان نزل ناحية المقابر "، قال أبو عبد الله: " وسعيد المقبري: هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد كيسان " -

Scanned by CamScanner

📖 شرح الفقه الأكبر ص ٢٦٤ : وإن كانت عما يتعلق بالعباد فإن كانت من مظالم الأموال فتتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه فى حقوق الله تعالى على الخروج عن عهدة الأموال وإرضاء الخصم فى المال والاستقبال بأن يتحلله منهم أو يردها إليهم أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث هذا -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٤١٣ : وذكر العلماء أن هذا فيمن لم يقض دينه مع قدرته على ذلك مطلا ولدادا، وأما إذا فعل ذلك لإعساره وكان فى نيته أن يقضى كلما وجد إلى ذلك سبيلا فإن الله سبحانه يقضى عنه خصومه-

পাওনা ভুলে কম নিলে ঋণী দায়মুক্ত হবে না

প্রশ্ন : আমি চার হাজার টাকার টিন ক্রয় করি। কিন্তু দোকানদার তার হালখাতার কার্ডে ভুলবশত একটি শূন্য বাদ দেওয়ায় ৪০০ টাকার একটি কার্ড আমার বাসায় আসে। আমি তার কার্ডের উল্লিখিত টাকা হিসাব করে দিয়ে হালখাতার দাওয়াত খেয়ে বাসায় আসি। এখন আমার বারবার মনে হচ্ছে, সে তো ভুল করে চার হাজারের স্থলে ৪০০ টাকা নিল, আমি তো অনেক টাকা থেকে বেঁচে গেলাম। আবার মনে হচ্ছে, কিয়ামতের দিন মনে হয় আমি তার কাছে ঋণী হিসেবেই হাজির হব। তাই প্রশ্ন হলো, যদি ভুল করে দোকানদার টাকা কম নেয় তাহলে কি দোকানদার সেই টাকার হকদার হবে? এবং আমি যদি দোকানদারকে স্মরণ করিয়ে ওই টাকা না দিই, তাহলে কি আমি গোনাহগার হব? এবং আমি যদি তার কাছে গিয়ে বলি, ভাই! আমাদের যা লেনদেন হয়েছে যদি আমার কাছে কিছু পেয়ে থাকেন তাহলে মাফ করে দেবেন, এ রকম কিছু বললে মাফ হবে কি না?

উত্তর : কারো ওপর যখন কোনো দায়িত্ব অর্পিত হয়ে যায় তখন তা পরিপূর্ণ আদায় করা জরুরি। প্রশ্নে উল্লিখিত ক্রেতার ওপর দায়িত্ব হলো পরিপূর্ণ টাকা পরিশোধ করা। বিক্রেতা ভুলবশত ৪ হাজার টাকার স্থলে ৪০০ টাকা লিখে দেওয়ায় ক্রেতা ৪০০ টাকা দিয়ে দায়মুক্ত হতে পারবে না। আর উক্ত বিষয়টি গোপন করে এভাবে মাফ নেওয়ার দ্বারা মাফ হবে না। (১২/৪১৬/৩৯৪৭)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣/ ١٨٣ : رجل له على رجل ألف درهم فقضاه دراهم مجهولة لايعرف وزنها لايجوز، ولو أعطاه على وجه الصلح جاز؛ لأن الصلح ينبئ عن الإسقاط فيحمل على أن

Scanned by CamScanner

المدفوع أقل من دينه، ولهذا لو كان على رجل ألف درهم فصالحه منها على خمسمائة جاز.

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ١/ ٧٧ : ١١٦ - قاعدة الحق لا يسقط بتقادم الزمان (شن)

١١٧ - قاعدة الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان (سير).

ঋণ উসূল করার জন্য ঋণগ্রস্তের সম্পদ জব্দ করা

প্রশ্ন : সগির মিয়া ৮০০ টাকা ঋণ নিয়েছে কবির মিয়া থেকে। নির্দিষ্ট দিনে সগির মিয়া টাকা পরিশোধ করেনি। কবির মিয়া টাকা উসূল করতে না পেরে সগির মিয়ার একটি বড় ছাগল আটক করল। প্রশ্ন হলো, কবির মিয়া টাকা উসূল করার জন্য সগির মিয়ার অনুমতি ব্যতীত ছাগল আটক করা কতটুকু শরীয়তসম্মত? এবং এভাবে কবির মিয়া সগির মিয়া থেকে টাকা উসূল করা বৈধ কি না?

উত্তর : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ঋণ পরিশোধ না করা জুলুম ও গোনাহ। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করে টালবাহানা করতে থাকলে ঋণ উসূল করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করার পরও তা কার্যকর না হলে শেষ পন্থা হিসেবে তার যেকোনো ধরনের বস্তু আটক করে ঋণ উসূল করার অনুমতি আছে। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে, কবির মিয়া সগির মিয়ার ছাগল আটক করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে। তা সত্ত্বেও সগির মিয়া ঋণ পরিশোধ না করলে শালিশের মাধ্যমে ছাগল বিক্রি করে টাকা উসূল করে নিতে পারবে। কিন্তু টাকা পরিশোধ করে দিলে ছাগল ফেরত দিতে হবে। (১২/৫০৩/৪০৩১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٩٥ : قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٢٢ : ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه وجوزه الشافعي وهو الأوسع.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٢٢ : (قوله وجوزه الشافعي) قدمنا في كتاب الحجر: أن عدم الجواز كان في زمانهم، أما اليوم فالفتوى على

Scanned by CamScanner

الجواز، (قوله وهو الأوسع) لتعينه طريقا لاستيفاء حقه فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والإتلاف مجتبى -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۱۴۰ : جواب- مدیون کے کپڑوں کو استعمال کرنا تو جائز نہیں، ہاں اپنے روپئے کے وصول کرنے کیلئے اس کے اسباب اور کپڑوں کو اپنے قبضہ میں رکھنا جائز ہے۔

বহু টাকার আসবাব রেখে ঋণগ্রহীতা পালিয়ে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : আমি একজন বাড়িওয়ালা। আমি বাড়ি ভাড়া দিয়ে অন্যত্র থাকি। আমার বাসায় দুই বছর ধরে একটা লোক সপরিবারে থাকত। সে ৮-১০ মাস আগে হঠাৎ ভোর রাতে পালিয়ে যায়। তার কাছে আমি বাড়ি ভাড়া বাবদ চার পাঁচ হাজার টাকা পাব। সে তা না দিয়েই চলে গেছে। অনেক খোঁজখবর করেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরে জানতে পারলাম ওই লোকটি তার অফিস থেকে ১০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়েছে। ওই লোকটি যাওয়ার সময় যা সম্ভব হয়েছে তার বাসার মালপত্র নিয়ে গেছে, বাকি আসবাব আমার কাছেই আছে। যার মোট মূল্য ৪০-৫০ হাজার টাকা হবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আমি তার কাছে যে টাকা পাব এর বিনিময়ে আমি তার আসবাব বাজেয়াপ্ত বা বিক্রি করতে পারব? নাকি আমার কাছে তা আমানত হিসেবে থাকবে?

উত্তর : কেউ প্রাপ্য হক আদায় না করলে তার যেকোনো ধরনের সম্পদ হতে হকদারকে তার হক সমপরিমাণ অর্থ উসূল করার অনুমতি শরীয়তে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি যেহেতু আপনার বাসা ভাড়া বাবদ ৪-৫ হাজার টাকা না দিয়ে পালিয়েছে, তাই আপনি তার রেখে যাওয়া আসবাব হতে আপনার পাওনা পরিমাণ নিতে পারবেন, এর অতিরিক্ত অংশ আপনার কাছে আমানত হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। পরবর্তীতে সে এলে বা তার সন্ধান পাওয়া গেলে তাকে দিয়ে দিতে হবে। আর যথাসম্ভব সন্ধান নেওয়ার পর নৈরাশ অবস্থায় উক্ত আসবাব তার পক্ষ হতে অসহায়-গরিবদের মাঝে সদকা করে দেবেন। তবে সদকা করার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে কখনো সে এসে তা দাবি করলে তার পাওনা ফেরত দিতে হবে। (১১/৩৭৫/৩৫৪৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٩٥ : قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق -

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٢٢ : ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه وجوزه الشافعي وهو الأوسع.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٢٢ : (قوله وجوزه الشافعي) قدمنا في كتاب الحجر: أن عدم الجواز كان في زمانهم، أما اليوم فالفتوى على الجواز، (قوله وهو الأوسع) لتعينه طريقا لاستيفاء حقه فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والإتلاف مجتبى، وفيه وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم، فله أن يأخذه لاتحادهم جنسا في الثمنية اهـ

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ /۳۸۲ : حامداومصلیا، سائیکل جتنی قیمت کی بازار میں ہے اتنی مقدار گویاکہ آپ نے اپنا روپیہ وصول کرلیا۔ آپ کو اختیار ہے کہ اس کو ٹھیک کراکے استعمال میں لائیں یافروخت کرکے قیمت استعمال میں لائیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۱۷۴ : یہ طریقہ جائز ہے، مگر اس کا پورا اہتمام رہے کہ اپنے حق سے زیادہ ہر گز نہ لے، وصول ہونے کے بعد والد کو اس کی اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں، خصوصاجبکہ ناراضی کااندیشہ ہو۔

ঋণের টাকা না নিয়ে সার্ভিস নেওয়া

প্রশ্ন : আমি অফিস থেকে যাতায়াত খরচ বাবদ কিছু টাকা পাই। ওই টাকা না তুলে আমি সমপরিমাণ বিলের টেলিফোন ব্যবহার অথবা সমপরিমাণ প্রিন্টিংয়ের কাজ করতে পারি কি না। এমনভাবে যাতে অফিস আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

উত্তর : কেউ যদি অন্যের নিকট নির্দিষ্ট বস্তু প্রাপ্য থাকে এবং ওই ব্যক্তি সে বস্তু প্রদান করার ইচ্ছা পোষণ করে ও অসম্মতি প্রকাশ না করে, এমতাবস্থায় নির্দিষ্ট বস্তুটি ছাড়া ওই লোকের অন্য কোনো বস্তু হস্তগত করা বৈধ নয়। তাই আপনার যাতায়াত ভাড়ার নামে শুধু ওই পাওনাটাই আপনি গ্রহণ করতে পারেন। তার বিনিময়ে অন্য কোনো সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ওই পরিমাণ গ্রহণ করা অবৈধ হবে। হ্যাঁ, তবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে শুধুমাত্র যাতায়াত ভাড়া পরিমাণ অন্য বস্তু ব্যবহার করা যেতে পারে (৯/৪৭০/২৫৯৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٢٢ : ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه وجوزه الشافعي وهو الأوسع.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٢٢ : (قوله وجوزه الشافعي) قدمنا في كتاب الحجر: أن عدم الجواز كان في زمانهم، أما اليوم فالفتوى على

Scanned by CamScanner

الجواز، (قوله وهو الأوسع) لتعينه طريقا لاستيفاء حقه فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والإتلاف مجتبى۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۸/ ۱۶۳ : جواب- ہم احناف کا اصل مذہب یہ ہے کہ مدیون کے مال سے دین کے علاوہ کسی دوسری جنس میں دین وصول کرلینا جائز نہیں ہے، لیکن علامہ حمویؒ نے شرح کنز میں مقدسی عن جدہ الاشغر عن شرح القدوری للاخصب کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ خلاف جنس سے قرض وصول کرلینے کا عدم جواز متقدمین کے زمانہ میں تھا لیکن آجکل قول مفتی بہ یہ ہے کہ مدیون کا جس قسم کا مال قابو میں آجائے اس میں سے قرضہ وصول کرلینا جائز ہے۔

সমুদয় অর্থ ফেরত দেওয়ার শর্তে ঋণ দিয়ে লাভ নেওয়া

প্রশ্ন : আব্দুল্লাহর একটি রাইসমিল আছে। সে প্রতি মণ ধান ভেঙে মানুষের কাছ থেকে আট টাকা করে নেয়। এখন আব্দুল্লাহ যায়েদের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা এই ভিত্তিতে নেয় যে আব্দুল্লাহ ধান ভেঙে যে টাকা পায় এর ২৫%, অর্থাৎ প্রতি মণ ধান ভেঙে যে আট টাকা পায় এর ২ টাকা যায়েদকে দেবে এবং পরবর্তীতে আব্দুল্লাহর হাতে ৫০ হাজার টাকা এলে যায়েদকে দেবে। এ পদ্ধতিতে লেনদেন বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিটি নিয়মতান্ত্রিক মুদারাবা চুক্তিতে হলে জায়েয হতো, কিন্তু প্রশ্নপত্র থেকে বোঝা যায় যে তারা মুদারাবা ভিত্তিতে লেনদেন করেনি। বরং ৫০ হাজার টাকা কর্জ হিসেবে নিয়ে সুদ দেওয়া হচ্ছে, তাই উক্ত পদ্ধতিকে জায়েয বলা যাবে না। (১২/৬৭৩/৩৯৯৬)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥ : ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ١٦٦ : وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه.وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن.

📖 التفسير المظهرى (دار إحياء التراث العربي) ١/ ٤٣٦ : وَحَرَّمَ الرِّبا، الربوا في اللغة الزيادة، قال الله تعالى ويربي الصّدقٰت، والمعنى أن الله تعالى حرم الزيادة في القرض على القدر المدفوع۔

Scanned by CamScanner

বাকি টাকা দেরিতে শোধ করলে বেশি চাওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : প্রায় ৩৫ বছর পূর্বে আমার দাদা কর্তৃক একখানা সাফকবলা দলিলমূলে জনৈক ব্যক্তির নামে বাকিতে ১৫০০ টাকায় বিক্রি করে। কিন্তু দলিল সম্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা উক্ত টাকা পরিশোধ করতে গড়িমসি করে অদ্যাবধি পর্যন্ত। এখন উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ উক্ত জমির মূল্য দিতে সম্মত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত জমির বর্তমান মূল্য আমাদের প্রাপ্য কি না? বা উক্ত টাকার তৎকালীন স্বর্ণের ভরি হিসেবে বর্তমান স্বর্ণের মূল্য প্রাপ্য কি না?

উত্তর : ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যে পরিমাণ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ক্রেতার সে পরিমাণটাকা আদায় করা ও বিক্রেতার শুধু সে পরিমাণ মূল্য গ্রহণ করা জরুরি। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সময়মতো আদায় না করলে ক্রেতা গোনাহগার হবে। সুতরাং বিলম্বের বিনিময়ে মূল্য বেশি দাবি করা সুদি কারবারের নামান্তর বিধায় আপনার জন্য অতিরিক্ত দাবি করার অধিকার নেই। (১৬/২৭৮)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٦/ ٢٧٧ : فلو لم تكسد ولم تنقطع ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع ولا يتخير البائع، وعكسه لو غلت قيمتها وازدادت فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٥٣٣ : أما إذا غلت قيمتها أو انتقضت فالبيع على حاله ولا يتخير المشتري، ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع-

হালখাতা খুলে ঋণ উসূল করার প্রথা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় শুভ হালখাতার প্রচলন আছে, অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা তার বাকি টাকা উসূল করার জন্য গ্রাহকদের পত্রের মাধ্যমে দাওয়াত করে বিভিন্ন মিষ্টিদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়ন করে। উল্লিখিত পদ্ধতিতে টাকা উসূল করা জায়েয কি না?

উত্তর : পাওনাদার তার পাওনা উসূল করার জন্য যেকোনো পন্থা, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ নয় অবলম্বন করার অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। শুভ হালখাতা পাওনা আদায়ের একটি পন্থা ও কৌশলমাত্র। তবে নির্দিষ্ট মাস বা তারিখে এটা করাকে শুভ মনে করা ও কোনো কোনো মাস বা তারিখকে অশুভ মনে করার দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের দৃষ্টিতে

Scanned by CamScanner

ভিত্তিহীন ও বর্জনীয়। তাই শুভ হালখাতা নির্দিষ্ট দিন-তারিখ বা মাসে করাকে জরুরি বা শুভ হওয়ার আকীদা না রেখে শুধুমাত্র পাওনা উসূল করার উদ্দেশ্যে এটা করা হলে শরীয়ত পরিপন্থী হবে না। (১০/৩৯৫/৩১২৩)

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٦/ ٣٦٤ : ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته، لا كسوته الثوب وهديته الدرهم وما دون الدرهم لا بأس به۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ /۱۹۰ : البدعات والرسوم الغير الثابتة التى يلتزمونها مثل العبادات باطلة يجب ردها وقلعها سواء كانت متعلقة بالعبادات أم بالمعاملات والمعاشرات وغيرها۔

ঋণগ্রহীতা থেকে যাকাত বাবদ টাকা দাবি করা

প্রশ্ন : এক বন্ধু আমার থেকে ৮০ হাজার টাকা কয়েক দিন পর ফেরত দেওয়ার কথা বলে কর্জ নিল। কিন্তু আজ তিন বছর যাবৎ সে টাকাগুলো দেবে দেবে বলে দিতে পারল না। অতঃপর তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পর সে আমার টাকা ফেরত দিতে চাচ্ছে। এখন তিন বছরে আমার হিসাব মতে ছয় হাজার টাকা যাকাত আসে। এমতাবস্থায় আমি কি বন্ধু থেকে উক্ত ছয় হাজার টাকাসহ দাবি করে নিতে পারব? সে বলেছে, আমি যদি দাবি করি সে যাকাত বাবদ উক্ত টাকা দিতে রাজি। আমি বললাম, যখন আমার টাকা তুমি আটকিয়ে রাখলে, যা দিয়ে আমি কোনো উপকৃত হতেও পারলাম না, ব্যবসায়েও খাটাতে পারলাম না, তাহলে যাকাতের টাকা আমি দেওয়ার যুক্তি হয় কী করে? তুমি আমার যাকাত বাবদ টাকাগুলো কেন আদায় করবে না? আমার উক্ত দাবি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে টাকার প্রকৃত মালিকের ওপরই যাকাত ওয়াজিব হয়। কর্জ দিয়ে কোনো প্রকারের মুনাফা গ্রহণ সুদ হয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ওই ৮০ হাজার টাকার যাকাত আপনার ওপরই ওয়াজিব হয়েছে। ঋণগ্রহীতা হতে অতিরিক্ত কোনো টাকার দাবি করা জায়েয হবে না। মনের সান্ত্বনার জন্য এরূপ ভাবাই যথেষ্ট যে বন্ধুকে কর্জ দেওয়ার কারণে যে পরিমাণ মুনাফা (সাওয়াব) আমলনামায় জমা হয়েছে তা উক্ত টাকা দিয়ে তিন বছর নিজে ব্যবসা করলে যা লাভ হতো তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি মুনাফা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার আমলনামায় জমা হয়েছে, যা অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। (৯/১৬০/২৫২৮)

Scanned by CamScanner

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٨١٢ (٢٤٣٠) : عن قيس بن روي، قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه، فقضاه، فكأن علقمة غضب، فمكث أشهرا ثم أتاه، فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي، قال: نعم، وكرامة، يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك، فجاءت بها، فقال: أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا، قال: فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك، قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة»، قال: كذلك أنبأني ابن مسعود -

📖 فيه أيضا ٢/ ٨١٢ (٢٤٣١) : عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" -

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ١١٧ : وهو في الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال وهو محرم في كل مكيل وموزون بيع مع جنسه وعلته القدر والجنس -

ঋণ মাফ করে পুনরায় দাবি করা

প্রশ্ন : একজন ব্যক্তির নিকট থেকে ৫-৬ বছর পূর্বে আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী ৩০ হাজার টাকা কর্জে হাসানা হিসেবে নিয়েছিলাম। উক্ত সময়ের প্রায় দুই বছর পর আমি উক্ত ব্যক্তিকে বলি যে আপনার নিকট হতে ঋণকৃত টাকাগুলো বর্তমানে পরিশোধ করতে অপারগ। তিনি তা শুনে আমাকে বলেন–যান, আমি উক্ত টাকা মাফ করে দিলাম। তাঁর এ কথা শুনে আমি চিন্তামুক্ত ছিলাম। বর্তমানে তিনি আমাকে উক্ত কর্জে হাসানার টাকা, যা তিনি মাফ করেছিলেন পুনরায় তা ফেরত পাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করছেন। আমি

Scanned by CamScanner

তাঁকে বলি যে আপনি আমাকে উক্ত টাকা মাফ করে দিয়েছিলেন। এখন আবার চাচ্ছেন কেন? তিনি উত্তরে বলেন, আমি ইচ্ছা করে আপনাকে মাফ করেছিলাম, কিন্তু আপনি তো আমার কাছে মাফ চাননি। এমতাবস্থায় শরীয়তের বিধান কী? আমাকে উক্ত কর্জে হাসানার টাকাগুলো ফেরত দিতে হবে কি না?

উত্তর : কর্জে হাসানা দেয়া অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। তার সাওয়াব সদকার থেকেও বেশি। কর্জগ্রহীতার সময়মতো কর্জ পরিশোধ করা জরুরি। তবে কর্জদাতা যদি কর্জগ্রহীতাকে ওই কর্জ মাফ করে দেয় এবং পরবর্তীতে তা তিনি স্বীকার করেন বা দুজন সাক্ষী বিদ্যমান থাকে, তাহলে ওই কর্জ মাফ বলে গণ্য হবে। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত বিবরণে যেহেতু কর্জদাতা মাফ করে দেওয়ার কথা স্বীকার করেছে, তাই পুনরায় সে টাকার দাবি করা তার জন্য সহীহ হবে না। এ ব্যাপারে তার পক্ষ থেকে বর্ণিত যুক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। (৯/৩৫৪)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) (٢٤٣١) : عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" .

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦/ ١٢١ : ولو قال أبرأتك براءة إسقاط صح، ... ... قال الزيلعي في بابه، والفرق أن الإبراء يسقط به الدين أصلا، وبالاستيفاء لا يسقط لقيام الموجب للدين.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٥٦ : (قوله: لا في براءة الاستيفاء) لأن براءة الإسقاط تسقط الدين عن الذمة... ... وحاصل ما ذكره في البحر عن الذخيرة: أنه لو وهبه بعض الثمن أو أبرأه عنه قبل القبض فهو حط، وإن حط البعض أو وهبه بعد القبض صح .

📖 فتح القدير (دار الفكر) ٨/ ٤٢٤ : لأن الحاصل للمدعى عليه ليس إلا البراءة وفي حقها هو والأجنبي سواء، فصلح أصيلا فيه إذا ضمنه، كالفضولي بالخلع إذا ضمن البدل، ويكون متبرعا على المدعى عليه كما لو تبرع بقضاء الدين بخلاف ما إذا كان بأمره ولا يكون لهذا المصالح شيء من المدعى، وإنما ذلك للذي في يده لأن تصحيحه بطريق الإسقاط، ولا فرق في هذا بين ما إذا كان مقرا أو منكرا.

Scanned by CamScanner

স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে ঋণ দেওয়া

প্রশ্ন : কামাল সাহেব আলু স্টক করার জন্য চাচ্ছে, কিন্তু তার কাছে গুদাম নেই। তাই সে জামালকে বলল, আমি আপনার গুদামে আমার আলুগুলো রাখব, আপনাকে প্রতি কেজিতে দুই টাকা গুদাম ভাড়া দেব। জামাল বলল, ঠিক আছে। এরপর জামাল জিজ্ঞেস করল, কত টাকার আলু রাখবে? কামাল বলল, এক লক্ষ টাকার আলু রাখব। জামাল বলল, আমি তোমাকে এক লক্ষ টাকা ধার দিলাম, এখন তুমি দুই লক্ষ টাকার আলু রাখতে পারবে। কথা হলো, তুমি আমার এক লক্ষ টাকা এক বছর পর দিয়ে দেবে, আমাকে লাভ দিতে হবে না। এখন প্রশ্ন হলো, কামাল আলু স্টক করার জন্য জামাল থেকে এক লক্ষ টাকা ধার দেওয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? জামাল এ জন্য কামালকে ধার দিচ্ছে যে তার গুদামে আলু বেশি রাখলে সে গুদাম ভাড়া বেশি পাবে।

জামাল এক লক্ষ টাকা কামাল এ শর্তে দিচ্ছে যে বরাবর এক লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে হবে, বেশি দিতে হবে না। কিন্তু তার গুদামে আলু রাখতে হবে।

উত্তর : কর্জ দিয়ে অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক কিছু দাবি করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ন্যায্য ভাড়ার ওপর গুদামে মাল রাখতে বললে এবং কর্জ প্রদান বাধ্যতামূলক গুদামে মাল রাখার শর্তে না হলে তা নাজায়েয হবে না। (৯/৯৮৬/২৯৫৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٣٩٥ : (وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا»؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض، فأما إذا كانت غير مشروطة فيه ولكن المستقرض أعطاه أجودهما؛ فلا بأس بذلك؛ لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد، بل هذا من باب حسن القضاء، وأنه أمر مندوب إليه قال النبي - عليه السلام -: «خيار الناس أحسنهم قضاء»

Scanned by CamScanner

সরকারের পাওনা পরিশোধ করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমি একটি কারখানার মালিক। আমি আমার কারখানার জন্য একটি সরকারি কারখানা হতে এ সূত্রে কাঁচামাল খরিদ করে থাকি যে প্রথম মালের টাকা বাকি থাকবে এবং দ্বিতীয়বার যখন মাল আনি প্রথম মালের টাকা শোধ করি। এভাবে আমাদের লেনদেন চলছে। সরকারি কারখানার সেলস ম্যানেজার দুরভিসন্ধিমূলক আমার দেওয়া টাকা জমা না দিয়ে আমাকে মাল দিয়ে আসছে। এভাবে তিন কিস্তি দিয়েছি। আমি আমার থেকে পাওনা টাকা দিয়ে আসছি। সরকারি কারখানার সেই ম্যানেজার আমার নামে নোটিশ দিয়েছে যে আপনার কাছে তিন কিস্তি মালের টাকা পাওনা, অথচ আমার নিকট এক কিস্তির টাকা পাওনা রয়েছে। তিন কিস্তির টাকার দাবিতে মামলা দিয়ে বর্তমানে মামলার খরচসহ প্রায় ২০০ কিস্তির টাকার পরিমাণ দাবি করছে। এ জুলুম ও বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আমি গা-ঢাকা দিয়েছি। কাজেই সরকার আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।
প্রশ্ন হলো, আমি যে এক কিস্তির দেনা আছি এ দেনা টাকা থেকে মুক্তির উপায় কী? এখন আমি যদি এক কিস্তির টাকা আদায় করতে যাই তাহলে সরকারের কাছে ধরা পড়ে যাই।

উত্তর : বাস্তবে যদি এক কিস্তির টাকাই আপনার কাছে সরকারি কারখানার প্রাপ্য হয় তাহলে ওই পরিমাণ টাকা যেকোনোভাবে ছদ্মনামে বা অন্য কোনো উপায়ে সরকারি কারখানা বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে পৌঁছিয়ে দিলেই আল্লাহর ধরা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। (৬/১৯৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ١٨٢ : (ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء.

মৃত ঋণী পিতার কর্জ সন্তানদের পরিশোধ করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মানুষের কাছে চাকরি ও ব্যবসার কথা বলে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এমনকি তার উক্ত টাকা পরিশোধ করারও কোনো চিন্তা নেই। এমতাবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে কি তার ঋণ তার ছেলের ওপর পড়বে?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হতে তার কর্জ পরিশোধ করা ওয়ারিশগণের কর্তব্য। মৃত্যুকালে সে যদি কোনো সম্পদ রেখে না যায় তবে তার ওয়ারিশগণের ওপর কর্জ পরিশোধ করা ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ, কোনো ওয়ারিশ স্বেচ্ছায় মৃত ব্যক্তির কর্জ পরিশোধ করে দিলে মৃত ব্যক্তি আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাবে

Scanned by CamScanner

বলে আশা করা যায়। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুকালে সম্পদ রেখে না গেলে তার ছেলের ওপর পিতার কর্জ পরিশোধ করা জরুরি হবে না। (৪/৯০/৫৯২)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٦/ ٢٣٠ : (ثم ديونه) لقوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} «قال علي كرم الله وجهه إنكم تقرءون الوصية مقدمة على الدين، وقد شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم الدين على الوصية»، ولأن الدين واجب ابتداء، والوصية تبرع، والبداية بالواجب أولى. والتقديم ذكرا لا يدل على التقديم فعلا، والمراد بالدين دين له مطالب من جهة العباد لا دين الزكاة والكفارات ونحوها لأن هذه الديون تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعوا بها هم من عندهم.

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ١٥ : الأصل أن الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأحد الأمرين إما بأخذ أو بشرط، فإذا عدما لم تجب.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۲۰/ ۱۶۰- ۱۶۱ : قرضخواہ کے پاس اگر قرض کا شرعی ثبوت ہے، یا میت کی اولاد کو قرض کا علم ہے، تو میت کے ترکہ سے اولاد کا قرض ادا کرنا ضروری ہے... ... اگر میت نے کچھ نہیں چھوڑا تو ورثاء کے ذمہ اس قرض کا ادا کرنا ضروری نہیں تاہم اگر اولاد کو اپنے والد کو آخرت کے مؤاخذہ سے بچانے کی فکر ہو تو اس کا قرض ادا کردیں۔

গোপনে যেকোনো পন্থায় পাওনা টাকা উসূল করে নেওয়া

প্রশ্ন : আমার এক বন্ধু আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নেয়। সাংসারিক অসুবিধার জন্য সে আমার পাওনা টাকা দিতে পারছে না বিধায় আমিও তার নিকট কখনো টাকা চাইনি। কিছুদিন পূর্বে সে সাংসারিক অসুবিধার কারণে কোনো সমিতিতে স্বর্ণ বন্ধক রাখে শতকরা ১০ টাকা হারে সুদে। আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার স্বর্ণ সেখান থেকে আমার পরিচিত এক সমিতিতে রাখো মাত্র ছয় টাকা হারে। সে আমার কথামতো স্বর্ণ আমার কাছে দিল। আর আমি তা আমার নিজের কাছে রেখে দিলাম এবং আমার নিজের ক্যাশ থেকে টাকা দিই। সে জানে যে তার স্বর্ণ কোনো সমিতিতে বন্ধক রেখেছি। আসলে তা আমার কাছে। দুই মাসের সুদ বাবদ কিছু টাকা আমাকে দিয়েছে। প্রথম থেকে যা আমার উদ্দেশ্য ছিল হয়তো তার সাংসারিক যে অবস্থা সুদ নিয়মিত দিতে না পারলে স্বর্ণটা বাজেয়াপ্ত হবে এবং আমি নিজে রাখব। সুদ বাবদ যে টাকাটা

Scanned by CamScanner

দিচ্ছে তা পূর্বের পাওনা টাকার থেকে কাটব এবং যদি দেখা যায় দিতে দিতে পূর্বের পাওনা টাকার বেশি দিয়েছে তখন স্বর্ণের পরিবর্তে যে টাকা নিয়েছে সে মূলধন থেকে কাটব এবং আমি তার কাছে এ ব্যাপারটা গোপন রাখছি। যেন তার এভাবে সুদের ভিত্তিতে হলেও দিতে থাকে। আর পুরা টাকা দেওয়া হলে আমি তার স্বর্ণ তাকে ফিরিয়ে দেব। এভাবে করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কর্জগ্রহীতা যদি কর্জ শোধ না করে, তাহলে কর্জদাতা নিজ কর্জ যে পদ্ধতিতেই হোক উসূল করে নিতে পারবে। প্রশ্নের বিবরণে যা লেখা হয়েছে সে পদ্ধতিতে হলেও কর্জ উসূল করে নিতে পারবে। (৩/১৫০/৫০৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٦٢- ٦٦٣ : وهو الأمانة (هو) لغة: من الودع أي الترك وشرعا (تسليط الغير على حفظ ماله صريحا أو دلالة) كأن انفتق زق رجل فأخذه رجل بغيبة مالكه ثم تركه، ضمن لأنه بهذا الأخذ التزم حفظه دلالة بحر (الوديعة ما تترك عند الأمين) وهي أخص من الأمانة كما حققه المصنف وغيره.(وركنها: الإيجاب صريحا) كأودعتك (أو كناية) كقوله لرجل أعطني ألف درهم أو أعطني هذا الثوب مثلا فقال: أعطيتك كان وديعة بحر لأن الإعطاء يحتمل الهبة لكن الوديعة أدنى، وهو متيقن فصار كناية (أو فعلا) كما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ولم يقل شيئا فهو إيداع (والقبول من المودع صريحا) كقبلت (أو دلالة)،

📖 فيه أيضا ٥/ ٦٦٤ : (واشتراط الضمان على الأمين) كالحمامي والخاني (باطل به يفتى) خلاصة وصدر الشريعة.

ঋণ দেওয়ার অভিলাষে বেশি টাকায় ঘর ভাড়া

প্রশ্ন : জনৈক গৃহ মালিক একজন ভাড়াটিয়ার নিকট তুলনামূলক বেশি ভাড়া দাবি করছে এবং ভাড়াটিয়াও বেশি ভাড়া দিয়ে ঘর নেওয়ার ওপর এ উদ্দেশ্যে রাজি হচ্ছে যে ভাড়া বেশি দিলে ভবিষ্যতে গৃহ মালিকের নিকট থেকে ব্যবসার জন্য টাকা কর্জ নেওয়া যাবে। মালিকও মনে মনে ভাবছে যে বেশি ভাড়া দিয়ে ঘর নিলে তাকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য টাকা কর্জ দেবে। উভয়ের মনের এরূপ ধারণার ওপর তুলনামূলক বেশি ভাড়ায় ঘর দেওয়া-নেওয়ায় শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইজারাদার অধিক ভাড়া দিয়ে ঘর ভাড়া নেওয়ার সময় যদি কর্জ বা অন্য কোনোসুযোগ-সুবিধা পাওয়ার শর্ত না করে এবং মালিকের পক্ষ থেকেও ওই ধরনের কোনোসুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ না থাকে, এমতাবস্থায় বেশি ভাড়ায় ঘর ভাড়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয, যদিও পক্ষদ্বয়ের অন্তরে অধিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার নিয়্যাত থাকুক এবং পরে বাস্তবেও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া-নেওয়া হোক। (২/২৪৬/৪৪১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٧ : شراء الشيء اليسير بثمن غال لحاجة القرض يجوز ويكره (قوله يجوز ويكره) أي يصح مع الكراهة وهذا لو الشراء بعد القرض لما في الذخيرة، وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، ولكن اشترى المستقرض من المقرض بعد القرض متاعا بثمن غال، فعلى قول الكرخي لا بأس به وقال الخصاف: ما أحب له ذلك وذكر الحلواني أنه حرام، لأنه يقول لو لم أكن اشتريته منه طالبني بالقرض في الحال، ومحمد لم ير بذلك بأسا وقال خواهر زاده: ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة مشروطة وذلك مكروه بلا خلاف.

وما ذكره محمد محمول على ما إذا كانت غير مشروطة وذلك غير مكروه بلا خلاف، هذا إذا تقدم الإقراض على البيع، فإن تقدم البيع بأن باع المطلوب منه المعاملة من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا بأربعين دينارا ثم أقرضه ستين دينارا أخرى، حتى صار له على المستقرض مائة دينار، وحصل للمستقرض ثمانون دينارا ذكر الخصاف أنه جائز وهذا مذهب محمد بن سلمة إمام بلخ وكثير من مشايخ بلخ كانوا يكرهونه، ويقولون إنه قرض جر منفعة إذ لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن ومن المشايخ من قال: يكره لو كانا في مجلس واحد وإلا فلا بأس به لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة، فكأنهما وجدا معا فكانت المنفعة مشروطة في القرض وكان شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول الخصاف وابن سلمة يقول: هذا ليس بقرض جر منفعة بل هذا بيع جر منفعة -

Scanned by CamScanner

ফরম বিক্রয় করে ঋণ দেওয়া

প্রশ্ন : সুদমুক্ত ঋণদানের আশায় আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা একটি সংস্থা গঠন করি। উক্ত তহবিল থেকে যারা সংস্থার সদস্য তারাই শুধুমাত্র ঋণ গ্রহণ করতে পারে। শর্ত হলো, উক্ত সংস্থার নির্দিষ্ট ফরম ক্রয় করে তা পূরণ করতে হবে এবং স্বাক্ষর করে তা তহবিলের সম্পাদকের কাছে জমা দিতে হবে। ঋণ গ্রহণকারী ১০ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করবে। কোনো প্রকার সুদ দিতে হবে না। তবে যে ফরম বিক্রি করা হয় তার মূল্য প্রতি হাজার ঋণের জন্য নির্ধারিত। প্রশ্ন হলো, একই ফরমের মূল্য ঋণের অংক কমবেশি হওয়ার কারণে কমবেশী হচ্ছে তা সুদের পর্যায়ে পড়ছে কি না? যদি পড়ে তাহলে এখন করণীয় কী? কী করলে সুদের পর্যায়ে পড়বে না।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সুদমুক্ত ঋণ প্রদান প্রকল্প বড়ই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তবে ঋণগ্রহীতার ফরম ক্রয়ের শর্ত যদি অফিস খরচের জন্য সামান্য পরিমাণে নেওয়া হয়, অর্থাৎ ফরম বিক্রয় অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্য না হয় এবং ঋণ প্রদান ও সাওয়াবের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তাহলে উক্ত কর্মকাণ্ড সুদের পর্যায়ে পড়বে না, বরং তা প্রশংসনীয়। আর যদি সুদমুক্তির নামে লাভের টাকা অগ্রিম নেওয়ার কোনো কৌশল হয় তা হবে সুদের চেয়ে জঘন্য অপরাধ। তাই উম্মতকে সুদের অভিশাপ থেকে বাঁচানোর জন্য বাস্তব খরচ পরিমাণ ফরমের বিনিময় নেওয়া বৈধ হবে। তবে ঋণের পরিমাণ অনুপাতে ফরমের মূল্য কমবেশি করা অবৈধ না বলা গেলেও তা বর্জন করা উচিত। তবে লক্ষণীয় যে খরচের বর্ধিত আয় থেকে ঋণদাতাদের কেউ উপকৃত হওয়া বৈধ হবে না। (১৭/৬৬৫/৭২৪৫)

📖 فتح القدير ٧ /١٩٨ : وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع لأنه فعله كثير من الصحابة وحمدوا على ذلك ولم يعدوه من الربا، حتى لو باع كاغدة بألف يجوز ولا يكره وقال محمد - رحمه الله -: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧ /٣٩٥ : (وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /١٦٦ : فإن تقدم البيع بأن باع المطلوب منه المعاملة من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا بأربعين دينارا ثم أقرضه ستين دينارا أخرى، حتى صار له على المستقرض مائة

Scanned by CamScanner

دينار، وحصل للمستقرض ثمانون دينارا ذكر الخصاف أنه جائز وهذا مذهب محمد بن سلمة إمام بلخ وكثير من مشايخ بلخ كانوا يكرهونه، ويقولون إنه قرض جر منفعة إذ لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن ومن المشايخ من قال: يكره لو كانا في مجلس واحد وإلا فلا بأس به لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة، فكأنهما وجدا معا فكانت المنفعة مشروطة في القرض وكان شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول الخصاف وابن سلمة يقول: هذا ليس بقرض جر منفعة بل هذا بيع جر منفعة وهي القرض .

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۳۱ : اس کمیٹی کا سرمایہ غالباً چندہ سے حاصل کیا جائے گا، پس اس کے کاغذوں کی قیمت کا منافع اور رجسٹرار کی فیس کا بچا ہوا اور روپیہ اگر محض دفتری کاروبار کو چلانے کے لئے رکھا جائے اور مالکان سرمایہ کو حصہ رسدی تقسیم نہ کیا جائے، نہ ازروئے قواعد، ان کو طلب کرنے کا حق دیا جائے اور فاضل منافع کو کسی وقت بھی مالکان سرمایہ کا حق قرار نہ دیا جائے، بلکہ بصورت کمیٹی کا کاروبار ختم کرنے کے بقیہ منافع کو غرباء پر تقسیم کردینے کا قاعدہ مقرر کردیا جائے اور کوئی صورت اس میں شخصی انتفاع بالقرض کی نہ ہوتی ہو تو اس میں مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۶/ ۳۱۷- ۳۲۵ کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۳۱ : اس کمیٹی کا سرمایہ غالباً چندہ سے حاصل کیا جائے گا، پس اس کے کاغذوں کی قیمت کا منافع اور رجسٹرار کی فیس کا بچا ہوا اور روپیہ اگر محض دفتری کاروبار کو چلانے کے لئے رکھا جائے اور مالکان سرمایہ کو حصہ رسدی تقسیم نہ کیا جائے، نہ ازروئے قواعد، ان کو طلب کرنے کا حق دیا جائے اور فاضل منافع کو کسی وقت بھی مالکان سرمایہ کا حق قرار نہ دیا جائے، بلکہ بصورت کمیٹی کا کاروبار ختم کرنے کے بقیہ منافع کو غرباء پر تقسیم کردینے کا قاعدہ مقرر کردیا جائے اور کوئی صورت اس میں شخصی انتفاع بالقرض کی نہ ہوتی ہو تو اس میں مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۶/ ۳۱۷- ۳۲۵

ঋণ বাবদ ফরম বিক্রি করে মূলধন বৃদ্ধি করা

প্রশ্ন : 'সুদমুক্ত কর্মচারী কল্যাণ সমিতি' নামে একটি সমিতির গঠনতন্ত্রের ধারাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো, বিষয়গুলো শরীয়তসম্মত কি না, জানাবেন :

১. *এটি একটি সম্পূর্ণ সুদমুক্ত কর্মচারী কল্যাণ সমিতি।*

Scanned by CamScanner

২. এটি জিএসবির কর্মচারীদের কল্যাণার্থে গঠিত।
৩. এর আজীবন সদস্যসংখ্যা ১০ জন।
৪. সমিতির এককালীন চাঁদার পরিমাণ ৫০০০ টাকা।
৫. সমিতির সদস্য চাঁদা ফেরতযোগ্য।
৬. সমিতির উপদেষ্টা হিসেবে একজন দায়িত্ব পালন করবেন এবং সমিতি পরিচালনা করবেন চারজন।
৭. পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৮. ঋণ আবেদনকারীকে সর্বনিম্ন ৫০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১০০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হবে।
৯. ৫০০০ টাকার আবেদন ফরমের মূল্য ৩০০ টাকা এবং ১০০০০ টাকার আবেদনের পরমের মূল্য ৫০০ টাকা ধার্য করা হবে।
১০. ঋণের টাকা ১০ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে।
১১. ঋণগ্রহীতা কিস্তির টাকা প্রদানে ব্যার্থ হলে ভবিষ্যতে তাকে আর কোনো ঋণ প্রদান করা হবে না।
১২. আবেদন ফরমের মূল্য অফেরতযোগ্য এবং এই টাকা দিয়ে সমিতির আনুষঙ্গিক খরচ ও সমিতির ক্যাশ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
১৩. এই ঋণ শুধুমাত্র গরিব ও অসচ্ছল ব্যক্তিদের প্রদান করা হবে।
১৪. যেহেতু এ সমিতি একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত, তাই যদি কেউ অনুদান হিসেবে দান করে তবে তা গ্রহণ করা হবে।

উত্তর : ঋণের আবেদন ফরম ঋণের পরিমাণ হারে ফরমের মূল্য নির্ধারণকরত তা বিক্রিকরে উক্ত টাকা সমিতির অফিস খরচ বা প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় করার শর্তেবৈধ হলেও উক্ত টাকা দ্বারা সমিতির মূলধন বৃদ্ধি করা বৈধ হবে না। এ ছাড়া সমিতিরগঠনতন্ত্রের অন্য ধারাগুলো শরীয়ত পরিপন্থী নয়। (১৫/৩৮১/৬০৪৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧ /٣٩٥ : (وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /١٦٦ : فإن تقدم البيع بأن باع المطلوب منه المعاملة من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا بأربعين دينارا ثم أقرضه ستين دينارا أخرى، حتى صار له على المستقرض مائة دينار، وحصل للمستقرض ثمانون دينارا ذكر الخصاف أنه جائز

Scanned by CamScanner

وهذا مذهب محمد بن سلمة إمام بلخ وكثير من مشايخ بلخ كانوا يكرهونه، ويقولون إنه قرض جر منفعة إذ لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن ومن المشايخ من قال: يكره لو كانا في مجلس واحد وإلا فلا بأس به لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة، فكأنهما وجدا معا فكانت المنفعة مشروطة في القرض وكان شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول الخصاف وابن سلمة يقول: هذا ليس بقرض جر منفعة بل هذا بيع جر منفعة وهي القرض.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۳۱ : اس کمیٹی کا سرمایہ غالباً چندہ سے حاصل کیا جائے گا، پس اس کے کاغذوں کی قیمت کا منافع اور رجسٹرار کی فیس کا بچا ہوا اور روپیہ اگر محض دفتری کاروبار کو چلانے کے لئے رکھا جائے اور مالکان سرمایہ کو حصہ رسدی تقسیم نہ کیا جائے، نہ از روئے قواعد، ان کو طلب کرنے کا حق دیا جائے اور فاضل منافع کو کسی وقت بھی مالکان سرمایہ کا حق قرار نہ دیا جائے، بلکہ بصورت کمیٹی کا کاروبار ختم کرنے کے بقیہ منافع کو غرباء پر تقسیم کر دینے کا قاعدہ مقرر کر دیا جائے اور کوئی صورت اس میں شخصی انتفاع بالقرض کی نہ ہوتی ہو تو اس میں مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۶/ ۳۱۷- ۳۲۵

বন্ধক রাখা ও ঋণ ফরম বিক্রয় প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি অর্থনৈতিক সমিতি জনসাধারণকে ঋণ প্রদান করে থাকে। তাদের লেনদেনের নিয়মাবলির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

১) ঋণ গ্রহণের জন্য প্রথমেই ঋণের টাকা সমপরিমাণ স্বর্ণ বা অলংকার সমিতির নিকট জামানত রাখতে হবে। যেমন–৬ হাজার টাকা ঋণের জন্য বর্তমান বাজার রেট অনুসারে এক ভরি স্বর্ণ জমা রাখতে হবে।
২) ঋণ পরিশোধের সর্বোচ্চ মেয়াদ এক বছর।
৩) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট অংকের কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। যথা–৬০০০ টাকা ঋণ হলে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে কিস্তি পরিশোধযোগ্য হবে।
৪) অতঃপর কিস্তি পরিশোধ করা শেষ হলে, অর্থাৎ সর্বশেষ কিস্তি যখন আদায় হবে তখন ওই জামানতকৃত স্বর্ণ বা অলংকার ঋণগ্রহীতাকে ফেরত দিয়ে দেবে।
৫) ঋণের টাকা উঠাতে নির্দিষ্ট অংকের টাকার জন্য নির্দিষ্ট মূল্যের ফরম ক্রয় করতে হবে। অতঃপর ফরম পূরণ করে ঋণ উত্তোলন করতে হয়। যথা–প্রতি ১২০০ টাকা

Scanned by CamScanner

ঋণের জন্য ১৮০ টাকা মূল্যের একটি ফরম ক্রয় করতে হবে। এ নিয়মে যে যত টাকা উত্তোলন করে তাকে ওই পদ্ধতিতে ফরম ক্রয় করতে হবে।

এখন জিজ্ঞাসা হলো, উক্ত ফরমের মূল্যের মাধ্যমে যে টাকা ঋণদানের প্রাক্কালে নেওয়া হয় তা কি ربوا فهو منفعة جر قرض كل এ নীতির আওতাভুক্ত হয়ে সুদ হবে কি না? যদি না হয় তবে তার দলিল কী? এবং কোনো ব্যক্তি বিশেষ ঋণদানের উক্ত নিয়ম চালু করতে পারবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে সুদবিহীন ঋণ প্রদানের কথা লেখা হয়েছে, আসল কথা লেখা হয়নি। তা হলো :

১) ঋণদাতার উদ্দেশ্য কী?
২) ঋণের টাকা কোত্থেকে আসবে?
৩) ঋণ উসূল করার পদ্ধতি কী?
৪) ঋণখেলাপি হলে তখন কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

এসব কথা ছাড়া বিস্তারিত উত্তর দেওয়া কঠিন। তার পরও জেনে রাখা ভালো যে ঋণদাতার উদ্দেশ্য যদি সম্পদ বাড়ানো হয় তাহলে প্রশ্নে আয়ের যে উৎস লেখা হয়েছে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি মুসলমানকে সুদের অভিশাপ হতে বাঁচানোর জন্য ঋণ দেওয়া হয় তাহলে শুধুমাত্র তৎসংশ্লিষ্ট কাজের পরিমাণ টাকা ফরম বিক্রির মাধ্যমে নিতে পারবে।

আর যদি সমিতির মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয় সমিতিতে, যারা টাকা ঋণ দেওয়ার জন্য দিচ্ছে তারাও যদি লাভের জন্য দেয় তাহলে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ফরম বিক্রির টাকা নাজায়েয। আর যদি সেবার জন্য দেওয়া হয় তখন শুধুমাত্র তৎসংশ্লিষ্ট কাজের খরচপরিমাণ টাকা ফরম বিক্রির মাধ্যমে নেওয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু ওই সময় সমিতিযেহেতু অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের রূপ নেবে তাই রেজিস্টার্ড হতে হবে। না হলে ঋণখেলাপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না এবং সমিতির নিকট জমাকৃত টাকার শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়তা থাকবে না। (৮/৭৫২/২৩২৮)

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ١١٧ : وهو في الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال وهو محرم في كل مكيل وموزون بيع مع جنسه وعلته القدر والجنس.

Scanned by CamScanner

📖 عمدة القاری (دار إحياء التراث) ٢٤/ ١٠٨ : والاحتيال للهروب عن الحرام والتباعد عن الوقوع في الآثام لا بأس به، بل هو مندوب إليه، وأما الاحتيال لإبطال حق المسلم فإثم وعدوان. وقال النسفي في الكافي عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق.

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۲۷۲ ۲۷۳-: قرض جاری کرنے اور اس کا حساب وکتاب رکھنے پر جو اخراجات آئیں بینک کے لئے اپنے قرض داروں سے بطور سروس چارج کے ان کو وصول کرنا جائز ہے شرطیکہ یہ رقم واقعی ان اخراجات سے تجاوز نہ کرے جو اس منصوبہ پر قرض کے اجراء کے لئے پیش آئے ہیں البتہ اگر پوری احتیاط کے ساتھ ان اخراجات کی تحدید ممکن ہو تو یہ صورت احکام شریعت کے زیادہ موافق اور مناسب ہوگی اور اس کے جواز میں کوئی کلام نہ ہوگا... ...

دوسرے یہ کہ اس اجرت کی وصولی کو قرض پر حصول نفع کے لئے ایک حیلہ اور بہانہ نہ بنالیا جائے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴ /۲۲۷ ۲۳۳-: (۱) فارم کی قیمت متعین کرلینا درست ہے خاص کر جبکہ سود سے بچنے کے لئے دفتری طور پر یہ کام کیا جائے کہ کسی کو نفع اندوزی مقصود نہیں۔... ... ...

(۴) فارم قرض ومعاہدہ نامہ قیمت دیکر مستقل خرید اجائے تاکہ وہ معاملہ مستقل رہے۔

(۵) فارم ومعاہدہ نامہ کی قیمت سے حاصل شدہ رقم جو دفتری خرچ وضروری مصارف سے بچ جائے اس کو فنڈ کی توسیع میں خرچ کیا جاسکتا ہے اور بہتر تو یہ ہے کہ جیسے جیسے رقم زائد بچتی جائے فارم ومعاہدہ نامہ کی قیمت میں تخفیف کردی جائے۔

(۷) شئ مرہونہ واپس کرتے وقت قرض گیرندہ سے کوئی مزید رقم بنام کرایہ حفاظت و صول کرنے کا حق نہیں۔

(۸) مسلم فنڈ چلانے والے مسلمانون کو سودی لین دین سے بچانے کی نیت رکھیں مسلمانوں کے رفاہی کاموں کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی نیت ہر گز نہ رکھیں بلکہ اگر فنڈ اس حیثیت میں ہو جائے کہ اس کو قرض کے فارم ومعاہدے نامہ کی قیمت کی ضرورت نہ رہے تو فارم ومعاھدہ نامے بلا قیمت ہی دیا کریں۔... ... ...

فارم فروش مستقل ادمی کو علیحدہ قرار دیا جائے، آپ یہ کام نہ کریں تاکہ دو معاملے دو شخصوں سے الگ الگ ہو جائیں اگر کوئی مقرض کتابت کو شرط قرار دے تو یہ درست ہے اس کی مہذب اور سہل صورت یہ فارم ہے اور اس کی قیمت بمنزلہ اجرت کتابت ہے اور فارم بھی متقوم ہے۔... ... ...

Scanned by CamScanner

(دوم) جب حقوق عقد عاقد کی طرف عائد ہیں اور عاقد وکیل اصیل ہے تو کیا خلجان ہے مقرض اور ہے اور بائع اور ہے اگرچہ بائع وکیل مقرض ہے نیز بیع فارم بلا شرط ہے البتہ مشتری اس کے فائدہ قرض کا حاصل کرتا ہے، تو یہاں بیع پر قرض مرتب ہوتا ہے نہ کہ قرض پر بیع، اور بیع میں نفع درست ہے قرض میں درست نہیں۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ کل بیع جر نفعا فھو ربوا۔ حتی کہ بیع کی ایک مستقل قسم کا نام ہی بیع مرابحہ ہے اس میں نفع صراحۃ ہوتا ہے اور بیع کے لئے صریح ایجاب و قبول کے بجائے اگر تعاطی ہو جائے تب بھی درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

দরখাস্ত বিক্রি করে ঋণ দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের মাদরাসার শিক্ষকগণের একটি সমিতি আছে। সমিতির ক্যাশ হতে সমিতির জন্য উর্ধ্বে এক হাজার টাকা ঋণ নেন। এ জন্য ৫০ টাকা দিয়ে সমিতির ছাপানো দরখাস্ত ক্রয় করতে হয়। এ আয় সমিতির ক্যাশে জমা হয়, দরখাস্তের ফরমের মূল্য ৫০ টাকা সকলের সম্মতি ক্রমে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি শরীয়তে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : সুদমুক্ত সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠন করে সুদবিহীন ঋণ প্রদানপূর্বক অসহায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা বড় সাওয়াবের কাজ। এরূপ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কিন্তু এরূপ সমিতি গঠন করে অর্থ বৃদ্ধির জন্য ঋণ দেওয়ার যেকোনো চিন্তা ও পরিকল্পনা শরীয়তে নাজায়েয। সুতরাং উল্লিখিত সমিতির ফরম বিক্রির উদ্দেশ্য অর্থ বৃদ্ধি করা হলে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয হবে। তবে সমিতির কার্যপরিচালনার ব্যাপারে বাস্তব খরচের কোনো খাত থাকলে ওই খরচ মেটানোর জন্য বাস্তব খরচের পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের জন্য ফরম বিক্রিকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করাহলে তা জায়েয হবে। সর্বাবস্থায় ওই উপায়ে অর্জিত টাকা বাস্তব খরচ বাদে অন্য খাতেব্যয় করা জায়েয হবে না। (৭/৫৮৬/১৭৮২)

📖 جدید فقہی مقالات ۱/ ۲۷۲ : الجواب۔ قرض جاری کرنے اور اس کا حساب و کتاب رکھنے پر جو واقعی اخراجات آئیں بینک کے لئے اپنے قرضداروں سے بطور سروس چارج کے ان کو وصول کرنا جائز ہے بشرطیکہ یہ رقم واقعی ان اضراجات سے تجاوز نہ کرے، جو اس منصوبہ پر قرض کے اجراء کے لئے پیش آئے ہیں، البتہ اگر پوری احتیاط کے ساتھ ان اخراجات کی تحریر ممکن ہو تو یہ صورت احکام شریعت کے زیادہ موافق اور مناسب ہوگی، اور اس کے جواز میں کوئی کلام نہ ہوگا۔

Scanned by CamScanner

📖 ایصاح النوادر ا /۱۶۵ : ضروری اخراجات کے پیش نظر قرض گیرندگاں کے ہاتھ حصول قرض کے فارح اور معاہدہ تامے کوت فروخت کرنا اور ایک لوگوں سے شدہ قیمت وصول کر کے اس کو ادارہ کے واقعی اور ضروری اخراجات میں صرف کرنا شرعاً جائز و درست ہوگا اور یہ کل قرض میں منفعۃ کے ماتحت داخل ہو کرنا جائز اور حرام نہ ہوگا۔

ঋণের আনুপাতিক হারে ফরম বিক্রি করা

প্রশ্ন : আমরা কয়েকজন মিলে আল ইহসান নামক একটি সমিতি খুলি। যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি এমনও আছে যে, লভ্যাংশের এক-তৃতীয়াংশ আর্তমানবতার সেবায় ব্যয় করব। সমিতি থেকে ঋণ নেওয়ার পদ্ধতি নিম্নরুপ :

সমিতির সদস্য ব্যতীত অন্য কেউ ঋণ নেওয়ার জন্য শর্ত হলো সমিতির সদস্য হতে হবে। যার ফরম ফি নির্ধারণ করা হবে তার ঋণ হিসেবে। যেমন–এক হাজারের ঋণগ্রহীতার ফরম ১০ টাকা আর ১০ হাজারের জন্য ১০০ টাকা। আর যারা পুরাতন সদস্য তাদের জমা টাকা হারে তারা ঋণ পাবে। পরবর্তীতে তাদের টাকার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে দিই। তবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ১০০ টাকায় ১০ টাকা ধরে লাভ হারে তার থেকে পণ্য বিক্রি করি।
উল্লেখ্য, সমিতি সদস্যদের নিয়মে মাসিক চাঁদা না দিতে পারলে তার থেকে ১০ টাকা রেখে যা অফিশিয়াল খরচ ধরা হয় বাকি টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ঋণ দেওয়া বড় সাওয়াবের কাজ। ঋণের আদান-প্রদান মানবতার সেবায় একমাত্র সাওয়াবের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত। ঋণকে কেন্দ্র করে যেকোনো ধরনের মুনাফা অর্জন শরীয়তে সমর্থিত নয়। বাস্তবে খরচের জন্য কিছু ফি নেওয়ার অনুমতি থাকলেও ফির নামে অর্থ সঞ্চয় বৈধ নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সমিতির বিভিন্নভাবে ঋণের মাধ্যমে অর্থ সঞ্চয়ের পদ্ধতি শরয়ী দৃষ্টিকোণে সমর্থনযোগ্য নয়। তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাস্তব খরচ পরিমাণ নেওয়ার অনুমতি আছে। (১১/১৯৩/৩৪৭৯)

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف۔

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٩٢ : (يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق) والمحاضر والسجلات (قدر ما يجوز لغيره كالمفتي) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى۔

Scanned by CamScanner

📖 جدید فقہی مقالات ۱/ ۲۷۰ : ... ... البتہ بینک کیلئے قرض لینے والوں سے قرض کی مقدار پر فیصد کے حساب سے اجرت وصول کرنے کی گنجائش ہے، جو قرض جاری کرنے پر آنے والے دفتری اخراجات کو پورا کرسکے، بشرطیکہ اس میں دو باتوں کا لحاظ رکھا جائے: ایک یہ کہ یہ اجرت اس جیسے کاموں پر آنے والی اجرت مثل کے برابر ہو، دوسرے یہ کہ اس اجرت کی وصولی کو قرض پر حصول نفع کیلئے ایک حیلہ اور بہانہ نہ بنالیا جائے۔

হারাম উপার্জনকারী থেকে ঋণ নেওয়ার হিলা

প্রশ্ন : আব্দুর রহমানের নিকট হারাম-হালাল মিশ্রিত প্রায় এক লক্ষ টাকা ছিল। তার ভাই আব্দুর রহিমের ব্যবসার জন্য টাকার প্রয়োজন প্রায় এক লক্ষ টাকা। আর তিনি হারাম টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে চান না। তাই তিনি আব্দুস সালামের নিকট থেকে এক লক্ষ টাকা ধার নিলেন। কিছুক্ষণ পর আব্দুস সালাম বলল, আমার তো টাকার প্রয়োজন, তাই তিনি আব্দুর রহমানের নিকট থেকে কর্জ এনে বলল যে আমি তোমাকে আব্দুর রহমানের নিকট থেকে কর্জ এনে দিলাম এবং তোমার নিকট হতে কর্জ নিলাম। টাকা হলে পরে আমি তোমাকে তোমার টাকা দিয়ে দেব, তুমি আব্দুর রহমানকে দিয়ে দিও। প্রশ্ন হলো, তা কি জায়েয হবে? হিলা বা জায়েযের কোনো সুরত আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত হয়েছে–তাই জায়েয। (৩/৪৯/৪১৮)

📖 إرشاد الساری إلی مناسك الملا علی القاری ص ۳ : إذا أراد أن يحج ولم يكن معه إلا مال حرام أو فيه شبه فيستدين للحج من مال حلال ليس فيه شبهة ويحج به تم ويقضي دينه فی ماله.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ / ۱۶۰ : جو رقم زید کو عمرو نے بطور قرض دی ہے وہ تو حلال ہے لیکن اس قرض کی ادائیگی کیلئے اس رقم کا وضع کرنا اور لینا درست نہیں جو زید نے عمر کے پاس مال حرام سے بطور امانت رکھی ہے۔

কৃষি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ঋণ পরিশোধ করা

প্রশ্ন : বিদেশের ব্যাপারে ভাতিজার জন্য কিছু ঋণ করেছিলাম। এখন সে ঋণ কোনো উপায়ে পরিশোধ করতে পারছে না। এমতাবস্থায় কৃষি ব্যাংক থেকে সরকারি লোন নিয়ে উল্লিখিত ঋণ পরিশোধ করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোরআন-হাদীস ও ফিকাহ ফাতওয়ার কিতাবে স্পষ্টভাবে সুদদাতা ও গ্রহীতা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের ওপর আল্লাহর অভিশাপ ও কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। মানুষের জীবিকা উপার্জনের উন্নত ব্যবস্থাকল্পে সুদি লেনদেন করা বা সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণে শরীয়তে কোনো সুযোগ নেই। (৬/৭৪৬/১৪১০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٧) : عن عبد الله، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله».

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴ /۲۴۲ : سوال- وہ کونسی ضرورت ہے جس میں سودی قرض لینا جائز ہے؟

الجواب: حامداو مصلیا، ناقابل برداشت مجبوری کے وقت سود لینے سے گناہ نہ ہونے کی توقع ہے هكذا حكم سائر المحرمات.

📖 ایضاح المسالک ص ۱۰۱ : نیز سود لینے کی حرمت قطعی ہے اور سودی رقم بھی قطعی حرام ہے اور محض حاجت کے درجہ کی ضرورت کی وجہ سے سود لینا ہر گز جائز نہیں۔

ট্যাক্স না দেওয়ার জন্য বাড়ি করতে লোন নেওয়া

প্রশ্ন : ডিআইটির জায়গায় ডিআইটির প্ল্যান অনুযায়ী বাড়ি করতে হয় বিধায় এ ধরনের বাড়ি করা ঠিক হবে কি না? সরকারি ঋণ না নিলে বিভিন্ন ঝামেলা ও ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় ওই সব জুলুম ও ঝামেলা হতে বাঁচার জন্য এ ঋণ নেওয়া ঠিক হবে কি না?

উত্তর : ডিআইটির প্ল্যান অনুযায়ী বাড়ি নির্মাণ করা বৈধ। তবে ট্যাক্স বা বিভিন্ন ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্য সুদের ওপর ঋণ নেওয়ার অনুমতি নেই। (৯/৪৭৭/২৭০০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٧) : عن عبد الله، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله».

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي

Scanned by CamScanner

الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به-

সুদি ঋণ উসূল করার জন্য কাউকে ঋণ দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার অনেক লোক গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য। তারা সাপ্তাহিক ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধ করে। অনেক সময় দেখা যায় টাকার অভাবে অনেক লোক কিস্তি পরিশোধ করতে পারে না। এমতাবস্থায় তারা ঋণের জন্য চারদিকে ছোটাছুটি করে। আমার জানার বিষয় হলো, তাদের ঋণ দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : ইসলামে সুদ জঘন্যতম অপরাধ। সুদদাতা, গ্রহীতা ও সাক্ষী সকলেই অভিশপ্ত। গ্রামীণ ব্যাংক যেহেতু সুদভিত্তিক, তাই এ ব্যাংকের সাথে লেনদেন সুদের অন্তর্ভুক্ত। সর্বাবস্থায় মুসলমানদের এ কাজ থেকে বিরত থাকা ঈমানী দায়িত্ব।

একজন মুসলমানকে কর্জ-ঋণ দেওয়া দান-খয়রাত করার সমতুল্য, বরং তার চেয়েও অধিক সাওয়াবের কাজ। কিন্তু জেনেশুনে খারাপ কাজে ব্যয় করার জন্য ঋণ দেওয়া নাজায়েয। প্রশ্নে বর্ণিত গ্রামীণ ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধ করার জন্য ঋণ দেওয়া খারাপ কাজে সহায়তা করার অন্তখর্ভুক্ত। তাই এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য। তবে গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া বা কারো প্রয়োজন মেটানোর জন্য ঋণ দেওয়া বড়ই সাওয়াবের কাজ। (৪/১৬৩/৬১৯)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف.

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٨١٢ (٢٤٣١) : عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة".

Scanned by CamScanner

পাওনা টাকার সাথে পণ্য দেওয়ার শর্ত

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির কাছে কিছু ঋণ চাইলে ঋণদাতা বলল, আগামী ধানের মৌসুমে ঋণ দেওয়া টাকার সমপরিমাণের সাথে এক মণ ধান লাভ দিতে হবে। ঋণগ্রহীতা এতে রাজি হয়। সুতরাং ধানের মৌসুম আসার পর ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে বলল, আমি তোমার থেকে যে ধান পাই সে ধান তোমার নিকট বিক্রি করে দিলাম। ঋণগ্রহীতা ওই ধানের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন। এখন জানার বিষয় হলো :

ক) উক্ত মাসআলার কী হুকুম?
খ) যদি কোনো জায়েযের পদ্ধতি থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন।
গ) উক্ত পদ্ধতিতে ইহকালীন বা পরকালীন কোনো ক্ষতি থাকলে তা উল্লেখ করলে উপকৃত হব।

উত্তর : (ক) প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে লেনদেন বৈধ নয়, বরং সুদি লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত।
খ) বৈধ পদ্ধতি হলো, বাইয়ে সলম, অর্থাৎ দাম নগদ পরিশোধ করা এবং পরে নির্দিষ্ট সময়ে মাল গ্রহণ করা। তবে বাইয়ে সলম সহীহ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন :
১) নগদ কত টাকার বিনিময়ে কী দ্রব্য দেওয়া হবে তার নাম নির্ণয় করতে হবে।
২) উক্ত মালের ধরন বর্ণনা করতে হবে।
৩) মালের গুণ বর্ণনা করতে হবে।
৪) মালের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।
৫) মাল কোন দিন, কোন সময় ও কোথায় হস্তান্তর করা হবে তা নির্ণয় করতে হবে।
৬) যে মালের ওপর বাইয়ে সলম হবে তা এমন মাল হতে হবে, যা লেনদেনের দিন থেকে পরিশোধের দিন পর্যন্ত বাজারে নিয়মিত পাওয়া যায়। উল্লিখিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে এ ধরনের লেনদেন জায়েয হবে। আর জায়েয পদ্ধতিতে লেনদেন হওয়ার পর মাল নিজ কবজায় এনে তা বিক্রি করা বৈধ হবে, অন্যথায় নয়।
গ) উল্লিখিত শর্ত অমান্য করে বাইয়ে সলম করলে এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয হবে। এতে উভয়ে সুদি কারবারের গোনাহে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবে। (১৮/২৯৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٢١٨ : (ولا يجوز التصرف) للمسلم إليه (في رأس المال و) لا لرب السلم في (المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة) ومرابحة (وتولية) .

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٢١٨ : (قوله قبل قبضه) أي قبض ما ذكر من رأس المال والمسلم فيه، أما الأول فلما فيه من تفويت حق الشرع، وهو القبض المستحق شرعا قبل الافتراق، وأما فيه قبل القبض الثاني فلأنه بيع منقول، وقد مر أن التصرف لا يجوز (قوله ولو ممن

Scanned by CamScanner

عليه) فلو باع رب السلم المسلم فيه من المسلم إليه بأكثر من رأس المال لا يصح، ولا يكون إقالة بحر عن القنية، وانظر ما فائدة التقييد بالأكثر وتقدم أول فصل التصرف في المبيع أن بيع المنقول من بائعه قبل قبضه لا يصح -

📖 الهداية (قاسميه) ٣/ ٧٩ : قال: "ولا يصح السلم عند أبي حنيفة رحمه الله إلا بسبع شرائط: جنس معلوم" كقولنا حنطة أو شعير "ونوع معلوم" كقولنا سقية أو بخسية "وصفة معلومة" كقولنا جيد أو رديء "ومقدار معلوم" كقولنا كذا كيلا بمكيال معروف وكذا وزنا "وأجل معلوم" والأصل فيه ما روينا والفقه فيه ما بينا "ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان يتعلق العقد على مقداره" كالمكيل والموزون والمعدود "وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة -

ঋণের বিনিময়ে জমি ভোগ করা হারাম

প্রশ্ন : আমি এক ব্যক্তির নিকট থেকে ৮২০০ টাকা দিয়ে ৮ গণ্ডা জমি রাখি। জমি রাখার সময় আগে তাকে ২০০ টাকা দিয়ে বলি, এ টাকার বিনিময়ে আমি আপনার জমি এক বছর ভোগ করব, আরো ৮০০০ টাকা দিয়ে বললাম এই টাকাগুলো আমি আপনাকে কর্জ দিলাম আপনি জমি নেওয়ার সময় ৮০০০ টাকা দিয়ে জমি নিয়ে যাবেন। যদি আগামী বছর জমি রাখি তাহলে আপনাকে আবারো ২০০ টাকা দেব। কিন্তু জমি নেওয়ার সময় ৮০০০ টাকা কর্জ দিতে হবে। প্রশ্ন হলো, জমির মালিককে ৮০০০ টাকা কর্জ দিয়ে এবং ২০০ টাকার বিনিময়ে তার ৮ গণ্ডা জমি ইজারা নেওয়া বৈধ হবে কি না? অথচ মানুষ ২০০ টাকার বিনিময়ে ৮ গণ্ডা জমি ইজারা দেয় না।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কর্জের বিনিময়ে কোনো প্রকার উপকৃত হওয়া সুদের অন্তর্ভুক্তহওয়ায় তা হারাম। তাই প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী ৮০০০ টাকা কর্জ দিয়ে তার থেকে ২০০ টাকা দিয়ে ৮ গণ্ডা জমি ইজারা নেওয়া কর্জের বিনিময়ে উপকৃত হওয়ার নামান্তর বিধায় এ ধরনের উপকৃত হওয়াকে সুদ বলা হয়, যা হারাম ও অবৈধ। (১২/৩৬৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣٩٥/٧ : (وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه

Scanned by CamScanner

وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا»؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب۔

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١٦٦/٥ : وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه. وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱۷۲/۳ :الجواب۔ ظاہر تو یہی ہے کہ یہ رعایت جو عمرو نے بکر کی کی ہے بوجہ قرض کے کی ہے اس لئے یہ حرام اور سود ہے۔

Scanned by CamScanner

باب الربا

পরিচ্ছেদ : সুদ

সুদ হওয়ার প্রমাণ

প্রশ্ন : সুদ খাওয়া হারাম কোরআন-হাদীসের প্রমাণ জানতে চাই। মায়ের সাথে যিনা করলে যেরূপ পাপ তার চেয়ে বেশি পাপ সুদ খাওয়া–এর প্রমাণ চাই।

উত্তর : সুদ বড় পাপ ও ঘৃণিত কাজ। তা থেকে বেঁচে থাকার তাগিদ কোরআন-হাদীসের বহু জায়গায় বর্ণিত আছে। নিম্নে কোরআন শরীফের কিছু আয়াত ও হাদীস শরীফ উদ্ধৃত হলো : (১/৬)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥- ٢٧٩ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ○ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء».

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٤٤٨ (٣٣٣٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله وشاهده وكاتبه».

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٨/ ٣١٤ (١٥٣٤٥) : عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله صلى

Scanned by CamScanner

الله عليه وسلم: " الربا أحد وسبعون - أو قال: ثلاثة وسبعون - حوبا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم "-

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٦/ ٢٨٨ (٢١٩٥٧) : عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ستة وثلاثين زنية»-

সুদের গোনাহের সংখ্যা

প্রশ্ন : সুদের গোনাহের সংখ্যা হাদীসে ৭০/৭২/৭৩টি পাওয়া যায় এবং সর্বনিম্ন গোনাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে বাকি গোনাহগুলো কী কী?

উত্তর : সুদ হলো কবীরা গোনাহসমূহের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা সুদকে সুস্পষ্টভাবে হারাম করেছেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুদের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকেই আল্লাহর অভিশপ্ত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সুদ এমন জঘন্যতম গোনাহ, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সর্বোচ্চ ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং বলেছেন, যারা সুদি কারবারের সাথে জড়িত এবং উক্ত বিষয়ে নিষেধ আসার পরও এই ভয়াবহ মারাত্মক গোনাহ থেকে ফিরে আসবে না তারা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে নেমে পড়ল।

আর যে হাদীসসমূহে ৭০/৭২/৭৩টি গোনাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা মূলত উক্তভয়াবহতার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যার সর্বনিম্ন গোনাহ মানুষ স্বীয় মাতার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য। আর বাকি গোনাহের সঠিক জ্ঞান একমাত্র শরীয়ত প্রণেতার কাছেই রয়েছে, যা সূত্র পরম্পরায় আমাদের পর্যন্ত পৌঁছায়নি। প্রকাশ থাকে যে গোনাহের সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়টি যেহেতু ওহীনির্ভর, তাই তাতে কিয়াস তথা অনুমানভিত্তিক পর্যালোচনা অনধিকার চর্চারই নামান্তর। বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন, 'মাসআলায়ে সুদ' মুফতী শফী (রহ.)। (১৬/৮৫৫)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء»-

Scanned by CamScanner

📖سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٤٤٨ (٣٣٣٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله وشاهده وكاتبه» -

📖المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ٢/ ٤٣ (٢٢٥٩) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"
[التعليق - من تلخيص الذهبي] - على شرط البخاري ومسلم -

📖مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٦/ ٦٥ : الربا) أي إثمه (سبعون جزءا) أي بابا أو حوبا كما جاء بهما الرواية (أيسرها) أي أهون السبعين (إثما) وأدناها كما في رواية (أن ينكح الرجل أمه) أي يطأها وفي رواية: "«الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»" رواه مالك عن ابن مسعود. رواية: "«الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه»" رواه والطبراني في الأوسط عن البراء. ففي الحديثين دلالة على أن وجه زيادة الربا على معصية الزنا إنما هو لتعلق حقوق العباد إذ الغالب أن الزنا لا يكون إلا برضا الزانية ولذا قدمها الله - تعالى - في قوله - تعالى - {الزانية والزاني} وإلا فأي عرض يكون فوق هتك الحرمة ومرتبة القذف بالزنا دون معصية الزنا والله - تعالى - أعلم.

📖فيض القدير (المكتبة التجارية) ٦/ ٥٠ : لأن كل من طفف في ميزانه فتطفيفه ربا بوجه من الوجوه فلذلك تعددت أبوابه وتكثرت أسبابه -

📖التنوير شرح الجامع الصغير (مكتبة دار السلام) ٦/ ٢٩٠ : (سبعون باباً) أي أبوابه كثيرة غير منحصرة لأن المراد به أكل مال الناس بالباطل في المعاملة فمنه تطفيف المكيال والميزان وبخس الناس أشيائهم ونحوه مما لا يخفا على من تحرى لدينه -

📖حاشية السندي على سنن ابن ماجه (دار الفكر) ٢/ ٣٩ : والمراد إنها سبعون نوعا من الإثم، والمراد التكثير دون التحديد وبه يظهر

Scanned by CamScanner

التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآتي (أيسرها) أي: أخف تلك الآثام إثم نكاح الرجل أمه، والمراد به العقد أو الجماع. فالحديث يدل على أن الربا أشد من الزنا.

সুদের সংজ্ঞা ও বিনিয়োগ থেকে শুধু লাভ নেওয়া

প্রশ্ন : সুদের সজ্ঞা কী? যদি কোথাও এ ধরনের নিয়ম হয় যে আমি কোনো ব্যবসায় টাকা খাটাব সর্বদাই আমার লাভই আসবে, কখনো বেশি কখনো কম তবে এ ক্ষেত্রে অন্যান্যরা আমার অজান্তে সেই ক্ষতি পূর্ণ করে দেবে, ব্যবসার কোনো হিসাব আমি জানব না, মাস পরে বা বছর পরে লভ্যাংশ নিয়ে আসব–এ রকম ব্যবসা কি হালাল?

উত্তর : লেনদেনের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে থেকে শুধুমাত্র মুনাফা গ্রহণকে শরীয়তের পরিভাষায় সুদ বলা হয়।

প্রশ্নে ব্যবসার যে পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে টাকাদাতা শুধু মুনাফাই নেবে লোকসানের ভাগ নেবে না। এ রকম কারবার শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদেরই অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এমতাবস্থায় মুদারাবার পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে, অর্থাৎ টাকার মালিক ব্যবসার জন্য টাকা দেবে, গ্রহীতা শ্রম ব্যয় করে ওই টাকা দিয়ে ব্যবসা করবে। চুক্তি মোতাবেক লভ্যাংশে উভয়ে শরীক থাকবে। এমতাবস্থায় লোকসান হলে পুঁজিওয়ালার টাকা এবং ব্যবসায়ীর শ্রম যাবে। (৪/২৫৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ١٦٨- ١٧٠ : باب الربا هو لغة: مطلق الزيادة وشرعا (فضل) ولو حكما فدخل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه لأنه يملك بالقبض قنية وبحر (خال عن عوض) . خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه (بمعيار شرعي) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) أي بائع أو مشتر فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاسدا (في المعاوضة) -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٧٩- ٨٠ : وأما ركن العقد فالإيجاب والقبول، وذلك بألفاظ تدل عليهما فالإيجاب هو لفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة، وما يؤدي معاني هذه الألفاظ، بأن يقول رب المال: خذ هذا المال مضاربة، على أن ما رزق الله عز وجل أو أطعم الله تعالى منه من ربح، فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو

Scanned by CamScanner

ثلث أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة، وكذا إذا قال: مقارضة أو: معاملة ويقول المضارب: أخذت أو: رضيت أو: قبلت ونحو ذلك فيتم الركن بينهما.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۱۹ : سوال-زید نے مثلاً عمر کو ایک ہزار روپیہ بایں شرط دیا کہ فی آڑا ۴ لوں گا خواہ عمرو کو نفع ہو یا نقصان ہو مجھ کو ۴ آڑا نفع سے کام ہے، اب جس قدر مال عمرو خریدتا ہے اس قدر زید مہاجن کے یہاں تحریر کرادیتا ہے جس وقت ہزار روپیہ کا مال تیار ہو جاتا ہے اس وقت مہاجن حساب کر کے نفع واصل دام وصول کر لیتا ہے اور مہاجن کو مال کے خرید وفروخت سے کوئی نسبت نہیں ہوتی اس صورت میں زید کو یہ نفع لینا درست ہے یا نہیں؟

الجواب-درست نہیں۔

লাভ-ক্ষতি যা-ই হোক নির্দিষ্ট হারে মুনাফা নেওয়া

প্রশ্ন : দোকানে দশ লক্ষ টাকার মাল রাখা আছে। মালিক তা একজনকে এ শর্তে দিতে চাচ্ছে যে, সে তা দ্বারা ব্যবসা করবে তাতে লাভ হোক বা না হোক প্রতি মাসে নির্ধারিত একটি অঙ্ক (১০-২০ হাজার) মালিককে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তীতে মালিক যখন চাইবে তখন তাকে দশ লক্ষ টাকার মালসহ দোকান বুঝিয়ে দিতে হবে। এমন চুক্তি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্কের মুনাফা প্রদান করার শর্তে কাউকে টাকা বা পণ্য ব্যবসারউদ্দেশ্যে দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই, এ ধরনের লেনদেন হারাম। তাই প্রশ্নোক্ত লেনদেন শরীয়তবিরোধী। (১৬/৬২৮২)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٨٥- ٨٦ : (ومنها) أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا، نصفا أو ثلثا أو ربعا، فإن شرطا عددا مقدرا بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز، والمضاربة فاسدة؛ لأن المضاربة نوع من الشركة، وهي الشركة في الربح، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر، فلا تتحقق الشركة، فلا يكون التصرف مضاربة، وكذلك إن شرطا أن يكون لأحدهما النصف أو الثلث ومائة

Scanned by CamScanner

درهم، أو قالا: إلا مائة درهم فإنه لا يجوز كما ذكرنا أنه شرط يقطع الشركة في الربح -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ / ٢٨٧ : (ومنها) أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوما على وجه لا تنقطع به الشركة في الربح كذا في المحيط. فإن قال على أن لك من الربح مائة درهم أو شرط مع النصف أو الثلث عشرة دراهم لا تصح المضاربة كذا في محيط السرخسي.

ঋণের মূল টাকা হারাম নাকি অতিরিক্ত সুদের টাকা

প্রশ্ন : আমি কিছুদিন পূর্বে একজন থেকে ১০,০০০ টাকা সুদ দেওয়ার ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করি। এমতাবস্থায় উক্ত মূল ১০,০০০ টাকাই কি হারাম? না অতিরিক্ত সুদের টাকার ওপর হুরমত সাব্যস্ত হবে?

উত্তর : সুদ দেওয়ার শর্তে ঋণ গ্রহণ করা হারাম, টাকাগুলো হারাম নয়। আসল টাকা ফেরত দেবে আর সুদের টাকা দিলে গোনাহগার হবে। (১৫/৫/৫৯১৬)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥- ٢٧٩ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ○ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 زوائد مسند الحارث (مركز خدمة السنة) ١/ ٥٠٠ (٤٣٧) : عن عمارة الهمداني قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به -

📖 اسلامی فقہ ۲ /۳۴۷ : ڈاکر خانہ اور بینک سے جمع شدہ روپیہ پر سود ملتا ہے وہ بھی حرام ہے،اوران سے سود پر روپیہ لیکراس سے تجارت کرنا یہ بھی حرام ہے۔

ব্যাংক লোন থেকে উপার্জিত মুনাফার হুকুম

প্রশ্ন : ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করার পর যে মুনাফা অর্জিত হয় তা হালাল না হারাম?

উত্তর : ব্যাংক থেকে সুদের ওপর ঋণ নিয়ে ব্যবসা করার অনুমতি নেই। তা সত্ত্বেও ঋণ নিয়ে ব্যবসা করলে উপার্জিত মুনাফা ভোগ করতে পারবে। তবে সুদী লেনদেন করার কারণে গোনাহগার হবে। (১৫/৫/৫৯১৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳ /۳۷۴ : (ج) سود پر قرض لینا تو ناجائز ہوگا مگر ایسے کاروبار سے جو آمدنی حاصل ہوگی اس کو ناجائز نہیں کہا جائیگا۔

مال حرام اور اس کے شرعی مصارف واحکام ص ۱۳۴ : سود پر قرض لینا اور اس پر سود ادا کرنا جائز نہیں، حرام ہے، تاہم اگر کسی نے سود پر قرض لے کر نفع کمایا ہے تو وہ نفع اس کے حرام نہیں حلال ہے۔

ব্যাংক লোন দ্বারা ব্যবসা করে অর্জিত মুনাফার হুকুম

প্রশ্ন : ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক টাকা নিয়ে ব্যবসা করার পর যদি ব্যাংক থেকে নেওয়া মূল টাকা ও সুদের টাকা পরিশোধ করে ফেলে, তখন সুদের টাকা খাটিয়ে লাভ করা টাকা তার জন্য হালাল হবে কি না? ব্যাংকের টাকায় কী পরিমাণ সুদ আছে তা তার জানা নেই। এমতাবস্থায় এ সমস্ত টাকা তার জন্য হালাল হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সুদের টাকা আদান-প্রদান জঘন্যতম অপরাধ। সুদদাতা-গ্রহীতা এবং সংশ্লিষ্ট উভয়েই অভিশপ্ত। তাই ব্যবসার জন্য ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক ঋণ নেওয়া হারাম। তবে অপারগতায় কেউ যদি নিয়ে থাকে এবং অনুতপ্ত হয়ে পরিশোধ করে ফেলে, তাহলে ওই টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে যা অর্থ উপার্জন হয় তা তার জন্য হারাম হবে না। তবে সুদের কারণে গোনাহগার হবে। এর জন্য তাওবা করা জরুরী। (৪/১৯৪)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۳۷۴ : سوال- کیااس طرح سود پر قرض لیکر کئے گئے کاروبار سے حاصل شدہ آمدنی جائز ہوگی؟

الجواب- سود پر قرض لینا تو ناجائز ہوگا مگر ایسے کاروبار سے جو آمدنی حاصل ہوگی اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔

বিনিময় নিয়ে টাকা ট্রান্সফার করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার এক ব্যক্তি ঢাকায় বাসা করে। সে তার দেশের বাড়িতে একজন কর্মচারী রেখেছে বেতন দিয়ে। তার এলাকায় যত লোক ঢাকায় থাকে তারা যখন বাড়িতে টাকা পাঠানোর ইচ্ছা করে তখন তারা তার নিকট ১০৩০ টাকা দেয়। ওই ব্যক্তি কর্মচারীর নিকট ফোন করে বলে দেয় অমুকের বাড়িতে ১০০০ টাকা দিয়ে আসো। এখন প্রশ্ন হলো, উভয়ের মাঝে উক্ত ব্যবসা জায়েয হবে কি না? অতিরিক্ত ৩০ টাকা সুদ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত উভয় ব্যক্তির মাঝে উক্ত ব্যবসায় অতিরিক্ত ৩০ টাকা বহনকারীর সার্ভিসচার্জ তথা মোবাইল খরচ ও তার কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি হিসেবে গণ্য হয়ে এ ব্যবসা বৈধ হবে, সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (১৭/১/৬৯০৪)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۵۹۴ : سوال- منی آرڈر کے بارہ میں یہ شبہ ہے کہ جو رقم ڈاکخانہ کو دی جاتی ہے وہ امانت تو ہے نہیں، کیونکہ بوقت ضیاع ڈاکخانہ سے ضمان لیا جاتا ہے، ظاہر یہ ہے کہ قرض ہے، اور قرض کے ساتھ زائد رقم دین جس کو فیس کہتے ہیں، کل قرض جر نفعا میں داخل ہے، اور اگر یہ کہا جائے... ...

الجواب- اس میں کچھ شک نہیں کہ عام لوگ اس کو عقد اجارہ ہی سمجھتے ہو اور فیس کو اجرت سمجھتے ہیں، اور اجیر گورنمنٹ ہے، جس کے وکلاء ڈاکخانہ والے ہیں، اس لئے حق یہ ہے کہ اس کو عقد اجارہ قرار دیا جائے، جیسا کہ اذھان عامہ میں مقرر ہے۔

اس پر یہ اشکال ہوگا کہ اجیر امین ہے اس سے ضمان لینا کب جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امین پر ضمان اس وقت نہیں جبکہ وہ امانت کو مخلوط بالغیر نہ کرے، چونکہ یہ معلوم ہے

Scanned by CamScanner

کہ ڈاکخانہ کے مرسل کی رقم مخلوط ہو جاتی ہے، اس لئے وہ اس تودی کی وجہ سے ضمان لیتا ہے۔

সুদের টাকা দিয়ে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া

প্রশ্ন : আমি একটা ডেভেলপার কোম্পানিতে চাকরি করি। এক সূত্রে জানা গেছে, এ কোম্পানির বিশাল অঙ্কের টাকা ব্যাংকে জমা আছে। এখন উক্ত বিশাল অঙ্কের টাকার যে সুদ হয় সেই সুদ থেকে কোম্পানির প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রতি মাসে বেতন দেওয়া ও কর্মচারীগণ তা নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কোম্পানির কর্মচারীদের সুদের টাকা থেকে বেতন দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হলে এ বেতন হালাল হবে না। আর যদি কোম্পানির কাছে বৈধ-অবৈধ উভয় ধরনের টাকা থাকে আর কোন ফান্ড থেকে বেতন দেয় তা নিশ্চিতরূপে জানা সম্ভব না হয় তবে কর্মচারীদের জন্য বেতন হালাল হবে। (১৯/৭৩৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٣/ ٥٥١ : اب اگر ملازم دکان کو یہ معلوم ہو کہ تنخواہ مجھے دی گئی ہے یہ بیع فاسد کے ثمن سے دی گئی ہے یا سود کی آمدنی سے، جب تو اس کا لینا درست نہیں اور اگر سب مخلوط ہو اور اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ تنخواہ بیع صحیح کی قیمت سے ہے یا فاسد کی، تو تنخواہ حلال ہے۔

সুদভিত্তিক ঋণ দ্বারা উপার্জিত মুনাফার হুকুম

প্রশ্ন : আমরা বিদেশ থেকে ফেব্রিক্স ব্যাগ তৈরির কাপড় আমদানি করে বাংলাদেশে পাইকারি বিক্রয় করে থাকি। এ ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ আমাদের হাতে না থাকায় আমরা ব্যাংক থেকে বাড়ি মর্টগেজ দিয়ে ঋণ গ্রহণ করি। উক্ত ঋণ বাবদ ব্যাংককে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করতে হয়। উল্লেখ্য, বিদেশ থেকে পণ্য ক্রয়ের অর্থ আমাদের রাষ্ট্রীয় আইন মোতাবেক আমরা ব্যাংকের মাধ্যমেই পরিশোধ করে থাকি। যে ব্যাংকের মাধ্যমে আমাদের এ লেনদেন হয়ে থাকে তার নাম মার্কেন্টাইল ব্যাংক। আমাদের এ ব্যবসা ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরয়ী বিধান মতে, সুদি লেনদেন হারাম বিধায় আপনি এযাবৎ সুদভিত্তিক কর্জ নিয়ে ব্যাংকের মাধ্যমে যে মালামাল আমদানি করেছেন তা সম্পূর্ণ হারাম পদ্ধতিতে হওয়ায় আপনার খাঁটি মনে তাওবা এস্তেগফার করা জরুরি। তবে এ কর্জ দ্বারা আর্থিক যা উপকৃত হয়েছেন তা ব্যবহার করার অবকাশ আছে। ভবিষ্যতে আপনি কোনো ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে শরীয়াহ পদ্ধতিতে ব্যবসা পরিচালিত করতে পারেন, তাতে সুদমুক্ত হওয়ার আশা করা যায়। (১৯/৭৬২/৮৪১০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 ردالمحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه. وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام -

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ٣/ ٢٠٨ : سود پر قرض لینے کا معاملہ ناجائز وحرام ہے لیکن چونکہ آمدنی میں کوئی سود کی رقم شامل نہیں ہے اس لئے توبہ واستغفار کے بعد اس آمدنی کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔

নিরুপায় হয়ে ব্যাংক লোন করা

প্রশ্ন : আমরা ৫ ভাই ও ২ বোন। মা বাবা জীবিত আছেন। আমাদের বাড়ির ভিটা ও মাঠের জমি সব মিলে ৩৫ থেকে ৪০ বিঘার মতো। বাজারে তিনটা ঘর আছে। তার মধ্যে একটি মাত্র আড়াই হাত প্রস্থ, ব্যবসা করার মতো নয়। আমরা সব ভাই-বোন লেখাপড়া করছি। বড় ভাই-বোনের শুধু বিবাহ হয়েছে। বাকি সকলে এখনো লেখাপড়া করছে। বড় ভাই ব্যবসা করেন। আমাদের সংসার পরিচালনার জন্য পূর্বেই বেশ কয়েক বিঘা জমি বন্ধক রেখেছি। এতেও সংসার চলে না, পরে দুই বিঘার মতো বিক্রি করে দিয়েছি, যা দিয়ে বড় ভাই ব্যবসা করছিলেন। ব্যবসার বয়স এক বছর। আমাদের লেখাপড়া ও বাড়ির খরচে এক লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়ে গেছে। এখন যে চালান আছে তাতে দোকান চলার মতো না।

আমরা আত্মীয়স্বজনের নিকট টাকা ধার চেয়েছি তাও পাইনি। ইসলামী ব্যাংকে যোগাযোগ করেছি। দুঃখের বিষয় কোনো ইসলামী ব্যাংক আমাদের থানায় না পড়ায় তাও পাইনি। এখন আমাদের সংসার অচলের পথে। ছোট বোনকে বিবাহ দেওয়ার প্রয়োজন, সে টাকা আমরা কোথায় পাব। ভাইয়েরা কেউ সাংসারিক কাজ করতে পারে না। এ অবস্থায় বড় ভাই চাচ্ছেন সরকারি ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে ব্যবসা করবেন বা

Scanned by CamScanner

গাড়ি কিনবেন, যাতে সুদ দেওয়া লাগবে। যদি আমাদের এই অচল অবস্থার ওপর সরকারি ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর অনুমতি থাকে তাহলে মেহেরবানি করে উত্তর দিলে খুশি হব, আর না থাকলে সেটাও বলবেন। অনুমতি হলে কতটুকু সচ্ছলতা হলে ব্যাংকের যোগাযোগ বন্ধে করতে হবে? সেটাও জানাবেন।

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, সুদ জঘন্যতম অপরাধ। সুদের সাথে জড়িত সবাই অভিশপ্ত। বিকল্প কোনো পথ না থাকার মতো অপারগতা ছাড়া সম্পদ রক্ষা বা সমাজিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ হারাম। তাই মুসলমানদের জন্য পারতপক্ষে সুদের টাকা নিয়ে ব্যবসার চিন্তাও সমীচীন নয়। প্রশ্নে বর্ণিত যে জটিলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সুদি কর্জের বৈধতার পর্যায়ে পড়ে না বিধায় সুদি ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা বৈধ হবে না। বরং প্রয়োজনে শরীয়তের জরুরি জ্ঞান অর্জনের পর অতিরিক্ত লেখাপড়া বাদ দিয়ে হলেও বা কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করে অথবা সব ভাই মিলে হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হবে সর্বোত্তম পদ্ধতি। (৮/২১২)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥ : ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٨/ ١٠٦ : سوال- سود پر روپیہ قرض لینا حالت مجبوری میں جائز ہے یا نہیں؟

جواب- سود پر روپیہ قرض لینا جائز نہیں الا یہ کہ اضطراری حالت ہو جائے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٣/ ١٤٧ : الجواب- جو لوگ سودی روپیہ لیتے ہیں جہاں تک دیکھا گیا ہے فضول کیلئے لیتے ہیں اور جو ضرورت میں بھی لیتے ہیں تو اپنے گھر کے ذخیرہ کو زیور اسباب کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے پاس رہے اور قرض سے کام چل جاوے، پس یہ بھی ضرورت میں لینا نہ ہوا، وہ ضرورت یوں بھی پوری ہو سکتی ہے کہ اول سب چیزیں اپنی بیچ ڈالیں یا اپنی شان اور وضع محفوظ رکھنے کے واسطے مزدوری محنت کو عار سمجھتے ہیں تو عقلا و شرعا یہ ضرورتیں قابل اعتبار نہیں، پھر ان سب کے بعد ایسے اضطرار کے وقت مردار کھانا بھیک مانگ لینا درست ہے، پس سود پر قرض لینے کی کسی حالت میں ضرورت نہیں ہے اس لئے یہ گنہگار ہوگا۔

Scanned by CamScanner

অমুসলিম দেশে সুদি লোন নেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : আমি একজন আমেরিকাপ্রবাসী বাংলাদেশি। আমেরিকায় বসবাস ও বাড়ি ভাড়া করে থাকা ব্যয়বহুল হওয়ায় বর্তমানে আমার উপার্জন দ্বারা নিজের প্রয়োজন মেটানো কঠিন হচ্ছে। আমেরিকায় বাড়ি নির্মাণ করে ব্যবসা করতে পারলে আমার এ সমস্যা দূর হতো। কিন্তু আমার বর্তমান উপার্জন দ্বারা বাড়ি নির্মাণ সম্ভব নয়। ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি করা যাবে। কিন্তু ব্যাংক থেকে লোনের টাকা প্রতি মাসে কিস্তিতে সুদসহ আদায় করতে হবে। বছর শেষে 'লো ইনকাম ফ্যামিলি' (স্বল্প আয়ের পরিবার) হিসেবে সরকারের কাছে আবেদন করলে সরকার সুদের টাকা ফেরত দেবে। অতএব আমার জানার বিষয় হলো, আমেরিকার মতো অমুসলিম দেশে যেখানে সুদবিহীন ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেই এবং বছর শেষে সুদ হিসেবে আদায়কৃত টাকা সরকার ফেরত দিয়েও দিচ্ছে এবং আমার বাড়ি নির্মাণ না করলে ফ্যামিলি চালানো কঠিন হচ্ছে। এ অবস্থায় গৃহ নির্মাণের জন্য আমি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারব কি না? যদি ঋণ গ্রহণ জায়েয হয় তাহলে সুদের টাকা যা সরকার ফেরত দিচ্ছে তা কিভাবে খরচ করব? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : একজন মুসলমানের জন্য নিজ দেশে জীবনোপকরণ থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র পার্থিব আরাম-আয়েশের জন্য কোনো অমুসলিম দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার শরীয়তে অনুমতি নেই। তবে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে বা মুসলমানদেরকে দ্বীনের প্রতি অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে অমুসলিম দেশে বাস করার অনুমতি আছে। আর কোনো মুসলমান যদি এ রকম দেশে বসবাস শুরু করে সেখানে সেটেল হয়ে থাকে, তাহলে কোনো কোনো ফিকাহবিদদের মতে দারুল হারব তথা অমুসলিম দেশে শুধু সেই দেশের নাগরিক ও বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য কাফেরদের সাথে অপারগতা ও অতি জরুরতে সুদি লেনদেন করার অবকাশ আছে। ভিন্ন দেশের মুসলমানদের জন্য অনুমতি নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলায় প্রশ্নকারী ব্যক্তি যদি আমেরিকায় বসবাস করে সেখানে সেটেল হয়ে থাকে এবং বাসস্থানের প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য সুদবিহীন ঋণ পাওয়া যাচ্ছে না, উপরন্তু গ্রহণকৃত সুদের টাকা পরবর্তীতে ফেরত দেওয়ার বিধান আছে বিধায় উক্ত পদ্ধতিতে বাসস্থান নির্মাণ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে এবং উক্ত ফেরত দেওয়া টাকা ব্যবহার করা বৈধ হবে। (৯/৬৮)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٢١٥ (٢٧٨٧) : عن سمرة بن جندب، أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» -

📖 فيض القدير (المكتبة التجارية) ٦/ ١١١ : (من جامع المشرك) بالله والمراد الكافر ونص على الشرك لأنه الأغلب حينئذ (وسكن معه)

Scanned by CamScanner

أي في ديار الكفر (فإنه مثله) أي من بعض الوجوه لأن الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله ومن أعرض عنه تولاه الشيطان ونقله إلى الكفران قال الزمخشري: وهذا أمر معقول فإن مولاة الولي وموالاة عدوه متنافيان-

📖تبيين الحقائق (امداديه) ٤/ ٨٥ : الربا هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال) هذا في الشرع -

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٥/ ١٨٦ : ولا بين حربي ومسلم) مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار (ثمة) لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر خلافا للثاني والثلاثة.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٥/ ١٨٦ : (قوله ولا بين حربي ومسلم مستأمن) احترز بالحربي عن المسلم الأصلي والذمي، وكذا عن المسلم الحربي إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم، فإنه ليس للمسلم أن يرابي معه اتفاقا كما يذكره الشارح -

📖البناية (دار الفكر) ٣٨٤/٧ : ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب، خلافا لأبي يوسف والشافعي. لهما الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا. ولنا قوله -عليه الصلاة السلام-: «لا ربا بين المسلم الحربي في دار الحرب» ولأن مالهم مباح في دارهم، فبأي طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدر-

📖بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ٣٣٠ : إن التجنس بجنسيات البلاد غير المسلمة يختلف حكمه حسب الظروف، والأحوال، وأغراض هذا التجنس، على الشكل التالي: إن اضطر إليه مسلم بسبب أنه أوذي في وطنه، أو اضطهد بالسجن، أو مصادرة أمواله لغير ما ذنب أو جريمة، ولم يجد لنفسه مأمنا إلا في مثل هذه البلاد، فإنه يجوز له التجنس بهذه الجنسيات دون أي كراهة، بشرط أن يعزم على نفسه المحافظة على دينه في حياته العملية، والابتعاد عن المنكرات الشائعة هناك.

والدليل على ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة بعد ما اضطهدوا من قبل أهل مكة، والحبشة يومئذ يسودها الكفار، وأقاموا بها حتى إن بعض الصحابة لم يزالوا مقيمين بها بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإنما

Scanned by CamScanner

رجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عند غزوة خيبر، يعني في السنة السابعة من الهجرة.

ثم من حقوق النفس أن يصونها المرء من كل نوع من أنواع الظلم، فإذا لم يجد الإنسان مأمنا لنفسه إلا في بلاد الكفار، فلا مانع من هجرته إليها، ما دام يحتفظ بفرائضه الدينية، والابتعاد عن المنكرات المحرمة.

وكذلك إن اضطر إليه مسلم بسب أنه لم تتيسر له في بلده وسائل المعاش الضرورية التي لا بد له منها، ولم يجدها إلا في مثل هذه البلاد، فإنه يجوز له ذلك أيضا بالشرط المذكور، وذلك أن كسب المعاش فريضة بعد الفريضة، ولم يقيده الشرع بمكان دون مكان، فقال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُواْ فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرِ} .

ولو تجنس مسلم بهذه الجنسية لدعوة أهلها إلى الإسلام، أو لتبليغ الأحكام الشرعية إلى المسلمين المقيمين بها، فإنه يثاب على ذلك، فضلا عن كونه جائزا، فكم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم توطنوا بلاد الكفار لهذا الغرض المحمود وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم.

أما إذا كان الرجل تتيسر له وسائل المعاش في بلده المسلم على مستوى أهل بلده، ولكنه هاجر إلى بلاد الكفار للاستزادة منها، والحصول على محض الترفه والتنعم، فإن ذلك لا يخلو من كراهة، لما فيه من عرض النفس على المنكرات الشائعة هناك، وتحمل خطر الانهيار الخلقي والديني من غير ضرورة داعية لذلك، والتجربة شاهدة على أن الذين يتجنسون بهذه الجنسيات الأجنبية لمجرد الترفه، ينتقص فيه من الوازع الديني، فيذوبون أمام الإغراءات الكافرة ذوبانا ذريعا، ومن هنا ورد في الحديث النهي عن مساكنة المشركين بدون حاجة ملحة.

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۵۲ : لیکن اس میں ایک تاویل ہوسکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص گورنمنٹ سے قرض نہیں لیتا بلکہ اس کا قرض گورنمنٹ کہ ذمہ ہے اس کے ایک حصہ مطالبہ یہ کرتا ہے جس کا اس کو شرعا حق ہے پھر جس وقت اس رقم کو واپس کرتا ہے یہ واپسی ادائے قرض نہیں بلکہ مثل دیگر رقم جمع شدہ کے یہ بھی گورنمنٹ کو

Scanned by CamScanner

قرض ہی دیتا ہے اور جب واپس کردہ رقم خود اس کی ملک ہے اور سود ہوتا ہے دوسرے کی مملوک رقم پر اس لئے یہ جو سود کے نام سے دیا گیا ہے سود نہیں ہے پس اس کا دینا عطاء سود بھی نہیں اس لئے اس کو ناجائز نہ کہا جاوے گا۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۰۶ : سوال- سود پر روپیہ قرض لینا حالت مجبوری میں جائز ہے یا نہیں؟

جواب- سود پر روپیہ قرض لینا جائز نہیں الا یہ کہ اضطراری حالت ہو جائے۔

সুদি ব্যাংকে চাকরি ও সুদি লোন নিয়ে বাড়ি করা

প্রশ্ন : ১. জনাব আঃ রহীম বিশ বছর সোনালী ব্যাংকে চাকরি করেন। ৫ বছর পূর্বে নামায আরম্ভ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এখন ব্যাংকে জামাত হয়। ২৫-৩০ জন এতে শরীক হন। এখন তিনি তাঁর চাকরিটা হারাম হওয়া সম্পর্কে বুঝতে পারেন। এখন যদি তিনি চাকরি ছেড়ে দেন তাহলে কর্মজীবীদের নামাযে শরীক হওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ কর্মচারীগণ চাকরি ছাড়ার আতঙ্কের কারণে দ্বীনদার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় তিনি কী করবেন? চাকরি করলে তাঁর হালাল খাওয়ার কোনো উপায় আছে কি না?

২. জনৈক ব্যক্তি সুদি লোন নিয়ে বাড়ি করেছেন। এখন তিনি উক্ত গোনাহ থেকে বাঁচতে চান। কিন্তু তিনি এখন প্রতি মাসে সুদ দিতে বাধ্য। উক্ত কাজে তাওবা করলে গোনাহ থেকে বাঁচতে পারবেন কি না? না পারলে তাঁর জন্য বিকল্প সুরত কী?

উত্তর : ১. হারাম কাজের সহযোগিতার দরুন সুদভিত্তিক ব্যাংকে চাকরি করা নাজায়েয। জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত অপারগতাবশত আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা ও অন্য উপার্জনের তালাশ করতে করতে চাকরি করতে থাকবে। হালাল উপার্জনের অন্য কোনো উপায় হলেই ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। অন্যের নামাযের খাতিরে নিজেকে ধ্বংসের পথে রাখা জায়েয হবে না। (৪/২৩৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 الأشباه النظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٧٨ : "درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال

Scanned by CamScanner

عليه السلام {إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه}، وروى في الكشف حديثا {لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين} ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة، ولم يسامح في الإقدام على المنهيات. خصوصا الكبائر.

ومن ذلك ما ذكره البزازي في فتاويه: ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء، ولو على شط نهر؛ لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان، ولم يقتض الأمر التكرار (انتهى).

২. ব্যাংক থেকে নেওয়া লোন নিজ মালিকানাধীন প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ বিক্রি করে বা অন্য কোনো উপায়ে পরিশোধ করতে না পারলে অপারগতাবশত সামর্থ্য অনুযায়ী আদায় করতে থাকবে এবং তাওবা করতে থাকবে। দ্বিতীয় ঘরটি ব্যাংকের মালিকানায় দিয়ে তাদের নিকট থেকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্য নির্ধারণ করে কিস্তির ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধ করার চুক্তি করা গেলে সুদ থেকে বাঁচার ব্যবস্থা হবে। সুদে আসলে ব্যাংকের যে প্রাপ্য হতে পারে সে পরিমাণ মূল্য নির্ধারণ করা গেলে ব্যাংকের উদ্দেশ্যও জায়েয পদ্ধতিতে হাসিল হয়ে যাবে। লিখিতভাবে এ কাজ করা মুশকিল হলে মৌখিকভাবে করলেও চলবে।

📖 الأشباه النظائر (دار الكتب العلمية) ١ / ٧٩ : وفي القنية والبغية:

يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۰۵ : سوال- سود پر روپیہ قرض لینا حالت مجبوری میں جائز ہے یا نہیں؟

جواب- سود پر روپیہ قرض لینا جائز نہیں الا یہ کہ اضطراری حالت ہو جائے۔

সুদি ঋণ দিয়ে ক্রয়কৃত জমির ফসলের হুকুম

প্রশ্ন : আমি কিছু জমি রেখেছি। যে জমিটা আমার না হলেই নয়। উক্ত জমির সম্পূর্ণ টাকা নিজ থেকে দিতে পারিনি। প্রায় অর্ধেক টাকা অন্যের ডিপোজিট পেনশন স্কিমের বিপরীতে লোন নিয়ে জমির টাকা পরিশোধ করেছি। উক্ত টাকার সুদসহ সকল টাকা আমার পরিশোধ করতে হবে। উক্ত জমি রাখা বৈধ হলো কি না? উক্ত জমির উৎপন্ন ফসল আমি খেতে পারব কি না? উক্ত জমির ফসল খেলে আমার ইবাদত কবুল হবে কি না? জমি রাখাটা যদি অবৈধ হয় তাহলে উক্ত জমি বৈধ করার উপায় কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সুদের লেনদেন হারাম। সুদদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই অভিশপ্ত। প্রশ্নের বর্ণনা মতে, জমি ক্রয়ের জন্য সুদি লোন নেওয়া অপরাধের অন্তর্ভুক্ত নয় বলা যায় না। সুতরাং এ অপরাধের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে একাগ্রচিত্তে তাওবা ও এস্তেগফার করা অতিব জরুরি। তবে উক্ত জমি উৎপন্ন ফসল ভোগ করা অবৈধ বলা যায় না। আর ইবাদত-বন্দেগী কবুল হওয়ার মধ্যে সন্দেহ পোষণ করার প্রয়োজন নেই। (৮/৯১৫)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 مسند أحمد ١٠/ ٢٤ (٥٧٣٢) : عن ابن عمر قال: " من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة مادام عليه "، قال: ثم أدخل أصبعيه -

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٦/ ٣١٠ (٦٤٩٥) : عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا} فقام سعد بن أبي وقاص، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٨/ ١٠٥ : سوال-سود پر روپیہ قرض لینا حالت مجبوری میں جائز ہے یا نہیں؟

جواب-سود پر روپیہ قرض لینا جائز نہیں الا یہ کہ اضطراری حالت ہو جائے۔

ব্র্যাক, আশা থেকে ঋণ নিতে স্ত্রীদের বাধ্য করা ও সুদি কারবারির দাওয়াত খাওয়া

প্রশ্ন : ব্র্যাক, আশা ইত্যাদি এনজিও গরিব পরিবারগুলোকে ঘরবাড়ি করার জন্য এককালীন ঋণ দিয়ে থাকে। তাদের এ টাকাগুলো কিস্তির মাধ্যমে আদায় করতে হয়। এ টাকাগুলো স্ত্রীর স্বাক্ষর ছাড়া স্বামীকে প্রদান করা হয় না। এমতাবস্থায় আমার জানার বিষয় হলো :

(১) ঘরবাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনে লোন নিয়ে কিস্তিতে বেশি প্রদান করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

(২) অনেক মহিলা এটা করতে ইচ্ছুক নয়, কিন্তু সাংসারিক অভাব-অনটনে ও স্বামীর চাপে করতে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর গোনাহ হবে কি না?

(৩) প্রকাশ্য সুদি কারবারে জড়িত ব্যক্তির সাথে যেকোনো ধরনের লেনদেন করা এবং তার দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করা যাবে কি না?

উত্তর : সুদি লেনদেন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। সুদ দেওয়া ও নেওয়া এবং সুদের ওপর সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) সুতরাং ঘরবাড়ি নির্মাণ করার জন্য সুদি লোন নেওয়া নাজায়েয।

(২) শরীয়ত পরিপন্থী কাজে স্বামীর আনুগত্য করা নাজায়েয। যদি স্বামীর কথামতে স্ত্রী সুদের ওপর টাকা নেয় তাহলে উভয়ে গোনাহগার হবে। তবে যদি তাদের খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকে এবং যাকাত, সদকা ইত্যাদি থেকেও আত্মরক্ষার মতো ব্যবস্থা না হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত সে ক্ষেত্রে সুদি লোন নিয়ে জীবন রক্ষা করার অনুমতি আছে।

(৩) প্রকাশ্য সুদি লেনদেনকারীর যদি আর কোনো বৈধ আয় না থাকে তাহলে তার দাওয়াত খাওয়া ও তার সাথে লেনদেন করা বৈধ হবে না। আর যদি অন্য কোনো বৈধ আয় থাকে এবং অবৈধ আয় থেকে বৈধ আয় বেশি হয় তাহলে তার সাথে লেনদেন করা এবং দাওয়াত খাওয়া বৈধ হবে। তবে সুদের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় তার দাওয়াত না খাওয়াই উত্তম। (১৫/৩১৬)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٨، ٢٧٩ : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء»-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٢ : ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور؛ لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به؛ لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب، وكذا أكل طعامهم-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۱۸ : البتہ سود کے اختلاط کو حرمت میں اثر ہے، پس اگر نصف یا زائد سود ہے تو سب حرام ہے اور اگر نصف سے کم ہے تو حلال ہے-

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۴۲۳ : سود لینا اور سود دینا حرام ہے اگر گذارہ کی کوئی صورت نہ ہو تو محتاج کیلئے بقدر ضرورت سودی قرض لینے کی گنجائش ہے۔

মূলধন স্থিতিশীল থাকার শর্তে ব্যবসার জন্য টাকা দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে এ শর্তের সাথে কর্জ নেওয়া অথবা কোনো ব্যক্তি কাউকে ব্যবসা করে যা লাভ হবে মূল পুঁজি ছাড়া তার অর্ধেক আমার অর্ধেক তোমার–এর বিধান কী?

উত্তর : মূল টাকা স্থিতিশীল থাকার শর্তে লাভের অর্ধেক নির্ধারণ করা সুদের নামান্তর, যা পরিষ্কার হারাম। পক্ষান্তরে মূল টাকা লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে দিলে এবং লাভের অর্ধেক নির্ধারণ করলে তা হবে বৈধ। এ ক্ষেত্রে লাভ হলে শর্ত অনুযায়ী লাভ বণ্টন হবে আর লোকসান হলে মূল টাকা হতে কমে যাবে। (১৫/২৫৭)

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٤٨ : ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت، وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٤٨ : (قوله بطل الشرط) كشرط الخسران على المضارب س.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٥٦ : (وما هلك من مال المضاربة يصرف إلى الربح) ؛ لأنه تبع (فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن) ولو فاسدة من عمله؛ لأنه أمين.

ব্যাংকের সুদ দিয়ে ঘুষ দেওয়া

প্রশ্ন : ব্যাংক থেকে যে সুদের টাকা আসে তা দিয়ে অন্য ভালো কাজ যেটা করতে গেলে ঘুষ দিতে হয় সেখানে সুদের টাকাটা ঘুষখোরকে দেওয়া জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা সুদকে হারাম করেছেন। যে সমস্ত মানুষ সুদের সাথে সম্পৃক্ত তাদের ওপর আল্লাহ তা'লার অভিশাপ রয়েছে। তাই যে সমস্ত টাকা সুদ হিসেবে ব্যাংক থেকে পাওয়া যায় ওই সমস্ত টাকা ঘুষের টাকা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। যদি কেউ করে তাহলে সুদ নেওয়া এবং ঘুষ দেওয়ার কারণে দ্বিগুণ গোনাহ হবে। সুদগ্রহীতা যেহেতু ওই টাকার মালিক নয়, তাই স্বার্থ উদ্ধারের কাজে ওই টাকা ব্যবহার করা যাবে না। বরং মালিক জানা থাকলে মালিককে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় কোনো গরিবকে সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া দিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, যেখান থেকে সুদ নেওয়া হয়েছে ওখানেই যদি বৈধ অধিকার আদায়ের জন্য ঘুষ দিতে হয় তাহলে উক্ত সুদের টাকা ঘুষের বিপরীতে কর্তন করে দেওয়াতে গোনাহগার হবে না। (১৫/২৯৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ٨٨ (١٠١٤) : عن سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله» -

📖 الأشباه والنظائر (المكتبة التوفيقية) ص ١٦٥ : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه : كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر، إلا في مسائل الرشوة لخوف على ماله أو نفسه أو ليسوي أمره عند سلطان أو أمير إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء، كما بيناه في شرح الكنز من القضاء وفك الأسير. وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ٢٤٢ : سوال-سود حرام ہے اور رشوت بھی حرام ہے حرام چیز کو حرام میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ مطلب یہ کہ سود کی رقم رشوت میں دی جاسکتی ہے کہ نہیں؟

جواب-دوہرا گناہ ہوگا، سود لینے کا اور رشوت دینے کا۔

ইনকাম ট্যাক্স কমানোর জন্য সুদের টাকায় ঘুষ দেওয়া

প্রশ্ন : গভর্নমেন্টের আইন আছে, ৫ বছরের জন্য সঞ্চয়পত্র খরিদ করলে ইনকাম ট্যাক্স স্বাভাবিকভাবে যা হয় তার চেয়ে কম হবে। সঞ্চয়পত্র খরিদ না করলে ইনকাম ট্যাক্স বেশি হবে। সঞ্চয়পত্রে বেশি সুদ পাওয়া যায়। উক্ত সুদ গ্রহণ করে যদি উক্ত টাকার দ্বারা ইনকাম ট্যাক্স কমানোর বা অন্য কাউকে ঠেকায় পড়ে সুদের টাকা হতে ঘুষ

Scanned by CamScanner

দেওয়া হয়। কত সুদ পাওয়া গিয়েছে ও কত ঘুষ দেওয়া হয়েছে তার হিসাব রাখা হয়। তাহলে সুদের অসুবিধা দূর হবে কি না?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য যে সমস্ত জিনিস হারাম করে দিয়েছেন, তন্মধ্যে সুদ অতি জঘন্যতম, তাই সুদের টাকা নিয়ে ঘুষ দিলে উভয়ে অপরাধী হবে। তবে সরকার যে পরিমাণ ইনকাম ট্যাক্স ধার্য করেছে ওই পরিমাণ সঞ্চয়পত্রের সুদ দ্বারা ইনকাম ট্যাক্স পরিশোধ করতে পারবে। তবে এরূপ না করাই বাঞ্ছনীয়। (১/৪০৭)

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۶۲۰ : سود لینا جائز نہیں ہے اگر بمجبوری لینا پڑے تو لے کر اس کو صدقہ کر دیوے۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۰۲ : جس قدر روپیہ گورنمنٹ آپ سے بذریعہ ٹیکس وصول کرتی ہے اسی قدر روپیہ آپ گورنمنٹ بینک یا دوسرے محکمات سرکاری سے جس طرح ممکن ہو وصول کر سکتے ہیں گورنمنٹ اس کا نام سود رکھے یا کچھ اور... ... لیکن سود کے بارے میں جو وعیدیں شدید قرآن وحدیث میں عموم کے ساتھ وارد ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے احتیاط فتوی میں یہی ہے کہ ناجائز قرار دیا جائے۔

সরকারি ট্যাক্স কমানোর জন্য সঞ্চয়পত্র ক্রয়

প্রশ্ন : বংলাদেশ সরকার কর্তৃক ব্যক্তিগত আয়ের ওপর নির্দিষ্ট হারে ট্যাক্স প্রদানের নির্দেশ আছে। আবার সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে, যদি কেউ সকারের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে টাকা ইনভেস্ট করে অর্থাৎ সরকারের নির্দিষ্ট হারে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে, তাহলে ওই ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত ট্যাক্সের হার কমে আসবে। অতএব শুধুমাত্র সরকারের ঘোষিত ট্যাক্সের রেয়াত পাওয়ার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ইনভেস্ট করা তথা সরকারের সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা শরীয়তে দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : সরকার ঘোষিত ট্যাক্সের রেয়াত পাওয়ার উদ্দেশ্যে সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে টাকা ইনভেস্ট করা জায়েয হবে। তবে ইনভেস্টকৃত টাকার সুদ গ্রহণ করা বৈধ হবে না। কিন্তু সরকার যদি অযৌক্তিক ট্যাক্সে বাধ্য করে তাহলে সরকার থেকে প্রাপ্ত সুদের টাকা দ্বারা অযৌক্তিক ট্যাক্স আদায় করার অনুমতি আছে। (৯/২৪৯/২৬১০)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۰۳ : اگر سرکاری محکمہ سے سود کی رقم حاصل ہوئی تو اس کو غیر واجبی ٹیکس میں ادا کرنا بھی درست ہے، بلکہ صدقہ سے مقدم ہے۔

Scanned by CamScanner

সুদের টাকা দিয়ে ওয়াজ-মাহফিল করা

প্রশ্ন : আমি একটি সংগঠন করেছি। তার নাম হলো 'হেফাজতে ইসলাম যুব সংগঠন'। এর দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো, ওয়াজ-নসীহত করা বা সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করা। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের মূলধন হালাল ব্যবসা করে বাড়ানো। কিন্তু ব্যবসা করতে গিয়ে যে লাভ এসেছে তার অধিকাংশ সুদি হয়ে গেছে। তাই আমাদের সদস্যদের বললাম যে, সুদি টাকা দিয়ে ওয়াজ করানোও জায়েয হবে না। তাই আমরা মূলধন বা তার সাথে কিছু যোগ করে সেই টাকা দিয়ে ওয়াজ করাব। কিন্তু তারা আমার কথাকে ডিঙ্গিয়ে সুদি টাকা দিয়ে ওয়াজ করায়। এতে কেমন গোনাহ হবে?

উত্তর : যার নিকট হতে সুদ গ্রহণ করা হয় তাকে ফেরত দেওয়া শরীয়তের নির্দেশ। তার অবর্তমানে তার উত্তরসূরিদের ফেরত দিতে হবে। যদি চেষ্টা করার পরও সুদদাতার সন্ধান পাওয়া না যায় তাহলে সদকা করে দেবে। কিন্তু তা দ্বারা ওয়াজ মাহফিল করানো জায়েয হবে না। এতদসত্ত্বেও যদি করে তাহলে এন্তেজামিয়া কমিটি মারাত্মক গোনাহগার হবে। কমিটির জন্য উক্ত কর্ম হতে তাওবা করে যে পরিমাণ টাকা ওয়াজ-মাহফিলে খরচ হয়েছে তা নিজের পক্ষ থেকে সদকা করা জরুরি। আপনার জন্য করণীয় হলো উক্ত সমিতি যদি বাস্তবেই সুদি হয় তাহলে তা থেকে বের হয়ে আসা, এটি আপনার ঈমানী দায়িত্ব। (১৪/১১৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣٨٥ : ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٩ : والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله-

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ٢٤٢ : الجواب- بینک کے سود کو جو لوگ حلال کہتے ہیں غلط کہتے ہیں مگر بینک میں سود کی رقم نہ چھوڑے بلکہ نکلوا کر بغیر نیت صدقہ کے کسی ضرورتمند محتاج کو دے دیجئے کسی کار خیر میں اس رقم کا لگانا جائز نہیں۔

সুদের টাকা দিয়ে ব্যবসা ও অর্জিত মুনাফার হুকুম

প্রশ্ন : মোহাঃ আব্দুল্লাহ সুদের ব্যবসায়ী প্রচুর টাকার মালিক। সে তার ছোট ভাই আঃ খালেককে ব্যবসার উদ্দেশ্যে মোটা অঙ্কের সুদের টাকা প্রদান করে। আঃ খালেক ওই

Scanned by CamScanner

টাকা দিয়ে ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন করে। প্রশ্ন হলো, আঃ খালেকের জন্য সুদের টাকা দ্বারা অর্জিত মুনাফা হালাল হবে, নাকি সদকা করতে হবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদের টাকা মূল মালিক বা তার ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য। তাদের না পেলে গরিব-মিসকিনদের মাঝে সদকা করে দেওয়া জরুরি। এখন মুহাম্মদ আঃ খালেক যদি প্রকৃত অর্থেই গরিব হয় এবং জনাব আব্দুল্লাহ সুদের টাকাগুলো মূল মালিক বা তার ওয়ারিশদের না পেয়ে আঃ খালেককে সদকার উদ্দেশ্যে ব্যবসার জন্য দিয়ে থাকে তাহলে তার ওই ব্যবসার অর্জিত মুনাফা হালাল হবে। কিন্তু আঃ খালেক যদি বাস্তবে গরিব না হয় তবে সুদের টাকাগুলো মূল মালিক বা তার ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছানো কর্তব্য। তাদের না পেলে কোনো গরিব-মিসকিনদের মাঝে মূল টাকা ও এর দ্বারা অর্জিত মুনাফা সদকা করে দেবে। (১৩/৬৩৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣٨٥ : لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه-

📖 فيه أيضا ٦/١٨٩ : (قوله وتصدق إلخ) أصله أن الغلة للغاصب عندنا؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد والعاقد هو الغاصب فهو الذي جعل منافع العبد مالا بعقده، فكان هو أولى ببدلها، ويؤمر أن يتصدق بها لاستفادتها ببدل خبيث وهو التصرف في مال الغير درر-

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۳۸۵ : مال حرام اور ربح خبیث کو صدقہ کرنے کا حکم ایک خاص اصل پر مبنی ہے وہ یہ کہ جن اموال کے مالک معلوم نہ ہوں یا ان تک پہنچانا متعذر ہو وہ بحکم لقطہ ہو جاتے ہیں اور حکم لقطہ کا یہی ہے کہ جب مالک کے ملنے سے مایوسی ہو جائے تو مالک کی طرف سے اس کا صدقہ کر دیا جاوے، مال حرام کی مالک جب معلوم نہ ہوں یا ان کو پہنچانا متعذر ہو تو اس مال کا صدقہ کرنا بھی بحکم لقطہ مالک اموال کی طرف سے ہوگا، اسی وجہ سے اس کا صدقہ کہنا صحیح ہوا، اور اسی وجہ سے فقراء کے لئے اس کا لینا حلال ہوا، ورنہ حرام مال کا کھانا جیسا اس کیلئے حرام تھا فقراء کیلئے بھی حرام ہوتا ، کیونکہ فقراء کے پاس یہ مال منجانب مالک گیا ہے نہ کہ منجانب کاسب حرام۔

Scanned by CamScanner

অতিরিক্ত কিছু দেওয়ার শর্তে ঋণ দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি কাউকে মাঘ মাসে এক হাজার টাকা দিল এ কথার ভিত্তিতে যে সে তাকে ভাদ্র মাসে এক হাজার টাকা ও ত্রিশ কেজি চাল দেবে। এ সুরত বৈধ হবে কি না? বৈধ না হলে এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে বৈধ হবে কি না? পদ্ধতি হলো ত্রিশ কেজি চালের বিনিময়ে ঋণদাতা কিছু পরিমাণ টাকা দেবে, যা চালের মূল্য থেকে অনেক কম।

উত্তর : টাকা ঋণ দিয়ে তার ওপর অতিরিক্ত কিছু নেওয়ার শর্ত করলে সুদ বলে গণ্য হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত উভয় পদ্ধতি সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হারাম ও অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। (১৭/৯৪৫)

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله ليس له) أي ليس للمقرض أن يطلب منه أي من القابض إلا حصته من القرض -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١٠/ ٥٩٨ : (وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا»؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض -

লোন না নিয়ে শিল্প-কারখানা করলে অতিমাত্রায় ট্যাক্স দিতে হয়, করণীয় কী?

প্রশ্ন : আমি একজন তাঁত ব্যবসায়ী। আমি কিছু উন্নত মেশিনের মাধ্যমে ব্যবসা বড় করতে চাই। কিন্তু সরকারি নিয়ম হলো, এ রকম বড় ধরনের ব্যবসা করতে গেলে সরকার থেকে লোন নিতে হয়। আর লোন না নিলে সরকার এ ব্যবসার ওপর যে পরিমাণ ট্যাক্স বসায় তাতে ব্যবসায় লাভবান হওয়া যায় না। এমতাবস্থায় যদি লোন নেওয়া হয় তবে সুদের লেনদেন করতে হয়। এ মুহূর্তে আমার জন্য কী করণীয়?

উত্তর : সুদ নেওয়া ও দেওয়া উভয়ই হারাম, জঘন্যতম অপরাধ। সুদদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অভিসম্পাত করেছেন।

Scanned by CamScanner

সুতরাং এই অভিশপ্ত কাজে লিপ্ত হওয়া কারো জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। সুতরাং ব্যবসাকে বড় ও প্রসার করা এবং ট্যাক্স থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সুদের মতো মারাত্মক গোনাহের আশ্রয় নেওয়া কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয হতে পারে না। তবে এ ক্ষেত্রে আপনি ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাথে সুদবিহীন লেনদেন করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন। (১১/২১৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء».

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۲۷۰ : صورت مسئولہ میں سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی حالت ایسی مجبور واضطرار کی نہیں ہے آپ کے پاس کارخانہ اور مشینیں وغیرہ ہیں جو ہزاروں روپے کی مالیت کی چیزیں ہیں لہذا آپ کیلئے شرعا لون(سودی قرض) لینے کی اجازت نہیں ہو سکتی کارخانہ جاری کرنا ہے تو اس کیلئے کوئی جائز طریقہ اختیار کیا جائے... ... اس فانی دنیا میں حلال اور صحیح طریقہ سے بقدر کفاف روزی مل جائے انسانی زندگی کیلئے یہی کافی ہے، حلال وغیر مشتبہ روزی حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہئے۔

লোন নেওয়ার জন্য চেয়ারম্যানের সত্যায়নপত্র দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেব একজন হাফেজ এবং আলেম। যখন ইউনিয়নের লোক কোনো সুদি ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করার জন্য ব্যাংকে যায় তখন ব্যাংক ম্যানেজার তাকে বলে, তুমি তোমার ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের নিকট থেকে একটি সত্যায়নপত্র নিয়ে আসো। তখন চেয়ারম্যান সাহেব তাকে একটি সত্যায়নপত্র লিখে দেয়, যার দরুন ব্যাংক তাকে ঋণ দেয়। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত চেয়ারম্যানের কি কোনো গোনাহ হবে? উল্লেখ্য, উক্ত চেয়ারম্যান সাহেব সত্যায়নপত্র দিতে বাধ্য। কেননা এটা সরকারি আইন।

উত্তর : সুদি লেনদেন করা হারাম। এ কাজে সহযোগিতা করাও গোনাহ। প্রশ্নে উল্লিখিত চেয়াম্যানের সত্যায়নপত্র প্রদান সুদি লেনদেনের সহায়তার উদ্দেশ্যে হলে গোনাহ হবে। প্রাতিষ্ঠানিক কাজ হিসেবে হলে গোনাহ হবে না। (১১/২৪৯)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٣/ ٤٨٤ : الربوا حرام قطعي حرمة ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة منكر حرمته كافر، منكر للكتاب والسنة والاجماع مرتكب الربوا مرتكب لأكبر الكبائر، والإعانة على الحرمة والمعصية حرام ومعصية وصورة الإعانة الإعطاء، والكتابة والشهادة، فإعطاء الربوا حرام ومعصية والمعطى مرتكب للكبيرة، وكذا كتابة الربوا والشهادة عليه حرام ومعصية والكاتب والشاهد مرتكبة للكبيرة، ولذا جاء فى الحديث اللعنة عليهم جميعا-

📖 اصلاحی خطبات ١ /٨٤ : دوسری بات یہ ہے کہ سفارش ایسے کام کیلئے ہونی چاہئے جو کام شرعاً جائز ہو لہذا ناجائز کام کرانے کیلئے سفارش کرنا کسی حال میں جائز نہیں۔

কমবেশি করে ব্যাংক চেকের ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক লোক এক চাকরিজীবীর দশ হাজার টাকার ঋণ পরিশোধ করে দেয়। এর পরিবর্তে এই চাকরিজীবী তার ব্যাংকের চেক তার নিকট দেয় এবং এ চুক্তি করে যে প্রতি মাসে বারো হাজার টাকা করে আদায় করে দেবে এবং বলে যে, এটা সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আরো বলে যে, আমি অমুক আলেমের নিকট জিজ্ঞেস করেছি, এভাবে সে দশ মাস ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নেবে, যার অঙ্ক দাঁড়াবে বারো হাজার টাকা। জানার বিষয় হলো, এই পদ্ধতি কি সুদের অন্তর্ভুক্ত? যদি সুদ হয় ওই আলেমের কথা অনুযায়ী কোনো জায়েয পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে চেক বা রসিদের মাধ্যমে উল্লিখিত টাকার বিনিময়ে তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। উল্লিখিত টাকার থেকে কম বা বেশি টাকার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ। অতএব, প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী ১০,০০০ টাকার বিনিময়ে ১২,০০০ টাকার চেক ক্রয়-বিক্রয় করা অবৈধ হবে। (১১/৫৩১)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦/ ١٠٩ : الجواب-ڈرافٹ بل اگرچہ فی ذاتہ ایک سادہ سا کاغذ ہے جس کی کوئی ذاتی قدر و قیمت نہیں، مگر اس وقت وہ ایک معین رقم کی نمائندگی کرتا ہے اس لئے اس وقت بناء پر عرف وہ بھی قیمتی مال بن چکا ہے اس لئے اس کو اتنے

Scanned by CamScanner

قیمت کے بدلے خرید ناجائز ہے جتنی کہ اس کی مالیت ہے اسی طرح ٹریول چیک اور بانڈز وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔

📖 کامیاب تجارت کے شرعی احکام ص ۸۴ : یہی حکم ہر ملک میں حکومت کی جانب سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ اور خوالے کی رسیدوں اور انعامی پانڈوں کا ہے کہ اس میں جتنی رقم تحدید ہے یا اس کی جو قیمت خدید مقرر ہے اس سے کمی بیشی کے ساتھ ان سرٹیفکیٹ اور حدالے کی رسیدوں اور انعامی بانڈوں وغیرہ کی خرید وفروخت جائز نہیں ہے سود ہے کیونکہ یہ سب چیزیں حقیقت میں ادا کردہ روپیوں کی رسیدیں جو کہ حوالہ کے حکم میں ہیں اور حوالے میں جتنی رقم رسیدوں میں تحریر ہوتی ہے اس سے کم وبیش میں حوالے کو فروخت کرنا یا خرید ناجائز نہیں۔

📖 فیہ ایضا ۸۷ : لیکن ایک ہزار روپے کے ڈرافٹ کو ایک ہزار سے زائد روپے میں فروخت کرنا جائز نہیں ہے لہذا مروجہ ڈرافٹ مثلاً ۳۳ ہزار روپے کے ڈرافٹ کو ہاتھ در ہاتھ ڈالر اور سعودی ریال سے فروخت کرنے کی صورت میں کمی اور بیشی سے خرید اور فروخت سے جائز ہے لیکن اگر روپیوں میں فروخت کرے تو اس سے زیادہ روپیوں (مثلاً ۳۵ ہزار روپیوں) میں خرید وفروخت کرنا جائز نہیں سود اور حرام ہے۔

সুদের টাকায় কেনা হাদিয়ার পোশাক পরিধান করা

প্রশ্ন : আমি একদিন আমার এক আত্মীয়ের বাসায় যাই। সে আমাকে সুদের টাকা দিয়ে একটি পোশাক হাদিয়া দেয়। আমিও তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করি। আমি তা পরিধান করে নামায, রোজা ও অন্যান্য ইবাদত করি। প্রশ্ন হলো, ওই পোশাক আমার পরিধান করা জায়েয হয়েছে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে আমার ওই ইবাদতের কী হুকুম, যা ওই কাপড় দ্বারা আদায় করেছি?

উত্তর : সুদের টাকায় ক্রয় করা কাপড় গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা আপনার জন্য জায়েয হয়নি। এ কাপড় আপনি আর ব্যবহার করবেন না। অবশ্য আপনার ইবাদত সহীহ হয়ে গেছে। (১৮/৯৯৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٣٨٦ : (قوله وهو حرام مطلقا على الورثة) أي سواء علموا أربابه أو لا فإن علموا أربابه ردوه عليهم، وإلا تصدقوا -

📖 مجموعۃ الفتاوی (سعید) ۲/ ۱۹۵ : حرام کسب کرنے والا اگر کسی کو ہدیہ بھیجے یا ضیافت کرے اور اس کا اکثر مال حرام ہو تو اسے قبول نہ کرنا چاہئے اور کھانا نہ چاہئے۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۴ / ۴۸ : سوال: رشوت کے کپڑوں سے نماز جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- نماز ادا ہو جاتی ہے مگر وہ شخص عاصی اور فاسق ہے یعنی حرام کی کمائی کے کپڑوں سے نماز پڑھنا مکروہ ہے لیکن نماز ادا ہو جاتی ہے۔

সুদখোরের সাথে একান্ন পরিবারভুক্ত থাকা

প্রশ্ন : আমার আব্বা ব্যাংকে চাকরি করেন, আবার আলাদাভাবে সুদের কারবার করেন। এ অবস্থায় আমার বাবার পরিবারের সাথে আমার থাকা-খাওয়া জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে আমার করণীয় কী? অপরদিকে আমিও একটি ব্যবসা করি, তাতে প্রচুর পরিমাণ ঋণী হয়ে গেছি, যা আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন আমার করণীয় কী?

উত্তর : সুদি লেনদেনের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ সম্পদ সম্পূর্ণ হারাম। আর হারাম উপায়ে উপার্জিত অর্থ সম্পদের প্রকৃত মালিক পাওয়া না গেলে তাদের পক্ষ থেকে অবশ্যই সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। তবে যদি আপনার পিতার অধিকাংশ অর্থ সম্পদ অন্য কোনো হালাল উপায়ে অর্জিত হয় তাহলে তা হতে আপনার খাওয়াদাওয়া প্রয়োজনে বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না। তবে আপনি যদি একেবারে অসহায় হন এবং আপনার পিতা তার উক্ত সম্পদ হতে আপনাকে কিছু সম্পদের মালিক বানিয়ে দেয় তাহলে তা থেকে ভোগ করা আপনার জন্য জায়েয হবে। অনুরূপভাবে আপনার ঋণ আদায় করার কোনো ব্যবস্থা না থাকলে আপনার পিতার উক্ত সম্পদ হতে ঋণ আদায় করা যেতে পারে। (৯/৪০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٤٣/٥ : آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل، ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها-

📖 فيه أيضا ٣٤٩/٥ : وإذا مات الرجل وكسبه خبيث فالأولى لورثته أن يردوا المال إلى أربابه فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا به وإن كان كسبه من حيث لا يحل وابنه يعلم ذلك ومات الأب ولا يعلم الابن ذلك بعينه فهو حلال له في الشرع والورع أن يتصدق به بنية خصماء أبيه-

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۱۳۲ : الجواب- حرام مال واجب التصدق ہے جس میں تملیک مسکین ضروری ہے اس لئے حرام آمدن والے کے ہاں کھانا مسکین کیلئے بھی جائز نہیں البتہ وہ مسکین کو مالک بنادے تو اس کیلئے جائز ہے مگر تملیک مسکین کے بعد بھی غنی کیلئے جائز نہیں جب تک کہ غنی کو مالک نہ بنائے، سوال میں مذکورہ صورت میں یہ تدبیر اختیار کی جاسکتی ہے کہ والد بالغ اولاد میں سے کسی کو نقد رقم کا مالک بنادے پھر وہ گھر کے تمام مصارف پر خرچ کرتا رہے اسی طرح پورا گھرانا حرام خوری سے بچ سکتا ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۱۶۳ : ج: سود کے پیسوں سے اپنا قرض اداء کرنا جائز نہیں، نہ ان کو مسجد یا اس کے بیت الخلاء میں لگایا جائے، بلکہ جس طرح ایک قابل نفرت اور گندی چیز سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے، اس خیال سے یہ سود کے پیسے کسی محتاج کو بغیر نیت ثواب دے دیئے جائیں، سوال میں جس قرضدار کے بارے میں پوچھا گیا ہے اگر واقعی محتاج ہے تو اس کو قرض اداء کرنے کیلئے سودی رقم دینا جائز ہے۔

সুদখোরের সন্তানকে শিক্ষাদান করে বেতন গ্রহণ করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি এক বাসায় ছোট ছেলেদেরকে কোরআন শরীফ শিক্ষাদান করে। মাসিক কিছু অজিফা গ্রহণ করে এবং মাঝে মাঝে সে বাসায় নাস্তাও করে। কিন্তু এ কথা স্পষ্টভাবে জানা গেছে যে, বাসাওয়ালাদের কালাতিপাত হয়ে থাকে ব্যাংকের ইন্টারেস্টের মাধ্যমে। এমনকি বাসার কর্তাও এ কথা স্বীকার করেছে। জানার বিষয় হলো, উক্ত ব্যক্তির জন্য মাসিক অজিফা গ্রহণ করা এবং খাবার খাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর: শরীয়তের বিধান মতে, সুদভিত্তিক উপার্জিত আয় সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ। ব্যাংকের ইন্টারেস্ট সুদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় সে পরিবারের দাওয়াখাওয়া বা চাকরির বিনিময়ে টাকা গ্রহণ নাজায়েয। অবশ্য বেতনের টাকা যদি মালিক অন্যের নিকট থেকে কর্জ করে পরিশোধ করে তাহলে বেতন হিসেবে ওই টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে (৫/৩৫)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۷۸ : اجرت لینا مال حرام سے حرام ہے البتہ اگر وہ قرض لیکر دیدے اور اس کو یقین ہو جائے تو درست ہے۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ۵۱۵ : جس کے گھر کا مال حرام ہو اس کے یہاں نوکری و دعوت وغیرہا سب حرام ہے۔

Scanned by CamScanner

সুদের টাকা মসজিদের পায়খানা ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি ব্যাংকে ২ লাখ টাকা জমা রাখল এবং ব্যাংক থেকে সে টাকার বিনিময়ে সুদ হিসেবে তাকে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হলো। জানার বিষয় হলো :
১) ওই ব্যক্তি শুধু উক্ত টাকা দিয়ে মসজিদের পায়খানা নির্মাণ করতে পারবে কি না?
২) উক্ত টাকা মসজিদ ফান্ডের অন্য টাকার সাথে মিশিয়ে মসজিদের উন্নয়নমূলক যেকোনো কাজ করা যাবে কি না?
৩) মূলত সুদের টাকা ব্যয়ের হুকুম কী এবং তা কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করা যায়?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদের লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা হারাম। তা সত্ত্বেও কেউ সুদের লেনদেন বা অন্য কোনো নাজায়েয পন্থায় হারাম অর্থ উপার্জন করে থাকলে তা মালিকের নিকট পৌঁছে দেবে। তা সম্ভব না হলে সাওয়াবের নিয়্যাত ব্যতীত কোনো ফকির-মিসকিনকে সদকা করে দেওয়া জরুরি। সুদের লেনদেন বা অন্য কোনো হারাম পন্থায় অর্জিত টাকা মসজিদের কাজে ব্যবহার করা জায়েয নেই। তেমনিভাবে মসজিদের বাথরুমের কাজেও ব্যবহার করা জায়েয হবে না। (১৬/৪১৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٦٥٨ : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله -

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٤/ ٢٤٥ : والواجب في الكسب الخبيث تفريغ الذمة والتخلص منه برده إلى أربابه إن علموا، وإلا إلى الفقراء-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۷۵ : جواب- سود کا روپیہ نہ مسجد میں لگایا جاسکتا ہے نہ مدرسہ میں وہ تو جس سے لیا ہے اس کو واپس دیا جائے یہ ممکن نہ ہو تو خیرات کر دیا جائے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۱۹۲ : الجواب- مسئلہ مختلف فیہ ہے، غریب مسکین کو دینا اولی ہے، سڑک وغیرہ رفاہ عام کے کاموں میں لگانے کی گنجائش ہے، مسجد میں نہیں لگا سکتے، مسجد کے بیت الخلاء کی مرمت میں لگا سکتے ہیں۔

সুদের টাকা থেকে দায়মুক্তির উপায়

প্রশ্ন : সুদের টাকা কোন কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে? নিজের খামারবাড়ির পায়খানা বা মসজিদের পায়খানাতে সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সুদের টাকা ব্যবহার করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদদাতা, গ্রহীতা এবং তদসংশ্লিষ্ট সকলই অভিশপ্ত ও মারাত্মক গোনাহগার বলে বিবেচিত। তাই সুদের লেনদেন ও আদান-প্রদান উভয়টা হারাম। জেনেশুনে সুদ গ্রহণ করা কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ হতে পারে না। কোনো কারণে সুদের টাকা চলে এলে তা তার প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া জরুরি। মালিকের নিকট পৌঁছানো সম্ভব না হলে দায়মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে সাওয়াবের নিয়্যাত ব্যতীত অত্যন্ত অসহায়, গরিব-মিসকিনদের সদকা করে দেবে। ফিকাহবিদদের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী উক্ত সুদের টাকা নিজের বা জনকল্যাণমূলক কোনো কাজে তথা প্রস্রাব-পায়খানা নির্মাণে খরচ করা জায়েয হবে না। (৮/৮৭২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٩١- ٢٩٢ : وفي شرح الوهبانية عن البزازية: إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي، أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر لأنه ليس بحرام بعينه بالقطع لاستهلاكه بالخلط-

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٩ : (قوله فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه إلخ) يعني وإنما يجب رد ضمانه لو استهلكه، وفي التفريع خفاء، لأن المذكور قبله أن البيع الفاسد من جملة الربا، وإنما يظهر لو ذكر قبله أن الربا من جملة البيع الفاسد، لأن حكم البيع الفاسد أنه يملك بالقبض ويجب رده لو قائما ورد مثله أو قيمته لو مستهلكا.

📖 فيه أيضا ٦/ ٣٨٦ : وهو حرام مطلقا على الورثة) أي سواء علموا أربابه أو لا فإن علموا أربابه ردوه عليهم، وإلا تصدقوا به كما قدمناه آنفا عن الزيلعي.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۳۸۴- ۳۸۵ : الجواب- تملیک فقراء ومساکین ضروری ہے، بناء مدارس ودیگر اوقاف ومبرات میں صرف کرنا ان اموال کا جائز نہیں، اور دلیل اس کی عبارت ذیل میں ہے

(۱) اس قسم کے اموال میں فقہاء کی عبارات دو طرح پر منقول ہیں بعض میں تصدق به یا وجب علیه التصدق ہے اور بعض میں تصدق علی الفقراء والمساکین کی تصریح ہے، اوقاف ومبرات پر خرچ کرنا کہیں منقول نہیں، قال فی

Scanned by CamScanner

البزازية : فيرده على أربابها إن علموا وإلا تصدق به على الفقراء (على هامش الهنديه صفحه ٣٥٥ ج ٦) وفى كراهية الهندية إن تصدق به على أبيه يكفيه ولا يشترط التصدق على الأجنبى (عالمگيرى صفحه ٣٨٥ ج ٥)

(۲) لفظ صدقہ وتصدق جب مطلق بولا جاتاہے تو عرف فقہاء میں وہ واجب التملیک ہوتاہے اور مصرف اس کا فقراء ہیں بناء مدارس وغیرہ اس میں داخل نہیں ہوتی کما قال الجصاص : ... ...

اصل عبارت مذکورہ یہ ہے کہ لفظ صدقہ جب مطلق بولا جائے اس کے ساتھ جاریہ یا موقوفہ وغیرہ الفاظ نہ ہوں تو عرف شرع میں وہ محض صدقہ تملیک پر محمول ہوتاہے اور مصرف اس کا فقراء ومساکین ہوتے ہیں بناء مدارس وغیرہ میں صرف نہیں ہوسکتا، مال حرام اور ربح خبیث کو صدقہ کرنے کا حکم ایک خاص اصل پر مبنی ہے وہ یہ کہ جن اموال کے مالک معلوم نہ ہوں یا ان تک پہنچانا متعذر ہو تو اس مال کا صدقہ کرنا بھی بحکم لقطہ مالک اموال کی طرف سے ہوگا، اسی وجہ سے اس کا صدقہ کہنا صحیح ہوا۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۱۶۳ : ج: سود کے پیسوں سے اپنا قرض اداء کرنا جائز نہیں، نہ ان کو مسجد یا اس کے بیت الخلاء میں لگایا جائے، بلکہ جس طرح ایک قابل نفرت اور گندی چیز سے چھٹکارا حاصل کیا جاتاہے، اس خیال سے یہ سود کے پیسے کسی محتاج کو بغیر نیت ثواب دے دیئے جائیں، سوال میں جس قرضدار کے بارے میں پوچھا گیاہے اگر واقعی محتاج ہے تو اس کو قرض اداء کرنے کیلئے سودی رقم دینا جائزہے۔

সুদের টাকা খরচ করার কিছু খাত

প্রশ্ন : জনতা ব্যাংকে একখানা সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্টের হিসাব আছে। অ্যাকাউন্ট খোলার সময় লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল যে অ্যাকাউন্ট সুদমুক্ত হবে। বহুদিন পর খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে ব্যাংক ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ১১০০০ টাকা সুদ দিয়েছে। এ ব্যাপারে শরীয়ত মোতাবেক সুদের টাকার ব্যাপারে কী করা যায়?

উল্লেখ্য, যার অ্যাকাউন্টে সুদের টাকা জমা হয়েছে সে সুদের টাকা নিজ হাতে উঠাতে অথবা ধরতে চায় না। এখন সে যদি ব্যাংককে সুদের টাকা নিয়ে নিতে বলে তাহলে তার গোনাহ হবে কি না? আর একান্তই যদি সুদের টাকা উঠাতে হয় তাহলে এই সুদের ১১০০০ টাকা সাওয়াবের নিয়্যাত না করে আত্মীয় বা অনাত্মীয় গরিব কোনো ব্যক্তিকে

Scanned by CamScanner

সম্পূর্ণ টাকা একসাথে বা ভাগ করে দিতে পারবে কি না? এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো :

নিম্নবর্ণিত জায়গাসমূহ :
(১) কোনো বিধবা মহিলাকে
(২) কোনো অবিবাহিত গরিব মেয়ের বিয়ে দিতে
(৩) কোনো এতিম ছেলেকে মাদরাসায় লেখাপড়ার জন্য
(৪) যে গরিব মহিলার ঘর নেই তাকে ঘর তৈরি করার জন্য
(৫) টঙ্গীর ইজতেমার ময়দানে পায়খানা তৈরি করতে অথবা টঙ্গীর মাঠে মাটি ভরাট করার জন্য।
(৬) কোনো গরিব লোক, যারা বাসাবাড়িতে কাজ করে।

উত্তর : নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া সুদি ব্যাংকে টাকা জমা রাখা জায়েয নেই। অত্যন্ত প্রয়োজনে কারেন্ট অ্যাকাউন্টেই রাখবে। অনিচ্ছায় বা অজান্তে নিজ অ্যাকাউন্টে সুদ চলে এলে তা সুদদাতার নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো পন্থা থাকলে ওই পন্থা গ্রহণ করা জরুরি। এরূপ কোনো ব্যবস্থা না থাকা অবস্থায় তা ব্যাংকে ফেলে না রেখে উত্তোলন করে নেবে এবং যাকাত খেতে পারে–এমন লোককে সাওয়াবের নিয়্যাতবিহীন দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা জরুরি। (৯/৩০১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٤٩ : والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۰۵ : الغرض بینک میں روپیہ جمع کرنا جائز نہیں خواہ سود لینے کی نیت سے ہو یا نہ ہو لیکن کسی کا روپیہ مسئلہ معلوم ہونے سے پہلے جمع ہو یا کسی قانونی مجبوری سے جمع کر دیا ہو تو اس کا سود بینک میں نہ چھوڑے بلکہ لے کر غرباء اور فقراء پر صدقہ کر دے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶/ ۱۹۷ : اول تو بینک میں رقم رکھنے سے گریز ہی کرنا چاہئے اور اگر مجبوراً حفاظت کی نیت سے رکھدی جائے تو اس پر جو سود منافع کی صورت میں ملتا ہے وہ بینک والوں کیلئے نہ چھوڑے بلکہ ان سے لیکر غرباء اور فقراء پر بلانیت ثواب صدقہ کر دے۔

Scanned by CamScanner

সুদের টাকা দিয়ে কিতাব কিনে ওয়াক্‌ফ করা

প্রশ্ন : পাঁচ বছর পূর্বে আমি সোনালী ব্যাংকে টাকা জমা রেখেছি। তাতে প্রায় ৫০০০ টাকা সুদ জমা হয়েছে। কিন্তু জনৈক হুজুর বললেন যে, সুদের টাকা হারাম এবং সেটা সাওয়াবের নিয়্যাত ব্যতীত গরিব-মিসকিনকে দান করা ওয়াজিব। উক্ত কথাটি সঠিক কি না? এবং সেই সুদের টাকা দিয়ে দ্বীনি কিতাব ক্রয় করে মাদরাসায় ওয়াক্‌ফ করতে পারব কি না? ক্রয় করে হাদিয়াস্বরূপ দিতে পারব কি না? অথবা মসজিদ-মাদরাসার কোনো কাজ করে দিতে পারব কি না? কোনোটাতেই আমি সাওয়াবের নিয়্যাত করব না।

উত্তর : ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের টাকা নিজে ভোগ করা সম্পূর্ণ হারাম। উক্ত টাকা সাওয়াবের নিয়্যাত ব্যতীত যাকাত খাওয়ার উপযোগী গরিব-মিসকিনদের দিয়ে দেওয়া জরুরি। এ ব্যাপারে প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেবের বক্তব্য সঠিক। উক্ত টাকা দিয়ে কিতাব ক্রয় করে মাদরাসায় ওয়াক্‌ফ করা বা কোনো ধনী ব্যক্তিকে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করা অথবা মসজিদ-মাদরাসার উন্নয়নমূলক কোনো কাজে ব্যয় করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। (৬/৭২৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٩٢ : رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر، ولو علم الفقير بذلك فدعا له وأمن المعطي كفرا جميعا. ونظمه في الوهبانية وفي شرحها: ينبغي أن يكون كذلك لو كان المؤمن أجنبيا غير المعطي والقابض، وكثير من الناس عنه غافلون ومن الجهال فيه واقعون. قلت: الدفع إلى الفقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام بعينه مسجدا ونحوه مما يرجو به التقرب؛ لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولا يكون ذلك إلا باعتقاد حله.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ / ۱۶ : بینک کے سودی کھاتے میں رقم جمع کرانا جائز نہیں، اگر کسی نے جہالت یا غفلت سے جمع کرادی بعد میں متنبہ ہو کر اس عمل پر نادم ہوا تو اس پر واجب ہے کہ اس سے توبہ واستغفار کر کے فوراً اپنی پوری رقم مع سود بنک سے نکال لے اور سود کی رقم بلانیت ثواب مساکین پر صدقہ کردے، سود اور ہر قسم کی مال حرام وارباح فاسدہ بحکم لقطہ ہیں اور بوقت خوف ضیاع لقطہ اٹھانا واجب ہے پھر مالک پر رد اور اس کا علم نہ ہو سکے تو اس کی طرف سے بلانیت ثواب مساکین پر صدقہ واجب ہے۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۳۸۶ : الغرض ارباح فاسدہ اور اموال حرام جو واجب التصدق ہیں ان کا مصرف لقطہ کی طرح فقراء و مساکین ہیں، بناء مدارس و رباطات اور عام مصالح مسلمین میں ان کا خرچ کرنا جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

সুদের টাকা নিকটাত্মীয়কে দেওয়া

প্রশ্ন : আমার এক ফান্ডে সুদের বেশ কিছু টাকা জমা হয়ে গেছে। এখন আমি উক্ত টাকাগুলো কোথায় কী কাজে, কী নিয়মে ব্যয় করে দায়মুক্ত হতে পারি? আমার কোনো গরিব আত্মীয়কে দিতে পারব কি না?

উত্তর : সুদের টাকা তার প্রকৃত মালিক বা তার অবর্তমানে তার ওয়ারিশদের কাছে পৌছানো আবশ্যক। যদি মালিক বা ওয়ারিশ জানা সম্ভব না হয় তবে মালিকের পক্ষ থেকে দায়মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে সাওয়াবের নিয়্যাতবিহীন গরিব আত্মীয়দের দেওয়া যাবে। (৯/৪৪৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٩ : والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله۔

📖 امداد الاحکام ۳/ ۴۵۵ : یہ بھی اندازہ نہ ہوسکے کہ سود کی رقم کتنی تھی تو موجودہ مال سے اتنی رقم صدقہ کردے جس کے صدقہ کردینے کے بعد دل میں یہ گواہی دیدے کہ سود سب ادا ہوگیا اور اس صورت میں صدقہ کرنا اجنبی ہے یہ ضروری نہیں بلکہ اپنے غریب اولاد اور غریب والدین اور غریب بیوی پر صدقہ کردینے سے بری الذمہ ہو جائیگا۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۲۴۰ : س: کسی مجبوری کی بناپر میں نے سود کی کچھ رقم وصول کرلی ہے اس کا مصرف بتادیں آیا میں وہ رقم اپنے غریب رشتہ داروں (مثلاً نانی) کو بھی دے سکتا ہوں؟

ج : اپنے عزیز واقارب کے بجائے کسی اجنبی کو جو غریب ہو بغیر نیت صدقہ کے دیدی جائے۔

سুদের টাকা দান করে দিলে সুদখোর বলা হবে কি না?

প্রশ্ন : আমি সুদভিত্তিক সমিতি করে লাভ পেয়েছি। এখন উক্ত সুদি টাকাগুলো আমার

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» ـ

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢/ ٢٩١- ٢٩٢ : وفي شرح الوهبانية عن البزازية: إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي، أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر لأنه ليس بحرام بعينه بالقطع لاستهلاكه بالخلط.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٩٢ : (قوله: إذا تصدق بالحرام القطعي) أي مع رجاء الثواب الناشئ عن استحلاله كما مر فافهم (قوله لا يكفر) اقتصر على نفي الكفر؛ لأن التصرف به قبل أداء بدله لا يحل وإن ملكه بالخلط كما علمته وفي حاشية الحموي عن الذخيرة: سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان وجمع المال من أخذ الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إلي أن لا يأكل منه ويسعه حكما أن يأكله إن كان ذلك الطعام لم يكن في يد المطعم غصبا أو رشوة اهأي إن لم يكن عين الغصب أو الرشوة؛ لأنه لم يملكه فهو نفس الحرام فلا يحل له ولا لغيره. وذكر في البزازية هنا أن من لا يحل له أخذ الصدقة فالأفضل له أن لا يأخذ جائزة السلطان.

📖 فيه أيضا ٥/ ١٦٩ : (قوله فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه إلخ) يعني وإنما يجب رد ضمانه لو استهلكه، وفي التفريع خفاء، لأن المذكور قبله أن البيع الفاسد من جملة الربا، وإنما يظهر لو ذكر قبله أن الربا من جملة البيع الفاسد، لأن حكم البيع الفاسد أنه يملك بالقبض ويجب رده لو قائما ورد مثله أو قيمته لو مستهلكا.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ / ۱۶ : بینک کے سودی کھاتے میں رقم جمع کرانا جائز نہیں، اگر کسی نے جہالت یا غفلت سے جمع کرادی بعد میں متنبہ ہو کر اس عمل پر نادم ہوا تو اس پر واجب ہے کہ اس سے توبہ واستغفار کر کے فورا اپنی پوری رقم مع سود بنک سے نکال لے اور سود کی رقم بلانیت ثواب مساکین پر صدقہ کردے، سود اور ہر قسم کی مال حرام وارباح

Scanned by CamScanner

فاسدہ بحکم لقطہ ہیں اور بوقت خوف ضیاع لقطہ اٹھانا واجب ہے پھر مالک پر رد اور اس کا علم نہ ہو سکے تو اس کی طرف سے بلانیت ثواب مساکین پر صدقہ واجب ہے۔

সুদের টাকা ভাই-বোনকে দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে পরে দেখতে পেল যে কিছু টাকা সুদ এসেছে। এখন ওই ব্যক্তি এই সুদি টাকা নিজে ভক্ষণ করতে রাজি নয়। এখন ওই টাকাগুলো সে কী করবে? তার বোন-ভাই অথবা অন্য কোনো আত্মীয়কে ওই সুদগুলো সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া দিতে পারবে কি না?

উত্তর : সুদ নেওয়া সম্পূর্ণ হারাম। সুদভিত্তিক ব্যাংকে টাকা রাখাও বড় গোনাহ। অপারগতায় কারেন্ট অ্যাকাউন্টে রাখা যেতে পারে। এতদসত্ত্বেও এরূপ ব্যাংকে টাকা জমা রেখে সুদ গ্রহণ করলে ওই সুদের টাকা খাওয়ার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই। দায়মুক্ত হওয়ার জন্য ওই টাকা যাকাত খাওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়াই সুদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। আপনার ভাই-বোন যাকাত খেতে পারে, এমন গরিব হলে তাদেরকে ওই অর্থ দেওয়া যেতে পারে। (৭/৭৩৫)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ / ۱۶ : بینک کے سودی کھاتے میں رقم جمع کرانا جائز نہیں، اگر کسی نے جہالت یا غفلت سے جمع کرادی بعد میں متنبہ ہو کر اس عمل پر نادم ہوا تو اس پر واجب ہے کہ اس سے توبہ واستغفار کر کے فورا اپنی پوری رقم مع سود بنک سے نکال لے اور سود کی رقم بلانیت ثواب مساکین پر صدقہ کردے، سود اور ہر قسم کی مال حرام وارباح فاسدہ بحکم لقطہ ہیں اور بوقت خوف ضیاع لقطہ اٹھانا واجب ہے پھر مالک پر رد اور اس کا علم نہ ہو سکے تو اس کی طرف سے بلانیت ثواب مساکین پر صدقہ واجب ہے۔

সুদের টাকা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা

প্রশ্ন : সুদের টাকার প্রকৃত মালিকের সন্ধান যদি না পাওয়া যায় তাহলে কল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রকৃত মালিক বা ওয়ারিশ পাওয়া না গেলে মালিকের পক্ষ থেকে গরিব-মিসকিনকে দিয়ে দায়মুক্ত হওয়াই আসল নিয়ম, জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে তার ব্যবহারের বৈধতা সর্বজনস্বীকৃত নয়। তাই গরিবদের দিয়ে দেবে। (৯/৫৬১)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۱۳۶ : ... ...اور جس قدر مال حرام کمائی سے کمایا ہے اس کا اصل مالک کو واپس کرنا لازم ہے وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو دے دیا جائے اور وہ باقی نہ ہوں تو غرباء پر اس نیت س ے صدقہ کر دیا جائے کہ اللہ تعالی اس کے وبال سے بچائے اور جو خالص حرام کمائی کا روپیہ ہو اس کو اپنے ذاتی یا دینی کاموں میں خرچ کرنا درست نہیں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۹/ ۲۶۶ : سوال-سودی رقم رفاہ عام میں لگا سکتے ہیں؟ الجواب-یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے غریب مسکین کو دینا اولی ہے۔

মৎস্য ঋণ গ্রহণ ও সুদমুক্ত ঋণে সার্ভিস চার্জ নেওয়া

প্রশ্ন : (১) সরকারি সুদমুক্ত ঋণ। কিন্তু থানা কর্মকর্তার নিকট জানতে পারি সরকার ওই ঋণকে সার্ভিস চার্জ বাবদ বলে ঋণগ্রহীতাদের নিকট ৫% হারে বছরে ধার্য করেছে। সরকারি ঋণের ব্যাংকিং খরচ এবং কোনো ঋণগ্রহীতা যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করলে অথবা একেবারে পরিশোধ করতে না চাইলে ওই ঋণগ্রহীতাদের জন্য যে মামলা করতে হয় এবং এ মামলার খরচের জন্যই এ ৫% অতিরিক্ত ধার্য করা হয়েছে, এখন এ ঋণ কি সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে গণ্য হবে?

(২) কোনো ব্যক্তি মৎস্য চাষ করতে গিয়ে অন্য কোন উপায়ে কর্জে হাসানা অথবা কোন ইসলামী এনজিও থেকে বা কোনো ব্যক্তি থেকে ইসলামী পদ্ধতিতে যদি কোন অর্থ না পায় এবং উল্লিখিত সরকারি মৎস্য ঋণের মাসআলাটি যদি শরীয়তে আলোকে সুদমুক্ত না হয় ওই ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে যদি সরকারি ওই মৎস্য ঋণ গ্রহণ করে তাহলে কি সুদমুক্ত হবে?

উত্তর : (১) আমাদের জানা মতে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোনো ঋণ সুদমুক্ত নয়, হতেও পারে না। তবে সুদের নামে ধার্য না করে অনেক ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ বা অন্য কোনো নামে তা ধার্য করা হয়। ঋণ দিয়ে ফেরতকালে অতিরিক্ত যা নেওয়া হয়, সবই সুদ বিধায় প্রশ্ন বর্ণিত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ওপর সার্ভিস চার্জ নামে বছরে ৫% হারে অতিরিক্ত যে টাকা ধার্য করা হয়েছে তা মূলত সুদেরই অন্তর্ভুক্ত।

(২) কোরআন ও হাদীস শরীফের স্পষ্ট বর্ণনা মতে, সুদের লেনদেন মারাত্মক গোনাহ ও হারাম। কোনো মুসলমানের জন্য সুদ কখনো হালাল হয় না। আর মুসলমান কোনো অবস্থায় সুদি কারবার করতে পারে না। একান্ত অপারগ অবস্থায় তথা সুদি ঋণ নেওয়া

Scanned by CamScanner

ছাড়া জীবন বাঁচানোর বিকল্প কোনো বৈধ পন্থা না থাকাবস্থায় শুধুমাত্র জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনমতো সুদি ঋণ নেওয়াতে গোনাহগার হবে না। প্রয়োজন অতিরিক্ত খরচ মেটানোর জন্য সুদি কারবার করার অনুমতি শরীয়তে নেই। (৯/৪৮৫)

📖أحكام القرآن للجصاص (قديمى كتبخانه) ١/ ٦٣٧ : أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الأجل فأبطله الله تعالى وحرمه-

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

ঋণ দিয়ে কিস্তিতে লাভসহ তা উসূল করা

প্রশ্ন : আমরা কয়েকজন মিলে একটা সমিতি করি। সমিতির টাকা কিস্তি পদ্ধতিতে এ শর্তে বিনিয়োগ করা হয়, যদি কেউ কিছু কিনতে চায় তবে আমরা তাকে তা কিনে অথবা ক্যাশ দিয়ে দিই এবং সে আমাদেরকে ১৫% লাভসহ ১২ মাসে ১২ কিস্তিতে উক্ত টাকা পরিশোধ করে দেয়। আমাদের উক্ত পদ্ধতি জায়েয কি না? জায়েয না হলে কিভাবে জায়েয হবে?

উত্তর : ক্যাশ টাকা কর্জ দিয়ে তার অতিরিক্ত মুনাফা গ্রহণ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। তবে সমিতি মাল খরিদ করে উক্ত মাল সমিতির হস্তগত হওয়ার পর গ্রাহকের নিকট বাকিতে বেশি মূল্য নির্ধারণ করে কিস্তিতে বিক্রি করা জায়েয হবে, যদি কিস্তি ও তার সময় নির্ধারণ করে উক্ত লেনদেন করা হয়। (৮/৭৫)

📖أحكام القرآن للجصاص (قديمى كتبخانه) ١/ ٦٣٥ : والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض والدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به.

📖رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٤٢ : لأن للأجل شبها بالمبيع. ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجله، والشبهة ملحقة بالحقيقة، فصار كأنه اشترى شيئين بالألف، وباع أحدهما بها على وجه المرابحة، وهذا خيانة

Scanned by CamScanner

فيما إذا كان مبيعا حقيقة، وإذا كان أحد الشيئين يشبه المبيع يكون هذا شبهة الخيانة فتح. (قوله: لزم كل الثمن حالا) لأن الأجل في نفسه ليس بمال، فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدا، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا، فاعتبر مالا في المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة.

📖 بحوث فى قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ص ١١- ١٣ : البيع بالتقسيط بيع بثمن مؤجل يدفع إلى البائع في أقساط متفق عليها، فيدفع البائع البضاعة المبيعة إلى المشتري حالّة، ويدفع المشتري الثمن في أقساط مؤجلة، وإن اسم (البيع بالتقسيط) يشمل كل بيع بهذه الصفة سواء كان الثمن المتفق عليه مساويا لسعر السوق، أو أكثر منه، أو أقل، ولكن المعمول به في الغالب أن الثمن في (البيع بالتقسيط) يكون أكثر من سعر تلك البضاعة في السوق، فلو أراد رجل أن يشتريها نقدا، أمكن له أن يجدها في السوق بسعر أقل ولكنه حينما يشتريها بثمن مؤجل بالتقسيط، فإن البائع لا يرضى بذلك إلا أن يكون ثمنه أكثر من ثمن النقد، فلا ينعقد البيع بالتقسيط عادة إلا بأكثر من سعر السوق في بيع الحال... ... وإن ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله، هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء، وهو الراجح بالدليل، لأنه ليس في القرآن والسنة ما يمنع جواز مثل هذا البيع، وإن تعريف الربا لا ينطبق على هذه الزيادة في الثمن.

কাগজে-কলমে মাল খরিদ করে লাভের ভিত্তিতে টাকা দেওয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি আমার থেকে ৪০ হাজার টাকা নিয়েছে এ শর্তের ওপর যে, এক বছর পর আমাকে ১৫ হাজার টাকা লাভ দেবে। তবে নেওয়ার সময় স্ট্যাম্পে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমি তার কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকার মাল খরিদ করে ওই মাল তার নিকট ৫৫ হাজার টাকায় বিক্রি করেছি। তবে মূলধন ও লাভ সব আমাকে এক বছর পর দেবে। কিন্তু মাল গ্রহণ করিনি। এ রকম লেনদেন জায়েয হবে কি না? যদি নাজায়েয হয় তাহলে এখন জায়েয করার পদ্ধতি কী হবে? একজন আলেম বলেছেন,

Scanned by CamScanner

টাকা দেওয়ার সময় যদি ওই ব্যক্তি আমাকে ৫৫ হাজার টাকার মাল খরিদ করে দেয় তাহলে আমার জন্য ওই মাল গ্রহণ করা জায়েয হবে। কথাটি কতটুকু সঠিক?

উত্তর : কর্জের বিনিময়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা সুদ, যা সম্পূর্ণ হারাম। প্রশ্নে উল্লিখিত লেনদেনটি বাস্তব বিচারে কর্জের অন্তর্ভুক্ত বিধায় ৪০ হাজার টাকার ওপর অতিরিক্ত ১৫ হাজার টাকার লেনদেন সহীহ হবে না। এ ১৫ হাজার টাকা হালাল করার জন্য কাগজে-কলমে মাল খরিদ করার যে কথা লেখা আছে বা আদায়ের সময় ৫৫ হাজার টাকার মাল গ্রহণ করার যে পন্থা বাতলানো হয়েছে এটা শরীয়তসম্মত পন্থা নয়। এসব পন্থা অবলম্বন করার দ্বারা অতিরিক্ত ১৫ হাজার টাকা কোনোক্রমেই হালাল হবে না। (৮/৬৩০)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٨، ٢٧٩ : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ١٤٨ : قلت: وفي المواهب وفسد بيع المنقول قبل قبضه انتهى ونفي الصحة يحتملهما فتدبر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٤٨ : (قوله: مطلقا) أي سواء باعه من بائعه أو من غيره ح.

📖 فيه أيضا ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ٢٩٣ : سوال- زید بکر کو ایک روپیہ انتفاع کیلئے بمیعاد ایک سال قرض دیا ہے لیکن بکر سے روپیہ مقروضہ وصول کرنے کے وقت بجائے ایک روپیہ کے اٹھارہ آنہ پیسے لیتا ہے، اب مطلوب یہ امر ہے کہ صورت مرقومہ شرعا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- یہ سود ہے لہذا حرام ہے، وأحل الله البيع وحرم الربوا (كل قرض جر نفعا حرام.

Scanned by CamScanner

সুদের টাকায় বিদেশ গিয়ে উপার্জন ও হজ করা

প্রশ্ন : সুদের ওপর টাকা নিয়ে বিদেশ গিয়ে চাকরি করে টাকা-পয়সা কামালে সে টাকা হালাল হবে কি না? এবং ওই সফরে হজ করলে হজ আদায় হবে কি না?

উত্তর : সুদ নেওয়া এবং দেওয়া উভয়টাই শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ সুদের ওপর টাকা নিয়ে বিদেশ গিয়ে হালালভাবে টাকা উপার্জন করে তাহলে তার উপার্জিত টাকা হালাল হবে। আর ওই সফরে হজ করলে হজও আদায় হয়ে যাবে। তবে সুদের ওপর টাকা নেওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে তাওবা এস্তেগফার করতে হবে। (৬/৯২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 نظام الفتاوی ۱/ ۱۸۹ : لیکن جو پیسہ اور مال اپنے پاس آتا ہے اور جو نفع وبچت ہوتی ہے وہ حلال اور جائز مال ہوتی ہے اس کے کھانے اور استعمال کرنے میں حرام مال اور خبیث مال کھانے کا گناہ ووبال نہیں ہوگا۔

পণ্যমূল্য বৃদ্ধিকালীন সময়ের হিসাবে ঋণ পরিশোধ করার শর্ত

প্রশ্ন : আমি ধান ওঠার মৌসুমে যখন ধানের মূল্য কম থাকে, একজন মানুষকে সে সময়ের ধানের মূল্যের ভিত্তিতে কয়েক হাজার টাকা প্রদান করে থাকি এ শর্তের ওপর যে, যখন ধানের মূল্য বৃদ্ধি পাবে তৎকালীন মূল্যের ভিত্তিতে পূর্বের দেওয়া ধানের পরিমাণের মূল্য দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট থাকে এবং ধানের মূল্যও নির্দিষ্ট থাকে। এ নিয়ম কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতির লেনদেনটি শরীয়ত সমর্থিত কোনো লেনদেনের আওতায় পড়ে না। সুতরাং এর ভিত্তিতে অতিরিক্ত যে টাকা নেওয়া হবে তা সুদ হবে। (১১/১৮৯)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٩٤ (٢١٣٦) : عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»، زاد إسماعيل: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» -

Scanned by CamScanner

📖السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ١٤٨ : قلت: وفي المواهب وفسد بيع المنقول قبل قبضه انتهى ونفي الصحة يحتملهما فتدبر -

📖رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٤٨ : (قوله: مطلقا) أي سواء باعه من بائعه أو من غيره ح.

টাকার সাথে ধান উসূলের শর্তে ঋণ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে যে, গরিব ব্যক্তিগণ ধনীদের থেকে এ শর্তে ঋণ গ্রহণ করে যে, আগামী মৌসুমে তোমাকে টাকার সাথে সাথে কিছু ধানও দেব, বা টাকার বিনিময় শুধু ধান দেব, অথবা টাকা কিছু কম দিয়ে তার বিনিময়ে কিছু ধান দেব। জানার বিষয় হলো, বর্ণিত মাসআলার মধ্যে থেকে কোন পদ্ধতি জায়েয হবে আর কোনো পদ্ধতি জায়েয হবে না?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের আলোকে প্রশ্নোল্লিখিত প্রথম পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উক্ত পদ্ধতিতে লেনদেন করা কোনোমতেই বৈধ নয়।

তদ্রূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় এ দুটি পদ্ধতি বাইয়ে সলম সাদৃশ্য হলেও তার অন্য শর্তসমূহ যেমন–ধানের পরিমাণ, গুণগত মান ও প্রকার, আদায়ের সময়সীমা ইত্যাদি না পাওয়া যাওয়ায় উক্ত পদ্ধতিতেও লেনদেন করা নাজায়েয। তবে বাইয়ে সলমের সকল শর্ত পাওয়া গেলে উক্ত পদ্ধতিতে লেনদেন অবৈধ হবে না। (১৯/৭৩০)

📖سورة البقرة الآية ٢٧٥ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٨٢ (٢٠٨٦) : عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور».

📖رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر -

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٢٠١ : (وأما) الذي يرجع إلى البدل فأنواع ثلاثة: نوع يرجع إلى رأس المال خاصة، ونوع يرجع إلى المسلم فيه خاصة، ونوع يرجع إليهما جميعا (أما) الذي يرجع إلى رأس المال، فأنواع.

(منها) بيان جنسه كقولنا: دراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر. (ومنها) بيان نوعه إذا كان في البلد نقود مختلفة كقولنا: دراهم فتحية أو دنانير نيسابورية أو حنطة سقية أو تمر برني. (ومنها) بيان صفته كقولنا: جيد أو وسط أو رديء؛ لأن جهالة الجنس والنوع والصفة مفضية إلى المنازعة، وإنها مانعة صحة البيع لما ذكرنا من الوجوه فيما تقدم. (ومنها) بيان قدره.

📖 فيه أيضا ٥/ ٢٠٧ : وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه فأنواع أيضا.

(منها) أن يكون معلوم الجنس كقولنا: حنطة أو شعير أو تمر. (ومنها) أن يكون معلوم النوع. كقولنا: حنطة سقية أو نحسية، تمر برني أو فارسي هذا إذا كان مما يختلف نوعه، فإن كان مما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع. (ومنها) أن يكون معلوم الصفة. كقولنا: جيد أو وسط أو رديء. (ومنها) أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لأن جهالة النوع، والجنس، والصفة، والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة وأنها مفسدة للعقد، وقال النبي: - عليه الصلاة والسلام - «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». (ومنها) أن يكون معلوم القدر بكيل، أو وزن، أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي الناس، فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسد -

টাকা ও পণ্য দেওয়ার শর্তে ঋণ দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে ধানের ওপর টাকা দেওয়া নেওয়ার একটি লেনদেন প্রচলিত আছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কাউকে কার্তিক মাসে এক হাজার টাকা এ শর্তের ওপর দেয় যে আগামী চৈত্র মাসে তাকে ১ হাজার টাকাও দেবে এবং সাথে সাথে এক মণ ধান অতিরিক্ত দেবে।

উল্লিখিত লেনদেনের আরেকটি পদ্ধতি হলো, চৈত্র মাসে ধান উসূল করার সময় এক হাজার টাকা থেকে ৫০ টাকা কর্তন করে ৯৫০ টাকা ও ধান ১ মণ দেবে।

Scanned by CamScanner

জানার বিষয় হলো, উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোতে লেনদেন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত প্রথম পদ্ধতিতে সরাসরি সুদি লেনদেন এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটি সুদ গ্রহণের একটি হিলা বাহানা বিধায় উল্লেখিত উভয় পদ্ধতির লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। (১৮/৩৩৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٣٩٥ : (وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا» ؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب -

টাকার সাথে ধান উসূল করার শর্তে ঋণ দেওয়া

প্রশ্ন : আমি আমার গ্রামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে প্রয়োজনের খাতিরে ত্রিশ হাজার টাকা এ শর্তে নিয়েছি যে এক বছর পর তাকে ২৮৫০০ টাকা ও বাকি ১৫০০ টাকার বিনিময়ে ৩০ মণ ধান ১ মণ ৫০ টাকা দরে দেব। এভাবে লেনদেন করা শরীয়তে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কোনো ব্যক্তির থেকে মুনাফা দেওয়ার শর্তে কর্জ নেওয়া বৈধ নয়। এরূপ মুনাফা দেওয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ঋণের বিনিময়ে ১৫০০ টাকায় ৩০ মণ ধান দেওয়া সুদের লেনদেনের একটি অপকৌশল বিধায় এরূপ লেনদেনকে শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বলা যায় না। (১১/৯৬০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي

Scanned by CamScanner

الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به -

📖 فيه أيضا ١٦٦/٥ : وأقبح من ذلك السلم أي أقبح من بيع المعاملة المذكورة ما يفعله بعض الناس من دفع دراهم سلما على حنطة أو نحوها إلى أهل القرى بحيث يؤدي ذلك إلى خراب القرية، لأنه يجعل الثمن قليلا جدا فيكون إضراره أكثر من إضرار البيع بالمعاملة الزائدة عن الأمر السلطان.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣٩٥/٧ : وأما الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا».

পরিশোধকালে টাকা ও সিমেন্ট দেওয়ার শর্তে ঋণ দেওয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে ৫ হাজার টাকা এ শর্তের ওপর নিয়েছে যে টাকা পরিশোধ করার সময় ৪৫০০ টাকা দেবে আর ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৫ ব্যাগ সিমেন্ট দেবে। এ রকম লেনদেন শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : টাকার কর্জ তার সমপরিমাণ টাকা দিয়ে পরিশোধ করা জরুরি। টাকা দিতে অপারগ হলে তার সমমূল্যের বস্তু দেওয়া ও নেওয়া জায়েয। প্রশ্নে উল্লিখিত ৫ হাজার টাকা কর্জ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং নেওয়ার সময় ৫ হাজার টাকাই নিতে হবে। ৪৫০০ টাকা নগদ ও ৫০০ টাকার বিনিময়ে ৫ ব্যাগ সিমেন্ট দেওয়ার চুক্তি শরীয়ত সমর্থিত নয়। এরূপ চুক্তির ভিত্তিতে মূল টাকার অতিরিক্ত নিলে তা সুদ হবে, যা সম্পূর্ণ হারাম। (৮/৬৩২)

📖 زوائد مسند الحارث (مركز خدمة السنة) ١/ ٥٠٠ (٤٣٧) : عن عمارة الهمداني قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١١/ ٢٨٨ : سوال- احمد صاحب اناج کا بیوپار کرتے ہیں اور دوسرے بیوپار بھی کرتے ہیں برسات میں ہم کو روپیہ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم پہلے بھاؤ

Scanned by CamScanner

کر کے مال کا روپیہ لے جاتے ہیں اور اسی بھاؤ سے فصل پر اناج دیتے ہیں خواہ بھاؤ کم ہو یا زیادہ تو یہ جائز ہے یا نہیں یہ سود تو نہیں اس کا خلاصہ صاف صاف لکھدیں؟

الجواب-اگر روپیہ قرض دیا جائے تو پھر اس روپیہ کی واپسی لازم ہے اس میں زیادتی شرط کرنا سود ہے البتہ اگر واپسی کے وقت روپیہ موجود نہ ہو اور روپیہ کے عوض غلہ وغیرہ دینا چاہے تو دیتے وقت جو معاملہ کر لیا جائے وہ درست ہے۔

কম টাকায় ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়ার শর্তে ঋণ দেওয়া

প্রশ্ন : একজন পরহেজগার ব্যক্তি তার বিল্ডিংয়ের একটা ফ্ল্যাট টাকার অভাবে করতে পারছে না। এমতাবস্থায় সে যদি অন্য ব্যক্তি থেকে ৫০ হাজার টাকা ধার নিয়ে ফ্ল্যাট তৈরি করে। ফ্ল্যাট তৈরি করতে প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা লাগবে। যদি ৫০ হাজার টাকা ঋণদাতা এ শর্ত দেয় যে, ফ্ল্যাটটি অর্ধেক ভাড়ায় তাকে দিতে হবে তা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : ঘর মেরামতের প্রয়োজনে দেওয়া কর্জের বিনিময়ে মেরামতকৃত ঘরের ভাড়ার টাকা গ্রহণ অবৈধ। হ্যাঁ, ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কিছু কম রেয়াতি ভাড়ার ভিত্তিতে হিসাব করে প্রয়োজনীয় টাকা ঘর ভাড়া বাবদ নিয়ে কর্জদাতাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ ঘরটি ইজারার ভিত্তিতে ছেড়ে দিতে পারে। এমতাবস্থায় ইজারাদার অন্যের নিকট ভাড়া দিয়ে লাভ করতে পারবে। এতে উভয়ের প্রয়োজন ও স্বার্থ উদ্ধার হবে। তবে ওই ইজারাদারের জন্য অন্যের নিকট থেকে নেওয়া অতিরিক্ত ভাড়া হালাল হবে একটি শর্তে, অর্থাৎ সে ঘরের মধ্যে কিছু কাজ যেমন–পাখা, বাতি বা পর্দা ইত্যাদি নিজ পক্ষ থেকে লাগিয়ে ঘরকে সজ্জিত করে দেবে। (৪/২৮৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٠٥ : فما كان من ربح فهو بينهما على قدر رءوس أموالهما، وما كان من وضيعة أو تبعة فكذلك، ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال باطل.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۳۶۴ :اگر روپیہ دونوں نے دیا ہے تو یہ شرکت ہے اس میں نقصان کو صرف ایک شریک پر ڈالنا درست نہیں ہے۔

সরকারি সঞ্চয়পত্র খরিদ করে লাভ দ্বারা ইনকাম ট্যাক্স দেওয়া

প্রশ্ন : আমি একটি বেসরকারি ফার্মে চাকরি করি। আমি কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশ জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর হতে বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র ক্রয় করি। এতে সরকার কর্তৃক লাভ

Scanned by CamScanner

দেবে বলে লেখা আছে। এতে লাভ বছরান্তে দেবে বলে লেখা আছে। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এটা সত্যিই লাভ না সুদ? যদি সুদ হয় তবে এটা তোলা যাবে কি না, আর কোন কোন বাবদ খরচ করা যাবে? আমাকে প্রতি বছর ইনকামের ওপর ট্যাক্স দিতে হয়। এটা খুবই বেশি, প্রায় ২০% থেকে ৩০%। আমাদের এটা দেওয়া খুবই কষ্টকর। এই ট্যাক্স সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও কোনো ধর্মীয় পর্যায়ে পড়ে না। আমি কি এই আদায়কৃত টাকা দ্বারা ইনকাম ট্যাক্স দিতে পারব?

উত্তর : টাকার মালিক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে লাভের নির্দিষ্ট অংশের লেনদেন শরীয়তের বিধান মতে বৈধ। যেমন–১০০ টাকার মধ্যে যা লাভ হয় তার অর্ধেক বা তৃতীয়াংশ। আর যদি টাকার মালিক ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে লাভের অংশ না হয়ে লাভ হোক বা না হোক শতকরা এত টাকা হারে লাভ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা থাকে বা শর্ত করে তাকে তখন এটিকে সুদ বলা হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে সরকার কর্তৃক লভ্যাংশ গ্রহণ করা সুদের মধ্যে পড়বে। এহেন জঘন্য পাপ ও সুদের অভিশাপ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। হ্যাঁ, যদি সরকার অন্যায়ভাবে ইনকাম ট্যাক্স নিতে থাকে সরকারের জুলুম থেকে বাঁচার জন্য ইনকাম ট্যাক্স পরিমাণ টাকা ওই সুদের টাকা থেকে আদায় করা জায়েয হবে। (৩/৩০)

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۰۲ : جس قدر روپیہ گورنمنٹ آپ سے بذریعہ ٹیکس وصول کرتی ہے اسی قدر روپیہ آپ گورنمنٹ بینک یا دوسرے محکمات سرکاری سے جس طرح ممکن ہو وصول کر سکتے ہیں گورنمنٹ اس کا نام سود رکھے یا کچھ اور... ... لیکن سود کے بارے میں جو وعیدیں شدید قرآن وحدیث میں عموم کے ساتھ وارد ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے احتیاط فتوی میں یہی ہے کہ ناجائز قرار دیا جائے۔

সুদি ব্যাংক সময়ের আগে টাকা ফেরত না নিলে করণীয়

প্রশ্ন : গ্রামীণ ব্যাংক থেকে যে টাকা আনা হয়েছে সে টাকা এখন ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু ব্যাংকওয়ালারা নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত টাকা নিতে চায় না–এই সুরতে কী করা যায়?

উত্তর : আল্লাহর নিকট তাওবা করবে এবং সুদ হতে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে। (৩/৪৯)

📖 سورة البقرة الآية ۲۷۸، ۲۷۹ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

Scanned by CamScanner

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال:
«لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه،
وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

সুদি ব্যাংকে চাকরি করার হুকুম

প্রশ্ন : সুদি ব্যাংকে চাকরি করার বিধান কী?

উত্তর : সুদি ব্যাংকে চাকরিরত ব্যক্তি ভালো চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের চাকরি ছাড়বে না। হালাল চাকরির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে। আর সুদি ব্যাংকে চাকরি নতুন করে নেবে না। (৩/১৩১)

📖فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲ / ۱۹۴ : جب بینک میں تمام معاملات سودیں لین دین کا ہے تو پھر ملازمت کو قبول کرنے کی شرعا اجازت نہیں ہے۔

পরবর্তীতে সদকা করার নিয়্যাতে সুদের টাকা খরচ করা

প্রশ্ন : আমি ব্যাংকে কিছু টাকা জমা রেখেছি তা হতে প্রতি বছর সুদ আসে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমানে আমার হাতে টাকা না থাকায় সেই সুদের টাকা হতে নিজ প্রয়োজনে খরচ করা বৈধ হবে কি না? যখন হাতে টাকা আসবে তখন সুদের টাকা সদকা করে দেব।

উত্তর : কোরআন-হাদীসের আলোকে সুদের লেনদেন অবৈধ ও তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি নিজ প্রয়োজন হালাল পন্থায় মেটাতে অপারগ হয় তখনই হারাম মাল ব্যবহারের অনুমতি আছে। তবে তাও প্রয়োজন পরিমাণ। (৩/১৪২)

📖سورة البقرة الآية ٢٧٨، ٢٧٩ : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 البحر الرائق ٦/ ١٢٦ : وفي القنية من الكراهية يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح اهـ

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ١٣٣ : ... ...بیمہ کمپنی میں جو رقم جمع کرائی ہے اس سے زیادہ جو رقم ملے وہ غرباء اور محتاجوں میں بلانیت ثواب تقسیم کر دیجائے اپنے کام میں ہر گز نہ لی جائے ہاں اگر خدانخواستہ خود ہی محتاج ہو جائے تو علمائے کرام سے فتوی حاصل کر کے بقدر ضرورت اپنے استعمال میں لینے کی گنجائش ہے فقہی قاعدہ ہے الضرورة تبيح المحظورات ضرورت ناجائز اشیاء کو مباح کر دیتی ہے اور یہ نیت رکھے جائے کہ اقتصادی حالت درست ہو جانے پر یہ رقم غرباء کو دیجائے گی، سودی رقم کو انتہاء درجہ کی مجبوری اور اضطراری حالت کے بغیر اپنے استعمال میں لانا جائز اور حرام ہے۔

সুদভিত্তিক ঋণের টাকায় নির্মিত ঘরের আয়ের হুকুম

প্রশ্ন : আমি সুদের ওপর কিছু টাকা এনেছি এবং তা দিয়ে ঘরের টিন, কাঠ কিনেছি ও ঘর বানিয়েছি। ঘরের অবশিষ্ট খরচ হালাল মালের দ্বারা করেছি। এখন যদি আমি মূল টাকা সুদসহ পরিশোধ করে ফেলি তবে কি ওই ঘরের ভাড়া খেতে পারব? আর যদি ওই টাকা খেতে না পারি তাহলে করণীয় কী?

উত্তর : সুদের টাকা দিয়ে ঘর বানানো গোনাহের কাজ। এ গর্হিত কাজের জন্য তাওবা করবে এবং তাড়াতাড়ি ওই টাকা ফেরত দেবে। তবে ঘরের ব্যবহার ও ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে। (৩/১৬৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٢/ ١٩٣ : سوال-زید کے پاس اپنی ملکیت کی زمین ہے اس پر ایک مکان (پروپائٹی) باندھنا چاہتا ہے لیکن تعمیر کیلئے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو ایسے وقت میں حکومت یا بینک سے سود سے رقم لیکر یہ (پروپائٹی) مکان باندھ سکتا ہے؟

الجواب-سودی رقم لیکر مکان بنانا جائز نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

নির্দিষ্ট অঙ্কের লাভের ওপর ঋণ নেওয়া

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে কর্জ এনে তা বিনিয়োগ করে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের ধার্যকৃত লাভ বা মুনাফা প্রদান জায়েয কি না?

উত্তর : কর্জের বিনিময়ে মুনাফা গ্রহণ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রশ্নোক্ত মুনাফা আদান-প্রদান জায়েয হবে না। (১/৩৯৩)

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : وفي الخلاصة: القرض بالشرط حرام، والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه. وفي الاشباه كل قرض جر نفعا حرام، فكره للمرتهن سكنى الموهونة بإذن الراهن.

দালালির বিনিময় ও লোন উত্তোলনে সহযোগিতার হুকুম

প্রশ্ন : আমরা মার্কেটিংয়ের ব্যবসা করি। আমরা বিভিন্ন হাউজিং কোম্পানির ফ্ল্যাট বিক্রয় করে থাকি। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো :

(১) আমরা বিভিন্ন কোম্পানির ফ্ল্যাট যে দামে বিক্রয় করে থাকি তার মোট মূল্যের ওপর ৩% টাকা নিয়ে থাকি, তা জায়েয আছে কি না?
(২) অনেক ক্ষেত্রে ফ্ল্যাটের দাম এক কোটি টাকা হলে এক কোটি টাকার বেশি যা বিক্রয় করতে পারি তা আমরা গ্রহণ করে থাকি। এ পদ্ধতি বৈধ কি না?
(৩) ফ্ল্যাট কেনার সময় অনেক ক্রেতা ব্যাংক লোন করে থাকে। লোনের ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করে থাকি। এ ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সমস্যা হবে কি না? বা আমাদের করণীয় কী?
(৪) কখনো বা তারা আমার থেকে ফ্ল্যাট ক্রয় করে ব্যাংক লোন করে, কিন্তু আমি তাকে ব্যাংক লোন করার কথা বলি না। এ ক্ষেত্রে আমার কোনো সমস্যা হবে কি না? থাকলে করণীয় কী?

উত্তর : ১. প্রশ্নে বর্ণিত ব্যবসাটি শরীয়তের দৃষ্টিতে দালালির ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত। তাই দালালির পারিশ্রমিক নির্ধারিত থাকলে তা বৈধ হয়, অন্যথায় বৈধ হয় না। এ হিসেবে

Scanned by CamScanner

প্রশ্নে বর্ণিত প্রথম পদ্ধতিতে পার্সেন্টেস নির্ধারিত থাকায় তা জায়েয হবে।
(১৯/৫৯৪/৮৩৫৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٦٣ : قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام وعنه قال: رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ / ٤٥٠ : وفي الواقعات للناطفي إذا قال لرجل بع هذا المتاع ولك درهم أو قال اشتر لي هذا المتاع ولك درهم ففعل فله أجر مثله لا يجاوز به الدرهم وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن من كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم. كذا في الذخيرة.

২. আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিক্রেতা কর্তৃক ধার্যকৃত মূল্যের অতিরিক্ত টাকা অনির্দিষ্ট থাকায় তা অবৈধ।

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ١٢/ ٩٣ : وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به هذا التعليق أيضا وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين، وفي (التلويح) : وأما قول ابن عباس وابن سيرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع، وممن كرهه: الثوري والكوفيون، وقال الشافعي ومالك: لا يجوز، فإن باع فله أجر مثله، وأجازه أحمد وإسحاق، وقالا: هو من باب القراض، وقد لا يربح المقارض.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٥١ : دفع ثوبا إليه وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إن باعه بعشرة أو لم يبعه فلا أجر له وإن تعب له في ذلك، ولو باعه باثني عشر أو أكثر فله أجر مثل عمله وعليه الفتوى هكذا في الغياثية.

Scanned by CamScanner

৩, ৪. ব্যাংক থেকে সুদি ঋণগ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে থাকলে আপনি গোনাহগার হবেন। আর না করলে গোনাহগার হবেন না।

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء».

সুদি ঋণে জমি ক্রয়কারীর নিকট জমি বিক্রয়

প্রশ্ন : একজন দ্বীনদার লোক তার জমি বিক্রি করে হজে যেতে চায়। তার সন্তানরা অন্যের নিকট জমি বিক্রি করতে আপত্তি করে। কিন্তু তার সন্তানদের নিকট এ পরিমাণ অর্থ নেই, যা দ্বারা তার পিতার জমি ক্রয় করে পিতাকে হজে পাঠাতে পারে। পরিশেষে তারা সিদ্ধান্ত নেয় ব্যাংক থেকে সুদি কর্জ নিয়ে পিতার জমি ক্রয় করে। প্রশ্ন হলো, জেনেশুনে সুদি কর্জ গ্রহণকারী ব্যক্তিদের নিকট সুদি কর্জ বাবদ প্রাপ্ত টাকার বিনিময়ে জমি বিক্রি করে হজে যাওয়া কেমন হবে? এবং এ পরিস্থিতিতে তার করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় বাবা ছেলেদের নিকট জমি বিক্রি করে ওই টাকায় হজে যেতে পারবে। এতে পিতার ওপর কোনো দোষারোপ হবে না। কিন্তু ছেলেদের জন্য সুদি ঋণ নেওয়া বৈধ হবে না। (১১/৩৮১)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء».

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۳/ ۹۵ : جواب-اگر ایک شخص بینک سے سودی قرضہ لے کر آیا ہے اور دکاندار کو اس کا علم بھی ہے تو اس صورت میں اس کے ہاتھ سامان فروخت کرنے میں شرعاً گناہ نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کسی شخص نے سودی قرضہ لیا تو اس نے حقیقت میں بہت سنگین گناہ کیا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا کام کیا لیکن جو پیسے بطور قرض اس کے پاس آئے ہیں، اب اگر ان پیسوں سے وہ کوئی چیز خریدتا ہے تو فروخت کرنے والے پر اس کے سودی قرض لینے کے گناہ کا اثر نہیں پڑے گا، چنانچہ وہ اس کو سامان فروخت کر سکتا ہے۔

Scanned by CamScanner

সরকারি ভবিষ্যৎ তহবিলে জমানো টাকা সুদসহ গ্রহণ করা

প্রশ্ন : সরকারি কর্মচারীদের জন্য সরকার বিধান রেখেছে সে নির্দিষ্ট হারে বেতন থেকে বাধ্যতামূলক কিছু টাকা কর্তন করে রাখে। উক্ত টাকার ওপর বাৎসরিক ১৩% বা ১৪% সুদ দিচ্ছে। এ সুদ যে কর্মচারীদের নিতে হবে তা বাধ্যতামূলক নয়। যে সুদ নিতে ইচ্ছুক নয় তার জন্য সুদমুক্ত হিসাব রাখা হয়। তাকে সুদ নিতে বাধ্য করা হয় না। জমানো টাকার ওপর প্রথম বছর যে সুদ দেওয়া হলো, পরবর্তী বছরের জন্য বেতন থেকে কর্তনকৃত টাকা ও সুদসহ মূল টাকা ধরে সুদ নির্ধারণ করা হচ্ছে। এভাবে যত দিন কর্মচারী চাকরি করে তত দিন চলতে থাকে।

কর্মচারীদের বেতন থেকে যে টাকা কেটে রাখা হচ্ছে উক্ত জমানো টাকাকে সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বলা হয়। এ কর্তনকৃত টাকার যে সুদ নিচ্ছেন তাকে সুদসহ এবং যে সুদ নিতে ইচ্ছুক নয় তাকে সুদ ব্যতিরেকে চাকরি শেষে প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলে জমানো টাকা, যা সুদসহ বা সুদ ব্যতিরেকে কর্মচারীদের ফেরত দেওয়া সরকারি কোনো অনুদান নয়। কারণ,

ক) কোনো কর্মচারী সরকারি বিধান মতো যখন চাকরি ছেড়ে দেয় তখন সরকার উল্লেখিত জমানো টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।

খ) চাকরিজীবীর ২৫ বছর চাকরি পূর্ণ হলে সে পেনশন পাওয়ার হকদার। কিন্তু আল্লাহ না করুন কোনো দুর্ঘটনার জন্য যদি উক্ত পেনশন পাওয়ার হকদার কর্মচারী চাকরিচ্যুত হয়ে যায় তবে তিনি এককালীন লক্ষ লক্ষ টাকা ও আজীবন মাসিক ভাতা অর্থাৎ সম্পূর্ণ পেনশন থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন। কিন্তু মাসিক বেতন থেকে কেটে রাখা টাকা যে সুদ নিতে ইচ্ছুক তাকে সুদসহ এবং যে সুদ নিতে ইচ্ছুক নয় তাকে সুদ ব্যতিরেকে জমানো টাকা সরকার ফেরত দিতে বাধ্য। এতে প্রমাণিত হয় যে চাকরি শেষে বা যখন চাকরি ছেড়ে দেন তখন সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলে জমানো টাকা ফেরত দেওয়া সরকারি কোনো অনুদান নয়।

এমতাবস্থায় উক্ত সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলে জমানো টাকা সুদসহ কর্মচারীদের জন্য গ্রহণ করার ইসলামী বিধান জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তর : সরকারি কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল দুই ধরনের হয়ে থাকে– ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক। প্রতিটির হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমটিতে সুদের নামে প্রদত্ত টাকা নেওয়া জায়েয হবে না এবং জমাকৃত টাকায় প্রতি বছর হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। দ্বিতীয়টিতে সুদের নামে প্রদত্ত টাকা বাস্তবে সুদ নয় বেতনেরই অংশ বিধায় তা নেওয়া ও ভোগ করা নিঃসন্দেহে জায়েয এবং ওই টাকা হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত এর ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। হস্তগত হওয়ার পর থেকেই যাকাতের হিসাব হয়। প্রশ্নে এ দ্বিতীয় প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ পদ্ধতির তহবিলে সুদের নামে প্রদত্ত টাকা মূলত

Scanned by CamScanner

সুদ নয় হালাল এবং ওই টাকাগুলো হাতে না আসা পর্যন্ত এর যাকাতও ওয়াজিব হবে না। (৬/৮৭৭)

📖 پرویڈنٹ فنڈ پر زکوۃ اور سود کا مسئلہ (دار الاشاعت) ص ۵ : (۱) جبری پرویڈنٹ فنڈ پر سود کے نام پر جو رقم ملتی ہے وہ شرعاً سود نہیں بلکہ اجرت و تنخواہ ہی کا ایک حصہ ہے اس کا لینا اور اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، البتہ پرویڈنٹ فنڈ میں رقم اپنے اختیار سے کٹوائی جائے تو اس میں تشبہ بالربوا ہے، اور ذریعہ سود بنا لینے کا خطرہ بھی ہے، اس لئے اس سے اجتناب کیا جائے۔

📖 فیہ ایضاً ص ۶ : (۲) اور پرویڈنٹ فنڈ کی رقم وصول ہونے پر زکوۃ کا حکم امام اعظم رحمہ اللہ کے مذہب پر یہ ہے کہ سالہائے گزشتہ کی زکوۃ واجب نہیں، وصول ہونے کے بعد سے قواعد شرعیہ کے مطابق زکوۃ واجب ہوگی، صاحبین اور دوسرے بعض فقہاء کے نزدیک سالہائے گزشتہ کی زکوۃ بھی واجب ہے، اس لئے زکوۃ گزشتہ ایام کی ادا کر دینا افضل و اولیٰ ہے۔

📖 فتاوی عثمانی (مکتبہ معارف القرآن) ۲/ ۵۶ : البتہ جو پراویڈنٹ فنڈ جبری نہ ہو اور ملازم نے اپنے اختیار سے اس کے لئے رقم کٹوائی ہو اس کے معاملے میں احتیاط اسی میں ہے کہ رقم وصول ہونے پر سالہائے گزشتہ کی زکوۃ ادا کر دی جائے۔

প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার হুকুম

প্রশ্ন : প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা সরকারি বা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১০% চাকরিজীবীর ও সরকার দেয়। ১০%সহ উক্ত টাকার বর্ধিত টাকা সরকার আয়ত্তে রেখে চাকরি শেষে একবারে লাভসহ প্রদান করে। উল্লেখ্য, উক্ত লাভ চাকরিজীবী নিতেও পারে, আবার নাও নিতে পারে। এমতাবস্থায় উক্ত টাকা গ্রহণ করা যাবে কি না? করলে তা সুদ হবে কি না?

উত্তর : ফুকাহায়ে কেরামের মতে বর্ণিত অবস্থায় বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা লভ্যাংশসহ গ্রহণ করা যাবে, লভ্যাংশ সুদ হবে না। কিন্তু বাধ্যতামূলক না হয়ে কর্মচারীর ইচ্ছার ওপর বেতনের অংশ কর্তন হলে অথবা কোম্পানি কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য দ্বারা কমিটি গঠনকরত এ ফান্ডকে পরিচালনা ও উন্নয়ন করলে সে অবস্থায় মূল কর্তনকৃত টাকা ছাড়া তার অতিরিক্ত সব টাকা সুদ বলে গণ্য হবে। মুসলিম কোম্পানি হলে বা মুসলিম সরকার হলে এ সুদের টাকা নেবে না। অমুসলিম কোম্পানি বা অমুসলিম সরকার হলে সুদের টাকা উঠিয়ে সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া দান করে দিতে হবে। (১৭/৬০০)

Scanned by CamScanner

📖الهداية (قاسميه) ٣/ ٢٧٨ : قال: "الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه.

📖البحر الرائق (سعيد) ٧/ ٣٠٠ : (قوله بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن) يعني لا يملك الأجرة إلا بواحد من هذه الأربعة والمراد أنه لا يستحقها المؤجر إلا بذلك.

📖امداد الفتاوی (زکریا) ٣/ ١٤٩ : الجواب- جواب مسئلہ کا یہ ہے کہ تنخواہ کا کوئی جزو اس طرح وضع کرادینا اور پھر یکمشت وصول کرلینا، اگرچہ اس کے ساتھ سود کے نام سے کچھ رقم ملے یہ سب جائز ہے، کیونکہ درحقیقت وہ سود نہیں ہے اس لئے کہ تنخواہ کا جو جزو وصول نہیں ہوا وہ اس ملازم کی ملک میں داخل نہیں ہوا، پس وہ رقم زائد اس کی مملوک شے سے منتفع ہونے پر نہیں دی گئی بلکہ تبرع ابتدائی ہے، گو گورنمنٹ اس کو اپنی اصطلاحی سود ہی کہے۔

প্রভিডেন্ট ফান্ডে বাধ্যতামূলক কর্তনের সাথে কিছু ঐচ্ছিক কর্তন করা

প্রশ্ন : আমার মূল বেতন দশ হাজার টাকা। সরকার কর্তন করে রাখে এক হাজার টাকা। এর বিনিময়ে লাভ দেয় ১৩% টাকা। যেহেতু এ খাতে সুদের হার বেশি, তাই আমি আরো ৫০০ টাকা উক্ত বেতন থেকে কর্তন বাবদ উল্লিখিত টাকার সাথে রেখে দিই। আমার এ পদ্ধতিতে টাকা রাখা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : সরকার কর্মচারী থেকে প্রতি মাসে বেতনের যে অংশ বাধ্যতামূলক কর্তন করে রাখে চাকরি শেষে সে কর্তনকৃত টাকার সাথে সরকার যে লাভ দেয় এ লভ্যাংশ সুদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটা তার বেতনেরই অংশ বলে গণ্য হবে বিধায় এটা তার জন্য সম্পূর্ণ হালাল এবং বৈধ। পক্ষান্তরে কর্মচারী ইচ্ছাকৃত বেতনের যে অংশ প্রতি মাসে কর্তন করে রাখার অনুমতি দিয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে চাকরি শেষে আসল টাকা ছাড়া সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত লভ্যাংশ সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে বিধায় তা হালাল হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বাধ্যতামূলক কর্তনকৃত টাকার লভ্যাংশ হালাল হবে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে কর্তনকৃত টাকার লভ্যাংশ হালাল হবে না। (৭/৫৫০)

📖البحر الرائق (سعيد) ٧/ ٣٠٠ : (قوله بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن) يعني لا يملك الأجرة إلا بواحد من هذه الأربعة والمراد أنه لا يستحقها المؤجر إلا بذلك كما أشار إليه

Scanned by CamScanner

القدوري في مختصره لأنها لو كانت دينا لا يقال أنه ملكه المؤجر قبل قبضه وإذا استحقها المؤجر قبل قبضها فله المطالبة بها وحبس المستأجر عليها وحبس العين عنه وله حق الفسخ إن لم يعجل له المستأجر كذا في المحيط لكن ليس له بيعها قبل قبضها.

📖الهداية (دار إحياء التراث) ٣/ ٢٣١ : "الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه".

📖پرویڈنٹ فنڈ پر زکوۃ اور سود کا مسئلہ ص ۴ : (۱) جبری پرویڈنٹ فنڈ پر سود کے نام پر جو رقم ملتی ہے وہ شرعاً سود نہیں بلکہ اجرت و تنخواہ ہی کا ایک حصہ ہے اس کا لینا اور اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، البتہ پرویڈنٹ فنڈ میں رقم اپنے اختیار سے کٹوائی جائے تو اس میں تشبہ بالربوا ہے، اور ذریعہ سود بنا لینے کا خطرہ بھی ہے، اس لئے اس سے اجتناب کیا جائے۔

সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল ঋণ নিয়ে বেশি আদায় করা

প্রশ্ন : একজন সরকারি কর্মকর্তা সরকারের নির্ধারিত হারে সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলে টাকা জমা করেন। উক্ত টাকার ওপর সরকার অতিরিক্ত টাকা মুনাফা প্রদান করে। সরকারি কর্মকর্তা যখন অবসর গ্রহণ করবে তখন আসল ও মুনাফা তাকে দেওয়া হবে। চাকরিকালীন সময়ে উক্ত তহবিল থেকে ঋণ নিলে তাকে বাধ্যতামূলকভাবে ফেরত দিতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে উক্ত তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ করলে একটি নির্দিষ্ট অংশ অতিরিক্ত কিস্তি হিসেবে সরকারি তহবিলে জমা দিতে হয়। যেমন–৫০ হাজার টাকা ঋণ নিলে ৫১ হাজার টাকা জমা দিতে হয়। অতিরিক্ত ১ হাজার টাকা উক্ত সরকারি কর্মকর্তার অ্যাকাউন্টে জমা হবে। এ অতিরিক্ত টাকা সরকারি কর্মকর্তার জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : সরকারি কর্মকর্তার জন্য সরকার নির্ধারিত হারে যে টাকা সরকারি কর্মকর্তার বেতন হতে বাধ্যতামূলক কর্তন করে অ্যাকাউন্টে জমা করে এবং উক্ত টাকার সাথে সরকার পরবর্তীকালে সে টাকা অতিরিক্ত মুনাফা হিসেবে প্রদান করে, সম্পূর্ণ টাকা সরকারি কর্মকর্তার জন্য বৈধ। বিশেষ প্রয়োজনে চাকরিকালীন সময়ে উক্ত তহবিল থেকে সরকারি কর্মকর্তা ঋণ গ্রহণ করার ফলে যে নির্দিষ্ট অংশ অতিরিক্ত কিস্তি হিসেবে জমা দিতে হয়, সে টাকা যেহেতু তার নিজের অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে পরবর্তীতে সে কর্মকর্তাকেই দিয়ে দেবে, তাই অতিরিক্ত টাকা সরকারি কর্মকর্তার জন্য শরয়ী

Scanned by CamScanner

দৃষ্টিকোণে সুদ হবে না, বরং এ অতিরিক্ত টাকা তার জন্য বৈধ হবে। তবে কর্মচারী স্বেচ্ছায় বেতনের অংশ কাটালে তার ওপর সুদের নামে সরকার কর্তৃক দেওয়া টাকা কর্মচারীর জন্য বৈধ হবে না। (৯/৩১)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۵۲ : الجواب-اس سوال میں دو جز قابل تحقیق ہیں ایک اپنی تنخواہ کی رقم پر گورنمنٹ سے سود لینا سو یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اس لئے اسے شخص کو خصوصیت کیساتھ گنجائش ہے جس کی تنخواہ جبرا وضع کرلی جائے، دوسرا جز جو رقم درمیان میں لی جاتی ہے اس پر سود دینا سو یہ اس مسئلہ مختلف فیھا میں تو داخل نہیں کیونکہ وہ مسئلہ اخذ سود کا ہے اور یہ اعطاء سود ہے جس کی حرمت منصوص علیھا ہے لیکن اس میں ایک تاویل یہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ یہ شخص گورنمنٹ سے قرض نہیں لیتا ہے بلکہ اس کا جو قرض گورنمنٹ کے ذمہ ہے، اس کے ایک حصہ کا مطالبہ کرتا ہے جس کا اس کو شرعا حق ہے پھر جس وقت اس رقم کو واپس کرتا ہے یہ واپس ادائے قرض نہیں بلکہ مثل دیگر رقم جمع شدہ کے یہ بھی گورنمنٹ کو قرض ہی دیتا ہے اور جب واپس کردہ رقم خود اس کی ملک ہے اور سود ہوتا ہے دوسرے کی مملوک رقم پر اس لئے اس یہ جو سود کے نام سے دیا گیا ہے سود نہیں ہے پس اس کا دینا اعطاء سود بھی نہیں اس لئے اس کو ناجائز نہ کہا جاوے گا، بلکہ اخذ مذکور کی حلت تو مختلف فیہ بھی ہے اور اس اعطاء کی حلت اس تاویل پر متفق علیہ ہو گی، البتہ پھر اس رقم پر جو اخیر میں گورنمنٹ سے سود لیا جاوے گا وہ پھر اخذ مختلف فیہ ہو گا کما سبق۔

📖 جدید فقہی مسائل ۱/ ۲۴۹ : سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے ایک خاص تناسب سے ماہانہ رقم وضع ہوتی ہے، یہ اقدام حکومت بجبر کرتی ہے، ملازمین اس سلسلہ میں خود مختار نہیں ہے پھر مدت ملازمت کی تکمیل پر یہ رقم دوگونہ کرکے واپس کردی جاتی ہے، اگر درمیان میں ملازمین اس میں سے کچھ رقم نکالینا چاہیں تو وہ بطور قرضہ دی جاتی ہے پھر وہ رقم اس طرح وصول کی جاسکتی ہے کہ اس سے اس پر سود بھی لیا جاتا ہے اور یہ رقم جو بطور سود لی جاتی ہے حکومت خود نہیں رکھتی بلکہ ملازمین ہی کو نفع کی صورت میں لوٹادیتی ہے، سوال یہ ہے کہ اس فاضل رقم کا شمار کیا سود میں ہو گا؟ تو علماء کا خیال ہے کہ سود نہیں ہے بلکہ حکومت کی طرف سے ایک طرح کا انعام ہے اس لئے اس کا لینا جائز ہو گا، اسی طرح خود اپنی رقم میں سے لینے والے قرض پر جب منافع لیا جاتا ہے گویا کہ اس کو سود کا نام دے دیا جاتا ہے مگر وہ بھی سود نہ ہو گا، اس لئے کہ وہ رقم پھر دینے والے ہی کی طرف لوٹ جاتی ہے اور سود وہ ہے جو قرض دینے والا خود لے۔

📖 پراویڈنٹ فنڈ ۲۹ مسئلہ (۱۰) : معلوم ہوا ہے کہ محکمہ ملازم کو اس کے فنڈ میں سے بوقت ضرورت کچھ رقم بنام قرض دے دیتا ہے پھر اس کی اگلی تنخواہوں سے قسط وار اتنی ہی رقم

Scanned by CamScanner

اور کچھ مزید رقم جو بنام سود ہوتی ہے کاٹ کر مجموعہ اسی ملازم کے فنڈ میں جمع کر دیتا ہے، اس پر ملازم کو رقم دینے سے اس کے فنڈ میں جو کسی آگئی تھی وہ پوری جاتی ہے اور اختتام ملازمت پر کل رقم اسی کو مل جاتی ہے یہ معاملہ اگرچہ قرض کے نام سے کیا جاتا ہے لیکن شرعی نقطۂ نگاہ سے یہ نہ قرض ہے نہ سودی معاملہ قرض تو اس لئے نہیں کہ ملازم جو قرض محکمہ کے ذمہ تھا اور جس کے مطالبہ کا اسے حق تھا اسنے اسی کا ایک حصہ وصول کیا ہے اور بعد کی تنخواہوں سے جو رقم اداء قرض کے نام سے بالاقساط کاٹی جاتی ہے وہ بھی ادا قرض نہیں بلکہ فنڈ میں جو رقم معمول کے مطابق یہ ماہ کتنی تھی اسی کی طرح یہ بھی ایک کٹوتی ہے، اور اسی کی طرح یہ بھی ملازم کا محکمہ کے ذمہ قرض ہے، کیونکہ یہ کٹوتی بھی اسی کی فنڈ میں جمع ہو کر اختتام ملازمت پر اسی کو مل جاتی ہے اور جو رقم اس کی تنخواہوں سے بنام سود کاٹی جاتی ہے وہ بھی شرعاً سود نہیں اس لئے کہ سود دوسرے کو دیا جاتا ہے اور یہاں یہ رقم ملازم ہی کو واپس مل جاتی ہے لہذا ملازم کو مذکورہ طریقہ سے قرض لینے کی شرعاً گنجائش ہے۔

জিপি ফান্ডের মুনাফা গ্রহণ করা

প্রশ্ন : জিপি ফান্ডের মুনাফা গ্রহণ করা জায়েয আছে কি না? প্রমাণসহ জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : জিপি ফান্ডের টাকা বেতনের অন্তর্ভুক্ত। মালিক পক্ষ এ অর্থ দিয়ে যা মুনাফা অর্জনকরত কর্মচারীকে প্রদান করে সবই তার জন্য ঐচ্ছিক দান, এটাকে সুদ বলা সঠিক নয়। এ অর্থ ও উপার্জন–সবই কর্মচারীর জন্য বৈধ। (১৬/৮৩/৬৪৩১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/ ٣٠٠ : (قوله بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن) يعني لا يملك الأجرة إلا بواحد من هذه الأربعة والمراد أنه لا يستحقها المؤجر إلا بذلك كما أشار إليه القدوري في مختصره لأنها لو كانت دينا لا يقال أنه ملكه المؤجر قبل قبضه وإذا استحقها المؤجر قبل قبضها فله المطالبة بها وحبس المستأجر عليها وحبس العين عنه وله حق الفسخ إن لم يعجل له المستأجر كذا في المحيط لكن ليس له بيعها قبل قبضها.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ /١٠ : (و) اعلم أن (الأجر لا يلزم بالعقد فلا يجب تسليمه) به (بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة) المنجزة، أما المضافة فلا تملك فيها الأجرة بشرط التعجيل إجماعا.

Scanned by CamScanner

رد المحتار (سعيد) ٦ /١٠ : (قوله لا يلزم بالعقد) أي لا يملك به كما عبر في الكنز؛ لأن العقد وقع على المنفعة وهي تحدث شيئا فشيئا وشأن البدل أن يكون مقابلا للمبدل، وحيث لا يمكن استيفاؤها حالا لا يلزم بدلها حالا إلا إذا شرطه ولو حكما بأن عجله؛ لأنه صار ملتزما له بنفسه حينئذ وأبطل المساواة التي اقتضاها العقد فصح ... ... (قوله أما المضافة إلخ) أي فيكون الشرط باطلا ولا يلزمه للحال شيء؛ لأن امتناع وجوب الأجرة فيها بالتصريح بالإضافة إلى المستقبل والمضاف إلى وقت لا يكون موجودا قبله فلا يتغير عن هذا المعنى بالشرط -

امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۴۹ : الجواب- جواب مسئلہ کا یہ ہے کہ تنخواہ کا کوئی جزو اس طرح وضع کرادینا اور پھر یکمشت وصول کرلینا، اگرچہ اس کے ساتھ سود کے نام سے کچھ رقم ملے یہ سب جائز ہے، کیونکہ در حقیقت وہ سود نہیں ہے اس لئے کہ تنخواہ کا جو جزو وصول نہیں ہوا وہ اس ملازم کی ملک میں داخل نہیں ہوا، پس وہ رقم زائد اس کی مملوک شے سے منتفع ہونے پر نہیں دی گئی بلکہ تبرع ابتدائی ہے، گو گورنمنٹ اس کو اپنی اصطلاحی سود ہی کہے۔

احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۵۰ : پروویڈنٹ فنڈ کے اضافات کو سود اس لئے کہا جاسکتا کہ یہ اصل تنخواہ سے زائد اور بدل یا اجرت مملوکہ پر زیادتی نہیں، بلکہ ابتداء عقد ہی سے بوجہ اجل اصل تنخواہ میں اضافہ ہے اور کل اضافات اصل تنخواہ میں شمار ہو کر سب کا مجموعہ ابتداء عقد ہی سے بدل عمل ہے بوجہ تاجیل بدل میں اضافہ بلاشبہ جائز ہے۔ ان اضافات کی شرح شروع ہی سے متعین ہوتی ہے اس لئے فساد جہالت بھی نہیں۔

জিপিএফে অতিরিক্ত কর্তন করা

প্রশ্ন : মার্চ ৯৫ সংখ্যা 'মাসিক রহমানী পয়গাম'-এর প্রশ্নোত্তর পড়ে সাধারণ নিয়মে জিপিএফে টাকা কর্তন এবং চাকরি শেষে কর্তিত টাকা ও বর্ধিত টাকাকে জায়েয বলা হয়েছে এবং স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কর্তন করানোকে নাজায়েয বলা হয়েছে। আমার প্রশ্ন, যদি না জেনে অতিরিক্ত কর্তন করায় এবং বাতিল করে দেয় তবে ইতিপূর্বে যে অতিরিক্ত কর্তন করিয়েছে, শরীয়তে তার হুকুম কী?

উত্তর : না জেনে স্বেচ্ছায় যে অতিরিক্ত টাকা কর্তন করা হয়েছে তার সাথে বর্ধিত টাকা বাদ দিয়ে আসল টাকা উত্তোলন করে নেবে। (৩/১৬০)

Scanned by CamScanner

📖 پرویڈنٹ فنڈ پر زکوۃ اور سود کا مسئلہ ص ۴ : (۱) جبری پرویڈنٹ فنڈ پر سود کے نام پر جو رقم ملتی ہے وہ شرعاً سود نہیں بلکہ اجرت و تنخواہ ہی کا ایک حصہ ہے اس کا لینا اور اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، البتہ پرویڈنٹ فنڈ میں رقم اپنے اختیار سے کٹوائی جائے تو اس میں تشبہ بالربوا ہے، اور ذریعہ سود بنا لینے کا خطرہ بھی ہے، اس لئے اس سے اجتناب کیا جائے۔

পেনশন নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : সরকারি চাকরিজীবীদের সরকারের পক্ষ থেকে যে পেনশন দেওয়া হয় তা নেওয়া জায়েয হবে কি না? কেননা সরকার তো ওই টাকাগুলোকে সুদের ভিত্তিতে লেনদেন করে বাড়ায়। তাই প্রশ্ন জেগেছে ওই টাকা নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : সরকারি চাকরিজীবীদের চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকেযে পেনশন দেওয়া হয় তা নেওয়া বৈধ, যদিও এই টাকা সরকার সুদের ভিত্তিতে লেনদেন করার পর দিয়ে থাকে। (১৩/৯৩০

📖 پرویڈنٹ فنڈ پر زکوۃ اور سود کا مسئلہ ص ۳ : (۱) جبری پرویڈنٹ فنڈ پر سود کے نام پر جو رقم ملتی ہے وہ شرعاً سود نہیں بلکہ اجرت و تنخواہ ہی کا ایک حصہ ہے اس کا لینا اور اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، البتہ پرویڈنٹ فنڈ میں رقم اپنے اختیار سے کٹوائی جائے تو اس میں تشبہ بالربوا ہے، اور ذریعہ سود بنا لینے کا خطرہ بھی ہے، اس لئے اس سے اجتناب کیا جائے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸ / ۹۶ : الجواب—جو رقم تنخواہ میں سے لازمی طور پر کاٹ لی جاتی ہے اور جو رقم کو بونس کے نام سے بڑھائی جاتی ہے اور جو رقم کہ ان دونوں رقموں پر سود کے نام سے لگائی جاتی ہے ان تینوں رقموں کو لے لینا مسلم ملازمین یا ان کے ورثہ کے لئے جائز ہے اور وصول ہونے سے پہلے اس مجموعی رقم پر زکوۃ ادا کرنا واجب نہیں بونس تو عطیہ ہی ہے مگر وہ رقم جو سود کے نام سے لگائی جاتی ہے وہ شرعاً سود کی حد میں داخل نہیں، وہ بھی عطیہ ہی کا حکم رکھتی ہے۔

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা নাজায়েয। (১৭/৩২৪/৭০৫০)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥ : ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام-

পেনশনের টাকা দিয়ে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা

প্রশ্ন : পেনশনের টাকায় সঞ্চয়পত্র ক্রয় বৈধ কি না?

উত্তর : পেনশনের সঞ্চয়পত্রের ব্যাপারে আমাদের যতটুকু জানা তা হচ্ছে এটি সরকারকে ঋণ প্রদানের মাধ্যম মাত্র। যার বিনিময় বেশি অর্থ সরকার থেকে পাওয়া যায়, যাকে আপনি লাভ বলছেন। যদি বিষয়টি এমনি হয় তাহলে এই অতিরিক্ত বেশি টাকা সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পেনশন সঞ্চয় করে লাভ ভোগ করা অবৈধ ও হারাম। অন্য কোনো হালাল ব্যবসায় বিনিয়োগ করা যেতে পারে। (১৭/৪১১/৭১১৯)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥ : ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾
📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /١٦٦ : وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام-

গ্র্যাচুয়েটি ফান্ডের টাকা দিয়ে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশে পেনশনভোগী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তাগণ তাদের চাকরি শেষে সরকারি বিধি অনুযায়ী জিপিও ফান্ড ও গ্র্যাচুয়েটি ফান্ড থেকে প্রাপ্ত টাকা দিয়ে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করতে পারে। তারপর ৩ বা ৫ বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্রের বিপরীতে প্রতি ৩ মাস অন্তর নির্ধারিত হারে মুনাফা দেওয়া হয়। তারপর ৩ বা ৫ বছর মেয়াদ শেষে সঞ্চয়পত্রের টাকা মুনাফাসহ ফেরত দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এ সুবিধা শুধু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য।

উত্তর : সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের মাধ্যেমে ৩ মাস অন্তর মুনাফা গ্রহণ করা এবং ৫ বছর পর মুনাফাসহ ফেরত পাওয়ার যে সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সুদের পর্যায়ভুক্ত বিধায় ওই সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। সুদি ব্যাংকে টাকা

Scanned by CamScanner

রেখে মুনাফা নেওয়া যেমন হারাম, সরকারি সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে মুনাফা গ্রহণ করাও হারাম বিধায় মুসলমানদের এসব কাজকর্ম বর্জন করা ঈমানী দায়িত্ব। (১৭/৭৬৭)

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ / ٢٤١ : الربا هو الفضل الخالى عن العوض.

সঞ্চয়পত্রের লভ্যাংশ ভোগ করা অবৈধ

প্রশ্ন : সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্র যেমন–পাঁচ বছর বা তিন বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্র পেনশনের সঞ্চয়পত্রের ওপর সরকার একটা নির্দিষ্ট হারে মুনাফা প্রদান করে থাকে। ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের বিপরীতে যে অর্থ পাওয়া যায় তা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারি তহবিলে জমা হয়। উক্ত অর্থ সরকার বিভিন্ন ধরনের ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য ব্যাংক ব্যবস্থাপনা হতে ঋন গ্রহণ করে থাকে। সঞ্চয়পত্র ক্রয়কারীগণ নির্দিষ্ট হারে যে মুনাফা পায় তা দ্বারা সংসারের ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। জানার বিষয় হলো, এ ধরনের সঞ্চয়পত্রের লভ্যাংশ ভোগ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সঞ্চয়পত্র ক্রয় করার দ্বারা আপনি যে মুনাফা অর্জন করে থাকেন তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নাজায়েয ও হারাম বলে বিবেচিত। তাই এ ধরনের সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা ও তা থেকে মুনাফা অর্জন করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। উল্লেখ্য যে উক্ত টাকা দিয়ে সঞ্চয়পত্র ক্রয় না করে সম্ভব হলে সে টাকা হালাল ব্যবসায় খাটানোর মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। অথবা উক্ত টাকা শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত যেকোনো ইসলামী বাংকে মুদারাবার ওপর ডিপোজিট করতে পারেন। (১৬/৩৭০/৬৫৪৯)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٨، ٢٧٩ : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

Scanned by CamScanner

📖 الربا والمعاملات المصرفية ص ٣٧٤ : قد اتضح مما تقدم أن السند عبارة عن قرض بفائدة لأنه يمثل دينا على الشركة ويستحق صاحبه فائدة سنوية محددة سواء بحيث الشركة خسرة فهو داخل فى نطاق المعاملات الربوية -

সিপি ফান্ডের লভ্যাংশের হুকুম

প্রশ্ন : আমি একজন চাকরিজীবী। বাংলাদেশ রেশন বোর্ডে চাকরি করি। বোর্ডের নিয়ম প্রত্যেক চাকরিজীবীদের মূল বেতনের ১০% সিপি ফান্ডের নামে কর্তন করে এবং একটি বড় রেজিস্টারে প্রত্যেকের নামে উক্ত কর্তনকৃত টাকার হিসাব রাখা হয়। সরকার, বোর্ড বা সংস্থা ওই কর্তনকৃত টাকার সমপরিমাণ টাকা উক্ত চাকরিরত ব্যক্তিকে প্রদান করে এবং তার হিসাব উক্ত রেজিস্টারে রাখা হয়। চাকরি শেষে কর্তনকৃত টাকা ও তার সুদ এবং সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত টাকা ও তার সুদসহ সর্বমোট টাকা উক্ত চাকরিজীবীকে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, কোনো চাকরিজীবীদের সিপি ফান্ডের টাকার জন্য ব্যাংকে আলাদা আলাদা কোনো অ্যাকাউন্ট নেই, বরং ট্রাস্টি বোর্ডই বড় রেজিস্টারে আলাদা আলাদা হিসাব রেখে ট্রাস্টি বোর্ডের নামে একটিমাত্র অ্যাকাউন্টে সমুদয় টাকা ব্যাংকে রেখে ব্যাংকের মাধ্যমে লোন দেওয়া-নেওয়া করে এবং চাকরি শেষে ট্রাস্টি বোর্ডের নামে লোন আদান-প্রদান করে এবং চাকরি শেষে বোর্ড উক্ত চাকরিজীবীকে তার দেনা-পাওনা পরিশোধ করে থাকে। অতএব প্রশ্ন হলো, সিপির সুদসহ টাকা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রকারভেদ ও ধরনের ভিন্নতার কারণে তার হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হয়। বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছা ফান্ডের বিধান এক নয়। উপরন্তু বাধ্যতামূলক ফান্ডের বিভিন্ন রূপের হুকুমও ভিন্ন হয়।

প্রশ্নে সিপি ফান্ডের যে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে তাতে চাকরিজীবীর নিজ বেতন হতে যে পরিমাণ অনাদায় থাকে ওই পরিমাণ টাকার চাকরিজীবী এখনো মালিক হয়নি। তাই পরে যখন ওই টাকা দেবে চাকরিজীবীদের জন্য হালাল হবে। টাকাদাতা অবৈধভাবে দিলে তারই গোনাহ হবে। **(৭/৮৯৫)**

📖 پروویڈنٹ فنڈ پر زکوۃ اور سود کا مسئلہ ص ۴ : (۱) جبری پروویڈنٹ فنڈ پر سود کے نام پر جو رقم ملتی ہے وہ شرعاً سود نہیں بلکہ اجرت و تنخواہ ہی کا ایک حصہ ہے اس کا لینا اور اپنے استعمال میں لانا جائز ہے، البتہ پروویڈنٹ فنڈ میں رقم اپنے اختیار سے کٹوائی جائے تو اس میں تشبہ بالربوا ہے، اور ذریعہ سود بنا لینے کا خطرہ بھی ہے، اس لئے اس سے اجتناب کیا جائے۔

Scanned by CamScanner

পেনশন সঞ্চয়পত্রের লভ্যাংশ অবৈধ

প্রশ্ন : সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য সরকার পেনশন সঞ্চয়পত্র নামে একটি স্কিম চালু করেছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত এককালীন টাকা উক্ত সঞ্চয় স্কিমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সঞ্চয় করলে প্রতি মাসে প্রতি লাখে ১ হাজার টাকা মুনাফা হিসেবে পেয়ে থাকেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা বৈধ কি না?

উত্তর : অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত এককালীন টাকা হালাল হলেও উক্ত টাকা সরকার কর্তৃক চালুকৃত সঞ্চয় স্কিমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সঞ্চয় করে তা থেকে প্রাপ্ত মুনাফা শরীয়তের আলোকে সুদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা ভোগ করা কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। (১৮/১৩০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به -

📖 المعايير الشرعية ص ٢٩٩ : حكم إصدار السندات : يحرم إصدار جميع أنواع السندات الربوية وهى التى تتضمن اشتراط رد المبلغ المقترض وزيادة على أى وجه كان سواء أدفعت هذه -

সদস্য নয়, এমন ব্যক্তির টাকা বেসরকারি প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা করা

প্রশ্ন : আমাদের মাদরাসার সকল শিক্ষকের সম্মিলিত একটি প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে। নীতিমালা এরূপ যে, প্রতি মাসে প্রত্যেক শিক্ষকের বেতন থেকে একশত টাকা করে জমা রাখা হয়ে থাকে। এর চেয়ে বেশিও প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী জমা করে থাকে। এ ফান্ডের লাভ-লোকসান সকল সদস্যের বহন করতে হয়। এ টাকা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত। এর সাথে মাদরাসার কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ ইচ্ছা করলে এ ফান্ড থেকে বের হয়ে যেতে পারে। এ ফান্ডের একটি আইন হলো, উক্ত মাদরাসায় প্রতি বছর তিনটি পরীক্ষা হয়। এ পরীক্ষাগুলোর ফি পরীক্ষাসংক্রান্ত কাজে ব্যয় হওয়ার পর বাকি সব টাকা উস্তাদগণের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। তবে উক্ত বণ্টনে প্রত্যেক শিক্ষকগণের নামে যত টাকা করে আসে সে টাকা থেকে কিছু টাকা প্রত্যেকের হাতে হাতে দেওয়া হয়। আর মোটা অঙ্কের টাকাগুলো প্রত্যেক শিক্ষকের নামের ওপর উক্ত ফান্ডে চলে যায়। কিন্তু যে উস্তাদ উক্ত ফান্ডে নেই তার নামে যে টাকা আসে তার কিছু

Scanned by CamScanner

টাকা তার হাতে দেওয়া হয় আর মোটা অঙ্কের টাকাটা উক্ত ফন্ডে চলে যায় উক্ত ফান্ডের সদস্যদের নামে। প্রশ্ন হলো, সে তো উক্ত ফান্ডের সদস্য নয়। তাহলে তার টাকাটা উক্ত ফান্ডে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে এ টাকা দেওয়া হয় না। এ ধরনের আইন কতটুকু সহীহ?

উত্তর : শিক্ষকদের সন্তুষ্টিক্রমে প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠন করে শরীয়তসম্মত পন্থায় লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে মুনাফা অর্জন ও গ্রহণ করা বৈধ। তবে উক্ত ফান্ডের সদস্য নয়, এমন শিক্ষকের পরীক্ষার ফির আংশিক টাকা তার সম্মতি ছাড়া কর্তন করে উক্ত ফান্ডে জমা দেওয়া অবৈধ। তাই এমন করে থাকলে তার টাকা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। (১৪/৯১/৫৫৫৩)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٤/ ٢٩٩ : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، أذود عنه الناس، فقال: " يا أيها الناس، هل تدرون في أي يوم أنتم؟ وفي أي شهر أنتم؟ وفي أي بلد أنتم؟ " قالوا: في يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام، قال: " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه "، ثم قال: " اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه -

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٤) : عن عبد الله بن السائب، عن أبيه، عن جده، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه "-

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٢٠٠ : لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته إلا في مسائل مذكورة في الأشباه -

অব্যাহিত নিলে বেসরকারি প্রভিডেন্ড ফান্ডে জমাকৃত টাকার অর্ধেক দেওয়া

প্রশ্ন : আমি একটি সংস্থায় দীর্ঘ আট বছর যাবৎ কর্মরত ছিলাম। সংস্থার নিয়ম ছিল, প্রভিডেন্ড ফান্ডে টাকা জমা রাখা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক এবং প্রভিডেন্ড ফান্ড খোলার পর বেতনের সাথে ১০০ টাকা বর্ধিত করা হবে এবং প্রতি বেতনে ২০০ টাকা

Scanned by CamScanner

কর্তন করে রাখা হবে। তা ভাউচারে এমনভাবে লেখা হতো। উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতি মাসে আমার নামে জমা হতে থাকে, যা সম্পূর্ণ আমার মতের বিরোধী ছিল। কিন্তু চাকরি ঠিক রাখার জন্য চুপ থাকতে বাধ্য হই। আমার জমাকৃত টাকার অঙ্ক প্রায় ১৬০০০ টাকা। কিছুদিন পূর্বে আমি স্বেচ্ছায় উক্ত সংস্থা থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করি এবং প্রফিডেন্ট ফান্ডে আমার নামে জমাকৃত টাকা উত্তোলন করতে যাই। তখন সংস্থার প্রধান আমার নামে জমাকৃত সমুদয় টাকা না দিয়ে অর্ধেক টাকা দেবেন বলে জানান। এখন তাঁর কাছে এটা শরীয়তসম্মত কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, তা শরীয়তসম্মত। হুজুরের কাছে বিষয়টির সঠিক সমাধান আশা করছি।

উত্তর : প্রভিডেন্ড ফান্ডে বেতন থেকে বাধ্যতামূলক কর্তনকৃত টাকা এবং সে ফান্ডে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বর্ধিত টাকা আপনার বেতনেরই অংশ বিশেষ বিধায় যে নামে তা দেওয়া হোক আপনার জন্য সে টাকা বৈধ ও হালাল। উক্ত ফান্ড থেকে টাকা উত্তোলনের সময় অর্ধেক দেওয়ার বিধান না থাকলে সংস্থার প্রধানের জন্য অর্ধেক কর্তন করা বৈধ হবে না। এটা সম্পূর্ণ হক বা প্রাপ্য। তবে আপনি স্বেচ্ছায় অর্ধেক টাকা ছেড়ে দিলে তা শরীয়তবহির্ভূত হবে না। (১০/৯১৮/৩৩২২)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧ /٣٠٠ : (قوله بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن) يعني لا يملك الأجرة إلا بواحد من هذه الأربعة والمراد أنه لا يستحقها المؤجر إلا بذلك كما أشار إليه القدوري في مختصره لأنها لو كانت دينا لا يقال أنه ملكه المؤجر قبل قبضه وإذا استحقها المؤجر قبل قبضها فله المطالبة بها وحبس المستأجر عليها-

তাওবাকারীর হারাম সম্পদের ব্যাপারে করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি সুদ-ঘুষ তথা হালাল-হারাম বাছাই না করে অনেক সম্পদের মালিক হয় এবং একসময় তাওবা করে আর হারাম কামাই করবে না এবং শরীয়তসম্মতভাবে চলবে তাহলে হারাম উপায়ে অর্জিত সমুদয় সম্পদ সদকা করে দেবে হবে, নাকি তার জন্য হালাল হয়ে যাবে? উল্লেখ্য, বর্তমান অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির সম্পদের হালাল-হারাম পৃথক করার তেমন কোনো সুযোগ নেই বা পৃথক করা প্রায় অসম্ভব।

উত্তর : সুদ-ঘুষ তথা হারাম উপায়ে অর্জিত টাকা নিজের কাছে রাখা অবস্থায় তাওবা হতে পারে না। তাওবার শর্ত হলো, এরূপ সম্পদ তার মালিকের নিকট বা তাদের

Scanned by CamScanner

ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া। এদের পাওয়া না গেলে তাদের পক্ষ থেকে সদকা করে দেওয়া। এরপর কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে আর না করার অঙ্গীকার করা। হালাল-হারাম মিশ্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তত অনুমান করে হারামের পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক। এরপর তা প্রকৃত মালিক বা তার ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং তাদের না পাওয়া গেলে তাদের পক্ষ থেকে সদকা করে দেওয়া জরুরি। (৭৪২৯/১৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٢٨٣ : (قوله: فعليه التصدق بقدرها من ماله) أي الخاص به أو المتحصل من المظالم. اهـ ط وهذا إن كان له مال. وفي الفصول العلامية: لو لم يقدر على الأداء لفقره أو لنسيانه أو لعدم قدرته قال شداد والناطفي رحمهما الله تعالى: لا يؤاخذ به في الآخرة إذا كان الدين ثمن متاع أو قرضا، وإن كان غصبا يؤاخذ به في الآخرة، وإن نسي غصبه، وإن علم الوارث دين مورثه والدين غصب أو غيره فعليه أن يقضيه من التركة، وإن لم يقض فهو مؤاخذ به في الآخرة، وإن لم يجد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برئ في الآخرة.

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۷۰۹ : جواب- محض توبہ زبانی کرنے سے جو مال حرام اس نے حاصل کیا تھا وہ حلال نہیں ہوا بلکہ اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو مال جس سے حرام طریقہ سے حاصل کیا اس کو یا اس کے ورثہ کو واپس کرے یا معاف کرادے ورنہ صدقہ کرے میں اگر اس نے ایسا ہی کیا تو اس کی دعوت کھانا حلال ہے، ورنہ نہیں۔

Scanned by CamScanner

باب القمار

পরিচ্ছেদ : জুয়া

কোচ সার্ভিসগুলোর লটারির হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমান বিভিন্ন কোচ গাড়িতে লটারি চালু করেছে। একটি লটারি দেওয়া হয়, লটারিতে যার নাম আসে তাকে কোম্পানির পক্ষ থেকে একটি নির্ধারিত পুরস্কার দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, যাত্রীপক্ষ থেকে লটারির নামে নতুন করে কোনো টাকা নেওয়া হয় না। বরং ভাড়ার টিকিট যা আছে তাই নেয় । প্রশ্ন হলো, উক্ত পুরস্কার আদান-প্রদান বৈধ কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত গাড়ি কোম্পানিগুলোর লটারি পদ্ধতি চালুর দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক ভাড়ায় কোনো প্রভাব না পড়লে এবং যাত্রীরা যাতায়াতের জন্যই টিকিট ক্রয় করে থাকলে এ প্রথা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না। এমতাবস্থায় প্রাপ্ত পুরস্কার গ্রহণ করা আপত্তি কর হবে না। পক্ষান্তরে এর কারণে ভাড়ার মধ্যে কোনো প্রকারের প্রভাব পড়লে বা বিনা প্রয়োজনে শুধু পুরস্কারের আশায় টিকিট ক্রয় করলে তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে। তখন পুরস্কারের নামে প্রদত্ত বস্তু নেওয়াও জায়েয হবে না। (১২/৩৬/৩৮০০)

পণ্যের গায়ে লিখিত পুরস্কার গ্রহণ করা

প্রশ্ন : অনেক কোম্পানি তাদের পণ্যের সাথে পুরস্কার ঘোষণা করে, যেমন–পণ্যের ভেতরে একটা কাগজে লেখা থাকে তার জন্য কী পুরস্কার আছে বা গোপন কোথাও লেখা থাকে। বিভিন্নজন বিভিন্ন পুরস্কার পায়, কেউ চকোলেট কেউ খেলনা সামগ্রী, কেউ ফ্রিজ ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে কেউ পুরস্কার পেলে তা গ্রহণ করা বৈধ কি না? এ ধরনের পণ্য কেনা যাবে কি না?

খ. আবার অনেক কোম্পানি পণ্যের সাথে বিমান ভ্রমণের টিকিটের ঘোষণা দেয়। এ ক্ষেত্রে সবাই পায় না, হয়তো দু-একজন পায়। নির্দিষ্ট সময় পরে এ পুরস্কারের সুযোগ থাকে না, তারা তুলে নেয়।

উত্তর : ক, খ. পুরস্কারের কারণে যদি পণ্যের মূল্য খুব বেশি রাখা না হয় তাহলে পণ্যের সাথে পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ। কেননা এ অবস্থায় এটা কোম্পানির পক্ষ থেকে পুরস্কারস্বরূপ। আর যদি পুরস্কারের কারণে পণ্যের মূল্য বাজার মূল্যের চেয়ে অধিক

Scanned by CamScanner

রাখা হয় তাহলে পুরস্কারের আশায় পণ্য ক্রয় করা জুয়ার নামান্তর বিধায় ঘোষিত পুরস্কার গ্রহণ করা জায়েয হবে না। (১৫/৪৯০/৬০০২)

📖 سورة المائدة الآية ٩٠: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٢٥٨ : ويتصل بما ذكرنا الزيادة في المبيع والثمن والحط عن الثمن والكلام فيهما في ثلاثة مواضع: أحدهما في أصل الجواز أنهما جائزان أم لا، والثاني في شرائط الجواز، والثالث في كيفية الجواز (أما) الأول فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا الثلاثة: الزيادة في المبيع والثمن جائزة مبيعا وثمنا كأن العقد ورد على المزيد عليه والزيادة جميعا من الابتداء -

📖 الهداية (قاسميه) ٣ /٥٩ : ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع ويجوز أن يحط عن الثمن.

📖 جدید تجارت اور روزمرہ معاملات کے شرعی احکام ص ۱۴۴ : تاجر لوگ اپنی مصنوعات کے فروغ کے لئے کوپنوں کے نمبروں کی بنیاد پر جو اشیاء فروخت کرتے ہیں اور اس پر انعام تقسیم کرتے ہیں اس خرید وفروخت اور انعام کے بارہ میں کچھ تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر خریدار سے ان مصنوعات کی وہی بازاری قیمت طلب کی گئی ہے جو انعامی اسکیم کے بغیر بھی طلب کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی خرید وفروخت جائز ہے اور انعام بھی جائز ہے، یہ انعام قمار (جوئے) میں داخل نہیں ہے۔

البتہ اگر انعامی اسکیم کے تحت فروخت کی جانیوالی اشیاء کی قیمت بازاری قیمت سے زائد مقرر کی گئی ہے تو یہ قمار میں داخل ہے جو ناجائز ہے۔

📖 مالی معاملات پر غرر کے اثرات (ادارۃ المعارف) ص ۳۹۹

পণ্য ক্রয় করে পুরস্কার ও কমিশন গ্রহণ করা

প্রশ্ন : বর্তমানে ব্যবসায়ী কোম্পানিগুলো নতুন নতুন পদ্ধতি বাজারে চালু করেছে। যেমন–কিছু কোম্পানি পণ্য ক্রয়কারীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয় করলে কমিশন দেয়। কিছু কোম্পানি দেয় না বা দিলেও অনেক কম দেয়, কিন্তু আবার বেশি পণ্য ক্রয় করলে পুরস্কার দেয়। এ পুরস্কার কখনো যে জিনিস ক্রয় করে সে জিনিসসহ দিয়ে থাকে। আবার কখনো পুরস্কারটা ভিন্ন জিনিস দ্বারাও দিয়ে থাকে। আবার এ পুরস্কার প্রত্যেক

Scanned by CamScanner

ক্রেতাকে দেওয়া হয় না, বরং প্যাকেটের ভেতর পুরস্কারের টিকিট থাকে, যার ভাগ্যে পণ্যের সাথে এ টিকিট আসে সে-ই কেবল তা পায়। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত পদ্ধতিতে পুরস্কার ও কমিশন নেওয়া বৈধ কি না?

যদি কমিশন বা পুরস্কারকে আসল পণ্যের সাথে বণ্টন করা হয় তাহলে পণ্যের দাম কমে যায়। আর যদি কমিশন বা পুরস্কারকে না ধরা হয় তাহলে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এখন কোন দামের ওপর এটাকে ধরা হবে।

উত্তর : ক্রেতাকে কোম্পানি কর্তৃক দেওয়া কমিশন বা পুরস্কার দ্বারা কোম্পানির পণ্য বা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা না হলে বরং তার সাধারণ বাজার দর বহাল রাখা হলে ওই কমিশন বা পুরস্কার গ্রহণ করা ক্রেতার জন্য জায়েয হবে। পক্ষান্তরে কমিশন বা পুরস্কার দ্বারা দ্রব্যের মূল্য সাধারণ বাজার দর হতে বেশি ধার্য হলে তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাজায়েয বা হারাম হবে। (১২/৭৮৬/৫০৫৪)

📖 جدید تجارت اور روزمرہ معاملات کے شرعی احکام ص ۱۴۴ : تاجر لوگ اپنی مصنوعات کے فروغ کے لئے کوپنوں کے نمبروں کی بنیاد پر جو اشیاء فروخت کرتے ہیں اور اس پر انعام تقسیم کرتے ہیں اس خرید وفروخت اور انعام کے بارہ میں کچھ تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر خریدار سے ان مصنوعات کی وہی بازاری قیمت طلب کی گئی ہے جو انعامی اسکیم کے بغیر بھی طلب کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی خرید وفروخت جائز ہے اور انعام بھی جائز ہے۔

البتہ اگر انعامی اسکیم کے تحت فروخت کی جانیوالی اشیاء کی قیمت بازاری قیمت سے زائد مقرر کی گئی ہے تو یہ قمار میں داخل ہے جو ناجائز ہے۔

📖 مال حرام اور اس کے شرعی مصارف واحکام ص ۱۶۰

কুপন লটারি ও পুরস্কার

প্রশ্ন : ১. বর্তমানে বিভিন্ন বাজারজাত সামগ্রীতে উপহারস্বরূপ অনির্দিষ্ট কিছু বিভিন্ন দরের পুরস্কার রাখা হয়, তা নেওয়া জায়েয হবে কি?

২. বর্তমানে ঈদের বাজারে দেখা যায় যে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে কিছু কুপন ছাপানো হয়, লটারিও বলা যায় তা নির্দিষ্ট তারিখে ড্র হয়। উল্লেখ্য, কুপনগুলো প্রতি ১০০ টাকার মাথায় একটা করে দেয়। প্রশ্ন হলো, এই কুপন ও পুরস্কারগুলো শরীয়তসম্মত হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ১. বর্তমানে বিভিন্ন বাজারজাত সামগ্রীতে উপহারস্বরূপ যে পুরস্কার রাখা হয় তা গ্রহণ করা জায়েয ও বৈধ হবে। তবে পুরস্কার পাওয়াই যদি এসব মাল ক্রয়ের আসল লক্ষ হয় তবে তা জুয়ার নামান্তর বিধায় নাজায়েয হবে।

২. প্রশ্নের বর্ণনা মতে, দোকানদার যদি বিক্রীত পণ্যের ন্যায্যমূল্য রাখে, যা সাধারণত বাজারে রাখা হয় তবে মাল ক্রয়ের সময় পুরস্কার গ্রহণের নিয়্যাত থাকলেও মাল ক্রয় করা বৈধ হবে এবং এ কুপন দ্বারা যদি পুরস্কার পাওয়া যায় তা গ্রহণ করাও জায়েয হবে। তবে এ কারণে বিক্রয় সামগ্রীর মূল্য যদি ন্যায্যমূল্যের চেয়ে বেশি ধার্য করা হয় তবে এ পদ্ধতিতে পুরস্কার পাওয়ার চেষ্টা করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত বিধায় নাজায়েয ও হারাম হবে। (১০/৫১/২৯৮০)

📖 الهداية (قاسميه) ٣/ ٥٩ : ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك" فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا، وعند زفر والشافعي رحمه الله لا يصحان على اعتبار الالتحاق، بل على اعتبار ابتداء الصلة.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۲۲۴ : الجواب- حقوق میں قرعہ اندازی جائز نہیں تبرع میں جائز ہے۔

📖 جدید تجارت اور روزمرہ معاملات کے شرعی احکام ص ۱۴۴ : تاجر لوگ اپنی مصنوعات کے فروغ کے لئے کوپنوں کے نمبروں کی بنیاد پر جو اشیاء فروخت کرتے ہیں اور اس پر انعام تقسیم کرتے ہیں اس خرید وفروخت اور انعام کے بارہ میں کچھ تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر خریدار سے ان مصنوعات کی وہی بازاری قیمت طلب کی گئی ہے جو انعامی اسکیم کے بغیر بھی طلب کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی خرید وفروخت جائز ہے اور انعام بھی جائز ہے۔

البتہ اگر انعامی اسکیم کے تحت فروخت کی جانیوالی اشیاء کی قیمت بازاری قیمت سے زائد مقرر کی گئی ہے تو یہ قمار میں داخل ہے جو ناجائز ہے۔

ক্রেতা বাড়ানোর জন্য পুরস্কার ঘোষণা

প্রশ্ন : বিভিন্ন মার্কেটে ক্রেতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এ বলে পুরস্কার ঘোষণা করা হয় যে আমাদের মার্কেট থেকে মাত্র ৩০০ টাকার কেনাকাটা করলে আপনি পেতে পারেন ১ লক্ষ টাকা, ১টি মোটরসাইকেল, ১টি ফ্রিজ ইত্যাদি। জানার বিষয় হলো, ক্রেতা বাড়ানোর জন্য এভাবে পুরস্কার ঘোষণা এবং পুরস্কার পাওয়ার জন্য বা বিনা প্রয়োজনে

Scanned by CamScanner

ওই সকল মার্কেট থেকে কেনাকাটা করা এবং পুরস্কার লাগলে তা গ্রহণ করা ও তা ব্যবহার করা বৈধ কি না?

উত্তর : ন্যায্যমূল্যে মানসম্মত মাল বিক্রি করা হলে বিক্রেতার পক্ষ থেকে এ ধরনের পুরস্কার প্রদান বৈধ। তদ্রূপ প্রয়োজনের সময় ক্রেতার জন্য এ ধরনের মার্কেট থেকে মাল ক্রয় বৈধ। তবে পুরস্কারের জন্য মালের মূল্য বৃদ্ধি করা হলে অথবা প্রয়োজন ছাড়া শুধুমাত্র পুরস্কার লাভের আশায় মাল ক্রয় করা হলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। (১৬/৮৭৭)

📖 الهداية (قاسميه) ٣/ ٥٩ : ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك" فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا، وعند زفر والشافعي رحمه الله لا يصحان على اعتبار الالتحاق، بل على اعتبار ابتداء الصلة.

📖 بحوث فى قضايا معاصرة ٢/ ٢٣٢ : وإن حكم مثل هذه الجوائز أنها تجوز بشروط، (الشرط الأول) أن يقع شراء البضاعة بثمن مثله ولا يزاد فى ثمن البضاعة من أجل احتمال الحصول على الجوائز (الشرط الثانى) أن لا تتخذ هذه الجائزة ذريعة لترويج أيضا البضاعات المغشوشة لأن الغش والخداع حرام لا يجوز بحال (الثالث) أن يكون المشترى يقصد شراء المنتج للانتفاع به ولا يشتريه لمجرد ما يتوقع به الحصول على الجائزة -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵۱۸/۶ : الجواب- یہ قیمت میں کمپنی کی طرف سے رعایت ہے اور کس خریدار کو رعیت دیجائے اس کا انتخاب وہ بذریعہ قرعہ انداز کرتی ہے اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں لہذا یہ خرید وفروخت جائز ہے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۲۲ : یہ زیادہ فی المبیع ہے اور جس تصریح فقہاء مباح ہے بشرط تراضی۔

কোম্পানির তরফ থেকে লটারির মাধ্যমে দেওয়া পুরস্কার

প্রশ্ন : কোনো বস্তু ক্রয় করার পর কোম্পানির পক্ষ হতে লটারির মাধ্যমে দেওয়া পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বৈধ পণ্য নিজ প্রয়োজনে ক্রয় করা হলে মালিকপক্ষ যদি লটারির মাধ্যমে পুরস্কার ঘোষণা করে তা গ্রহণ করা শরীয়ত পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে পুরস্কার পাওয়ার আশায় পণ্য ক্রয় করা জুয়ার নামান্তর। এমতাবস্থায় ঘোষিত পুরস্কার গ্রহণ করা জায়েয নয়। (১১/৫৫৯/৩৬৪০)

📖 الهداية (قاسميه) ٣/ ٥٩ : ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك" فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا.

📖 جدید تجارت اور روزمرہ معاملات کے شرعی احکام ص ۱۴۴ : تاجر لوگ اپنی مصنوعات کے فروغ کے لئے کوپنوں کے نمبروں کی بنیاد پر جو اشیاء فروخت کرتے ہیں اور اس پر انعام تقسیم کرتے ہیں اس خرید وفروخت اور انعام کے بارہ میں کچھ تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر خریدار سے ان مصنوعات کی وہی بازاری قیمت طلب کی گئی ہے جو انعامی اسکیم کے بغیر بھی طلب کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی خرید وفروخت جائز ہے اور انعام بھی جائز ہے۔
البتہ اگر انعامی اسکیم کے تحت فروخت کی جانیوالی اشیاء کی قیمت بازاری قیمت سے زائد مقرر کی گئی ہے تو یہ قمار میں داخل ہے جو ناجائز ہے۔

পণ্যের দুটি মোড়ক দিয়ে একটি পণ্য গ্রহণ করা

প্রশ্ন : দুটি সাবানের মোড়ক দিলে একটি সাবান দেয়, তা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : সাবানের দুটি মোড়ক দিলে একটি সাবান নেওয়া বৈধ। কারণ এটি মালিক বা কোম্পানির পক্ষ থেকে উপহার বা হাদিয়ার অন্তর্ভুক্ত। (১৫/৪৯০/৬০০২)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٢٥٨ : ويتصل بما ذكرنا الزيادة في المبيع والثمن والحط عن الثمن والكلام فيهما في ثلاثة مواضع: أحدهما في أصل الجواز أنهما جائزان أم لا، والثاني في شرائط الجواز، والثالث في كيفية الجواز (أما) الأول فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا الثلاثة: الزيادة في المبيع والثمن جائزة مبيعا وثمنا كأن العقد ورد على المزيد عليه والزيادة جميعا من الابتداء -

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (قاسميه) ٣/ ٥٩ : ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع ويجوز أن يحط عن الثمن.

লটারির ক্ষেত্র ও বৈধতা

প্রশ্ন : ইসলামে কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআ' বা লটারির বৈধতা আছে। ইসলামে এমন কিছু কাজ আছে লটারি দিয়ে যেগুলোর সমস্যার সমাধান হয় না, যেমন–যেকোনো কাজের জন্য আমীর নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যদি লটারি দেওয়া হয় তাহলে যোগ্য আমীর হয়তো বা পাওয়া যাবে না। আমি জানতে চাই, লটারি সকল ক্ষেত্রে বৈধ আছে কি না? যদি থাকে তাহলে তার সীমারেখা কী, জানাবেন?

উত্তর : কোনো বস্তুর একাধিক ব্যক্তি সমান হকদার হলে অংশ নির্ধারণ করার জন্য কুরআ'আন্দাজী তথা লটারি দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। অনুরূপ হকদারের সংখ্যা বেশি হওয়া অবস্থায় অংশ কম হলেও লটারির মাধ্যমে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে। প্রশ্নে বর্ণিত কোনো কাজে আমীর বা পদবি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একই পদে সমান যোগ্যতার অধিকারী একাধিক ব্যক্তি প্রার্থী হলে তখন লটারির সাহায্যে তা নির্ধারণ করার অনুমতি আছে। (১২/৫৩৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٣٤٨ : وأشار المصنف إلى أنهما لو استويا في سائر الفضائل إلا أن أحدهما أقدم ورعا قدم وقد صرح به في فتح القدير ثم اقتصر المصنف على هذه الأوصاف الأربعة أعني العلم والقراءة والورع والسن-

وقد ذكروا أوصافا أخر ففي المحيط فإن استويا في السن قالوا أحسنهما خلقا أولى، فإن استويا فأحسنهما وجها أولى وفسر الشمني الخلق بالإلف بين الناس وفسر المصنف في الكافي أحسنهم وجها بأكثرهم صلاة بالليل للحديث «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» ، وإن كان ضعيفا عند المحدثين، وذكر في البدائع أنه لا حاجة إلى هذا التكلف بل يبقى على ظاهره؛ لأن صباحة الوجه سبب لكثرة الجماعة خلفه وقدم في فتح القدير الحسب على صباحة الوجه، فإن استووا فأشرفهم نسبا وزاد الإمام الإسبيجابي على ذلك أوصافا ثلاثة أخرى وهي، فإن استووا فأكبرهم رأسا وأصغرهم عضوا، فإن استووا فأكثرهم مالا أولى

Scanned by CamScanner

حق لا يطلع على الناس، فإن استووا في ذلك فأكثرهم جاها أولى وزاد في المعراج ثاني عشر وهو أنظفهم ثوبا واختلف في المسافر مع المقيم قيل هما سواء وقيل المقيم أولى وينبغي ترجيحه كما لا يخفى، وفي الخلاصة، فإن اجتمعت هذه الخصال في رجلين فإنه يقرع بينهما.

📖 معارف القران (المكتبة المتحدة) ٣/ ٢٢٧ : ہاں ایک طرح کی قرعہ اندازی جائز ہے اور رسول کریم ﷺ سے ثابت ہے وہ یہ کہ جب حقوق سب کے مساوی ہوں اور حصے بھی مساوی تقسیم کر دیئے گئے ہوں پھر ان میں سے حصوں کی تعیین بذریعہ قرعہ اندازی کر لی جائے۔ مثلاً ایک مکان ہر شریکوں تقسیم کرتا ہے تو قیمت کے لحاظ سے چار حصے برابر لگا لئے گئے اب یہ متعین کرنا کہ کونسا حصہ کسی شریک کے پاس رہے اس کی تعیین اگر آپس میں مصالحت و رضامندی سے نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ قرعہ اندازی کر کے جس کے نام پر جس طرح کا حصہ نکل آئے اس کو دیدیا جائے یا کسی چیز کے خواہش مند ایک ہزار ہیں اور سب کے حقوق مساوی ہیں مگر جو چیز تقسیم کرنا ہے وہ سو ہیں تو اس میں قرعہ اندازی سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

লটারির মাধ্যমে পাওয়া জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি লটারির মাধ্যমে অর্জিত মালসামানা যথা–গাড়ি বা ফার্নিচার ইত্যাদি খরিদ করে তা জায়েয হবে কি না? অর্জনকারী ব্যক্তির জন্য তা বিক্রি করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রচলিত লটারিব্যবস্থা সুদ এবং জুয়ার সমষ্টি হওয়ার কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। তাই লটারির মাধ্যমে অর্জিত বস্তুর ব্যবহার সম্পূর্ণ হারাম। সুতরাং এ মাল তার প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে হবে। মালিক জানা না থাকলে গরিব-মিসকিনকে দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। আর জেনেশুনে ওই মাল ক্রয় করা জায়েয হবে না। (৪/৪২৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٠٣ : وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص.

📖 فيه أيضا ٦/ ٣٨٥ : ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه

Scanned by CamScanner

لكن في المجتبى مات وكسبه حرام فالميراث حلال ثم رمز وقال لا نأخذ بهذه الرواية وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۶ : سوال- انعامی بانڈز خریدنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- جائز نہیں سود اور جوا کا مجموعہ ہے اور حرام در حرام ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۹/ ۳۸۶ : ایسی زمین جو مال حرام سے خریدی گئی ہے کوئی شخص اس کو اپنی پاک کمائی کے روپیہ سے خرید سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب- زمین یا مکان کے حرام مال سے خریدنے کی چار صورتیں ہیں جیسا کہ چار میں مذکور ہوئیں، اگر مشتری نے اول صورت سے خریدا ہے تب تو اس سے کسی مشتری آخر کو حلال مال سے خریدنا درست نہیں۔

প্রতিযোগিতার ফরম ও ভর্তি ফরম বিক্রির হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি সংগঠন জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করে এবং তাতে কুইজের ব্যবস্থাও থাকে। কুইজের ফরমের মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১০০ টাকা। এমতাবস্থায় একজন ফাতওয়া দেন যে যেহেতু এর মূল্য অনেক অনেক কম তাই এ ফরম ১০০ টাকা বিক্রি জায়েয হবে না। অন্যজন বলেন, তাহলে কওমী মাদরাসার ভর্তি ফরম ৫০ বা ১০০ টাকা বিক্রি জায়েয হয় কিভাবে? এখন জানার বিষয় হলো, উভয় ফরমের মূল্য একই হবে, নাকি ভিন্ন ভিন্ন? উল্লেখ্য, আয়োজক কমিটি বলেন, ফরমের মূল্যের সাথে পুরস্কারের কোনো সম্পর্ক নেই, পুরস্কার আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে দিই। উল্লিখিত পদ্ধতিগুলো শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত জ্ঞান প্রতিযোগিতার ফরম এবং মাদরাসার ভর্তি ফরম বিক্রির হুকুম এক নয়। জ্ঞান প্রতিযোগিতার ফরম কম মূল্যে বিক্রি করা হোক বা বেশি মূল্যে জুয়ার নামান্তর। কেননা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা হয় পুরস্কারের লোভে। আর পুরস্কার হলো মাল। অল্প মাল দিয়ে বেশি মালের আশা করা এবং পুরস্কার না পেলে সমস্ত টাকা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার নামই জুয়া। পক্ষান্তরে স্কুল-মাদরাসার ভর্তির সময় যে ফি গ্রহণ করা হয় তা প্রতিষ্ঠানের চাঁদার অন্তর্ভুক্ত বিধায় জায়েয। (১৩/১০৪/৫১৫৭)

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۶/ ۴۴۱- ۴۴۲ : سوال- ہمارے ایک دوست کی اور میری ایک مسئلہ میں بحث ہو گئی ہے ہم دونوں کی رضامندی سے فیصلہ آپ پر چھوڑ رہے ہیں، مسئلہ حسب ذیل ہے:

اکثر رسالہ میں آنجناب نے علمی معمہ دیکھا ہوگا اس کی صحیح خانہ پری کرنے پر انعام دیا جاتا ہے، میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا قمار ہے کیونکہ ایک روپیہ کے بدلے میں

Scanned by CamScanner

زیادہ روپے ملتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ قمار نہیں ہے بلکہ ایک روپیہ فیس داخلہ ہے اور انعام اس ایک روپیہ پر نہیں ملتا، ورنہ ہر داخلہ لینے والا انعام کا مستحق ہوتا، بلکہ عمل (صحیح خانہ پری) ہی باعث انعام ہے یہی وجہ ہے کہ جس کا جتنے درجہ عمل صحیح ہوگا وہ ویسے ہی انعام کا مستحق گردانا جائے گا۔

الجواب—حامداو مصلیا—آپ کے دوست نے اس کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ (قمار) تجویز کی ہے آپ نے اس کے جائز ہونے کی ایک وجہ نکالی جو کہ درحقیقت اس کے ناجائز ہونے کے لئے مؤکد ومؤید ہے، یعنی ربوا، پس اس کے ناجائز ہونیکی دو وجہ آپ کے دونوں کے مجموعی کلام سے حاصل ہو گئیں۔

ایک: قمار؛ کیونکہ انعام نہ ملنے کی صورت میں یہ روپیہ ضائع ہو گیا۔

دوسری وجہ: ربوا؛ کیونکہ ایک روپیہ دیکر زیادہ روپیہ حاصل ہوئے ربوا اور قمار دونوں نصاً ممنوع ہیں۔

কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : বিভিন্ন কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠান প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য কুইজ প্রতিযোগিতা দেয় এবং বিজয়ীদের লটারির মাধ্যমে পুরস্কার দেওয়া হয়। আমার জানার বিষয় হলো, এ ধরনের কুইজে অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বিভিন্ন কোম্পানি প্রতিষ্ঠান প্রসিদ্ধি লাভ করার জন্য যে কুইজ প্রতিযোগিতা দেয় এবং বিজয়ীদের মাঝে লটারির মাধ্যমে পুরস্কার দেয় যদি উক্ত কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠান ওই কুইজের কাগজের পরিবর্তে অংশগ্রহণকারী থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ না করে থাকে তাহলে এমন কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা এবং বিজয়ী হলে তাদের দেওয়া পুরস্কার গ্রহণ করা জায়েয আছে। (১৮/২১৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٤٠٢-٤٠٣ : (ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس) والبغل والحمار كذا في الملتقى والمجمع وأقره المصنف هنا خلافا لما ذكره في مسائل شتى فتنبه (والإبل و) على (الأقدام) لأنه من أسباب الجهاد فكان مندوبا وعند الثلاثة لا يجوز في الأقدام أي بالجعل أما بدونه فيباح في كل الملاعب كما يأتي (حل الجعل) وطاب لا أنه يصير مستحقا ذكره البرجندي وغيره وعلله البزازي بأنه لا يستحق بالشرط شيء لعدم العقد والقبض اهـ ومفاده لزومه بالعقد كما يقول الشافعية فتبصر إن شرط المال) في

Scanned by CamScanner

المسابقة (من جانب واحد وحرم لو شرط) فيها (من الجانبين) لأنه يصير قمارا ... ... (و) كذا الحكم (في المتفقهة) فإذا شرط لمن معه الصواب صح وإن شرطاه لكل على صاحبه لا درر ومجتبى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٤ : طلبة العلم إذا اختصموا في السبق فمن كان أسبق يقدم سبقه، وإن اختلفوا في السبق إن كان لأحدهم بينة تقام بينته، وإن لم تكن يقرع بينهم ويجعل كأنهم قدموا معا كما في الحرق والغرق إذا لم يعرف الأول يجعل كأنهم ماتوا معا، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۲۳۰ : الجواب- مہذب زمانے کے قمار کے مہذب طریقوں میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ چار چار آنے کی فیس کے ذریعہ سے بیس ہزار روپیہ حاصل کر لیا اور اس میں سے آٹھ ہزار انعاموں کے شکل میں تقسیم کر دیا۔ کروڑوں کی آبادی میں سے ستر اسی ہزار ایسے ادمی نکل انے دشوار نہیں جو چار انے دے کر یہ توقع قائم کر لیں کہ کوئی بیش قدر انعامی رقم ہاتھ آجائے گی اور اگر بالفرض قسمت نے مدد نہ کی تو صرف چار آنے ہی کا نقصان ہوگا، بہر حال یہ قمار ہے اور قمار بنص قرآنی حرام ہے اگر کسی کو انعامی رقم حاصل ہو جائے تو اس بناء پر کہ وہ اصل مالکوں کو واپس نہیں کر سکتا (کیونکہ اس کی کوئی سبیل نہیں) اس رقم کو محتاجوں پر تقسیم کر دے۔ اگر کوئی ادارہ ایسے انعامی مقابلہ میں شریک ہونے والوں پر کوئی فیس داخلہ مقرر نہ کرے اور پر بھی انعام تقسیم کر لے تو یہ قمار نہ ہوگا اور اس میں شرکت جائز ہوگی اور حاصل شدہ رقم کو اپنے صرف میں لانا جائز ہوگا۔

কুইজ প্রতিযোগিতার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এতে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রশ্ন ছাপিয়ে ফরম আকারে বিক্রি করে থাকে এবং উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে যাদের উত্তর সঠিক হয় তাদের কয়েকজনকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হয় এবং পুরস্কারের জিনিস ক্রয় করা হয় ফরমের টাকা থেকে। জানার বিষয় হলো, এ কুইজ প্রতিযোগিতা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কুইজ প্রতিযোগিতা নাজায়েয। কেননা এটা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি প্রতিযোগীদের কাছ থেকে ফরমের টাকা না নেওয়া হয় এবং উক্ত

Scanned by CamScanner

প্রতিযোগিতা বাস্তব জ্ঞানসম্মত বা কোনো দ্বীনি বিষয়ে হয় তাহলে তা জায়েয আছে।
(১৮/৬৩৩/৭৭৭২)

📖 سورة المائد الآية ٩٠ : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٤٠٣ : (قوله من الجانبين) بأن يقول إن سبق فرسك فلك علي كذا، وإن سبق فرسي فلي عليك كذا زيلعي وكذا إن قال إن سبق إبلك أو سهمك إلخ تتارخانية (قوله لأنه يصير قمارا) لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۳۷۷ : الجواب- جب کھیلنے والی ٹیموں سے بھی فیس داخلہ کے نام سے رقم لی جاتی ہے اور انعام صرف جیتنے والوں کو دیا جاتا ہے تو یہ صورت قمار میں ہی داخل ہے اس لئے اس سے احتراز واجب ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۳۳۵ : الجواب- معمہ جات اور انعامی مقابلوں میں اگر حل کرنے والوں کو فیس ادا کرنی پڑتی ہے تب تو یہ جوا ہے جو حرام ہے اور فیس ادا نہیں کی جاتی مگر یہ معمہ لغو اور لایعنی قسم کے ہیں تو ان میں شرکت مکروہ ہے اور اگر وہ دینی معلومات پر مشتمل ہو تو ان میں شرکت مستحسن ہے۔

নাহু-সরফ কুইজ

প্রশ্ন : বিভিন্ন মাদরাসা থেকে কুইজ ছাড়া হয়। যেমন নাহু কুইজ, সরফ কুইজ ইত্যাদি। এতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নেওয়া হয় যেমন–২-৩ টাকা। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। ইহাও লটারির মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় এবং অন্য সঠিক উত্তরদাতাদের সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। বাকি উত্তরদাতাদের কিছুই দেওয়া হয় না। এ ধরনের কুইজের আয়োজন করা এবং উত্তর দেওয়া ও পুরস্কার গ্রহণ করা জায়েয আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কুইজ ফরমের বিনিময় নিয়ে পুরস্কার বিতরণের যে পদ্ধতির কথা প্রশ্নে বর্ণিত হয়েছে তা জুয়ারই অন্তর্ভুক্ত। কারণ ফরম যারা নেয় তারা বাস্তবে ফরমের কাগজের মূল্য হিসেবে ওই নির্ধারিত বিনিময় দেয় না, বরং এর মাধ্যমে এর চেয়ে বেশি অর্থ পাওয়াই উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু এ পাওয়া নিশ্চিত নয়। কেউ পায় আবার কেউ মাহরুম হয়। সুতরাং এ ধরনের কুইজ পদ্ধতি নাজায়েয। এতে অংশগ্রহণ করা ও এর মাধ্যমে প্রাপ্ত পুরস্কার–সবই নাজায়েয। ফরমের বিনিময় মূল্য মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব না হলে মিসকিনদের দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। পুরস্কার যারা গ্রহণ করেছে তাদেরও তা সদকা করে দিতে হবে। (৯/৬০৮)

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٤/ ١٢٧ : وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٩٩ : والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه.

Scanned by CamScanner

باب البنوك

পরিচ্ছেদ : ব্যাংক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে টাকা রেখে মুনাফা গ্রহণ করা

প্রশ্ন : মওদুদী কর্তৃক প্রনীত ইসলামী ব্যাংকের রূপরেখার ওপর ভিত্তি করেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি মনে করি, জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ব্যাংক একে-অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই জামায়াত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকে টাকা রেখে মুনাফা গ্রহণ করা যাবে কি না? আমি শুনেছি, আমাদের ফকীহুল মিল্লাত (দাঃবাঃ) আগে ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, কথাটি সত্য কি না?

উত্তর : ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জনাব মওদুদী সাহেবের পূর্বেই আরম্ভ হয়েছে। আর বর্তমানে বাংলাদেশের 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ' জামায়াতপন্থী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হলেও এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তা ছিল না। তদুপরি তারা হক্কানি উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত শরীয়াহ কাউন্সিলের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক পরিচালনা করার দাবি করে থাকে। তাই তাদের দাবি মতে, উক্ত ব্যাংকে টাকা রেখে মুনাফা গ্রহণ করা বৈধ হবে।

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব (দাঃবাঃ) কোনো সময় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের শরীয়াহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন না। তবে প্রতিষ্ঠাকালে তিনি সদস্য ছিলেন। (১১/৬৫২/৩৬৩৩)

📖 مجلۃ الفقہ الاسلامی ۳ / ۵۰۱ : اسلامی بینکنگ شریعت کے اصولوں اور احکامات قرآن پر مبنی ہے، یہ سود یعنی ربا پر عائد کرتا ہے اور تجارت کی ہمت افزائی کرتا ہے اس کا مرکزی زور ان تمام پارٹیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک پر جو مالی کاروبار میں حصہ لیتی ہیں اور ضروری بھی ہے کیونکہ مالی روانی رک جانے سے نقصان ان کو پہونچتا ہے جو سرمایہ سے محروم ہیں۔

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامی پبلشرز) ۳/ ۴۰ : لیکن اسلامی بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم عام بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے، اگرچہ عام بینکوں کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قرض ہوتی ہیں جو سودی منافع کی بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی ہیں، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، بلکہ اسلامی بینک ان

Scanned by CamScanner

رقوم کو ان کے مالکان سے شرکت کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اگر منافع ہوگا تو وہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے، لہذا یہ رقم اسلامی بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع میں ایک متناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو اس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی۔

বর্তমান বিশ্বে সুদমুক্ত ব্যাংকিং সম্ভব

প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং সম্ভব কি না? হলে কিভাবে?

উত্তর : ইসলামী বিধিবিধান সর্বকালে-সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এটাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। তাই বর্তমান বিশ্বেও ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক পরিচালনা অসম্ভব হওয়ার কোনো কারণ নেই। মুরাবাহা, মুদারাবা, মুশারাকা ইত্যাদি কতগুলো ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি, এগুলোর মাধ্যমে কোথাও ব্যাংক পরিচালনা হলে সে ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংক বলা যেতে পারে–এর বাস্তব নমুনা বাংলাদেশেও বিদ্যমান। (১৫/৫৮১/৬১৩৪)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/ ٥٧٥ : ثم إن نظام البنوك الرائجة اليوم الذى يسير على أساس الربا له من المفاسد ما لا يعد ولا يحصى؛ فإنه يفسد نظام توزيع الثروة على الناس، ويجعل الأموال دولة بين الأغنياء فحسب، ويعوق الأسواق عن مسيرها الطبعى ويجعلها مملوكة لأثرياء معدودين، وليس هذا موضع بسط تلك المفاسد ... ... فالحق أن الربا حرام مطلقا سواء كان تعامله فى ديون الاستهلاك أو فى ديون الاستثمار، وأما نظام البنوك فيمكن أن يجرى اليوم على أساس الشركة والمضاربة بدل الربا -

📖 اسلامی بینکاری کی بنیادیں (مکتبۃ العارفی) ص ۲۴۴ : حقیقت یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کا یہ بڑا جرأت مندانہ قدم تھا کہ وہ یہ پختہ عزم لیکر آگے بڑھے کہ ان کے تمام معاہدات شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوں گے اور ان کی تمام سرگرمیاں سود میں ملوث ہونے سے پاک ہوں گی۔

ان اسلامی بینکوں کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بینک شرعی نگرانی کے بورڈز کے ماتحت تھے اس لئے انہوں نے ماہرین شریعت کے سامنے جدید کاروبار

Scanned by CamScanner

سے متعلق متنوع سوالات پیش کئے۔ جس سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ موجودہ تجارت اور کاروبار کو سمجھنے کا موقع ملا، بلکہ شریعت کی روشنی میں ان کا جائزہ لیکر ان کے شرعًا قابل قبول متبادل پیش کرنے کا بھی موقع ملا۔

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে টাকা রেখে মুনাফা নেওয়া

প্রশ্ন : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে টাকা রেখে লাভ গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক থেকে যে মুনাফা বা লাভ দেওয়া হয় তা তাদের দাবি অনুযায়ী সুদমুক্ত। সে হিসেবে তাদের কথা যদি বাস্তবের সাথে মিল থাকে তবে ওই লভ্যাংশকে হারাম বা নাজায়েয বলা যাবে না। সুতরাং তাদের দাবির ব্যতিক্রম প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংকে টাকা রেখে লাভ গ্রহণ করা যাবে। (৮/৩৮১/২১৫০)

বাংলাদেশে শরীয়াহ ব্যাংক আছে কি না?

প্রশ্ন : বাংলাদেশ এমন কোনো ব্যাংক আছে কি না, যা সম্পূর্ণ শরয়ী মোতাবেক পরিচালিত?

উত্তর : বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো অভিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের দ্বারা গঠিত শরয়ী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে । আমাদের জানা মতে, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড শরীয়াহ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত শরয়ী নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনার চেষ্টা করে থাকে বিধায় তাদের এ দাবি অনুযায়ী ব্যাংকগুলোকে শরয়ী নীতিমালা মোতাবেক পরিচালিত বলা যেতে পারে। (১২/৩১২/৩৯৫৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٨ :خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان مسلما عدلا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا محدودا أو لا، ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد، كذا في الوجيز للكردري، وهكذا في محيط السرخسي والهداية، ولا يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات، فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة هكذا في التبيين.

Scanned by CamScanner

মুদারাবাভিত্তিক ব্যাংকে বিনিয়োগ করা

প্রশ্ন : আমি কয়েক বছর পূর্বে ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা ফান্ডে কিছু টাকা জমা রাখি। কিন্তু কয়েক দিন পূর্বে একটি মাসিক পত্রিকা এবং জনৈক আলেম থেকে জানতে পারলাম যে ইসলামী ব্যাংকেও নাকি টাকা রাখা জায়েয নেই। অতএব আমি জানতে আগ্রহী আমি যে মুদারাবা ফান্ডে টাকা রেখেছি, তা সহীহ হয়েছে কি না? যদি সহীহ না হয় তাহলে এখন আমার করণীয় কী?

উত্তর : আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী হালাল পদ্ধতিতে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে এবং শরীয়াহ কাউন্সিল তার তদারকি করে। তাই তার বিপরীত কোনো প্রমাণ পাওয়া না গেলে তাতে টাকা জমা রাখা এবং তাদের পক্ষ থেকে দেওয়া লাভ অবৈধ বলা যাবে না। (১৮/৩১/৭৪৩২)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٨ :خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان مسلما عدلا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا محدودا أو لا، ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد، كذا في الوجيز للكردري، وهكذا في محيط السرخسي والهداية، ولا يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات، فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة هكذا في التبيين.

📖 قواعد الفقه ص ٦٣ : (٥٢) - قاعدة أمور المسلمين على السداد حتى يظهر غيره (كر)

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامی پبلشرز) ۳/ ۴۰ : لیکن اسلامی بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم عام بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے، اگرچہ عام بینکوں کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قرض ہوتی ہیں جو سودی منافع کی بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی ہیں، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں

Scanned by CamScanner

کرتے، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، بلکہ اسلامی بینک ان رقوم کو ان کے مالکان سے شرکت کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اگر منافع ہوگا تو وہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے، لہذا یہ رقم اسلامی بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع میں ایک متناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو اس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی۔

ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংকসমূহে টাকা রাখলে যা লাভ আসে তা বৈধ কি না? বৈধ না হলে নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর ও তথ্য দয়া করে জানাবেন :

(ক) উল্লিখিত ব্যাংকসমূহকে কি সম্পূর্ণ সুদভিত্তিক ব্যাংকসমূহের তুলনায় ভালো বলা যায়?

(খ) তাদের প্রতিটিই কিছু কিছু সুদের সাথে জড়িত হওয়ার ব্যাপারে আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে, দয়া করে ২-১টি প্রমাণ তারিখসহ উল্লেখ করবেন?

(গ) ওই সমস্ত ব্যাংকের কী কী ত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়েছে? কত তারিখে হয়েছে? ত্রুটিগুলো সম্পর্কে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছিলেন?

(ঘ) ওই ব্যাংক সকল ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

(ঙ) ওই (ইসলামের নামে প্রচলিত) ব্যাংকসমূহের সাথে মুসলিম সাধারণকে লেনদেন করতে বলব, না নীরব থাকব?

(চ) বর্তমান বাংলাদেশে কোনো ইসলামী সমিতি, ব্যাংক ও বীমা চালু করা সম্ভব?

উত্তর : সর্বপ্রথম এ কথা জেনে রাখা প্রয়োজন, ইসলামী শরীয়ত মুদ্রার ব্যবসাকে অনুমোদন করে না বিধায় যে সমস্ত ব্যাংক মুদ্রার ব্যবসায় লিপ্ত তা সুদমুক্ত বা সুদের অভিশাপ থেকে পবিত্র বলে দাবি করতে পারে না। মুদ্রা ব্যবসার কারণেই ব্যাংক সুদভিত্তিক বলে পরিগণিত। তবে ইসলামের দেওয়া নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক যদি পণ্যের ব্যবসা করে তাহলে সুদমুক্ত বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী ব্যাংকগুলোকেও সরাসরি পণ্যের ব্যাংকের নামে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে সরাসরি পণ্যেও আমদানি-রপ্তানির অনুমতি প্রদান করে না বিধায় ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা ১০০% সন্দেহমুক্ত হবে না। তবে সুদভিত্তিক ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংক মন্দের ভালো হিসেবে বলা যাবে। তাই বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ইফতা বোর্ড থেকে সরলপ্রাণ ধার্মিক মুসলমানদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে পারতপক্ষে ব্যাংকে টাকা না রাখাই শ্রেয়। বিশেষ প্রয়োজনে রাখতে হলে ওই সব

Scanned by CamScanner

ইসলামী ব্যাংকগুলোকে স্মরণ রাখা উচিত, যেখানে শরীয়াহ কাউন্সিলের দেওয়া সিদ্ধান্তসমূহকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সঠিক ও নিখুঁতভাবে মেনে চলার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। তবে বাস্তবতার ক্ষেত্রে যেকোনো হক্কানি আলেমের তদন্ত নির্দ্বিধায় গ্রহণীয়, অন্যথায় সন্দেহজনক লাভ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা রাখাই হবে উত্তম। আপনি বিস্তারিত জানতে হলে সরাসরি দেখা করলে ভালো হবে। (৭/৯১৯)

আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের লভ্যাংশের হুকুম

প্রশ্ন : আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুফতী আব্দুর রহমান (দাঃবাঃ)। উক্ত ব্যাংকটি শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত–এটাই আমাদের ধারণা। কিন্তু অনেকে বলে থাকেন বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকই সুদমুক্ত নয়, চাই সেটা ইসলামী ব্যাংক হোক। প্রশ্ন হলো, আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কি না? উক্ত ব্যাংক সেভিং ও ডিপিএস অ্যাকাউন্ট করে, তার থেকে প্রাপ্ত মুনাফা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না? শরীয়াহ বোর্ড ও সম্মানিত চেয়ারম্যানের পরামর্শ মতামত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে নাকি তাদের ব্যাংকের প্রতি মুসলিম জনতাকে আকৃষ্ট করার জন্য হুজুরকে নামমাত্র চেয়ারম্যান বানিয়েছেন?

উত্তর : আল-আরাফাহ্ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী হযরত ফকীহুল মিল্লাত (দাঃবাঃ)-এর নেতৃত্বাধীন শরীয়াহ কাউন্সিলের দিকনির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংকের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অতএব এ দাবির বিরুদ্ধে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের দাবি অনুযায়ী উক্ত ব্যাংকের মুনাফাকে হারাম বা অবৈধ বলা যাবে না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের কোনো ব্যাংক ১০০% সুদমুক্ত নয় বা হতে পারে না। এর কারণ অন্য কিছু, যেগুলো ব্যাংক কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারবহির্ভূত। আর ব্যাংকের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে করা হলে তার মুনাফা ভোগ করা বৈধ হবে। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের ব্যবসায়িক কার্যক্রম তাদের দাবি অনুযায়ী শরীয়তসম্মত বলা হচ্ছে। এর বরখেলাফ কোনো কিছু প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লেনদেনের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে এবং প্রদত্ত মুনাফাও ভোগ করা যাবে। (১০/৫৪৭/৩২৫১)

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامی پبلشرز) ۳/ ۴۰ : لیکن اسلامی بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم عام بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے، اگرچہ عام بینکوں کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قرض ہوتی ہیں جو سودی منافع کی

Scanned by CamScanner

بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی ہیں، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، بلکہ اسلامی بینک ان رقوم کو ان کے مالکان سے شرکت کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اگر منافع ہوگا تو وہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے، لہذا یہ رقم اسلامی بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع میں ایک متناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو اس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۲۲۲ : ج: اگر کمپنی کا کاروبار خلاف شریعت نہیں اور وہ مضاربت کے اصول پر نفع تقسیم کرتی ہے لگا بندھا منافع طے نہیں کیا جاتا تو یہ منافع جائز ہے۔

সুদমুক্ত ব্যাংক ডিপিএস খোলা

প্রশ্ন : আল-আরাফাহ্ ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংক কি ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত? এসব ব্যাংকের লভ্যাংশ খাওয়া কি জায়েয আছে? ডিপিএস অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে কি না? এর লভ্যাংশ বৈধ কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংক বিজ্ঞ আলেম-উলামাদের সমন্বয়ে গঠিত শরীয়াহ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে শরীয়তসম্মত পন্থায় পরিচালিত হওয়ার দাবি করা হচ্ছে বিধায় তাদের দাবির বিপরীত কোনো কর্মকাণ্ড প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যাংকগুলোর লভ্যাংশ ভোগ করা ও অন্যান্য লেনদেন করা বৈধ ও জায়েয বলে বিবেচিত হবে। (১১/২৪৭/৩৪৯২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٨ :خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان مسلما عدلا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا محدودا أو لا، ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد، كذا في الوجيز للكردري، وهكذا في محيط السرخسي والهداية، ولا يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات، فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة هكذا في التبيين.

📖 قواعد الفقه ص ٦٣ : (٥٢) - قاعدة أمور المسلمين على السداد حتى يظهر غيره (كر)

Scanned by CamScanner

📖 اسلام اور جدید معیشت و تجارت (ادارۃ المعارف) ص ۱۳۷ : سود کا صحیح اسلامی متبادل شرکت اور مضاربت کا طریقہ ہے جو سود سے بدرجہا اچھے نتائج کا حامل ہے یہ تمویل کا نہایت مثالی عادلانہ منصفانہ طریقہ ہے جس کے تقسیم دولت پر بہت اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں...
...شرکت اور مضاربت کا نظام جاری ہونے کی صورت میں بینک کا نام خواہ بینک ہی رہے لیکن بینک کی یہ حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اب بینک کا باقاعدہ کاروبار عمل دخل ہوگا۔
شرکت اور مضاربت میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ شرکت میں شرکاء سرمائے میں بھی حصہ دار ہوتے ہیں اور عمل میں بھی حصہ دار ہو سکتے ہیں اور کوئی عملاً کاروبار میں دخل نہ دے یہ الگ بات ہے۔ اور مضاربت میں رب المال کا سرمایہ ہوتا ہے اور مضارب عمل کرتا ہے رب المال کی عمل میں شرکت نہیں ہوتی۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶ /۲۳۶ : ج: اگر اس رقم کو مضاربت کے صحیح اصولوں کے مطابق تجارت میں لگایا جاتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر محض نام ہی نام ہے تو نام کے بدلنے سے احکام نہیں بدلتے۔

আল-আরাফাহ্ ও ইসলামী ব্যাংকের শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : ১. আল-আরাফাহ্ ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকে টাকা রেখে মুনাফা নেওয়া জায়েয হবে কি? এ দুটো ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি না?

২. বিভিন্ন নামের ইসলামী ব্যাংক যেমন–সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক, শাহ্জালাল ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক ইত্যাদির লেনদেন বিশেষত মুনাফা নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ১, ২. আমাদের প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকসমূহ শরীয়তসম্মত পন্থায় টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসার মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের মুনাফা প্রদান করার দাবি করে থাকে এবং এর তদারকির জন্য শরীয়াহ কাউন্সিল নামে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামদের সমন্বয়ে কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে বিধায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দাবি ও উলামায়ে কেরামদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের পক্ষ হতে প্রদত্ত মুনাফা হারাম বলা যাবে না। তাদের দাবির বরখেলাফ কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লেনদেন করা বৈধ হবে। (১৭/২৪/৬৯১৫)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/۲۲۴ : جواب-ان دونوں سوالوں کا جواب سمجھنے کے لئے اصول سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ جو روپیہ آپ کسی فرد یا کمپنی یا ادارے کو کاروبار کے لئے دیں، اس کا منافع آپ کے لئے دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے، وہ یہ ہے

Scanned by CamScanner

کہ وہ کاروبار شرعاً جائز ہو، اگر کوئی ادارہ آپ کے روپے سے ناجائز کاروبار کرتا ہے تو اس کا منافع آپ کے لئے حلال نہیں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اس ادارے نے آپ کے ساتھ منافع فیصد تقسیم کا اصول طے کیا ہو، اگر منافع کی فیصد تقسیم کے بجائے آپ کو اصل رقم کا فیصد منافع دیتا ہے تو یہ حلال نہیں، بلکہ شرعاً سود ہے، اس اصول کو آپ مذکورہ سوالوں پر منطبق کر لیجئے۔

📖 اسلام اور جدید معیشت و تجارت (ادارۃ المعارف) ص ۱۳۵ : موجودہ نظام میں بینک میں رقمیں رکھوائی جاتی ہیں آجکل بینکنگ کی اصطلاح میں ان کو امانت کہا جاتا ہے، لیکن فقہی اعتبار سے حقیقت میں وہ قرض ہوتا ہے۔ اگر بینک کو اسلامی طریقے سے چلایا جائے تو 'امانتداروں' کے ساتھ بینک شریک یا مضاربت کا معاملہ کریگا اس طریقے میں وہ رقم قرض نہیں ہوگی۔ بلکہ اب صورتحال یہ ہوگی کہ رقم رکھوانے والے 'رب المال' ہونگے اور بینک مضارب ہوگا اور لگا ہوا سرمایہ 'راس المال' ہوگا جس پر بینک کسی خاص شرح سے نفع دینے کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ نفع حاصل ہوگا وہ ایک طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم ہوگا۔

📖 شرکت و مضاربت عصر حاضر میں ص ۳۸۴

📖 جدید فقہی مقالات ۳/۳۲

আল-আরাফাহ্ ও ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা

প্রশ্ন : বিভিন্ন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করে টাকা জমা রাখলে বছর শেষে যে অতিরিক্ত টাকা বা মুনাফা দেয় তা সুদ বলেই আমরা জানি। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে যে সকল হক্কানি আলেম ও মাশায়েখ আছেন এবং যে সকল আকাবিরকে সাধারণ মানুষ অনুসরণ করে এবং করবে তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন কয়েকটি ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান। যেমন–ইসলামী ব্যাংকের খতীব উবায়দুল হক (রহ.), আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের চেয়ারম্যান মুফতী আব্দুর রহমান (দাঃবাঃ)। অথচ প্রতিটি ব্যাংকই সুদি কারবারি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হয় এবং তাদের নিয়মনীতি মানতে হয় সাধারণ মানুষের নিকট হতে এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তাই আমি জানতে চাই যে বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক ও আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের প্রদত্ত মুনাফা শরীয়ত অনুযায়ী হালাল কি না?

উত্তর : ইসলামী ব্যাংক বা আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী দেশবরেণ্য উলামা ও বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত শরীয়াহ কাউন্সিলের দিকনির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংকের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। অতএব এ দাবির

Scanned by CamScanner

বিরুদ্ধে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের দাবি অনুযায়ী উক্ত ব্যাংকগুলোর মুনাফাকে হারাম বা অবৈধ বলা যাবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে যে পদ্ধতিতে লেনদেন করে ওই পদ্ধতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তারা যে সুদ গ্রহণ করে তা ব্যাংকের ইনকাম খাতায় জমা করে না বরং তা সন্দেহযুক্ত সদকা তহবিলে জমা করা হয়। এগুলোর সাথে অ্যাকাউন্ট হোল্ডার বা শেয়ারহোল্ডারের সম্পৃক্ততা নেই। (১০/৪১২/৩১৬৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٨ :خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان مسلما عدلا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا محدودا أو لا، ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد، كذا في الوجيز للكردري، وهكذا في محيط السرخسي والهداية، ولا يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات، فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة هكذا في التبيين.

📖 قواعد الفقه ص ٦٣ : (٥٢) - قاعدة أمور المسلمين على السداد حتى يظهر غيره (كر)

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامی پبلشرز) ۳/ ۴۰ : لیکن اسلامی بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم عام بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے، اگرچہ عام بینکوں کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قرض ہوتی ہیں جو سودی منافع کی بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی ہیں، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، بلکہ اسلامی بینک ان رقوم کو ان کے مالکان سے شرکت کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اگر منافع ہوگا تو وہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے، لہذا یہ رقم اسلامی بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع میں ایک متناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو اس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۸۷ : اول کسی کمپنی میں سرمایہ جمع کرکے اس کا منافع حاصل کرنا دو شرطوں کے ساتھ حلال ہے ایک یہ کہ وہ کمپنی شریعت کے اصولوں کے مطابق جائز کاروبار کرتی ہو، پس جس کمپنی کا کاروبار

Scanned by CamScanner

شریعت کے اصولوں کے مطابق جائز نہیں ہوگا اس سے حاصل ہونے والا منافع بھی جائز نہیں ہوگا۔

دوم یہ کہ وہ کمپنی اصول مضاربت کے مطابق حاصل شدہ منافع کا ٹھیک ٹھیک حساب لگاکر حصہ داروں کو تقسیم کرتی ہو پس جو کمپنی بغیر حساب کے محض اندازے سے منافع تقسیم کردیتی ہے اس میں شرکت جائز نہیں، اسی طرح جو کمپنی اصل سرمائے کے فیصد حساب سے مقررہ منافع دیتی ہو مثلاً اصل رقم کا پانچ فیصد اس میں بھی سرمایہ لگانا جائز نہیں کیوں کہ یہ سود ہے، اب یہ تحقیق خود کر لیجئے کہ کونسی کمپنی جائز کاروبار کرتی ہے اور اصول مضاربت کے مطابق منافع تقسیم کرتی ہے۔

📖 فیہ ایضا ۶/ ۲۲۲ : ج: اگر کمپنی کا کاروبار خلاف شریعت نہیں اور وہ مضاربت کے اصول پر نفع تقسیم کرتی ہے لگا بندھا منافع طے نہیں کیا جاتا تو یہ منافع جائز ہے۔

প্রিমিয়ার ও এক্সিম ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্টারের মুনাফা

প্রশ্ন : আমরা কয়েকজন ব্যবসায়ী সম্মিলিত কিছু টাকা প্রিমিয়ার ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্টারে কয়েক মাস রেখেছি। এতে যে মুনাফা এসেছে ওই মুনাফা আমাদের জন্য গ্রহণ করা ইসলামী শরীয়ত মতে হালাল হবে কি না?

উত্তর : প্রিমিয়ার ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্টারের ব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত বলে দাবিদার এবং এগুলো শরীয়াহ কাউন্সিলের মাধ্যমেও পরিচালিত বিধায় কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাপারে শরীয়তবিরোধী হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ না পাওয়া গেলে সেখানে অর্থ রেখে মুনাফা গ্রহণ করা অবৈধ বলা যাবে না। (১৭/৭৬/৬৯৪০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٦٤٥ : المضاربة (هي) لغة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها وشرعا (عقد شركة في الربح بمال من جانب) رب المال (وعمل من جانب) المضارب.

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامی پبلشرز) ۳/ ۴۰ : لیکن اسلامی بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم عام بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے، اگرچہ

Scanned by CamScanner

عام بینکوں کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قرض ہوتی ہیں جو سودی منافع کی بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی ہیں، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، بلکہ اسلامی بینک ان رقوم کو ان کے مالکان سے شرکت کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اگر منافع ہوگا تو وہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے، لہذا یہ رقم اسلامی بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع میں ایک تناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو اس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی۔

ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফা দ্বারা মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা

প্রশ্ন : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা ডিপোজিট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রাখা বা সাধারণ অ্যাকাউন্টে জমাকৃত টাকার লভ্যাংশ দ্বারা মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ ও আত্মীয়স্বজনকে সাওয়াবের নিয়্যাতে দান করা ও নিজে ব্যয় করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো হক্কানি উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত শরীয়াহ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানের শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত বলে ঘোষণা দিয়ে থাকে বিধায় শরীয়তের নীতি ও ধারার বরখেলাপ কোনো লেনদেনের নিশ্চিত তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকদ্বয়ে টাকা রাখা এবং তা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ভোগ করা জায়েয বলে বর্তমান উলামায়ে কেরাম ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের যেকোনো অ্যাকাউন্টে জমাকৃত টাকার লভ্যাংশ নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা মসজিদ-মাদরাসার নির্মাণ ও আত্মীয়দের দান করা বৈধ বলে বিবেচিত। (৯/৫১২/২৭৩৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ /٢٨٧ : ولو شرط للمضارب ربح نصف المال أو ربح ثلث المال كانت المضاربة جائزة ولو شرط لأحدهما ربح مائة درهم لا بعينها من رأس المال جاز ولو شرط لأحدهما ربح هذه المائة بعينها أو ربح هذا النصف بعينه من المال فسدت وإذا اشترط لأحدهما نصف الربح إلا عشرة دراهم أو ثلث الربح إلا خمسة دراهم فسدت المضاربة كذا في المحيط. (ومنها) أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من

Scanned by CamScanner

الربح جزءا شائعا، نصفا أو ثلثا أو ربعا، فإن شرطا عددا مقدرا بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز، والمضاربة فاسدة؛ لأن المضاربة نوع من الشركة، وهي الشركة في الربح.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۲۳۶ : س : یہاں بینک میں ایک رقم ایسی بھی جمع کرتے ہیں، جس کو بنک والے تجارت میں لگاتے ہیں۔ اور دکھاتے بھی ہیں کہ فلاں تجارت میں پیسہ لگادیا گیا ہے اور پیسے جمع کرنے والے کو نفع اور نقصان دونوں میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ اگر نقصان ہو تو پیسہ کاٹتے ہیں اور نفع ہو تو نفع دیتے ہیں، کیا یہ نفع لینا جائز ہے اور کیا یہ مضاربت کے حکم میں داخل ہے؟

ج : اگر اس رقم کو مضاربت کے صحیح اصولوں کے مطابق تجارت میں لگایا جاتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر محض نام ہی نام ہے تو نام کے بدلنے سے احکام نہیں بدلتے۔

ইসলামী ব্যাংকগুলোর দাবি কতটুকু বাস্তবসম্মত

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংকওয়ালারা বলে যে আমরা নানা রকম ব্যবসা করে তা থেকে যা কিছু লাভ হয় তা থেকে আমরা আমাদের সদস্যদের ৫০% দিয়ে থাকি। কিন্তু আলেমগণের মুখে শুনি ইসলামী ব্যাংকওয়ালারা আদান-প্রদানের ভেতর শরীয়তের বিধানের প্রতি খেয়াল করে না। অর্থাৎ কবজা না করেই দ্বিতীয় বিক্রি করে ফেলে, যার কারণে কোনো সময় বাই ফাসেদ হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন সম্পর্কে কোনো কিছু আমি জানি না, আলেমগণ যা বলেন তা কি আসলেই বাস্তব?

উত্তর : ইসলামী ব্যাংকওয়ালারা বলেন যে আমরা মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যাংক পরিচালনা করি। অতএব তারা যদি মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করেন তাহলে তাদের সাথে মুদারাবার চুক্তিতে বিনিয়োগ করে লভ্যাংশ নেওয়া হালাল হবে। পক্ষান্তরে যদি তারা মুদারাবা পদ্ধতি পরিহার করে সুদি কারবার করে অথবা বাই ফাসেদ বা বাতেলের মাধ্যমে ব্যবসা করে বলে আপনার কাছে প্রমাণিত হয় তাহলে আপনার জন্য লভ্যাংশ নেওয়া হালাল হবে না, বরং উক্ত লভ্যাংশ গরিবদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে। (১৫/৫৮৬/৬১৪৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٨ :خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان مسلما عدلا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا محدودا أو لا، ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد، كذا في الوجيز للكردري، وهكذا في محيط السرخسي والهداية، ولا

Scanned by CamScanner

يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات، فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة هكذا في التبيين.

📖 قواعد الفقه ص ٦٣ : (٥٢) - قاعدة أمور المسلمين على السداد حتى يظهر غيره (كر)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ٢٣٦ : س : یہاں بینک میں ایک رقم ایسی بھی جمع کرتے ہیں، جس کو بنک والے تجارت میں لگاتے ہیں۔ اور دکھاتے بھی ہیں کہ فلاں تجارت میں پیسہ لگادیا گیا ہے اور پیسے جمع کرنے والے کو نفع اور نقصان دونوں میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ اگر نقصان ہو تو پیسہ کاٹتے ہیں اور نفع ہو تو نفع دیتے ہیں، کیا یہ نفع لینا جائز ہے اور کیا یہ مضاربت کے حکم میں داخل ہے؟

ج : اگر اس رقم کو مضاربت کے صحیح اصولوں کے مطابق تجارت میں لگایا جاتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر محض نام ہی نام ہے تو نام کے بدلنے سے احکام نہیں بدلتے۔

আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের মুনাফা ব্যয়ের খাত

প্রশ্ন : ১. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ নামে যে ব্যাংক রয়েছে এ ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে ব্যাংক যে লাভ দেয় এ লাভের টাকা আমরা ব্যবহার করতে পারব কি না?

MTDR, আলওয়াদীয়া চলতি হিসাব, মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব–এ তিন প্রকার অ্যাকাউন্ট থেকে লাভ পেয়ে থাকি।

২. লাভের টাকা এ সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার যেমন–নিজস্ব, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, হজ করা, মসজিদ বানানো, যাকাত আদায় করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার জায়েয হবে কি না?

৩. অথবা সরকারি সংস্থার বিভিন্ন খাতে যেমন–জমি রেজিস্ট্রি চার্জ ও আমদানি করে বিদেশ থেকে মাল আনলে বিভিন্ন ট্যাক্স ও সিটি করপোরেশন ট্যাক্স দেওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : ১, ২, ৩. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ কর্তৃপক্ষ শরীয়তসম্মতপদ্ধতিতে ব্যবসা করে টাকা জমাকারীদের মুনাফা দেওয়ার দাবি করে থাকেএবং শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞউলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত শরীয়াহ বোর্ড গঠন করেছে। তাই তাদের এ দাবি অনুযায়ী এর বরখেলাফ কোনো কিছু প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের প্রদত্ত মুনাফা

Scanned by CamScanner

গ্রহণ জায়েয হবে এবং মুনাফার টাকা প্রশ্নে বর্ণিত সব ধরনের খাতে ব্যবহার করা জায়েয হবে। (১১/৯২০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ / ٢٨٧ : (ومنها) أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوما على وجه لا تنقطع به الشركة في الربح كذا في المحيط. فإن قال على أن لك من الربح مائة درهم أو شرط مع النصف أو الثلث عشرة دراهم لا تصح المضاربة كذا في محيط السرخسي.

📖 فيه أيضا ٤/ ٢٨٨ : (وأما) (حكمها) فإنه أولا أمين وعند الشروع في العمل وكيل وإذا ربح فهو شريك وإذا فسدت فهو أجير وإذا خالف فهو غاصب وإن أذن بعده ولو شرط الربح لرب المال كان بضاعة ولو شرط كله للمضارب كان قرضا هكذا في الكافي.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦ / ١٢٢ : ولا يجوز قرض جر نفعا بأن أقرضه دراهم مكسرة بشرط رد صحيحة أو أقرضه طعاما في مكان بشرط رده في مكان آخر فإن قضاه أجود بلا شرط جاز.

📖 شرکت مضاربت عصر حاضر میں (ادارۃ المعارف) ص ۳۸۴ ۳۸۵۔ : اسلامی بینک میں سرمایہ جمع کرنے والے نفع کے حساب کا طریقہ کار... ... روایتی بینکنگ کی اصطلاح کے مطابق بینک میں جو رقمیں رکھوائی جاتی ہیں انہیں امانت کہا جاتا ہے لیکن فقہی اعتبار سے حقیقت میں وہ قرض ہوتا ہے۔ لہذا اس پر اضافہ سود کہلاتا ہے اگر بینک کو اسلامی طریقہ سے چلایا جائے گا تو امانت داروں کے ساتھ بینک شرکت یا مضاربہ کا معاملہ کریگا، اس لحاظ سے وہ رقم قرض نہیں ہوگی... ...جس پر بینک کسی مخصوص شرح سے نفع دینے کا پابند نہیں ہوگا بلکہ جو کچھ نفع حاصل ہوگا وہ ایک طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم کیا جائیگا۔

📖 غیر سودی بینکاری ص ۲۱۷ : اسلامی بینکنگ میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ بینک شرکت کے اصولوں پر حصہ داروں سے سرمایہ جمع کر کے قائم کئے جائیں۔ اکاؤنٹ پر نہ سود دیا جائے نہ نفع میں سے کوئی حصہ۔ ایک دوسرا کھاتہ بھی ہو جس میں عوام شرکت کے اصول پر سرمایہ جمع کر سکیں۔ بینک کی منافع اس طرح تقسیم کئے جائیں کہ حصہ داروں کو کھاتہ داروں سے زیادہ نفع ملے۔

Scanned by CamScanner

ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুরাবাহা পদ্ধতি

প্রশ্ন : ইসলামের দৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংকের লেনদেন জায়েয কি না? হাদীসের ভাষায় জানা যায়, টাকার পরিবর্তে টাকা বেশি নেওয়া সুদ, অর্থাৎ যে জিনিস দেওয়া হবে নেওয়ার সময় সেই জিনিসের অতিরিক্ত হলে সুদ হবে। কোনো জিনিসের দাম বাকিতে নির্ধারিত করে বা বাকিতে কিস্তি হিসেবে নির্ধারিত করে আদায় করলে জুলুম হবে কি না? এখন ইসলামী ব্যাংক যে পদ্ধতিতে লেনদেন করছে, এটা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : পারতপক্ষে কোনো ব্যাংকের সাথে লেনদেন না করাই শ্রেয়। ইসলামী ব্যাংক যেহেতু শরীয়াহ কাউন্সিলের মাধ্যমে শরয়ী নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত বলে ঘোষণা দিয়ে থাকে, তাই শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার নিশ্চিত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তার সাথে লেনদেন করা আপত্তিকর নয় এবং এর দেওয়া লভ্যাংশও হারাম বলা যাবে না। টাকার পরিবর্তে টাকা বেশি হওয়া সুদ কিন্তু এর দ্বারা ব্যবসা করে মুনাফা গ্রহণ সুদ নয়, যা ইসলামী ব্যাংকগুলো করে থাকে। কোনো বস্তুর মূল্য বাকিতে নির্ধারিত করে আদায় করা অথবা নির্ধারিত মূল্য কিস্তিতে আদায় করা জায়েয। (১০/১৭০/৩০৫৯)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٥/ ٥٣ : فصارت مشروعة بالسنة والإجماع وشرطها أن يكون رأس المال من الأثمان وهو معلوم والربح بينهما شائعا ونصيب كل منهما معلوما وأن يكون معينا مسلما إليه فإن فقد شيء من هذه الأشياء فسدت -

وركنها أن يقول دفعت هذا المال إليك مضاربة، أو معاملة، أو خذ هذا المال واعمل به على أن ما رزق الله تعالى بيننا نصفان، أو نحو ذلك من الألفاظ التي ثبتت بها المضاربة وحكمها أنواع: إيداع ووكالة وإجارة وغصب وأنواعها: عامة وخاصة على ما يجيء كل واحد منه مفصلا قال - رحمه الله - (والمضارب أمين وبالتصرف وكيل وبالربح شريك وبالفساد أجير وبالخلاف غاصب وباشتراط كل الربح له مستقرض وباشتراطه لرب المال مستبضع) يعني بدفع المال إليه على وجه المضاربة يكون أمينا؛ لأنه قبضه بإذن مالكه لا على وجه البدل والوثيقة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ / ٥٣٢ : وان قلت: وهذا تصحيح لخلاف ما قدمناه عن الهداية وغيرها وفيه بحث فإن إلحاق البيع بالقرض غير

Scanned by CamScanner

ظاهر، بدليل أن القرض لا يصح تأجيله أصلا، وإن كان الأجل معلوما وتأجيل البيع إلى أجل معلوم صحيح اتفاقا .

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٨٧ : ولا مساواة بين النقد، والنسيئة؛ لأن العين خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل .

📖 البحرالرائق (سعيد) ٥/ ٢٨٠ : وفي الخانية والتجنيس رجل قال لآخر بعت منك هذا الثوب بعشرة على أن تعطيني كل يوم درهما وكل يوم درهمين يعطيه عشرة في ستة أيام في اليوم الأول درهما وثلاثة في اليوم الثاني ودرهما في اليوم الثالث وثلاثة في اليوم الرابع ودرهما في اليوم الخامس ودرهما في اليوم السادس .

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٦١ : لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ١٥٤ : نقد چیز کم قیمت خرید کر آگے اس کو زیادہ داموں پر قسط پر دینا جائز ہے۔

📖 فیہ ایضا ٦/ ٢٣٦ : س : یہاں بینک میں ایک رقم ایسی بھی جمع کرتے ہیں، جس کو بنک والے تجارت میں لگاتے ہیں۔ اور دکھاتے بھی ہیں کہ فلاں تجارت میں پیسہ لگادیا گیا ہے اور پیسے جمع کرنے والے کو نفع اور نقصان دونوں میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ اگر نقصان ہو تو پیسہ کاٹتے ہیں اور نفع ہو تو نفع دیتے ہیں، کیا یہ نفع لینا جائز ہے اور کیا یہ مضاربت کے حکم میں داخل ہے؟

ج : اگر اس رقم کو مضاربت کے صحیح اصولوں کے مطابق تجارت میں لگایا جاتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر محض نام ہی نام ہے تو نام کے بدلنے سے احکام نہیں بدلتے۔

ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা পদ্ধতি ও মুনাফা

প্রশ্ন : বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী ব্যাংকের শাখা খোলা আছে। সেখানের ম্যানেজার সাহেব বলেন, আমাদের উপরস্থ বড় আলেমদের নিয়ে একট শরীয়াহ বোর্ড আছে। তাদের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধান মোতাবেক এ ব্যাংক পরিচালনা করা হয় এবং জমাকৃত টাকা দিয়ে আমরা বাইয়ে মুদারাবা ইত্যাদি শরীয়তসম্মত লেনদেন করি এবং এতে যা লাভ-লোকসান হয়ে থাকে তা নির্ধারিত হারে বণ্টন করি। প্রশ্ন হলো, ব্যাংক স্টাফের কথার ওপর নির্ভর করে তাদের দেওয়া মুনাফা গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না? এবং যারা গ্রহণ করছে তা অবৈধ বলা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যদি মুনাফার হার উভয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট হয় যেমন– অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ অথবা দুই-তৃতীয়াংশ তাহলে বাইয়ে মুদারাবা সহীহ হবে। এর সঙ্গে যদি ব্যাংক ম্যানেজার মুসলমান হয় এবং খোদাভীরু হিসেবে সমাজে পরিচিত হয় এবং সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের সংবাদ বাস্তব বলে আপনার মনে হয়, তাহলে উক্ত ব্যাংকের মুনাফা নেওয়া বৈধ হবে। (১/১০৯)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ /٢٤٨ : (وكون نصيب كل منهما معلوما) عند العقد.ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت، وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٨ : خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان مسلما عدلا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا محدودا أو لا، ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد، كذا في الوجيز للكردري، وهكذا في محيط السرخسي والهداية، ولا يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات، فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة هكذا في التبيين.

ইসলামী ব্যাংকগুলোতে অ্যাকাউন্ট খোলা

প্রশ্ন : (ক) আমাদের দেশে যে সকল ব্যাংক রয়েছে চাই ইসলামী ব্যাংক হোক বা না হোক, কোন ধরনের ব্যাংকে কোন কোন ধরনের অ্যাকাউন্ট খোলা প্রয়োজনের সময় জায়েয?

(খ) যদি কেউ নন-ইসলামী ব্যাংকে অথবা ইসলামী ব্যাংকেই এমন অ্যাকাউন্ট অতীতে খুলেছে, যার মধ্যে ইন্টারেস্ট পাওয়া যায়, তাহলে ওই অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন হবে কি? আর পরিবর্তনকালে পূর্বের ইন্টারেস্ট কী করবে?

(গ) ইসলামী ব্যাংক ও আল-আরাফাহ্ ব্যাংক সব ধরনের অ্যাকাউন্ট খোলা জায়েয?

উত্তর : (ক) আমাদের দেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলো যেহেতু শরীয়তের নীতিমালার পূর্ণ অনুসরণ করে ব্যবসা পরিচালনা করে ও অর্জিত মুনাফা শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বণ্টন করার দাবি করে থাকে, সুতরাং তা বাস্তবে সঠিক হলে ইসলামী ব্যাংকেই অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এ ধরনের ব্যাংক থাকতে নন-ইসলামী ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলা বিশেষ অপারগতা না হলে বৈধ হবে না। হ্যাঁ, নন-ইসলামী ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে বাধ্য হলে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পারে।

Scanned by CamScanner

(খ) ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত লভ্যাংশ তাদের দাবি অনুযায়ী সুদ নয় তাদের দাবি কর্মের সাথে মিল থাকাবস্থায় উক্ত লভ্যাংশ হারাম বা অবৈধ বলা যাবে না বিধায় এ ধরনের অ্যাকাউন্ট থাকলে তা পরিবর্তন করার দরকার নেই। হ্যাঁ, কেউ যদি ইসলামী ব্যাংক না পাওয়ার কারণে অথবা অজ্ঞতার দরুন অতীতে সুদভিত্তিক অ্যাকাউন্ট খুলে থাকে তাহলে জ্ঞাত হওয়ার পর সাথে সাথে জমাকৃত টাকা সুদসহ ওই অ্যাকাউন্ট থেকে উঠিয়ে সুদমুক্ত অ্যাকাউন্টে জমা করা জরুরি। সুদের টাকা নিজে খাওয়ার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই। দায়মুক্ত হওয়ার নিয়্যাতে ওই টাকা মানবেতর জীবনযাপনকারী ব্যক্তিদের সদকা করে দেবে।

(গ) যেহেতু আমাদের দেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়তের নীতিমালা অনুসরণে ব্যবসা পরিচালনা করে অর্জিত মুনাফা শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বণ্টন করার দাবি করে থাকে, তাই বাস্তব ক্ষেত্রেও এ দাবি সঠিক প্রমাণিত হলে এধরণের ব্যাংকের যে কোনো একটিতে অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পারে। (৮/২৭৫)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٤٤٨ (٣٣٣٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله وشاهده وكاتبه» -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۱۶ : بینک کے سودی کھاتے میں رقم جمع کرانا جائز نہیں اگر کسی نے جہالت سے یا غفلت سے جمع کرادی بعد میں متنبہ ہو کر اس عمل پر نادم ہو تو اس پر واجب ہے کہ اس سے توبہ استغفار کرکے فوراً اپنی پوری رقم مع سود بینک سے نکال لے اور سود کی رقم بلانیت ثواب مساکین پر صدقہ کردے۔

Scanned by CamScanner

ইসলামী জীবন বীমা করার বিধান

প্রশ্ন : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ও বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক সুদমুক্ত কি না? এগুলোতে লেনদেন বা ঋণ গ্রহণ করা এবং জীবন বীমা ইত্যাদি করা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলো বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও সক্রিয় মুফতীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষ দাবি করছে। সুতরাং আমরা তাদের এ দাবির ভিত্তিতে বলতে পারি যে যতক্ষণ না তাদের এ দাবির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যাবে, ততক্ষণ উক্ত ব্যাংকগুলোর সাথে লেনদেন করাকে নাজায়েয ও হারাম বলা যাবে না। বর্তমানে ইসলামের নামে যত বীমা চলছে আমাদের জানা মতে এর কোনোটি শরীয়তসম্মত নয়। এদের মধ্যে ইসলামীকরণের কোনো প্রচেষ্টাও দেখা যাচ্ছে না বিধায় ইসলামী বীমার সাথে লেনদেন করা অবৈধ। কেননা তা সুদ ও জুয়া থেকে মুক্ত নয়। এটাকে ইসলামী ব্যাংকের সাথে তুলনা করা ভুল। (১০/৯৩৪/৩৩৫৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ١٧٠ : وبما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا: وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروا مركبا من حربي يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده، يسمى ذلك المال: سوكرة على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما، والذي يظهر لي: أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم.

📖 اسلامی بینکاری کی بنیادیں (مکتبۃ العارفی) ص ۲۴۴ : حقیقت یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کا یہ بڑا جرأت مندانہ قدم تھا کہ وہ یہ پختہ عزم لیکر آگے بڑھے کہ ان کے تمام معاہدات شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوں گے اور ان کی تمام سرگرمیاں سود میں ملوث ہونے سے پاک ہوں گی۔

ان اسلامی بینکوں کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بینک شرعی نگرانی کے بورڈز کے ماتحت تھے اس لئے انہوں نے ماہرین شریعت کے سامنے جدید کاروبار سے متعلق متنوع سوالات پیش کئے۔ جس سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ موجودہ تجارت اور کاروبار کو

Scanned by CamScanner

سمجھنے کا موقع ملا، بلکہ شریعت کی روشنی میں ان کا جائزہ لیکر ان کے شرعًا قابل قبول متبادل پیش کرنے کا بھی موقع ملا۔

📖 فتاوی محمودیہ ۴/ ۲۴۰ : الجواب- حامداو مصلیا، بیمہ میں سود بھی ہے اور جوا بھی، یہ دونوں چیزیں شرعا ممنوع ہے، بیمہ بھی ممنوع ہے۔

ইসলামী ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করা

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে বলে বেশ সুপরিচিত। ইসলামী ব্যাংক হতে স্বল্প মেয়াদি/দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নিয়ে আমরা শিল্প ও ব্যবসা পরিচালনা করতে পারব কি? তা শরীয়াহ মোতাবেক জায়েয হবে কি?

উত্তর : ইসলামী ব্যাংক শরীয়তসম্মত পন্থায় ব্যবসা করে থাকলে এবং তাদের থেকে শরীয়তের খেলাফ কোনো কাজ প্রকাশ পাওয়ার আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করা যেতে পারে। (৯/৮৭৩/২৮৯৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٦٤٥ : المضاربة (هي) لغة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها وشرعا (عقد شركة في الربح بمال من جانب) رب المال (وعمل من جانب) المضارب.

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامی پبلشرز) ۳/ ۴۰ : لیکن اسلامی بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم عام بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے، اگرچہ عام بینکوں کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قرض ہوتی ہیں جو سودی منافع کی بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی ہیں، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، بلکہ اسلامی بینک ان رقوم کو ان کے مالکان سے شرکت کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اگر منافع ہوگا تو وہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے، لہذا یہ رقم اسلامی بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع میں ایک متناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو اس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی۔

Scanned by CamScanner

হজ সঞ্চয় প্রকল্পে সঞ্চয় করার হুকুম

প্রশ্ন : ১. ব্যাংকে টাকা রাখতে হলে কোথায় রাখলে ভালো হয়। যেমন–আগে তো শুনতাম ইসলামী ব্যাংকে। পরে শুনলাম ইসলামী ব্যাংক এখন আর নিয়ম-নীতিতে নেই। অনেকে বলেন, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে রাখতে। কিন্তু আল-আরাফাহ্ ব্যাংকের দুজন ডিরেক্টরকে তো আমি চিনি, তাঁদের অবস্থা তো আমি জানি, তাই অনুগ্রহ করে জানাবেন?

২. ইসলামী ব্যাংকে একটি হজ সঞ্চয় প্রকল্প আছে, তাতে সঞ্চয় করা কতটুকু ঠিক হবে?

উত্তর : ১, ২. শরীয়ত সমর্থিত নীতিমালার আলোকে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বৈধ বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভের অংশকে নির্দিষ্ট করে যে ব্যবসা করা হয় তা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয এবং যে মুনাফা অর্জিত হয় তা হালাল। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের নামে যেসব ব্যাংক পরিচালিত হচ্ছে সেসব ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত নিয়মানুসারে পরিচালনা করার ঘোষণা দিয়ে থাকে। তাই তাদের দাবি অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাথে লেনদেন করার অনুমতি আছে। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকও ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হয় বলে ঘোষণা দিয়ে থাকে বিধায় বিপরীত কোনো তথ্যের ওপর নিশ্চিতভাবে অবগত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ব্যাংকের সাথে লেনদেন ও মুদারাবার ব্যবসা জায়েয হবে। হজ সঞ্চয় অ্যাকাউন্টও তার অন্তর্ভুক্ত। (৮/৫৬৯/২২৪৪)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٥/ ٥٣ : فصارت مشروعة بالسنة والإجماع وشرطها أن يكون رأس المال من الأثمان وهو معلوم والربح بينهما شائعا ونصيب كل منهما معلوما وأن يكون معينا مسلما إليه فإن فقد شيء من هذه الأشياء فسدت .

وركنها أن يقول دفعت هذا المال إليك مضاربة، أو معاملة، أو خذ هذا المال واعمل به على أن ما رزق الله تعالى بيننا نصفان، أو نحو ذلك من الألفاظ التي ثبتت بها المضاربة وحكمها أنواع: إيداع ووكالة وإجارة وغصب وأنواعها: عامة وخاصة على ما يجيء كل واحد منه مفصلا قال - رحمه الله - (والمضارب أمين وبالتصرف وكيل وبالربح شريك وبالفساد أجير وبالخلاف غاصب وباشتراط كل الربح له مستقرض وباشتراطه لرب المال مستبضع) يعني بدفع المال إليه على وجه المضاربة يكون أمينا؛ لأنه قبضه بإذن مالكه لا على وجه البدل والوثيقة.

Scanned by CamScanner

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۲۳۶ : س : یہاں بینک میں ایک رقم ایسی بھی جمع کرتے ہیں، جس کو بنک والے تجارت میں لگاتے ہیں۔ اور دکھاتے بھی ہیں کہ فلاں تجارت میں پیسہ لگادیا گیا ہے اور پیسے جمع کرنے والے کو نفع اور نقصان دونوں میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ اگر نقصان ہو تو پیسہ کاٹتے ہیں اور نفع ہو تو نفع دیتے ہیں، کیا یہ نفع لینا جائز ہے اور کیا یہ مضاربت کے حکم میں داخل ہے؟

ج : اگر اس رقم کو مضاربت کے صحیح اصولوں کے مطابق تجارت میں لگایا جاتا ہے تو جائز ہے، لیکن اگر محض نام ہی نام ہے تو نام کے بدلنے سے احکام نہیں بدلتے۔

কোন ব্যাংকের মুনাফা বৈধ?

প্রশ্ন : আমাদের দেশে ইসলামী ব্যাংক ছাড়াও আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। যেমন–শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ। উপরোক্ত ব্যাংকগুলো গচ্ছিত আমানতের ওপর প্রতি লাখে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা দিয়ে থাকে বা শরীয়াহ মোতাবেক হালাল উপায়ে দেওয়া হয় বলে দাবি করে। আমার পরিচিত অবসরপ্রাপ্ত একজন সরকারি কর্মকর্তা সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকে তাঁর গ্র্যাচুইটির টাকা রেখে প্রতি লাখে প্রতি মাসে ৯০০ টাকা পেয়ে থাকেন। তিনি একজন পরহেজগার ও হাজী মানুষ। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান কামালুদ্দিন জাফরী সাহেব তাঁর পরিচিত। শরীয়াহ মোতাবেক হালাল উপায়ে উক্ত মুনাফা দেওয়া হয় বলে তাঁকে জানিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো, উপরোক্ত ব্যাংকগুলোর মধ্যে কোন ব্যাংক হালাল উপায়ে মুনাফা দিয়ে থাকে?

উত্তর : যদি কোনো ইসলামী ব্যাংক এমন দাবি করে যে আমরা শরীয়াহ মোতাবেক হালাল উপায়ে ব্যবসাকরত যা লাভ করি তা থেকে একটি অংশ শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বণ্টন করে থাকি। তাদের এ বক্তব্য সঠিক ও বাস্তবসম্মত মনে হলে তাদের কাছে টাকা দেওয়া ও লভ্যাংশ গ্রহণ করা বৈধ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে (পার্সেন্টেস হিসেবে) মুনাফার হার নির্ধারণ করতে হবে। (নির্দিষ্ট অঙ্কে) মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করা যাবে না। যে সমস্ত ব্যাংক উপরোক্ত শরয়ী নীতি অনুযায়ী লেনদেন করে থাকে ওই সমস্ত ব্যাংকেরসাথে লেনদেন করে মুনাফা ভোগ করা জায়েয হবে। (১৯/৮৮/৮০২৩)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۴۵ : الجواب- مضاربہ میں کسی ایک فریق کیلئے تعیین نفع کی شرط جائز نہیں یہ مضاربہ فاسدہ ہے۔ رب المال کا معین نفع وصول کرنا سود ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامی پبلشرز) ۳/ ۴۰ : لیکن اسلامی بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم عام بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے، اگرچہ عام بینکوں کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قرض ہوتی ہیں جو سودی منافع کی بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی ہیں، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، بلکہ اسلامی بینک ان رقوم کو ان کے مالکان سے شرکت کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اگر منافع ہوگا تو وہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے، لہذا یہ رقم اسلامی بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع میں ایک متناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو اس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی۔

সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি না?

প্রশ্ন : কোনো কোনো আলেম বলেন, কোনো ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কিছু পরিমাণ টাকা জামানতস্বরূপ জমা রাখতে হয়, যা থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উক্ত ব্যাংককে সুদ প্রদান করে। এ কারণে কোনো ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাই সম্ভব নয়। এ কথাটি সত্য কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত আলেমের উক্তি যে, কোনো ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কিছু পরিমাণ টাকা জামানতস্বরূপ রাখতে হয়, যা থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উক্ত ব্যাংককে সুদ প্রদান করে, কথাটি বাস্তব ও সঠিক। তবে বুঝতে হবে যে শুধু এ কারণেই ব্যাংকটি সুদি ব্যাংক হওয়া জরুরি নয়। আসল কথা হলো, মুরাবাহা, মুশারাকা, মুদারাবা, ইজারা পদ্ধতিতে ব্যাংক পরিচালিত হলে তা ইসলামী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গৃহীত সুদের টাকা অ্যাকাউন্ট হোল্ডার, শেয়ারহোল্ডার বা ব্যাংকের আয়-ইনকামের অন্তর্ভুক্ত করা হলে সে অর্থ থেকে প্রদানকৃত মুনাফা গ্রাহকদের জন্য অবৈধ হবে। এ অবৈধ পন্থা পরিহার করার লক্ষ্যে প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যাংকগুলো লস্ট অ্যাকাউন্ট (সন্দেহজনক) নামে একটি অ্যাকাউন্ট গঠন করে তাতে সুদি টাকা জমা রাখার ব্যবস্থা করেছে। এ টাকা ব্যাংকের আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, বরং সে অর্থ সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজে ব্যয় করা হয়। সুতরাং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রদানকৃত সুদের টাকা ব্যাংকের মুনাফার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় ব্যাংকগুলো ইসলামী হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। (তথ্য : ইসলামী ব্যাংকিংবিষয়ক শরীয়াহ ম্যানুয়াল, এআইবিএল পৃ : ১৩৬) (১৫/৫৮১/৬১৩৪)

Scanned by CamScanner

📖 جدید فقہی مباحث ۱۵/ ۲۵۲ : جبکہ دوسرے علماء واکابر رفاہ عام میں یا مسلمانوں کے اجتماعی مقاصد میں خرچ کرنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ وہ حضرات فقہاء کے اس اصول کو سامنے رکھتے ہیں کہ بینک سے ملی ہوئی رقم سود حرام اور مال خبیث ہے اور مال خبث میں پہلا درجہ یہ ہے کہ جہاں سے مال خبیث حاصل ہوا ہے اگر مالک یا اس کا وارث موجود ہے تو اس کی طرف واپس کر دیا جائے ورنہ پھر واجب التصدق ہے یعنی بلانیت ثواب اس کے وبال سے بچنے کیلئے انتہائی غریب مفلوک الحال یا مقروض پریشان حال کو بلا کسی عوض دیدیا جائے لہذا اس کا اولین مصرف یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر سرکار کی طرف سے کوئی غیر شرعی ٹیکس۔ مثلاً سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، ہاوس ٹیکس، چنگی ٹیکس، کسٹم ٹیکس، موت ٹیکس، پیدائش ٹیکس وغیرہ لاگو ہو یا گورنمنٹ کے سود کی ادائیگی ذمہ میں ہو تو اس میں دیدیا جائے۔ تاکہ حکومت کے ٹریزری میں پہنچ جائے۔ اور مال حرام جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جائے۔ اور اگر کوئی ایسی صورت نہیں تو پھر فقراء و مساکین پر بلا نیت ثواب تصدق کر دی جائے۔

বিলম্বে জরিমানার শর্তে ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া

প্রশ্ন : যারা আল-আরাফাহ্ ব্যাংক থেকে বাকিতে মাল ক্রয় করতে আগ্রহী তারা তাদেরকে বলে যে যেমন তারা ১০০০০ টাকার মাল আমার নিকট ১৫% লাভে বিক্রি করবে। এক বছরের ভেতরে তাদের টাকা পরিশোধ করতে হবে। যদি আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হই তাহলে তারা ১৫% হারে জরিমানা আদায় করবে। তারা বলে জরিমানার নিয়ম এ জন্য রাখা হয়েছে যে, যদি আমরা জরিমানা আদায় না করি তাহলে মানুষ আমাদের থেকে ঋণ নেবে আর আদায় করবে না। তখন আমাদের দেউলিয়া হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। জরিমানার টাকা চাঁদা ফান্ডে খরচ করা হবে। তা কোনো অবস্থায় ব্যাংকের লভ্যাংশের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া কতটুকু জায়েয?

উত্তর : শরীয়াহ কাউন্সিল কর্তৃক এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে, যাতে সময়মতো টাকা পেয়ে যেতে পারে। তবে গ্রাহকের সাথে লেনদেন শরীয়াহভিত্তিক হওয়াটাই হলো সুদবিহীন ব্যাংকিং। তবে প্রশ্নের বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে ১০ হাজার টাকার ওপর ১৫% লাভ নেবে বোঝা যায়। আসলে শরীয়তের নির্ধারিত লাভে ক্রয়-বিক্রয়ের যে অনুমতি দিয়েছে তার পদ্ধতি হলো, গ্রাহক যে মাল নিতে চায় তাকে বলবে ওই মালের ক্রয়মূল্য এত, তার ওপর লাভ এক বছরের বাকিতে হলে এত। যেমন–একটি গ্লাস তার ক্রয়মূল্য ১০ টাকা গ্রাহককে বলবে তার ওপর ১ টাকা লাভ নেবে। তদ্রূপ গ্রাহককে

Scanned by CamScanner

বলবে মালের ক্রয়মূল্য ১০ হাজার টাকা তার ওপর ১৫% লাভ নেবে, যাতে করে টাকার ওপর লাভ না বোঝায়, বরং মালের ওপর বোঝায়। সময়মত টাকা আদায় করতে না পারার কারণে যে জরিমানা আদায় করা হয় তা ব্যাংকের আয় খাতে নেওয়া হয় না বরং সদকা ফান্ডে দিয়ে দেয়া হয়। শরীয়তে এটির সুযোগ রয়েছে। (৭/৯২৩/১৯২৩)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۱۱۹ : جن معاملات میں شرکت یا مضاربت پر عمل ممکن نہیں ہے وہاں مرابحۂ مؤجلہ پر عمل کی تجویز پیش کی گئی ہے جس کا طریقہ کار یہ ہوگا مثلاً ایک کاشتکار بنک سے ٹریکٹر کی خریداری کے لئے قرض لینا چاہتا ہے تو بنک اس کو قرض دینے کے بجائے خود ٹریکٹر خرید کر بصورت 'مرابحہ مؤجلہ' فروخت کردیگا۔ جو نفع کی شرح وہ خریداری کی لاگت پر اپنے لئے رکھے گا اس کو 'مارک اپ' کے بجائے 'کاسٹ پلیس' کہا گیا ہے۔ کاسٹ پلیس کے تعین کے لئے وہ مدت ادائیگی کی کمی بیشی کو مد نظر رکھے گا، یعنی اگر ادائیگی کم مدت میں ہونی ہے تو کاسٹ پلیس کی شرح کم رکھے گا اور ادائیگی کی مدت طویل ہے تو زیادہ 'کاسٹ پلیس' لگائیگا۔ لیکن جس وقت اس کے اور عمیل کے درمیان بیع ہوگی تو اس وقت ادائیگی کی کل مدت اور کاسٹ پلیس سمیت مکمل قیمت تعین ہو جائے گا۔

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱ / ۲۹۷ : جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بنک نے جس ریٹ پر اس سامان کو خریدا ہے اس پر معین نفع کی زیادتی کیساتھ مشتری کو فروخت کرے گا، اور ثمن ایک معین مدت کے بعد وصول کرے گا، تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اکثر فقہاء کے نزدیک اس قسم کا عقد جائز ہے۔

কোন ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা যাবে?

প্রশ্ন : টাকা জমা দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে কোন ধরনের অ্যাকাউন্ট শরীয়তসম্মত এবং কোন ব্যাংকে লেনদেন করা উচিত? বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকিংব্যবস্থায় এমন কোনো ব্যাংক আছে কি, যেখানে ডিপিএস অ্যাকাউন্ট করা যাবে?

উত্তর : যেকোনো ব্যাংকের কারেন্ট অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখবে, যেখানে কেবল আসল টাকা পাওয়া যায়। আর যদি কোনো ইসলামী ব্যাংক সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের নিশ্চয়তা দেয়, সেখানে মুদারাবা অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রেখে লাভ নিতে পারবে। (১৬/৪৭২/৬৬১০)

Scanned by CamScanner

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامی پبلشرز) ۳/ ۴۰ : لیکن اسلامی بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم عام بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے، اگرچہ عام بینکوں کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قرض ہوتی ہیں جو سودی منافع کی بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی ہیں، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، بلکہ اسلامی بینک ان رقوم کو ان کے مالکان سے شرکت کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اگر منافع ہوگا تو وہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے، لہذا یہ رقم اسلامی بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع میں ایک متناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو اس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی۔

ফিক্সড ডিপোজিট ডিপিএস ও হোম লোন

প্রশ্ন : ১. বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে যে সমস্ত ইসলামী ব্যাংক চালু আছে তাতে ফিক্সড ডিপোজিট ও ডিপিএস করা যাবে কি না?
(২) হোমলোন নেওয়া কোনো অবস্থায় জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ১. আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়াহভিত্তিক পরিচালিত হওয়ার চেষ্টা করে এবং শরীয়াহ কাউন্সিল তার তদারকি করে থাকে বিধায় ইসলামী ব্যাংকগুলো সরাসরি কোনো হারাম বিনিয়োগে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া না গেলে উক্ত ব্যাংকগুলোতে মুদারবা ডিপোজিটসহ সকল প্রকার অ্যাকাউন্ট খোলা যাবে এবং তাদের মুনাফা অবৈধ বলা যাবে না।
২. হোমলোন, পরিভাষা সুদি ব্যাংক ব্যবহার করে থাকে, যা সম্পূর্ণ বাড়ি নির্মাণের জন্য সুদভিত্তিক লোন দেওয়াকে বোঝানো হয়। এমন লেনদেন অবৈধ ও নাজায়েয। তা ছাড়া ইসলামী ব্যাংকগুলো যে পন্থা অবলম্বন করে থাকে তাকে ইসতিসনা বা HPM নামে প্রচার করা হয়, যা শরীয়তবিরোধী নয়। সুতরাং শরীয়তসম্মত পন্থায় ইসতিসনা পদ্ধতিতে হোম তৈরি করা অবৈধ হবে না। সুদভিত্তিক হোমলোন অবশ্যই অবৈধ। (১৬/৫৯১/৬৬৯১)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

Scanned by CamScanner

فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥ /٢ : ويجوز استحسانا؛ لإجماع الناس على ذلك؛ لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكر، وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «ما رآه المسلمون حسنا؛ فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا؛ فهو عند الله قبيح» والقياس يترك بالإجماع.

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامی پبلشرز) ۳/ ۴۰ : لیکن اسلامی بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم عام بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے، اگرچہ عام بینکوں کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قرض ہوتی ہیں جو سودی منافع کی بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی ہیں، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، بلکہ اسلامی بینک ان رقوم کو ان کے مالکان سے شرکت کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اگر منافع ہوگا تو وہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے، لہذا یہ رقم اسلامی بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع میں ایک متناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو اس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی، لہذا بینک نہ تو اصل رأس المال کا ضامن ہوتا ہے اور نہ ہی منافع کا ضامن ہوتا ہے، البتہ اگر بینک کی طرف سے تعدی اور زیادتی پائی جائے تو اس صورت میں بینک تعدی اور زیادتی کے بقدر ضامن ہوگا۔

ইসলামী ব্যাংক থেকে লাভের ওপর টাকা নেওয়া

প্রশ্ন : বর্তমানে কিছু লোকের ধারণা হলো যে, বর্তমান যুগের ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়তসম্মতভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। আমার ধারণাও তাই। কেননা আমি ইসলামী ব্যাংকের এক ম্যানেজারকে বলেছিলাম যে আপনি আমাকে তিন লক্ষ টাকা দেন আমি দুই বছর পর টাকা পরিশোধ করে দেব, তখন তিনি বললেন বেশি করে দিতে হবে। তদুপরি ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে টাকা রেখে এর লভ্যাংশ উঠিয়ে খাওয়া বৈধ হবে কি না? উত্তম পন্থা কোনটি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বাংলাদেশের প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী শরীয়াহ নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রত্যেক ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্সিল তার তদারকি করছে। অতএব তাদের দাবির বরখেলাপ কোনো কিছু প্রমাণিত না হলে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাথে মুদারাবা, মুরাবাহা ইত্যাদি ভিত্তিতে লেনদেন করা ও মুনাফা গ্রহণ করা জায়েয বলে বিবেচিত হবে। হ্যাঁ, আপনার কথার প্রতিউত্তরে উক্ত ম্যানেজারের বক্তব্য শরয়ী নীতিমালার খেলাফ হয়েছে, তবে আপনার জন্য এভাবে টাকা চাওয়া উচিত হয়নি। কেননা ইসলামী ব্যাংক আমাদের জানা মতে এভাবে সরাসরি ঋণ প্রদান করে না। (১৬/৭৬১/৬৭৬৮)

📖 اسلام اور جدید معیشت و تجارت (ادارۃ المعارف) ص ۱۳۵ : موجودہ نظام میں بینک میں رقمیں رکھوائی جاتی ہیں آجکل بینکنگ کی اصطلاح میں ان کو امانت کہا جاتا ہے، لیکن فقہی اعتبار سے حقیقت میں وہ قرض ہوتا ہے۔ اگر بینک کو اسلامی طریقے سے چلایا جائے تو 'امانتداروں' کے ساتھ بینک شریک یا مضاربت کا معاملہ کریگا اس طریقے میں وہ رقم قرض نہیں ہوگی۔ بلکہ اب صورتحال یہ ہوگی کہ رقم رکھوانے والے 'رب المال' ہونگے اور بینک مضارب ہوگا اور لگا ہوا سرمایہ 'راس المال' ہوگا جس پر بینک کسی خاص شرح سے نفع دینے کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ نفع حاصل ہوگا وہ ایک طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم ہوگا۔

📖 جدید فقہی مباحث ۳ /۵۷۴ : مسلمانوں کا ایک طبقہ جو پراگندہ ذین رکھتا ہے یہ کہتا ہے کہ بلاسودی بینکنگ نظام کی بنیاد پر اچھا معاشی پروگرام مرتب کرنا دشوار ہے یہ طبقہ غیر اسلامی اصولوں پر مرتب بینکنگ نظام کا مؤید ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات گر گئی ہے کہ مارشل پیگو، رکارڈو جیسے لوگ ہی معاشی نظام کو مرتب کر سکتے ہیں بہر حال جب ہم اسلامی بینکنگ بات کرتے ہیں تو اس سے مراد شرعی احکام کی روشنی میں اقتصادی نظام کی ترویج ہوتی ہے اور مستقبل کا بینکنگ نظام انہی شرعی اصولوں پر مرتب ہوگا جو نہ صرف اسلامی برادری کیلئے نافع ہے بلکہ پوری اسلامی بردری کیلئے مشعل راہ ہے۔

ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি তৈরি করা

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বাড়ি করা বৈধ কি না?

উত্তর : ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ আদান-প্রদান বাস্তবে শরীয়াহভিত্তিক হয়ে থাকলে ইসলামী ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ নিয়ে বাড়ি করা যেতে পারে। (১০/৪৫)

Scanned by CamScanner

📖 شرکت مضربت عصر حاضر میں (ادارۃ المعارف) ص۴۱۶ : موجودہ دور میں بہت سے بڑے بڑے شہروں میں ہاؤس فنانسنگ کے ادارے قائم ہو چکے ہیں لوگوں کیلئے مکان خریدنے یا بنوانے کی خدمت سرانجام دیتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ادارے سودی نظام کے تحت ہی کام کرتے ہیں چنانچہ یہ ادارے ان مقاصد کیلئے اپنے گاہکوں کو قرضے طے شدہ شرح پر فراہم کرتے ہیں،... ... لہذا ان حالات میں ایسے طریقے اختیار کرنا ضروری ہے جس میں حکومت کو رہائش فراہم کرنے پر بھاری اخراجات برداشت نہ کرنے پڑیں اور وہ طریقے سود اور دوسرے ممنوعات شرعیہ سے بھی پاک ہوں، لہذا اس مقصد کیلئے علمائے کرام نے متعدد طریقے بیان فرمائیں ہیں ان میں سے ایک طریقہ "مشارکہ متناقصہ" بھی ہے... ... البتہ بقیہ طریقے جن میں سے بعض مرابحہ مؤجلہ، یا اجارہ (اجارہ منتہی بالتملیک Finacial Lease /Hire) purchase, یا استصناع سے متعلق ہیں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/۱۹۳ : سودی رقم لیکر مکان بنانا ناجائز ہے۔

এক্সিম ব্যাংকের লভ্যাংশের হুকুম

প্রশ্ন : আমরা মুসলিম রিয়েল এস্টেট সোসাইটির নামে একটি সমিতি করি। শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে মুনাফা করাই অত্র সোসাইটির মূল লক্ষ্য। তহবিলের নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের স্বার্থে এক্সিম ব্যাংকে (শরীয়াহভিত্তিক পরিচালিত) সমিতির নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। উক্ত ব্যাংক গচ্ছিত টাকা থেকে কিছু টাকা কর্তন করে এবং কিছু টাকা লভ্যাংশও প্রদান করে। উল্লেখ্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে উক্ত লভ্যাংশের ব্যাপারে আলোচনা করার পর জানায় যে তাদের ব্যাংক সকল গ্রাহককে সম্পূর্ণ শরীয়াহভিত্তিক লভ্যাংশ প্রদান করে থাকে। অতএব ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত লভ্যাংশ গ্রহণ বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ব্যাংকের দাবি সহীহ ও বাস্তব হলে লভ্যাংশ গ্রহণ সহীহ হবে। অন্যথায় নয়। (১৮/৮৭১/৭৯০৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ /٦٤٥ : (هي) لغة مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها وشرعا (عقد شركة في الربح بمال من جانب) رب المال (وعمل من جانب) المضارب.

📖 فيه أيضا ٥ /٦٤٨ : (وكون الربح بينهما شائعا) فلو عين قدرا فسدت (وكون نصيب كل منهما معلوما) عند العقد.

Scanned by CamScanner

ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت، وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة۔

📖رد المحتار ٥ /٦٤٨ : (قوله بطل الشرط) كشرط الخسران على المضارب س.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ /٢٨٥ : أما تفسيرها شرعا فهي عبارة عن عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر حتى لو شرط الربح كله لرب المال كان بضاعة ولو شرط كله للمضارب كان قرضا هكذا في الكافي. فلو قبض المضارب المال على هذا الشرط فربح أو وضع أو هلك المال بعد ما قبضه المضارب قبل أن يعمل به كان الربح للمضارب والوضيعة والهالك عليها كذا في المحيط.

📖فيه أيضا ٤ /٣١٣ : وسبيل النفقة أن يحتسب من الربح إن كان وإن لم يكن فهي من رأس المال لأن النفقة جزء هالك والأصل في الهلاك أن ينصرف أولا إلى الربح كذا في المحيط.

📖جدید فقہی مقالات (میمن اسلامی پبلشرز) ۳/ ۴۰ : لیکن اسلامی بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم عام بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے، اگرچہ عام بینکوں کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قرض ہوتی ہیں جو سودی منافع کی بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی ہیں، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، بلکہ اسلامی بینک ان رقوم کو ان کے مالکان سے شرکت کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اگر منافع ہوگا تو وہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے، لہذا یہ رقم اسلامی بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع میں ایک متناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو اس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی، لہذا بینک نہ تو اصل رأس المال کا ضامن ہوتا ہے اور نہ ہی منافع کا ضامن ہوتا ہے، البتہ اگر بینک کی طرف سے تعدی اور زیادتی پائی جائے تو اس صورت میں بینک تعدی اور زیادتی کے بقدر ضامن ہوگا۔

Scanned by CamScanner

শর্ত সাপেক্ষে এক্সিম ব্যাংকে টাকা রাখা

প্রশ্ন : সঞ্চিত অর্থের নিরাপত্তার খাতিরে ইসলামী শরীয়াহ বোর্ডের দিকনির্দেশনায় পরিচালিত কোনো ব্যাংক যেমন এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশে নিম্নে উল্লিখিত শর্তে টাকা জমা রাখতে পারব কি না?

শর্তসমূহ :

১. ৯০ দিনের জন্য ব্যাংক জমাকৃত টাকা জমাকারীর ব্যবসার বিনিয়োগকারী অংশীদার গণ্য করে ব্যবসায় লাগাবে।

২. ব্যবসা শুরুর পূর্বে জমাকারী বিনিয়োগকারী ও ব্যাংক আনুমানিক লভ্যাংশের হার ঠিক করবে, যা পরবর্তী ব্যবসা শেষে দুই পক্ষের বণ্টনের সময় কম বা বেশি হতে পারে।

৩. ব্যাংক ব্যবসা হিসেবে এই বিনিয়োগকৃত টাকা এইভাবে খাটাবে যে কোনো লোক কিছু কেনার জন্য ব্যাংকে অর্থ ধার চাইলে ব্যাংক অর্থ না দিয়ে সে ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাজার থেকে ক্রয় করে তার কাছে সমঝোতার মাধ্যমে লাভ ধরে বিক্রি করবে। আর ব্যক্তি যেহেতু ব্যাংকের এই অর্থ ব্যাংকে লাভসহ ১২ মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করবে তাই স্বেচ্ছায় এ মুনাফা ব্যাংকে প্রদানে সম্মত থাকে।

৪. ব্যাংক প্রথম বিনিয়োগকারীকে এ মুনাফা থেকে ব্যবসার লাভ হিসেবে যা আসে তা প্রদান করবে।

উত্তর : ব্যাংক ব্যবসার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে বিনিয়োগকৃত টাকার মুনাফাকে ব্যাংক ও বিনিয়োগকারীর মাঝে লাভের আনুপাতিক হার হিসেবে বণ্টনের চুক্তিতে ব্যাংক সার্বিকভাবে বৈধ ব্যবসা করার শর্তে টাকা জমা রাখা যাবে। (১৮/১৩৯/৭৫১৫)

📖 الهداية (أشرفي بكڈپو) ٣ /٢٥٧ : قال: "المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين" ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين "والعمل من الجانب الآخر" ولا مضاربة بدونها؛ ألا ترى أن الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة، ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا.

📖 فيه أيضا ٣ / ٢٥٨ : قال: "ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة" من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بد منها كما في عقد الشركة.

📖 وفيه أيضا ٣ /٧٠ : قال: "المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح، والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن

Scanned by CamScanner

الأول من غير زيادة ربح" والبيعان جائزان؛ لاستجماع شرائط الجواز، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع.

📖 اسلامی بینکاری کی بنیادیں (مکتبۃ العارفی) ص ۵۲ : مسلم فقہاء کے اس سوال کے بارے میں مختلف نقطۂ نظرہائے نظر ہیں کہ کیا مضاربہ ایک متعین مدت کیلئے مؤثر ہو سکتا ہے کہ اس مدت کے گزرنے پر مضاربہ خود بخود ختم ہو جائے، حنفی اور حنبلی مکاتب فکر کے مطابق مضاربہ کو ایک خاص مدت کے اندر محدود کیا جاسکتا ہے مثلاً ایک سال چھ ماہ وغیرہ جس کے بعد مضاربہ بغیر کسی نوٹس کے ختم ہو جائے گا۔

ইসলামী ব্যাংকগুলোর মুনাফা শতভাগ খাঁটি বলা যায় না

প্রশ্ন : আমার প্রায় ১০ লক্ষ টাকা রয়েছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থার চরম অধঃপতনের কারণে বাড়িতে টাকাগুলো রাখা নিরাপদ নয়। এহেন মুহূর্তে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক বা এজাতীয় অন্য কোনো ইসলামী ব্যাংকে হেফাজতের নিয়্যাতে ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে মুদারাবার চুক্তিতে এ টাকাগুলো আমি জমা রাখতে চাচ্ছি। এখন আমার জানার বিষয় হলো :

এ পদ্ধতিতে ব্যাংকে টাকা জমা রাখা জায়েয হবে কি না?

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাথে মুদারাবা চুক্তি শরীয়তের নীতি অনুসারে সঠিক হবে কি না?

এ তরীকায় ব্যাংকে টাকা জমা রাখার পর যে মুনাফা অর্জন হয় তা জায়েয কি না?

উত্তর : # উল্লিখিত ব্যাংকগুলোর দাবি সহীহ হলে এ তরীকায় টাকা রাখা অবৈধ নয়।

যেসব ব্যাংকের কথা ও কাজে মিল আছে বলে মনে হয় তাদের সাথে মুদারাবা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া আপত্তিকর নয়।

ব্যাংকগুলোর দাবি সহীহ হলে মুনাফা অর্জনকে হারাম বলা যায় না। তবে মায়ের দুধের ন্যায় খাঁটি ভাবাও মুশকিল। (১৮/৫০৭/৭৬৯৭)

📖 الهداية (أشرفي بكڈپو) ٣ /٢٥٧ : قال: "المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين" ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين "والعمل من الجانب الآخر" ولا مضاربة بدونها؛ ألا ترى أن الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة، ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا.

Scanned by CamScanner

📖فيه أيضا ٣ / ٢٥٨ : قال: "ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة" من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بد منها كما في عقد الشركة.

ইসলামী ব্যাংকগুলো থেকে লোন নেওয়া

প্রশ্ন : আমি একটি ফ্ল্যাট কেনার জন্য ইসলামী ব্যাংক আল-আরাফাহ্ ব্যাংক বা শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকা লোন নিয়ে তা কিস্তিতে পরিশোধ করা জায়েয হবে কি না বা তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে কি না? অথবা তা ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান আছে কি না, যা থেকে আমরা সুদবিহীন লোন নিতে পারি?

উত্তর : সাধারণত কোনো ইসলামী ব্যাংক টাকা লোন দিয়ে টাকা গ্রহণ করে না। তথাপি আপনি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা লোন নিয়ে টাকা পরিশোধ করতে চাইলে লোন সমপরিমাণ আদায় করলে তা জায়েয হবে। আর অতিরিক্ত দিতে হলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে।

আমাদের জানা মতে, বাংলাদেশে এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, যেখান থেকে সুদবিহীন লোন নেওয়া যায়। অবশ্য প্রশ্নে বর্ণিত ইসলামী ব্যাংকগুলোতে সুদবিহীন কিছু ব্যবসা পদ্ধতি আছে, প্রয়োজনে আপনি তা গ্রহণ করতে পারেন। (১৮/৯১৪/৭৮৯৬)

📖سورة البقرة الآية ٢٧٥- ٢٧٩ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ○ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

Scanned by CamScanner

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

📖فتح القدير (حبيبيه) ٦/ ١٤٧ : قوله تعالى {لا تأكلوا الربا} أي الزائد في القرض والسلف على المدفوع والزائد في بيع الأموال الربوية عند بيع بعضها بجنسه، وسنذكر تفصيلها.
ويقال لنفس الزيادة: أعني بالمعنى المصدري، ومنه {وأحل الله البيع وحرم الربا} أي حرم أن يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع وأن يزاد في بيع تلك الأموال بجنسها قدرا ليس مثله في الآخر لأنه حينئذ فعل والحكم يتعلق به-

ইসলামী ব্যাংকগুলো থেকে প্রাপ্ত বোনাস ও বেতনের হুকুম

প্রশ্ন : ১. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংকে চাকরি করে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বেতন, ভাতা, বোনাস ইত্যাদি ভোগ করা জায়েয আছে কি না?
২. এসব ব্যাংকে টাকা জমা রেখে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা ভোগ করা জায়েয কি না?

উত্তর : যেকোনো ব্যাংক সুদভিত্তিক লেনদেন কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে এবং তাদের লেনদেন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ইসলামী শরীয়তের দেওয়া নিয়ম-নীতি মেনে চলার ঘোষণা বা দাবি করে থাকে তাদের দাবির বিপরীত কর্মকাণ্ডের ওপর অবগত না হওয়া পর্যন্ত ওই ব্যাংকের সাথে লেনদেন করা বা ওই ব্যাংকে চাকরি করা অনুরূপ ব্যাংকে জমাকৃত টাকার মুনাফা গ্রহণ করতে বাধা নেই। (১৫/২১১/৬০০২)

📖آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ٢٣٦ : اگر اس رقم کو مضاربت کے صحیح اصولوں کے مطابق تجارت میں لگایا جاتا ہے تو جائز ہے لیکن اگر محض نام ہی نام ہے تو نام بدلنے سے احکام نہیں بدلتے۔

📖شرکت ومضاربت عصر حاضر میں ص ٣٨٤ : روایتی بنکنگ کی اصطلاح کے مطابق بنک میں رقمیں رکھوائی جاتی ہیں انہیں امانت کہا جاتا ہے لیکن فقہی اعتبار سے حقیقت میں وہ

Scanned by CamScanner

قرض ہوتا ہے لہذا اس پر اضافہ سود کہلاتا ہے اگر بنک کو اسلامی طریقے سے چلایا جائے تو امانت داروں کے ساتھ بنک شرکت یا مضاربت کا معاملہ کریگا اس طریقہ سے وہ رقم قرض نہیں ہونگے۔ بلکہ اب صورت حال یہ ہوگی کہ بنک کی ابتداء سے سرمایہ لگا کر بنک قائم کرنے والے آپس میں شریک ہونگے اور کھاتہ داروں کی حیثیت سے مختلف کھاتوں میں سرمایہ رکھوانے والے رب المال ہونگے اور بنک انکا مضارب ہوگا اور لگایا ہوا سرمایہ راس المال ہوگا اور فکسڈ ڈیپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ مضاربت کے کھاتوں میں تبدیل ہو جائینگے جس پر بنک کسی مخصوص شرح سے نفع دینے کا پابند نہیں ہوگا بلکہ جو کچھ نفع حاصل ہوگا وہ ایک طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔

মসজিদের টাকা ডিপোজিট করা

প্রশ্ন : আমাদের কল্যাণপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের জমি ক্রয় করার জন্য সাধারণ মুসল্লিদের থেকে দান বাবদ টাকা হিসেবে জমা আছে। কিন্তু জমি ক্রয়ের বিষয়টি বিলম্বিত হচ্ছে। তাই কোনো সদস্য উক্ত জমাকৃত টাকা হতে অধিক মুনাফার জন্য ইসলামী ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট মুদারাবা মেয়াদি সঞ্চয়ী হিসাবে রাখার ব্যাপারে অভিমত ব্যাক্ত করেছেন। অপরদিকে অন্য সদস্যরা ইসলামী ব্যাংক ফিক্সড ডিপোজিট মুদারাবা মেয়াদি সঞ্চয়ী হিসাবের লভ্যাংশ শরীয়তসম্মত নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা জনাবের নিকট কিছু বিষয় জানতে চাই।

১. ইসলামী ব্যাংকে মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে বর্তমানে রক্ষিত টাকা হতে যে মুনাফা আসবে তার হুকুম কী?

২. সাধারণ মুসল্লিদের দানকৃত অর্থ দ্বারা অধিক মুনাফার জন্য ব্যবসা বা অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করা যাবে কি না?

৩. ইসলামী ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট, মুদারাবা মেয়াদি সঞ্চয়ী হিসাবে রেখে তার থেকে অধিক মুনাফা অর্জন করা যাবে কি না?

উত্তর : ১, ৩. ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ শরীয়াহ কাউন্সিলের মাধ্যমে তাদের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত হয় বলে দাবি করে। সুতরাং তাদের কোনো কার্যক্রমের মধ্যে শরীয়তবিরোধী সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ প্রমাণিত না হলে ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত মুনাফা নেওয়া জায়েয বলা যেতে পারে, চাই তা যেকোনো অ্যাকাউন্টেই রাখা হোক না কেন। (১৫/৪৭৭/৬১১৫)

Scanned by CamScanner

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامی پبلشرز) ۳/ ۴۰ : لیکن اسلامی بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم عام بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے، اگرچہ عام بینکوں کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قرض ہوتی ہیں جو سودی منافع کی بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی ہیں، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، بلکہ اسلامی بینک ان رقوم کو ان کے مالکان سے شرکت کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اگر منافع ہوگا تو وہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے، لہذا یہ رقم اسلامی بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع میں ایک متناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو اس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی، لہذا بینک نہ تو اصل رأس المال کا ضامن ہوتا ہے اور نہ ہی منافع کا ضامن ہوتا ہے، البتہ اگر بینک کی طرف سے تعدی اور زیادتی پائی جائے تو اس صورت میں بینک تعدی اور زیادتی کے بقدر ضامن ہوگا۔

২. মসজিদের জন্য সাধারণ মুসল্লিদের দানকৃত অর্থ দ্বারা অধিক মুনাফার জন্য ব্যবসা বা অন্য কোনো উপায়ে বিনিয়োগ করতে হলে দাতাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অনুমতি প্রয়োজন। অন্যথায় এ অর্থ দ্বারা ব্যবসা করা অবৈধ।

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٢ : القيم إذا اشترى من غلة المسجد حانوتا أو دارا وأراد أن يستغل ويباع عند الحاجة جاز إن كان له ولاية الشراء وإذا جاز أن يبيعه، كذا في السراجية.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٥/ ٤١٨ : قيم يبيح فناء المسجد ليتجر فيه القوم أو يضع فيه سررا أجرها ليتجر فيها الناس فلا بأس إذا كان لصلاح المسجد ويعذر المستأجر إن شاء الله تعالى إذا لم يكن ممر العامة.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۶/ ۳۴ : الجواب۔ مسجد کی آمدنی اور فنڈ دراصل مسجد کی ضروریات پورا کرنے کے لئے ہوتی ہے لیکن اگر فنڈ مسجد کی ضروریات اور استعمال سے زائد ہو تو اس رقم کو کسی قابل نفع تجارت میں لگا کر اس سے حاصل ہونے والے منافع کو مسجد کے فنڈ میں جمع کرنا ہوگا اس طریقہ سے مسجد کی رقم سے تجارت کرنا مرخص ہے۔

Scanned by CamScanner

সুদি ব্যাংকে মসজিদ-মাদরাসার টাকা রাখা

প্রশ্ন : দেশের প্রায় সমস্ত ব্যাংকই সুদি, আর যেগুলো সুদি নয় বলা হয় সেগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে নেই। এখন এ সমস্ত এলাকার মসজিদ-মাদরাসাগুলো যদি উন্নয়নের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে উন্নতি করতে চায় তাহলে তা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কোনো মুসলমানের জন্য সুদি ব্যাংকে টাকা রাখার অনুমতি নেই। অপারগতায় কারেন্ট অ্যাকাউন্টে রাখবে, মসজিদ-মাদরাসার টাকারও একই হুকুম। (১২/৭১৮/৩৯২৮)

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲ / ۷۲۹ : مسجد کا پیسہ کاروبار میں نہ لگایا جائے بینک کی کارنٹ اکاؤنٹ میں رکھدیں یا کسی ایسے امین کے پاس رکھ دیں جو حفاظت پر قادر ہو۔

সিসি লোন নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : ব্যবসার জন্য ব্যাংক থেকে সিসি ঋণ নেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ব্যবসার জন্য শরীয়ত সমর্থিত বৈধ পন্থায় সুদমুক্ত ঋণ নেওয়া জায়েয আছে। তবে যেসব ব্যাংক সুদসহ ঋণ দিয়ে থাকে সেসব ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া বা তাদের সাথে ব্যবসা করা সুদেরই নামান্তর বিধায় তা অবৈধ ও হারাম। পক্ষান্তরে সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংকের ব্যবসা বৈধ ও হালাল। উল্লিখিত নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে সিসি ঋণ তথা cash credit সুদি ব্যাংক থেকে গ্রহণ করা বৈধ হবে না। ইসলামী ব্যাংকসমূহে যদি শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা থাকে তথা নগদ টাকার পরিবর্তে cash credit পরিমাণ মাল ক্রয় করে তা হোল্ডারকে বাকি বিক্রয় করার পদ্ধতি থাকাবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের সাথে উক্ত লেনদেন সহীহ এবং বৈধ বলে বিবেচিত হবে। (৯/৫২৪/২৮৩২)

📖 الهداية (أشرفي بكڈپو) ٣ /٢١ : قال: "ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما" لإطلاق قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} وعنه عليه الصلاة والسلام "أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه". ولا بد أن يكون الأجل معلوما؛ لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد، فهذا يطالبه به في قريب المدة، وهذا يسلمه في بعيدها.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦ /٧٢ : ایک چیز نقد کم قیمت پر فروخت کرنا اور ادھار زیادہ قیمت پر دینا جائز ہے، یہ چیز سود کے زمرے میں داخل نہیں آتی، البتہ فروخت کرتے وقت نقد یا ادھار پر فروخت کرنے اور قسطوں کی تعیین ضروری ہے۔

সুদি লোনের টাকায় ব্যবসার মুনাফার হুকুম

প্রশ্ন : ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করার পর যে মুনাফা অর্জিত হয় তা হালাল না হারাম?

উত্তর : ব্যাংক থেকে সুদের ওপর ঋণ নিয়ে ব্যবসা করারা অনুমতি নেই। তা সত্ত্বেও ঋণ নিয়ে ব্যবসা করলে যদিও সুদের গোনাহ হবে তবে উপার্জিত মুনাফা ভোগ করতে পারবে। (১৫/৫/৫৯১৬)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٩ : ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به ويأتي تمامه (قوله فكره للمرتهن إلخ) الذي في رهن الأشباه يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن اهسائحاني.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ٢٠٢ : قال محمد - رحمه الله تعالى - في كتاب الصرف إن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - كان يكره كل قرض جر منفعة -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٣/ ٣٧٤ : سود پر قرض لینا تو ناجائز ہوگا مگر ایسے کاروبار سے جو آمدنی حاصل ہوگی اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔

Scanned by CamScanner

সুদি ব্যাংক থেকে মূল টাকা উত্তোলন করা বৈধ

প্রশ্ন : ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংকে হিসাব খুলে মূল টাকা উত্তোলন করে নিলে শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : পারতপক্ষে কোনো ব্যাংকে টাকা জমা রাখা উচিত নয়। বিশেষ করে সুদি ব্যাংকে টাকা জমা রাখা গোনাহের কাজে সাহায্যকারী হিসেবে বিবেচ্য। তা সত্ত্বেও অপারগতায় বিশেষ প্রয়োজনে রাখতে হলে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে জমা রাখবে। অন্য অ্যাকাউন্টে রাখা বৈধ হবে না। কারণ এতে সুদি লেনদেনের সাহায্যকারী হিসেবে গোনাহের বোঝা বহন করতে হবে। কেউ যদি অজানা অবস্থায় সুদি ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা রাখে জানামাত্র নিজ আসল টাকা উত্তোলন করে নেবে, সুদের টাকা নয়। (১৬/৯২৮/৬৮৬৬)

📖 شرکت ومضاربت عصر حاضر میں (ادارۃ المعارف) ص ۳۸۲ : علمائے کرام نے بنکوں کے دونوں کھاتوں یعنی فکس ڈپازٹ اور سیونگ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے کو ناجائز کہاہے، کیونکہ ان کھاتوں (Account) میں بینک کھاتہ داروں کو ان کے اصل سرمایہ سے زیادہ لوٹاتا ہے، جو سود ہے اسلامی فقہ اکاڈمی جدہ نے اپنی دوسرے اجلاس کی قرارداد نمبر (۲، ۱۰، ۱۰) میں بینکوں کے ان دونوں کھاتوں میں رقم جمع کرانے کو سودی معاملہ قرار دیاہے، لہذا اب مسلمانوں کیلئے ان کھاتوں میں رقم رکھوانا کسی طور جائز نہیں۔ البتہ جہاں تک بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوانے کا تعلق ہے تو یہ بات پیچھے ذکر کی جاچکی ہے کہ اس اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے والے کو بینک کوئی نفع یا سود نہیں دیتا ہے لہذا اس اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے سے سودی قرض کے معاہدے میں داخل نہیں سمجھا جائے گا، لہذا کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانا جائز ہوگا۔

ব্যাংকে চাকরি ও বেতনের টাকা সংসারে খরচ করা

প্রশ্ন : এক ফ্যামিলির বড় ছেলে ব্যাংকে চাকরিরত। সে সাংসারিক খরচাদি এবং ছোট ভাই-বোনদের লেখাপড়ার খরচাদির জন্য নিজের বেতন ব্যয় করে থাকে। জানার বিষয় হলো, ব্যাংকে চাকরির বৈধতা কতটুকু? এবং ব্যাংকারের বেতনের টাকা সাংসারিক খরচাদি এবং ছোট ভাই-বোনের লেখাপড়ার জন্য ব্যয় করা যাবে কি না? ব্যাংকে চাকরি করার দ্বারা দুনিয়াবী ও উখরবী কোনো ক্ষতি হবে কি না? তা উল্লেখ করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : যেমনিভাবে সুদ হারাম বা নাজায়েয হাওয়ার কারণে ইসলাম তার অনুমোদন দেয় না, তেমনিভাবে সুদভিত্তিক কোনো লেনদেনে জড়িত হওয়া বা এ কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করাও জায়েয নয়। সুতরাং যে সকল ব্যাংকে বা প্রতিষ্ঠানে সুদি কাজ কারবার হয়, সেসব ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা জায়েয নেই। আর সুদি ব্যাংকের চাকরির বিনিময়ে অর্জিত অর্থ সাংসারিক খরচাদি এবং ছোট ভাই-বোনদের লেখাপড়ার জন্য ব্যয় করা জায়েয হবে না। তবে উক্ত ফ্যামিলি যদি শুধুমাত্র এ চাকরির ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে ওই ছেলে এ মুহূর্তেই চাকরি না ছেড়ে এস্তেগফার করবে আর হালাল পন্থা তালাশ করতে থাকবে। জীবিকা নির্বাহের মতো কোনো হালাল পন্থা পেলেই ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে নতুন চাকরি গ্রহণ করবে। হালাল পথ খোলার আগ পর্যন্ত কোনো অমুসলিম থেকে ঋণ নিয়ে পরিবারের খরচ সমাধা করবে এবং চাকরির টাকা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করবে। সুদি ব্যাংকে চাকরি করার দ্বারা গোনাহের কাজে সহযোগিতা করা হয় আর শরীয়তে গোনাহের কাজে সহযোগিতা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তাই যারা সুদি ব্যাংকে চাকরি করে গোনাহের কাজে সহযোগিতা করার দরুন তারাও গোনাহগার হবে। আর গোনাহগার ব্যক্তি তাওবা না করলে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অবধারিত। (১৮/২৯৬/৭৫৯৬)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥- ٢٧٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١ / ٦١٩ : " و كاتبه، لأن كتابة الربا إعانة عليه، ومن هنا ظهر أن التوظف فى البنوك الربوية لايجوز فإن كان عمل الموظف فى البنك ما يعين على الربا كالكتابة والحساب فذلك حرام لوجهين، الأول : إعانة على المعصية والثانى : أخذ الأجرة من المال الحرام فإن معظم دخل البنوك حرام مستجلب بالربا وأما إذا كان العمل لا علاقة له بالربا فإنه حرام للوجه الثانى فحسب فإذا وجد بنك معظم دخله حلال جاز فيه التوظف للنوع الثانى من الأعمال -

Scanned by CamScanner

📖احسن الفتاوی (سعید) ۷ / ۲۲ : الجواب–بینک کی آمدنی میں سود اور دوسرے ارباح فاسدہ کا غلبہ ہے اور عقلا و عرفا قاعدہ یہ ہے کہ ہر قسم کے کاروبار میں ملازمین کی تنخواہوں اور دوسرے مصارف کو آمدنی سے متعلق قرار دیا جاتا ہے، مصارف اصل سرمایہ کی بجائے آمدن سے وضع کئے جاتے ہیں اس لئے بنک کے ہر قسم کے ملازم کی تنخواہ حرام ہے۔

📖فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ۶ / ۱۵۷ : بینکوں کا موجودہ نظام اگرچہ سودی کا نظام ہے تو شرعا ممنوع ہے مگر چوکیداری کا تعلق چونکہ براہ راست بینک کے معاملات سے نہیں ہے اس لئے بینک کی چوکیداری میں کوئی حرج نہیں۔

📖فتاوی عثمانی (مکتبہ معارف القرآن) ۳/ ۳۹۶ : ۱-بینک کا بیشتر کاروبار چونکہ سود پر مبنی ہے اس لئے اس کی ملازمت جائز نہیں۔

۲-دوسری جائز ملازمت حاصل کرنے کیلئے پوری کوشش کرے اور جب تک نہ ملے دعا وتوبہ واستغفار کرتا رہے اور ملتے ہی یہ ملازمت چوڑدے پھر جب اللہ توفیق دے بنک سے کمائی ہوئی رقم رفتہ رفتہ صدقہ کردے۔

ইসলামী ব্যাংকগুলোতে চাকরি করে বেতন নেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে যে সমস্ত ইসলামী ব্যাংক আছে, যেমন–শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক, আল-আরাফাহ্ ইত্যাদি এ সমস্ত ব্যাংকে চাকরি করে বেতন নেওয়া জায়েয আছে?

উত্তর : আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়াহ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে ইসলামী নীতির ওপর পরিচালিত হলে সেখানে চাকরি করে বেতন নেওয়া অবৈধ বলা যাবে না। (১৮/৯৮৭)

📖مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ۳/ ۵۳۳ : (أو المعاصي) أي لا يجوز أخذ الأجرة على المعاصي (كالغناء، والنوح، والملاهي)؛ لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا يجب عليه الأجر، وإن أعطاه الأجر وقبضه لا يحل له ويجب عليه رده على صاحبه.

📖آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۲۴۹ : ج: جب بنک میں سودی کاروبار نہیں ہوگا تو اس کی ملازمت بلاشک وشبہ جائز ہوگی۔

Scanned by CamScanner

সুদি ব্যাংকের বিভিন্ন পোস্টে চাকরি করা

প্রশ্ন :

১. বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল সুদি ব্যাংকে কোনো মুসলমানের জন্য চাকরি করা বৈধ কি না?

২. সুদি ব্যাংকের সাথে জড়িত তথা সুদি ব্যাংকে চাকরি করে, এমন ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক আত্মীয়তা করা যাবে কি না?

৩. ব্যাংকের বিভিন্ন পোস্ট থেকে যেমন–চেয়ারম্যান, ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার, দারোয়ান ইত্যাদি। এখন সকল পোস্টের চাকরির দিক দিয়ে একই হুকুম, না ভিন্ন ভিন্ন?

৪. তার উপার্জিত ধন-সম্পদের হুকুম কী?

উত্তর :

১. অন্য কোনো হালাল উপার্জনের সামর্থ্য থাকলে সুদি ব্যাংকে কোনো মুসলমানের চাকরি করা বৈধ নয়।

২. সুদি ব্যাংকের সাথে জড়িত ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনের আত্মীয়তা তার সম্পর্ক করা উচিত নয়।

৩. সুদি ব্যাংকগুলোতে যারা চাকরি করে তাদের সকল পোস্টের একই হুকুম তবে দারোয়ানি করার অনুমতি রয়েছে, না করাটা উত্তম।

৪. সুদি ব্যাংকে চাকরি করার কারণে যে টাকা উপার্জন হয় তা হারাম মালের অন্তর্ভুক্ত। (১৩/৮৪৩)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥- ٢٧٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١ / ٦١٩ : وقوله : كاتبه لأن كتابة الربا إعانة عليه، ومن هنا ظهر أن التوظف فى

Scanned by CamScanner

البنوك الربوية لا يجوز، فإن كان عمل الموظف فى البنك ما يعين على الربا كالكتابة أو الحساب فذلك حرام .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٥٠ : مسلم آجر نفسه من مجوسي ليوقد له النار لا بأس به. كذا في الخلاصة.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ / ۲۲ : الجواب— بینک کی آمدنی میں سود اور دوسرے ارباح مفاسدہ کا غلبہ ہے اور عقلاً و عرفاً قاعدہ یہ ہے کہ ہر قسم کے کاروبار میں ملازمین کی تنخواہ اور دوسرے مصارف کو آمدنی سے متعلق قرار دیا جاتا ہے اور مصارف اصل سرمایہ کے بجائے آمدنی سے دیا جاتا ہے اس لئے ملازم کی تنخواہ حرام ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶/ ۱۵۷ : بینکوں کا موجودہ نظام اگرچہ سودی کا نظام ہے تو شرعاً ممنوع ہے، مگر چوکیداری کا تعلق چونکہ براہ راست بینک کے معاملات سے نہیں ہے اس لئے بینک کی چوکیداری میں کوئی حرج نہیں۔

সুদি ব্যাংকে পোস্টের বিবেচনায় চাকরির হুকুম

প্রশ্ন : আমি বর্তমানে জনতা ব্যাংকে চাকরি করি। আমি শুনেছি, সরকারি ব্যাংকে চাকরি করা হারাম। সকল পোস্টের কি একই হুকুম, না পোস্টভেদে হুকুমের পার্থক্য আছে? এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

উত্তর : সরকারি ব্যাংকে যেহেতু অধিকাংশ লেনদেন সুদভিত্তিক হয়, তাই চাকরি করা বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে সকল পোস্টের একই হুকুম। তবে যে সকল পোস্ট সরাসরি সুদি লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত নয়, সে সকল পোস্টে চাকরি করা জায়েয হলেও উচিত নয়। অতএব উপায়হীন অবস্থায় বৈধ চাকরি পাওয়া পর্যন্ত উক্ত চাকরি হারাম জেনে করতে থাকবে এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করতে থাকবে। বৈধ চাকরি পাওয়ার সাথে সাথে উক্ত চাকরি ছেড়ে দেবে এবং সম্ভব হলে ব্যাংক থেকে উপার্জিত টাকা অল্প অল্প করে সদকা করতে থাকবে। (১৯/৬০৪/৮৩৬১)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥- ٢٧٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Scanned by CamScanner

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١ / ٦١٩ : " وكاتبه، لان كتابة الربا إعانة عليه ومن هنا ظهر ان التوظف فى البنوك الربوية لايجوز فان كان عمل الموظف فى البنك ما يعين على الربا كالكتابة والحساب فذالك حرام لوجهين الاول : إعانة على المعصية والثانى : أخذ الاجرة من المال الحرام فان معظم دخل البنوك حرام مستجلب بالربا وأما إذا كان العمل لا علاقة له بالربا فانه حرام للوجه الثانى فحسب فإذا وجد معظم دخله حلال جاز فيه التوظف للنوع الثانى من الاعمال -

📖فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۳/ ۳۹۶ : ۱-بینک کا بیشتر کاروبار چونکہ سود پر مبنی ہے اس لئے اس کی ملازمت جائز نہیں۔

۲-دوسری جائز ملازمت حاصل کرنے کیلئے پوری کوشش کرے اور جب تک نہ ملے دعا وتوبہ واستغفار کرتا رہے اور ملتے ہی یہ ملازمت چوڑدے پھر جب اللہ توفیق دے بنک سے کمائی ہوئی رقم رفتہ رفتہ صدقہ کردے۔

বাংলাদেশ ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকগুলোর বেতনের হুকুম

প্রশ্ন : যারা বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা যেকোনো ইসলামী ব্যাংকে চাকরি করে তাদের বেতন বৈধ হবে কি না?

উত্তর : সুদি ব্যাংকে চাকরির বেতনকে বৈধ বলা যায় না। পক্ষান্তরে শরীয়তের নীতিমালা অনুসরণে পরিচালিত ব্যাংকে চাকরি করা অবৈধ বলা যায় না (১৪/৮৭১/৫৮২১)

📖بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٨٥ : ولو دفع إليه ألف درهم عن أنهما يشتركان في الربح ولم يبين مقدار الربح جاز ذلك، والربح بينهما نصفان؛ لأن الشركة تقتضي المساواة.

📖آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۲۵۰ : ج: بنک اپنے ملازمین کو سود میں سے تنخواہ دیتا ہے اس لئے یہ تنخواہ حلال نہیں۔

Scanned by CamScanner

📖 فیہ ایضا ۶/ ۲۴۹ : ج: جب بنک میں سودی کاروبار نہیں ہوگا تو اس کی ملازمت بلا شک وشبہ جائز ہوگی۔

ব্যাংক লোন নিয়ে শিল্প-কারখানা করা

প্রশ্ন : বর্তমানে শহরে বাড়ি, গার্মেন্ট অথবা অন্য যেকোনো শিল্প-কারখানা করতে ব্যাংক থেকে বাধ্যতামূলক লোন নিতে হয়। লোন না নিলে তার শিল্প-কারখানা করতে পারবে না তার নিজস্ব যত টাকাই থাকুক। তাকে ব্যাংক থেকে লোন নিতেই হবে। প্রশ্ন হলো, এহেন পরিস্থিতিতে শিল্প-কারখানা করতে ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করে দিয়েছেন। কোরআন-হাদীসে সুদ নেওয়া-দেওয়ার ব্যাপারে কঠোর নিষেধ এসেছে। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংক যেহেতু সুদভিত্তিক পরিচালিত সে হিসেবে ব্যবসায়িক কাজকর্ম তথা শিল্প-কারখানা, গার্মেন্ট ইত্যাদির জন্য সুদি ব্যাংক থেকে সুদের ওপর লোন নেওয়া বৈধ হবে না এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাথে সুদবিহীন পন্থায় শিল্প তৈরির ব্যবস্থা থাকায় সুদি ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে বাধ্য বলা যাবে না। অতএব শিল্প-কারখানা করতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাথে শরীয়তসম্মত পন্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করবে। (১২/১৪৭/৩৮৪৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/ ٥٧٥ : ثم إن نظام البنوك الرائجة اليوم الذى يسير على أساس الربا له من المفاسد ما لا يعد ولا يحصى؛ فإنه يفسد نظام توزيع الثروة على الناس، ويجعل الأموال دولة بين الأغنياء فحسب، ويعوق الأسواق عن مسيرها الطبعى ويجعلها مملوكة لأثرياء معدودين، وليس هذا موضع بسط تلك المفاسد ... ... فالحق أن الربا حرام مطلقا سواء كان تعامله فى ديون الاستهلاك أو فى ديون الاستثمار، وأما نظام البنوك فيمكن أن يجرى اليوم على أساس الشركة والمضاربة بدل الربا -

Scanned by CamScanner

সফটওয়্যারে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি যুক্ত করে উপার্জন করা

প্রশ্ন : আমি একটি কম্পিউটার কোম্পানিতে কাজ করি। এরা বিভিন্ন প্রকার কম্পিউটার প্রোগ্রাম বিক্রি করে। আমি ব্যাংকিং সফটওয়্যারেও কোনো কাজ করি না এবং অন্য কোনো প্রোগ্রামেরও সুদের হিসাব করি না। এ কোম্পানির একটি ব্যাংকিং সফটওয়্যার আছে। বর্তমানে কোম্পানি এই সফটওয়্যার ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সুবিধা সংযোগ করতে ইচ্ছুক। এখন উক্ত তৈরি প্রোগ্রামে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সুবিধা যোগ করার জন্য কাজ করা যাবে কি না?

উত্তর : সফটওয়্যার একটি নির্দিষ্ট অফিস বা প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি তৈরি করার নাম। হিসাব-নিকাশ পরিচালনা সিস্টেম কম্পিউটারাইজ করাও তার অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের সফটওয়্যার তৈরিতে কোনো আপত্তি নেই। তবে যে প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড অবৈধ, সে প্রতিষ্ঠানের জন্য সফটওয়্যার তৈরি করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে যদি বৈধ বা অবৈধ সব রকমের প্রতিষ্ঠানের নিয়্যাতে তৈরি করা হয় তাতে কোনো দোষ নেই। তাই যে সফটওয়্যার শুধুমাত্র সুদি ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য তৈরি করা হয় অন্য কোনো ব্যাংকে তা ব্যবহৃত হয় না তা তৈরিও অবৈধ। তবে সুদি ব্যাংকের জন্য তৈরি প্রোগ্রামে যদি ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থার উপযোগী সফটওয়্যার তৈরি করা হয় তা সম্পূর্ণ বৈধ এবং এতে চাকরি করাও জায়েয, উপার্জনও হালাল হবে। (৯/২৪২/২৫৯৫)

> 📖 آلات جدیدہ کے شرعی احکام (مکتبۂ سیرت النبی) ص ۱۶-۱۵ : جو آلات جائز کاموں میں بھی استعمال ہوتے ہیں ناجائز کاموں میں بھی جیسے جنگی اسلحہ کہ اسلام کی تائید وحمایت میں استعمال ہو سکتے ہیں مخالفت میں بھی یا ٹیلیفون تار موٹر ہوائی جہاز ہر قسم کی جائز وناجائز عبادت ومعصیت میں استعمال ہو سکتے ہیں ان کی ایجاد صنعت تجارت جائز کاموں کی نیت سے جائز ہے اور جائز کاموں میں ان کا استعمال بھی جائز ہے حرام اور معصیت کی نیت سے بنایا جائے اس میں استعمال کیا جائے تو حرام ہے۔

সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করা

প্রশ্ন : ব্যাংকগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অর্থ লেনদেন কোনো তৃতীয় কোম্পানির মাধ্যমে করে থাকে। এমন একটি কোম্পানি এদের নিজস্ব কম্পিউটার প্রোগ্রাম থাকে। ব্যাংক যখন কোনো লেনদেন করতে চায় সেই প্রোগ্রাম ব্যবহার করে। সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো ব্যাংকের জন্য ব্যাংকিং সফটওয়্যার তৈরি করে। এই সফটওয়্যারের একটি অংশ আন্তর্জাতিক লেনদেনের কাজ করিয়ে নেয় বা তথ্য আদান-প্রদানের কাজ করে। সফটওয়্যার কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে এই প্রোগ্রামটুকু করা বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : আমাদের জানা মতে, কম্পিউটার ব্যাংকিং সফটওয়্যার হিসাব-নিকাশের সহজ পদ্ধতির একটি নতুন আবিষ্কার মাত্র। কোনো হালালকে হারাম কিংবা হারামকে হালাল করার ক্ষমতা সফটওয়্যারের নেই। তবে যে সমস্ত সফটওয়্যারে কাজ করা অথবা ওই কোম্পানিতে চাকরি করা সুদি কর্মকাণ্ডে সহায়তার শামিল তা অবৈধ, নাজায়েয ও বর্জনীয়। আর সফটওয়্যার বৈধ কর্মকাণ্ডে এবং বৈধ প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের নিয়্যাতে তৈরি করা এবং ওই সব কোম্পানিতে চাকরি করা শরীয়ত পরিপন্থী নয়। (৯/২৫৯/২৫৯৬)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥- ٢٧٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١ / ٦١٩ : 'وكاتبه'، لان كتابة الربا إعانة عليه، ومن هنا ظهر أن التوظف فى البنوك الربوية لايجوز فإن كان عمل الموظف فى البنك ما يعين على الربا كالكتابة والحساب فذلك حرام لوجهين الأول : إعانة على المعصية والثانى : أخذ الاجرة من المال الحرام فإن معظم دخل البنوك حرام مستجلب بالربا وأما إذا كان العمل لا علاقة له بالربا فإنه حرام للوجه الثانى فحسب، فإذا وجد معظم دخله حلال جاز فيه التوظف للنوع الثانى من الاعمال -

📖 آلات جدیدہ کے شرعی احکام (مکتبۂ سیرت النبی) ص١٦-١٥ : جو آلات جائز کاموں میں استعمال ہوتے ہیں ناجائز کاموں میں بھی جیسے جنگی اسلحہ کہ اسلام کی تائید وحمایت میں استعمال ہو سکتے ہیں مخالف میں بھی یا ٹیلیفون تار موٹر ہوائی جہاز ہر قسم کی جائز وناجائز عبادت ومعصیت میں استعمال ہو سکتے ہیں ان کی ایجاد صنعت تجارت جائز کاموں کی نیت سے جائز ہے اور جائز کاموں میں انکا استعمال بھی جائز ہے حرام اور معصیت کی نیت سے بنایا جائے اس میں استعمال کیا جائے تو حرام ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۹/ ۲۵۳ : جواب- کمپیوٹر جدید دور کی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں مفید اور مضر دونوں کام لئے جاسکتے ہیں اس لئے اس کو استعمال کرنیکی اجازت ہے۔ البتہ اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جو اس کے برے پہلو اور غلط اثرات ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ اس شعبہ سے منسلک ہونا اور کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں بلکہ کوشش کرنی چاہئے کہ اس شعبہ خاص انٹرنیٹ میں زیادہ سے زیادہ اسلام سے متعلق کام کیا جائے اور اس کو کافروں کیلئے آزاد نہ چھوڑ دیا جائے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸ /۱۰۰ : بینک، انشورنس اور دوسرے سودی اداروں میں ملازمت ناجائز ہے اس لئے کہ سود کفار کیلئے بھی حرام ہے ایسی اداروں میں ملازمت کرنا اعانت علی المعصیت ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔

সফটওয়্যার প্রোগ্রাম তৈরি করে উপার্জন করা

প্রশ্ন : ১. আমি একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার। একটি কারখানা তার কাজের জন্য সারা বছর বিভিন্ন চালানে মালামাল আমদানি করে থাকে। এ কারখানার একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম দরকার, যাতে সে নিম্নলিখিত তথ্যগুলো সংরক্ষণ করতে পারে এবং প্রয়োজনমতো জানতে পারে :

ক. ক্রয় আদেশপত্রের নম্বর।
খ. পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, মূল্য।
গ. ব্যাংক এলসি নম্বর।
ঘ. জাহাজ কোম্পানির নাম।
ঙ. বন্দরের নাম ও স্থান।
চ. মাল লোড করার তারিখ।
ছ. মাল খালাসের তারিখ ইত্যাদি।

মোটকথা, কোম্পানি চায় তার আমদানীকৃত পণ্যসমূহ কখন, কোথায়, কী অবস্থায় আছে, তা যেন দ্রুততার সাথে জানা যায়–এ বিষয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রাম করা বৈধ হবে কি না?

২. কোনো কোম্পানি যদি ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি করে অথবা সুদি ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি করে তবে উভয় ক্ষেত্রেই এ কম্পিউটার প্রোগ্রাম কোনো পরিবর্তন ছাড়াই এ কোম্পানি ব্যবহার করতে পারে এবং পূর্বে উল্লিখিত তথ্যসমূহ সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করা বৈধ হবে কি না?

৩. যদি পূর্ব থেকে জানা থাকে ওই কোম্পানি সুদি ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি করে তবে তাকে ওই কম্পিউটার প্রোগ্রাম সরবরাহ করা বৈধ হবে কি না? আমার

Scanned by CamScanner

সরবরাহকৃত প্রোগ্রাম সে যে এলসি নম্বর সংরক্ষণ করবে তা সুদি ব্যাংকের এলসি নম্বর। যে ব্যাংকের নাম সে লিপিবদ্ধ করবে তা সুদি ব্যাংক।

৪. ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট হারে প্রতি এলসি হতে কমিশন রাখে। ইসলামী ব্যাংক এবং সুদি ব্যাংক উভয়ই এই কমিশন রেখে থাকে। তবে ইসলামী ব্যাংকের এই কমিশন হিসাবের পদ্ধতি হয় ইসলামী পদ্ধতিতে আর সুদি ব্যাংক কমিশনের হিসাব করে থাকে সুদি হিসাবের ভিত্তিতে। ব্যাংকের কমিশনের হার উল্লেখ থাকলে তা থেকে মোট কমিশনের পরিমাণ হিসাব করার জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম করা বৈধ হবে কি না? এ ক্ষেত্রেও এই প্রোগ্রাম দ্বারা সুদি ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংক উভয় ব্যাংকের কমিশনই হিসাব করা যাবে।

৫. যদি জানা থাকে কোম্পানি সুদি ব্যাংকের সাথেই এলসি করে থাকে তবে তাদেরকে ওই প্রোগ্রাম সরবরাহ করা যাবে কি না?

৬. এ প্রোগ্রাম এলসির কমিশন হিসাবের জন্য কোনো সুদি ব্যাংকে সরবরাহ করা যাবে কি না?

উত্তর : যে সমস্ত যন্ত্র বা প্রোগ্রাম ভালো-মন্দ উভয় কাজে ব্যবহার যোগ্য তা ভালো কাজের উদ্দেশ্যে আবিষ্কার ও তৈরি করা আপত্তিকর নয় তবে যারা মন্দ কাজে ব্যবহার করবে গোনাহ তাদের হবে আবিষ্কারকের নয়। বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত প্রোগ্রাম তৈরি করা বৈধ হবে। তবে যদি কোনো কোম্পানি সম্পর্কে নিশ্চিত জানা থাকে যে উক্ত কোম্পানি সুদি ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি করে বা করবে সে ক্ষেত্রে তৈরীকৃত প্রোগ্রাম উক্ত কোম্পানির নিকট হস্তান্তর করা উচিত হবে না। (১১/৪৮৫)

📖 آلات جدیدہ کے شرعی احکام [جواہر الفقہ ۵] (مکتبۂ تفسیر القرآن) ص ۱۵ : شریعت اسلام ان ایجادات و مصنوعات میں صرف یہ چاہتی ہے کہ خدا کی ان نعمتوں سے اس کی دی ہوئی عقل کے ذریعہ نئی نئی ایجادیں کریں معاشی آسانیاں حاصل کریں۔

📖 فیہ ایضاً ص ۱۵ : جو آلات جائز کاموں میں بھی استعمال ہوتے ہیں ناجائز میں بھی جیسے جنگی اسلحہ کہ اسلام کی تائید وحمایت میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں مخالفت میں بھی یا ٹیلیفون، تار، موٹر، ہوائی جہاز ہر قسم کی جائز و ناجائز عبادات و معصیت میں استعمال ہو سکتے ہیں ان کی ایجاد صنعت تجارت جائز کاموں کی نیت سے جائز ہے اور جائز کاموں میں ان کا استعمال بھی جائز ہے۔ حرام اور معصیت کی نیت سے بنایا جائے یا اس میں استعمال کیا جائے تو حرام ہے۔

Scanned by CamScanner

আমদানি-রপ্তানিতে ব্যাংককে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : আমি একজন বাংলাদেশি লোক। বাহির দেশের সাথে আমার ব্যবসা-বাণিজ্য। এখান থেকে আমি টাকা পাঠাই সে পণ্য পাঠায়। কিন্তু এখানে আমার টাকার কোনো নিরাপত্তা নেই, অর্থাৎ টাকা পেয়ে সে পণ্য নাও পাঠাতে পারে, যার দরুন আমি কোনো ব্যাংককে এ শর্তে ব্যবহার করি যে পণ্য না পাঠালে আমার টাকা ফেরত আসবে, কিন্তু ব্যাংক আমার থেকে নির্ধারিত একটা ফি নিচ্ছে। এখন আমার জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী ব্যাংক ব্যবহার করার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : আন্তর্জাতিক ব্যবসার জন্য এলসির মাধ্যমে টাকা পাঠানো অবধারিত, অন্যথায় সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তাই প্রশ্নোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী, ব্যাংককে ব্যবহার করা এবং এর জন্য সার্ভিস চার্জ হিসেবে নির্ধারিত ফি নেওয়া ব্যাংকের জন্য জায়েয আছে। তবে ঋণ নিয়ে সুদ আদান-প্রদান বৈধ হবে না। (১৯/৬৯৩/৮৪১২)

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۳۰۲ : کفیل کیلئے نفس کفالت پر تواجرت لینا جائز نہیں، لیکن اگر کفیل کو اس کفالت پر کچھ عمل بھی کرنا پڑتا ہے مثلاً اس کے بارے میں اس کو لکھنا پڑھنا پڑتا ہے اور دوسرے دفتری امور بھی انجام دینے پڑتے ہیں... ... ان تمام امور کے انجام دینے پر اجرت مثل کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔

সুদি ব্যাংক থেকে বৃত্তির টাকা নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমি বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত একজন ছাত্র। গত এপ্রিল মে মাসে ডাচ্-বাংলা লিমিটেডের একটি বৃত্তির বিজ্ঞাপন দেখে আমি আবেদন করি। ওই বৃত্তি ছিল এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রদত্ত। আমি বৃত্তির আবেদন করি এবং বৃত্তি পাওয়ার জন্য মনোনীত হই। বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ২ হাজার টাকা। এ বৃত্তি ডাচ্-বাংলা ব্যাংক আমাকে এক বছরের জন্য নির্ধারিত করেছে ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে। এ বৃত্তি আমার লেখাপড়া জীবনের বাকি বছরগুলো, অর্থাৎ চার বছরের বৃত্তির টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?
উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে আমি ২ হাজার টাকা গ্রহণ করেছি। যদি বৃত্তির টাকা আমার জন্য জায়েয না হয় তবে এই গৃহীত টাকা কী করব?

উত্তর : যে প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ আয়-উপার্জন সুদ বা হারাম পদ্ধতিতে হবে ওই প্রতিষ্ঠানের দেওয়া বৃত্তি গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। আমাদের জানা মতে, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক সুদি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এবং তার আদান-প্রদান ও বৃত্তি প্রদান–সব কিছুই তার সুদি আয়-উপার্জন থেকে হয়ে থাকে বিধায় ওই ব্যাংক হতে বৃত্তি

Scanned by CamScanner

গ্রহণ করা এবং নিজ কাজে ব্যবহার করা আপনার জন্য জায়েয হবে না। তাই এ পর্যন্ত আপনার গ্রহণকৃত টাকা কোনো অসহায় ব্যক্তিকে দায়মুক্তির লক্ষ্যে দিয়ে দেবেন। (১২/৯২/৩৮৪৭)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤ /٣٤٣ : إذا أهدى الرجل إنسان أو أضافه إن كان غالب مال المهدى من الحرام ينبغى له ألا يفيد الهدية ولا يأكل من طعامه ما لم يجز أنه حلال ورثه أو يستقرض من غيره۔

📖 آپ مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۳/ ۴۲۲ : سوال۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رشوت سود ناجائز تجارت حرام کاروبار وغیرہ سے روپیہ جمع کرتے ہیں پھر اس سے صدقہ خیرات کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں پوچھنا یہ ہے کہ حرام روپیہ تو کمانا گناہ ہے پھر اس روپے سے صدقہ غیرہ جائز ہے؟

جواب۔ مال حرام سے صدقہ قبول نہیں ہوتا بلکہ الٹا موجب وبال ہے حدیث شریف میں ہے کہ "اللہ تعالی پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتے ہے۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۵۷۳ : جواب: ... جس شخص کی کل آمدنی یا اکثر آمدنی حرام طریقہ سے نہیں اس کی ضیافت، ہدیہ لینا درست نہیں ہے مگر جب تحقیق ہو جاوے یہ شئ خاص حرام کمائی سے نہیں ہے، اگر لے لیا اور اب کوئی صورت اس کے واپسی کی نہیں ہے تو فقراء پر صدقہ کر دے۔

গরিবের উপকারার্থে সুদি প্রতিষ্ঠানে হিসাবের খাতা খোলা

প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকার অনুমদিত এনজিওতে হিসাব খোলা হলে যত টাকা জমা রাখবে, সেখান থেকে তারা বাৎসরিক ১৫% লাভ দেবে। আমার প্রশ্ন হলো, আমি ৫ বছরে যে টাকা জমিয়েছি, লাভসহ টাকা উঠানোর পর শুধু আমার জমাকৃত টাকা আমি রেখে দিয়ে বাকি টাকা অর্থাৎ লাভের অংশ কোনো গরিব লোককে দান করে দেব–এ শর্তে আমার কোনো সাওয়াব হবে না শুধু তারই উপকারের জন্য দিয়ে দেব। এভাবে কি টাকা জমা রাখা ঠিক হবে? উল্লেখ্য, আমার কাছে অন্যভাবে টাকা জমানোর ব্যবস্থা নেই।

উত্তর : গরিবদের উপকার করার মানসে এনজিওতে সুদি অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা জমা রাখা এবং সুদ উসূল করে তা গরিবদের মাঝে বণ্টন করার ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী, যা কোনো সত্যিকার খোদাভীরু-ঈমানদারের কাজ নয়। প্রয়োজনে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পারে। (৯/৭৭৩/২৮৫১)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۲۰ : اگر محض حفاظت کی خاطر بینک میں رقم جمع کرانا ضروری ہو تو لاکر میں جمع کرائے، مساکین کی مصلحت کی خاطر بینک سے سود لینا جائز نہیں، سودی لین دین بہر صورت حرام ہے۔

গরিবদের লাভের জন্য সুদি ব্যাংকে সুদের টাকা রেখে দেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ব্যাংকে বড় অঙ্কের টাকা জমা রাখে। ফলে তার নামে ছয় লক্ষ টাকা সুদ আসে। যদি বর্তমানে উক্ত টাকা গ্রহণ না করে ২০ বছর পর গ্রহণ করা হলে প্রত্যেক মাসে ১৬ হাজার টাকা আর ২০ বছর পর গ্রহণ করা হয় তাহলে ৪০-৪৫ লক্ষ টাকা পরিমাণ টাকা এককালীন আসবে। এখন তার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা :

১) ব্যাংক থেকে উক্ত ইন্টারেস্ট মোটেই গ্রহণ না করা।
২) বর্তমান ছয় লক্ষ গ্রহণ করে গরিবদের মাঝে বণ্টন করা।
৩) অথবা গরিবদের লাভের দিকে লক্ষ করে পরবর্তীতে এককালীন ৪০ লক্ষ টাকা গ্রহণ করা ও বণ্টনকৃত ১৬ হাজার টাকা গ্রহণ করে প্রত্যেক মাসে সদকা করা।
জানার বিষয় হলো, কোনটি গ্রহণ করা উচিত?

উত্তর : যে সমস্ত ব্যাংকের মালিক অমুসলিম বা অমুসলিম সরকারের অধীনে পরিচালিত ওই সমস্ত ব্যাংক থেকে সুদসহ সমস্ত টাকা তুলে ফেলবে এবং সুদগুলো কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া খরচ করে ফেলবে। আর যে সমস্ত ব্যাংকের মালিক মুসলমান বা মুসলিম সরকারের অধীনে পরিচালিত ওই সমস্ত ব্যাংক থেকে শুধু আসল টাকাগুলো তুলবে সুদ তুলবে না। যেহেতু জনতা ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের অধীনে পরিচালিত একটি সুদি ব্যাংক, তাই সেখান থেকে কেবল আসল টাকাগুলো তুলবে, সুদের টাকা তুলবে না।
গোনাহের কাজে লিপ্ত থেকে গরিবকে খিদমত করার নিয়্যাত ভালো নিয়্যাতের অন্তর্ভুক্তনয়। তাই সুদি ব্যাংকে টাকা জমা রাখার পরিবর্তে কোনো ইসলামী ব্যাংকে টাকা জমারেখে গরিবদের মাঝে লাভ বণ্টন করতে পারেন। (১৯/৮৭৪/৮৪৯৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٣٨٥ : ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اهلكن في

Scanned by CamScanner

الهندية عن المنتقى عن محمد في كسب النائحة، وصاحب طبل أو مزمار، لو أخذ بلا شرط-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣٤٩ : والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ معصية والدفع حصل من المالك برضاه فيكون له ويكون حلالا له.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۲۰ : اگر محض حفاظت کی خاطر بینک میں رقم جمع کرانا ضروری ہو تو لاکر میں جمع کرائے، مساکین کی مصلحت کی خاطر بینک سے سود لینا جائز نہیں، سودی لین دین بہر صورت حرام ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۹/ ۲۸۰ : اگر کسی کے پاس سود کی رقم ہو تو رقم غرباء اور محتاجوں کو بلانیت ثواب دیدنا چاہئے۔ رفاہ عام کے کاموں میں بھی خرچ کرنے کی گنجائش ہے، مگر سود حاصل کرنے اور اسے غرباء پر خرچ کرنیکے ارادہ سے بینک میں رقم رکھنا جائز نہیں۔

ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত টাকা জমা হলে করণীয়

প্রশ্ন : প্রায় ৫ মাস পূর্বে আমার ছেলে লন্ডন থেকে আমার নামে বাংলাদেশের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা পাঠায়। সে যে টাকা আমার নামে পাঠিয়েছে, তার থেকে বেশি টাকা আমার অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত আমাকে উক্ত অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিতে বলেনি, আমিও তাদেরকে কোনো কিছু জানাইনি।
এখন এ অতিরিক্ত টাকা কত দিন পর্যন্ত আমার অ্যাকাউন্টে থাকবে বা উক্ত টাকা মসজিদ-মাদরাসায় দান করা যাবে কি না বা কোনো এতিমকে দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : আপনার অ্যাকাউন্টে যে অতিরিক্ত টাকা জমা হয়েছে এ ব্যাপারে আপনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হয়ে জেনে নেবেন যে অতিরিক্ত টাকা সুদ হিসেবে বেড়েছে, নাকি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে এমনটি হয়েছে? যদি সুদের হয়ে থাকে তাহলে ব্যাংক থেকে উঠিয়ে গরিব-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করে দেবেন। আর যদি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে হয়ে থাকে তাহলে তাদের নিকট ফেরত দেবেন, অথবা ছেলের থেকে মোবাইলে জেনে নেবেন যে সে কত টাকা আপনার জন্য পাঠিয়েছে? তাহলে মূল তথ্য বেরিয়ে আসবে। (১২/৫১৩/৪০১৭)

Scanned by CamScanner

📖الدر المختار (سعيد) ٦ / ٤٠٠ : لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته.

📖تالیفات رشیدیہ (ادارۂ اسلامیات) ص ۴۳۱ : سوال- اگر کسی کا روپیہ امانت ہو یا چندہ مسجد کا کسی کے پاس جمع ہو اور خاص روپیہ امین اپنے صرف میں کر کے اس کے عوض دوسرا روپیہ مالک کو دیدے یا مسجد کے صرف میں کردے تو یہ شخص کچھ گناہگار ہوگا یا نہیں؟

جواب- یہ تصرف نادرست ہے، مگر اگر اس نے اجازت لے لی تو درست ہے اور مال وقف میں کسی طرح بھی ایسا تصرف نادرست ہے۔

ইসলামী ব্যাংকের সঞ্চয়ী বন্ড কিনে যেকোনো স্কিমে টাকা রাখা

প্রশ্ন : ১. আমার পিতা মৃত্যুর সময় পেনশন বাবদ ১০ লক্ষ টাকা রেখে যান, যা বর্তমানে অগ্রণী ব্যাংকে চলতি হিসাবে জমা আছে। আমার পক্ষে উক্ত টাকা কোনো ব্যবসায় খাটানো সম্ভব না হওয়ায় ইসলামী ব্যাংকে সঞ্চয়ী বন্ড কিনে এজাতীয় মাসিক ত্রৈমাসিক স্কিমের অধীনে টাকা রাখতে চাই। এটি শরীয়তসম্মত কি না?

২. ইসলামী ব্যাংকের ডিপিএস শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : ১. বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত শরীয়াহ বোর্ডের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাদের পরামর্শ অনুসারে বিভিন্ন ধরনের স্কিম ও অ্যাকাউন্ট চালু করা হয়।

২. আর প্রশ্নোল্লিখিত ইসলামী ব্যাংকের ডিপিএস ও এপিএসসহ মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক বিভিন্ন স্কিমে এর ব্যতিক্রম নয়। তাই এ সমস্ত অ্যাকাউন্ট বা স্কিমের অধীনে টাকা জমা রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। (১৬/২৭১/৬৫০৯)

📖تبيين الحقائق (امداديه) ٥ /٥٢ : قال - رحمه الله - (هي شركة بمال من جانب وعمل من جانب) يعني: المضاربة عقد شركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر هذا في الشرع والمراد بالشركة الشركة في الربح حتى لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا تكون مضاربة على ما نبين وقيل: هي عبارة عن دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا فيكون الربح لرب المال بسبب ماله.

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦ /٧٩ : (أما) الأول، فالقياس أنه لا يجوز لأنه استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم، ولعمل مجهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع.

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامی پبلشرز) ۳/ ۴۰ : لیکن اسلامی بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم عام بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے، اگرچہ عام بینکوں کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قرض ہوتی ہیں جو سودی منافع کی بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی ہیں، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، بلکہ اسلامی بینک ان رقوم کو ان کے مالکان سے شرکت کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اگر منافع ہوگا تو وہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے، لہذا یہ رقم اسلامی بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع میں ایک متناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو اس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی۔

ব্যাংকের সুদ উত্তোলন করে গরিবদের মাঝে বণ্টন করা

প্রশ্ন : ব্যাংকের সুদের টাকা উত্তোলন করে গরিব-মিসকিনদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে কি না?

উত্তর : গরিব-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করার নিয়্যাতে সুদি ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে না, বরং তা জঘন্যতম গোনাহ এবং হারাম বলে গণ্য। তবে যদি কেউ রেখে থাকে এবং সেখানে সুদ আসে তাহলে ওই টাকা উত্তোলন করে সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া দায়মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে গরিব-এতিমদের মাঝে বণ্টন করে দেবে। (১৬/৯২৮/৬৮৬৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣٤٩ : والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ معصية والدفع حصل من المالك برضاه فيكون له ويكون حلالا له.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۲۰ : اگر محض حفاظت کی خاطر بینک میں رقم جمع کرانا ضروری ہو تو لاکر میں جمع کرائے، مساکین کی مصلحت کی خاطر بینک سے سود لینا جائز نہیں، سودی لین دین بہر صورت حرام ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۲۸۰ : اگر کسی کے پاس سودی کے رقم ہو تو رقم غرباء اور محتاجوں کو بلانیت ثواب دیدنا چاہئے۔ رفاہ عام کے کاموں میں بھی خرچ کرنے کی گنجائش ہے، مگر سود حاصل کرنے اور اسے غرباء پر خرچ کرنیکے ارادہ سے بینک میں رقم رکھنا جائز نہیں۔

মূল টাকা থেকে সুদের টাকা পৃথক করার নিয়ম

প্রশ্ন : ১. আমি ব্যাংকে একটি ডিপোজিট করেছি। প্রতি মাসে ২৮০ টাকা জমা দিচ্ছি। ১৫ বছর পর আমার জমাকৃত টাকা হবে ৫০ হাজার টাকা। আর ব্যাংকে সুদ দেবে ৫০ হাজার। সব মিলে সুদ-আসলে আমি ১০০০০০ টাকা পাবো। প্রশ্ন হলো, সর্বমোট এক লক্ষ টাকা থেকে কিভাবে চিহ্নিত করে আমার আসল ৫০ হাজার টাকা আমি বৈধ বলে মনে করব? আর বাকি অর্ধেক সুদের ৫০ হাজার টাকা কিভাবে চিহ্নিত করব?
সুদের ৫০ হাজার টাকা আমার মেয়ের বিবাহের সময় অনুষ্ঠান করে লোকজন বা বিবাহের বরযাত্রীদের খাওয়া বাবদ খরচ করলে জায়েয হবে কি না? সুদের টাকা জায়েয না হলে কোন খাতে ব্যংকের টাকা রাখব?
২. নিজের কাছে অথবা বাড়িতে টাকা থাকলে সমস্যা হতে পারে, এ চিন্তা করে ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে কি না? ব্যাংকে যদি টাকা রাখা যায় তাহলে কিভাবে লেনদেন করতে হবে? এ প্রসঙ্গে সুবিধা-অসুবিধা বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : ১, ২. সুদি ব্যাংকের সাথে সুদের ওপর লেনদেন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও হারাম। সুদের ওপর লেনদেন করে থাকলে সুদের টাকা নিজ কাজে ব্যবহার করার অনুমতি নেই, বরং তা সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়াই অসহায়-গরিব-মিসকিনদের মাঝে সদকা করে দেবে। বরযাত্রীদের খাওয়ানো জায়েয হবে না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে ১০০০০০ টাকা থেকে আপনার জমাকৃত ৫০ হাজার টাকা রেখে বাকি যেকোনো ৫০ হাজার টাকা অসহায়- গরিব-মিসকিনদের মাঝে দায়মুক্তির উদ্দেশ্যে বণ্টন করে দেবেন, চিহ্নিত করার প্রয়োজন নেই। তবে বর্তমানে আপনার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাথে সুদবিহীন লেনদেন করাটাই উত্তম। (১১/৮২৬/৩৭১৮)

📖 سورة البقرة الآية ۲۷۵ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

Scanned by CamScanner

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٨٥ : لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اه

📖احسن الفتاوی (سعید) ۷ / ۱۶ : بینک کے سودی کھاتے میں رقم جمع کرانا جائز نہیں اگر کسی نے جہالت یا غفلت سے جمع کرادی بعد میں متنبہ ہو کر اس عمل پر نادم ہوا تو اس پر واجب ہے کہ اس نے توبہ واستغفار کر کے فوراً اپنے پوری رقم مع سود بینک سے نکال لے اور سود کی رقم بلانیت ثواب مساکین پر صدقہ کردے۔ سود پر ہر قسم کے مال حرام اور ارباح فاسدہ بحکم لقطہ ہے۔ اور بوقت خوف ضیاع لقطہ کا اٹھانا واجب ہے پھر مالک پر رد اور اس کا علم نہ ہو سکے تو اسکی طرف سے بلانیت ثواب مساکین پر تصدق واجب ہے۔

📖آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦ /۲۴۰ : ج: سود کا استعمال حرام اور گناہ ہے اس سے بیٹی کو جہیز دینا بھی جائز نہیں۔

সুদের টাকা নিজের হাতে অন্যের কাজে ব্যয় করা

প্রশ্ন : নিজের বাসাবাড়িতে চুরি হওয়ার ভয়ে আমি কিছু টাকা ব্যাংকে জমা রেখেছি। এখন উক্ত জমাকৃত টাকা হতে প্রাপ্ত সুদের টাকা কোনো দ্বীনি কাজে বা কোনো গরিব আত্মীয়দের বিবাহশাদির ব্যাপারে ব্যয় করা যাবে কি না? এবং উল্লিখিত যাবতীয় কাজে যেখানে যে পরিমাণ খরচ করা প্রয়োজন, তা নিজ হাতে দ্বারা ব্যয় করা যাবে কি না? যেহেতু বাংলাদেশে সুদবিহীন ব্যাংকব্যবস্থা নেই। তাই এ ব্যাপারে হুকুম কী?

উত্তর : বাংলাদেশে সুদবিহীন ব্যাংক নেই এই প্রমাণবিহীন দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ইসলামী ব্যাংক থাকতে সুদি ব্যাংকে টাকা জমা রাখার অনুমতি নেই। অজান্তে বা অপরাগ অবস্থায় রেখে থাকলে তার সুদ উত্তোলন করে যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত অসহায়-গরিব-মিসকিনদের দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার বিধান রয়েছে বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত

Scanned by CamScanner

আত্মীয়স্বজন বাস্তবে যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হলে সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া দায়মুক্তির লক্ষ্যে তাদের ওই টাকা দেওয়া যাবে, নিজ হাতে খরচ করার দরকার নেই। (১১/৯৩০/৩৭৮৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ٢١٢ : رجل اشترى أمة بيعا فاسدا وقبضها فباعها ثم قضى عليه القاضي بالقيمة للبائع الأول فأداها إليه ورده البائع الأول من الثمن وفي الثمن الثاني فضل على القيمة التي أداها فإنه يتصدق بذلك الفضل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وإنما طاب للمساكين على قياس اللقطة قال وهذا الربح لا يطيب لهذا المشتري، وإن كان فقيرا لأنه يكتسبه بمعصية ويطيب .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۰۰ : بہتر یہ ہے کہ بنک میں روپیہ داخل نہ کیا جائے اگر اور کوئی صورت نہ ہو تو بدرجہ مجبوری بنک میں بھی روپیہ داخل کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہاں روپیہ ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔

এটিএম কার্ডের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা

প্রশ্ন : ব্যাংকের এটিএম কার্ডের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : এটিএম কার্ড অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধার এক মাধ্যম। যদি এর সঠিক ব্যবহার করা হয় তাহলে তার মাধ্যমে লেনদেন করাতে শরয়ী কোনো আপত্তি নেই। আর যদি অপব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ যদি সুদ দিতে হয় তাহলে তা নাজায়েয হবে। (১৬/৯২৮/৬৮৬৬)

📖 کریڈٹ کارڈ کے شرعی احکام (دار الاشاعت) ص۳۹ : (A.T.M) ای،ٹی،ایم کارڈ کی دو قسمیں ہیں:

۱۔داخلی کارڈ(Domestic card) یہ وہ کارڈ ہیں جس سے ملک میں تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں اور وہ مواصلات میں ترقی کے ساتھ اس کا استعمال ممکن ہے ان تمام بینکوں میں جن کا آپس میں رابطہ ہے اور اس(Network) میں جڑے ہوئے ہیں۔

۲۔ بین الاقوامی کارڈ(International card) اس کارڈ کا حامل پورے دنیا میں جہاں ہے اس کارڈ کو استعمال میں لا سکتا ہے ... یہ قرض کا تعلق ہے کارڈ ہولڈر اس کے ذریعے متفقہ بنیاد پر بنک سے پیسے حاصل کر سکتا ہے اس شرط پر کہ وہ اس پر کوئی سود ادا کرنے کا پابند نہیں ہوگا، کیونکہ ہر عقد جس میں اس قسم کی شرط رکھی گئی ہے حرام ہے

Scanned by CamScanner

হো জাতাহে জবকে কার্ড জারী করনে কী ফীস কা হসূল উস মেঁ কোঈ মানে শরঈ নহীঁ কেউনকে যহ হক্কুল খিদমত কে তৌর পর হাসিল কী জাতী হে -

এটিএম মেশিন তৈরির কারখানায় চাকরি করা

প্রশ্ন : ১. ব্যাংকের টাকা উত্তোলন এবং জমা দেওয়ার জন্য এটিএম মেশিন ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো কোম্পানি যদি এই যন্ত্র তৈরির কাজ করে তবে সে কোম্পানির কর্মচারী হিসেবে এ মেশিন তৈরির কাজ করা বৈধ হবে কি না?
২. ব্যাংক অনেক সময় গ্রাহকদের এটিএম কার্ড দেয়। যার সাহায্যে টাকা উত্তোলন ও জমা দেওয়া যায়। এই কার্ড তৈরির কাজ করা যাবে কি না?

উত্তর : যে সমস্ত নতুন আবিষ্কৃত মেশিনারি শুধুমাত্র গোনাহ এবং অবৈধ কাজে ব্যবহৃত হয় সেসব যন্ত্রপাতি-মেশিন আবিষ্কার করা, তার ব্যবসা বা সে কোম্পানিতে চাকরি করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে যেসব মেশিন বৈধ কাজে ব্যবহৃত হয় তার আবিষ্কার, ব্যবসা এবং কোম্পানিতে চাকরি–সবই বৈধ এবং তার থেকে উপার্জিত সম্পদ ও বেতন হালাল। সুতরাং বর্ণিত নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে এটিএম মেশিন এবং কার্ড যেহেতু ইসলামী ব্যাংক বা অন্যান্য বৈধ প্রতিষ্ঠানেও তার ব্যবহার প্রচলিত। তাই বৈধ কাজে ব্যবহার করার নিয়্যাতে তার আবিষ্কার, ব্যবসা ও সে কোম্পানিতে চাকরি–সবই বৈধ বলে বিবেচিত হবে।(৯/২৩৮/২৫৯৪)

📖 আলাত জদীদা কে শরঈ আহকাম (মকতবা সীরত আলনবী) ص ১৬-১৫ : জো আলাত জায়েয কামোঁ মেঁ ইস্তেমাল হোতে হেঁ নাজায়েয কামোঁ মেঁ ভী জৈসে জঙ্গী আসলহা কে ইসলাম কী তায়ীদ ও হিমায়ত মেঁ ইস্তেমাল হো সকতে হেঁ মুখালিফ মেঁ ভী য়া টেলীফোন তার মোটর হাওয়াঈ জাহাজ হর কিসম কী জায়েয ও নাজায়েয ইবাদত ও মাসিয়ত মেঁ ইস্তেমাল হো সকতে হেঁ উন কী ঈজাদ সনআত তিজারত জায়েয কামোঁ কী নিয়্যত সে জায়েয হে আওর জায়েয কামোঁ মেঁ উনকা ইস্তেমাল ভী জায়েয হে হারাম আওর মাসিয়ত কী নিয়্যত সে বনায়া জায়ে উস মেঁ ইস্তেমাল কিয়া জায়ে তো হারাম হে।

📖 আপ কে মাসায়িল আওর উন কা হল (ইমদাদিয়া) ৯/ ২৫৩ : জওয়াব- কমপিউটর জদীদ দওর কী এসী টেকনালজী হে জিস মেঁ মুফীদ আওর মুযির দোনোঁ কাম লিয়ে জা সকতে হেঁ ইস লিয়ে উস কো ইস্তেমাল করনে কী ইজাযত হে। অলবত্তা উস মেঁ কোশিশ কী জায়ে কে জো উস কে বুরে পহলু আওর গলত আসরাত হেঁ উন সে আপনে আপ কো মাহফুয রখা জায়ে। উস শোবে সে মুনসলিক হোনা আওর কাম করনে মেঁ কোঈ কবাহত নহীঁ বলকে কোশিশ করনী চাহিয়ে কে উস শোবে খাস কর ইনটরনেট মেঁ যিয়াদা সে যিয়াদা ইসলাম সে মুতাল্লিক কাম কিয়া জায়ে আওর উস কো কাফিরোঁ কে লিয়ে আযাদানা ছোড় দিয়া জায়ে।

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۴۱۴ : ہواخود نجس یانشہ آوار نہیں اس کی بیع جائز ہے پھر خریدار اپنے عمل سے خود اس سے شراب بناتا ہے تو یہ اس کا عمل ہے پس وہ فروخت کرنے والے پر اس کی ذمہ داری نہیں خود یہ نیت کرے کہ شراب بنانے کیلئے فروخت کررہاہے۔

ডেবিট কার্ড ও চার্জ কার্ডের ব্যবহার

প্রশ্ন : বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ব্যাংক এক ধরনের কার্ড বের করেছে এবং এই কার্ড কেবল তাদেরকেই দেওয়া হয়, যাদের উক্ত ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাংক থেকে খুব দ্রুত টাকা তোলা যায়। জানার বিষয় হলো, এ ধরনের কার্ড ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত কার্ডসমূহ এযাবৎ যে সকল ব্যাংক থেকে ইস্যু করা হয়েছে তা সুদভিত্তিক পরিচালিত। এ ধরনের সুদি ব্যাংকের সাথে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া লেনদেন বৈধ নয়। তথাপি তাদের সাথে লেনদেন করতে হলে অবশ্যই সুদি লেনদেন থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

এ সকল ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ডেবিট কার্ড ও চার্জ কার্ডের ব্যবহার কিছু শর্ত সাপেক্ষে জায়েয। আর তা হচ্ছে, এ সকল লেনদেন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে করা ব্যাংক থেকে কোনো ধরনের ইন্টারেস্ট গ্রহণ না করা

আর ক্রেডিট কার্ড সুদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা সর্বাবস্থায় নাজায়েয। (১৫/৮৬৩)

📖 سورة البقرة الآية ۲۷۸، ۲۷۹ : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ۱۱/ ۲۵ (۱۵۹۸) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 کریڈٹ کارڈ کے شرعی احکام (دار الاشاعت) ص ۱۱۱ : (۱) بطاقة الحسم الفوری – (DEBIT CARD) فوری کٹوتی والا کارڈ : ... ... اس کارڈ کی شرعی حکم: اسکا حکم جواز اور اباحت کا ہے اس شرط پر کہ ادائیگی اور سروسز کا حصول اس کے اکاؤنٹ میں سے کیا جائے اور ان پر کوئی سودی نفع کا حصول نہو کیونکہ صورت سابقہ

Scanned by CamScanner

پر (استیفاء) کا حکم لاگو ہوتا ہے یعنی جو کچھ آپ خریداری اور سروسز حاصل کرتے ہیں انکی ادائیگی بنک آپ ہی کے اکاؤنٹ سے کر رہا ہے اور اگر بنک اجازت دے تو آپ اسی کارڈ کے ذریعے اکاؤنٹ سے زیادہ رقم نکلوا سکتے ہیں اور اس پر کوئی سود بھی نہیں چڑھے گا کیونکہ یہ ایک طرح کا قرض ہے جو آپ بنک سے حاصل کرتے ہیں اور بنک اس بات کا مجاز ہے کہ وہ کارڈ قبول کرنے والے تاجر سے کمیشن کے طور پر کچھ رقم بھی حاصل کرے ان سب معاملات میں کوئی شرعی حکم مانع نہیں کیونکہ معاملات سارے شرعی طور پر مباح ہیں سوائے ان کے جن پر شرعی حکم بطور حرام کے وارد ہوا ہو۔

(۲) بطاقة الائتمان والحسم بالأجل (CHARGE CARD)

(چارج کارڈ)

چارج کارڈ کا شرعی حکم: شرعا اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے کیونکہ اس کے معاملے میں سود کارفرما ہوتا ہے شرعی طور پر اس کا جاری ہونا ان شروط کیساتھ جائز قرار پاتا ہے جو مندرجۂ ذیل ہیں (۱) کارڈ ہولڈر پر سودی لین دین کی شرط نہ رکھی جائے جبکہ وہ بنک کا قرضہ اتارنے میں تاخیر کرے (۲) اس کارڈ کو حرام چیزوں میں استعمال نہ کرے بصورت دیگر اس کارڈ کو منسوخ کر دیا جائے (۳) اگر کارڈ ہولڈر کچھ نقدی بنک میں جمع رکھے تو یہ بات واضح کی جائے کہ بنک یہ رقم بطریق مضاربہ اپنے فائدے کیلئے اسے استعمال کر سکتا ہے اور وہ اس پر حاصل ہونے والے نفع کو برابر تقسیم کریگا۔

(۳) بطاقة الائتمان المتجدد INTEREST CREDIT (CARD) سودی بنیاد پر دیا جانے والا کریڈٹ کارڈ: ... ... اس کارڈ کا شرعی حکم: اس کارڈ کے ذریعے معاملات کرنا حرام ہے کیونکہ اس میں سودی لین دین کرنے پر اتفاق کیا جاتا ہے جس کی بناء پر حامل کارڈ یہ قرض مختلف قسطوں میں ادا کرتا ہے جس میں سود بھی شامل ہوتا ہے۔

ইসলামী ব্যাংকগুলোর ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সাথে লেনদেন করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশের প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকসমূহ যারা নিজেদের লেনদেনকে যথাসম্ভব সুদমুক্ত রাখার পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আহকামের পাবন্দির চেষ্টা করে থাকে। এ ধরনের কোনো ব্যাংকের জন্য সুদি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সাথে কোনো ধরনের লেনদেন করা বৈধ হবে কি না?

ইসলামী ব্যাংকের শাখাগুলোতে সুদি কোম্পানির পলিসি হোল্ডারদের প্রিমিয়াম জমা নেওয়া ও তাদের ডিপোজিট ইসলামী ব্যাংকে জমা রাখা, এ ছাড়া অন্য যেকোনো

Scanned by CamScanner

ধরনের ব্যাংকিং ব্যবসায় সম্পর্ক স্থাপন করা ইত্যাদি। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের লেনদেন নাফরমানীতে সাহায্য করা হবে কি না?

উত্তর : আমাদের দেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকসমূহ যারা নিজেদের লেনদেনকে যথাসম্ভব সুদমুক্ত রাখার পাশাপাশি সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আইন অনুশীলনের চেষ্টা করে থাকে। এ ধরনের ইসলামী ব্যাংকের জন্য সুদি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সাথে কোনো ধরনের লেনদেন বৈধ নয়। তবে যেকোনো ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ডিপোজিট বা পলিসি হোল্ডারদের প্রিমিয়াম ইসলামী ব্যাংকে জমা রাখার ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংক সমূহের সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ডের ফতওয়ায় অবৈধ বলা হয়েছে।(৯/৬২৮/২৭৬৯)

📖أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٤/ ١٢٧ : وقال قوم من أهل العلم القمار كله من الميسر وأصله من تيسير أمر الجزور بالاجتماع على القمار فيه وهو السهام التي يجيلونها فمن خرج سهمه استحق منه ما توجبه علامة السهم فربما أخفق بعضهم حتى لا يخطئ بشيء وينجح البعض فيحظى بالسهم الوافر وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا علقت على الأخطار.

📖فيه أيضا ٢ / ١١ : ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار قال ابن عباس إن المخاطرة قمار وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون على المال والزوجة وقد كان ذلك مباحا إلى أن ورد تحريمه وقد خاطر أبو بكر الصديق المشركين حين نزلت الم غلبت الروم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زد في الخطر وأبعد في الأجل، ثم حظر ذلك ونسخ بتحريم القمار.

📖تفسير القرطبي (دار الكتب المصرية) ٦/ ٤٦ : قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) قال الأخفش: هو مقطوع من أول الكلام، وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا، وتحاثوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عما نهى الله عنه وامتنعوا منه، وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الدال على الخير كفاعله). وقد قيل: الدال على الشر كصانعه.

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣٨٠ (١٢٩٥) : عن أنس بن مالك قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له ".

অমুসলিম দেশে ব্যাংক লোন নিয়ে বাড়ি কেনা

প্রশ্ন : আমি জাপানে থাকি। জাপান হচ্ছে অমুসলিম দেশ। আমি সেখানে বাসা ভাড়া করে থাকি। আমার বাসা ভাড়া হচ্ছে ২ হাজার ডলার। আমি সেখানে বাড়ি কিনতে পারি। সে ক্ষেত্রে আমাকে ব্যাংক লোন নিতে হবে। কারণ আমার বাড়ি কেনার মতো ক্যাশ টাকা নেই। আর ব্যাংক লোনের ইন্টারেস্ট অনেক কম। এ ক্ষেত্রে জাপানের মতো অমুসলিম দেশে আমি কি ব্যাংক লোন নিয়ে বাড়ি কিনতে পারি? ব্যাংক লোন নিলে আমার ভাড়া কমে ১ হাজার ডলার হবে এবং বাড়িটাও ২৫ বছর পর আমার হয়ে যাবে। আমি কি এটা করতে পারব?

উত্তর : একান্ত নিরুপায় না হলে অমুসলিম দেশে কোনো মুসলমানের জন্য সুদি ঋণ গ্রহণের অবকাশ নেই। তাই বাড়ির মালিকানা অর্জনের জন্য জাপানের ব্যাংক থেকে সুদি ঋণ গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ হবে না। তবে ব্যাংক যদি নিজ অর্থায়নে বাড়ি ক্রয় করে আপনার কাছে কিস্তিতে বিক্রয় করে দেয় এবং প্রতি মাসে ১ হাজার ডলার মূল্য পরিশোধ করতে হয় তবে তা বৈধ হবে। যদিও তা ভাড়ার নামে হয়। হ্যাঁ, যদি কিস্তি পরিশোধের সাথে সাথে ভাড়া যোগ করা হয় তবে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। (১৯/২৮০/৮১৬৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ / ١٨٦ : ولا بين حربي ومسلم) مستأمن ولو بعقد فاسد أو قمار (ثمة) لأن ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقا بلا غدر خلافا للثاني والثلاثة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٨٦ : قال في فتح القدير: لا يخفى أن هذا التعليل إنما يقتضي حل مباشرة العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلم، والربا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان أي في بيع درهم بدرهمين من جهة المسلم ومن جهة الكافر. وجواب

Scanned by CamScanner

المسألة بالحل عام في الوجهين وكذا القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الخطر للكافر بأن يكون الغلب له، فالظاهر أن الإباحة بقيد نيل المسلم الزيادة، وقد ألزم الأصحاب في الدرس أن مرادهم في حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا إلى العلة وإن كان إطلاق الجواب خلافه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب اهـقلت: ويدل على ذلك ما في السير الكبير وشرحه حيث قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان، فلا بأس بأن يأخذ منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان لأنه إنما أخذ المباح على وجه عرى عن الغدر فيكون ذلك طيبا له والأسير والمستأمن سواء حتى لو باعهم درهما بدرهمين أو باعهم ميتة بدراهم أو أخذ مالا منهم بطريق القمار فذلك كله طيب له أهـملخصا.فانظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم برضاهم، فعلم أن المراد من الربا والقمار في كلامهم ما كان على هذا الوجه وإن كان اللفظ عاما لأن الحكم يدور مع علته غالبا۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۷۷ : سوال-آجکل بعض علماء فتوی دیتے ہیں کہ غیر مسلم اشخاص سے قرضہ کا سود لینا جائز ہے کیا یہ صحیح ہے؟

جواب-سود کا لین دین مسلم اور غیر مسلم غیر محارب سے کرنا مسلمان کیلئے جائز نہیں جو علماء ہندوستان کو دار الحرب اور انگریزوں کو حربی قرار دیتے ہیں وہ صرف انگریزوں سے سود لینے کو جائز کہتے ہیں اور ان کے اس خیال بر عمل کر لینے کی گنجائش بھی ہے لیکن سود دینا کسی حال میں جائز نہیں۔

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۲۶۴ : سوال-رہائشی مکان، گاڑی اور گھر کا دوسرا ساز وسامان بینکوں اور مالیاتی اداروں کے توسط سے خریدنے کا کیا حکم ہے؟ جبکہ بنک اور مالیاتی ادارے ان چیزوں کو رہن رکھکر قرض دیتے ہیں اور اس قرض پر معین شرح سے سود وصول کرتے ہیں واضح رہے کہ مذکورہ معاملے کے بدل کے طور پر جو صورت ممکن ہے وہ یہ کہ ماہانہ کرایوں پر ان چیزوں کو حاصل کر لیا جائے، لیکن ماہانہ کرایہ عموما بیع کی ان قسطوں سے زیادہ ہوتا ہے جو مندرجہ بالا پہلے صورت میں بنک وصول کرتے ہیں۔

جواب-مندرجہ بالا معاملہ سود پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے البتہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اس سودی معاملہ کے مقابلے میں شریعت اسلامیہ کے موافق دوسرے جائز طریقے اختیار کرنے کی کوشش کریں مثلا یہ کہ بنک اس معاملہ میں بذات خود قسطوں پر

Scanned by CamScanner

فروخت کرے یعنی بینک اصل بائع سے پہلے خود خرید لے اور پھر مناسب نفع کا اضافہ کر کے گاہک کو فروخت کردے اور پھر قسطوں میں اس کی قیمت اصول کرے۔

ইসলামী ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ব্যবসা করা

প্রশ্ন : আমার ফার্মে ২ হাজার মুরগি ছিল। বিক্রির দুই দিন আগে রোগাক্রান্ত হয়ে বেশির ভাগ মুরগি মারা যায়। এতে আমি ঋণী হয়ে গিয়েছি। আমার উপার্জন না থাকায় ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ, সংসারের খরচসহ ঋণ অনেক বেড়ে যায়। আমার একটি গরুর ফার্ম আছে, তাতে এখন গরু নেই। ইসলামী ব্যাংকের কুমিল্লা শাখার সাথে যোগাযোগ করলে তারা আমাকে জানায়, আমার জমি ও বাড়ির দলিল জমা রাখলে আমার ফার্মে গরু কেনার জন্য টাকা দেবে। জানার বিষয় হলো, আমার জন্য উক্ত টাকা নিয়ে গরু কেনা এবং আমার ঋণ পরিশোধ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : আপনি যেসব সমস্যার সম্মুখীন তার নিরসনে ইসলামী ব্যাংক থেকে শরীয়াহসম্মত পদ্ধতিতে টাকা নেওয়া জায়েয আছে। অতএব প্রশ্নকারী ব্যাংকের সাথে কৃত শর্ত মোতাবেক ফার্মে গরু ক্রয় করে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসার পর উক্ত গরু বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করা জায়েয হবে। (১৯/৮৫৫/৮৪৭৯)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٤٧٢ : قال: "كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره" لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يوكل غيره فيكون بسبيل منه دفعا للحاجة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام وبالتزويج عمر بن أم سلمة رضي الله عنهما.

📖 فتاوى قاضيخان بهامش الهندية (زكريا) ٢/ ٢٦٢ : رجل اشترى عبدا ولم يقبضه فامر البائع أن يهبه من فلان ففعل البائع ذلك ودفع إلى الموهوب له جازت الهبة ويصير المشترى قابضا۔

📖 غیر سودی بینکاری (مکتبۂ معارف القرآن) ص ۲۱۲ : پھر اگر کوئی شخص یا ادارہ ایسا نہیں کر سکتا کہ پہلے وہ اس چیز کو بازار سے اپنے لئے خریدے اور قبضہ اور ملکیت کے بعد آگے ضرورت مند کو دیدے تو اس ضرورت مند کے ساتھ ایک معاہدۂ وکالت طے کرے اس معاہدے کے تحت وہ شخص اس ادارہ وغیرہ کا وکیل بن کر بازار سے اپنی مطلوبہ

Scanned by CamScanner

چیز اپنے موکل کیلئے خرید کر اس پر قبضہ کرے پھر اس سے اپنی ضرورت کے تحت نئے عقد کے ساتھ اپنے لئے خریدے ایسا کرنا شرعاً درست ہے۔

সময়ের আগে এফডিআর ভাঙলে মুনাফার হার কম দেওয়া

প্রশ্ন : আমি বিগত ২১ জুন ২০০৭ ইং তারিখে চার লক্ষ টাকা আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, বনানী শাখায় এক বছরের জন্য এফডিআর করি এবং মুদারাবা হিসেবে আমাকে কমবেশি ১২% মুনাফা দেবে ১২ মাস পর। যার পরিমাণ কম বেশি ৪৮ হাজার টাকা হবে। কিন্তু আমার বিশেষ প্রয়োজনে উক্ত চার লক্ষ টাকা আমি সাড়ে ১০ মাস পর মে ২০০৮ মাসে এফডিআর ভাঙিয়ে টাকা উত্তোলন করি এবং মূল টাকার অতিরিক্ত আমাকে মুনাফা দেওয়া হয় মাত্র ১৪ হাজার টাকার কিছু বেশি। আর দেড় মাস পর উঠালে আমাকে ৪৮ হাজার টাকাই মুনাফা দেওয়া হতো। এটা কী ধরনের ইসলামী বিনিয়োগ তা আমার বোধগম্য নয়? দয়া করে আমাকে উল্লিখিত ইসলামী বিনিয়োগ ও সুদি ব্যাংকের এফডিআরের পার্থক্য লিখে জানাবেন।

উত্তর : আপনি এক বছরের জন্য সম্পাদিত এফডিআর সাড়ে ১০ মাস পর ভাঙানোর কারণে আপনাকে পূর্বনির্ধারিত হারে লাভ না দিয়ে ৫% হারে লাভ দেওয়া হয়েছে। এটা কোন ধরনের ইসলামী বিনিয়োগ তা আপনার বোধগম্য নয়। এ ব্যাপারে আপনি ব্যাংকের উল্লিখিত শাখায় প্রশ্ন করতে পারেন যে তারা ইসলামী কোন নীতিমালার ভিত্তিতে এ ধরনের লেনদেন করেছে। তাদের কাছে জবাব প্রাপ্তির পর আমাদের কাছে পাঠালে আমরা সেই নীতিমালা সঠিক কি না এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করতে পারব। (১৫/৫৬৭/৬১৪৩)

ব্যবসার মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য ব্যাংক লোন নেওয়া

প্রশ্ন : ব্যবসার অবনতির প্রেক্ষিতে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : সুদি লেনদেনের ওপর কোরআন-হাদীসে ভয়ানক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু সুদি ব্যাংক থেকে লোন নিলে বাধ্যতামূলক সুদ দিতেই হয় বিধায় আপনার জন্য প্রশ্নোল্লিখিত পরিস্থিতিতে ব্যাংক থেকে সুদি লোন নেওয়া বৈধ হবে না। তবে আপনার সমস্যার সমাধানের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের সহযোগিতা নিতে পারেন। অথবা অন্য কোনো লাভজনক সুদমুক্ত ব্যবসার চিন্তা-ভাবনা করতে পারেন। (১৫/৮৭৯/৬২৮৮)

Scanned by CamScanner

📖 سورة البقرة ٢٧٥ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٤٤٨ (٣٣٣٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله وشاهده وكاتبه» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به ويأتي تمامه (قوله فكره للمرتهن إلخ) الذي في رهن الأشباه يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن اه سائحاني.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٩/ ٢٦٨ : الجواب- سودی معاملہ اور سودی لین دین پر قرآن وحدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں اور یہ بنص قطعی حرام ہے، ارشاد خداوندی ہے أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .... يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ حدیث شریف میں ہے عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء»... ... مندرجہ بالا ارشادات خداوندی اور احادیث نبوی ﷺ سے صراحتًا ثابت ہوتا ہے کہ سودی معاملہ قطعا حرام ہے۔ اس کا مرتکب سخت گنہگار، فاسق، باغی وسرکش ہے اور اس کو سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے ان نصوص کے پیش نظر شرعاً سودی معاملہ کی قطعا اجازت نہیں ہے۔ البتہ اضطرار اور حد درجہ کی مجبوری کی حالت میں جبکہ ہلاکت نفس کا خوف ہو جس طرح بقدر ضرورت مردار کھا کر اپنی جان بچانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح فقہاء نے اضطرار اور حد درجہ کی احتیاج اور شدید مجبوری کی صورت میں جبکہ قرض وغیرہ ملنے کی بھی امید نہ ہو بقدر ضرورت سودی قرض لینے کی اجازت دی ہے ضرورت سے زیادہ لینا درست نہیں۔ الاشباہ والنظائر میں ہے "وفی القنیہ والبغیہ: یجوز للمحتاج الاستقراض بالربح"۔

Scanned by CamScanner

মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের বিপরীতে প্রফিট ধার্য করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : আমি ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক পরিচালিত একটি ব্যাংকের গ্রাহক। শরীয়াহ হুকুম বাস্তবায়নে উক্ত ব্যাংকের ঘোষণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বিগত ২০০২ ইং হতে আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসার জন্য আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করে উক্ত গ্রহণীয় বিনিয়োগগুলো পরিশোধ করতে থাকি। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত কারণে চুক্তির নির্দিষ্ট বিনিয়োগের বিপরীতে আনীত মালামাল বিক্রয় করতে ব্যর্থ হই। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক আমাদের বিনিয়োগ হিসাবগুলো পুনঃতফসিল করে। কিন্তু উক্ত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা নিম্নের বিষয়গুলো পরিচালিত করায় তাদের শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালনা আমার নিকট প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এ ব্যাপারে তাদের নিকট লিখিতভাবে আবেদন করা সত্ত্বেও কোনো সাড়া না পেয়ে আপনাদের শরণাপন্ন হলাম। নিম্নে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আপনাদের জানানোর জন্য পেশ করলাম। বিষয়টির ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ দূর করা ও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা, শরীয়াহ বাস্তবায়ন ও পালনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : (ক) বিগত ২০০২ ইং সাল হতে এমপিআই বাই মোয়াজ্জাল ও মোরাবাহ টিটিআর-এর মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকার বিনিয়োগ সুবিধা (মালামাল ক্রয় বাবদ) চুক্তি করি এবং পর্যায়ক্রমে সর্বমোট ৭ কোটি টাকার মালামাল বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ টাকা পরিশোধ করি।

(খ) ৬ মাসের চুক্তিতে বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করি এবং ব্যাংক ৬ মাসের জন্য প্রথম মার্কআপ প্রফিট ধার্য করে। উল্লেখ্য, উক্ত বিনিয়োগগুলো মেয়াদ শেষের পর একাধিকবার পুনঃতফসিলে করা হয় এবং পুনঃতফসিলের পরও নির্দিষ্ট হারে প্রফিট যোগ করে।

(গ) তার পরও উক্ত বিনিয়োগগুলো পরিশোধের জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকি এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা জমা করতে থাকি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগের বিপরীতে আমাদের অগোচরে প্রফিট ধার্য করতে থাকে এবং একপর্যায়ে কিছু পরিমাণ কম্পেনসেশনও ধার্য করে।

(ঘ) শরয়ী দৃষ্টিতে এ ব্যাপারগুলো ব্যাংকের শাখায় আমাদের সঠিক হিসাব জানানোর জন্য চতুর্থবারের মতো আবেদন করেও কোনো সদুত্তর পাইনি।

এ ব্যাপারে প্রশ্নগুলো নিম্ন উত্তীর্ণ বিনিয়োগ হিসাবগুলোর বিপরীত বারবার প্রফিট ধার্য করতে পারে কি না?

২. পুনঃতফসিলের পরবর্তীতে উক্ত অ্যাকাউন্টগুলোর নির্দিষ্ট হারে প্রফিট চার্জ করা বৈধ কি না?

৩. বিনিয়োগ হিসাবগুলো পরিশোধে আমাদের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছু প্রফিট ও কিছু কম্পেনসেশন ধার্য করে উক্ত শাখার আয়ের উৎসে যোগ দিতে হয় কি না?

Scanned by CamScanner

৪. সংশ্লিষ্ট শাখায় আমাদের অগোচরে ও অজ্ঞাতে নির্দিষ্ট হারে বিনিয়োগ হিসাবগুলোর বিপরীতে প্রফিট ও কম্পেনসেশন যোগ করতে পারে কি না?
৫. আমরা উক্ত হিসাবগুলোর ব্যাপারে তাদের নিকট বাধ্য কি না?
এ ব্যাপারে আপনাদের সুচিন্তিত দিকনির্দেশনা মতামত ও শরীয়াহ ফাতওয়া আমাদের জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে শরীয়তে দেওয়া বিধি-বিধান ও শর্তাবলি অনুসরণ করে যদি বাইয়ে মোয়াজ্জাল, মোরাবাহ ব্যবসা করা হয় এবং এসব ব্যবসায় টাকার বিনিয়োগ হয় তা বড়ই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এতে কারো দ্বিমত পোষণ করার কোনো অবকাশ নেই। তবে বিক্রিতে পণ্যেও বিনিময়ে পরিশোধযোগ্য মূল্য বাকি থাকলে তা ঋণ হিসেবে ধর্তব্য হয়ে যায়। তাই বিনিয়োগ গ্রহীতার জন্য নির্ধারিত সময়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করা একান্ত অপরিহার্য।
ঋণী ব্যক্তি যদি বাস্তব কারণে সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তবে ঋণ শোধ করার জন্য তাকে সহযোগিতা করা সময় দেওয়া দাতাপক্ষের উচিত। এটাই কোরআনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সময়মতো ঋণ পরিশোধ না করা অন্যায় ও জুলুমের পর্যায়ভুক্ত। উক্ত অন্যায় ও জুলুম প্রতিরোধকল্পে কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম জরিমানা করার কথাও বলেছেন। আর অভিজ্ঞ আলেমদের মতে, ঋণদাতা ইচ্ছা করলে বাইয়ে মোরাবাহ, মোয়াজ্জালের অ্যাগ্রিমেন্ট বা চুক্তিপত্রে ঋণগ্রহীতা থেকে এ মর্মে স্বীকারোক্তিও নিতে পারে যে আমি যদি ঋণ আদায়ে বিলম্ব করি তাহলে এত টাকা কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করব অথবা ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ তহবিলে এত টাকা জমা করব। এ টাকা ঋণ অনুপাতেও নির্ধারণ করা যেতে পারে।
তবে স্মরণ রাখতে হবে, এ টাকা প্রতিষ্ঠানের বৈধ কোনো আয়ের উৎস নয়, তাই উক্ত অর্থ প্রতিষ্ঠানের বৈধ আয়ের সাথে যোগ করা যাবে না।
উপরন্তু ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করলে পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে রোলওভার করা অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে দ্বিতীয়বার মার্ক অব প্রফিট ধার্য করা সুদি নীতির অনুসরণ এবং সুদের নামান্তর বলে বিবেচ্য, যা ইসলামী শরীয়ত কখনো সমর্থন করে না।
যেসব প্রতিষ্ঠান বাইয়ে মোরাবাহ, মোয়াজ্জাল ঋণ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় তৃতীয়বার মার্ক আপ প্রফিট ধার্য করে ওই সব প্রতিষ্ঠান শরীয়াহভিত্তিক পরিচালিত বলে দাবি করার অধিকার রাখে না। ওই সব প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করাকেও বৈধ বলা যায় না।
উল্লিখিত নীতিমালার আলোকে প্রশ্নকারীর লিখিত প্রশ্নগুলো সঠিক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর এই :

১) মেয়াদোত্তীর্ণ বিনিয়োগ হিসাবের বিপরীতে প্রফিট ধার্য করা সুদের নামান্তর ও হারাম হওয়ায় পরিহারযোগ্য।

Scanned by CamScanner

২) পুনঃতফসিলের পরবর্তীতে উক্ত অ্যাকাউন্টগুলোর নির্দিষ্ট হারে প্রফিট চার্জ করাও বৈধ নয়।

৩) বিনিয়োগগ্রহীতা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি ঋণ আদায়ে বিলম্ব করে তাহলে চুক্তি মোতাবেক কম্পেনসেশন আদায় করা অবৈধ হবে না। তবে উক্ত টাকা আয়ের খাতে যোগ করা যাবে না।

৪) বিনিয়োগকারী এককভাবে গ্রহীতার অজ্ঞাতে ও অগোচরে নির্দিষ্ট হারে প্রফিট ও কম্পেনসেশন ধার্য করার নিয়মনীতি শরীয়তের বিধি-বিধানের বহির্ভূত বিধায় তা পরিহারযোগ্য।

৫) শরীয়তের নীতিমালা হচ্ছে দাতা-গ্রহীতা উভয়ের লেনদেন পরিষ্কার থাকার লক্ষ্যে একে-অপরের কাছে বিস্তারিত হিসাব হস্তান্তর করা। (১৪/৩০২/৫৬৪৭)

📖 اسلام اور جدید معیشت و تجارت (ادارۃ المعارف) ص ۱۴۴ — ۱۴۵ :

ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ:

سودی نظام میں تو ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں خود بخود سود بڑھتا رہتا ہے، جس کے ڈر سے مدیون دین بر وقت ادا کر دیتا ہے مگر مشارکہ، مضاربہ یا مرابحہ میں یہ صورت نہیں ہوتی۔ اسلئے لوگ غلط فائدہ اٹھا کر ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں اس کے سد باب کا کیا طریقہ ہو؟ یہ مسئلہ علمائے معاصرین میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔

اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ ادائیگی میں تاخیر مدیون کے اعسار (نادار ہونے) کی وجہ سے ہو تو اس کا حکم قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ (البقرۃ ۲۸۰) یعنی مدیون کو کسی قسم کے اضافے کے بغیر مہلت دینی چاہئے، لیکن اگر وہ مماطل ہو یعنی سرمایہ پاس ہونے کے باوجود بلاوجہ تاخیر کر رہا ہو تو اس کا سد باب کیسے ہو؟

اس سلسلے میں بعض علمائے معاصرین نے مدیون پر تاخیر کی صورت میں تعویض مالی (Compensetion) عائد کرنے کو جائز قرار دے دیا ہے اور اس پر بعض بینکوں میں عمل ہو رہا ہے، جس کا فارمولا یہ وضع کیا گیا ہے کہ پہلے تو اس کے مماطل ہونے کی تحقیق کیلئے ایک ماہ تک اس کو نوٹس دیئے جائیں گے اگر ایک ماہ کے نوٹس کے باوجود بھی اس نے ادائیگی نہ کی تو اب اس نے جتنی مدت تاخیر کی ہے دیکھا جائے گا بنک کے انوسٹمنٹ اکاؤنٹ (حساب الاستثمار) میں اس مدت میں کتنا نفع ہوا ہے اس حساب سے اس پر ہرجانہ لازم کیا جائے گا جو حکومت کو نہیں بلکہ متضرر فریق یعنی بنک کو ملے گا۔ مثلاً بنک کے انوسمنٹ اکاؤنٹ میں پانچ فیصد نفع ہوا ہے تو دین کا پانچ فیصد اس پر بطور ہرجانہ کے لازم ہوگا اگر بنک کو اس دوران کوئی نفع نہیں ہوا تو اس سے بھی کچھ نہیں لیا جائے گا۔

Scanned by CamScanner

لیکن اکثر علماء تعویض مالی کے قائل نہیں، اس کے جواز پر جو دلائل پیش کئے جاتے ہیں وہ مخدوش ہیں۔ (اس کی تفصیل میرے رسالہ "احکام البیع بالتقسیط" میں موجود ہے) شرعاً تو اس کا جواز مخدوش ہے ہی، عملاً بھی مفید نہیں؛ اس لئے کہ اس سے مدیون پر ادائیگی کیلئے دباؤ نہیں پڑے گا۔ اس لئے کہ انوسمنٹ اکاؤنٹ کا نفع عموماً کم ہوتا ہے اور مرابحہ کی شرح زیادہ ہوتی ہے لہذا کوئی شخص زیادہ شرح کیساتھ طویل مدت کیلئے مرابحہ کرنے کی بجائے کم مدت کیلئے مرابحہ کرکے ادائیگی میں تاخیر کرے گا اور تعویض مالی کو برداشت کرلیگا اور اس میں اپنے لئے دباؤ نہیں بلکہ نفع محسوس کرے گا۔

لہذا تاخیر کے سد باب کا معقول طریقہ وہ ہے جو ابتداءً میں نے پیش کیا تھا اور بعد میں کافی مقبول ہوا وہ یہ کہ مرابحہ یا اجارہ کے معاہدے (Agreement) میں مدیون یہ بات بھی لکھے کہ اگر میں نے ادائیگی میں تاخیر کی تو اتنی رقم خیراتی کام میں خرچ کرونگا۔ یہ رقم دین کے تناسب سے بھی طے کی جاسکتی ہے، ایسی رقم سے ایک خیراتی فنڈ بھی قائم کیا جاسکتا ہے، اس فنڈ سے کسی کی امداد بھی کی جاسکتی ہے اور اس سے لوگوں کو بلا سود قرض بھی دیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ رقم بنک کی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی۔ یہ طریقہ زیادہ مفید ہے اس لئے کہ اس طریقے میں رقم کی شرح متعین نہیں زیادہ سے زیادہ بھی رکھی جاسکتی ہے اس سے مدیون پر دباؤ ہوگا۔

اس کا جواز یہ ہے کہ یہ رقم نہ جرمانہ ہے اور نہ ربوا۔ بلکہ مدیون کی طرف سے التزام ہے جس کو "یمین اللجاج" کہتے ہیں۔ اس التزام کا ذکر امام حطابؒ نے اپنی کتاب "تحریر الکلام فی مسائل الالتزام" میں کیا ہے "وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره وسواء كان شيئاً معيناً أو منفعة وقد رأيت مستنداً بهذه الصفة وحكم به بعض قضاة المالكية الفضلاء بموجب الالتزام وما أظن ذلك إلا غفلة منه وأما إذا التزم أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا فعليه كذا وكذا لفلان أو صدقة للمساكين فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب فالمشهور أنه لا يقضى به كما تقدم وقال ابن دينار: يقضى به". (ص ۱۷۶ طبع بیروت)

اس سے معلوم ہوا کہ یہ التزام دیانۃ بالاتفاق لازم ہوتا ہے اور قضاء لازم ہونے میں اختلاف ہے، موجودہ ضرورت کی بناء پر ان حضرات کے قول پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں جو قضاءً بھی اس کے لازم ہونے کے قائل ہیں۔

Scanned by CamScanner

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের হুকুম

প্রশ্ন : ১. ব্র্যাক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত বিকাশের কী হুকুম?
২. ডাচ্-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং ও অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিংয়ের শরয়ী বিধান কী হবে?

উত্তর : পূর্বনির্ধারিত বিনিময়ের ভিত্তিতে বিকাশ ও ডাচ্-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদিতে টাকা আদান-প্রদান করা জায়েয আছে। (১৯/৬৯৩/৮৪১২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٥٢١ : إذا قال للحمال احمل هذا إلى بيتي أو قال للخياط خطه إن كان الخياط معروفا بأنه يخيط بأجر والحمال كذلك يجب الأجر وما لا فلا. كذا في المحيط.

কর দেওয়া থেকে বাঁচার জন্য ব্যাংক লোন নেওয়া

প্রশ্ন : আমি একজন ব্যবসায়ী। ব্যাংকের লোন ছাড়া আমাদের সম্মিলিত ব্যবসা পরিচালিত করে থাকি। শরয়ী মোতাবেক আমাদের মাল থেকে যাকাত দেওয়া হয়। এর পরও সরকারি কর নির্ধারিত হারে পরিশোধ করতে হয় বা যাকাত দেওয়ার পরও আমাদের জন্য মূলধনের ওপর সরকারি জুলুম বলেই মনে করি। শরীয়তে সুদ হারাম। ব্যাংক লোন নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করলে সুদ দিতে হয়। তবে সরকারি কর সরকারি বিধান মতে ক্ষমা করা হয়। জানার বিষয় হলো, সরকারি লোন নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে করের জুলুম থেকে বাঁচা আমাদের জন্য শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রচলিত সরকারি আয়কর (ইনকাম ট্যাক্স) শরয়ী নীতিমালা পরিপন্থী বিধায় তাথেকে বাঁচার পথ অবলম্বন করা অবৈধ নয়। তবে আয়কর থেকে বাঁচার জন্য সুদভিত্তিক লোন গ্রহণ করা বৈধ হবে না। তবে সরকারি ব্যাংকের জমাকৃত টাকার লভ্যাংশ দিয়ে সরকারি 'কর' প্রদান করলে গোনাহ হবে না। (১১/৪৫২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٩٤ : وجعل المسألة في التنجيس والمزيد على ثلاثة أوجه: إما أن يشترط عليه في القرض، أن يأخذها تبرعا أو شراء، أو لم يشترط ولكن يعلم أنه يدفع لهذا وقال قبل ذلك ففي الوجه الأول والثاني: لا يجوز، لأنه قرض جر منفعة وفي الوجه الثالث: جاز لأنه ليس بشرط المنفعة.

Scanned by CamScanner

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ سیرت النبی) ۲/ ۲۸۲ : لیکن حکومت پاکستان اس وقت تک مسلمانوں سے جو انکم ٹیکس وصول کرتی ہے نہ وہ زکوۃ کے اصول پر وصول کیا جاتا ہے، نہ زکوۃ کے نام سے لیا جاتا ہے نہ زکوۃ کے مصارف میں صرف کرنے کی حکومت پابندی قبول کرتی ہے... ...اس لئے حکومت مسلمہ کو انکم ٹیکس یا زمین کی سرکاری مال گذاری ادا کر دینے پر بھی زکوۃ اور عشر کے فرائض سے سبکدوشی نہیں ہوتی وہ بحالہا واجب ہے ارباب اموال پر لازم ہے کہ اپنی زکوۃ اور عشر نکالیں اور کسی مصارف پر خرچ کریں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۴۲ : سوال-وہ کونسی ضرورت ہے جس میں سودی قرض لینا جائز ہے؟

الجواب-ناقابل برداشت مجبوری کے وقت سود لینے سے گناہ نہ ہونے کی توقع ہے۔

Scanned by CamScanner

باب التأمين
পরিচ্ছেদ : বীমা

প্রচলিত ইনস্যুরেন্সের হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমানে যে ইনস্যুরেন্স পদ্ধতি চালু আছে তা শরীয়তে জায়েয আছে কি না? যদি তা শরীয়তের খেলাফ হয়, তাহলে কিভাবে হলে ইনস্যুরেন্স জায়েয হবে?

উত্তর : সাধারণত ইনস্যুরেন্স/বীমা সুদ ও জুয়ার সমন্বয়ে গঠিত বিধায় ইনস্যুরেন্স/বীমাকে শরীয়তের আলোকে জায়েয বলার সুযোগ নেই। বাস্তবে ইসলামী পদ্ধতিতে আজ পর্যন্ত কোনো ইনস্যুরেন্স বাংলাদেশে আমাদের জানা মতে চালু হতে পারেনি। আর ইনস্যুরেন্সের শরীয়তসম্মত পদ্ধতি অভিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম ও ইনস্যুরেন্সের ওপর অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা করে জেনে নিতে হবে। ফাতওয়ায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। (১৫/৯১৬/৬৩১৪)

📖 سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥- ٢٧٩ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ○ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴ / ۲۴۰ : الجواب-حامداومصلیا، بیمہ میں سود بھی ہے اور جوا بھی، یہ دونوں چیزیں شرعاً ممنوع ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۲۴ : الجواب-بیمہ کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے زندگی کا بیمہ ناجائز ہونے کی یہ وجوہ ہیں:

(۱) جو رقم بالاقساط ادا کی جاتی ہے وہ بیمہ کمپنی کے ذمہ قرض ہے اور اس پر جو زائد رقم ملتی ہے جس کو منافع سے تعبیر کرتے ہیں وہ سود ہے "کل قرض جر نفعا فھو ربوا" اس لئے زندگی کا بیمہ قطعاً ناجائز ہے۔

(۲) بیمہ کا کاروبار شروط بالشرط ہوتا ہے اور قرض شروط حرام ہے قال الإمام طاهر بن عبد الرشيد البخارى ؒ: وفى كفالة الأصل فى الباب الأخير القرض بالشرط حرام والشرط ليس بلازم ۔ (خلاصۃ الفتاوی ۳/ ۵۴)

(۳) بیمہ مؤجل ہوتا ہے اور قرض میں تاجیل صحیح نہیں۔ قال الإمام المرغينانى ؒ: فإن تاجيله لا يصح (إلى قوله) وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه لا يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربوا۔(ھدایہ ۳/ ۷۶)

(۴) کمپنی والے اس رقم سے لوگوں کے ساتھ سودی معاملہ کرتے ہیں تو بیمہ کرنے میں گناہ پر تعاون ہوگا۔قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (مائدة)۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶ /۲۵۵ : جواب- بیمہ کی جو موجودہ صورتوں رائج ہیں وہ شرعی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں، بلکہ قمار اور جوا کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں، اس لئے اپنے اختیار سے بیمہ کرانا تو جائز نہیں اور اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے بیمہ کرانا پڑے تو اپنی ادا کردہ رقم سے زیادہ وصول کرنا درست نہیں۔

ইনস্যুরেন্সের সংজ্ঞা ও বিধান

প্রশ্ন : শরীয়তের পরিভাষায় ইনস্যুরেন্স শব্দের শাব্দিক এবং পারিভাষিক অর্থ কী? প্রচলিত ইনস্যুরেন্সের পাশাপাশি আমাদের দেশে যে ইসলামী ইনস্যুরেন্স পদ্ধতি চালু আছে তা কতটা শরীয়তসম্মত? যেমন–পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। এর একটি প্রকল্প, যা আত্মপ্রকাশ করেছে ইসলামী ডিপিএস নামে, এটা জায়েয নাকি, নাজায়েয?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইনস্যুরেন্স শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, গ্যারান্টি দেওয়া, নিশ্চয়তা প্রদান করা।

পরিভাষায় ইনস্যুরেন্স হলো, এক ধরনের অর্থ লেনদেনের চুক্তি, যাতে ভবিষ্যতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার গ্যারান্টির ভিত্তিতে টাকা গ্রহণ করা হয়।

আমাদের দেশে প্রচলিত ইনস্যুরেন্সের পাশাপাশি ইসলামী ইনস্যুরেন্স নামে যে সমস্ত ইনস্যুরেন্স কোম্পানি রয়েছে তারা শরীয়ত মোতাবেক পরিচালনার দাবি করলেও এ দাবি বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের বিবেচনায় সম্পূর্ণ সঠিক বলে স্বীকৃতি পায়নি বিধায় তা বর্জনীয়। (১১/২৩৯/৩৪৯০)

📖 التأمين وأحكامه (دار ابن حزم) ص ٣٥ : تعريف التأمين فى اللغة : التأمين مشتق من الأمن والمن مصدر للفعل الثلاثى أمن من باب "فهم" يقال أمن، أمانة وأمنا وأمنة أى اطمأن ولم يخف۔

📖 تعريف التأمين فى الاصطلاح : التأمين التزام طرف لآخر بتعريض نقدى يدفعه له أو لمن يعين عند تحقق حادث احتمالى بين فى العقد مقابل ما يدفع له هذا الآخر من مبلغ نقدى فى قسط أو نحوه۔

📖 فتاوى علماء البلد الحرام ص ٨٠٦ : الجواب- التأمين على الحياة غير جائز، لأن المؤمن على حياته إذا جاء ملك الموت فلا يستطيع أن يحيله على شركة التأمين، فهذا خطأ وسفه وضلال وفيه اعتماد على هذا الشركة بدون الله، فهو يعتمد أنه إذا مات فالشركة ستضمن لورثته قوتهم ونفقتهم، وهذا اعتماد على غير الله، وأصل هذه المسألة مأخوذ من الميسر بل هى فى الواقع ميسر، وقد قرن الله الميسر فى كتابه بالشركة والاستقسام بالأزلام والخمر- وفى التأمين إذا دفع الانسان مبلغا من المال فقد يبقى سنوات طويلة يدفع ويكون غرما وإذا مات عن قرب صارت الشركة هى الغارمة وكل عقد دار بين الغنم والغرم فهو ميسر۔

📖 جواہر الفقہ [بیمۂ زندگی] (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۲/ ۱۹۸ : بیمہ کی ابتداء جس جذبہ کے تحت ہوئی اور جس طرح وہ ارتقاء کے مختلف ادوار سے گذارا وہ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کا انجام فاضل جلیل استاذ ابوزہرہ کے الفاظ میں قابل ملاحظہ ہے:

اگرچہ اس کی اصلیت تو تعاون محض تھی، لیکن اس کا انجام بھی ہر اس ادارہ کا سا ہوا جو یہودیوں کے ہاتھوں میں پڑا کہ یہودیوں نے اس نظام کو جس کی بنیاد "تعاون علی البر

Scanned by CamScanner

والتقوى" پر تھی اسے ایک ایسے یہودی نظام میں تبدیل کر دیا جس میں قمار (جوا) اور ربوا (سود) دونوں پائے جاتے ہیں۔

ইনস্যুরেন্স থেকে অর্জিত বোনাস ও মুনাফা হারাম

প্রশ্ন : একটি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সদস্য হতে হলে ১৫ বছর পর্যন্ত প্রত্যক বছর জমা দিতে হবে ৮৬২০ টাকা। ৫ বছর পর বা দুই বছর পর পর ১৫ হাজার টাকা করে বোনাস দেবে। ১৫ বছর পর দুই লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দেবে। জানার বিষয় হলো, উক্ত ইনস্যুরেন্স কোম্পানি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে উক্ত ইনস্যুরেন্স কোম্পানির লেনদেনে সুদ ও জুয়ার সমন্বয় ঘটে বিধায় শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয়। তাই উক্ত কোম্পানির সাথে লেনদেন করে মুনাফা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। (১৪/২৬/৫৫০৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦ /١٤٣ : وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام، والشرط ليس بلازم بأن يقرض على أن يكتب إلى بلد كذا حتى يوفي دينه. اهـ

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۴۰ : الجواب-حامداومصلیا، بیمہ میں سود بھی ہے اور جوا بھی، یہ دونوں چیزیں شرعاً ممنوع ہے، بیمہ بھی ممنوع ہے لیکن اگر کوئی شخص اسے مقام پر اور ایسے ماحول میں ہو کہ بغیر بیمہ کرائے جان ومال کی حفاظت ہی نہ ہو سکتی ہو یا قانونی مجبوری ہو تو بیمہ کرانا درست ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۲۴ : الجواب-بیمہ کی مختلف اقسام ہیں، ان میں سے زندگی کا بیمہ ناجائز ہونے کی یہ وجوہ ہیں:

Scanned by CamScanner

(১) جو رقم بالاقساط ادا کی جاتی ہے وہ بیمہ کمپنی کے ذمہ قرض ہے اور اس پر جو زائد رقم ملتی ہے جس کو منافع سے تعبیر کرتے ہیں وہ سود ہے "کل قرض جر نفعا فھو ربوا" اس لئے زندگی کا بیمہ قطعاً ناجائز ہے۔

(۲) بیمہ کا کاروبار شروط بالشرط ہوتا ہے اور قرض شروط حرام ہے قال الإمام طاهر بن عبد الرشيد البخارى : وفى كفالة الأصل فى الباب الأخير القرض بالشرط حرام والشرط ليس بلازم ۔ (خلاصۃ الفتاوی ۳/ ۵۴)

(۳) بیمہ مؤجل ہوتا ہے اور قرض میں تاجیل صحیح نہیں۔ قال الإمام المرغينانى : فإن تاجيله لا يصح (إلى قوله) وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه لا يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربوا۔(ھدایہ ۳/ ۷۶)

(۴) کمپنی والے اس رقم سے لوگوں کے ساتھ سودی معاملہ کرتے ہیں تو بیمہ کرنے میں گناہ پر تعاون ہوگا۔قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (مائدة)۔

ইসলামী বীমা নামক প্রতিষ্ঠানগুলোর হুকুম

প্রশ্ন : ইসলামে বীমা বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে কি না? বর্তমানে আমাদের দেশে যে সমস্ত বীমা ইসলামের নামে কিংবা অন্য নামে রয়েছে শরীয়ত সেগুলোকে কতটুকু জায়েয বলে?

উত্তর : সাধারণ বীমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে সুদ ও জুয়ার সমন্বয় হওয়ার কারণে এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম ও অবৈধ। তেমনিভাবে বর্তমানে ইসলামী বীমার নামে যতগুলো ইনস্যুরেন্স কোম্পানির আবির্ভাব হয়েছে এগুলোও জুয়া এবং সুদের সংমিশ্রণ থেকে অদ্যাবদি পর্যন্ত মুক্ত হতে পেরেছে বলে আমাদের জানা নেই বিধায় এগুলোকে ইসলামী বলা যায় না এবং বৈধ মনে করে এসব কোম্পানির সাথে লেনদেন করাও মারাত্মক ভুল হবে। (১৪/৪০৭)

📖 التأمين التكافلى على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه للقاضى المفتى محمد تقى العثمانى دامت بركاتهم : التكافل تتخلص فى أمور ثلاثة : الأول : التبرع من قبل حامل الوثيقة إلى محفظة التأمين، الثانى : دفع المحفظة مبالغ التأمين إلى حامل الوثيقة عند توافر الشرط، الثالث : عود الفائض التأمين أو جزء منه إلى حملة

Scanned by CamScanner

الوثائق- وان هذه الأمور الثلاثة كلها مرتبط بعضها ببعض، وكل دفعة من هذه الدفعات لازمة على الرافع بحكم العقود أو اللوائح التى تنظم هذه العمليات فما هى صفة هذه الدفعات من الناحية الفقه؟ وكيف تكتسب هذه الدفعات صفة الإلزام ؟ وإن كان ما يدفع حامل الوثيقة هبة فكيف يرجع إليه عند التعويض أى عند توزيع الفائض؟ هذه أسئلة اجاب عنها المجوزون لهذه العملية بطرق مختلفة :

هبة الثواب :... ... فظهر بهذا أن المذاهب الأربعة متفقة على أن الهبة بشرط العوض بيع فى جميع أحكامه، وعلى هذا لو بنى التكافل التأمينى على أساس الهبة بشرط العوض، فآنذاك يؤدى إلى المحظورات ... ... فتبين بهذا أن تخريج التأمين التكافلى على أساس الهبة بشرط لا يصح من ناحية من النواحى-

التكييف على أساس التبرع المحض : ولكن هذا التكييف إنما يصح إذا كانت هذه المحفظة لها شخصية معنوية معتبرة شرعا وقانونا، فيصح منها التملك والتمليك، أما فى نظام التكافل المعمول به اليوم فإن هذه الشخصية المعنوية غير واضحة؛ لأن محفظة التأمين فى شركات التكافل ليس لها وجود قانونى منفصل عن الشركة وإنها تشبه مجموعة أموال أفرزها أصحابها لغرض معين وإنها لا تكسب شخصية مستقلة بمجرد هذا الإفراز ثم أن تكون بهذه صفة خيرية أو تعاونية معتبرة حتى تستطيع القول بأن ما يدفع منها إنما يدفع على أساس التعاون دون المعاوضة .

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۲ /۳۵۱ : بیمہ کی کاروبار کو امداد باہمی کا نام دیکر جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کی مروجہ صورتیں جتنی ہماری نظر سے گزری ہیں سود اور قمار سے خالی نہیں اس لئے وہ سب حرام ہیں اختیاری حالت میں اس میں مبتلا ہونا گناہ عظیم ہے۔

📖 اسلام اور جدید معیشت و تجارت ص ۱۶۱ : جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس بیمے میں قمار بھی ہے اور ربا بھی، قمار اس لئے کہ ایک طرف سے ادائیگی متعین ہے اور دوسری طرف ادائیگی موہوم ہے جو قسطی اداء کی گئی ہے وہ تمام ڈوب بھی سکتی ہے اور اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے اور اس کو قمار کہتے ہیں، اور ربا اس طرح کہ یہاں روپے کا روپے سے تبادلہ ہے اور اس میں تفاضل ہے کہ بیمہ دار کی طرف سے کم رقم دی جاتی ہے اور اس سے زیادہ

Scanned by CamScanner

رقم ملتی ہے۔البتہ تامین الحیاۃ' بیمہ زندگی میں قمار نہیں اس لئے کہ وہاں رقم یقیناواپس ملتی ہے مگر رہااور غرر ہے رباتو ظاہر ہے، غرر کامطلب یہ ہوتاہے کہ ارکان عقد (ثمن ،مبیع،اجل) میں سے کسی چیز کامجہول اور غیر معین وقتے پر موقف ہونا یہاں غرر اس طرح کہ معلوم نہیں کتنی رقم واپس ہوگی یہ بھی ہوسکتاہے کہ جتنی رقم دی تھی وہی بمعہ سود کے واپس ملےاور یہ بھی ہوسکتاہے کہ حادثے کی صورت میں زیادہ رقم مل جائے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۲۴ : الجواب-بیمہ کی مختلف اقسام ہیں،ان میں سے زندگی کا بیمہ ناجائز ہونے کی یہ وجوہ ہیں:

(۱) جو رقم بالاقساط ادا کی جاتی ہے وہ بیمہ کمپنی کے ذمہ قرض ہے اور اس پر جو زائد رقم ملتی ہے جس کو منافع سے تعبیر کرتے ہیں وہ سود ہے "کل قرض جر نفعا فھو ربوا" اس لئے زندگی کا بیمہ قطعاناجائز ہے۔

(۲) بیمہ کا کاروبار شروط بالشرط ہوتاہے اور قرض شروط حرام ہے قال الإمام طاهر بن عبد الرشيد البخارى ؒ: وفى كفالة الأصل فى الباب الأخير القرض بالشرط حرام والشرط ليس بلازم ۔ (خلاصۃ الفتاوی ۳/ ۵۴)

(۳) بیمہ مؤجل ہوتاہےاور قرض میں تاجیل صحیح نہیں۔ قال الإمام المرغينانى ؒ: فإن تاجيله لا يصح (إلى قوله) وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح لأنه لا يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربوا۔(ھدایہ ۳/ ۷۶)

(۴) کمپنی والے اس رقم سے لوگوں کے ساتھ سودی معاملہ کرتے ہیں تو بیمہ کرنے میں گناہ پر تعاون ہوگا۔قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (مائدة)۔

বহুল প্রচলিত ইসলামী বীমার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বহু ইনস্যুরেন্স প্রবর্তিত হয়েছে। তন্মধ্যে অনেকেই ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত বলে জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য তা অর্জন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা হলো, কোম্পানিগুলোর শরয়ী বিধান কী? তাদের কথামতো তারা শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত কি না? ইসলামী ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলোতে আমাদের অন্তর্ভুক্তি বৈধ হবে কি না? উল্লেখ্য, তারা আমাদের ইসলামী শরয়ীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত হওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়ায় আমরা অন্তর্ভুক্ত হলাম। কিন্তু তারা যে শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত করে না বরং তারা যদি আমাদের অজান্তে সুদি লেনদেনও করে থাকে তাহলে আমরা না জানার পরেও কি গোনাহগার হব?

Scanned by CamScanner

উত্তর : আমাদের জানা মতে, বাংলাদেশে ইসলামী ইনস্যুরেন্সে নামে পরিচালিত কোম্পানিগুলো শরয়ী নীতিমালা পুরোপুরি অবলম্বন করছে না বিধায় প্রচলিত ইসলামী ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলোকে ইসলামী বলা যাবে না। তাই এসব কোম্পানিতে অংশগ্রহণ ও চাকরি করা কোনোটাই বৈধ হবে না। কেউ অজান্তে অংশ নিলে প্রিমিয়ামের অংক থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা বৈধ হবে না। (১৩/২০২/৫২২১)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١ / ٦١٩ : ومؤكله يعنى الذى يؤدى الربا إلى غيره، فإثم عقد الربا والتعامل به سواء فى كل من الآخذ والمعطى، ثم أخذ الربا أشد من الإعطاء، لما فيه من التمتع بالحرام، ولذا جاز إعطاءه عند الضرورة الشديدة، كما فى شرح الأشباه والنظائر للحموى وغيره-

قوله "وكاتبه " لأن كتابة الربا إعانة عليه، ومن هنا ظهر أن التوظف فى البنوك الربويه لا يجوز، فإن كان عمل الموظف فى البنك ما يعين على الربا، كالكتابة والحساب، فذلك حرام لوجهين، الأول : إعانة على المعصية والثانى : أخذ الأجرة من المال الحرام فإن معظم دخل البنوك حرام مستجلب بالربا وأما إذا كان العمل لا علاقة له بالربا فإنه حرام للوجه الثانى فحسب فإذا وجد بنك معظم دخله حلال جاز فيه التوظف للنوع الثانى من الأعمال -

📖 التامين وأحكامه (دار ابن حزم) ص ٢١٦ : يتبين لنا من تعريف القانونين للتأمين أنه التزام من المؤمن يدفع مبلغ من المال عند وقوع الحادث المؤمن منه، مقابل أقساط معينة يدفعها المؤمن له وبه يتضح أن هذا العقد قائم فى أساس التركيبى وعنصره الجوهرى على كل من ربا الفضل وربا النسيئة المحرمين بإجماع العلماء، ولا يتصور قيامه منفكا عنها بحال -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳ /۱۶۱ : الجواب- ان اشتہاری وتجارتی بیموں میں کمپنیاں جو مالک کو خاص صورتوں میں معاوضہ دیتی ہیں صورۃ تو وہ عوض ہے اس مال تلف شدہ کا، مگر واقع میں عوض ہے اس رقم کا جو ماہانہ یا سالانہ داخل کی جاتی ہے۔ کیونکہ ان کو مقصود

Scanned by CamScanner

وہی ہے ورنہ مال ضائع سے ان کو کیا نفع ہو سکتا ہے، پیش اعتبار صورت کے، تو یہ قمار ہے لانہ تعلیق الملک علی الخطر والمال فی الجانبین... ... اور قمار اور سود دونوں حرام ہے پس یہ معاملہ یقینا حرام ہے۔ اسی طرح جان بیمہ وہ صورۃ رشوت ہے لان المال فیہ عوض من غیر متقوم۔

📖 زندگی کی بیمہ ص ۸ : حقیقت کے لحاظ سے انشورنس کا معاملہ ایک سودی کاروبار ہے جو بینک کے کاروبار کے مثل ہے دونوں میں جو فرق ہے وہ شکل کار حقیقت کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں حقیقت میں اگر فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ اس میں ربوا کے ساتھ تحرر بھی تحرر پایا جاتا ہے۔

ফারইস্ট লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব এবং আশপাশের উলামায়ে কেরাম ফারইস্ট লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের কাছ থেকে উক্ত সংস্থা সম্পর্কে ইসলামী বিধান জানতে চাইলে তারা বলে যে মাওলানা ওবায়দুল হক খতিব সাহেব জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম, তিনি উক্ত সংস্থার চেয়ারম্যান। আমরা তাঁর সাথে সরাসরি মোবাইলে কথা বলে জানতে পেরেছি যে এটা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত। বাইয়ে মুদারাবা এবং বাইয়ে সলমের কথা উল্লেখ করে থাকে। তাদের কাছ থেকে আর কিছুই জানা যায় না। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত সংস্থা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত কি না? যদি ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত না হয়ে থাকে তাহলে তাদের পেছনে নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : বাইয়ে মুদারাবা ইত্যাদির মাধ্যমে লাভ-লোকসানে শেয়ারের নীতিতে ব্যবসা করে ইসলামী ব্যাংকগুলো, তাই ব্যাংকের সাথে মোয়ামালা করা বৈধ বলা হয়। পক্ষান্তরে ইনস্যুরেন্সের উদ্দেশ্য হয় সেবা ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ইত্যাদি। ওই সাহায্যের টাকার উৎস কী হয় এ ব্যাপারে শরয়ী দৃষ্টিকোণে গ্রহণযোগ্য কোনো উত্তর কর্তৃপক্ষ দিতে পারেনি। তাই প্রচলিত ইনস্যুরেন্সকে শরীয়তসম্মত কোনো প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকৃতি দেওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। **(১৩/৯৪৭/৫৪৫৩)**

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸ /۹۰ : جواب- بیمہ دراصل ربوا اور قمار سے مرکب ہے اور یہ دونوں شریعت مقدسہ میں حرام ہیں اس لئے بیمہ خواہ تجارتی ہو یا جائداد کا ہو یا زندگی کا جب کہ وہ ربوا اور قمار سے خالی نہیں ہے تو شرعا حد جواز میں نہیں آسکتا۔

Scanned by CamScanner

ইসলামী ইনস্যুরেন্স অবৈধ হলে উলামায়ে কেরাম বোর্ডের সদস্য কেন?

প্রশ্ন : 'আপনাদের দৃষ্টিতে ইসলামী ইনস্যুরেন্স কোম্পানি শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালনার দাবি করলেও তা সহীহ নয় বিধায় তা বর্জনীয়।'

প্রশ্ন হলো, বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম যারা এসব কোম্পানির শরীয়াহ কাউন্সিলের সম্পৃক্ত তারা কি মুসলমানের সাথে প্রতারণা করছে? যদি না হয় তাহলে তারা কী কারণে সম্পৃক্ত?

উত্তর : আমাদের জানা মতে, দেশে প্রচলিত ইসলামী ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো তাদের কর্মকাণ্ডে যদিও শরীয়তের বিধিবিধান অনুসরণ করার দাবি করে থাকে বাস্তবে এ কোম্পানিগুলো শরয়ী অবকাঠামোর ওপর নেই বিধায় প্রচলিত ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো হক্কানি ও বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে ইসলামী বলে বিবেচিত নয়। আর যে সকল উলামায়ে কেরাম এ সকল কোম্পানির সাথে জড়িত আছেন তাঁরা হয়তো কোম্পানিকে শরীয়তসম্মত করার লক্ষ্যে সম্পৃক্ত আছেন। আর সম্পৃক্ততার সঠিক কারণজানতে চাইলে তাঁদের জিজ্ঞেস করাই বাঞ্ছনীয়। (১১/৪১৫/৩৫৭০)

📖 سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥- ٢٧٩ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوى علماء البلد الحرام ص ٨٠٦ : الجواب: التامين على الحياة غير جائز، لأن المؤمن على حياته إذا جاء ملك الموت فلا يستطيع أن يحيله على شركة التأمين، فهذا خطأ وسفه وضلال وفيه اعتماد على هذا الشركة بدون الله، فهو يعتمد أنه إذا مات فالشركة ستضمن لورثته قوتهم ونفقتهم، وهذا اعتماد على غير الله، وأصل هذه المسألة مأخوذ من الميسر بل هى فى الواقع ميسر- وقد قرن الله الميسر فى كتابه بالشركة والاستقسام بالازلام والخمر- وفى التأمين إذا دفع الانسان مبلغا من المال فقد يبقى سنوات طويلة يدفع ويكون غرما وإذا مات عن قرب صارت الشركه هى الغارمه وكل عقد دار بين الغنم والغرم فهو ميسر.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸ /۹۰ : جواب- بیمہ دراصل ربوا اور قمار سے مرکب ہے اور یہ دونوں شریعت مقدسہ میں حرام ہیں اس لئے بیمہ خواہ تجارتی ہو یا جائداد کا ہو یا زندگی کا جب کہ وہ ربوا اور قمار سے خالی نہیں ہے تو شرعاً حد جواز میں نہیں آسکتا۔

পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্সে অংশগ্রহণ করা

প্রশ্ন : পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স ইসলামী বীমা ডিভিশন শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত কি না? যদি শরীয়ত অনুযায়ী পরিচালিত না হয় তাহলে এর নাজায়েয দিকগুলো উল্লেখ করবেন এবং এই ইনস্যুরেন্সে অংশীদার হওয়া যাবে কি না? তাদের দাবি মতে, তাদের শরীয়াহ বোর্ডের উলামায়ে কেরাম এর বৈধতা দিয়েছেন।

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব ইনস্যুরেন্স ইসলামী বীমার নামে চালু রয়েছে আমাদের জানা মতে তারা ইসলামী শরীয়ার নীতিমালাকে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি বিধায় ওই সব ইনস্যুরেন্সকে শরীয়তসম্মত বলা যায় না। তবে প্রশ্নে উলামায়ে কেরামের শরীয়াহ বোর্ডের দাবি করা হয়েছে। সুতরাং সংশয় নিরসনের জন্য ওই সব উলামায়ে কেরাম থেকে প্রশ্নের সঠিক উত্তর জেনে নেওয়াই হবে শ্রেয়। (১১/৮২৪)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۵ : سوال - امریکہ میں میڈیکل (علاج معالجہ) کی سہولتیں پرائیویٹ اداروں کے سپرد ہیں حکومت وقت کی طرف سے لوگوں کے علاج کیلئے ہسپتال وغیرہ کا انتظام نہ ہونے کے برابر ہے، حکومت کا کہنا ہے کہ مریض کو چونکہ اچھے سے اچھے علاج اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور پرائیویٹ ادارے زیادہ خوش

Scanned by CamScanner

اسلوبی سے علاج معالجہ کی سہولتیں بہم پہنچا سکتے ہیں، عام لوگوں نے علاج کیلئے پرائیویٹ کمپنیوں سے انشورنس (بیمہ) کرایا ہوتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر مریض کے تمام اخراجات انشورنس کمپنی ہسپتال کو ادا کردیتی ہے، انشورنس کمپنی بیمہ کرانے والے سے ماہانہ کچھ رقم وصول کرتی ہے کیا امریکہ جیسے ماحول اور صورت حال میں اس مقصد کیلئے انشورنس کروانا جائز ہے؟

الجواب-جائز نہیں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۲۰۰ : الجواب-زندگی کے بیمہ کا معاملہ کسی بھی نیت و مصلحت سے ہونا جائز ہے۔ اس میں قمار (جوابازی) اور سود دونوں قسم کے گناہ ہیں اور گناہ بھی بڑے سنگین گناہ ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴ /۲۴۰ : الجواب-بیمہ میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، یہ دونوں چیزیں شرعا ممنوع ہے، بیمہ بھی ممنوع ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا مقام پر اور ماحول پر ہو کہ بغیر بیمہ کرائے جان ومال کی حفاظت ہی نہ ہو سکتے ہو یا قانونی مجبوری ہو تو بیمہ کرانا درست ہے۔

প্রচলিত ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের সমাজে ইসলামী জীবন বীমা, প্রাইম ইনস্যুরেন্স, যমুনা ফারইস্ট ইসলামী জীবন বীমা, তাকাফুল সঞ্চয়ী বীমা ও লাইফ ইনস্যুরেন্স নামে যত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলছে এগুলোর লেনদেন, আয়-ব্যয় তথা সঠিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়তসম্মত কি না?

প্রসঙ্গত, একদল হুজুর সম্পূর্ণ জায়েয ও শরীয়তসম্মত বলে আমাদের উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রাহক বা সদস্য হতে উৎসাহিত করে। অপরপক্ষে একদল আলেম সমাজ উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপক্ষে অবস্থান করে ফলে আমরা আমজনতা রীতিমতো বিপাকে আছি। শরীয়তের অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা উক্ত সমস্যার সমাধানে হুজুরের একান্ত আন্তরিক মর্জি কামনা করছি।

উত্তর : বর্তমানে আমাদের দেশে যে সমস্ত বীমা প্রচলিত আছে তা শরয়ী দৃষ্টিতে সহীহ নয়, বরং তা জুয়ার নব আবিষ্কৃত সুরত মাত্র। এ জন্য নিজ ইচ্ছায় বীমা করা জায়েয নেই। হ্যাঁ, যদি আইনগত অপারগতার কারণে বীমা করতে হয় তবে জমা দেওয়া টাকার থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া জায়েয নেই, কেননা বীমার কার্যক্রম সহীহ নয়, বরং সুদযুক্ত। (১৬/৭৮৮/৬৮০১)

Scanned by CamScanner

📖 سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٨- ٢٧٩ : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦ /٢٥٥ : جواب- بیمہ کی جو موجودہ صورتوں رائج ہیں وہ شرعی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں، بلکہ قمار اور جوا کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں، اس لئے اپنے اختیار سے بیمہ کرانا تو جائز نہیں اور اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے بیمہ کرانا پڑے تو اپنی ادا کردہ رقم سے زیادہ وصول کرنا درست نہیں، چونکہ بیمہ کا کاروبار درست نہیں، اس لئے بیمہ کمپنی میں ملازمت بھی صحیح نہیں۔

প্রচলিত ইসলামী বীমা কোম্পানি

প্রশ্ন : আমরা জানি, জীবন বীমাসহ সব ধরনের বীমা নাজায়েয। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে যে ফারইস্ট ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানিতে অনেক আলেম ও বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম প্রবেশ করেছেন এবং বৈধতার ব্যাপারে দলিলভিত্তিক প্রচার-প্রসার চালাচ্ছেন। তাঁরা দাবি করে থাকেন যে বর্তমানে বিশ্ববরেণ্য গবেষক, আলেমগণ নাকি তা জায়েযের বিভিন্ন পদ্ধতি বের করেছেন। তাই আমার প্রশ্ন হলো :

১. সে সকল উলামার মত ও পদ্ধতি অনুসরণ করে কারো জন্য উক্ত বীমা কোম্পানিতে গ্রাহক বা এজেন্ট হওয়া জায়েয হবে কি না?
২. বর্তমানে উক্ত কোম্পানির কার্জক্রম শরীয়তসম্মত কি না? না হলে কী কী কারণে?
৩. শরীয়তসম্মত পন্থায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে উক্ত কোম্পানিতে যোগ দেওয়া কোনো আলেমের জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রচলিত ইসলামী বীমা নামে যত কোম্পানি চালু হয়েছে আমাদের জানা মতে, এগুলোর একটিও পরিপূর্ণ ইসলামী শরয়ী নীতিমালা অবলম্বন করছে না। তাই আমদের দৃষ্টিতে ইসলামের নামে কোনো বীমা কোম্পানিকে সঠিক অর্থে ইসলামী বলা সম্ভব নয়। কারণ বিজ্ঞ আলেমগণ বীমা ইসলামী হওয়ার জন্য যে পন্থা ও শর্ত বের করেছন তা বর্তমান ইসলামী নামধারী কোম্পানিগুলোতে বাস্তবায়িত হচ্ছে না বিধায় এগুলোকে

Scanned by CamScanner

ইসলামী বলা এবং এগুলোর সাথে এজেন্ট বা গ্রাহক হয়ে কাজ করা জায়েয বলা যায় না। অতএব,

১. কোম্পানির সাথে জড়িত উলামাদের অনুসরণ করে কেউ এ কাজে জড়িত হলে সব দায়দায়িত্ব উভয়ের ওপর ন্যস্ত হবে। এ ব্যাপারে ফাতওয়া ও তাদের কাছ থেকে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. উক্ত বীমা কোম্পানিগুলোতে বীমার জমাকৃত অর্থ শরীয়তসম্মত পন্থায় বিনিয়োগ ও ব্যয় হয় না এবং ক্ষতিপূরণ ও শরয়ী নীতিমালা অনুসারে দেওয়া হয় না বিধায় শরীয়তসম্মত বলা সম্ভব নয়।

৩. কোনো অভিজ্ঞ ও প্রভাবশালী আলেম, যাঁর দিকনির্দেশনায় কোম্পানিগুলো গ্রহণ করার পূর্ণ আশা করা যায়, এমন ব্যক্তির জন্য শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় বীমার কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা নিয়ে এগুলোতে অংশ নেওয়া আপত্তিকর নয়। বরং উক্ত আলেম ইসলামী পন্থা ও বিধিবিধানের আলোকে কোম্পানি পরিচালনায় সক্ষম হলে তিনি সাওয়াবের অধিকারী হবেন। (১৫/৬৪০/৬১৬০)

📖 سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥- ٢٧٩ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸ /۹۰ : جواب-بیمہ دراصل ربوا اور قمار سے مرکب ہے اور یہ دونوں شریعت مقدسہ میں حرام ہیں اس لئے بیمہ خواہ تجارتی ہو یا جائداد کا ہو یا زندگی کا جب کہ وہ ربوا اور قمار سے خالی نہیں ہے تو شرعاً حد جواز میں نہیں آسکتا۔

বীমা কোম্পানিতে চাকরি করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করেন এবং আলিয়া মাদরাসায় আরবী প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি মাদরাসার খিদমত ছেড়ে দিয়ে জীবন বীমা করপোরেশনে চাকরি নেন এবং এলাকায় কিছু উন্নয়নমূলক কাজও করেন বীমার মাধ্যমে। তাঁর কর্তৃত্ব দেখে আরো কতিপয় লোক বীমায় চাকরির উদ্যোগ নেয়। প্রশ্ন হলো, উক্ত বীমাতে চাকরি নেওয়া অথবা জীবন বীমা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : আধুনিক যুগে প্রচলিত জীবন বীমা পদ্ধতি সুদি লেনদেনের এক আকর্ষণীয় নতুন পন্থা। সুদি কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনোভাবে জড়িত হওয়া কোনো মুসলমানের জন্য জায়েয নয়। সুতরাং জীবন বীমা করপোরেশনে চাকরি করা এবং চাকরির আবেদন করাও জায়েয হবে না। (৬/০৯/১০৪৯)

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۰۷ : الجواب-زندگی وغیرہ کا بیمہ مروجہ شرعاً جائز نہیں، کیونکہ اس میں سود بھی ہے اور قمار بھی اور یہ دونوں چیزیں حرام ہیں لقولہ تعالی "انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون" وقو لہ تعالی "و احل اللہ البیع وحرم الربا"۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶ /۲۵۵ : جواب- بیمہ کی جو موجودہ صورتوں رائج ہیں وہ شرعی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں، بلکہ قمار اور جوا کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں، اس لئے اپنے اختیار سے بیمہ کرانا تو جائز نہیں اور اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے بیمہ کرانا پڑے تو اپنی ادا کردہ رقم سے زیادہ وصول کرنا درست نہیں، چونکہ بیمہ کا کاروبار درست نہیں، اس لئے بیمہ کمپنی میں ملازمت بھی صحیح نہیں۔

জীবন বীমা কোম্পানিগুলো সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠান

প্রশ্ন : জনৈক আলেম এলাকার জামে মসজিদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাভোগী ইমাম। উক্ত ইমাম ফারইস্ট ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানিতে ইউনিট ম্যানেজার পদে চাকরি

Scanned by CamScanner

করেন ও আর্থিক সুবিধা ভোগ করেন। প্রশ্ন হলো, ইসলামী নামধারী জীবন বীমা কোম্পানিগুলো সুদভিত্তিক নয় কি?

উত্তর : ফারইস্ট ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানির জীবনবীমাসংক্রান্ত কার্যক্রম শরীয়তসম্মত নয় বলে দেশের অভিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম মতামত প্রদান করেছেন। (১৭/৭২২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/١٧٠ : والذي يظهر لي: أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم.

নৌ বীমা করার হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমানে বিদেশ থেকে মালপত্র আমদানি করতে হলে নৌ বীমা করতে হয়। নৌ বীমা ছাড়া আমদানি করা যাবে না, ইহা সরকারি নির্দেশ। যেমন–১০০০০০ টাকার আমদানির জন্য ৭০০ টাকা বীমার জন্য বীমা প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম নগদ পরিশোধ করতে হয়। অতঃপর মালপত্র বিদেশি জাহাজে উঠলে তখন থেকে বাংলাদেশে আমদানিকারকের গুদামে মাল পৌঁছা পর্যন্ত কোনো ক্ষতি বা নষ্ট হলে বীমা প্রতিষ্ঠান উক্ত ১০০০০০ টাকা বা তার অংশবিশেষ আমদানিকারককে দিয়ে দেবে। আর যদি মালপত্রের কোনো ক্ষতি বা নষ্ট না হয় তবে বীমা প্রতিষ্ঠান আমদানিকারককে কিছুই দেবে না। বরং বীমা প্রতিষ্ঠানই পাবে। এ ক্ষেত্রে আমদানিকারকের ৭০০ টাকা খরচ হয়ে গেল। অতএব বাধ্যতার কারণে এভাবে ৭০০ টাকা ব্যয় করা জায়েয হবে কি? মাল নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ১০০০০০ টাকা বা তার অংশবিশেষ নেওয়া আমদানিকারকের জন্য জায়েয কি না?

উত্তর : নৌ বীমা করা জুয়া বা সুদি লেনদেনের একটি আধুনিক ব্যবস্থা। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ নাজায়েয। এর দ্বারা উপার্জিত অর্থ সম্পূর্ণ অবৈধ। সরকারি নির্দেশ বা অন্য কোনো কারণে ওই বীমা করতে বাধ্য হলে অপারগতা ও প্রয়োজন পূরণের নিমিত্তে করা যেতে পারে। কিন্তু মাল নষ্ট হওয়া অবস্থায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিজের পরিশোধিত অংশের অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া ও ভোগ করা হালাল হবে না। যদি ওই অর্থ কোম্পানি থেকে নিতেই হয় তাহলে তা ফকির-মিসকিনদের দিয়ে দেওয়া জরুরি হবে। (৬/৩৮৮/১২৫৯)

Scanned by CamScanner

📖 سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥- ٢٧٩ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /١٧٠ : وبما قررناه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا: وهو أنه جرت العادة أن التجار إذا استأجروامركبا من حربي يدفعون له أجرته، ويدفعون أيضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلاده، يسمى ذلك المال: سوكرة على أنه مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره، فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم، وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة وإذا هلك من مالهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما،والذي يظهر لي: أنه لا يحل للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله لأن هذا التزام ما لا يلزم.

📖 أحكام التأمين ص ٢٢ : والواقع أن التامين نظام حديث النشأة نسبيا فلم يظهر إلا فى أواخر القرون الوسطى فى شكل التأمين البرى وكان ذلك التأمين تأمينا على الأشياء يضمن البضاعة من

Scanned by CamScanner

أخطار البحر ولقد أصبح هذا العقد عقدا غيرمشروع بتحريم اشتراط الفائدة (الربا) طبقا لتعاليم الكنية -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦ /٢٥٥ : جواب- بیمہ کی جو موجودہ صورتوں رائج ہیں وہ شرعی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں، بلکہ قمار اور جوا کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں، اس لئے اپنے اختیار سے بیمہ کرانا تو جائز نہیں اور اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے بیمہ کرانا پڑے تو اپنی ادا کردہ رقم سے زیادہ وصول کرنا درست نہیں، چونکہ بیمہ کا کاروبار درست نہیں، اس لئے بیمہ کمپنی میں ملازمت بھی صحیح نہیں۔

ডিপিএস করার হুকুম

প্রশ্ন : ইসলামী ডিপিএস বা ইসলামী বীমা শরীয়তে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রচলিত বীমা সুদ, জুয়া ও প্রতারণারই নামান্তর বিধায় নাজায়েয। (১২/৩১/৩৭৭৮)

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٨ /٩٠ : جواب- بیمہ دراصل ربوا اور قمار سے مرکب ہے اور یہ دونوں شریعت مقدسہ میں حرام ہیں اس لئے بیمہ خواہ تجارتی ہو یا جائداد کا ہو یا زندگی کا جب کہ وہ ربوا اور قمار سے خالی نہیں ہے تو شرعاً حد جواز میں نہیں آسکتا۔

লেনদেন করার মতো কোনো বীমা প্রতিষ্ঠান নেই

প্রশ্ন : বাংলাদেশে এমন কোনো বীমা প্রতিষ্ঠান আছে কি না, যাতে লেনদেন করা বৈধ হবে?

উত্তর : আমাদের জানা মতে, বাংলাদেশে শরয়ী নীতিমালার ওপর পরিচালিত কোনো বীমার অস্তিত্ব নেই বিধায় বর্তমান অবস্থাতে কোনো বীমার সাথে লেনদেন করা জায়েয হবে না। (১২/৩১২/৩৯৫৬)

📖 سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Scanned by CamScanner

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥- ٢٧٩ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ○ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٨ / ٩٠ : جواب- بیمہ اسلامی اصوال کی روسے ناجائز ہے۔

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٢ /٣٥١ : بیمہ کی کاروبار کو امداد باہمی کا نام دیکر جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کی مروجہ صورتیں جتنی ہماری نظر سے گزری ہیں سود اور قمار سے خالی نہیں اس لئے وہ سب حرام ہیں اختیاری حالت میں اس میں مبتلا ہونا گناہ عظیم ہے۔

বীমা কোম্পানিতে চাকরি করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলিত বীমাসমূহের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ একটি বীমা 'পদ্মা ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড' বহু পূর্বে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। বর্তমানে তারা সমাজের সর্বস্তরে ইসলামী শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে দাবি করে ছড়িয়ে পড়েছে। ইদানীং তার একটি শাখা থেকে আমার চাকরির ব্যাপারে প্রস্তাব এসেছে। তাই আমি তাদের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে শরীয়তে কোনো বাধানিষেধ আছে কি না, জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : সাধারণ বীমাগুলোর মধ্যে যেমন সুদ ও জুয়ার সমন্বয় হওয়ায় এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম ও অবৈধ, তেমনিভাবে বর্তমানে ইসলামী বীমার নামে যতগুলো ইনস্যুরেন্স কোম্পানির আবির্ভাব হয়েছে আমাদের জানা মতে এগুলো সুদ ও জুয়ার সংমিশ্রণ থেকে অদ্যাবধি মুক্ত হতে পারেনি।

আর উক্ত কোম্পানিতে চাকরি করা যেহেতু অবৈধ কাজের সহযোগিতা হয়, আর অবৈধকাজের সহযোগিতা করাও অবৈধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত, যা অবৈধ। উক্ত কোম্পানিতে সম্পূর্ণ হালাল বা ইসলামী বলে ধারণা পোষণ করে চাকরি করার শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমতি নেই। (১৪/৫৪৬)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٤٤٨ (٣٣٣٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله وشاهده وكاتبه» -

📖 التأمين التكافلى على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه للقاضى المفتى محمد تقى العثمانى دامت بركاتهم : التكافل تتخلص فى أمور ثلاثة : الأول : التبرع من قبل حامل الوثيقة إلى محفظة التأمين، الثانى : دفع المحفظة مبالغ التأمين إلى حامل الوثيقة عند توافر الشرط، الثالث : عود الفائض التأمين أو جزء منه إلى حملة الوثائق- وان هذه الأمور الثلاثة كلها مرتبط بعضها ببعض، وكل دفعة من هذه الدفعات لازمة على الرافع بحكم العقود أو اللوائح التى تنظم هذه العمليات فما هى صفة هذه الدفعات من الناحية الفقه؟ وكيف تكتسب هذه الدفعات صفة الإلزام ؟ وإن كان ما يدفع حامل الوثيقة هبة فكيف يرجع إليه عند التعويض أى عند توزيع الفائض؟ هذه أسئلة اجاب عنها المجوزون لهذه العملية بطرق مختلفة :

هبة الثواب :.... ... فظهر بهذا أن المذاهب الأربعة متفقة على أن الهبة بشرط العوض بيع فى جميع أحكامه، وعلى هذا لو بنى التكافل التأمينى على أساس الهبة بشرط العوض، فآنذاك يؤدى إلى

Scanned by CamScanner

المحظورات ... ... فتبين بهذا أن تخريج التأمين التكافلى على أساس الهبة بشرط لا يصح من ناحية من النواحى-

التكييف على أساس التبرع المحض : ولكن هذا التكييف إنما يصح إذا كانت هذه المحفظة لها شخصية معنوية معتبرة شرعا وقانونا، فيصح منها التملك والتمليك، أما فى نظام التكافل المعمول به اليوم فإن هذه الشخصية المعنوية غير واضحة؛ لأن محفظة التأمين فى شركات التكافل ليس لها وجود قانونى منفصل عن الشركة وإنها تشبه مجموعة أموال أفرزها أصحابها لغرض معين وإنها لا تكسب شخصية مستقلة بمجرد هذا الإفراز ثم أن تكون بهذه صفة خيرية أو تعاونية معتبرة حتى تستطيع القول بأن ما يدفع منها إنما يدفع على أساس التعاون دون المعاوضة .

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۲ /۳۵۱ : بیمہ کی کاروبار کو امداد باہمی کا نام دیکر جائز قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس کی مروجہ صورتیں جتنی ہماری نظر سے گزری ہیں سود اور قمار سے خالی نہیں اس لئے وہ سب حرام ہیں اختیاری حالت میں اس میں مبتلا ہونا گناہ عظیم ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۱۳۹ : الجواب- جب اسٹیٹ بینک ریزرو بینک اور انشورنس کمپنی میں سودی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر موجودہ ملازمت چھوڑ کر اس ملازمت کو قبول کرنے کی شرعا اجازت نہیں ہے حدیث شریف میں ہے۔ عن جابرؓ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاھدیہ وقال وھم سواء... ... اس سے ثابت ہوتا ہوا کہ گناہ کے کاموں میں امداد کرنا اور اس میں کسی قسم کا حصہ لینا جائز نہیں۔ حق تعالی فرماتے ہیں... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة)

ترجمہ گناہ اور ظلم (زیادتی) کے کاموں میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا پاک سخت سزا دینے والا ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶ /۲۵۵ : جواب- بیمہ کی جو موجودہ صورتوں رائج ہیں وہ شرعی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں، بلکہ قمار اور جوا کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں، اس لئے اپنے اختیار سے بیمہ کرانا تو جائز نہیں اور اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے بیمہ کرانا پڑے تو اپنی ادا کردہ رقم سے زیادہ وصول کرنا درست نہیں، چونکہ بیمہ کا کاروبار درست نہیں، اس لئے بیمہ کمپنی میں ملازمت بھی صحیح نہیں۔

Scanned by CamScanner

বীমা কোম্পানির কাছে ঘর ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : ১. বর্তমান প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স যেমন–ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স, ডেল্টা ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স, আল-আরাফাহ্ লাইফ ইনস্যুরেন্স ইত্যাদি শরীয়তসম্মত কি না?

২. উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকরি করা জায়েয হবে কি না?

৩. এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য দোকানঘর ইত্যাদি ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামের নামে প্রচলিত ইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো আমাদের জানা মতে ইসলামী শরীয়ার পূর্ণ নীতিমালার অনুসরণে পরিচালনা হচ্ছে না বিধায় এসব ইনস্যুরেন্স কোম্পানিকে শরীয়তসম্মত বলা যায় না। উক্ত কোম্পানিগুলোতে চাকরি করা এবং তাদের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া কোনোটাই বৈধ বলা যায় না। (১২/১১৫)

📖 سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥– ٢٧٩ : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

Scanned by CamScanner

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٤/ ٨٥ : والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۳۰۵ : الجواب-بیمہ یا بنکاری وغیرہ کیلئے مسلمان کو مکان کرایہ پر دینا مکروہ تحریمی ہے، البتہ کافر کو کرایہ پر دینے میں کراہت تنزیہیہ ہے، اس مسئلہ کی تفصیل اور متعلقہ دلائل بندہ کے رسالہ "القول المبرھن فی کراھۃ بیع الراڈیو والتلویزن " میں ہیں۔

کرایہ حلال مال سے اداء کرنے کی شرط سے عقد اجارہ کی کراہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ،البتہ اس صورت میں حرام خوری سے بچ جائیگا، صرف عقد اجارہ کا گناہ ہوگا، کافر سے بھی سود اور بیمہ کی آمدن سے کرایہ وصول کرنا حرام ہے۔

গ্রুপ বীমার হুকুম

প্রশ্ন : জনাব আমি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করি। আমার এবং আমার পরিবারের চিকিৎসার খরচ কোম্পানি বহন করবে। এটা আমার নিয়োগপত্রে বলা আছে। আমাদের কোম্পানির সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তার নামে গ্রুপ বীমা করেছে ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে এবং নিয়মিত প্রিমিয়াম দেয়। আমি কোনো চিকিৎসার খরচ জমা দিলে ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ফরমে জমা দিতে হয়। ইনস্যুরেন্স কোম্পানি তাদের পলিসি অনুযায়ী টাকা দেয় চেকের মাধ্যমে অথবা সরাসরি আমার অ্যাকাউন্টে। জনার বিষয় হলো :

(ক) আমি এ টাকা নিতে পারব কি না?

(খ) আমি মারা গেলে বড় অংকের টাকা (আনুমানিক ২০-৩০ লক্ষ টাকা) ইনস্যুরেন্স কোম্পানি দেবে আমার পরিবারকে, তা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

(গ) টাকা নেওয়া জায়েয না হলে এ টাকা নিয়ে সাওয়াবের আশা ছাড়া অন্যকে দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : বর্তমান প্রচলিত সব ধরনের বীমা শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদ ও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হারাম। তাই প্রশ্নে বর্ণিত গ্রুপ বীমায় যে পরিমাণ টাকা কোম্পানি আপনার বেতন হতে কর্তন করে জমা করেছে শুধুমাত্র ওই পরিমাণ টাকা আপনার জন্য বা আপনার মৃত্যুর পর আপনার ওয়ারিশের জন্য নেওয়া জায়েয হবে, এর অতিরিক্ত টাকা সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নেওয়া জায়েয হবে না। তবে অতিরিক্ত টাকা তাদের হাতে না রেখে উত্তোলনকরত সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া ফকির-মিসকিনদের সদকা করা যায়। (১৯/৩৩২/৮১৭৯)

Scanned by CamScanner

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴ /۲۴۰ : بیمہ میں سود بھی ہے اور جوا بھی یہ دونوں چیزیے شرعاً ممنوع ہے، اسی لئے بیمہ ممنوع ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶ /۲۵۵ : جواب- بیمہ کی جو موجودہ صورتوں رائج ہیں وہ شرعی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں، بلکہ قمار اور جوا کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں، اس لئے اپنے اختیار سے بیمہ کرانا تو جائز نہیں اور اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے بیمہ کرانا پڑے تو اپنی ادا کردہ رقم سے زیادہ وصول کرنا درست نہیں، چونکہ بیمہ کا کاروبار درست نہیں، اس لئے بیمہ کمپنی میں ملازمت بھی صحیح نہیں۔

Scanned by CamScanner

باب التسويق المتعدد المستويات

পরিচ্ছেদ : মাল্টি লেভেল মার্কেটিং

ডেসটিনির শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : বর্তমানে প্রচলিত একটি ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান, যা ডেসটিনি-২০০০ লিঃ নামে পরিচিত। ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী শরীয়তসম্মত কি না এবং নিম্নোক্ত দুটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়ে আবেদন করছি :

১) প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অথবা তাঁর পরবর্তী যুগের সাহাবীদের মাঝে ডেসটিনি-২০০০ লিঃ ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানটির মতো অনুরূপ ধারার কোনো ব্যবসায়ের প্রচলন ছিল কি না?

২) বর্তমানে ডেসটিনি-২০০০ লিঃ কোম্পানির যে বিক্রয় ও বিপণন পদ্ধতি এবং আয়-উপার্জনের যে পদ্ধতি তা ইসলামী শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে এমএলএম পদ্ধতিতে পরিচালিত সকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেমন ডেসটিনি-২০০০ লিঃ, নিউওয়ে বাংলাদেশ, আল-ফালাহ বিজনেস ডটকম, আমওয়ে করপোরেশন এবং মেরিকে কসমেটিকস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের বাস্তবতা ও কার্যক্রম তাদের বই-পুস্তক পড়ে এবং তাদের বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ ও একাধিক ডিস্ট্রিবিউটর এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে যে উল্লিখিত কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক কার্যক্রম বিক্রয় ও বিপণন পদ্ধতি শরীয়তসম্মত ব্যবসার কোনো পদ্ধতি নয়।

বস্তুত এ পদ্ধতির আবিষ্কারক একজন আমেরিকান মুসলিমবিদ্বেষী বিধর্মী। যার আবিষ্কৃত পদ্ধতিটিই পৃথিবীজুড়ে অনুসৃত হচ্ছে। আর এতে শরীয়ত নিষিদ্ধ বহু কারণ বিদ্যমান রয়েছে। যথা : এক লেনদেনের চুক্তির ভেতর অন্য আরেকটি চুক্তিকে শর্ত করা, ধোঁকা, সুদের দৃঢ় সন্দেহ ও সাদৃশ্য, শ্রমবিহীন বিনিময় এবং বিনিময়বিহীন শ্রম অন্যতম। আরো কিছু কারণে উক্ত কারবার বর্জনীয়। এ ছাড়া ছবি তোলা এবং জাল সার্টিফিকেটের আশ্রয় নেওয়ার মতো শরীয়ত গর্হিত কাজ সেখানে যুক্ত রয়েছে।

সুতরাং এর দ্বারা উপার্জিত আয়ও শরয়ী দৃষ্টিকোণে নাজায়েয ও হারাম বলে বিবেচিত হবে।

আর উক্ত ব্যবসার প্রচলন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে বা পরবর্তী সাহাবীগণের যুগে কখনোই ছিল না। (১০/৪৭৩/৩১৪১)

Scanned by CamScanner

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ١٢٣ (٢٢٧٠) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " -

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣٤٦ (١٢٣١) : عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» -

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٦/ ٣٢٤ (٣٧٨٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود،، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة» قال أسود: قال شريك: قال سماك: " الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا " -

📖 مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم (مكتبة الكوثر) ١/ ١٦٠ : عن عبد الوارث بن سعيد، قال: دخلت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا، وشرط شرطا، قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من الفقهاء من أهل العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل» رواه ابن عقدة، عن الحسن بن القاسم البجلي -

Scanned by CamScanner

📖أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٤/ ١٢٧ : وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار، كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا علقت على الأخطار.

📖فيه أيضا ٣/ ١٢٧ : قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال أبو بكر قد انتظم هذا العموم النهى عن أكل مال الغير ومال نفسه كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قد اقتضى النهي عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نهي لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان أحدهما ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض.

📖مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ١٣/ ٦٨ : والغرر ما يكون مستور العاقبة.

📖بدائع الصنائع (سعيد) ٤/ ١٨٩ : ومنها أن يكون العمل المستأجر له مقدور الاستيفاء من العامل بنفسه ولا يحتاج فيه إلى غيره.

📖فيه أيضا ٥/ ١٦٣ : فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك.

📖رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٠٣ : لأن القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان في احتمال الغرامة على ما بينا اهـ.

নেটওয়ার্ক ব্যবসার বিধান

প্রশ্ন : বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ব্যবসা চলছে। যেমন–নিউওয়ে, মডার্ন হারবাল কোঃ, গেনেকস ইত্যাদি। এরূপ ব্যবসা মালয়েশিয়ায়ও প্রচলন আছে। অর্থাৎ কোম্পানিগুলো সদস্যদের মাধ্যমে তাদের পণ্য বিক্রি করে এবং সকল সদস্যকে তার লভ্যাংশ দেওয়া হয়। তা শরীয়তে বৈধ কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন কোম্পানিতে যেসব নেটওয়ার্ক ব্যবসা চলছে যেমন-নিউওয়ে, মডার্ন হারবাল কোঃ, গেনেকস ইত্যাদি। অনুসন্ধান করার পর জানা গেছে যে তাদের ব্যবসা পদ্ধতি শরীয়তসম্মত নয়। কারণ এতে শরীয়তে নিষিদ্ধ বহু কারণ বিদ্যমান। যেমন-শ্রমবিহীন বিনিময় প্রদান, সুদের দৃঢ় সন্দেহ, জুয়া, ধোঁকা, প্রতারণা ইত্যাদি। তাই প্রশ্নে বর্ণিত কোম্পানি কর্তৃক সকল সদস্যকে দেওয়া লভ্যাংশ শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে। (১৩/৩৪৩/৫২৬৮)

📖 سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٤/ ١٢٧ : وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار، كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا علقت على الأخطار-

📖 فيه أيضا ٣/ ١٢٧ : قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال أبو بكر قد انتظم هذا العموم النهى عن أكل مال الغير ومال نفسه كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قد اقتضى النهي عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نهي لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان أحدهما ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض-

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٥/ ٣٤٤٧ : البيع المعلق على شرط أو العقد المعلق عموماً: هو ما علق وجوده على وجود أمر آخر ممكن الحصول بإحدى أدوات التعليق نحو إن وإذا ومتى ونحوها. مثاله: أن يقول شخص لآخر: بعتك داري هذه بكذا إن باع لي

Scanned by CamScanner

فلان داره... ... يظهر مما ذكر أن علة فساد هذين النوعين من البيوع: هو ما تشتمل عليه من الغرر، إذ لا يدري العاقدان في البيع المعلق هل يحصل الأمر المعلق عليه، أو لا يحصل، كما لا يدريان متى يحصل. وفي البيع المضاف لا يدري العاقدان كيف يكون المبيع في المستقبل، وكيف يكون رضاهما بالعقد ومصلحتهما فيه عند ترتب أثر البيع عليه.

নেটওয়ার্ক মার্কেটিং

প্রশ্ন : বাংলাদেশে বর্তমানে নেটওয়ার্ক ব্যবসা নামে যে এক ব্যবসা চালু হয়েছে এটা শরীয়তের পক্ষ হতে কতটুকু বৈধ তা কোরআন ও হাদীসের আলোকে জানাবেন।

উত্তর : ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করা ও পরিশ্রমের বিনিময় গ্রহণ করে জীবন চলার পথ সুগম করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ। ইসলাম এমন নীতিমালা নির্ধারণ করেছে, যা মানুষকে অশান্তি, কলহ, ঝগড়া, পরস্পর মনোমালিন্য থেকে রক্ষা করে শান্তির জীবনযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রশ্নে উল্লিখিত নেটওয়ার্ক ব্যবসা শরীয়তের নির্ধারিত ব্যবসা ও শ্রমনীতির পরিপন্থী। শরীয়তের নীতি অনুসারে এ ব্যবসা বাইয়ে ফাসিদের আওতায় পড়ে এবং অনিশ্চিত পুরস্কার লাভের আশায় অর্থ ব্যয় করা হয়। তাই এরূপ লেনদেন জুয়ার শামিল। এ ছাড়া এ পন্থায় কাজ করতে গিয়ে অনেকে এমন উপায় অবলম্বনে বাধ্য হয়, যা ভদ্র মানুষের জন্য একেবারে অনুচিত। কোম্পানির দালালি, নিজ স্বার্থ উদ্ধারকল্পে নিজের মান-সম্মান অনেক ক্ষেত্রে বিকিয়ে দিতে হয়। সুতরাং তা সম্পূর্ণ অবৈধ। সমস্ত মুসলমানের জন্য এ পন্থায় অর্থ উপার্জন থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। (৭/৮২৭/১৯০৩)

📖 سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٤/ ١٢٧ : وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقود التمليكات

Scanned by CamScanner

الواقعة على الأخطار، كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا علقت على الأخطار-

📖فيه أيضا ٣/ ١٢٧ : قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال أبو بكر قد انتظم هذا العموم النهى عن أكل مال الغير ومال نفسه كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قد اقتضى النهي عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نهي لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان أحدهما ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض-

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং অবৈধ হওয়ার কারণ

প্রশ্ন : কোরআন ও হাদীসের আলোকে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কী কী কারণে হারাম?

উত্তর : মাল্টি লেভেল বা নেটওয়ার্ক পদ্ধতির বিজনেস হারাম বা নাজায়েয হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন :

ক. একটি চুক্তির সাথে আরেকটি চুক্তির শর্ত যুক্ত করা।

খ. গরার বা ধোঁকা।

গ. সুদের প্রবল সন্দেহ ও সাদৃশ্যতা বিদ্যমান থাকা।

ঘ. শ্রমবিহীন বিনিময়, বিনিময়হীন শ্রম ইত্যাদি। (১৭/১৭)

📖سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Scanned by CamScanner

📖صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ١٢٣ (٢٢٧٠) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " -

📖سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣٤٦ (١٢٣١) : عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» -

📖مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٦/ ٣٢٤ (٣٧٨٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود،، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة» قال أسود: قال شريك: قال سماك: " الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا " -

📖مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم (مكتبة الكوثر) ١/ ١٦٠ : عن عبد الوارث بن سعيد، قال: دخلت مكة فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا، وشرط شرطا، قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: سبحان الله ثلاثة من الفقهاء من أهل العراق اختلفوا علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل» رواه ابن عقدة، عن الحسن بن القاسم البجلي -

📖مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٤/ ٤٤٨ (٢٢٠٠٩) : عن الشعبي، قال: خطب عمر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إنا نأمركم بأشياء لعلها لا تصلح لكم، وننهاكم عن أشياء لعلها لا تصلح لكم، وإن آخر ما عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبينهن لكم، إنما هو الربا والريبة، فدعوا الربا والريبات» -

Scanned by CamScanner

📖أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٤/ ١٢٧ : وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار، كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا علقت على الأخطار-

📖فيه أيضا ٣/ ١٢٧ : قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال أبو بكر قد انتظم هذا العموم النهى عن أكل مال الغير ومال نفسه كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قد اقتضى النهي عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نهي لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان أحدهما ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض-

📖مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ١٣/ ٦٨ : والغرر ما يكون مستور العاقبة-

📖بدائع الصنائع (سعيد) ٤/ ١٨٩ : ومنها أن يكون العمل المستأجر له مقدور الاستيفاء من العامل بنفسه ولا يحتاج فيه إلى غيره-

📖فيه أيضا ٥/ ١٦٣ : فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك-

ইউনিপে ২ ইউর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : বাংলাদেশে 'ইউনিপে ২ ইউ বাংলাদেশ' নামে একটি কোম্পানির কার্যক্রম চোখে পড়েছে। তারা সরলমনা মুসলমানদের খুব বেশি লাভ দেখিয়ে এর অন্তর্ভুক্ত করতে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি উলামায়ে কেরামও উক্ত কোম্পানিতে জড়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত কোম্পানি ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে স্বর্ণ ব্যবসা করার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে দ্বিগুণ মুনাফা দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে। কোম্পানির পক্ষ থেকে গ্রাহকদের যে সুবিধা দেওয়া হয় তা থেকে একটি হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিমাণ ইনভেস্টের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত কোম্পানির

Scanned by CamScanner

সদস্য হয়ে মুনাফার ভিত্তিতে লেনদেন করা ও কমিশনের ভিত্তিতে কর্মী হিসেবে কাজ করা শরীয়ত মতে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যবসাটি এমএলএমের অন্তর্ভুক্ত, যা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।এ মার্কেটিং হারাম হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে। যেমন–একটি চুক্তির জন্য আরেকটি চুক্তি শর্ত করা, ধোঁকা, সুদের সাদৃশ্য ও সন্দেহ, শ্রমহীন বিনিময় ও বিনিময়হীন শ্রম ইত্যাদি, যার একটিই হালাল কারবারকে নষ্ট করে দেয়। তাই উক্ত প্রতিষ্ঠানে সদস্য হওয়া, তাদের দেওয়া লভ্যাংশ গ্রহণ করা এবং তাদের কর্মী হিসেবে কাজ করা, তাদের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখা জায়েয নেই। (১৭/৮০৫/৭৩০৮)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٠/ ١٣٥ (١٥١٣) : عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» -

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣٤٦ (١٢٣١) : عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» -

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٦/ ٣٢٤ (٣٧٨٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة» قال أسود: قال شريك: قال سماك: " الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا " -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٥ : (قوله بخلاف العكس) يعني أن الإجارة بلا عوض لا تنعقد إعارة. قال في البزازية: لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اهـ وفي المنح عن الخانية: لو قال آجرتك هذه الدار بغير عوض كانت إجارة فاسدة ولا تكون عارية، كما لو قال: بعتك هذه العين بغير عوض كان باطلا أو فاسدا لا هبة-

নিউওয়ে কোম্পানি লিঃ-এর কার্যক্রম অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের দেশে একটি নতুন পদ্ধতিতে ব্যবসা চালু হয়েছে। এ নব উদ্ভাবিত নেটওয়ার্ক পদ্ধতির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের নাম নিউওয়ে কোম্পানি লিঃ। তাদের ব্যবসায়িক পদ্ধতি হলো, তারা বিশেষ কিছু পণ্য সরবরাহ

Scanned by CamScanner

করে। সরবরাহকৃত পণ্যগুলোর মধ্যে একটি পণ্য ক্রয় করতে ৫১৭৫ টাকা লাগে। এর মধ্যে পণ্যের মূল্য বাবদ কোনো পক্ষে ১৫০০ টাকা এবং ভর্তি ফি, মার্কেটিং ট্রেনিং ফি এবং নিশ্চয়তার বিধান ইত্যাদি অফেরতযোগ্য ৩৬৭৫ টাকা উক্ত কোম্পানি নিয়ে থাকে। এভাবে কেউ কোনো পণ্য তাদের কাছ থেকে ক্রয় করলে সে এই কোম্পানির একজন ডিলার তথা প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়। এ জন্য তাকে কোম্পানির পক্ষ থেকে ডকুমেন্টস প্রদান করা হয়। অতঃপর সে তার অনুরূপ দুজন গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারলে কোম্পানি তাকে ১৫০০ টাকা প্রদান করে। এভাবে তার অধীনে প্রত্যেক গ্রাহক দুজন করে গ্রাহক সংগ্রহ করতে থাকবে এবং তার মাধ্যমে কোম্পানির গ্রাহক ডিলারের জাল সূচিত হবে। যাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে উপরন্ত ডিলাররা ক্রমবর্ধমানভাবে কমিশন পেতে থাকবে। এ ব্যবসাটি এখন ধীরে ধীরে ব্যাপকতা লাভ করছে। এ পদ্ধতিতে ব্যবসা করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত নিউওয়ে কোম্পানির বিক্রয় পদ্ধতিতে আকদে বাইয়ের সাথে আকদে ইজারাকে সংযুক্ত করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ নাজায়েয। একটি চুক্তির সাথে অপর চুক্তির সম্পৃক্ততা শর্ত হিসেবে লিখিত না থাকলেও প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি ও নিয়মনীতি থেকে ক্রেতা-বিক্রেতা ও সর্বসাধারণ তা সহজে বুঝতে পারে। আর এতে ডানে-বামে সদস্যভুক্তির মাধ্যমে লাভের হার নির্ণয় করা কিমার তথা জুয়ার আওতায় পড়ে। এ ছাড়া যদি কোনো সময় কোম্পানি বন্ধ বা উধাও হয়ে যায় (খোঁজ নিলে এমন বহু কোম্পানি পাওয়া যাবে) একে অপরের সাথে ধোঁকার অভিযোগ এনে ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কা আছে। এ সকল শরীয়ত পরিপন্থী কর্মে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এ ধরনের কোম্পানি গঠন বা কোম্পানির সদস্য হওয়া এবং লেনদেন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয এবং তা ইসলামী অর্থনীতির সাধারণ ধারারও পরিপন্থী। তাই সকল মুসলমানের তা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। (১০/১৩৩/৩০৩০)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣٤٦ (١٢٣١) : عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» -

📖 صحيح ابن حبان (مؤسسة الرسالة) ٣/ ٣٣١ (١٠٥٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قال: "صفقتان في صفقة ربا-

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٤/ ١٢٧ : وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار، كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا علقت على الأخطار-

📖 فيه أيضا ٣/ ١٢٧ : قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

Scanned by CamScanner

قال أبو بكر قد انتظم هذا العموم النهى عن أكل مال الغير ومال نفسه كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قد اقتضى النهي عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نهي لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان أحدهما ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض -

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٣/ ٤٨ : "ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد"؛ لأن هذا بيع وشرط وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط.

📖 فيه أيضا ٣/ ٢٣ : والمعنى هو المعتبر في هذه العقود، ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق المراضاة.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۲۰ : الجواب- حاصل حقیقت اس معاملہ کا یہ ہے کہ بائع مشتری اول سے بلاواسطہ اور دوسرے مشتریوں سے بواسطۂ مشتری اول یا ثانی یا ثالث وغیرہم کے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ تم نے جو روپیہ بھیجا ہے اگر تم اتنے خریدار پیدا کرلو تو روپے مرسلہ کے عوض ہم نے تمہارے ہاتھ گھڑی فروخت کردی، ورنہ تمہارا روپیہ ہم ضبط کرلیں گے، سو اس میں دونوں شرطیں فاسد اور باطل ہیں، دوسرے خریداروں کے پیدا کرنے کی تقدیر پر فروخت کرنا بھی کہ وہ تنجیز بیع کے وقت (مقرون بشرط فاسد مخالف مقتضائے عقد ہونے کی وجہ سے) عقد فاسد بحکم ربوا ہے، اور تعلیق کے وقت (تعلیق الملک علی الخطر ہونے کی وجہ سے) قمار ہے، اور ربوا اور قمار دونوں حرام ہیں،... ... جب دونوں شرطوں کا فاسد اور باطل ہونا ثابت ہوگیا تو ایسا معاملہ بھی بالیقین حرام اور متضمن ربوا اور قمار اور اکل بالباطل ہے، اور کسی طرح اس میں جواز کی گنجائش نہیں۔

প্রচারের নামে নেটওয়ার্ক বিজনেস

প্রশ্ন : বর্তমান বাজারে কয়েকটি কোম্পানি তাদের ইলেকট্রিকসামগ্রী নিয়ে আবির্ভাব হয়েছে। তাদের বিক্রির পদ্ধতি হলো, কোনো একজন ব্যক্তির (ডিলার) মাধ্যমে একটি ফরম পূরণ করে ৬ হাজার ১০ হাজার মূল্যের কোনো সামগ্রী ক্রয় করলে তারা আমাকে

Scanned by CamScanner

তাদের ডিলার বানাবে এবং একটি কার্ড প্রদান করবে। আমার মাধ্যমে আমি তাদের ক্রেতা সংগ্রহ করে দিলে ২-৪-৬ জন প্রত্যেকের বিনিময়ে কোম্পানি আমাকে ১৩% করে বোনাস দেবে। ৬ জন সদস্য বানানোর পর তারা আমার পদোন্নতি দেবে এবং তারপর যতজন বানাব ১০% করে বোনাস দেবে এবং এ পদটিকে Advancc Dilar বলা হবে। এভাবে মাসে কেউ কেউ ১০-২০ হাজার টাকা কামাই করছে। কোম্পানির বক্তব্য, তারা লোক মারফত প্রচার করে প্রচারের ব্যয় ও এজেন্ট ব্যতীত বিক্রি করে সেই মধ্যবর্তী সমস্ত ব্যয় ভাগ করে সরাসরি ক্রেতাকেই প্রদান করছে। উল্লেখ্য, আমি প্রথম যে ৬ জন সদস্য বানাব তারা আবার যাদেরকে বানাবে তাদের মাধ্যমেও আমি ৩% করে বোনাস পাব, এভাবে চলতে থাকবে। এটি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : ব্যবসা-বাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করা ও পরিশ্রমের বিনিময় গ্রহণ করে জীবন চলার পথ সুগম করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ। ইসলাম এমন নীতিমালা নিধারণ করেছে, যা মানুষকে অশান্তি-কলহ, ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও পরস্পর মনোমালিন্য থেকে রক্ষা করে শান্তির জীবনযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রশ্নে উল্লিখিত নেটওয়ার্ক ব্যবসা শরীয়তের আলোকে বাইয়ে ফাসিদের আওতায়ে পড়ে এবং অনিশ্চিত পুরস্কার লাভের আশায় অর্থ ব্যয় করা হয় বিধায় এরূপ লেনদেন জুয়ার শামিল। এ ছাড়া এ পন্থায় কাজ করতে গিয়ে অনেকে এমন উপায় অবলম্বনে বাধ্য হয়, যা ভদ্র মানুষের জন্য একেবারে অনুচিত। কোম্পানির দালালি ও নিজের স্বার্থ উদ্ধারকল্পে অনেক ক্ষেত্রে নিজের মান-সম্মান বিকিয়ে দিতে হয়। সুতরাং সার্বিক বিচারে নব আবিষ্কৃত এ কর্ম ব্যবসা পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ বলে বিবেচিত। মুসলমানের জন্য এ পন্থায় অর্থ উপার্জন থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। (৭/৮৩৯/১৮৯৭)

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم (مكتبة الكوثر) ص ١٦٠ : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٨٤- ٨٥ : (و) لا (بيع بشرط) عطف على إلى النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه

Scanned by CamScanner

نفع (لمبيع) هو (من أهل الاستحقاق) للنفع بأن يكون آدميا، فلو لم يكن كشرط أن لا يركب الدابة المبيعة لم يكن مفسدا كما سيجيء (ولم يجر العرف به و) لم (يرد الشرع بجوازه) -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ / ۲۷۳ : الجواب—اجرت دلال میں فقہاء حنفیہ رحمہ اللہ تعالی کی عبارت مختلف ہیں، مگر حاجت الناس کو مد نظر رکھتے ہوئے قول جواز مختار و مفتی بہ ہے تعیین اجرت ضروری ہے اور ایک آنہ فی روپیہ بھی صورت تعیین ہے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۲۰

কথিত ইসলামী এনজিওর কার্যক্রম

প্রশ্ন : কিছু উলামায়ে কেরাম এহসান এস বাংলাদেশ নামে একটি ইসলামী এনজিও চালাচ্ছেন। নিম্নবর্ণিত তাঁদের কিছু কর্মকাণ্ডের বিধান জানতে আগ্রহী :

ক. এ সমিতির কর্মচারীদের বেতন আনুপাতিক হারে দিচ্ছে প্রথম পর্যায়ে। এটা জায়েয হবে কি না? মুফতী তকী উসমানী সাহেব নাকি জায়েয বলেছেন?

দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন কোনো কর্মী ৫০০০ টাকার সদস্য বানাতে পারবে, তখন সে বেতনভুক্ত কর্মচারী ও মুকাম্মিল হয়ে যায়। এদের বেতনের নিয়ম হলো, ৫০০০-৫৯০০ টাকার সদস্য বানালে বেতন ৪৫০ টাকা, ৬০০০-৬৯০০ টাকার সদস্য বানালে বেতন ৫৫০ টাকা। ২০ জন কামেল বানাতে পারবে। যারা এ সংস্থায় কাজ করবে, অর্থাৎ সদস্য বানাবে এ কামেলগণ যখন বেতনভুক্ত হয়ে যাবে, তখন সংস্থা প্রত্যেক কামেলের পরিবর্তে মুকাম্মিলকে ১০০ টাকা (বেতনের অতিরিক্ত) দেবে। এটা জায়েয হবে কি না? এবং পূর্বে নির্দিষ্ট টাকার সদস্য বানানোর ভিত্তিতে যে নির্ধারিত বেতন দিচ্ছে, তাও জায়েয হবে কি না?

খ. এ মাসে যে টাকা আদায় করবে আগামী মাসের বেতন সেই আদায়কৃত টাকার ১০ ভাগের ১ ভাগ হবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক মাসের বেতন দেওয়া জায়েয হবে কি না? আমার ধারণা মতে জায়েয হবে। কেননা প্রত্যেক মাসের বেতন মাস আসার পূর্বে নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে এবং আদায়কৃত টাকার থেকে দেয় শর্ত না করলে قفيز الطحان-এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। এ ধারণা সঠিক কি না?

উত্তর : ক. কোনো সমিতি বা সংস্থার কার্যালয়ে কর্মচারী রাখার অর্থ হলো ইজারা নেওয়া। আর এ ধরনের কর্মচারীকে আজীরে খাস বলা হয়। ইজারা সহীহ হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হলো দৈনিক, মাসিক বা বাৎসরিক বেতন নির্ধারণ করা। বেতন নির্ধারণ ব্যতীত ইজারা সহীহ হয় না, বরং তা ফাসেদ হয়ে যায়। সুতরাং প্রথম প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে

Scanned by CamScanner

কর্মচারীদেরকে পার্সেন্ট হিসেবে হোক বা দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতিতে হোক, বেতন প্রদান করা সহীহ হবে না।

খ. প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায়কৃত টাকার অংশ থেকে বেতন দেওয়ার শর্ত না করায় যদিও قفيز الطحان -এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। কিন্তু বেতনের পরিমাণটা সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত নয়। অধিকন্তু কোনো কোনো মাসে কোনো কারণে হয়তো সে টাকা আদায় করতে পারল না বা সামান্য কিছু টাকা আদায় করল তখন সে স্বীয় পরিশ্রমের বিনিময় থেকে বঞ্চিত হবে বা নামেমাত্র স্বল্প বিনিময়ের অধিকারী হবে, যা সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থী। এ পদ্ধতি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে এক প্রকারের জুয়ারও অন্তর্ভুক্ত।

তবে সঠিক পদ্ধতি এভাবে হতে পারে যে প্রত্যেক কর্মচারীর বেতন মাসিক বা বাৎসরিক নির্ধারণ করে দেবে এবং বেশি বেশি সদস্য বানানোর প্রতি উৎসাহ প্রদানকরত বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করবে, এতে কোনো অসুবিধা হবে না। (১০/৭৭৯/৩৩৩০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٦ /٢٨٧ : ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة لما روينا، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع "وما جاز أن يكون ثمنا في البيع -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧ / ٣١١ : (قوله يفسد الإجارة الشرط) أي الشروط المعهودة المتقدمة في باب البيع الفاسد التي ليست من مقتضى العقد لا كل شرط لأن الإجارة عقد معاوضة محصنة تقال وتفسخ فكانت كالبيع فكل ما أفسد البيع أفسدها وقد ضبطه الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره فقال إذا كان ما وقع عليه عقد الإجارة مجهولا في نفسه أو في أجرة أو في مدة الإجارة أو في العمل المستأجر عليه فالإجارة فاسدة-

এমএলএম বিজনেস অবৈধ

প্রশ্ন : এমএলএম ব্যবসা করা যাবে কি না?

উত্তর : এমএলএম বা নেটওয়ার্ক পদ্ধতির কারবার যেমন–ডেসটিনি ইত্যাদি করা জায়েয নয়। কেননা এতে ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ ও হারাম হওয়ার বহু কারণ বিদ্যমান রয়েছে। যথা–একটি চুক্তির জন্য আরেকটি চুক্তি শর্ত করা, ধোঁকা, সুদের দৃঢ়

Scanned by CamScanner

সন্দেহ ও সাদৃশ্য, শ্রমবিহীন বিনিময় এবং বিনিময়বিহীন শ্রম। তাই তা করা যাবে না। বিস্তারিত জানার জন্য কোনো বিজ্ঞ মুফতী সাহেবের শরণাপন্ন হওয়ার অনুরোধ রইল। (১৮/৯৩৫/৭৯২৫)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣٤٦ (١٢٣١) : عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٠/ ١٤٠ (١٥١٦) : عن نافع، عن ابن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش»

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥ /١٦٨ : ومنها) : أن يكون مقدور التسليم من غير ضرر يلحق البائع فإن لم يمكن تسليمه إلا بضرر يلزمه فالبيع فاسد؛ لأن الضرر لا يستحق بالعقد ولا يلزم بالتزام العاقد إلا ضرر تسليم المعقود عليه، فأما ما وراءه فلا،... ... ...

(ومنها) الخلو عن الشروط الفاسدة وهي أنواع.منها: شرط في وجوده غرر نحو ما إذا اشترى ناقة على أنها حامل؛ لأن المشروط لا يحتمل الوجود والعدم ولا يمكن الوقوف عليه للحال.

📖 فيه أيضا ٥ / ١٦٩ : (ومنها) شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو للمشتري أو للمبيع إن كان من بني آدم كالرقيق وليس بملائم للعقد ولا مما جرى به التعامل بين الناس نحو ما إذا باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا ثم يسلمها إليه أو أرضا على أن يزرعها سنة أو دابة على أن يركبها شهرا أو ثوبا على أن يلبسه أسبوعا أو على أن يقرضه المشتري قرضا أو على أن يهب له هبة أو يزوج ابنته منه أو يبيع منه كذا ونحو ذلك أو اشترى ثوبا على أن يخيطه البائع قميصا أو حنطة على أن يطحنها أو ثمرة على أن يجذها أو ربطة قائمة على الأرض على أن يجذها أو شيئا له حمل ومؤنة على أن يحمله البائع إلى منزله ونحو ذلك؛ فالبيع في هذا كله فاسد؛ لأن زيادة منفعة مشروطة في البيع تكون ربا لأنها زيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع وهو تفسير الربا.والبيع الذي فيه الربا فاسد أو فيه شبهة الربا، وإنها مفسدة للبيع كحقيقة الربا على ما نقرره إن شاء الله تعالى-

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٥ : (قوله بخلاف العكس) يعني أن الإجارة بلا عوض لا تنعقد إعارة.قال في البزازية: لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اهـ

এমএলএম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন : 'এমএলএম' বা বহুজাতিক কোম্পানি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী? নিম্নে এ পদ্ধতির কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো :

প্রথমে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার মাধ্যমে এ কোম্পানির সদস্য হতে হয়। তারপর ওই টাকা দিয়ে কোম্পানি থেকে সমমূল্যের পণ্য ক্রয় করা যায় অথবা জমা রাখা যায়। উক্ত টাকা জমা রাখলে পাঁচ বছরে ২০০০ টাকা পাওয়া যায়।

সদস্য হওয়ার পরে কেউ যদি কোনো সদস্যের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করে তবে তাকে ৩% হারে কমিশন দেওয়া হয়ে থাকে। কোনো সদস্য যদি এ কোম্পানিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রাখে বা বিনিয়োগ করে তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠান তাকে এক বছরে ৪৪% হারে ১২টা কিস্তিতে আমানতসহ মুনাফা দিয়ে থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়ে একই সাথে কাজ করে। কোনো সদস্য যদি কোনো লোককে এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য বানায় তাহলে কোম্পানি তাকে মজুরি হিসেবে ১৫০০ টাকা দিয়ে থাকে।

এই কোম্পানিতে ফুলটাইম বা হাফটাইম বেতন হিসেবে চাকরির ব্যবস্থা আছে এবং তা শুধুমাত্র সদস্যদের জন্য।

উক্ত কর্মপদ্ধতিগুলো বিশ্লেষণপূর্বক এ ধরনের কোম্পানির শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি জানানোর বিনীত আবেদন করছি।

উত্তর : মাল্টি লেভেল মার্কেটিংয়ের মূল ভিত্তি বা রূপকাঠামো তথা ডাউন লেভেলে সদস্য সংগ্রহ ও ওই সদস্যদের শ্রমনির্ভর কমিশন বণ্টনপ্রক্রিয়া শরীয়তসম্মত নয়। কারণ এ পদ্ধতিতে কমিশন বণ্টনপ্রক্রিয়া অন্যের কাজ বা শ্রমের সাথে সম্পৃক্ত। আর শরীয়তে অন্যের কোনো কাজ বা শ্রমের সাথে শর্তযুক্ত বিনিময় প্রদান বা প্রাপ্তির চুক্তি বৈধ নয়।

এমএলএম শরীয়তসম্মত না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ জুয়া, অর্থাৎ ডাউন লাইন বাড়তে থাকলে তার দেওয়া টাকা আরো অতিরিক্ত টাকা নিয়ে আসবে আর ডাউন লাইন বন্ধ হয়ে গেলে সে কমিশন থেকে বঞ্চিত। আর এটাই জুয়ার একটি পদ্ধতি। তাই তা হারাম ও নাজায়েয।

এ পদ্ধতিটি মূলত সমাজের মানুষের অর্থকে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার একটি অপকৌশল মাত্র, যা থেকে কোরআন ও হাদীসে বারবার নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এ কারবার

Scanned by CamScanner

সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়। আর ওই ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা হারামের সহযোগিতার শামিল বিধায় নাজায়েয। (১৮/৪০৭/৭৬২১)

📖سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ١٢٣ (٢٢٧٠) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " -

📖سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣٤٦ (١٢٣١) : عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» -

📖مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٦/ ٣٢٤ (٣٧٨٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة» قال أسود: قال شريك: قال سماك: " الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا " -

📖أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٤/ ١٢٧ : وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار، كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا علقت على الأخطار -

📖فيه أيضا ٣/ ١٢٧ : قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال أبو بكر قد انتظم هذا العموم النهى عن أكل مال الغير ومال نفسه كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قد اقتضى النهي عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نهي لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله وأكل مال الغير

Scanned by CamScanner

بالباطل قد قيل فيه وجهان أحدهما ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض -

ডেসটিনির শেয়ার ক্রয় ও আয়ের হুকুম

প্রশ্ন : অনেক দিন ধরে দ্বিধায় ছিলাম এমএলএম সম্পর্কে যে তা জায়েয, নাকি নাজায়েয। গত এপ্রিল মাসে মাসিক আল-আবরারে জানতে পারলাম যে তা নাজায়েয। কিন্তু আমি অজানা অবস্থায় এর সাথে তথা ডেসটিনি কোম্পানি থেকে ৫০ হাজার টাকার একটি শেয়ার ক্রয় করি। ১২ বছর পর সেখান থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। এখন প্রত্যেক জুলাই মাসের পরে প্রায় ১০ হাজার টাকার মতো বোনাস দেয়। এখন আমি কোনো কৌশলে টাকা তুলতে পারছি না। তাই আমার প্রশ্ন হলো, আমি এই বোনাসের টাকাগুলো এবং ভবিষ্যতে যে টাকা পাব সে সমস্ত টাকা কোনো কাজে ব্যয় করতে পারি?

উত্তর : বাস্তবেই যদি আপনি কোম্পানির থেকে মূলধন উঠাতে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন, তাহলে সামনে আপনার করণীয় হলো উক্ত কোম্পানি থেকে মূলধনের অতিরিক্ত যত টাকা আপনার হস্তগত হবে তা সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া গরিব-মিসকিনদের দান করে দেওয়া এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে এ ধরনের কারবারে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকা। (১৮/৯৫১/৭৯৬২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٩ : والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۱۶ : الجواب-بینک کے سودی کھاتے میں رقم جمع کرانا جائز نہیں، اگر کسی نے جہالت یا غفلت سے جمع کرادی بعد میں متنبہ ہو کر اس عمل پر نادم ہوا تو اس پر واجب ہے کہ اس سے توبہ واستغفار کر کے فورا اپنی پوری رقم مع سود بینک سے نکال لے اور سود کی رقم بلانیت ثواب مساکین پر صدقہ کردے۔

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং থেকে উপার্জিত অর্থের হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমানে প্রচলিত বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত মাল্টি লেভেল ব্যবসা ও ডেসটিনি-২০০০ শরীয়ত মোতাবেক কি না? এগুলোর মধ্যে কোনো পদ্ধতি জায়েয

Scanned by CamScanner

আছে কি না? এবং এ সকল কোম্পানিতে সদস্য হওয়া যাবে কি না? যদি কেউ সদস্য হওয়ার পর টাকা আয় হয়ে থাকে তবে উক্ত টাকার হুকুম কী? বর্তমানে অনেক আলেম-উলামা এ ব্যবসায় শরীক আছেন এবং তা জায়েয বলছেন। তাঁরা দলিল দেন যে বাইয়ে সলম, মুরাবাহা, মুদারাবা যেমন জায়েয, তেমনি উল্লিখিত ব্যবসাও জায়েয। কথাগুলো কতটুকু যুক্তিসংগত?

উত্তর : বর্তমানে প্রচলিত মাল্টি লেভেল তথা নেটওয়ার্ক ব্যবসা ডেসটিনি-২০০০ ইত্যাদি ব্যবসার নামে যে সকল কোম্পানি বাংলাদেশে আছে এ কোম্পানির নীতিমালা কর্মকাণ্ডগুলোতে শরীয়ত নিষিদ্ধ অনেক জিনিস পাওয়া যায়। যেমন–এক চুক্তির মধ্যে আরেকটি চুক্তির শর্ত করা, সুদ, ধোঁকা, বিনিময়বিহীন শ্রম ও শ্রমবিহীন বিনিময়, সুদের সাদৃশ্যতা, জুয়া ইত্যাদি। যেগুলোর কারণে উল্লিখিত কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক কার্যক্রম, বিক্রয়, বিপণন পদ্ধতি শরীয়তসম্মত ব্যবসার কোনো পদ্ধতির পর্যায়ভুক্ত হয় না। তাই এ সমস্ত ব্যবসা অবৈধ। তাই কোনো মুসলমানদের জন্য এগুলোতে জড়িত হওয়া কখনো বৈধ হবে না। যদি কোনো লোক এ সকল কোম্পানিতে অংশগ্রহণ করে তাহলে তার জন্য করণীয় হলো এগুলো ত্যাগ করা এবং পূর্বের কাজের জন্য তাওবা এস্তেগফার করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা চাওয়া। আর এগুলো থেকে যে টাকা পেয়েছে তা সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া সদকা করে দেওয়া।

আমাদের জানা মতে, কোনো হক্কানি আলেম উক্ত ব্যবসার সাথে যুক্ত নন এবং যাঁরা একে বাইয়ে সলম, মুরাবাহা, মুদারাবা বলেন তাঁদের কথা ভুল। (১৩/৯০৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٠/ ١٣٥ (١٥١٣) : عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر»-

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٦/ ٣٢٤ (٣٧٨٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة»- قال أسود: قال شريك: قال سماك: " الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا "

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٦٩ : (ومنها) شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو للمشتري أو للمبيع إن كان من بني آدم كالرقيق وليس بملائم للعقد ولا مما جرى به التعامل بين الناس نحو ما إذا باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا ثم يسلمها إليه أو أرضا على أن يزرعها سنة أو دابة على أن يركبها شهرا أو ثوبا على

Scanned by CamScanner

أن يلبسه أسبوعا أو على أن يقرضه المشتري قرضا أو على أن يهب له هبة أو يزوج ابنته منه أو يبيع منه كذا ونحو ذلك أو اشترى ثوبا على أن يخيطه البائع قميصا أو حنطة على أن يطحنها أو ثمرة على أن يجذها أو ربطة قائمة على الأرض على أن يجذها أو شيئا له حمل ومؤنة على أن يحمله البائع إلى منزله ونحو ذلك؛ فالبيع في هذا كله فاسد؛ لأن زيادة منفعة مشروطة في البيع تكون ربا لأنها زيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع وهو تفسير الربا. والبيع الذي فيه الربا فاسد أو فيه شبهة الربا-

📖فيه أيضا ٤/ ١٨٩ : ومنها أن يكون العمل المستأجر له مقدور الاستيفاء من العامل بنفسه ولا يحتاج فيه إلى غيره -

📖وفيه أيضا ٥/ ١٦٣ : فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك-

এমএলএমের বৃক্ষরোপণ প্রকল্পে অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : ডেসটিনি-২০০০ লিমিটেড কোম্পানির বৃক্ষরোপণ প্রকল্পে ৫ হাজার টাকা দিয়ে সদস্য হয়ে ১৫টি চারাগাছ ডেসটিনি কোম্পানির দ্বারা কিনবে। গাছগুলো ১২ বছর পর্যন্ত কোম্পানির দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। ১২ বছর পর ওই সদস্যকে কমপক্ষে ৩০ হাজার টাকা ও উর্ধ্বে আরো বেশি টাকা দেবে। বিক্রির টাকার ৭০% দেবে এবং ৩০% ডেসটিনি কোম্পানির খরচ বাবদ নিজের কাছে রেখে দেবে। এখন এ ব্যবসার সদস্য হওয়া সদস্য হতে উদ্বুদ্ধ করা বা এ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে এ নীতিতে গাছ লাগিয়ে টাকা গ্রহণ জায়েয হবে কি না?

বিঃদ্রঃ. এখানে উল্লেখ্য যে এ প্রকল্পের আওতায় যে কেউ সদস্য হওয়ার পর যখন অন্য কাউকে সদস্য বানাবে তখন থেকে ডেসটিনি কোম্পানির লাভ বণ্টন আগের মতো হবে। যে পদ্ধতি সম্পর্কে আপনারা আগে থেকেই অবগত আছেন। যেমন–আমার আওতায় দুজন সদস্য হলো গাছ লাগানোর জন্য ডেসটিনি কোম্পারি মাধ্যমে। তারপর তারা আমার ডান হাত ও বাম হাত হিসেবে কাজ করবে। তারা সদস্য বানালে পয়েন্ট আমার ডান দিকে ও বাম দিকে চলে যাবে। এ আগের পদ্ধতিতে লাভ ডেসটিনি কোম্পনি সদস্যদের বণ্টন করবে। এটা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ডেসটিনি কোম্পানির বৃক্ষরোপণ প্রকল্প পদ্ধতি মূলত অর্থের লোভ দেখিয়ে সরলমনা মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার এক নব আবিষ্কৃত সুদি কারবার। যার

Scanned by CamScanner

মধ্যে ধোঁকা, সুদ, ইজারায়ে ফাসেদসহ অনেক কিছুই শরীয়তের নীতিমালার পরিপন্থী কার্যক্রম বিদ্যমান। অনেক অনভিজ্ঞ আলেম এদের ধোঁকা থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছে না বিধায় মুসলমানদের জন্য এসব ব্যবসায় সদস্য হওয়া ও সদস্য হতে উদ্বুদ্ধ করা অথবা এ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করা জায়েয হতে পারে না। বরং এ উপার্জন হারাম ও অবৈধ বলে বিবেচিত। (১৬/৪০২/৬৫৫৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٠/ ١٣٥ (١٥١٣) : عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» -

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٦/ ٣٢٤ (٣٧٨٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة»- قال أسود: قال شريك: قال سماك: " الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا "

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١١٥ : "ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها فالبيع فاسد"؛ لأن هذا بيع وشرط وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. ثم جملة المذهب فيه أن يقال: كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط، وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٣٩ : الفساد قد يكون لجهالة قدر العمل بأن لا يعين محل العمل وقد يكون لجهالة قدر المنفعة بأن لا يبين المدة وقد يكون لجهالة البدل وقد يكون بشرط فاسد مخالف لمقتضى العقد فالفاسد يجب فيه أجر المثل ولا يزاد على المسمى إن سمى في العقد مالا معلوما، وإن لم يسم يجب أجر المثل بالغا ما بلغ-

Scanned by CamScanner

ডেসটিনি ট্রি প্লানটেশন লিঃ-এর শরীয়তবিরোধী কিছু ধারা

প্রশ্ন : ক) বর্তমানে ডেসটিনি ট্রি প্লানটেশন লিঃ কাস্টমার থেকে ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ১৫টি গাছ দেবে। তা ১২ বছর পর বিক্রি করে দেবে। এ ধরনের ব্যবসা জায়েয আছে কি না?

খ) সংযুক্ত শর্তসমূহের তালিকায় ১১ নং শর্ত যে আনুমানিক শব্দ যোগ করে দাম ঠিক করেছে তা কি শরীয়ত মোতাবেক হয়েছে?

গ) সংযুক্ত শর্তসমূহের ১৪ নং শর্তে ১২ বছর পর এর ভেতর অগ্নিকাণ্ড বা দাহ্যজনিত কারণে ক্ষতির বিপরীতে বীমাকৃত থাকবে বলছে। এ ধরনের বীমা জায়েয আছে কি না?

ঘ) গাছ রক্ষণাবেক্ষণকারীর বেতন-ভাতা কোম্পানির, না কাস্টমারের–এ ব্যাপারে শরীয়তে নীতিমালা কী?

ঙ) বর্তমানে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং সিস্টেম জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয হয় তার জন্য কোনো শর্ত আছে কি না?

চ) কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করা বৈধ কি না?

উত্তর : ক) বিক্রীত গাছ সুনির্দিষ্ট নয় এবং ১২ বছর পর কত বড় হবে তাও অজানা বিধায় শরীয়তে নিষিদ্ধ তথা ধোঁকা পাওয়া যাওয়ার কারণে কোম্পানির এ ধরনের ব্যবসা বৈধ নয়।

খ) ১২ বছর পর গাছের দাম বাস্তব মূল্য অনুমান করে নির্ধারণ করা দামের থেকে বেশি হবে না কম হবে, তা অজানা। অতএব আনুমানিক হিসাবে দাম ঠিক করাটা শরীয়তসম্মত নয়।

গ) অগ্নিকাণ্ড এবং দাহ্যজনিত কারণে সংঘটিত ক্ষতির বিপরীতে বর্তমানে প্রচলিত বীমা শরয়ী বিধান মতে বৈধ নয়।

ঘ) প্রশ্নে বর্ণিত মাল্টি লেভেল মার্কেটিং সিস্টেম বৈধ নয়। কেননা ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক বহু নিষিদ্ধ কারণ এতে বিদ্যমান। যেমন–এক চুক্তির ভেতর আরেক চুক্তিকে শর্ত করা, ধোঁকা, সুদের দৃঢ় সন্দেহ ও সাদৃশ্যতা, শ্রমবিহীন বিনিময় এবং বিনিময়বিহীন শ্রম অন্যতম। এ ছাড়া আরো বহু কারণে উক্ত কারবার বর্জনীয়।

চ) কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করা বৈধ। তবে ডেসটিনির এজাতীয় অন্যান্য কোম্পানিরডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে কাজ করা বৈধ নয়। (১৬/৪১০/৬৫৭০)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣٤٦ (١٢٣١) : عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» -

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٦/ ٣٢٤ (٣٧٨٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله

Scanned by CamScanner

عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة» قال أسود: قال شريك: قال سماك: " الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا " -

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٤٥- ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل، وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد أشباه

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٠٣ : وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص.

📖 فتح القدير (دار الفكر) ٦/ ٤٤٦ : قال (وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا أو دارا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية) ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع وسلف؛ ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع، ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع. «وقد نهى النبي - عليه الصلاة والسلام - عن صفقتين في صفقة»

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹ / ۳۰۶ : کمیشن پر چندہ ناجائز ہے یہ اجارہ فاسدہ ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اجارہ میں اجرت متعین ہونا ضروری ہے اور مذکورہ صورت میں اجرت مجہول ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اجرت عمل اجیر سے حاصل ہوتی ہو تو بجائے خود یہ ناجائز ہے اور یہ صورت قفیز الطحان میں داخل ہے جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔

ডেসটিনির সদস্য সংগ্রহ করে টাকা উপার্জন করা

প্রশ্ন : ডেসটিনির গ্রাহক হয়ে অতিরিক্ত সদস্য সংগ্রহের টাকা নেওয়া যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ডেসটিনির গ্রাহক হওয়া বা গ্রাহক হয়ে অতিরিক্ত সদস্য সংগ্রহের টাকা গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত নয়। (১৩/৬৩/৫১৩৬)

📖سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣٤٦ (١٢٣١) : عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» .

📖مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٦/ ٣٢٤ (٣٧٨٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة» قال أسود: قال شريك: قال سماك: " الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا " .

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٠/ ١٣٥ (١٥١٣) : عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» .

📖أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٤/ ١٢٧ : وحقيقته تمليك المال على المخاطرة وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار، كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا علقت على الأخطار .

📖قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ١/ ٣٩٩ : الغرر في البيع ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا التعريض للهلكة.

📖رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥ : أن الإجارة بلا عوض لا تنعقد إعارة. قال في البزازية: لو قال آجرتك منافعها سنة بلا عوض تكون إجارة فاسدة لا عارية اهـ .

Scanned by CamScanner

নেট স্টার কোম্পানির কার্যক্রম ও শরয়ী বিধান

প্রশ্ন :

নেট স্টার কোম্পানি বাংলাদেশ

ডায়ানামিক স্পনসারিং প্ল্যান :

আপনি ২০০টা পণ্য ক্রয় করে প্রেফেয়াড করে ডিস্ট্রিবিউটর এবং ৪০০টা পণ্য ক্রয় করে অ্যাডভান্স ডিস্ট্রিবিউটর নিযুক্ত হবেন। প্রেফেয়াড ডিস্ট্রিবিউটর হওয়ার পর আপনার মাধ্যমে সরাসরি পণ্য ক্রয় করলে তিনিও ডিস্ট্রিবিউটর নিযুক্ত হবেন। তিনি হবেন আপনার প্রথম গ্রেড বা (জি ১)। সে বিক্রির বিপরীতে আপনি বিক্রীত পণ্যের ১০% এভাবে প্রতিটি সরাসরি পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আপনি ১০% করে পাবেন। পরবর্তীতে আপনার পৃথক গ্রেডে থাকা বন্ধুটি যখন কোনো পণ্য কারো নিকট বিক্রয় করবে সে ক্ষেত্রে তিনি হবেন আপনার বন্ধুর প্রথম গ্রেড এবং আপনার দ্বিতীয় গ্রেড। সেই বিক্রির ক্ষেত্রে আপনার প্রথম গ্রেডের বন্ধুটি পাবেন ১০%, আপনি পাবেন ৫%। পরবর্তীতে দ্বিতীয় গ্রেডের বন্ধুটি কারো নিকট কোনো পণ্য বিক্রয় করলে সেখান থেকে আপনি কোনো লাভ পাবেন না। কিন্তু অ্যাডভান্স ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে আপনি প্রথম গ্রেড, দ্বিতীয় গ্রেড এবং তৃতীয় গ্রেড প্রতি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবেন ১০% এবং আপনার টোটাল কার্যক্রমটি হবে আপনার নেট।

মেইন প্লেসমেন্ট প্ল্যান :

আপন নেটে আপনার নিচে যখন সর্বমোট ২০০০টা পণ্য বিক্রয় হবে, তখন আপনি কোম্পানির বোনাস পদ্ধতির মেইন প্লেসমেন্ট প্ল্যানে অ্যাম্বাসাডর নিযুক্ত হবেন। অ্যাম্বাসাডর হওয়ার পর আপনার নিচে যদি একজন কোয়ালিফাইড অ্যাম্বাসাডর থাকে আপনি বোনাস পদ্ধতির ব্রাঞ্চ অ্যাম্বাসাডর নিযুক্ত হবেন। আপনার নিচের অ্যাম্বাসাডরের নিচে নির্দিষ্ট মাসে কমপক্ষে ২০০০টা পণ্য বিক্রয় হলে আপনি পাবেন এ বিক্রির বিপরীতে ৬%। পরবর্তীতে আপনার নিচে যদি কোনো অ্যাম্বাসাডর নিযুক্ত হয় তবে তার নেট থেকে আপনি কোনো বেনিফিট পাবেন না। তবে আপনার নিচে আরো অ্যাম্বাসাডর আপনি নিযুক্ত করতে পারবেন।

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং :

এ পদ্ধতিতে একটি পণ্য ফ্যাক্টরি থেকে সরাসরি কাস্টমারের হাতে আসে এবং বাজারমূল্যে বিক্রয় করা হয়ে এবং তা বিক্রয় করা হয় ক্রেতার সহযোগিতার যৌথ প্রচেষ্টায় টিমওয়ার্কের মাধ্যমে। মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের জন্য যে টাকা খরচ হতো তা সেভ করে কোম্পানির নির্দিষ্ট প্ল্যান বা ছক অনুযায়ী তথা ডিস্টিবিউটরদের মাঝে বণ্টন করা হয়। ইসলামী দৃষ্টিতে এ কার্যক্রম কতটা সঠিক?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত নেট স্টার কোম্পানির যে কার্যক্রম আমাদের কাছে পেশ করা হয়েছে এতে শরীয়তবহির্ভূত অনেক কারণ রয়েছে। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে একে বৈধ বলা যায় না। সে সকল কারণের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো :

ক. ধোঁকা, হওয়া বা না হওয়ার অনিশ্চয়তার নামই হলো ধোঁকা। এ কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে একজন সদস্য যে বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এমএলএম কোম্পানির সাথে যুক্ত হয় তাহলে। ডাউন লেভেল থেকে কমিশন পেতে থাকা। অথচ ডাউন লেভেলে নেট সম্প্রসারণের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এবং পরনির্ভরশীল। নিম্নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নেট অগ্রসর না করলে লোকটি কমিশন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। অতএব বলা যেতে পারে যে এর প্রকাশ্য রূপ ক্রেতাকে ধোঁকায় ফেলে। (১৬/১৪১/৬৪২৫)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٠/ ١٣٥ (١٥١٣) : عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٦٣ : فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك-

খ. এক চুক্তির সাথে আরেক চুক্তিকে শর্ত করা। আপনার কোম্পানি ডি, এস, পি, অনুযায়ী দেখা যায় প্রেফেয়াড ডিষ্ট্রিবিউটর এবং এডভান্স ডিষ্ট্রিবিউটর নিযুক্ত হওয়ার জন্য ২০০ টা ও ৪০০ টা পণ্য ক্রয় করতে হয়, অর্থাৎ পরিবেশক হওয়ার জন্য পণ্য ক্রয়কে শর্ত করা হয়েছে। এ দুটি দুই ধরনের চুক্তি, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣٤٦ (١٢٣١) : عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» -

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٦/ ٣٢٤ (٣٧٨٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة» قال أسود: قال شريك: قال سماك: " الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا " -

গ. সুদের সাদৃশ্য। আপনার কোম্পানি থেকে পণ্য কিনে পরিবেশক হওয়ার ফলে পরবর্তীতে এমপিডি অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে কমিশন লাভের যে ব্যবস্থা রয়েছে, তাই মূলত কোম্পানির পণ্য কিনতে একজন সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শুধু পণ্য ক্রয়ের জন্য কোম্পানিকে টাকা দিচ্ছে না বরং আসল চাওয়া পাওয়া হচ্ছে ওই

Scanned by CamScanner

সকল কমিশন ও বোনাস। আর স্বভাবতই তা লোকটির দেওয়া টাকা থেকে অনেক গুণ বেশি, যা পরিষ্কারভাবে সুদের সন্দেহ সৃষ্টি করে।

📖مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ١/ ٣٦١ (٢٤٦) : عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر: إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها، فدعوا الربا والريبة.

ঘ. শ্রমহীন বিনিময়। আপনার কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী গ্রেড ওয়ান বা গ্রেড টু যদি কোনো পণ্য বিক্রি করে প্রথম ব্যক্তি পরিবেশক হওয়ার সুবাদে কমিশন পেয়ে থাকে। অথচ সে এই পণ্য বিক্রয় করেনি, বরং গ্রেড ওয়ান বা গ্রেড টু মূলত এগুলো বিক্রয় করেছে এবং এর ওপর তারা কমিশনও লাভ করেছে। এভাবে প্রত্যেক ডাউন লেভেলের বিক্রয় থেকে বিক্রেতার সাথে সাথে আপ লেভেলের লোকেরাও কমিশন পেয়ে থাকে। কাজেই এখানে পরিষ্কারভাবে শ্রমবিহীন বিনিময় পরিলক্ষিত হচ্ছে।

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ /٣٤ : (ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه) كقتال وحمال ودلال وملاح.

📖قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ٥٧ : ٢٥ - قاعدة استحقاق الأجرة بعمل لا بمجرد قول (سير).

ঙ. বিনিময়বিহীন শ্রম : আপনার কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী পরিবেশকের জোগাড় করা ক্রেতা যদি ২০০টার কম মাল খরিদ করে তাহলে সে সামান্য কমিশনও পাবে না। তদ্রূপ এমপিপি অনুযায়ী একজন অ্যাম্বাসাডর মাসে ২০০০ টাকার কম পণ্য বিক্রয় করলেও সে কমিশন পায় না, যা থেকে বিনিময়বিহীন শ্রমের উপস্থিতি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

📖سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ١٢٣ (٢٢٧٠) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ".

Scanned by CamScanner

📖أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٣/ ١٢٧ : قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال أبو بكر قد انتظم هذا العموم النهى عن أكل مال الغير ومال نفسه كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قد اقتضى النهي عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نهي لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان أحدهما ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض -

উল্লেখ্য, মাসিক বোনাস পাওয়ার জন্য ২০০টা পণ্য ক্রয় বা বিক্রয়ের যে শর্ত করা হয়েছে তাতে ২টি সমস্যা রয়েছে :

১. বোনাস আসার জন্য ক্রয় সুদের সন্দেহের অন্তর্ভুক্ত।
২. ২০০টা পণ্য বিক্রয় করে ১০% কমিশনের সাথে সাথে এমপিপি অনুযায়ী অতিরিক্ত কমিশন ভোগ করা শ্রমবিহীন বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত, যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে এসেছে।

মোটকথা, এমএলএম মূলত ইসলামী ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক একটি পদ্ধতি। মৌলিকভাবে পরিবর্তন আনা ছাড়া এটিকে বৈধ বলার কোনো অবকাশ নেই।

আপনার বক্তব্য অনুযায়ী, এমএলএম পদ্ধতিতে মধ্যস্থতাভোগীদের অংশটি সেভ করে ক্রেতাদের মাঝে বণ্টন করা হয়। এককথায় ক্রেতা নিজেই সেই অংশটি ভোগ করে। ফলে অনেক কম মূল্যে পণ্য অর্জন করতে পারে।

আপনার দাবি অনুযায়ী, ২০০০ বা ২৫০০ টাকার পণ্য ১০০০ টাকায় কাস্টমারের হতে আসে। বাস্তবেই যদি এর উদ্দেশ্য তা-ই হয়ে থাকে তাহলে তো এত সব প্ল্যানের আর দরকার হয় না। গুণগত মানের দিক দিয়ে এই পণ্য যদি এমএলএম কোম্পানি বাজার দর থেকে অর্ধেক মূল্যে ফ্যাক্টরি থেকে সরাসরি কাস্টমারের হাতে পৌঁছাতে পারে তাহলেই তো ঘটনা চুকে যায়। এতে সহজেই মার্কেট তাদের দখলে আসবে। কোনো ধরনের এমপিপি বা বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হবে না এবং শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেও এ ধরনের কোম্পানি বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

Scanned by CamScanner

باب المؤسسات المالية

পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান

সমিতির ঋণদান পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমরা একটি সমবায় সমিতি পরিচালনা করতে গিয়ে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হই :

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সমিতি কোন কোন পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান ও গ্রহণ করতে পারে?
২. শরীয়া হিসাবের পাশাপাশি সম্পূর্ণ আলাদা হিসাব পরিচালনা করা যাবে কি না?
৩. সমিতি যেকোনো ক্ষেত্রে ক্যাশ টাকা ঋণ দিয়ে মুনাফা নিতে পারবে কি না?
৪. সমিতির আর্থিক ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারি ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সুদের বিনিময়ে ঋণ নিতে পারবে কি না?
৫. ঋণখেলাপি বা মাসিক কিস্তি অনাদায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সমিতির পক্ষ থেকে জরিমানার সুযোগ আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কর্জের বিনিময়ে কোনো প্রকার উপকৃত হওয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা হারাম। তাই প্রশ্নে লিখিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সমিতি যেসব পন্থায় কর্জ দিলে সুদ বা সুদের আশঙ্কা থাকে সেসব পন্থা ছাড়া অন্য সব পন্থা অবলম্বন করতে পারে। যথা–কর্জে হাসানা হিসেবে ঋণ প্রদান ও গ্রহণ করতে পারবে। হ্যাঁ, অর্থ বিনিয়োগ করে মুদারাবা, মুশারাকা বা মুরাবাহার পন্থায় লাভ গ্রহণ করতে পারবে।

তবে সমিতি কোনো ক্ষেত্রেই ক্যাশ টাকা ঋণ দিয়ে মুনাফা নিতে পারবে না।

আর কোনো অবস্থাতেই সরকারি ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সুদের বিনিময়ে ঋণ নিতে পারবে না, তা হারাম। উল্লেখ্য, সমিতির অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের পাশাপাশি শরীয়াভিত্তিক হিসাব পরিচালনায় কোনো আপত্তি নেই তবে তা সম্পূর্ণ শরীয়াভিত্তিক করা সমিতির প্রধান দায়িত্ব।

ঋণখেলাপি বা মাসিক কিস্তি অনাদায়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সমিতির পক্ষ থেকে অর্থ জরিমানা করা নির্ভরযোগ্য মতানুসারে অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। বিশেষ অপারগতায় ঋণগ্রহীতা থেকে কিস্তি অনাদায়ে পথ বন্ধ করার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে যে চুক্তির সময় ফরমে এ মর্মে স্বীকৃতি আদায় করা যে সময়মতো আদায় না করলে সমিতি কর্তৃক সদকা ফান্ডে নির্ধারিত অর্থ জমা দিতে বাধ্য থাকবে। অতঃপর সে অর্থ সম্পূর্ণ সদকা তহবিলে খরচ করতে হবে। সমিতির আয়ের ফান্ডে কোনো অবস্থাতেই জমা করা যাবে না। উল্লেখ্য, ইহা কোনো অর্থ জরিমানা নয় বরং গ্রাহকের দান-

Scanned by CamScanner

খয়রাতে অর্থ ব্যয়ের পন্থা মাত্র, যা শরীয়তসম্মত বলে অভিজ্ঞ উলামাগণ ফাতওয়া দিয়েছেন। (১২/৯১৯/৫১০৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٤٤٨ (٣٣٣٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله وشاهده وكاتبه» -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧ /٣٩٥ : (وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحا، أو أقرضه وشرط شرطا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قرض جر نفعا»؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا، وعن شبهة الربا واجب -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ١٦٦ : وفي الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو بأن يقرض على أن يكتب به إلى بلد كذا ليوفي دينه. وفي الأشباه كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ١٦٧ : وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز كذا في فتح القدير. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنده مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي كذا في البحر الرائق.

Scanned by CamScanner

সমিতির বিনিয়োগ পদ্ধতি

প্রশ্ন : কারীমিয়া ইসলামী সোসাইটির পক্ষ থেকে এ প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ও ঋণদান পদ্ধতিসমূহ শরীয়তসম্মত কি না তা যাচাইয়ের জন্য আপনার সমীপে উল্লেখ করা হলো :

প্রথম পদ্ধতি : কোনো গ্রাহক ঋণের আবেদন করলে বা ঋণ নিতে চাইলে তাকে নগদ অর্থ না দিয়ে ঋণগ্রহীতার ইচ্ছাধীন সোসাইটির পক্ষ থেকে মালামাল ক্রয় করে সোসাইটির জিম্মায় আনা হয়। যেমন–ধান, চাল, সেলাই মেশিন ইত্যাদি। অতঃপর ঋণ গ্রাহকের কাছে এক বছর বা দুই বছর মেয়াদি মাসিক কিস্তির মাধ্যমে বাকিতে কিছু বেশি মূল্যে বিক্রি করা হয়। যেমন : সফিক সাহেব সোসাইটির কাছে পাঁচ হাজার টাকা ঋণের আবেদন করায় তাকে নগদ অর্থ না দিয়ে তার ইচ্ছানুযায়ী সোসাইটির পক্ষ থেকে ৫০০০ টাকার চাল ক্রয় করে সোসাইটির জিম্মায় এনে সফিক সাহেবের কাছে উক্ত পাঁচ হাজার টাকার চাল এক বছর মেয়াদি ১২ কিস্তিতে আদায়ের শর্তে ছয় হাজার টাকায় তার কাছে বিক্রি করা হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : সোসাইটির নামে জমি ক্রয় করে উক্ত জমি মাটি ভরাট করে উচ্চ হারে বিক্রি করা হয়। অথবা মার্কেট নির্মাণ করে দোকান ভাড়া দেওয়া হয়।

তৃতীয় পদ্ধতি : সোসাইটির পক্ষ থেকে জমি ক্রয় করে উক্ত জমি মাটি ভরাট করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে এক বছর বা দুই বছর মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করার শর্তে বাকিতে বিক্রি করা হয়। যেমন– আঃ রহীম সাহেবের কাছ থেকে ২০ শতাংশ সোসাইটি ১০ হাজার টাকা শতাংশ হিসেবে দুই লক্ষ টাকায় ক্রয় করে। ১ বছর মেয়াদি ১২ কিস্তিতে আদায়ের শর্তে প্রতি শতাংশ ২০ হাজার টাকা দরে গ্রাহকের কাছে বাকি টাকায় বিক্রি করা হয়।

চতুর্থ পদ্ধতি : সোসাইটির পক্ষ হতে কৃষি পণ্য বা শিল্পজাত দ্রব্য অগ্রিম ক্রয় করা হয়। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোসাইটি কর্তৃপক্ষ ২০০ টাকা মণ দরে ২০ মণ ধান নগদ ৪০০০ টাকায় ক্রয় করে এ শর্তে প্রদান করা হয় যে আঃ মালেক সাহেব তিন মাস পর, অর্থাৎ ভাদ্র মাসের ১৫ তাং ভালোমানের আউশ (বোরো) ধান সোসাইটিকে প্রদান করবে।

পঞ্চম পদ্ধতি : সোসাইটি বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য অংশীদারির ভিত্তিতে মূলধন জোগায়। চুক্তিতে লিখিত হার অনুযায়ী লাভ পাওয়া যায়। যেমন–আঃ করীমের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে দুই লক্ষ টাকার মূলধন সোসাইটির পক্ষ থেকে বিনিয়োগ করা হয় এ শর্তে যে লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে লভ্যাংশ থেকে শতকরা ২৫% সোসাইটিকে প্রদান করবে। কিন্তু বর্তমানে আঃ করীম সাহেব প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা সোসাইটিকে প্রদান করছেন। বছর শেষে লাভ-ক্ষতির হিসাব করে বাকি টাকা প্রদান করবেন।

উত্তর : কারীমিয়া ইসলামী সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রশ্নপত্রে বিনিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি পেশ করা হয়েছে। পদ্ধতিগুলো আমলের ক্ষেত্রে এবং বাস্তবতার বেলায় তা-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত পদ্ধতিগুলো শরীয়তসম্মত হবে। (১২/২১৮)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١٣٤/٥ : (وشرط صحتهما كون العوض مثليا أو) قيميا (مملوكا للمشتري و) كون (الربح شيئا معلوما) ولو قيميا مشارا إليه كهذا الثوب لانتفاء الجهالة حتى لو باعه بربح ده يازده أي العشرة بأحد عشر لم يجز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس فيخير شرح مجمع للعيني.

📖 فيه أيضا ٢١٤/٥ : (وشرطه) أي شروط صحته التي تذكر في العقد سبعة (بيان جنس) كبر أو تمر (و) بيان (نوع) كمسقي أو بعلي (وصفة) كجيد أو رديء (وقدر) ككذا كيلا لا ينقبض ولا ينبسط (وأجل وأقله) في السلم (شهر) به يفتى.

📖 وفيه أيضا ٥/ ٢١٦ : (و) بقي من الشروط (قبض رأس المال) ولو عينا (قبل الافتراق).

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۳۷۴ : اجل کی وجہ سے ثمن زیادہ کرنا فی نفسہ جائز ہے مگر اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ بائع یوں کہے کہ اس چیز کی قیمت نقد ادا کی جائے تو ثمن یہ ہے اور ادھار ادا کی جائے تو ثمن یہ ہے اور مجلس عقد میں اس کا نقد یا نسیئہ ہونا معلوم نہ ہو تو یہ بیع فاسد ہے، ایک صورت یہ ہے کہ بائع اول مشتری سے دریافت کرے کہ تو قیمت نقد دیگا یا ادھار اگر وہ کہے کہ نقد ادا کردوں گا تو اس سے کم قیمت بتائے اور اگر کہے کہ میں ادھار لینا چاہتا ہوں تو اس سے قیمت زیادہ بتائے تو یہ صورت جائز ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

📖 فیہ ایضا ۳ / ۴۱۳ : الجواب- ادھار لینے کی وجہ سے زیادہ داموں میں گیہوں وغیرہ کا فروخت کرنا سود نہیں، سود وہ زیادتی ہے جو اجل کے مقابلے میں ہو اور اس صورت میں اجل کے مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ اجل کا اس طرح ہوتا ہے کہ مثلاً ہر ماہ یا ہر سال کے عوض میں اتنی زیادتی ہوتی رہے گی اور یہاں یہ بات نہیں بلکہ اگر وہ خریدار مدت معینہ سے پیشتر ادا کرے تب بھی اتنی ہی رقم دیگا اور مدت معینہ یا اس سے گذر جانے کے بعد ادا کرے گا، تب بھی وہی رقم ادا کرے گا۔

প্রধান কার্যালয় এবং শাখাসমূহের পরস্পরের ঋণ মুনাফার লেনদেন

প্রশ্ন : এহসান সোসাইটি বাংলাদেশের জেলা ও থানা পর্যায়ে ১৫০টির মতো শাখা আছে। সংস্থার নীতি হলো :

Scanned by CamScanner

১. এলাকার সদস্য, এলাকার কর্মী, এলাকার অর্থ, এলাকার বিনিয়োগ, এলাকার আয় এলাকার সদস্যদের মধ্যে বণ্টন হবে।
২. প্রধান কার্যালয় শাখার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন–ব্যবস্থাপক নিয়ন্ত্রণ, নিয়োগ, বদলি, হিসাব ও নিরীক্ষা, পলিসি প্রদান, সর্বপ্রকার স্টেশনারি সরবারহ ইত্যাদি।
৩. শাখার সমন্বয়কারী, ব্যবস্থাপক, কর্মী প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নিয়োগ প্রদান।
৪. প্রধান কার্যালয় বেতন, বোনাস, উৎসাহ বোনাস, পুরস্কার প্রদান ইত্যাদিও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
৫. প্রতিটি শাখা হতে প্রধান কার্যালয় পরিচালনার জন্য সঞ্চয়ের ৩% গ্রহণ করে থাকে। এককথায় প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে। তাদের কোনো স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়নি।

এমতাবস্থায় প্রশ্ন হলো, শাখা অফিস তার অলস অর্থ এলাকায় বিনিয়োগ করলে আশানুরূপ লাভবান হবে না অথবা অর্থের পরিমাণ কম থাকায় বিনিয়োগ করতে পারছে না। অথচ প্রধান কার্যালয় তাদেরকে আয় সৃষ্টি করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে চলেছে, সাথে সাথে প্রধান কার্যালয় বিশেষ আয় খাতে বিনিয়োগ করার দিকনির্দেশনা, পরামর্শ ও প্রধান কার্যালয়ের সাথে বিনিয়োগের সুযোগ দিয়ে থাকে। অতএব তারা প্রধান কার্যালয়ের বিনিয়োগ খাতে বিনিয়োগ করতে চায় এবং প্রধান কার্যালয় লাখে প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা হারে শাখাকে প্রদান করতে চায়, যা প্রকৃত অর্থে নির্ধারিত অংক, বিনিয়োগ মুনাফা নয়। এর কারণ হলো, প্রধান কার্যালয় সংস্থার শাখাকে পৃথক কোনো প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে না, বাস্তবতাও তাই এবং শাখার অর্থ একই হিসাবভুক্ত অর্থ, পৃথক কিছু নয়।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত এক নং নীতিটি শাখার ব্যবস্থাপক, সমন্বয়কারী, কর্মকর্তাবৃন্দকে সক্রিয় ও সজাগ রাখার জন্য দেওয়া হয়েছিল। যা মূলত শাখাকে পৃথক কিছু বোঝানোর জন্য ছিল না। ইহা আয় সৃষ্টির একটি পলিসি হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় শাখাকে নির্ধারিত ২৫০০ টাকা প্রদান মূলত শাখাকে ভর্তুকি বা সহযোগিতা হিসাবে দেওয়া হবে। সুতরাং এ ধরনের ভর্তুকি বা সহযোগিতা সুদি লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত কি না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, অনেক সময় এক শাখা তারল্য সংকটের কারণে অন্য শাখা থেকে কর্জ গ্রহণ করে থাকে সে ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি প্রয়োজন হয়। আবেদনের মধ্যে উভয় শাখার লেনদেনের সম্মতি প্রধান কার্যালয় ভালো-মন্দ বিবেচনা করে অনুমতি দিলে অ্যাডভাইজের মাধ্যমে কর্জ লেনদেন করে। উল্লেখ্য, প্রতিটি শাখার হিসাব ভিন্ন ভিন্ন, শাখার আয় শাখায় জমা হয়, শাখার মুনাফা শাখার সদস্যদের মধ্যে বণ্টন হয়। প্রধান কার্যালয় শাখাসমূহের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, এক শাখা অন্য শাখাকে দেওয়া অর্থের ওপর মুনাফা গ্রহণ ও প্রদান করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী হবে? আর যদি বৈধ না হয় তবে বিনিয়োগ হিসাবে প্রদান করার

Scanned by CamScanner

কী পদ্ধতি হতে পারে এবং মুনাফা গ্রহণ করার সুযোগ হবে কী? শরীয়তের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : লেনদেনের চুক্তির ক্ষেত্রে অর্থগত দিক লক্ষ রাখা হয়, শুধুমাত্র শব্দের দিক ধর্তব্য হয় না। তাই প্রশ্নে এহসান সোসাইটির বর্ণিত নীতিমালা ও প্রধান কার্যালয় এবং শাখাসমূহের পরস্পর লেনদেনের পদ্ধতি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে প্রতিটার বিনিয়োগ ও হিসাব ভিন্ন ভিন্ন। অতএব তার প্রধান কার্যালয় ও শাখাসমূহের মধ্যকার টাকার লেননের কর্জ বা ঋণের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর নিয়ম হলো, কর্জ দিয়ে শর্ত করে মূল ঋণের অতিরিক্ত কিছু দেওয়া গ্রহণ করা সুদ ও হারাম। তাই প্রধান কার্যালয়ে শাখা থেকে গৃহীত টাকার লাখে প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা শাখাকে প্রদান করা এবং অনুরূপভাবে এক শাখা থেকে অন্য শাখাকে দেওয়া অর্থের ওপর মুনাফা গ্রহণ করাও সুদ হবে। তবে লভ্যাংশের হার নির্ধারণপূর্বক ব্যবসার জন্য মুদারাবা চুক্তির ভিত্তিতে টাকা বিনিয়োগ করে মুনাফা গ্রহণ করা যেতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে মুদারাবার সকল শর্ত প্রয়োগ করতে হবে। (১৮/২১০/৭৫১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/١٦٦ : (قوله ليس له) أي ليس للمقرض أن يطلب منه أي من القابض إلا حصته من القرض-

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٣/ ١٣٠ : قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط-

সোসাইটির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বিনিয়োগ ও সদকা ফান্ড

প্রশ্ন : ক. আমরা একটি সোসাইটি গঠন করেছি, যা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ। সোসাইটির টাকা-পয়সা হেফাজত করার জন্য আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। প্রশ্ন হলো, আমার সঞ্চয়ী হিসাব খুলব, নাকি চলতি হিসাব খুলব? যদিও আমরা যেকোনো ইসলামী ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলব তার পরও তাদের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবে কিছু লাভ জমা হবে এবং কিছু টাকাও ওখান থেকে ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ এবং সরকার কেটে নেবে। অন্যদিকে আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাবে কোনো প্রকার লাভ তো জমা হবেই না, আরো জমাকৃত টাকা থেকে ১২০ থেকে শুরু করে জমাকৃত টাকা এক লাখ থেকে বেশি সঞ্চয় হলে বছরে ৫০০ পর্যন্ত কেটে নেবে। এতে দেখা যায়, আমাদের আসল টাকা কমে যাবে। আর সঞ্চয়ী হিসাব থেকেও টাকা কেটে নিলে লাভ জমা হওয়ার কারণে মূল টাকা কমবে না। আমরা চাচ্ছি, লাভ ও কর্তনকৃত টাকা ব্যালেন্স করে আমাদের মূল টাকা রেখে বাকি উদ্বৃত্ত টাকাও সুদের

Scanned by CamScanner

টাকার মতো খরচ করব। এতে সদস্যদের জমাকৃত টাকা হেফাজত থাকল, যা আমাদের নিকট আমানত।

খ. আমাদের সোসাইটির মাধ্যমে ক্ষুদ্র আকারে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ আছে। আমরা সদস্যদের মধ্যে গৃহসামগ্রী থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করব লাভের ভিত্তিতে। গৃহসামগ্রীর আওতায় আমরা মহিলাদের জন্য স্বর্ণালংকার পণ্য হিসেবে লাভের ভিত্তিতে সরবরাহ করতে চাই। যেমন–আমরা ১০০০০ টাকার স্বর্ণালংকার ক্রয় করে সদস্যদের ২০ পার্সেন্ট লাভের বিনিময়ে সর্বমোট ১২০০০ টাকায় বিক্রি করতে চাই। এ টাকা প্রতি মাসে ১০০০ করে ১২ মাসে ১২০০০ টাকা সোসাইটিকে পরিশোধ করবে। এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের এ পদ্ধতি ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় তবে কোন পদ্ধতিতে স্বর্ণালংকার সরবরাহ করলে সোসাইটির জন্য লাভজনক হবে, জানতে আগ্রহী।

গ. সোসাইটির আয় থেকে বেহেস্তি জেওরের বর্ণিত তরিকায় ৩ ভাগ করে ১ ভাগ আমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে চাই, যা আমাদের সংঘ বিধি ও গঠনতন্ত্রে আমরা উল্লেখ করেছি। প্রশ্ন হলো, এতে সোসাইটির সকল সদস্য সদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব পাবে কি না?

উত্তর : সুদমুক্ত ব্যাংকে সোসাইটির সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে আপত্তি নেই। এতে যে মুনাফা পাওয়া যায় তা সদস্যদের বৈধ আয়ের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তারা নিজেরাও ব্যবহার করতে পারেন, অথবা দান-সদকাও করতে পারেন। (৯/৯৭২/২৭৯২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ /٢٨٧ : ولو شرط للمضارب ربح نصف المال أو ربح ثلث المال كانت المضاربة جائزة ولو شرط لأحدهما ربح مائة درهم لا بعينها من رأس المال جاز ولو شرط لأحدهما ربح هذه المائة بعينها أو ربح هذا النصف بعينه من المال فسدت وإذا اشترط لأحدهما نصف الربح إلا عشرة دراهم أو ثلث الربح إلا خمسة دراهم فسدت المضاربة كذا في المحيط. (ومنها) أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا، نصفا أو ثلثا أو ربعا، فإن شرطا عددا مقدرا بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز، والمضاربة فاسدة؛ لأن المضاربة نوع من الشركة، وهي الشركة في الربح.

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامی پبلشرز) ۳/ ۴۰ : لیکن اسلامی بینکوں کے 'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں جو رقم رکھوائی جاتی ہے اس کا حکم عام بینکوں کے

Scanned by CamScanner

'فکس ڈیپازٹ' اور 'سیونگ اکاؤنٹ' میں رکھی جانے والی رقم سے مختلف ہے، اگرچہ عام بینکوں کے ان اکاؤنٹس میں رکھوائی جانے والی رقوم قرض ہوتی ہیں جو سودی منافع کی بنیاد پر بینک میں رکھوائی جاتی ہیں، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، لیکن اسلامی بینک سودی منافع کی بنیاد پر کام نہیں کرتے، بلکہ اسلامی بینک ان رقوم کو ان کے مالکان سے شرکت کی بنیاد پر لیتے ہیں کہ اگر منافع ہوگا تو وہ بینک کے ساتھ منافع میں شریک ہوں گے، لہذا یہ رقم اسلامی بینکوں میں قرض نہیں ہوتی بلکہ عقد مضاربت کا رأس المال ہوتی ہے اور رقم رکھوانے والا شخص بینک کے منافع میں ایک متناسب حصہ کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اگر نقصان ہو جائے تو اس وقت نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے اور وہ رقم بینک پر مضمون نہیں ہوتی۔

খ, প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী কিস্তিতে স্বর্ণের ব্যবসায় যেকোনো একটি যথা–স্বর্ণ বা টাকা নগদ হওয়ার শর্তে লেনদেনের বৈধতার ব্যাপারে বর্তমান মুফতিয়ানে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গিতে মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে প্রচলিত মুদ্রা ও স্বর্ণের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখিয়ে এ লেনদেনকে বৈধ বলে থাকলেও অনেকেই বাস্তব ক্ষেত্রে এ দুটির মধ্যে এর বিক্রয়ের মাধ্যম হিসেবে কোনো পার্থক্য না থাকায় এবং সুদি লেনদেনের রাস্তা রুদ্ধ করার লক্ষ্যে এ লেনদেনকে অবৈধ বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। আমাদের নিকট অবৈধ হওয়ার ফাতওয়াটি বেশি গ্রহণযোগ্য।

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١٦٥ : كان اختلاف الفقهاء هذا في زمن يسود فيه الذهب والفضة كعيار للأثمان، وتتداول فيه النقود الذهبية والفضية بكل حرية، ولا تستعمل الفلوس إلا في مبادلات بسيطة. وأما الآن فقد فقدت النقود المعدنية من الذهب والفضة، ولا يوجد اليوم منها شيء في العالم كله، واحتلت النقود الرمزية محلها في سائر المعاملات كما بينا في بداية هذه المقالة.

📖 فيه أيضا ١/ ١٦٩ : ثم إن هذه الأوراق النقدية، وإن كان لا يجوز فيها التفاضل، ولكن بيعها ليس بصرف، فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، نعم يشترط قبض أحد البدلين عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه؛ لأن الفلوس عندهم لا تتعين بالتعيين، فلو افترقا دون أن يقبض أحد البدلين، لزم الافتراق عن دين بدين.

Scanned by CamScanner

গ. সোসাইটির আয়ের ১ ভাগ যদি সদকায়ে জারিয়ার ক্ষেত্রে যেমন–আল্লাহর রাস্তায় জমি ওয়াক্ফ করা, জনকল্যাণে পুকুর খনন করা, মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা, মাদরাসায় দ্বীনি কিতাবপত্র ক্রয় করে দেওয়া বা টাকা দিয়ে দেওয়া ইত্যাদি এসব ক্ষেত্রে সোসাইটির সকল সদস্য সদকায়ে জারিয়ার সাওয়াব পাবে।

📖 صحيح مسلم (١٦٣١) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ".

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٢٠٣ : إلا من ثلاثة أعمال (جارية) : يجري نفعها فيدوم أجرها كالوقف في وجوه الخير .

সমিতির জরিমানার বিধান

প্রশ্ন : ক. এলাকার যুবকরা একটি সমিতি করেছে। সমিতির মধ্যে কিছুসংখ্যক সদস্য মাসিক ফি আদায় করতে অলসতা করে। তাই কমিটি নিয়ম করল, যথাসময়ে ফি আদায় না হলে এত টাকা জরিমানা করা হবে এবং এ টাকা প্রত্যেকের অংশে বণ্টন করা হবে।

খ. সমিতি জরিমানা এ মর্মে করে যে যখন এ সমিতির মেয়াদ শেষ হবে তখন জরিমানার মূল টাকা জরিমানাদাতা পাবে। কিন্তু জরিমানার টাকা থেকে যা লাভ হবে তা সকল সদস্য বণ্টন করে নেবে।

গ. জরিমানা করা হয় সমিতির নিয়ম বাকি থাকার জন্য। সুতরাং তা ফেরত দেওয়া হবে না, বরং তা অফিসের কাজে ব্যয় করা হবে বা এই টাকাগুলো সদকা ফান্ডে জমা হবে এবং কমিটি নিজ হাতে জনকল্যাণমূলক কাজে খরচ করবে।

ঘ. যারা নিয়ম অনুযায়ী টাকা দিয়েছে তাদের লাভ হয়েছে বেশি এবং তাদের তুলনায় যারা ফি দেরিতে আদায় করে তাদের লাভ হয় কম। সুতরাং জরিমানার টাকা দিয়ে কিছুটা হলেও ক্ষতিপূরণ হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত পদ্ধতিগুলো শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : কোনো অপরাধের কারণে বা কোনো সমবায় সমিতির বিধিবিধান লঙ্ঘন করার দ্বারা আর্থিক জরিমানা শরীয়ত সমর্থিত নয়। একান্ত প্রয়োজনে সমিতির সকল কার্যকলাপ শরীয়তসম্মত হলে নিয়ম-পদ্ধতি সচল রাখার জন্য সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে সময়মতো কিস্তি অনাদায়ের জন্য অর্থদণ্ডের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু শর্ত হলো, ওই টাকা সময়মতো তাকে ফেরত দিতে হবে, অথবা তার সম্মতিক্রমে সে টাকা

Scanned by CamScanner

ও তার লভ্যাংশ সদকা করে দিতে হবে। সমিতির অর্জিত অর্থের সাথে তা যোগ করা যাবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ক ও খ পদ্ধতিদ্বয় অবৈধ।

গ. এ পদ্ধতি প্রথম থেকে জানাজানি থাকলে শুধুমাত্র কল্যাণ তহবিলে খরচ করলে বৈধ হবে, অন্যথায় নয়।

ঘ. এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক দাতাই মূল ও লভ্যাংশ উভয়টার মালিক বলে সাব্যস্ত হবে। (১০/৬৬৭/৩২০৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦١/٤ : (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي.

وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ١٦٧ : وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز كذا في فتح القدير. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنده مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي كذا في البحر الرائق.

Scanned by CamScanner

আবশ্যক ফির সংবিধান

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি সমিতি রয়েছে। যার উদ্দেশ্য গরিব ও অসহায় মানুষের সাহায্য করা এবং গরিব ছাত্রদের কোরআন শরীফ ও ইসলামী কিতাবাদি হাদিয়া দেওয়া। এর জন্য প্রত্যেক সদস্যের কাছ থেকে মাসিক ২০ টাকা করে ফি নেওয়া হয়। অত্র সমিতির সংবিধান মতে আবশ্যক ফি তিন মাস না দিলে তার সদস্যপদ বাতিল করা হয়ে থাকে। জানার বিষয় হলো, এভাবে আবশ্যকীয় পন্থায় ফি গ্রহণ শরীয়তসিদ্ধ কি না? যদি না হয় তবে এর বিকল্প পদ্ধতি কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সমিতির সংবিধান সকল সদস্যের সন্তুষ্টির মাধ্যমে প্রণীত হলে কোনো সদস্য তিন মাস পর্যন্ত মাসিক ফি না দিলে সংবিধান মতে তাকে সদস্যপদ থেকে বাদ দেওয়া শরীয়তসম্মত। কিন্তু বাধ্যতামূলক মাসিক ফি দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা শরীয়তসম্মত নয়। বরং সদস্য হওয়ার পরও যেকোনো সময় সদস্যপদ পরিত্যাগ করার অধিকার তার থাকবে। (১৯/২২৯)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٤٠٩ (١٣٥٢) : عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما».

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " -

ঋণগ্রহীতার কাছে ফরম বিক্রি করে মুনাফা

প্রশ্ন : একজন গ্রাহক আমাদের বিজনেস ফোরাম থেকে টাকা নিতে চায়। আমরা তার কাছ থেকে কোনো প্রকার বাড়তি টাকা না নিয়ে বা লাভ না করে ফরম বিক্রয় করতে চাই। এ ফরমের মূল্যই আমাদের লাভ বা মুনাফা। মনে করুন, কামাল সাহেব বিজনেস ফোরাম থেকে ৩০ হাজার টাকা ধার চায়। বিজনেস ফোরাম কর্তৃপক্ষ ছয় হাজার টাকা নগদ নিয়ে একটি প্রিন্টেট ও চমৎকার ফরম বিক্রয় করে। ওই ৩০ হাজার টাকা ১২ কিস্তিতে এক বছরে পরিশোধ করবে। তার কাছ থেকে ফরমের মূল্য ছাড়া আর কোনো টাকা নেওয়া হবে না। জানার বিষয় হলো, এ রকম ৮০-৯০ টাকা দামের একটা ফরম ছয় হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করে টাকা ধার দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ফরম বিক্রয় করে সমিতির আয় ও অর্থ বৃদ্ধি উদ্দেশ্য হলে জায়েয হবে না। তবে অফিশিয়াল খরচ নির্বাহের জন্য করা হলে জায়েয হবে। এমতাবস্থায় ফরম অফিস খরচের সাথে মিলিয়ে নির্ণয় করতে হবে, নচেৎ বৈধ হবে না। (১৯/৫৩৩)

📖 کفایت المفتی (ادارۃ الفاروق) ۱۱/ ۱۴۹ : اس کمیٹی کا سرمایہ غالباً چندہ سے حاصل کیا جائے گا، پس اس کے کاغذوں کی قیمت کا منافع اور رجسٹرار کی فیس کا بچا ہوا روپیہ اگر محض دفتری کاروبار کو چلانے کے لئے رکھا جائے اور مالکان سرمایہ کو حصہ رسدی تقسیم نہ کیا جائے، نہ ازروئے قواعد، ان کو طلب کرنے کا حق دیا جائے اور فاضل منافع کو کسی وقت بھی مالکان سرمایہ کا حق قرار نہ دیا جائے، بلکہ بصورت کمیٹی کا کاروبار ختم کرنے کے بقیہ منافع کو غرباء پر تقسیم کردینے کا قاعدہ مقرر کردیا جائے اور کوئی صورت اس میں شخصی انتفاع بالقرض کی نہ ہوتی ہو تو اس میں مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔

মুনাফার উদ্দেশ্যে ফরম বিক্রি করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার কতিপয় যুবক একটি সমিতি গঠন করেছে, তারা এলাকাবাসীকে নিম্নবর্ণিত নিয়মে ঋণ দেয়। ঋণপ্রার্থী সমিতির কোষাধ্যক্ষের নিকট থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার একটি ফরম খরিদ করবে, তা পূরণ করে জমা দিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ৪-৫ মাস সময় দিয়ে ঋণ দেওয়া হয়, মেয়াদ শেষে কোনো প্রকার লাভ ছাড়াই মূল টাকা ফেরত নেওয়া হয়, সমিতির সদস্যগণ আয় করে টাকা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজে ব্যয় করে থাকে, বিষয়টি ইসলামী দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি?

বিঃদ্রঃ. শামী ৪/১৭৫, কেফায়াতুল মুফতী ৮/১৩৪, বাহর মাআল মিনহা ৬/১২৪, হিন্দিয়া ৩/১০২ এ ব্যাপারে আলোচনা দেখে স্থানীয় উলামায়ে কেরাম সিদ্ধান্ত পৌঁছতে পারেননি, বিষয়টি সামাজিকভাবে জটিল রূপ ধারণ করেছে।

উত্তর : সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ হারাম। সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের ওপর আল্লাহ তা'আলার লানত ও অভিশাপ রয়েছে। এমন অভিশাপ থেকে সমাজকে রক্ষা করা সকল ঈমানদার লোকের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদের মালিক হৃদয়বান ব্যক্তিদের নিঃস্বার্থে সুদবিহীন ঋণ প্রদানের মাঝে অসহায়ের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার মাধ্যমেই সুদমুক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব। প্রশ্নে উল্লিখিত সমিতি গঠকদের জন্য নিঃস্বার্থে ঋণগ্রহীতাদের নিকট হতে কোনো প্রকারের খরচ না নিয়ে পূর্ণ সহায়তায় এগিয়ে আসা উচিত। সুদবিহীন ঋণব্যবস্থা চালু থাকার লক্ষ্যে শুধুমাত্র অফিশিয়াল খরচের জন্য ঋণপ্রার্থীর নিকট নিয়মতান্ত্রিক মূল্যের ওপর সমিতির ফরম বিক্রি করা ও সমিতির নিকট হতে ঋণপ্রার্থীর খরিদ করার অনুমতি আছে, কিন্তু অর্থ বৃদ্ধির কোনো

Scanned by CamScanner

পরিকল্পনায় ফরম বিক্রির পথ অবলম্বন করা হলে তা নিঃসন্দেহ সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম বলে গণ্য হবে। (৭/৫৬৬/১৭৬৭)

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۲۷۲ : الجواب- قرض جاری کرنے اور اس کا حساب وکتاب رکھنے پر جو واقعی اخراجات آئیں بینک کے لئے اپنے قرضداروں سے بطور سروس چارج کے ان کو وصول کرنا جائز ہے بشرطیکہ یہ رقم واقعی ان اخراجات سے تجاوز نہ کرے، جو اس منصوبہ پر قرض کے اجراء کے لئے پیش آئے ہیں۔ البتہ اگر پوری احتیاط کے ساتھ ان اخراجات کی تحدید ممکن ہو تو یہ صورت احکام شریعت کے زیادہ موافق اور مناسب ہوگی: اور اس کے جواز میں کوئی کلام نہ ہوگا اور اگر ہر منصوبہ کے علیحدہ علیحدہ اخراجات کی تحدید ممکن نہ ہو تو اس صورت میں بینک کے لئے ان سے واقعی اخراجات طلب کرنے کے بجائے قرض جاری کرنے سے پہلے اور بعد میں کی جانے والی دفتری کاروائی کی اجرت وصول کرنا جائز ہے، بشرطیکہ یہ اجرت اس قسم کے کاموں پر آنے والی اجرت مثل سے زیادہ نہ ہو اس لئے کہ قرض دینے کا عمل بذات خود ایک ایسا عمل ہے جس پر نفع کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں، لہذا قرض جاری کرنے پر آنے والے مصارف کو اندازے سے لم سم وصول کرنا جائز نہیں۔ لیکن اس قرض کے اجراء پر پیش آنے والے حقیقی دفتری اخراجات کا بلا معاوضہ ہونا شرعاً کوئی ضروری نہیں۔

📖 کفایت المفتی (ادارۃ الفاروق) ۱۱/ ۱۴۹ : اس کمیٹی کا سرمایہ غالباً چندہ سے حاصل کیا جائے گا، پس اس کے کاغذوں کی قیمت کا منافع اور رجسٹرار کی فیس کا بچا ہوا روپیہ اگر محض دفتری کاروبار کو چلانے کے لئے رکھا جائے اور مالکان سرمایہ کو حصہ رسدی تقسیم نہ کیا جائے، نہ از روئے قواعد، ان کو طلب کرنے کا حق دیا جائے اور فاضل منافع کو کسی وقت بھی مالکان سرمایہ کا حق قرار نہ دیا جائے، بلکہ بصورت کمیٹی کا کاروبار ختم کرنے کے بقیہ منافع کو غرباء پر تقسیم کر دینے کا قاعدہ مقرر کر دیا جائے اور کوئی صورت اس میں شخصی انتفاع بالقرض کی نہ ہوتی ہو تو اس میں مضائقہ نہیں معلوم ہوتا۔

শরীয়ত পরিপন্থী ঋণ প্রদান পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছু আলেম-উলামা কর্তৃক কিছু অভিনব পদ্ধতির ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমিতির উদ্ভাবন হয়েছে এবং তাদের এ সমস্ত কৌশল সফল হওয়ায় তারা অত্যন্ত আনন্দিত। তাদের কর্মপদ্ধতিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো। কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক এগুলোর বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

১. সমিতির কাছে ঋণের আবেদন করলে সমিতি কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে সরাসরি নগদ অর্থ না দিয়ে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করে। প্রথমে সমিতির নির্ধারিত ফরম পূরণ করে আবেদনকারীকে নিয়ে সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত দোকানে যায়। দোকানের কোনো নির্দিষ্ট মালের দিকে ইঙ্গিত করে বলে যে মালগুলো আমি ১০০০০০ টাকায় খরিদ করলাম। তারপর ১০০০০০ টাকা ব্যবসায়ীর নিকট দিয়ে আবেদনকারীকে বলেন, এ মালগুলো সমিতি আপনার কাছে ছয় মাস মেয়াদে ১৪০০০০ টাকায় বাকিতে বিক্রি করছে। আপনি মালগুলো দোকানির কাছে বিক্রি করে নগদ টাকা নিয়ে যেতে পারেন। অথবা দোকানি নিজেই ৯৯৫০০ টাকা আবেদনকারীকে দিয়ে বলেন যে, এ মালগুলো আমি আপনার কাছ থেকে ক্রয় করলাম। এতে সমিতি ১০০০০০ টাকা বিনিয়োগ করে ছয় মাসে মুনাফা পেল ৪০০০০ টাকা এবং দোকানি এ কর্ম সম্পাদন করে পেল ৫০০ টাকা। আর আবেদনকারীর প্রয়োজনও মিটে গেল।
উল্লেখ্য, সাধারণত এ প্রক্রিয়া টিনের দোকানে বেশি হয়ে থাকে। তাই কেউ একে টিনের দরের লগ্নি বলে থাকে। আবার কেউ তা হুজুরদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তাকে মসজিদ নিয়মের লগ্নিও বলে।

২. সমিতির অফিস দ্বিতীয় তলায় এবং সেখানে বিক্রয়যোগ্য কিছু মাল আছে, নিচতলায় মার্কেট এবং মার্কেটে সমিতির নির্ধারিত দোকান আছে। দোকানের কাজ হলো বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে মাল ক্রয় করে সমিতির অফিসে পৌঁছিয়ে দেওয়া। এ সমিতির বিনিয়োগ পদ্ধতি হলো, সমিতির কাছে ঋণ চাইলে সমিতি তাকে নগদ অর্থ না দিয়ে তার কাছে অফিসের রক্ষিত মাল বাকির ওপর অধিক মূল্যে বিক্রি করে। তারপর ঋণপ্রার্থী উক্ত মাল নিজ আয়ত্তে নিয়ে নিচতলায় মার্কেটে সমিতির নির্ধারিত দোকানে নগদ অর্থে কম মূল্যে বিক্রয় করে। এতে করে সমিতির সম্পদ সমিতির কাছেই ফিরে যায় এবং এই বাকি বিক্রি ও নগদ ক্রয়ের আড়ালে সমিতির মোটা অঙ্কের মুনাফা অর্জন হয়, আবেদনকারীর প্রয়োজনও মিটে যায়।

উত্তর : সমিতির যে সকল কার্যক্রম প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে তার একটিও শরীয়তসম্মত নয়। তাই এ ধরনের ব্যবসার সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে সুদি কার্যক্রমের সাথে জড়িত বলে গণ্য করা হবে। ইচ্ছা করলে সমিতির লোকজন সরাসরি এসে শরীয়তসম্মত পদ্ধতি বুঝে নিতে পারেন। (১৯/৭৪৮/৮২৯৩)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٠٠٣ (٣٤٦٢) : عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» -

Scanned by CamScanner

📖رد المحتار (سعيد) ٥ /٣٢٦ : وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم» أي اشتغلتم بالحرث عن الجهاد. وفي رواية «سلط عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لكم» وقيل إياك والعينة فإنها اللعينة. ثم قال في الفتح ما حاصله: إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود فيها إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة المارة وكعود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشر فيكره يعني تحريما۔

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٨٤- ٨٥ : (و) لا (بيع بشرط) عطف على إلى النيروز يعني الأصل الجامع في فساد العقد بسبب شرط (لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (لمبيع) ۔

📖اسلامی بینکاری کی بنیادیں (مکتبۃ العارفی) ص ۱۶۳ : مرابحہ کے جائز ہونے کے لئے ایک اہم شرط یہ ہے کہ متعلقہ چیز کلائنٹ کو مرابحہ کی بنیاد پر بیچنے سے پہلے تمویل کار کی ملکیت اور اس کے حسی یا معنوی قبضے میں آجائے۔ درمیان میں کچھ وقت ایسا ہونا چاہئے جس میں اس چیز کا ضمان تمویل کار کی ہو، اس چیز کی ملکیت حاصل کئے بغیر اور اس کا رسک برداشت کئے بغیر اگرچہ وہ مختصر وقت کیلئے ہو۔ یہ معاملہ شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوگا۔

সরকারি দায়বদ্ধতা নেই, এমন সংগঠনের সাথে লেনদেন করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে কিছু সংগঠন রয়েছে, যারা ব্যাংকের মতো মানুষের নিকট থেকে মুনাফার ভিত্তিতে টাকা নেয় এবং মুদারাবা ও শিরকত ইত্যাদির ভিত্তিতে টাকার বিনিয়োগ করে। তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ইসলামী ব্যাংকগুলোর ন্যায় শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত। শুধু একটিমাত্র পার্থক্য তা হলো, ইসলামী ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হয়ে গেলে সরকার জনগণের তথা গ্রাহকদের টাকা পরিশোধে ওয়াদাবদ্ধ। কিন্তু সংগঠনগুলোর ব্যাপারে সরকার তথা ব্যাংলাদেশ ব্যাংক গ্রাহকদের টাকা পরিশোধের ওয়াদাবদ্ধ নয়। তাই একজন নামকরা মুফতী সাহেব বলেছেন, তাদের জন্য জনগণের টাকা মুনাফার ভিত্তিতে নেওয়া জায়েয হবে না, যদিও তাদের লেনদেন শরীয়ত

Scanned by CamScanner

মোতাবেক পরিচালিত। এখন প্রশ্ন হলো, উপরোক্ত মুফতী সাহেবের কথা সঠিক কি না?

উত্তর : যেকোনো অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান বাস্তবে শরীয়তসম্মত উপায়ে অর্থ বিনিয়োগ করে শরীয়তসম্মতভাবে লভ্যাংশ বণ্টন করবে সেসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে অবৈধ বলা যায় না, চাই তা সরকারি হোক বা বেসরকারি। তবে ওই সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে জনগণ লেনদেনে জড়ানো উচিত কি না, তা নির্ভর করে জনগণের বিনিয়োগকৃত অর্থের নিশ্চয়তার ওপর। কারণ যে প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত টাকার নিশ্চয়তা থাকবে না, সেখানে প্রতারণার প্রবল আশঙ্কা থাকে, ভারতবর্ষে এর বহু নজির রয়েছে, যা 'গরর'-এর অন্তর্ভুক্ত। আর যে লেনদেনে গররের আশঙ্কা থাকে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয় বিধায় কোনো অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেনের বৈধ বা অবৈধতার জবাব আপনার প্রশ্নের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

স্মর্তব্য, এ ধরনের কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান সমাজকল্যাণ থেকে অনুমোদন নিয়ে সরকার তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন বলে চালিয়ে যাচ্ছে। এর দ্বারা বিনিয়োগকৃত অর্থের নিশ্চয়তার ব্যাপারে তেমন কোনো কাজ যে দেবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না, বরং এটি একটি প্রতারণা মাত্র। (১৫/৪৪৯/৬০৮০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٨٥ : (ومنها) أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا، نصفا أو ثلثا أو ربعا، فإن شرطا عددا مقدرابأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز، والمضاربة فاسدة -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٦٣ : فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك-

শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করা

প্রশ্ন : আমরা একটি প্রকল্প এভাবে পরিচালনা করতে চাই যে, আমরা এ প্রকল্পে মাসিক ৫০ টাকা হারে ৫ বছর মেয়াদি ২০০টি শেয়ার নেব। অতঃপর শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে গৃহীত অর্থ আমরা ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বেতন সিস্টেম ইসলামী কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করব। এ ক্ষেত্রে আমরা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করব :

১. আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো হবে অনাবাসিক ও বেতন সিস্টেমে পরিচালিত।
২. প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্টহারে বেতন প্রদান করবে।

Scanned by CamScanner

৩. সংস্থা প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক তদারকি করবে এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সংগৃহীত বেতন থেকে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, বেতনসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ আয় ফান্ডে জমা হবে।

৪. এভাবে ৫ বছর পর্যন্ত সঞ্চিত টাকা এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে যা লাভ হবে মেয়াদান্তে এ প্রকল্পের ব্যয় বাদ দিয়ে লভ্যাংশের ৫০% শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বিতরণ করবে।

৫. এ সময় এ প্রজেক্টের সকল প্রকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বা তার বাজারমূল্য লভ্যাংশের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সংস্থার এক নং প্রজেক্টের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে গৃহীত টাকা বেতন সিস্টেম ইসলামী কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করা যাবে। আর প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পর উদ্বৃত্ত টাকা শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে পুঁজি অনুপাতে ভাগ করতে কোনো শরয়ী প্রতিবন্ধকতা নেই। (১৩/৮১/৫১০৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٥٨ : (وأما) الكلام في الشركة بالأموال:
فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار؛ ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ولما روي أن «أسامة بن شريك جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أتعرفني؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: وكيف لا أعرفك وكنت شريكي ونعم الشريك، لا تداري، ولا تماري» ، وأدنى ما يستدل بفعله - عليه الصلاة والسلام - الجواز، وكذا بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يتعاملون بهذه الشركة، فقررهم على ذلك، حيث لم ينههم ولم ينكر عليهم، والتقرير أحد وجوه السنة ولأن هذه العقود شرعت لمصالح العباد، وحاجتهم إلى استنماء المال متحققة.
وهذا النوع طريق صالح للاستنماء فكان مشروعا؛ ولأنه يشتمل على الوكالة، والوكالة جائزة إجماعا.

ইসলামী এনজিও সংগঠনের মূলনীতি

প্রশ্ন : ইসলামী এনজিও হিসেবে সাধারণ জনকর্মসংস্থার মূলনীতি এবং যারা এর পরিচালনায় রয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য, নীতি বা আদর্শ কী হওয়া উচিত?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যে সমস্ত ইসলামী সংস্থা বা ইসলামী এনজিও গঠন করা হবে, তাতে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয় লক্ষ রাখতে হবে :

১. কোনো ধরনের সুদি লেনদেন করা যাবে না।

২. স্থান-কাল পাত্রভেদে এর জন্য যে মূলনীতি প্রণয়ন করা হবে, তা শরীয়তের খেলাফ হতে পারবে না।

৩. কোনো নীতি বা লেনদেনের ক্ষেত্রে সন্দেহ দেখা দিলে বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের শরণাপন্ন হতে হবে।

ইসলামী সংগঠন বা সংস্থার পরিচালকের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সাতটি গুণ থাকা উচিত : মুসলমান হওয়া, পুরুষ হওয়া, বোধসম্পন্ন হওয়া, বালেগ হওয়া, যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও ন্যায়পরায়ণ হওয়া। (১৩/৮১/৫১০৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٥٤٨ : ويشترط كونه مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا قادرا -

📖 نظام الفتاوی ١/ ٢٧٦ : الجواب- ترقیاتی منصوبوں میں مسلمانوں کو بھی شریک ہونا چاہئے اور اپنی سوسائیٹیاں اس طرح پر قائم کرنی چاہئیں کہ ان میں سود اور سودی لین دین سے حفاظت رہیں، مثلاً شرکت اور مضاربت اصول پر قائم کریں اور قوانین اس طرح وضع کریں جو حدود شرع میں رہیں قانون کے جس موڑ پر شرعی حیثیت سے شبہ معاملہ فہم مفتیوں اور علماء سے رجوع کر کے اصلاح کر لیا کریں۔

সদস্যপদ প্রত্যাহার করলে লভ্যাংশ না দেওয়ার শর্ত

প্রশ্ন : ১. আমাদের একটি সমিতি আছে, সেখানের পদ গ্রহণের নিয়মাবলির একটি হলো ৫ বছরের আগে সদস্যপদ প্রত্যাহার করলে মূল টাকা পাবে, লভ্যাংশ পাবে না, তাও বিগত দিনের সকল খরচ কেটে রাখা হবে। এ ধরনের শর্ত করা ঠিক কি না?

২. ৫ বছরের আগে সদস্যপদ প্রত্যাহার করলে মূল টাকা পাবে, লভ্যাংশ পাবে না। এ ধরনের শর্ত ঠিক কি না?

৩. অথবা এ ধরনের শর্ত করা যে ২ বছরের আগে প্রত্যাহার করলে ৩০% আর ১ বছর আগে প্রত্যাহার করলে ৫০% লভ্যাংশ পাবে–এ ধরনের শর্ত করা ঠিক হবে কি না? নির্ধারিত সময়ের আগে প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে কোন পন্থাটি গ্রহণ করা যেতে পারে?

উত্তর : ১. যদি সমিতির মধ্যে এ রকম শর্ত করা হয় যে ৫ বছরের আগে কেউ পদত্যাগ করতে পারবে না। তাহলে এ রকম শর্ত করা জায়েয হবে। তবে কোনো

Scanned by CamScanner

বিশেষ প্রয়োজনে কেউ যদি তার সদস্যপদ ত্যাগ করে তাহলে তাকে তার লভ্যাংশ দিতে হবে। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম পদ্ধতিতে লভ্যাংশ পাবে না, এ রকম শর্ত করা যাবে না।

২, ৩. দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতি জায়েয হবে, তবে সাথে সাথে লভ্যাংশ দিয়ে দেওয়া উত্তম হবে। (১৩/৮৮৯/৫৪২৭)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٤٠٩ (١٣٥٢) : عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما».

📖 بیمۂ زندگی (دار الاشاعت) ص ۲۶ : چند قسطیں ادا کرنے کے بعد سلسلہ بند کر دینے کی صورت میں دی ہوئی رقم کو ضبط کر لینا ظلم صریح اور حرام ہے۔

📖 اسلامی معیشت کی بنیادی اصول (اسلامی کتبخانہ) ص ۳۱۷ : کوئی فرد شرکت کو ختم کر کے الگ ہونا چاہے تو اسے اپنے مقررہ حصے اصل مع منافع موجودہ وقت کی قیمت کے لحاظ سے دے دینا ضروری ہے، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی و نقصان کی شرط ناجائز ہے اور یہ یہی حکم شرکت کی دوسری اقسام کیلئے بھی ہے۔

চাঁদার ১০% কল্যাণ ফান্ডে কর্তন করা

প্রশ্ন : শরীয়তপুর জেলার শতাধিক কওমি মাদরাসার উলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে একটি ইসলামী সেবামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সদস্যদের জমাকৃত আমানত ও চাদার ৯০% নিজস্ব এবং ১০% কল্যাণ বা গোরাবা তহবিলে জমা হয়, যা দ্বারা সেবামূলক কাজ করা হয়। উক্ত সংস্থার টাকা সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচি হিসেবে প্রতি হাজারের জন্য ২০ টাকা মূল্যের সংস্থায় ছাপানো ফরম ঋণগ্রহীতার নিকট বিক্রি করে উক্ত টাকা কল্যাণ তহবিলে জমা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত মতে উক্ত কর্মসূচি সঠিক কি না?

উত্তর : সমিতির কল্যাণ তহবিলের নামে ১০% টাকা জমা হওয়ার বিষয়টি সকল সদস্যের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যাপার হলে তা নেওয়া ও সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা সহীহ হবে। এর ব্যতিক্রম হলে সহীহ হবে না।

Scanned by CamScanner

আর অসহায় ঋণগ্রহীতার নিকট ফরম বিক্রি করে টাকা উসূল করা সমিতির প্রয়োজনীয় খরচ সমাধা পরিমাণ জায়েয হবে। এর দ্বারা ফান্ড গঠন করার পরিকল্পনা সহীহ হবে না। এরূপ কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ফরম বিক্রি করে টাকা উসূল করা সুদেরইনামান্তর হবে। (৬/৬২৭)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " -

📖 فيه أيضا ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۲۸ : مسلم فنڈ چلانے والے مسلمانوں کو سودی لین دین سے بچانے کی نیت رکھیں مسلمانوں کے رفاہی کاموں کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی نیت ہر گز نہ رکھیں بلکہ اگر فنڈ اس حیثیت میں ہو جائے کہ اس کو قرض کے فارم و معاہدے نامہ کی قیمت کی ضرورت نہ رہے تو فارم و معاہدہ نامے بلا قیمت ہی دیا کریں۔

সংগঠন বিলুপ্তির পর অবশিষ্ট টাকা দান করা

প্রশ্ন : জনকল্যাণভিত্তিক একটি সংগঠন করা হয়। কল্যাণভিত্তিক সদস্যগণের পক্ষ থেকে কিছু চাঁদা উঠানো হয়। বর্তমানে বহাল নেই। সংগঠনের কিছু টাকা জমা থেকে যায়। টাকাগুলো সদস্যগণকে না জানিয়ে আল্লাহর রাস্তায় দান করা যাবে কি না?

উত্তর : জনকল্যাণমূলক সংগঠনের চাঁদা প্রদানের সময় সদস্যগণ যদি তাদের দেওয়া টাকার মালিকানা ছেড়ে দিয়ে থাকে তাহলে তা আল্লাহর রাস্তায় দান করা যাবে। অন্যথায় সদস্যদেরই মালিকানাধীন থাকার কারণে তাদের অনুমতি ব্যতীত আল্লাহর রাস্তায় দান করা বৈধ হবে না। (৪/৪১৮/৭২৩)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۲۶۰ : اگر شروع میں مالک نے یہ رقم اپنی ملکیت سے خارج کر کے دیدی تھی تو اب واپس لینے کا حقدار نہیں، اگر بطور امانت تھی تو اس رقم کی واپسی ضروری ہے اس کا وقت بہر حال ناجائز ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱۲/ ۳۹۶ : جن کاموں کیلئے چندہ کیا گیا ہے چندہ کی رقم کو انہی کاموں میں صرف کیا جائے دوسرے کاموں میں رقم خرچ کرنا بلا اجازت چندہ دہندگاں درست نہیں، چندہ دہندگاں بقیہ رقم کو جن کاموں میں خرچ کرائیں رقم کو ان کاموں میں خرچ کیا جائیگا۔

Scanned by CamScanner

যুবকল্যাণ প্রজেক্টর ফরম কিনে সদস্য হওয়া

প্রশ্ন : ইদানীং যুবকল্যাণ প্রজেক্ট নামক একটি সংস্থা বাংলাদেশে উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ ফরম বাংলাদেশে বিলি হচ্ছে। বিশেষ করে চট্টগ্রামে উক্ত ফরমটি জনসাধারণ পূরণ করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত প্রজেক্টে সদস্য হওয়া শরয়ীতসম্মত কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত পন্থায় যুবকল্যাণ প্রজেক্টের ফরমের মাধ্যমে অন্যের টাকা শোষণ করার কোনো যুক্তি নেই। শরীয়তে ইসলামী ধোঁকা ও প্রতারণার পথ কে কখনো সমর্থন করে না। এ কাজটি আদান প্রদানের শরীয়ত সমর্থিত কোনো পন্থার আওতায় পড়ে না। এতে সুদ ও লটারি উভয় গর্হিত ও নিষিদ্ধ কাজের সমন্বয় ঘটেছে। মুসলমানের এ ধরনের কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থেকে সাধ্যানুযায়ী এর প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব। (৬/২৮৫)

📖 سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٨- ٢٧٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٠٣ : لأن القمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۵۳ : واحل اللہ البیع وحرم الربا الآیۃ ہی حال پر شخص کی آمدنی کا ہے پس صورت مسئولہ کسی عقد شرعی میں داخل نہیں اور سود وقمار پر مشتمل ہے کہ ہر شخص کی آمدنی کا سلسلہ موقوف ہے دوسرے شخص کے ان فارموں کو تقسیم کرنے اور عدہ روانہ کرنے پر اور یہ معلوم نہیں کہ وہ ایسا کرے گا یا نہیں کیونکہ شرعا میں فارم خریدنے پر اس کا معاملہ ختم ہو چکا، عدہ روانہ کرنے اور فارم تقسیم کرنے کا وہ مکلف نہیں، پس یہ معاملہ اور یہ آمدنی شرعا ناجائز ہے۔

Scanned by CamScanner

কো-অপারেটিভ সোসাইটির কার্যক্রম

প্রশ্ন : নিম্নে বর্ণিত কতিপয় আর্থিক সমিতির কার্যক্রম বিষয়ে উম্মতকে সঠিক সমাধান দান করে কৃতজ্ঞতার পার্শ্বে আবদ্ধ রাখতে জনাবের সুমর্জি হয়।

ক. সমবায় মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদনপ্রাপ্ত কো-অপারেটিং সোসাইটিগুলোর শরয়ী অবস্থান কী?

খ. যাদের মোটা অঙ্কের টাকা দ্বারা সোসাইটি শুরু করা হয়। অতঃপর তারা জনগণ হতে মুদারাবার ভিত্তিতে সঞ্চয় ডিপোজিট, যা বিভিন্ন মেয়াদে গ্রহণ করে থাকে। এহেন অবস্থায় উদ্যোক্তা সদস্যদের অবস্থান কী? তারা কি মুদারিব এবং নিজেদের মধ্যে মুশারিক।

গ. সোসাইটিগুলো তাহবিল বৃদ্ধির জন্য জনগণ থেকে বিভিন্ন মেয়াদে অর্থ সংগ্রহ করে এবং এরূপ অর্থ সংগ্রহের জন্য উদ্যোক্তা সদস্য বা নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী-কর্মকর্তা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যক্তিকে এ নামে উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎসাহ ভাতা প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ যদি আপনি কারো হতে এক লক্ষ টাকা সোসাইটিতে ডিপোজিট করতে পারেন তবে আপনাকে সোসাইটির পক্ষ হতে উৎসাহ ভাতা হিসেবে প্রতি মাসে অথবা এককালীন ৫০০ টাকা বা কমবেশি প্রদান করা হবে। এরূপ উৎসাহ ভাতার শরয়ী হুকুম কী?

ঘ. অত্র সোসাইটিগুলোতে তাদের জমাকৃত তহবিল ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে বাইয়ে মুয়াজ্জাল ভিত্তিতে মাল বা পণ্য কিনে দেয়। এহেন অবস্থায় কোনো কোনো সোসাইটিতে নিজস্ব প্রতিনিধি সাথে না দিয়ে সরাসরি মৌখিক বর্ণনা অথবা প্রতিনিধি চুক্তি ফরম পূরণ সাপেক্ষে বিনিয়োগ গ্রাহককেই উকিল বানিয়ে দেয়। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো সোসাইটি এরূপ শর্তও আরোপ করে যে গ্রাহক পণ্য ক্রয়পূর্বক গ্রাহকের দোকানে এনে সোসাইটিকে যেন জানায় এবং সোসাইটি কর্তৃক তা বুঝে নিয়ে উক্ত ক্রয়কৃত মাল বা পণ্য গ্রাহকের কাছেই বিক্রি করে দেয়। এরপর পণ্য বিক্রির সমুদয় টাকা কিস্তিতে উত্তোলন করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহককেই প্রতিনিধি বানানো জায়েয হবে কি না?

উত্তর : সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে সকল নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে কো-অপারেটিভ ব্যাংক পরিচালিত হয় তা যেহেতু সুদভিত্তিক সে জন্য কো- অপারেটিভ ব্যাংকের সাথে লেনদেন শরীয়তসম্মত নয়। যদি অভিজ্ঞ আলেমগণ কর্তৃক শরীয়তসম্মত নীতিমালা তৈরি হয় অথবা সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক শরীয়াহবিরোধী নীতিমালা পরিহার করে নিজেরা শরীয়তসম্মত পন্থায় সংস্থা পরিচালিত করে তবে তা বৈধ লেনদেন বলে গণ্য হবে। কিন্তু উক্ত অবস্থায় এ নীতিমালা আমাদের কাছে পৌছার পর কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সাথে লেনদেন করার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়া যেতে পারে। সারকথা, মন্ত্রণালয়ের নীতিমালাগুলো গ্রহণ করেছেন না বর্জন করেছেন? বর্জন করলে তার আইনগত এখতিয়ার কতটুকু রয়েছে? সে অবস্থায় কী ধরনের নীতিমালা আপনারা

Scanned by CamScanner

অনুসরণ করেছেন, এসব বিষয় পরিষ্কার হলে পরবর্তী প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করা যাবে। (১৬/৫৪১/৬৬০২)

বাকিতে বিক্রি গ্রহণ করে বেশি মুনাফা করা

প্রশ্ন : আমরা কিছুসংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি সমিতি করেছি। সদস্যগণের মাসিক সঞ্চয় ১০০ টাকা। প্রতি মাসে সঞ্চয়ের টাকা আমরা বিনিয়োগ করে থাকি। বিনিয়োগের পদ্ধতি হচ্ছে, বিনিয়োগ গ্রহণকারীগণকে আমাদের নগদ মূল্যে ক্রয়কৃত মালামাল সমিতির পক্ষ হতে বাকিতে ৬ মাস ১০ মাস ও ১২ মাসের কিস্তিতে বিনিয়োগ দিয়ে থাকি। যেমন–বর্তমান চলতি বাজার দরে প্রতি বস্তা চাল ক্রয়মূল্য ১৫৩০ টাকা। ৬ মাসের কিস্তিতে বিক্রয়মূল্য ১৮০০ টাকা। একই চাল প্রতি বস্তা ১৫৩০ টাকা ক্রয়মূল্য ১০ মাসের কিস্তিতে বিক্রয়মূল্য ১৯৯৮ টাকা। একই চাল ক্রয়মূল্য ১৫৩০ টাকা ১২ মাসের কিস্তিতে বিক্রয়মূল্য ২০৮০ টাকা হিসেবে বিনিয়োগ দিয়ে থাকি। তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক কি না?

উত্তর : মূল্য আদায়ের দিন-তারিখ নির্ধারণকরত নগদের চেয়ে বেশি মূল্যে বাকি বিক্রয় শরীয়ত সমর্থিত, তবে বিক্রয়ের সময় নগদ/বাকি যেকোনো একটি নির্ধারণ করা জরুরি। অন্যথায় এ লেনদেন অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। (১১/২৯৩)

📖 مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ١٣/ ٨ : العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦ /١١٤ : لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل -

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۱۲ : الجواب-ادھار کی وجہ سے نرخ بازار سے زیادہ فروخت کرنا جائز ہے، مگر خلاف مروت اور مکروہ ہے۔

Scanned by CamScanner

পণ্য হস্তগত করে গ্রাহকের কাছে বেশি দামে বিক্রি করা

১. **প্রশ্ন :** আমাদের গ্রামে একটি সমিতি রয়েছে, সেখান থেকে টাকা ঋণ দেওয়া হয় না, বরং প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে দেওয়া হয়। তার পদ্ধতি হলো এ রকম যে, কোনো ব্যক্তি সমিতির কাছে এসে পণ্য কিনে দেওয়ার আবেদন করে। সমিতির লোকজন ওই আবেদনকারীর সঙ্গে এভাবে চুক্তি করে যে পণ্য কেনার পর আপনার কাছে পণ্যটির মূল্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়িয়ে বিক্রি করব। যেমন–পণ্যটির মূল্য ১০ হাজার টাকা, বিক্রি করব ১২ হাজার টাকা। আর ক্রেতা টাকাগুলো মাসিক কিস্তিতে বা ৫-৬ মাস পরে দেবে বলে বাকিতে বিক্রি করা হয়। উক্ত পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় সঠিক কি না?

২. উক্ত পদ্ধতিতেই সমিতিওয়ালারা যে দোকান থেকে মাল খরিদ করে সেখানে রেখেই ক্রেতার কাছে বিক্রি করে দিলে বৈধ হবে কি না?

৩. উক্ত পদ্ধতিতেই যদি সমিতিওয়ালারা মাল বানানোর অবস্থায় খরিদ করে অথচ বানানোর কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। এমতাবস্থায় ক্রেতার কাছে বিক্রি করে দেয় এবং ক্রেতাও সন্তুষ্টচিত্তে বুঝে নেয়। উক্ত পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি না? দলিলসহ জানাবেন।

১. **উত্তর :** বাকিতে বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রি করা জায়েয বিধায় প্রথম পদ্ধতিতে জায়েয হবে।

২. ক্রেতা মাল ক্রয় করে কবজা করা তথা নিজ দায়িত্বে নেওয়ার পর বিক্রি করা আবশ্যক। অন্যথায় ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না।

৩. মাল বানানো অবস্থায় মাল খরিদ করা জায়েয তবে অন্যের কাছে বিক্রি করা জায়েয নয় বিধায় সমিতির জন্য তৃতীয় পদ্ধতিতে গ্রাহকের নিকট উক্ত মাল বিক্রি করা জায়েয হবে না। (১৯/৬৫৩/৮৩৪৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٧٥٧ : لأن الأجل وإن لم يكن مالا، ولا يقابله شيء من الثمن لكن اعتبروه مالا في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٦٣ : "ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه" لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك. "ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله: لا يجوز" رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول -

Scanned by CamScanner

📖 االفتاوى الهندية (زكريا) ٣ /١٣ : فنقول من حكم المبيع إذا كان منقولا أن لا يجوز بيعه قبل القبض -

📖 فيه أيضا ٣/ ٢٠٧ : الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه كالقلنسوة والخف والأواني المتخذة من الصفر والنحاس وما أشبه ذلك استحسانا-

নির্দিষ্ট সময়ের আগে মূলধন ফেরত না দেওয়ার শর্তে অংশীদারি ব্যবসা

প্রশ্ন : আমরা ১০ জন আলেম মিলিত হয়ে একটি সংগঠন করেছি, যার নাম দেওয়া হয় 'ইখওয়াহ উলামা কল্যাণ তহবিল'। তা গঠন করার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো জনগণকে হালাল পন্থায় ঋণ দেওয়া বা হালাল পন্থায় টাকা লাগানোর দিকনির্দেশনা দেওয়া। পাশাপাশি আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করা। এ সংগঠনটি টিকিয়ে রাখার জন্য আমরা কতগুলো আইন প্রণয়ন করেছি। এর মধ্যে একটি আইন হলো, ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সংগঠন ভাঙা হবে না। যদি কেউ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে চলে যায়, তাহলে সে লভ্যাংশ থেকে কিছুই পাবে না, বরং শুধু মূলধন ১৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর ফেরত পাবে।

এখন মুফতী সাহেবের নিকট জানার বিষয় হলো, এই আইনটি শরীয়তসম্মত হলো কি না? এবং এর ওপর আমল করা যাবে কি না? উল্লেখ্য, আমরা এই আইনটি প্রথমেই সকলকে শুনিয়ে দিয়েছি এবং বলে দিয়েছি ইচ্ছে হলে এতে ঢুকতে পারো না হয় না ঢুকতে পারো, অর্থাৎ এই আইনটি মানতে পারলে ঢোকো, অন্যথায় ঢুকিও না। স্বেচ্ছায় সকলে ঢুকেছে।

উত্তর : উক্ত সংগঠনের নীতিমালার মধ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত মূল টাকা ফেরত না দেওয়া শরীয়ত পরিপন্থী নয়, বরং সংগঠনকে চালু রাখার জন্য এর প্রয়োজন আছে। তাই সংগঠনের শরীকগণ আইনকে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়ে অংশগ্রহণ করলে তা মানা জরুরি। তবে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কেউ চলে গেলে তার টাকা যত দিন ব্যবসায় খেটেছে তার লভ্যাংশ থেকে তাকে একেবারে বঞ্চিত করার আইন করা শরীয়তসম্মত নয়। বরং এ ধরনের শরীকদের লভ্যাংশের হার তুলনামূলক কম নির্ধারণ করা যেতে পারে। (১২/৩০০)

📖 بیمہ زندگی (دار الاشاعت) ص ٢٦ : چند قسطیں ادا کرنے کے بعد سلسلہ بند کر دینے کی صورت میں دی ہوئی رقم کو ضبط کر لینا ظلم صریح اور حرام ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہئے ہاں کمپنی کو ایسے غیر محتاط لوگوں کو ضرر سے بچانے کیلئے معاہدہ کی ایک شرط یہ

Scanned by CamScanner

رکھی جاسکتی ہے کہ کوئی شخص حصہ دار بننے کے بعد اپنا حصہ واپس لینا چاہے یعنی شرکت کو ختم کرنا چاہے تو پانچ یا سات یا دس سال سے پہلے رقم واپس نہ کی جائیگی اور ایسے شخص کیلئے تجارتی نفع کی شرح بھی بہت کم رکھی جاسکتی ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ کل معہودہ رقم کے نصف ہونے تک کوئی نفع نہیں دیا جائے گا نصف کے بعد ایک خاص شرح نفع کی متعین کر دی جائے۔ مثلاً روپیہ میں ایک آنہ دو آنہ یہ سب امور منتظمہ کمیٹی کی صوابدید سے طے ہو سکتے ہیں۔ اس کا اثر معاملہ کے جواز وعدم جواز پر نہیں پڑتا۔

📖 اسلام اور جدید دور کے مسائل ص ۱۸۳ : بیمہ دار کو بیمہ منقطع کرنے کا ہر وقت اختیار ہے۔ ورا گر دو سال کا پریمیم ادا کرنے سے پہلے بیمہ کو منقطع کیا ہے تو ادا شدہ پریمیم ضبط ہو جائے گا، ۱۱ گر اس کے انقطاع کا درخواست دی ہے تو اس کی دو شکلیں ہے:

(۱) پالیسی کو سرنڈر کر دیا جائے اس صورت میں کارپوریشن اقساط کی ادا شدہ رقم سے انتظامی مصارف نکالکر باقی رقم واپس کر دیتی ہے۔... ...

(۲) پالیسی کو PAIPDP کرالیا جائے یعنی اقساط کی جتنی رقم ادا ہو چکی اسی کو پالیسی کو کل رقم تسلیم کیا جائے اور مدت ختم ہو جانے پر رقم مع بونس واپس کی جائے۔

একটি সময়ের আগে সদস্যপদ প্রত্যাহার করলে লাভ না দেওয়ার শর্ত

প্রশ্ন : আমরা কয়েকজন একত্রিত হয়ে একটি সমিতি গঠন করেছি। প্রতিষ্ঠালগ্নে সমিতির গঠনতন্ত্র বই আকারে ছাপানো হয়। সকল সদস্যকে পাঠ করে শোনানো হয়েছে এবং তা উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত গঠনতন্ত্রের ৭-৮ ধারায় রয়েছে, কোনো সদস্য সমিতির নির্ধারিত মেয়াদ ৫ বছর পূর্তির পূর্বে তার সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিলে তাকে শুধু জমাকৃত মূলধন ফেরত দেওয়া হবে, লভ্যাংশের টাকা প্রদান করা হবে না। সমিতির গঠনকাল থেকে এক বছর পূর্তির পূর্বে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিলে এক বছর পূর্তির পর মূলধন ফেরত পাবে। আর যদি কেউ মেয়াদের মাঝখানে সদস্য হতে চায় তাহলে বছরান্তে সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের পর অর্জিত সম্ভাব্য লাভ ও মূলধন সমপরিমাণ টাকা দিয়ে সদস্যপদ লাভ করতে হবে।

অতএব আবেদন এই যে, সমিতির ধারা অনুযায়ী মেয়াদ পূর্তির পূর্বে সদস্যপদ প্রত্যাহার করলে লভ্যাংশ গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : ১) প্রশ্নে বর্ণিত সমিতির পাস বইয়ের ৭-৮ নম্বরে উল্লিখিত শর্ত দুটি সকল সদস্যের পূর্ণ সমর্থনে করা হলে তা শরীয়ত পরিপন্থী হয় না বিধায় বৈধ। তবে

Scanned by CamScanner

মূলধনের সাথে লাভের হিসাব করে লাভ ও মূলধন একত্রে দেওয়া উত্তম, যা দৈনিক লাভের হিসাবের ভিত্তিতে দেওয়া যেতে পারে।

২) সমিতির মেয়াদের মাঝে সদস্য হওয়ার জন্য অন্য সদস্যদের লাভ ও মূলধন সমপরিমাণ টাকা দিয়ে সমিতির সদস্য হওয়া শরীয়তসম্মত। (১৩/৩১৮/৫১৪৫)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٤٠٩ (١٣٥٢) : عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما».

📖 شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون ص ٣٣٩ : لما كانت الشركة عقدا جائزا كان لكل من الشركاء أن ينسحب منها شريطة أن لا يكون فى ذلك إضرار.

📖 المشاركة وأحكامها الفقهية وتطبيقها فى المصارف الإسلامية ص ٢٤ : يجوزفى الشركة المحددة المدة قبل انتهاء أجلها ولأسباب معقولة أن يطلب أى من الشركاء من المحكمة إخراجه من الشراكة وهذه الحالة لقوم المحكمة بحل الشراكة إلا إذا اتفق باقى الشركاء على استمرارها فتستمر.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶/ ۳۳۵ : الجواب- شرکاء میں سے ہر کسی شریک کو ہر وقت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دوسرے شرکاء کی اجازت اور مشورہ کے بغیر جب چاہے اپنی شرکت کو ختم کردے اس صورت میں اشیاء مشترکہ کی قیمت لگا کر اصل زر بقدر حصہ اور منافع بقدر شرح تقسیم کرلیں۔

📖 اسلامی معیشت کی بنیادی اصول ص ۳۱۱ : املاک میں شریک افراد یا کوئی فرد شرکت کو ختم کرکے الگ ہونا چاہے تو اسے اپنے مقررہ حصے اصل مع منافع موجودہ وقت کی قیمت کے لحاظ سے دیدینا ضروری ہے اس میں کسی قسم کی زیادتی و نقصان کی شرط ناجائز ہے اور یہی حکم شرکت کی دوسرے اقسام کیلئے بھی ہے۔

বিনিয়োগ প্রত্যাহারসংক্রান্ত সমিতির নীতিমালা

প্রশ্ন : একটি অর্থ বিনিয়োগকারী সমিতির শর্ত নিম্নরূপ :

১) তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে টাকা তুলে নিতে পারবে না।

Scanned by CamScanner

২) পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে টাকা তুলে নিলে কোনো লভ্যাংশ দেওয়া হবে না। অবশ্য টাকা উত্তোলনকারী সদস্যের টাকাগুলোও ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। উল্লেখিত শর্তদ্বয় কি শরীয়তসম্মত?

৩) অনেক সদস্য সমিতির যাবতীয় নীতিমালা মেনে নিয়ে সই করে দেয় অথচ ভালোভাবে বোঝা বা জানার প্রয়োজন বোধ করে না।

এমতাবস্থায় কিছু টাকা কর্মচারীর বেতন, মিটিংয়ে আপ্যায়ন বাবদ অথবা সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে কি না?

অবশ্য সমস্ত খাতে কিছু টাকা ব্যয় করার কথা সমিতির নীতিমালায় লিখিত আছে।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পূর্বোক্ত শর্তদ্বয় শরীয়তবিরোধী নয়। এ ধরনের শর্ত পূর্ণ করার ব্যাপারে সম্মত হলে তা পালন করা জরুরি। যেহেতু দুই বছর পর টাকা উত্তোলন করে নিলে তার লভ্যাংশ না দেওয়ার বিষয়ে দাতা সদস্যের সম্মতি ছিল এবং সম্মতির অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছায় নিজের লভ্যাংশকে অন্য সদস্যদের হেবা করা, তাই লভ্যাংশ হিসাব করে দেওয়া হবে না। যেহেতু চাঁদা ও আপ্যায়নের ব্যাপারেও সমিতির নীতিমালা অনুসারে সবার সমর্থন ছিল বিধায় সবার পরামর্শক্রমে এ ধরনের সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে। (৬/৫০/১০৫৫)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٤/ ٢٩٩ (٢٠٦٩٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، أذود عنه الناس، فقال: " يا أيها الناس، هل تدرون في أي يوم أنتم؟ وفي أي شهر أنتم ؟ وفي أي بلد أنتم؟ " قالوا: في يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام، قال: " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه "، ثم قال: " اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه-

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٤٠٩ (١٣٥٢) : عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما» .

Scanned by CamScanner

তাওয়াররুকের একটি পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি সংগঠন মানুষকে এভাবে ঋণ দেয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি তাদের কাছে টাকার জন্য যায় তখন টাকা না দিয়ে মাল দেয়। যেমন–কেউ ১০ হাজার টাকার জন্য গেল তখন তারা ১০ হাজার টাকা না দিয়ে একটি দোকানে গিয়ে ১০ হাজার টাকার টিন কেনে। তারপর তা বাকিতে ১৩ হাজার টাকায় বিক্রি করে ওই গ্রাহকের কাছে। আর যেহেতু গ্রাহকের টাকার দরকার, টিন কেনা তার উদ্দেশ্য নয় তাই সে ওই টিনগুলো ওই দোকানেই ১০ হাজার বা ১০০-২০০ টাকা কমে বিক্রি করে দেয়। জানার বিষয় হলো, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে গ্রাহককে ১০ হাজার টাকা নগদ না দিয়ে তার পরিবর্তে সেই মাল নগদ ক্রয় করলে ১০ হাজার টাকায় পাওয়া যায়। উক্ত ব্যক্তির নিকট বাকিতে ১৩ হাজার টাকায় বিক্রি করা জায়েয, তবে সংগঠন যে ব্যক্তি থেকে মাল ক্রয় করেছে সে ব্যক্তির নিকট ওই মাল বিক্রয় করা জায়েয হবে না। তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করলে বৈধ হবে। (১৩/৯৩)

📖 المعايير الشرعية ص ٤١٢ : التورق : شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ثم بيعها إلى غير من اشتريت منه للحصول على النقد بثمن حال، ولصحة عملية التورق ضوابط-

📖 الهداية (قاسميه) ٣ /٥٩ : ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع ويجوز أن يحط عن الثمن -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦/١١٤ : لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /٣٢٦ : إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود فيها إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه كعود الثوب إليه في الصورة المارة وكعود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشر فيكره يعني تحريما، فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في السوق فلا كراهة فيه بل خلاف الأولى، فإن الأجل قابله قسط من الثمن، والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة؛ لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقا وإلا فكل بيع بيع العينة اهـ وأقره في البحر والنهر والشرنبلالية وهو ظاهر، وجعله السيد أبو السعود محمل قول أبي يوسف، وحمل قول محمد والحديث على صورة

Scanned by CamScanner

العود.(ولو أمر كفيله أن يتعين عليه حريرا ففعل فالشراء للكفيل والربح عليه) ومعناه الأمر ببيع العينة مثل أن يستقرض من تاجر عشرة فيأبى فيبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر مثلا رغبة في نيل الزيادة ليبيعه المستقرض بعشرة ويتجمد خمسة سمي به لما فيه من الإعراض عن الدين إلى العين وهو مكروه لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض مطاوعة لمذموم البخل.

ঋণ দেওয়ার অভিনব অবৈধ একটি পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমরা কিছু দ্বীনদার মুসলমান নিয়ে সমাজকল্যাণের নিয়্যাতে একটি সমিতি করেছি। বিভিন্ন এনজিও ও গ্রামীণ ব্যাংকের অপতৎপরতার মোকাবেলায় উক্ত সমিতি থেকে মুসলমানদের কর্জ-ঋণ দেওয়া যাচ্ছে। বহু লোক গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ না নিয়ে উক্ত সমিতি থেকে ঋণ নেওয়া শুরু করেছে। এলাকায় একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ঋণ নেওয়ার পদ্ধতি হলো, যিনি ঋণ নেবেন তিনি সমিতির নিকট নিজস্ব খরিদা/পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রির প্রস্তাব দিয়ে একটি দরখাস্ত দেবে। ওই দরখাস্তে জমিনের খতিয়ান নং, দাগ নং উল্লেখ করবে, সাথে দলিল আনবে এবং একই দরখাস্তে উক্ত জমিটি এক বছর বা ১০ মাসের জন্য সমিতিকে নির্দিষ্ট কিছু টাকা দিয়ে লাগিত রাখারও প্রস্তাব দেবে। উক্ত দরখাস্তটি সমিতির সভাপতির নিকট জমা দেবে। যদি মঞ্জুর হয় তাহলে উক্ত দরখাস্ত সমিতির ক্যাশিয়ারের নিকট জমা দিলে ক্যাশিয়ার টাকা দেবে। ক্যাশিয়ারকে সমিতির পক্ষ থেকে উক্ত জমিটি পুনরায় বিক্রি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্যাশিয়ার টাকা দেওয়ার পর ওই ব্যক্তিকে নিজের প্রাক্তন জমি পুনরায় ক্রয় করবে কি না জিজ্ঞেস করবে, যদি সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে তাকে বলবে, জমি বিক্রির টাকাগুলো যদি ১২ কিস্তিতে পরিশোধ করেন তাহলে আপনার জমি ফেরত পাবেন। এ কথাগুলোর ওপর ওই ব্যক্তি থেকে সরকারি স্ট্যাম্পে দস্তখতও নেওয়া হয়। প্রশ্ন হলো, এ লেনদেনটি জায়েয কি না?

উত্তর : প্রশ্নে ঋণ প্রদানের বা জনসেবার মানসে যে পন্থা অবলম্বন করার উল্লেখ রয়েছে তা বিভিন্ন কারণে শরীয়তসম্মত নয়। প্রথমত, প্রশ্নে উল্লেখ রয়েছে যে এরূপভাবে মানুষকে ঋণ দেওয়া হয়। আর কাউকে ঋণ দিয়ে তার কাছ থেকে কিছু আদায় করা জায়েয নেই। যেহেতু এখানে জমি বেচাকেনা উদ্দেশ্য নয় শুধুমাত্র প্রদানকৃত ঋণের পরিবর্তে কিছু মুনাফা অর্জন করা মুখ্য উদ্দেশ্য। আর ঋণের পরিবর্তে যেকোনো ধরনের মুনাফা সুদের অন্তর্ভুক্ত। (৫/২১৪)

Scanned by CamScanner

📖زوائد مسند الحارث (مركز خدمة السنة) ١/ ٥٠٠ (٤٣٧) : عن عمارة الهمداني قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» -

দ্বিতীয়ত, বাস্তবে যদি জমি ক্রয়-বিক্রয় ও ধরে নেওয়া হয় এমতাবস্থায় জমি বিক্রেতার নিকট ওই জমি লাগিত দেওয়ার শর্তের কারণে বাস্তবে বেচাকেনাটিও অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

📖مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم (مكتبة الكوثر) ص ٢٦٦ : عن عتاب بن أسيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل مكة، فقال: «انطلق إلى أهل مكة انههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وشرط» رواه عبيد الله بن موسى -

তৃতীয়ত, ক্যাশিয়ার ওই মালিককে জমি ফেরত দেওয়ার ওয়াদার ওপর যে টাকা কিস্তিতে উসূল করবে তা মালিকের পক্ষ থেকে তার নিকট সম্পূর্ণ আমানত হবে। আর আমানতের মালে হস্তক্ষেপ করা এবং তা দ্বারা মালিকের অগোচরে মুনাফা অর্জন বৈধ নয়।

📖بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٢١٠ : وأما بيان حال الوديعة فحالها أنها في يد المودع أمانة؛ لأن المودع مؤتمن، فكانت الوديعة أمانة في يده -

সমিতি থেকে বেশি আদায়ের শর্তে ঋণ নেওয়া

প্রশ্ন : আমরা কতিপয় ব্যক্তি একটি সমিতি গঠন করেছি। প্রতি মাসে আমরা ১০০ টাকা করে জমা করি। উক্ত জমাকৃত ফান্ড থেকে আবার অনেকেই টাকা ধার নেয় এ শর্তে যে, পরিশোধের সময় শতকরা ১০ টাকা বেশি পরিশোধ করতে হবে। এখন জানার বিষয় হলো, আমাদের টাকা আমরাই ধার নিচ্ছি, আবার আমরাই পরিশোধের সময় ১০ টাকা দিচ্ছি, এখন যে বেশি ১০ টাকা জমা দিচ্ছি। এটা কি সুদ গ্রহণ হিসেবে বিবেচিত হবে?

উত্তর : সমিতির সদস্যগণ যখন যত টাকা জমা করবে ফেরত দেওয়ার সময় যদি ওই পরিমাণ টাকা ফেরত পাওয়ার পদ্ধতি থাকে সে ক্ষেত্রে ধার পরিশোধ করার সময় বেশি দিলে সুদ হবে না, নতুবা সুদ হবে। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যদি ধার গ্রহণকারী সদস্যের

Scanned by CamScanner

দেওয়া অতিরিক্ত টাকা জমায় বাড়তি হিসেবে হয়, তাহলে জায়েয হবে, নতুবা সুদ হবে। (১/১৮৪)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٥ : ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

সমিতির টাকা নিয়ে বেশি দেওয়া

প্রশ্ন : আমরা কিছুদিন পূর্বে একটি সমিতি করি। সমিতির আয় হলো আমরা কিছু চাঁদা দিই। আর কেউ যদি খতমে কোরআন পড়ায় আমরা তার বাড়িতে না খেয়ে তার থেকে কিছু টাকা নিয়ে ওই সমিতির মধ্যে লাগাই। কারণ ওই টাকাগুলো গরিব-মিসকিনদের দেওয়ার নিয়্যাতে সমিতি করা হয়েছে, কারো মালিকানা নয়। এভাবে কিছুদিন চলার পর ওই টাকাগুলো এক ব্যক্তির হাতে দিয়ে আমরা মাদরাসায় চলে আসি। পরে আমরা যখন বাড়িতে যাই এবং তার থেকে টাকা চাই সে তখন বলে যে টাকা তো খরচ হয়েছে। কয়েক মাস পর ৯০০ টাকার পরিবর্তে ১৫০০ টাকা দেবে। আমরা তখন বলি যে এটা তো সুদ হবে। সে বলে যে তোমরা তো অন্যভাবে আয় করতে, সেই আয়টা আমি করে দিচ্ছি। এভাবে বলেছে, কিন্তু আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে তা নেওয়া বৈধ হবে কি না? যদি না হয় তাহলে বৈধ কোনো সুরত আছে কি না?

উত্তর : আপনাদের জন্য এভাবে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া বৈধ হবে না। কারণ এটা নিঃসন্দেহে সুদের অন্তর্ভুক্ত। তবে মুনাফা লাভের জন্য আপনারা শরয়ী পদ্ধতিতে মুদারাবা বা মুরাবাহা পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। (১৬/১৭২)

📖 سورة البقرة الآية ٢٧٨، ٢٧٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : (قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر، وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض، فعلى قول الكرخي لا بأس به -

Scanned by CamScanner

লটারির মাধ্যমে প্রাপকের নাম নির্ণয় করা

প্রশ্ন : ১০ জন সওদাগর মিলে একটি সমিতি এ চুক্তিতে গঠন করেছে যে, আমরা প্রত্যেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে ১০ বছর পর্যন্ত ফি চালাব। এভাবে প্রতি বছর সমিতিতে এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা জমা হবে। প্রতি বছর শেষে লটারিতে যার নাম আসে সেই টাকার মালিক হবে। সে ওই টাকা নিয়ে ব্যবসা করবে। কিন্তু ওই ব্যক্তিরও ১০ বছর পর্যন্ত মাসিক ফি চালিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় বছর বাকি ৯ জনের মধ্যে লটারি হবে, যার নাম আসবে সে ওই বছরের এক লক্ষ ২০ হাজার টাকার মালিক হবে, এভাবে প্রত্যেকের নাম ১০ বছরের মধ্যে এসে যাবে ও প্রত্যেকে ১০ বছরে এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা তথা নিজের ১০ বছরের মাসিক ফি সমষ্টি পেয়ে যাবে। তবে যে যত আগে পেল তার লাভ বেশি হলো। কেননা সে ৯ বছর পর্যন্ত ওই টকা দিয়ে ব্যবসা করতে পারল আর দ্বিতীয়জন আট বছর। এভাবে দশম বার যে পেল তার লাভ সবচেয়ে কম হলো। তাই আমার প্রশ্ন হলো, এই লটারির সমিতি ইসলামী শরীয়তে জায়েয কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতি বড়ই প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং সুদবিহীন পরস্পর সহযোগিতা ও সহানুভূতি বিধায় টাকা জমা করে এ ধরনের লটারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দেওয়া অবৈধ নয়। (১৮/৫৬১/৭৭২৩)

📖 العناية بهامش الفتح (دار الكتب العلمية) ٩/ ٤٥١ : قوله (والقرعة لتطييب القلوب) جواب الاستحسان، والقياس يأباها لأنه تعليق الاستحقاق بخروج القرعة وذلك قمار ولهذا لم تجوز علماؤنا استعمالها في دعوى النسب ودعوى المال وتعيين المطلقة، ولكن تركناها هاهنا بالتعامل الظاهر من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير، وليس في معنى القمار لأن أصل الاستحقاق فيه يتعلق بما يستعمل فيه. وأما ما نحن فيه فليس كذلك، لأن القاسم لو قال أنا عدلت في القسمة فخذ أنت هذا الجانب وأنت هذا الجانب كان مستقيما، إلا أنه ربما يتهم في ذلك فيستعمل القرعة لتطييب قلوب الشركاء ونفي تهمة الميل عن نفسه وذلك جائز.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦/ ١٩٩ : چند افراد کا اس طرح ہر ماہ برابر برابر رقم جمع کرکے قرعہ اندازی کے ذریعے کسی ایک کو دینا امداد باہمی اور قرض ہے، اس میں تملک اور

Scanned by CamScanner

تملیک نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک شریک چاہتا ہے کہ اس بار جمع کی گئی رقم مجھے مل جائے تو رفع نزاع اور خوش دلی کے لئے قرعہ اندازی کر لیتے ہیں۔

লটারির মাধ্যমে প্রাপক ঠিক করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের ১০ জন রিকশাচালক মিলে একটি সমিতি করে এভাবে যে, ১০ জন প্রতিদিন ৫০ টাকা করে জমা দেয়, ১০ দিন পর যখন ৫০০০ হাজার টাকা জমা হয়, তখন লটারির মাধ্যমে যার নাম প্রথমে আসে তাকে উক্ত টাকাগুলো দিয়ে দেয়। যার নাম একবার এসে যায় তার নাম দ্বিতীয়বার আর দেওয়া হয় না। আবার সবাই টাকা জমা দিতে থাকে। এ রকমভাবে আবার লটারি দিতে থাকে। একসময় দেখা যায় সবার ভাগ্যে উক্ত ৫০০০ হাজার টাকা এসে যায়। উক্ত পন্থাটি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি শরয়ী নীতির পরিপন্থী নয় বিধায় তা জায়েয ও বৈধ বলে বিবেচিত হবে। (১২/৫৯০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٢٦٢ : (ويصور القاسم ما يقسمه على قرطاس) ليرفعه للقاضي (ويعدله على سهام القسمة وبذرعه، ويقوم البناء ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه، ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث) وهلم جرا (ويكتب أساميهم ويقرع) لتطيب القلوب، (فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول، ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني إلى أن ينتهي إلى الأخير).

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۲۲۴ : الجواب- حقوق میں قرعہ اندازی جائز نہیں تبرع میں جائز ہے۔

সহযোগিতামূলক সমিতিতে লটারির মাধ্যমে প্রাপক নির্ণয় করা

প্রশ্ন : আমাদের মার্কেটে দোকানদারদের একটি সমিতি আছে, যার সদস্যসংখ্যা ৩০ জন। প্রত্যেকে দৈনিক ১০০ টাকা করে চাঁদা দিতে হয়। প্রতি ১০ দিন অন্তর লটারি হয়। লটারিতে যে সদস্যের নাম উঠে সে ১০ দিনে চাঁদা বাবদ জমা হওয়া ৩০ হাজার টাকার মালিক হয়ে যায়। এরপর পরবর্তী ১০ দিনের জমা হওয়া চাঁদায় উক্ত ব্যক্তির নাম বাদ দিয়ে লটারি হয়। এভাবে যত দিন পর্যন্ত প্রত্যেক সদস্য একবার করে ৩০

Scanned by CamScanner

হাজার টাকা না পাবে, তত দিন প্রত্যেকে ১০০ টাকা হারে চাদা দিতে থাকবে এবং ১০ দিন অন্তর লটারি অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে প্রত্যেক সদস্যেরেই জমা চাঁদা এবং লটারিতে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ সমান, অর্থাৎ ৩০ হাজার টাকা। পার্থক্য শুধু এটুকু যে কেউ এক হাজার টাকা জমা দিয়েই ৩০ হাজার টাকা পেল। আর কেউ আরো বেশি টাকা জমা দিয়ে ৩০ হাজার টাকা পেল। এখন আমার জানার বিষয় হলো, এটা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সমিতির নিয়মটি কর্জ বা ঋণ গ্রহণ ও প্রদানের একটি আধুনিক ব্যবস্থা। যদি সমিতির গঠনতন্ত্রে এ শর্তটি সংযোগ করা হয় যে মাঝপথে কোনো সদস্যের মৃত্যু হলে তার থেকে নেওয়া টাকা তার ওয়ারিশদের ফেরত দেওয়া অথবা ওই ব্যক্তি যদি সমিতি হতে টাকা পেয়ে থাকে তাহলে তার মূল টাকা বাদ দিয়ে বাকি টাকা ওয়ারিশগণ দিতে বাধ্য থাকবে। তবে এ ধরনের ঋণ গ্রহণ ও প্রদান শরীয়তসম্মত হতে পারে। (৫/৩০২)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٨١٢ (٢٤٣٠) : عن قيس بن روي، قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه، فقضاه، فكأن علقمة غضب، فمكث أشهرا ثم أتاه، فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي، قال: نعم، وكرامة، يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك، فجاءت بها، فقال: أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا، قال: فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك، قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة»، قال: كذلك أنبأني ابن مسعود -

📖 فيه أيضا ٢/ ٨١٢ (٢٤٣١) : عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة" -

Scanned by CamScanner

সোসাইটির সদস্যদের থেকে ঋণ বাবদ সুদ নেওয়া

প্রশ্ন : আমরা নবাবপুরের ৩৪ জন ব্যবসায়ী একত্রিত হয়ে একটি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করি। উক্ত সোসাইটির বর্তমান সদস্যসংখ্যা ২৭ জন। সোসাইটির বয়সকাল ইতিমধ্যে ৫ বছর হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, এর অর্থ দ্বারা নিজস্ব বাণিজ্যিক বা আবাসিক ভবন গড়ে তোলা। এই সোসাইটির প্রত্যেক সদস্যদের থেকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা এবং সাপ্তাহিক চাঁদা ২ হাজার টাকা করে সংগ্রহের মাধ্যমে সোসাইটির মূলধন বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সংগৃহীত মূলধন বা টাকা সোসাইটির সদস্যদের মধ্যেই শুধু চাহিদা মোতাবেক ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। বণ্টিত ঋণের টাকা হতে নির্ধারিত হারে মুনাফা সোসাইটিকে প্রদান করতে হয়। সোসাইটির যাবতীয় অর্থ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন সম্পাদিত হয়ে থাকে। অতএব সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত ঋণের টাকার ওপর নির্ধারিত হারে যে মুনাফা সংগ্রহ করা হয় তা ইসলাম সুন্নাহ ও শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদ কি না, তা জানতে চাই।

উত্তর : ঋণ দিয়ে এর ওপর অতিরিক্ত মুনাফা গ্রহণ করাকেই শরীয়তের পরিভাষায় সুদ বলা হয়। সুদের আদান-প্রদান সম্পূর্ণ হারাম বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত পন্থায় সোসাইটির সদস্যদের ঋণ দিয়েও কোনো মুনাফা গ্রহণ করা হালাল হবে না। কোনো মুনাফা নিয়ে থাকলে তা অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে। (৯/৫০/২৪৮৪)

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٢ /١٨٤ : والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض والدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد وإذا كان متفاضلا من جنس واحد هذا كان المتعارف المشهور بينهم ولذلك قال الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إنما كانت ربا في المال العين لأنه لا عوض لها من جهة المقرض.

📖 كشف الحقائق ٢ / ٣١ : هو فضل ما بلا عوض فى معاوضة مال بمال وأيضا هو فضل حال خال عن عوض شرط لأحد العاقدين فى المعاوضة أى فضل أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشرعى؛ لأن النقدين لا يتعينان بالتعيين وإنما يتعينان بالقبض.

Scanned by CamScanner

যথাসময়ে সঞ্চয় জমা করতে না পারলে লাভ না দেওয়া

প্রশ্ন : আমি একটি সমিতির সাথে জড়িত। সমিতির কর্তৃপক্ষ তার সদস্যদের থেকে মাসিক সঞ্চিত টাকাগুলো দিয়ে মুদারাবাভিত্তিক সদস্যদের লাভ দিয়ে থাকে। কিন্তু সদস্যদের সঞ্চয়ের টাকা জমা দেওয়ার ব্যাপারে সমিতির পক্ষ থেকে এক কর্তৃপক্ষ তার সদস্যদের ওপর নিম্নের শর্তটি জুড়ে দিয়েছেন। তা হলো–

প্রতি ইংরেজি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সঞ্চয়ের টাকা জমা দিতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে যদি তার এ টাকা থেকে চলতি মাসে লাভ আসে, সে উক্ত টাকার অর্থাৎ নির্ধারিত তারিখের পর যে টাকা জমা দিয়েছে চলিত মাসের লভ্যাংশ পাবে না। বরং এ টাকা চলতি মাসের লভ্যাংশটি কর্তৃপক্ষ নিজেই ভাগ করে বা জনকল্যাণমূলক কাজে খরচ করা হয়। প্রশ্ন হলো, সমিতির পক্ষ হতে উল্লিখিত শর্তটি শরীয়তসম্মত কি না? যদি না হয় তবে সমিতির কর্তৃপক্ষের জন্য করণীয় কী?

উত্তর : কোনো সমিতি, যা শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত উক্ত সমিতির মাসিক সঞ্চয়ের টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করার সুবিধার্থে যদি সমিতি কর্তৃপক্ষ ও সদস্যদের সম্মতিক্রমে প্রশ্নে বর্ণিত শর্ত করা হয়ে থাকে তবে তা জায়েয হবে। (১৬/৯০৬/৬৮৪৯)

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ٤٥ : وإن هذا الاقتراح إنما يفيد للضغط على المدين في أداء الدين في وقته، ومن المرجو أن هذا الضغط يؤثر في سد باب المماطلة أكثر مما يؤثر فيه اقتراح التعويض، لأن مقدار هذا التبرع الملتزم به لا يجب أن يكون بمقدار الأرباح الحاصلة في حساب الاستثمار في مدة المماطلة، بل يمكن أن يكون أكثر من ذلك، ولا بأس بتعيين مقداره على أساس نسبة معينة من مبلغ الدين، بما يجعل المدين يحتفظ بمواعيد الأداء. وفي الوقت نفسه لا يعتبر هذا التبرع ربا، لأنه لا يدخل في ملك المصرف شيئا، بل يصرف إلى الجهات الخيرية، ويمكن أن ينشأ لذلك صندوق خاص لا يكون مملوكا للمصرف، بل يكون وقفا على بعض المقاصد الخيرية يتولاه أصحاب المصرف، ويكون من مقاصده أن يقدم منه قروض حسنة لأصحاب الحاجة. وأما المستند الشرعي لهذا الالتزام، فإن الالتزام بالتبرع جائز، عند جميع الفقهاء.

Scanned by CamScanner

كتاب الإجارة

অধ্যায় : ইজারা

দীর্ঘমেয়াদি টাওয়ার ভাড়া করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি ৮০ বছর বা ১০০ বছরের জন্য টাওয়ার ভাড়া নিলে তা কি বৈধ হবে?

উত্তর : ইজারাপ্রদত্ত পণ্যের স্থায়িত্বের প্রবল সম্ভাবনার ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদি ও স্বল্প মেয়াদি উভয় প্রকার ইজারা দেওয়া জায়েয আছে। দীর্ঘ মেয়াদের কোনো নির্ধারিত সময়সীমা নেই। তাই ৮০ বছর বা ১০০ বছরের জন্য ভাড়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয। (১৩/৩৩৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٣ : فتصح على مدة معلومة) أي مدة كانت؛ لأن المدة إذا كانت معلومة كانت المنفعة معلومة فيجوز طالت المدة أو قصرت أو تأخرت بأن كانت مضافة أو تقدمت بأن كانت متصلة بوقت العقد -

📖 اللباب فى شرح الكتاب (المكتبة العلمية) ٢/ ٨٨ : فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت) : أي طالت أو قصرت، لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما، إلا في الأوقاف، فلا تجوز الإجارة الطويلة في المختار كيلا يدعى المستأجر ملكها - وهي ما زاد على ثلاث سنين في الضياع، وعلى سنة في غيرها --

ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ইজারা

প্রশ্ন : ওয়াক্‌ফের সম্পদ কি অন্য সম্পদের ন্যায় ইজারা দেওয়া যায়? এবং কত বছর পর্যন্ত ইজারা দেওয়া যায়?

উত্তর : ওয়াক্‌ফের জমি বা অন্যান্য সম্পদ দীর্ঘমেয়াদি ইজারা দিলে ইজারাদার মালিকানা দাবি করার ও ওয়াক্‌ফ সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকায় ওয়াক্‌ফ জমির ইজারা সর্বোচ্চ তিন বছর ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে এক বছর দেওয়া শরীয়তের নির্দেশ। এর চেয়ে অধিক মেয়াদের জন্য দেওয়া বৈধ নয়। তবে

Scanned by CamScanner

স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে ওয়াক্ফ সম্পদ সংরক্ষিত থাকার শর্তে ওয়াক্ফের স্বার্থ রক্ষার্থে কিছু বেশি সময়ের জন্য ইজারা দেওয়াও অবৈধ হবে না। (১৩/৩৩৮)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٥/ ١٠٦ : قال - رحمه الله - (ولا يزاد في الأوقاف على ثلاث سنين) أي لا يجوز أن تزاد مدة الإجارة في الأوقاف على ثلاث سنين خوفا من دعوى المستأجر أنه ملكه إذا تطاولت المدة وذكر بعضهم الحيلة في جواز الزيادة على ثلاث سنين أن يعقد عقودا كل عقد على سنة ويكتب في الكتاب أن فلان بن فلان استأجر الوقف كذا وكذا سنة بكذا وكذا عقدا في كل عقد سنة وذكر صدر الإسلام أن الحيلة فيه أن يرفع إلى الحاكم حتى يجيزه وكان الصدر الشهيد - رحمه الله - يفتي بالجواز في ثلاث سنين في الضياع إلا إذا كانت المصلحة في المنع وفي غير الضياع كان يفتي بعدم الجواز فيما زاد على سنة واحدة إلا إذا كانت المصلحة في الجواز هذا إذا لم ينص الواقف على مدة الإجارة فإن اشترط لذلك شيئا من المدة فهو على ما شرط طال أو قصر؛ لأن شروط الواقف تراعى كالنصوص.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤/٨ : قال - رحمه الله - (ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين) يعني لا يزاد على هذه المدة خوفا من دعوى المستأجر أنها ملكه إذا تطاولت المدة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٧ : قال الشارح هناك إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زمنا وموضعا اهـ وما مشى عليه المصنف هنا من الإطلاق تبعا للمتون. قال في الهداية هو المختار.

সরকারি সম্পত্তির ডাক/ইজারা নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে খাল-বিল, নদী এবং ব্রিজ ও হাট-ঘাট ডাক দেওয়ার কিছু নিয়ম আছে। যথা : সরকারের কাছ থেকে কিছু টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খাল-বিল বা নদীর নির্দিষ্ট অঙ্ক ডেকে নেয় এ শর্তে যে, এ সময়ের মধ্যে ওই খাল-বিল বা নদীতে যত মাছ পাবে সব তাদের। অনুরূপ ব্রিজ-ঘাট সরকারের কাছ থেকে এভাবে নেয় যে ব্রিজে যত বাস-ট্রাক যাবে তাদের কাছ থেকে যত টাকা টোল আদায় করবে, সব টাকা তাদের। জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত নিয়মে ডাক নেওয়া বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সরকারি খাল-বিল, নদী, ব্রিজ, ঘাট, হাট-বাজার ইত্যাদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে ইজারার ওপর নিয়ে উক্ত সম্পদ থেকে ইজারাগ্রহীতার জন্য উপকৃত হওয়া জায়েয। (১৩/৮৪৮)

📖 فتاوی نظامیہ ۱/۲۱۰ : ظاہر ہے کہ دریائی مچھلیوں کا ٹھیکہ (بمعنی بیع وشراء) ہوتا ہے اور اس کی حقیقت شرعیہ یہ پڑتی ہے کہ بوقت ٹھیکہ بھی دریا میں مچھلیاں موجود ہوئی ہے اور پکڑ بھی جاتی ہے اور اگرچہ انکی مقدار معلوم و متعین نہیں ہوتی اس لئے اس معاملہ بیع کو معدوم کی بیع کہکر بیع فاسد ہوتی ہے اور اس کا اقالہ واجب ہوتا ہے اگر اقالہ نہ کرے بلکہ بیع صحیح کرے تو بیع صحیح ہو جاتا ہے جیسا کہ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ فإن باعه المشتري نقد بيعه لأن ملكه فملك التصرف فيه۔ ھدایہ مع فتح القدیر ۵/۲۳۲۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۹/۴۶۰ : الجواب-حامداو مصلیا، حکومت نے جس کام کا ٹھیکہ دیا اور زید نے اس کو منظور کر لیا کہ اتنے روپے لونگا اور کام کرونگا تو یہ درست ہے پھر روپیہ اس میں برابر خرچ ہو یا کم زیادہ ہو سب درست ہے جیسے ایک شخص کتابوں کی جلد بندی کرتا ہے اور روپے طے کر لیتا ہے اس میں سامان زیادہ روپیہ کا لگے یا کم کا سب طرح درست ہے کوئی مکان تعمیر ہو یا سڑک بنوانا ہو سب کا یہی حال ہے۔

📖 مال حرام ص ۶۹ : البتہ دوسری صورت میں کہ حکومت عوام کو کوئی منفعت فراہم کر کے اس کی اجرت وصول کرے، تو چونکہ وہ جائز ہے، اس لئے اس کا ٹھیکے دینا بھی جائز ہے جس کی شرعی توجیہ یہ ہے کہ حکومت نے اس پل یا سڑک کی منفعت ٹھیکہ دار کو دیدی پھر ٹھیکیدار اس منفعت سے فائدہ اٹھانے والوں سے فیس وصول کرتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے حکومت کوئی مکان بنا کر کسی کو کرایہ پر دیدے پھر کرایہ دار کسی اور کو کرایہ پر دے تو یہ جائز ہے۔

সরকারি সম্পত্তির নিলামে ইজারা

প্রশ্ন : বর্তমান প্রচলিত বাজার-ঘাট, লঞ্চঘাট, ও ব্রিজটোল ও খেলার মাঠ লক্ষ লক্ষ টাকা ডাক উঠিয়ে বিক্রয় করে থাকে। এগুলো জায়েয কি না?

উত্তর : সরকার কর্তৃক প্রচলিত বাজার বা গুদারাঘাট লঞ্চঘাট ও ব্রিজটোল ও খেলার মাঠ ইত্যাদি ডাক উঠিয়ে ইজারা দেওয়ার যে পদ্ধতি চালু রয়েছে তা শরীয়ত পরিপন্থী নয়। (৯/৪৮৮)

Scanned by CamScanner

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٤/ ٧٣٧ : وتصح الإجارة على أي مدة طالت أو قصرت وهو قول أكثر العلماء ومنهم الشافعية على الصحيح، فإنهم قالوا: يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالباً بحسب رأي أهل الخبرة، ولا يقدر للإجارة أقصى مدة، إذ لا دليل من الشرع على ذلك -

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ۶/ ۲۳۸ : الجواب- اپنی مملوکہ زمیں طویل مدت کے لے اجارہ پر دینے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں بشرطیکہ دیگر شرائط فاسدہ سے اجارہ خالی ہو خواہ اجرت کم مقرر ہوئی یا زیادہ۔

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۶/ ۱۹۳ : سوال- محصول چنگی لینا یا دینا کیساہے؟ اگر کوئی شخص مال چپا کر لے گیا تو اس کے لئے وہ مال کیسا ہے ؟اور کیا چنگی ٹھیکدار کو اس کی شکایت لگانا چاہے؟

الجواب- محصول چنگی شرعاً جائز نہیں، اگر مال وآبرو کا خطرہ نہ ہو تو نہ دی جائے۔

মসজিদ কর্তৃক সরকারি সম্পদের ইজারা নিয়ে পুনরায় ইজারা দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোনো বাজারকে ডাকের মাধ্যমে সরকার থেকে মসজিদের জন্য নিয়ে আসা হয়। তারপর মসজিদের জিম্মাদার পুনরায় ওই বাজারকে নিলামের ওপরে ডাক দেওয়ার পরে যে টাকা লাভ হয় তা মসজিদের কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ইজারা নিয়ে তা অন্যের নিকট ইজারা দিয়ে লাভবান হওয়া নাজায়েয। তবে ইজারা দেওয়ার পর সংস্কারমূলক কোনো কাজ করলে তখন অতিরিক্ত টাকায় দ্বিতীয় পক্ষকে ইজারা দিয়ে লাভবান হওয়া যায়।

প্রশ্নে উল্লিখিত মসজিদ কর্তৃপক্ষ বাজার ইজারা নেওয়ার পর বাজারে সমান্যতম সংস্কারমূলক কাজ করে থাকলে অন্যের নিকট ইজারা দিয়ে লাভবান হওয়া সহীহ হবে অন্যথায় সহীহ হবে না। (৮/৯৫৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٢٥ : وإذا استأجر دارا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل، وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائزة أيضا إلا إنه إن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بها، وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد في الدار زيادة

Scanned by CamScanner

كما لو وتد فيها وتدا أو حفر فيها بئرا أو طينا أو أصلح أبوابها أو شيئا من حوائطها طابت له الزيادة-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۱۹۸ : سوال- ایک شخص نے مسجد کی جائداد دس روپیہ ماہواری کرایہ پر لے رکھی ہے اور اس کو اپنی طرف سے بارہ روپیہ کو کرایہ پر دے رکھی ہے یہ منافع جائداد مسجد سے اٹھانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- اگر اس شخص نے اس جائداد میں کوئی تصرف نہیں کیا بلکہ جس طرح مسجد سے لے تھی اسی طرح دوسرے کو دیدی تب تو یہ منافع ناجائز ہے اس کا تصدق واجب ہے اگر اس جائداد کی کوئی اصلاح کی یا مرمت کی ہے اور پھر دوسرے شخص کو دی ہے تو یہ منافع جائز ہے۔

সমজাতীয় জিনিসের বিনিময়ে ইজারা দেওয়া

প্রশ্ন : জমিকে জমির বিনিময়ে এবং গাড়িকে গাড়ির বিনিময়ে এবং প্রাণীকে প্রাণীর বিনিময়ে ভাড়া দেওয়া যাবে কি?

উত্তর : কোনো লাভজনক বস্তুকে তার সমমানের একই প্রকারের বস্তুর বিনিময়ে ভাড়া দেওয়া শরীয়তসম্মত নয় বিধায় প্রশ্নোল্লিখিত ইজারা পদ্ধতি, অর্থাৎ জমিকে জমির বিনিময়ে এবং গাড়িকে একই ধরণের গাড়ির বিনিময়ে ভাড়া দেওয়া যাবে না। (১২/৬৪০)

📖 الدر المختا مع الرد (سعيد) ٦/٦٤ : (إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا) جنسا كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض (وإذا اتحدا لا) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب ونحو ذلك-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٦٤ : (قوله إجارة المنفعة إلخ) هذه أعم من قوله السابق أو أن يزرعها بزراعة أرض أخرى. (قوله كإجارة السكنى بالسكنى) أي سكنى دار بأخرى، فلو بحانوت يصح للاختلاف منفعة، وقيل لا يصح. ومعاوضة البقر بالبقر في الأكداس لا تجوز لاتحاد الجنس، والبقر بالحمير يجوز لاختلاف الجنس جامع الفصولين.

Scanned by CamScanner

পার্টি ঠিক করে দিয়ে কমিশন গ্রহণ করা

প্রশ্ন : আমি জনৈক ব্যক্তির সাথে এ মর্মে মৌখিক চুক্তি করেছি যে আমরা দুজনে মিলে ব্যবসা করব। আমি পার্টির নিকট থেকে দরদাম ঠিক করে কাজ ঠিক করে দেব। ওই ব্যক্তি তার দেওয়া নির্দিষ্ট রেটে কাজ করে দেবে। এতে আমার প্রতি কাজে কিছু লাভ থাকবে। সেও আবার একইভাবে অন্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মাধ্যমে কাজ সমাধা করে দেবে, তারও কিছু লাভ থাকবে। এ ধরনের ব্যবসা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না? অনেক সময় এমন হয় যে পার্টি আমার মাধ্যমে এসেছে কিন্তু দরদাম ঠিক করেছে অন্য ব্যক্তি। কাজ শেষে সে লাভের অর্ধেক দিলে সেটা আমার জন্য জায়েয হবে কি না? চুক্তির বেলায় অর্ধাংশের কোনো কথা ছিল না। চুক্তি এ রকম ছিল যে সে প্রতিটি কাজ করে দেওয়ার মজুরি বাবদ ১৩০০ টাকা নেবে। আমি পার্টির কাছ থেকে যা নিতে পারি। যদি পার্টির কাছ থেকে ১৫০০ টাকা নিতে পারি তবে আমার দুই শত টাকা লাভ থাকবে। উল্লেখ্য, আমার কিন্তু কখনোই লোকসান হবে না, কারণ আমি কখনোই লাভ না হলে কাজ নেব না। বিস্তারিত বিধান জানাবেন।

উত্তর : চুক্তির ভিত্তিতে প্রশ্নে বর্ণিত পন্থায় কাজ নিয়ে উভয়ে পরিমাণ মতো লাভ করে কাজ সম্পাদন জায়েয হবে। এরূপ পার্টি সংগ্রহ করার বিনিময়ে অপরপক্ষ স্বেচ্ছায় যা প্রদান করে, তাও নেওয়া যাবে। (৪/৪৪০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/٢٢٥ : (والمبيع هو العين لا عمله) خلافا للبردعي (فإن جاء) الصانع بمصنوع غيره أو بمصنوعه قبل العقد فأخذه (صح) ولو كان المبيع عمله لما صح.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/٢٢٥ : (قوله والمبيع هو العين لا عمله) أي أنه بيع عين موصوفة في الذمة لا بيع عمل أي لا إجارة على العمل لكن قدمناه أنه إجارة ابتداء بيع انتهاء تأمل.

কফীজে তাহহান/শ্রমের ফসল থেকে শ্রমের বিনিময়

প্রশ্ন : ১. কফীজে তাহহান নাজায়েয হওয়ার মূল কারণ কী? কফীজে তাহহান মুদারাবা মুযারাআ মুসাকাতের মাঝে পার্থক্য কী?

২. আমাদের দেশে কিছু নিয়ম আছে সেগুলো কফীজে তাহহানের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? নিয়মগুলো হচ্ছে : □

ক) জেলেরা পুকুরে মাছ ধরে দেবে যা মাছ পাবে তার অর্ধেক বা তিনের এক অংশ নেবে।

Scanned by CamScanner

খ) নারিকেলগাছে উঠে নারিকেল পেড়ে দিলে ২টি নারিকেল দিতে হবে।
গ) সুপারিগাছে উঠে সুপারি পেড়ে দেবে প্রতিটি গাছে ওঠার বিনিময় ১০টি করে সুপারি দেবে।
ঘ) ধান কেটে মাড়াই করে দেবে প্রত্যেক মণ ধানের বিনিময়ে ১০ কেজি ধান নেবে।
এ কাজগুলো জায়েয না নাজায়েয? নাজায়েয হলে এর জায়েয পদ্ধতি কী?

উত্তর : ১. কফীজে তাহহান নাজায়েয হওয়ার কারণ হলো নিজ শ্রম থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার শর্ত করা।
তবে মুদারাবা, মুযারাআ এবং মুসাকাতের মধ্যে উক্ত কারণটি পাওয়া গেলেও হাদীস শরীফে এগুলো জায়েয হওয়ার প্রমাণ বিদ্যমান থাকায় কফীজে তাহহানের ভিত্তিতে এগুলোকে নাজায়েয বলা যাবে না।

২.
ক) মাছ ধরার বিনিময়ে ওই মাছের অর্ধেক বা তিনের এক নেওয়ার শর্ত করা কফীজে তাহহানের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা নাজায়েয। তবে যদি ওই মাছ থেকে দেওয়ার শর্ত ব্যতীত কোনো নির্দিষ্ট মাছের নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে মাছ ধরে, পরবর্তীতে যে মাছ ধরেছে ওই মাছ থেকে দিয়ে দিলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা নেই।
খ, গ) নারিকেল পাড়ার বিনিময়ে গাছপ্রতি একটি করে ও সুপারি পাড়ার বিনিময়ে গাছপ্রতি ১০টি সুপারি নেওয়া কফীজে তাহহানের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে যদি যে গাছ থেকে পেড়ে দেবে ওই গাছ থেকে দেওয়ার শর্ত থাকে তা কফীজে তাহহানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নাজায়েয হবে।
ঘ) ধান মাড়াই করার বিনিময়ে যদি মাড়াইকৃত ধান থেকে দেওয়ার শর্ত না থাকে তাহলে তা জায়েয হবে। অন্যথায় তা কফীজে তাহহানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে নাজায়েয হবে। (১৪/২৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٦/ ٣٠٢ : قال: "ومن دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف فله أجر مثله. وكذا إذا استأجر حمارا يحمل طعاما بقفيز منه فالإجارة فاسدة"؛ لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه. وهذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات، لا سيما في ديارنا.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤ / ١٩٢ : ومنها أن لا ينتفع الأجير بعمله فإن كان ينتفع به لم يجز؛ لأنه حينئذ يكون عاملا لنفسه فلا يستحق الأجر... ... وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر رجلا ليطحن

Scanned by CamScanner

له قفيزا من حنطة بربع من دقيقها أو ليعصر له قفيزا من سمسم بجزء معلوم من دهنه أنه لا يجوز؛ لأن الأجير ينتفع بعمله من الطحن والعصر فيكون عاملا لنفسه وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن قفيز الطحان».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٥٦- ٥٧ : (ولو) (دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه) فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء. والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمي قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز.

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٣/ ٢٠٠ : المضاربة: مشتقة من الضرب في الأرض؛ سمي بها لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله، وهي مشروعة للحاجة إليها، فإن الناس بين غني بالمال غبي عن التصرف فيه، وبين مهتد في التصرف صفر اليد عنه، فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف لينتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغني. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يباشرونه فقررهم عليه وتعاملت به الصحابة.

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٣٧ : اعلم أن المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع. وفي الشريعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج. وهي فاسدة عند أبي حنيفة، وقال: هي جائزة لما روي "أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع" ولأنه عقد شركة بين المال والعمل فيجوز اعتبارا بالمضاربة والجامع دفع الحاجة، فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل والقوي عليه لا يجد المال، فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما... ... إلا أن الفتوى على قولهما لحاجة الناس إليها ولظهور تعامل الأمة بها. والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع.

Scanned by CamScanner

ধান দিয়ে ধান ভাঙানোর বিনিময় দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে ধান ভাঙানোর পারিশ্রমিকের ব্যাপারে একটি প্রচলিত নিয়ম আছে। তাহলো ভাঙানো মেশিনে ধান ভাঙিয়ে নিয়ে মেশিনের মালিককে ভাঙানো ধান থেকে একটি বিশেষ অঙ্ক পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া হয়। প্রচলিত পদ্ধতিটি কতটুকু শরীয়তসম্মত?

এ ক্ষেত্রে আরেকটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তা হলো ধান ভাঙানোর আগে মেশিনের মালিককে মুখে বলা হয় যে, আমি এ পরিমাণ ধান ভাঙিয়ে এত টাকা দেব। কিন্তু তার অন্তরে বদলা হিসেবে ভাঙানো ধান থেকেই দেওয়ার নিয়্যাত থাকে। ধান ভাঙানোর পরে মেশিনের মালিককে টাকা দেওয়ার অপরাগতা প্রকাশ করে পারিশ্রমিক হিসাবে ভাঙানো ধান থেকেই দেওয়া হয়। উক্ত পদ্ধতিটিরও শরয়ী ব্যাখ্যা জানতে চাই।

উত্তর : শ্রম দ্বারা অর্জিত বস্তু থেকে শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদান করার শর্ত করা হলে বা প্রচলন থাকলে শর্ত সাপেক্ষে বা প্রচলন হিসেবে প্রদান করা নাজায়েয হবে। তবে শ্রম দ্বারা অর্জিত বস্তু থেকে দেওয়ার কথা উল্লেখ না করে যেকোনো বিনিময় নির্ধারণ করে পরে শ্রম দ্বারা অর্জিত বস্তু থেকে পারিশ্রমিক প্রদান করা হলে তা জায়েয হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ধান ভাঙানোর প্রথম পদ্ধতি যদি মেশিনে ভাঙানো ধান থেকেই দেওয়া প্রচলন হয় বা শর্ত উল্লেখ থাকে তাহলে তা অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। তবে মেশিনে ভাঙানো ধানের শর্ত না করে যেকোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিময় ঠিক করার পর মেশিনে ভাঙানো ধান থেকে প্রদান করা হলেও তা জায়েয হবে। আর প্রশ্নের দ্বিতীয় পদ্ধতি নিঃসন্দেহে জায়েয, যা অবৈধ পন্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার উত্তম কৌশল। (৯/৪৮২)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٦/ ٣٠٢ : قال: "ومن دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف فله أجر مثله. وكذا إذا استأجر حمارا يحمل طعاما بقفيز منه فالإجارة فاسدة"؛ لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه. وهذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات، لا سيما في ديارنا-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٥٦- ٥٧ : (ولو) (دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه) فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء. والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمي قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز-

Scanned by CamScanner

📖احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۳۱۲ : جواز کی صورت یہ ہے کہ جس رسی گٹھا باندھا جائے گا اس کا طول متعین کر لیا جائے اور یہ طے کر لیا جائے کہ مزدور کاٹی ہو یفصل میں سے دینا شرط نہیں بلکہ فلاں خاص قسم کے گہوں کا اتنا بڑا گٹھا اجرت میں دیا جائے گا خواہ کہیں سے ہی دے۔

ধান দেওয়ার শর্তে ধান মাড়াই করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে ধান মাড়াই করে এ শর্তে যে ২০ মণ ধান মাড়াই করলে এক মণ ধান দিতে হবে। এ কাজ শরীয়ত অনুমোদন করে কি না?

উত্তর : ২০ মণ ধান মাড়াই করলে উক্ত মাড়াইকৃত ধান হতে এক মণ ধান বিনিময় হিসেবে দেওয়ার শর্ত না থাকলে জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। (১৩/৮৭৫/৫৪৮৮)

📖الدر المختار (سعید) ۶/ ۵۵ : (ولو) (دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه) فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء.والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمي قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز.

📖فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶/ ۲۶۹ : یہ صورت قبیلہ قفیز طحان سے ہے یعنی کسی ایسی چیز کو اجرت میں متعین کرنا ہے جو اجیر کے عمل سے وجود میں آتے ہے نبی کریم ﷺ نے اس قسم کے اجارہ سے منع فرمایا ہے، اس کے صحیح یا ناجائز ہونے پر بہت سی صورتیں موقوف ہیں، ہاں اگر بغیر تعین کے اسی جنس سے پہلے یا بعد میں اجرت دی جائے تو بالاتفاق جائز ہے۔

ধান-গম মাড়িয়ে বিনিময়ে ধান-গম দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় বর্তমানে জমি থেকে ধান-গম কাটার পর এক প্রকার মেশিন দিয়ে এগুলি নেওয়া হয়, যাতে ধান-গম নিচে পড়ে থাকে এবং খেরগুলো অন্যদিকে

Scanned by CamScanner

পড়ে যায়। যার মজুরিস্বরূপ তাদেরকে ২০ বা ২১ ভাগের ১ ভাগ দিতে হয়। সমস্ত ধান বা গম থেকে এ অঙ্কটুকু দিতে হয়। সমাজে এটা মেনেও নেয়। প্রশ্ন হলো, এ পদ্ধতি বৈধ কি না?

উত্তর : মেশিন দিয়ে নেওয়া ধান বা গম থেকে মজুরি দেওয়ার শর্ত না করলে এবং প্রতি মণে কত কেজি বা কত কাঠা ধান বা গম দিতে হবে তা নির্ধারণ করা হলে প্রশ্নে বর্ণিত লেনদেনটি বৈধ হবে। অন্যথায় এ লেনদেন বৈধ বলার উপায় নেই। (১৫/৪৭০/৬০৯৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٥٦- ٥٧ : (ولو) (دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه) فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء. والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمي قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز-

মাছ দেওয়ার শর্তে মাছ ধরা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে, ব্যক্তি বা সমাজের পুকুরে মাছ চাষ করে। অতঃপর মাছ যখন বড় হয় জেলে দ্বারা দুই-তৃতীয়াংশ শিকারকৃত মাছ দেওয়ার শর্তে জাল দিয়ে মাছ ধরে। জানার বিষয় হলো, এ ধরনের চুক্তিতে মাছ শিকার করানো শরীয়তসম্মত কি না? অন্যথায় এমন একটি পদ্ধতি বলে দিন, যার দ্বারা সকলে গোনাহ থেকে বাঁচতে পারি।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে জেলেদের পারিশ্রমিক প্রদান বৈধ নয়। বৈধ পন্থা হলো, জেলেদের পারিশ্রমিক প্রথম থেকে নির্ধারণ করা। এ ক্ষেত্রে নগদ টাকা বা সমমূল্যের নির্ধারিত পরিমাণ মাছ যেকোনো একটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে শিকারকৃত মাছ থেকে দেওয়ার শর্ত না করা জরুরি। এ হিসেবে মাছ শিকারের পর ইচ্ছা করলে শিকারকৃত মাছ থেকেও মজুরি পরিশোধ করতে কোনো আপত্তি নেই। (১৭/৯৮৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٥٦ : (ولو) (دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه) فسدت في الكل؛

Scanned by CamScanner

لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء. والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمي قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/۵۸۴ : الجواب-اگر یہ بات طے کی جائے کہ انہیں چاؤلوں میں سے اجرت لی جائے گی تب تو یہ معاملہ ناجائز ہے اور اگر معاملہ میں معین نہیں ہوا بلکہ معاملہ مطلق چاؤلوں پر کیا گیا کہ اتنے چاؤل اجرت میں لئے جائینگے اور بعد میں مالک اپنی خوشی سے انہیں چاؤلوں میں سے دیدے تو جائز ہے۔

মোবাইলে লেনদেনকালে শতকরা হারে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : কারো মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টাকা আনার ইচ্ছা করল। তখন মোবাইলের মালিক বলল, আমার মোবাইল ফোনের মাধ্যমে টাকা আনলে আমাকে প্রতি শতে ১০ টাকা দিতে হবে, অর্থাৎ ১০০ টাকা আনলে ৯০ টাকা পাবেন। তখন উক্ত ব্যক্তি বলল, আমি রাজি আছি, আপনি আমাকে একটা উপকার করে দেবেন, কিছু টাকা নিলে সমস্যা কী? জানার বিষয় হলো, উক্ত পদ্ধতিতে কারো জন্য টকা আনা ও মোবাইল মালিকের জন্য শর্ত করে টাকা নেওয়া শরীয়তসম্মত বৈধ কি না ?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সার্ভিস চার্জস্বরূপ বিনিময় প্রদানপূর্বক টাকা আনা বৈধ হবে। (১৭/১০৯/৬৯৩১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٩٢ : (قوله قدر ما يجوز لغيره) قال في جامع الفصولين: للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره، وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه، وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن؟ وإنما أجر مثله بقدر مشقته أو بقدر عمله في صنعته أيضا كحكاك وثقاب يستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة اهـ قال بعض الفضلاء: أفهم ذلك جواز أخذ الأجرة الزائدة وإن كان العمل مشقته قليلة ونظرهم لمنفعة المكتوب له اهـ

قلت: ولا يخرج ذلك عن أجرة مثله، فإن من تفرغ لهذا العمل كثقاب اللآلئ مثلا لا يأخذ الأجر على قدر مشقته فإنه لا يقوم بمؤنته، ولو ألزمناه ذلك لزم ضياع هذه الصنعة فكان ذلك أجر مثله.

Scanned by CamScanner

📖 بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة (دار القلم) ۱/ ۲۰۸- ۲۰۹ : وحينئذ يسع للبنك أن يطالب المستقرضين بنسبة مئوية من قيمة القرض تغطي التكاليف وعمولة الإجراءات الإدارية ما دامت هذه النسبة المئوية تمثل أجرة المثل على تلك الأعمال الإدارية حقيقة، ولا تتخذ حيلة لكسب الفوائد على القروض نفسها.

ونظير ذلك ما ذكره الفقهاء أن القاضي والمفتي لا يسع لهما مطالبة الأجر من الخصم أو المستفتي، ولكن يجوز لهما أن يطالباه بأجرة كتابة الفتوى، أوكتابة الوثائق، والمحاضر والسجلات، مادامت هذه الأجرة لا تجاوز أجر المثل على مثل هذه الأعمال، ولا تتخذ حيلة لإكتساب الأجرة على الإفتاء والقضاء نفسهما.

وربما يستشكل تقدير العمولة بالنسبة المئوية, بأن الأعمال الإدارية لا تزيد ولا تنقص بزيادة مبالغ القروض ونقصانها، فينبغي أن تكون عمولتها مساوية لكل مستقرض، سواء كان مبلغ قرضه قليلا، أو كثيرا.

ولكن الجواب عن هذا الإشكال أن أجر المثل لا يبتنى دائما على قدر المشقة التي يتحملها العامل، أو الأجير، بل ربما يلاحظ فيه قيمة العمل المعنوية، والنفع الذي يرجع إلى المستأجر وحينئذ تزداد الأجرة في عمل قليل المشقة، وتنقص في عمل كثير المؤنة.

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۲۹۸/۱ : جواب: اس موضوع پر میں نے ڈاکٹر رفیق مصری کی تجاویز کا جائزہ لیا، لیکن اس مسئلے میں میرا وہی جواب ہے جو سروس چارج کے مسئلہ میں عرض کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ کفالت یا ضمانت پر اجرۃ لینا شرعاً حرام ہے، میرے علم کے مطابق کسی ایک فقیہ نے بھی اسے جائز نہیں کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی اجرت ہے جو کسی مال یا عمل کے عوض نہیں ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلامی فقہ میں کفالت کو عقد تبرع میں شمار کیا جاتا ہے عقود معاوضہ میں شمار نہیں ہوتا اور یہ ایسی واضح بات ہے کہ جس کیلئے دلیل کی بھی ضرورت نہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ کفیل کیلئے نفس کفالت پر اجرت لینا جائز نہیں لیکن اگر کفیل کو اس کفالت پر کچھ عمل بھی کرنا پڑتا ہے مثلاً اس کے بارے میں اس کو لکھنا پڑتا ہے اور دوسرے دفتری امور انجام دینے پڑتے ہے یا مثلاً کفالت کے سلسلے میں اس کو 'مضمون لہ' (جس کیلئے ضمانت لی گئی ہے) اور 'مضمون عنہ' (جس کی طرف سے ضمانت لی ہے) سے ذاتی طور پر یا خط یا کتابت کے ذریعہ رابطہ کرنا پڑتا ہے اس قسم کے دفتری امور کو

Scanned by CamScanner

تبرعاً انجام دینا ضروری نہیں، بلکہ کفیل کیلئے مکفول لہ سے یا مکفول عنہ سے ان تمام امور کے انجام دینے پر اجرت مثل کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔

ঋণের বিনিময়ে ঘর ভাড়া

প্রশ্ন : স্ট্যাম্পে বর্ণিত নিম্নের ঘর ভাড়া চুক্তিটি শরীয়তসম্মত কি না? যদি শরীয়তসম্মত না হয়, তাহলে ইসলামী আইনের মাধ্যমে তার সঠিক পদ্ধতি কী হবে?

চুক্তির শর্তসমূহ :

১) অদ্য ১১/৫/২০১১ তারিখে প্রথম পক্ষের নিকট হতে তিন লক্ষ টাকা আমি দ্বিতীয় পক্ষ বাড়ির অগ্রিম ভাড়া বাবদ সাক্ষীগণের সম্মুখে হাতে হাতে বুঝে পেলাম ও নিলাম। ঘর ভাড়া বাবদ ৩০০ টাকা ধার্য করা হলো, যা প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে প্রদান করবেন।

২) উক্ত টাকা জামানত বাবদ দ্বিতীয় পক্ষের নির্মিতব্য বাড়ি ৪৪ নং জান্নাতবাগ কামরাঙ্গীরচর অবস্থিত জামানত হিসেবে প্রথম পক্ষের নিকট গচ্ছিত থাকবে। যত দিন পর্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের ৩০০০০০ ফেরত প্রদান করতে না পারে, তত দিন প্রথম পক্ষ উক্ত পাকা বাড়িতে নিচতলার তিনটি রুমের ভাড়া দ্বিতীয় পক্ষ প্রতি মাসে ৪৫০০ টাকা, যা বছরে ৫৪০০০ প্রথম পক্ষকে প্রদান করবেন ও প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

৩) হায়াত-মউতের কথা স্মরণ করে দ্বিতীয় পক্ষ যদি কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে উক্ত বাড়ির নিচতলার তিনটি রুম সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষ তার দখলে নিতে পারবেন। এতে দ্বিতীয় পক্ষ ও তার ওয়ারিশগণের কোনো আপত্তি চলবে না।

এতদার্থে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে, সরলমনে, স্বাধীনচিত্তে অন্যের বিনা প্ররোচনায় নিজে পড়ে ও অন্যের দ্বারা পড়িয়ে এর মর্ম ও ফলাফল সম্যক অবগত হয়ে নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারী সাক্ষীগণের মুকাবিলায় অত্র অর্থঋণ চুক্তিপত্রে আমি দ্বিতীয় পক্ষের সাথে সম্পাদন করলাম।

উত্তর : স্ট্যাম্পে বর্ণিত শর্তানুযায়ী ঘর ভাড়া চুক্তি শরীয়তসম্মত নয়, বরং ভাড়া নির্ধারণও সময়সীমা নির্ধারণের মাধ্যমে ঘর ভাড়া চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া যেতে পারে এবং অগ্রিম ভাড়া বাবদ তিন লক্ষ টাকা দ্বিতীয় পক্ষ আদায় না করা পর্যন্ত প্রথম পক্ষ তিনটি রুমের ভাড়া হিসেবে ৪৫০০ টাকা করে মাসিক গ্রহণ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে যদি উক্ত তিন লক্ষ টাকা ঘরের অগ্রিম ভাড়া বাবদ হয় এবং প্রতি মাসে ওই টাকা থেকে পুরো বা আংশিক ভাড়া বাবদ কর্তন করা হয়ে থাকে তাহলে বৈধ হবে। (১৮/১২৩)

Scanned by CamScanner

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤/ ١٨٢ : ولو قال: أجرتك هذه الدار سنة كل شهر بدرهم جاز بالإجماع؛ لأن المدة معلومة والأجرة -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤١١ : ومنها بيان المدة في الدور والمنازل والحوانيت وفي استئجار الظئر... ... ومنها أن تكون الأجرة معلومة -

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱/ ۲۱۷ : ہم نے اوپر جو بحثیں کی ہیں ان سے یہ بات محققہ ہو گئے کہ ہماری زمانے کی موجودہ پگڑی جو مالک مکان کرایہ دار سے لیتا ہے جائز نہیں ہے اور پگڑی کے نام پر لی جانے والی یہ رقم شریعت کے کسی قاعدے پر منطبق نہیں ہوتی لہذا یہ رقم رشوات اور حرام ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦ / ٣٥ : اس مروجہ پگڑی کے بارے میں علماء کرام نے عدم جواز کا قول فرمایا ہے کیونکہ یہ نہ تو نزول عن الحق ہے اور نہ اجرت معجلہ ہے بلکہ یہ حق مجرد کی فروخت ہے جو کہ ناجائز ہے اور یہ پیشگی کی رقم رشوت ہے جو کہ نص قطعی کی رو سے حرام ہے لہذا مروجہ پگڑی کی رسم شرع کے خلاف ہے، البتہ یکمشت رقم کو ایک متعینہ مدت کی پیشگی اجرت قرار دیا جائے اور متعینہ مدت تک کرایہ بھی ختم ہو تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ اجارہ میں شمار ہوگا اور اجارہ کے تمام احکام اس پر جاری ہو کر اس قسم کی رقم کا لینا جائز ہے اور مروجہ رسم پگڑی ناجائز ہے۔

অ্যাডভান্স নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : প্রচলিত নিয়মে যেভাবে ঘর ভাড়া বা দোকান ভাড়া দিয়ে অ্যাডভান্স নেওয়া হয় তা জায়েয কি না?

উত্তর : ঘর বা দোকান ভাড়া নির্ধারণ করে ঘর বা দোকানের মালিক ও ভাড়াটিয়া উভয়ের সম্মতিতে অগ্রিম ভাড়া হিসেবে কিছু টাকা নেওয়া হলে তা জায়েয হবে। উক্ত অগ্রিম ভাড়ার টাকা উভয়ের সম্মতিতে মাসিক ভাড়া হতে কর্তন হতে থাকবে। (১৫/৫২২)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤٣٥/٥ : ولو استأجر دارا أو شيئا وأعطى بالأجر رهنا جاز، وإن هلك الرهن بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر، وإن هلك قبل استيفاء المنفعة يبطل الرهن، ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن.

📖 فيه أيضا ٤١٣/٤ : ولو عجل الأجرة إلى رب الدار لا يملك الاسترداد ولو كانت الأجرة عينا فأعارها أو أودعها إلى رب الدار فهو كالتعجيل ولا يملك الأجرة باشتراط التعجيل في الإجارة المضافة وتملك بالتعجيل-

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١١٥ : بديل الخلو المتعارف: تحقق مما ذكرنا أن بدل الخلو المتعارف الذي يأخذه المؤجر من مستأجره لا يجوز، ولا ينطبق هذا المبلغ المأخوذ على قاعدة من القواعد الشرعية، وليس ذلك إلا رشوة حراما.

نعم: يمكن تعديل النظام الرائج للخلو إلى ما يلي:

١- يجوز للمؤجر أن يأخذ من المستأجر مقدارا مقطوعا من المال، يعتبر كأجرة مقدمة لسنين معلومة، وهذا بالإضافة إلى الأجرة السنوية أو الشهرية. وتجري على هذا المبلغ المأخوذ أحكام الأجرة بأسرها، فلو انفسخت الإجارة قبل أمدها المتفق عليه لسبب من الأسباب، وجب على المالك أن يرد على المستأجر مبلغا يقع مقابل المدة الباقية من الإجارة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۳۹۸ : الجواب- ۱-مالک مکان اگر کرایہ پر دیتے وقت کہے کہ اتنی رقم یکمشت پیشگی لوں گا اور پھر اتنی ماہانہ اور پھر اتنی سالانہ لونگا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کرایہ دار مکان خالی کرنے کے لئے یا دوسرے کرایہ دار کو اپنی طرف سے دینے کے لئے پگڑی لے تو اس کی اجازت نہیں۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۶ / ۳۵ : اس مروجہ پگڑی کے بارے میں علماء کرام نے عدم جواز کا قول فرمایا ہے کیونکہ یہ نہ تو نزول عن الحق ہے اور نہ اجرت معجلہ ہے بلکہ یہ حق مجرد کی فروخت ہے جو کہ ناجائز ہے اور یہ پیشگی کی رقم رشوت ہے جو کہ نص قطعی کی رو سے حرام ہے لہذا مروجہ پگڑی کی رسم شرع کے خلاف ہے، البتہ یکمشت رقم کو ایک متعینہ مدت کی پیشگی اجرت قرار دیا جائے اور متعینہ مدت تک کرایہ بھی ختم ہو تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ اجارہ میں شمار ہوگا اور اجارہ کے تمام احکام اس پر جاری ہو کر اس قسم کی رقم کا لینا جائز ہے اور مروجہ رسم پگڑی ناجائز ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 جدید فقہی مقالات ۱/ ۲۱۷

ভাড়া বাবদ অগ্রিম টাকা নিয়ে ব্যবসা করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার দোকান অন্য লোকের কাছে ভাড়া দিল এবং অগ্রিম তার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিল। এ টাকা দিয়ে সে অন্য ব্যবসা করল। অগ্রিম টাকা ছাড়া দোকান ভাড়া পাওয়া যায় না এবং যখন দোকান ভাড়ার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তখন ৪০ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। এভাবে ভাড়া দিয়ে অগ্রিম টাকা নেওয়া এবং তা দিয়ে ব্যবসা করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : দোকান ভাড়া দেওয়ার সময় মালিকপক্ষ ভাড়াটিয়ার নিকট হতে যে অগ্রিম টাকা গ্রহণ করে থাকে তা যদি অগ্রিম ভাড়া হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে মালিকপক্ষ উক্ত টাকার মালিক বলে সাব্যস্ত হবে। তখন উক্ত টাকা মালিকপক্ষ যেকোনো কাজে ব্যবহার করতে পারবে এবং এ টাকা দ্বারা ব্যবসা করাও জায়েয হবে। পক্ষান্তরে যদি উক্ত টাকা জামানত বা সিকিউরিটি হিসেবে নেওয়া হয় তখন উক্ত টাকার মালিক ভাড়াটিয়াই থাকবে বিধায় মালিকপক্ষ ভাড়াটিয়ার অনুমতি ছাড়া ওই টাকা দিয়ে ব্যবসা করা বৈধ হবে না। (১৪/৮৪৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٤٣٥ : ولو استأجر دارا أو شيئا وأعطى بالأجر رهنا جاز، وإن هلك الرهن بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر، وإن هلك قبل استيفاء المنفعة يبطل الرهن، ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن.

📖 فيه أيضا ٤/ ٤١٣ : ولو عجل الأجرة إلى رب الدار لا يملك الاسترداد ولو كانت الأجرة عينا فأعارها أو أودعها إلى رب الدار فهو كالتعجيل ولا يملك الأجرة باشتراط التعجيل في الإجارة المضافة وتملك بالتعجيل-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/ ٢٧٥ : وفي الخلاصة الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن وإن فعل شيئا منها ضمن والمستأجر يؤجر ويعار ويودع-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۲۹ : جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کی اس غیر مسلم کو جو روپیہ بطور ضمانت دیا ہے اس میں دینے والے کی یہ اجازت نہ ہو کہ اس سے تجارت وغیرہ

Scanned by CamScanner

کرکے منتفع ہوا گر وہ بدون اس کی اجازت کے ایسا کرے گا تو اس کا بار خود اس کے ذمہ ہوگا۔

📖 حلال وحرام کے احکام ص ۴۰۴ : آج کل صاحب مکان کرایہ دار سے کچھ رقم بطور زر ضمانت حاصل کرتے ہیں ایسا اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ کرایہ دار کے ضرر سے خود کو محفوظ رکھا جاسکے یہ ایک طرد سے کرایہ کیساتھ قرض کی شرط جو رواج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور اگر کوئی شرط ورواج کا درجہ اختیار کرے تو پھر وہ جائز اور درست ہو جاتی ہے اس لئے جائز ہے۔

পজিশন বিক্রি ও অগ্রিম ভাড়া

প্রশ্ন : আমাদের স্থায়ী হাট-বাজারে সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে দোকান ভাড়া নেওয়া হয়। পজেশনের অঙ্কটা বড় হোক বা ছোট হোক, মাসিক ভাড়ার ব্যাপারে কোনো রকমের কমবেশি করা হয় না। যে ব্যক্তি ভাড়া নিল এবং যে পজেশন দিল তারা একটা নির্ধারিত সময়ের ওপর চুক্তি করে। যখন ওই নির্ধারিত সময় শেষ হয় তখন ওই পজেশনের টাকাগুলো ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়, তবে কোনো কোনো সময় পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে মেয়াদ আরো বাড়ানো হয়। একান্ত যদি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে দোকান থেকে বের হতে চায় তাহলে ওই মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত টাকা ফেরত দেওয়া হয় না। কিন্তু যদি অন্যজনকে তার দোকানে তুলে দেয় তাহলে ওই সময় টাকা ফেরত দেওয়া হয়। বড় অঙ্কের অগ্রিম টাকা দিয়ে নির্ধারিত অল্প হারে মাসিক ভাড়া পরিশোধের ভিত্তিতে দোকান দেওয়া হয়। কোনো গ্রহীতা যত ইচ্ছা তত দিন ভোগ করতে পারবে। প্রয়োজনে অন্যকে ভাড়া বা পজেশনে দোকানটি দিতে পারবে। এ পদ্ধতিতে পজেশন চুক্তিতে অগ্রিম দেওয়া টাকা কোনো সময় ফেরত দেওয়া হয় না। অতএব শরীয়তের দৃষ্টিতে এ পদ্ধতিদ্বয়ে দোকান ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া বৈধ কি না? যদি বৈধ না হয় তাহলে কোন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে?

উত্তর : দোকান বা বাড়ি ভাড়া দেওয়া-নেয়ার ব্যাপারে শরয়ী বিধান হলো মাসিক বা বাৎসরিক ভাড়া নির্ধারণ হওয়া এবং ভাড়ার মেয়াদকাল ঠিক হওয়া। এতে দোকানের মালিকরা যদি মোটা অঙ্কের টাকা সিকিউরিটির নামে মেয়াদ শেষ হলে ফেরত দেওয়ার শর্তে গ্রহণ করে তা বৈধ হলেও সে টাকা দিয়ে মালিকেরা উপকৃত হওয়া বৈধ নয়। এ লেনদেন অবৈধ বলে বিবেচিত হবে।

আর অগ্রিমের নামে মোটা অঙ্কের টাকা যা মাসে মাসে বা মেয়াদ শেষে ভাড়া থেকে কর্তন করে দেওয়ার শর্তে নেওয়া হলে তা ভাড়ার অন্তর্ভুক্ত বিধায় লেনদেনটি বৈধ হবে এবং নিজে ব্যবহার না করে অন্যকে এ দোকান ভাড়া দিয়ে অতিরিক্ত লাভ করা সহীহ

Scanned by CamScanner

হবে না। তবে দোকান নিজে সাজালে অর্থাৎ মালিকের থেকে নিয়ে অতিরিক্ত কাজ করলে বেশি ভাড়ায় অন্যকে দেওয়া সহীহ হবে।

উল্লিখিত শরয়ী বিধিমালার আলোকে প্রশ্নের প্রথম পদ্ধতি অবৈধ, দ্বিতীয় পদ্ধতিকে বৈধ বলা যাবে। তবে প্রথম পদ্ধতিতে কারবারের সময় সেই টাকা দিয়ে মালিকেরা উপকৃত না হওয়ার শর্তে দিলে অতঃপর ইজারা চুক্তি পূর্ণ হওয়ার পর দোকানের মালিক যদি ভাড়াটিয়া থেকে সিকিউরিটির টাকা ব্যবহার করার অনুমতি নিতে পারে, তখন প্রশ্নের প্রথম পদ্ধতিও বৈধ বলে কোনো কোনো মুফতীগণ মত প্রকাশ করেছেন। সারকথা, এ পদ্ধতি অবলম্বন না করাই নিরাপদ। (১০/২২৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٦ : وفي شرح الطحاوي الأجرة لا تخلو إما أن تكون معجلة أو مؤجلة أو منجمة أو مسكوتا عنها فإن كانت معجلة فإن له أن يتملكها وله أن يطالب بها وإن كانت مؤجلة، فليس له أن يطالب إلا بعد الأجل وإن كانت منجمة فله أن يطالب عند كل نجم وإن كانت مسكوتا عنها تقدم بيان ذلك في العقار وفي المسافة إذا امتنع من الحمل فيما بقي يجبر عليه اهـ بالمعنى-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٤٣٥ : ولو استأجر دارا أو شيئا وأعطى بالأجر رهنا جاز، وإن هلك الرهن بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر، وإن هلك قبل استيفاء المنفعة يبطل الرهن، ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن.

📖 فيه أيضا ٤/ ٤١٣ : ولو عجل الأجرة إلى رب الدار لا يملك الاسترداد ولو كانت الأجرة عينا فأعارها أو أودعها إلى رب الدار فهو كالتعجيل ولا يملك الأجرة باشتراط التعجيل في الإجارة المضافة وتملك بالتعجيل-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥١١ : وأما الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما إذا أعار منه أو أودعه، وإن كان هو المرتهن وجدد القبض للإجارة أو أجنبيا بمباشرة أحدهما العقد بإذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا إلا بالاستئناف.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من

Scanned by CamScanner

مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (قوله وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم.

قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس اهما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح.

وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء. على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد لأن الفتوى على ما تقدم: أي من أنه يباح.

أقول: ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض، إن كانت بشرط كره وإلا فلا، وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس بربا، لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في الأشباه من الكراهة على المشروط، ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين.

قال ط: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١١٥ : بديل الخلو المتعارف: تحقق مما ذكرنا أن بدل الخلو المتعارف الذي يأخذه المؤجر من مستأجره لا يجوز، ولا ينطبق هذا المبلغ المأخوذ على قاعدة من القواعد الشرعية، وليس ذلك إلا رشوة حراما.

نعم: يمكن تعديل النظام الرائج للخلو إلى ما يلي:

Scanned by CamScanner

- يجوز للمؤجر أن يأخذ من المستأجر مقدارا مقطوعا من المال، يعتبر كأجرة مقدمة لسنين معلومة، وهذا بالإضافة إلى الأجرة السنوية أو الشهرية. وتجري على هذا المبلغ المأخوذ أحكام الأجرة بأسرها، فلو انفسخت الإجارة قبل أمدها المتفق عليه لسبب من الأسباب، وجب على المالك أن يرد على المستأجر مبلغا يقع مقابل المدة الباقية من الإجارة.

অ্যাডভান্স দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : দোকান বা বাসা ভাড়া নেওয়ার সময় ভাড়াটিয়া বাড়ির মালিককে জামানত হিসেবে ৮ মাসের ভাড়া পরিমাণ টাকা অগ্রিম প্রদান করে। উভয় পক্ষের মধ্যে এ মর্মে চুক্তি হয় যে ভাড়াটিয়া বাসা ছাড়ার ২ মাস পূর্বে মালিককে জানাবে এবং মালিকও ভাড়াটিয়াকে ২ মাস পূর্বে বাড়ি ছাড়তে বলবে। ভাড়াটিয়া বাড়ি ছাড়ার সময় মালিক তাকে পূর্বে গ্রহণকৃত ৮ মাসের ভাড়া পরিমাণ টাকা ফেরত দেবে। উক্ত লেনদেনের মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা আছে কি না? বাসা ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাডভান্স দেওয়ার শরীয়তসম্মত পদ্ধতি কী?

উত্তর : দোকান বা বাসা ভাড়া দেওয়ার সময় ফেরত দেওয়ার শর্তে অগ্রিম প্রদানকৃত টাকা যদি ভাড়া আদায়ের মেয়াদ শেষে দোকান বা বাসা ছেড়ে দেওয়ার নিশ্চয়তার জন্য জামানত বা বন্ধক হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তা জায়েয বলা যেতে পারে, তবে দোকান বা বাসার মালিকের জন্য ভাড়াটিয়ার অনুমতি ছাড়া ওই টাকা ব্যবসা বা অন্য কোনো কাজে লাগানো বৈধ হবে না। (১৮/২২৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤ /١٩٥ : ولو آجر بشرط تعجيل الأجرة أو شرط على المستأجر أن يعطيه بالأجرة رهنا أو كفيلا جاز إذا كان الرهن معلوما والكفيل حاضرا-

📖 الهداية ٤ /٤٢٢ : قال: "ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون"؛ لأنه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلا للرهن-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (قوله وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه

Scanned by CamScanner

وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم.

অ্যাডভান্সের টাকায় লাভবান হওয়া

প্রশ্ন : দোকান/ঘর মাসিক নির্দিষ্ট ভাড়া নির্ধারণপূর্বক দোকান/ঘর মেরামতের জন্য এককালীন নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা ঋণ বা জামানত নেওয়া যা থেকে বছর মেয়াদের পর এককালীন ফেরত দেওয়া হয়। তা ছাড়া ও ঋণের বা জামানতের টাকা মেরামতের পর বাকি টাকা ব্যক্তিগত কোনো কাজে বা ব্যবহারে লাভবান হওয়ার পর ফেরত দেওয়া হয়, তা জায়েয কি না? উল্লেখ্য, উক্ত ঋণ/জামানতের টাকা মাসিক ভাড়া হতে কিছু অঙ্ক কর্তন করার পর বাকি টাকা ফেরত দেওয়া হয় অথবা ভাড়া ও দোকান/ঘরের নিরাপত্তার জন্য জামানত নেওয়া ও তা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে লাভবান হওয়া যাবে কি না?

উত্তর : ঋণ দেওয়ার শর্ত ব্যতীত দোকান/ঘরের মাসিক ভাড়া নির্ধারণপূর্বক ইজারা দেওয়ার পর দোকান বা মাকানের মেরামত বা অন্য যেকোনো উদ্দেশ্যে ভাড়াটিয়া হতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ নেওয়া হলে ভাড়াটিয়ার সম্মতিক্রমে তা থেকে ভাড়ার কিছু অঙ্ক কর্তনপূর্বক মেয়াদ শেষে অবশিষ্ট টাকা মালিকের নিকট ফেরতযোগ্য এবং দোকানের মালিক মেয়াদের ভেতর উক্ত ঋণের টাকা কাজে ব্যবহারও করতে পারবে। পক্ষান্তরে দোকান/ঘরের নিরাপত্তার জন্য জামানতের কিছু টাকা ভাড়াটিয়া হতে গ্রহণ করলে তা মালিকের নিকট বাজ্যিক দৃষ্টিতে আমানত মনে হলেও সাধারণ প্রচলন হিসেবে ভাড়াটিয়ার পক্ষ হতে উক্ত টাকা মালিকের জন্য ব্যবহারের অনুমতি থাকে বিধায় তা ঋণ বলে ধর্তব্য হবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত টাকা মালিক নিজ কাজে ব্যবহার করতে পারবে। তবে মেয়াদ শেষে উক্ত টাকা ভাড়াটিয়ার নিকট ফেরত দিতে হবে। (৮/২৩০)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۱۳۹ : سوال- مالک مکان کرایہ دار سے ایڈوانس رقم لینا امانت یا قرض ہے؟

الجواب- ہے تو امانت لیکن اگر کرایہ دار کی طرف سے استعمال کی اجازت ہو جیسا کہ عرف یہی ہے تو یہ قرضہ شمار ہوگا۔

📖 جدید فقہی مسائل ۶/ ۱۳۹ : مالک مکان در ضمانت وڈپوزٹ کے نام سے کرایہ دار سے جو پیشگی رقم وصول کرتا ہے بہتر ہے کہ اس کو بعینہ محفوظ رکھا جائے اگر مالک اس کو خرچ کردے تو اس بات کا ضامن ہوگا کہ کرایہ داری کی مدت ختم ہوتے وہ رقم کرایہ دار کو فوراً واپس کردے۔

Scanned by CamScanner

অগ্রিম নিয়ে কম টাকায় মসজিদের ঘর ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের চার রুমবিশিষ্ট গোডাউন দেড় লক্ষ টাকা অগ্রিম নিয়ে একজন দ্বীনদার ব্যবসায়ীর নিকট আট শত টাকা মাসিক ধার্য করে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। এখন কথা হলো, যদি ওই ব্যবসায়ী থেকে দেড় লক্ষ টাকা অগ্রিম না নেওয়া হতো তাহলে চারটি রুমের ভাড়া আনুমানিক পাঁচ হাজার টাকা দাঁড়াত, এই দেড় লক্ষ টাকা অগ্রিম নেওয়ার কারণে বাইশ শত টাকা আনুমানিক কম নেওয়া হচ্ছে। তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি? না সুদে পরিণত হবে? কোনো কোনো আলেম বলেন, তা সুদের মধ্যে গণ্য হবে। আবার কারো ধারণা, অগ্রিম টাকা নেওয়ার কারণে ভাড়া কম নেওয়া হয়েছে তা ঠিক আছে। সঠিক বিধানটি জানতে চাই।

উত্তর : কোনো ঘর বা দোকানের মাসিক ভাড়া ধার্য করে কয়েক বছরের ভাড়া অগ্রিম আদায় করে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক ভাড়া কিছু কম নির্ধারিত হওয়া স্বভাবিক। এতে শরীয়তের পক্ষ হতে তেমন কোনো আপত্তি নেই এবং এ ধরনের লেনদেনকে সুদি লেনদেনও বলা যাবে না। তবে এ ধরনের লেনদেনে অগ্রিম টাকা নেওয়ার কারণে ঘর বা দোকানের ভাড়া উল্লেখযোগ্য হারে কমানো হয়ে থাকলে উক্ত পদ্ধতি জায়েয হলেও উলামায়ে কেরাম এটাকে মাকরূহ বলে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। (৭/১০৭)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٤ : (والأجرة لا تملك بالعقد، بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن منه) يعني الأجرة لا تملك بنفس العقد، سواء كانت عينا أو دينا وإنما تملك بالتعجيل أو بشرطه أو باستيفاء المعقود عليه وهي المنفعة أو بالتمكن من الاستيفاء بتسليم العين المستأجرة في المدة -

📖 المعايير الشرعية ص ٤٤٧ : لا يصح إيجار الأعيان الموقوفة أو المنافع الموقوفة بأقل من أجرة المثل، فإن حصل للضرورة فإنها تقدر بقدرها، تصح الأجرة بغبن فاحش، ثم إن وجد من يستأجر بأجرة المثل، فللناظر فسخ الإجارة القائمة إلا إذا قبل المستأجر الأول الزيادة-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۶۳ : سوال- ہمارے ملک میں سود سے بچنے کے لے یہ حیلہ نکالا ہے مثلاً کسی کو کچھ روپے کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے دوسرے سے یوں کہا کہ بھائی اگر تم مجھکو پانچ برس کا کرایہ پیشگی دو تو چار روپیہ کرایہ والی زمین دو روپے کو دیدیں گے اس پر راضی ہو گیا، دس روپیہ دے دیا اور پانچ برس کے لے زمین پر اپنا قبضہ کر لیا د رست ہے یا نہیں؟

الجواب- صورت مسئولہ درست ہے مع الکراہت۔

Scanned by CamScanner

সেলামি, অ্যাডভান্স ও সিকিউরিটি

প্রশ্ন : বর্তমানে বাংলাদেশে তিন পদ্ধতিতে দোকান ভাড়া দেওয়ার প্রথা জারি আছে : ১. সেলামি, ২. অ্যাডভান্স ও ৩. সিকিউরিটি।
আমাদের মাদরাসার আয় নিয়ে একটি জমি খরিদ করে মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। এখন উক্ত মার্কেটের দোকান উল্লিখিত পদ্ধতিগুলো থেকে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা শরীয়তসম্মত ও মাদরাসার জন্য লাভ হবে। আর উল্লিখিত পদ্ধতিগুলো ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতি থাকলে তাও উল্লেখ করবেন।

উত্তর : প্রথমত, ওয়াক্ফ সম্পত্তির সংরক্ষণ ও হেফাজতের ওপর শরীয়তে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াক্ফ সম্পত্তির বেলায় এমন চুক্তি বা লেনদেন করা, যা ওয়াক্ফ সম্পত্তির হেফাজত ও সংরক্ষণ পরিপন্থী বলে প্রতিয়মান হলে শরীয়তে ইসলামী তা সমর্থন করে না। যথা–ওয়াক্ফ সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয়, ওয়াক্ফকৃত মার্কেট বা দোকানের পজেশন বিক্রি, দীর্ঘমেয়াদি ইজারা দান, যার দ্বারা মালিকানা বাকি থাকলেও দখল ক্ষমতা ব্যাহত হয়ে যায় ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, মাদরাসার জায়গায় মাদরাসার আয়ে নির্মিত মার্কেট, দোকান ইত্যাদি ওয়াক্ফ সম্পদের পর্যায়ভুক্ত বিধায় এ ধরনের মার্কেট দোকানের ওপর ওয়াক্ফের হুকুম-আহকাম জারি হবে।
উপরোক্ত নীতিমালার আলোকে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মাদরাসার দোকানের পজেশন বিক্রি অথবা এককালীন অফেরতযোগ্য সেলামি নামে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে দখল ক্ষমতা খর্বকারী দীর্ঘমেয়াদি ইজারা দান জায়েয হবে না। তবে মসজিদ-মাদরাসা ও ওয়াক্ফ সম্পদের হেফাজতের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি দুটির যেকোনো পদ্ধতিতে দোকান ভাড়া দেওয়া যেতে পারে :
১. উর্ধ্বে একসাথে তিন বছরের চুক্তিতে দোকান ভাড়া দেওয়া। এ ক্ষেত্রে মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করে তার অতিরিক্ত চুক্তির মেয়াদ মোতাবেক এককালীন মোটা অঙ্কের টাকা অগ্রিম ভাড়া হিসেবে নেওয়া যেতে পারে, যা প্রথম এক মাস বা দুই মাসের ভাড়া হিসেবে ধর্তব্য হবে।
২. মোটা অঙ্কের অগ্রিম ভাড়া থেকে প্রতি মাসে মাসিক ভাড়া হিসেবে কর্তন হতে থাকবে। (৭/১৫৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٥١٤ : إذا استأجر وقفا من الأوقاف من المتولي مدة طويلة فإن كان الواقف شرط أن يؤاجر أكثر من سنة يجوز شرطه لا محالة وإن كان شرط أن لا يؤاجر أكثر من سنة يجب مراعاة شرطه لا محالة ولا يفتى بجواز هذه الإجارة أكثر من سنة إلا إذا كانت إجارتها أكثر من سنة أنفع للفقراء فحينئذ يؤاجر أكثر من سنة. كذا في التتارخانية.

Scanned by CamScanner

وإن كان لم يشترط شيئا نقل عن جماعة من مشايخنا أنه لا تجوز أكثر من سنة واحدة وقال الفقيه أبو جعفر أنا أجوز في ثلاث سنين ولا أجوز فيما زاد على ذلك والصدر الشهيد حسام الدين كان يقول في الضياع نفتي بالجواز في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز وفي غير الضياع نفتي بعدم الجواز فيما زاد على سنة واحدة إلا إذا كانت المصلحة في الجواز وهذا أمر يختلف باختلاف الزمان والموضع -

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١/ ١٧٦ : (سئل) في إجارة دار اليتيم مدة طويلة ست سنوات بأجرة معلومة عنها هل تكون غير جائزة؟

(الجواب) : دار اليتيم كدار الوقف وهي لا تؤجر أكثر من سنة واحدة، قوله ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۳۹۸ : الجواب- ۱-مالک مکان اگر کرایہ پر دیتے وقت کہے کہ اتنی رقم یکمشت پیشگی لوں گا اور پھر اتنی ماہانہ اور پھر اتنی سالانہ لونگا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کرایہ دار مکان خالی کرنے کے لئے یا دوسرے کرایہ دار کو اپنی طرف سے دینے کے لئے پگڑی لے تو اس کی اجازت نہیں۔

সেলামি পদ্ধতিতে দোকান ভাড়া নেওয়া

প্রশ্ন : আমি পাঁচ লক্ষ টাকা সেলামি দিয়ে তিন বছরের চুক্তিতে দোকানঘর ভাড়া নিয়েছি। দোকানটির ভাড়া ১০ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রতি মাসে সেলামি টাকা হতে দুই হাজার টাকা মালিক কর্তন করে নেবে আর বাকি টাকা প্রতি মাসের শেষে পরিশোধ করতে হবে। প্রশ্ন হলো, এ নিয়মে দোকান ভাড়া নেওয়া বৈধ কি না? এবং উক্ত সেলামি টাকাগুলোর যাকাত কার ওপর বর্তাবে?

উত্তর : প্রশ্নপত্রে দোকান ভাড়া নেওয়ার যে পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে, তা ভাড়ার অঙ্কবিশেষ অগ্রিম আদায় করে দোকান নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তের দৃষ্টিতে উল্লিখিত পদ্ধতি আপত্তিকর নয়। দোকানের মালিক সেলামির যে অগ্রিম টাকা নিয়েছে তা থেকে চুক্তির মেয়াদ পরিমাণ টাকার যাকাত মালিকেরই আদায় করতে হবে। অবশিষ্ট টাকার যাকাত ভাড়াটিয়ার ওপর আসবে। (৭/১৭৬)

Scanned by CamScanner

📖 مجلة الأحكام العدلية (كارخانه تجارتِ كتب) ص ٨٩ : (المادة ٤٦٧)
تلزم الأجرة بالتعجيل يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقدا ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۳۹۸ : الجواب- ۱-مالک مکان اگر کرایہ پر دیتے وقت کہے کہ اتنی رقم یکمشت پیشگی لوں گا اور پھر اتنی ماہانہ اور پھر اتنی سالانہ لونگا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کرایہ دار مکان خالی کرنے کے لئے یا دوسرے کرایہ دار کو اپنی طرف سے دینے کے لئے پگڑی لے تو اس کی اجازت نہیں۔

কর্তন না করার শর্তে অ্যাডভান্স

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি এক কাঠা জমি ভাড়া দেয় দুই বছরের জন্য প্রতি বছরের ভাড়া ১ হাজার টাকা। কিন্তু এ জমি ভাড়া নিতে হলে ২০ হাজার টাকা অ্যাডভান্স জমা দিতে হবে এবং এ ২০ হাজার টাকা ২ বছর পর ফেরত দেওয়া হবে, ভাড়া থেকে কর্তন করা হবে না। এভাবে জমি ভাড়া নেওয়া-দেওয়া জায়েয হবে কি না? জায়েয না হলে জায়েয পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর : অ্যাডভান্স যদি অগ্রিম ভাড়া বাবদ হয় অথবা ভারাটে ভাড়াটিয়া বস্তুতে কোনো ক্ষতিসাধন করলে তার সিকিউরিটিস্বরূপ হয় তবে জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয নয়। প্রশ্নে বর্ণিত জমি ভাড়াতে ২০ হাজার টাকার অ্যাডভান্স উল্লিখিত কোনো খাতে আসে না বিধায় তা শর্তে ফাসেদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব তা নাজায়েয বিবেচিত হবে। (১৬/৯৮৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤ /١٩٥ : ولو آجر بشرط تعجيل الأجرة أو شرط على المستأجر أن يعطيه بالأجرة رهنا أو كفيلا جاز إذا كان الرهن معلوما والكفيل حاضرا-

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١١٥ : بديل الخلو المتعارف: تحقق مما ذكرنا أن بدل الخلو المتعارف الذي يأخذه المؤجر من مستأجره لا يجوز، ولا ينطبق هذا المبلغ المأخوذ على قاعدة من القواعد الشرعية، وليس ذلك إلا رشوة حراما.
نعم: يمكن تعديل النظام الرائج للخلو إلى ما يلي:
١- يجوز للمؤجر أن يأخذ من المستأجر مقدارا مقطوعا من المال، يعتبر كأجرة مقدمة لسنين معلومة، وهذا بالإضافة إلى الأجرة

Scanned by CamScanner

السنوية أو الشهرية. وتجري على هذا المبلغ المأخوذ أحكام الأجرة بأسرها، فلو انفسخت الإجارة قبل أمدها المتفق عليه لسبب من الأسباب، وجب على المالك أن يرد على المستأجر مبلغا يقع مقابل المدة الباقية من الإجارة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۳۹۸ : الجواب- ۱-مالک مکان اگر کرایہ پر دیتے وقت کہے کہ اتنی رقم یکمشت پیشگی لوں گا اور پھر اتنی ماہانہ اور پھر اتنی سالانہ لونگا تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کرایہ دار مکان خالی کرنے کے لئے یا دوسرے کرایہ دار کو اپنی طرف سے دینے کے لئے پگڑی لے تو اس کی اجازت نہیں۔

এনজিওতে চাকরি করার হুকুম

প্রশ্ন : ইসলাম ও মুসলমানের তাহজীব-তামাদ্দুন দেশের স্বাধীনতাবিধ্বংসী ইহুদি-খ্রিস্টান এনজিওগুলোতে চাকরি করে টাকা উপার্জন করা বা উপার্জিত টাকা মুসলমানদের জন্য হালাল হবে কি না? কোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক সমাধানদানে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড যেখানে হবে সেখানে চাকরি করা নাজায়েয এবং গোনাহ। যেমন : সুদি ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স বা ইহুদি-খ্রিস্টান এনজিও ইত্যাদি। তবে অন্য হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এ চাকরিতে থাকতে পারবে। সর্বক্ষণ আল্লাহর দরবারে এস্তেগফার করতে থাকবে এবং হালাল চাকরির সন্ধান করতে থাকবে। (৩/২৪৮)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 التفسير المظهرى (مكتبہ رشديہ) ۱۹/۳ : وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ أى على امتثال أمر الله تعالى وَالتَّقْوى أى الانتهاء عما نهى عنه كى يتقى نفسه عن عذاب الله وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ يعنى لا تعاونوا على ارتكاب المنهيات ولا على الظلم لتشفى صدوركم بالانتقام-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٢٦٨/٤ : قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر-

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٢٦٨ : مطلب في كراهة بيع ما تقوم المعصية بعينه (قوله: تحريما) بحث لصاحب البحر حيث قال: وظاهر كلامهم أن الكراهة تحريمية لتعليلهم بالإعانة على المعصية-

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۵۱۵ : کفار کی نوکری جس میں خلاف شرع نہ ہو درست ہے اور باقی ناجائز۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸۹/۱۴ : البتہ عیسائی مشنری کی کتابیں فروخت کرنا اس کو ذریعہ معاش بنانا شرعاً درست نہیں، اس کو بند کر کے جائز ذریعہ معاش اختیار کرنا ضروری ہے۔

নিরুপায় হয়ে সুদি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা

প্রশ্ন : আমি পড়াশোনা শেষে আশা করেছিলাম কম মূল্যের হলেও হালাল রুজি উপার্জনে একটা ভালো চাকরি করব। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় চাকরি নিতে ঘুষ অপরিহার্য। সেই সাথে মেধায় টিকলেও লবিং ও অর্থযুদ্ধে হার মানছি বারবার। এ অবস্থায় আমি একটি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছি, যদিও সেটি বেসরকারি নয়, কিন্তু পুরো সরকারিও নয়, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যা সংসদে বিল পাসে প্রতিষ্ঠিত। সুদি কারবার বলে আগে দুইবার সুযোগ হলেও গ্রহণ করিনি। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে তৃতীয়বার বাধ্য হলাম। মনের মধ্যে স্বস্তি পাচ্ছি না, আমি কি পাপের অতল তলে ডুবে যাচ্ছি না তো? কী করব ভেবে ঠিক করতে পারছি না। মনে মনে বলি বড়-ছোট সব ধরনের ব্যাংকই সুদের কারবার করে, তবুও লোকে ব্যাংকারদের সম্মানের চোখে দেখে, পাপ তো পাপ। আবার ভাবি, এর জন্য আমরা যারা বাধ্য তারা দায়ী, নাকি ব্যক্তি ও সামাজিক অবস্থা দায়ী? আমরা যারা বিবেকবান তারা প্রতিনিয়ত দংশিত হচ্ছি। আমরা নিরুপায়, কারণ আমরা ১০০ ভাগের মধ্যে শতকরা ১ ভাগ যেন পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে, সাথে কিন্তু আমি আল্লাহকে ভয় করি। তাই এই চাকরি আমি অন্তরে অতি ঘৃণা সহকারে করছি। আমার প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় আমি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে পারব কি?

উত্তর : কোরআন-হাদীস এবং উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে সুদি কারবারে জড়িত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা নাজায়েয ও হারাম। অতএব আপনার জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা জায়েয হবে না। তাই হালাল রুজি উপার্জনের পন্থা তালাশ করতে থাকবেন এবং হালাল পন্থা না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে চাকরিও ছাড়বেন না, বরং উক্ত চাকরিকে নাজায়েয এবং বেতনকে ঘৃণিত মনে করে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে থাকবেন এবং হালাল চাকরির জন্য দু'আ করতে থাকবেন। পাওয়া মাত্রই আগেরটা ছেড়ে দেবেন এবং কৃত চাকরির জন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে তাওবা-এস্তেগফার করতে হবে। (১৮/৫১৬/৭৭০৯)

Scanned by CamScanner

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۵۱۵ : کفار کی نوکری جس میں خلاف شرع نہ ہو درست ہے اور باقی ناجائز۔

হাজিরা খাতায় মিথ্যার আশ্রয়

প্রশ্ন : আমি একজন হাই স্কুলের শিক্ষক। আমরা শিক্ষকবৃন্দ স্কুলে যাই ১১টায়, ফিরে আসি ৩টা অথবা আড়াইটার দিকে। কিন্তু শিক্ষক হাজিরার খাতায় লিখতে হয় ১০টা থেকে ৪টা। আমার মনের ইচ্ছা আমি ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত থাকব! কিন্তু হেড মাস্টার তো সেভাবে স্কুল চালায় না। এ জন্য আমরা যে প্রতিদিন মিথ্যা কথা লিখছি, সে জন্য হেড মাস্টার দায়ী হবে, আমরা তো হেড মাস্টারের অধীনস্থ সহকারী শিক্ষক। ক্লাসে ছাত্র ৪০ জন, কিন্তু লিখতে হয় ৭০ জন। বানানো ছাত্রছাত্রীর প্রতিদিন হাজিরা টানতে হয়। প্রায় স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতে এমন দুর্নীতি চলে। মনে চায় ঈমানী তাকীদে চাকরি ছেড়ে দিই, কিন্তু চাকরি ছাড়া যাচ্ছে না। এখন করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নে যে মিথ্যা ও দুর্নীতির উল্লেখ করা হয়েছে তা গোনাহের কাজ, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কেউ অপরাগ হয়ে জীবিকার স্বার্থে বাধ্য হলে এর জন্য অনুতপ্ত মনে আল্লাহ তা'আলার নিকট মাফ চাইতে থাকা এবং অন্য কোনো হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা হলেই এই চাকরি বাদ দেওয়া জরুরী। (১০/৪৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٧٠ : وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل، وفي فتاوى الفضلي وإذا استأجر رجلا يوما يعمل كذا فعليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولا يشتغل بشيء آخر -

বৈধ-অবৈধ আয়ের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা

প্রশ্ন : বৈধ-অবৈধ উভয় পন্থায় আয় আছে, এমন কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার কী হুকুম?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যে কোম্পানি হারাম ও হালাল উভয় পন্থায় আয় করে, তবে হালাল উপার্জনের পরিমাণ বেশি সে কোম্পানির হালাল প্রকল্পে চাকরি করা নাজায়েয না হলেও অনুত্তম বটে, অর্থাৎ তাকওয়ার খেলাফ। (৯/৭৭২/২৮৭৩)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥١٢ (٣٤٨٨) : عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه»-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۷۷ : الجواب- جس کی آمدنی بالکل حرام خالص ہے، جیس کسی ے فروش یا سود خوار وغیر ہم ان کی نوکری کرنا ناجائز ہے، اور جو تنخواہ اس میں سے ملتی ہو وہ حلال نہیں، اور اسی طرح اپنی چیز اس کے ہاتھ فروخت کر کے اس مال حرام میں میں سے قیمت لینی بھی حلال نہیں،... ... ہاں جن لوگوں کی آمدنی مشتبہ اور مختلط الحلال والحرام غالب الحلال ہو،... ... اس وقت ان کی نوکری اور اپنی چیز ان کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے، بشر طیکہ تنخواہ یا قیمت خلال مال سے دیں یا غیر مشتبہ غالب الحلال سے دیں... ... اگرچہ خلاف تقوی ہے۔

আশায় চাকরি করার বিধান

প্রশ্ন : দেশে যে সকল এনজিও রয়েছে এগুলো বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান করেছে। যেমন–আশা এনজিও আশা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছে। আশা এনজিওর প্রতিষ্ঠান আশা ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করা যাবে কি না?

উত্তর : যেসব এনজিও প্রতিষ্ঠান শরীয়ত পরিপন্থী কাজে জড়িত, ওই সব প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা অবৈধ। তবে যেসব প্রতিষ্ঠান ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায় নিয়োজিত বলে দাবি করে এবং ওই দাবি যদি অসত্য প্রমাণিত না হয় তখন ওই ধরনের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা আপত্তিকর নয়। তাই প্রশ্নকারী পরিপূর্ণভাবে যাচাই-বাছাই করে চাকরি নেবে। (১৬/৫৭৮)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Scanned by CamScanner

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

📖قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ٦٣ : (٥٢) - قاعدة أمور المسلمين على السداد حتى يظهر غيره (كر)

কমিউনিটি সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা

প্রশ্ন : আমি একটি কোম্পানিতে চাকরি করি। আমার দায়িত্ব কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ যে আবাসিক এলাকায় থাকে তাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। আবাসিক এলাকায় একটি অনৈসলামিক অনুষ্ঠান হয়। আমার জন্য এ অবস্থায় ওই কমিউনিটি সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : আপনার জন্য উক্ত কমিউনিটি সেন্টারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা জায়েয হবে। আর অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের দায় তাদের ওপরেই বর্তাবে। তবে সম্ভব হলে তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারেন, যা আপনার ঈমানী দায়িত্ব। (১৮/৭৩৯)

📖الفتاوى الخانية بهامش الهندية (زكريا) ٢ /٣٢٤ : ولو اجر المسلم نفسه من المجوس ليوقد لهم النار لا بأس عندهم؛ لأن التصرف فى النار والانتفاع مباح -

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٥٠ : وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا يسكنها فلا بأس بذلك، وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس لأن المسلم لا يؤاجرها لذلك إنما آجرها للسكنى. كذا في المحيط.

পরিবার পরিকল্পনায় চাকরি ও বেতনের হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একজন মাওলানা সাহেব বলেন, পরিবার পরিকল্পনায় চাকরি করা হারাম এবং এর দ্বারা উপার্জনকৃত টাকা ভক্ষণ করাও হারাম। অথচ পরিবার পরিকল্পনা সমাজসেবা কার্যকলাপ বাস্তবায়ন করে। যেমন : মা ও শিশুর বিভিন্ন শারীরিক সেবা প্রদান করা হয়, গর্ভজনিত সমস্যা দূর করা হয় ইত্যাদি। মূলত পরিবার

Scanned by CamScanner

পরিকল্পনা একটি আদর্শ ও সুখী পরিবার প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করে। এখন জানার বিষয় হচ্ছে, উক্ত মাওলানা সাহেবের কথা ঠিক কি না?

উত্তর : পরিবার পরিকল্পনা বাহ্যত স্বাস্থ্যসবামূলক একটি সংস্থা হলেও জন্মনিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম চালানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। ওজরের কারণে সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ থাকলেও ব্যাপকভাবে পরিকল্পনা করে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা শরীয়তের নীতি বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ খাদ্য বাসস্থান সংকটের অভিযোগে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা গোনাহে কবীরা। গোনাহের কাজে সহায়তা করাও গোনাহ। সে হিসেবে পরিবার পরিকল্পনায় চাকরি করা অবৈধ। তবে জন্মনিয়ন্ত্রণের নিষিদ্ধ দিকসমূহে সহায়তা না করার শর্তে সেখানে চাকরি করার অবকাশ আছে। এতদসত্ত্বেও সন্দেহমুক্ত অন্য কোনো পন্থায় উপার্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। (১৫/৮৫৭)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥٥/٦ : (لا تصح الإجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي) ولو أخذ بلا شرط يباح.

📖 رد المحتار (سعيد) ١٧٦/٣ : (قوله قال الكمال) عبارته: وفي الفتاوى إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤٥٠/٤ : رجل استأجر رجلا ليضرب الطبل إن كان للهو لا يجوز، وإن كان للغزو أو القافلة يجوز.

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٦٨٣/٨ : کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے حمل قرار نہ پائے جیسے آجکل دنیا میں ضبط تولید کے نام سے اس کی سینکڑوں صورتیں رائج ہو گئی ہیں اس کو بھی رسول اللہ ﷺ وأد خفی فرمایا ہے یعنی خفیہ طور سے بچہ کو زندہ درگور کر دینا (کما رواہ مسلم عن حذامۃ بنت وھب) اور بعض دوسری روایات میں جو عزل یعنی ایسی تدبیر کرنا کہ نطفہ رحم میں نہ جائے اس پر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے سکوت یا عدم ممانعت منقول ہے وہ ضرورت کے مواقع کے ساتھ مخصوص ہے وہ بھی اس طرح کہ ہمیشہ کیلئے قطع نسل کی صورت نہ بنے۔ آجکل ضبط تولید کے نام سے جو دوائیں یا معالجات کئے جاتے ہیں ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ ہمیشہ کیلئے سلسلہ نسل واولاد کا منقطع ہو جائے اس کی کسی حال اجازت شرعاً نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

মিথ্যা ভাউচার, কমিশন ও বখশিশ

প্রশ্ন : আমার একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আছে। এ ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য কিছু মার্কেটিং অফিসার কাজ করে। তাদের কাজ হচ্ছে, তারা বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও বায়িং হাউস থেকে অর্ডার নিয়ে আসে এবং অর্ডার নেওয়ার সময় নিম্নোক্ত কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয় :

ক. বায়ার বা ক্রেতা বলে যে, আপনার কাছ থেকে প্রতিটি পণ্য ১০ টাকা করে ক্রয় করব, তবে বিল পাঠাবেন ১১ টাকা করে। তখন আমরা ১১ টাকা করে বিল পাঠাই, কিন্তু ক্রেতার মালিক জানেন ১১ টাকা করেই ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু এখানে বায়ার তার মালিককে ফাঁকি দিয়ে ১১ টাকা করে আদায় করবে। আমাদের ১০ টাকা দিয়ে ১ টাকা নিজের পকেটে নিয়ে যাচ্ছে এবং মালিকের আমানতের খিয়ানত করছে। এখন জানতে চাই, এ অবস্থায় আমার জন্য ব্যবসা হালাল হবে কি না?

খ. কোনো কোনো বায়ার আমাদের নিকট কমিশন দাবি করে, অর্থাৎ আমি আপনার কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করব তবে হাজারে এত পার্সেন্ট কমিশন দিতে হবে, অথচ সে তার মালিকের বেতনভুক্ত কর্মকর্তা। মালিক তাকে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যই রেখেছেন। এখন কথা হচ্ছে, আমরা যদি তাকে কমিশন দিই তাহলে আমরা কতটুকু গোনাহগার হব এবং ব্যবসা হালাল হবে কি না?

গ. কোনো কোনো বায়ার আমাদের কাছে কিছু বখশিশ চায়। কিন্তু সেও তার মালিকের বেতনভুক্ত কর্মচারী। তাকে কমিশন দিলে আমরা গোনাহগার হব কি না?

ঘ. আমরা যদি খুশি হয়ে আমাদের পক্ষ থেকে বায়ারকে কিছু বখশিশ করি সেটা জায়েয হবে কি না?

ঙ. আমরা যদি বলি যে, আপনি আমাদের পণ্য ক্রয় করলে আমরা আপনাকে কিছু হাদিয়া দেব সেটা জায়েয কি না?

উত্তর : ক. আপনার জন্য এ ধরনের মিথ্যা ভাউচার তৈরি করা বৈধ হবে না। তবে ১১ টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ভাউচার করার পর ১ টাকা কম নেওয়া জায়েয আছে, তবে ওই ছাড় প্রতিনিধির কোম্পানির জন্য ধর্তব্য হবে। এখন যদি ওই প্রতিনিধি সেই টাকা কোম্পানিকে ফেরত না দিয়ে নিজে আত্মসাৎ করে তবে এটা তার জন্য হারাম হবে, আপনি এ ক্ষেত্রে দায়মুক্ত থাকবেন।

খ, গ. বায়ার কর্তৃক কমিশন বা বখশিশ দাবির ক্ষেত্রেও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করতে পারেন।

ঘ, ঙ. আর আপনি নিজের পক্ষ থেকে তাকে কিছু হাদিয়া তোহফা দিলে তার জন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে, যদি মালিকপক্ষ থেকে অনুমতি থাকে। (১৮/৮৮০)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ /٣٦٠ : لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز -

📖 الهداية ٤٨٠/٦ : قال: "ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك" -

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٥/٨٦: اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على ما تحت يده من أموال لموكله فهي بمنزلة الوديعة.

যথাসময়ে নামায না পড়তে বাধ্যকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা

প্রশ্ন : আমি একজন সরকারি কর্মচারী। কর্তব্যরত অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত হয়। কিন্তু সরকার আমাকে দুই ওয়াক্ত নামায কর্তব্য অবস্থায় পড়তে নিষেধ করেছে। যেমন–সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত আমার ডিউটি চলাকালীন জোহরের নামায কর্তব্য অবস্থায় ২টার পূর্বে পড়া নিষেধ। আবার দুপুর ২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কর্তব্য অবস্থায় ১০টার পূর্বে পড়া নিষেধ। এ দুই ওয়াক্ত নামায যথাসময় পড়তে না পারার দরুন চাকরি ছেড়ে দিতে চাই। আমার এ সিদ্ধান্ত কি ঠিক আছে?

উত্তর : উপার্জনের অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকলে এ চাকরিতে থাকা যাবে। ২টার পর জোহরের নামায এবং ১০ টার পর ইশার নামায আদায় করে নেবে। ২টার সময় জোহরের এবং ১০টার সময় এশার নামাযের ওয়াক্ত থাকে। সে সময় নামায আদায় করলে নামায কাযা হবে না। অবশ্য জামাতের সাথে নামায পড়তে অসুবিধা হয় না এরূপ চাকরি বা কাজ পাওয়া গেলে তখন উল্লেখ্য চাকরি ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। (৪/২৪১)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/٥٥٤ : تأمل (قوله من غير حرج) قيد لكونها سنة مؤكدة أو واجبة، فبالحرج يرتفع الإثم ويرخص في تركها ولكنه يفوته الأفضل... ... لكن في نور الإيضاح: وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها وكانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها -

📖 نفع المفتی والسائل ۱۵۲ : (۱/ ۴) منجملہ عذروں کے ایک عذر بال بچوں کے معاش کیلئے کوشش کرنا۔

Scanned by CamScanner

অমুসলিমদের প্রতিষ্ঠানে মুসলমানের চাকরি করা

প্রশ্ন : বহু মুসলিম দেশে (আরব ও আরবের বাইরে) উন্নয়ন, নির্মাণ, উৎপাদন এ ধরনের বড় কাজগুলো বিদেশি ফার্ম বা কোম্পানির দ্বারা হয়ে থাকে। যেগুলোর মালিক অমুসলিম, এমনকি বাংলাদেশেও বাটা, কোকাকোলা, ফিলিপস, লাক্স, সিঙ্গার–এসব ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর মালিক অমুসলিম। এ ছাড়া দেশে যে বড় বড় নির্মাণকাজ যেমন–ব্রিজ, রাস্তা, গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন এবং চট্টগ্রাম বন্দরে যে উন্নয়ন, নির্মাণ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের বড় বড় কাজ হয়–এগুলো সবই বিদেশি ফার্ম দ্বারা করানো হয়, যার মালিক অমুসলিম।

ক. তাই এসব ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি যে কর্মচারী, শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান যারা এদের কোম্পানিতে কাজ করছে, তারা হারাম অর্থ উপার্জন করেছে।

খ. যদি একজন নাসারার দোকানে একজন মুসলিম কাজ করে তাহলে আমরা সেই মুসলিমকে কি বলতে পারি সে হারাম টাকা উপার্জন করেছে ?

গ. যদি একজন হিন্দু বাড়ি তৈরি করে আর সেখানে কিছু মুসলিম কাজ করে তবেও কি তাদের উপার্জন হারাম?

ঘ. ভারত ও অন্যান্য অমুসলিম দেশে কাজ করা যাবে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ বা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর কাজ ব্যতীত অন্যান্য কাজে অমুসলিম কোম্পানি বা ব্যক্তির চাকরি করা অবৈধ নয়। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত কাজে অমুসলিম কোম্পানিতে চাকরি করে অর্থ উপার্জন অবৈধ হবে না। (৭/৬০০)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣/ ١٨ : مسلم آجر نفسه من نصرانى إن استاجره لعمل غير الخدمة جاز وإن اجر نفسه للخدمة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يجوز وذكر القدورى رحمه الله تعالى يجوز ويكره له خدمة الكافر -

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٣/ ١٤٩ : المسلم إذا آجر نفسه من الكافر ليخدمه جاز ويكره، قال الفضلى رحمه الله تعالى لا بأس يجوز فى الخدمة وما فيه إضلال بخلاف الزراعة والسقى -

টেলিভিশন মেরামত করে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : ভিডিও, অডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি মেরামত করে বিনিময় নেওয়া বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যেসব যন্ত্র ইসলামবিরোধী কাজে ব্যবহার হয়, এসব যন্ত্র মেরামত করে দেওয়া অবৈধ। আর যেসব যন্ত্র ভালো-মন্দ উভয় প্রকারের কাজে ব্যবহার হয় তার মেরামত করে দেওয়ার সুযোগ থাকলেও সম্ভব হলে জীবিকার জন্য অন্য পেশা অবলম্বন করা উত্তম। (১/২৯১)

📖 آلات جدیدہ کے شرعی احکام (مکتبۂ سیرت النبی) ص۱۶-۱۵ : جو آلات جائز کاموں میں بھی استعمال ہوتے ہیں ناجائز کاموں میں بھی جیسے جنگی اسلحہ کہ اسلام کی تائید وحمایت میں استعمال ہو سکتے ہیں مخالفت میں بھی یا ٹیلیفون تار موٹر ہوائی جہاز ہر قسم کی جائز وناجائز عبادت ومعصیت میں استعمال ہو سکتے ہیں ان کی ایجاد صنعت تجارت جائز کاموں کی نیت سے جائز ہے اور جائز کاموں میں ان کا استعمال بھی جائز ہے حرام اور معصیت کی نیت سے بنایا جائے اس میں استعمال کیا جائے تو حرام ہے۔

📖 فیہ ایضاص ۱۷ : ریڈیو کا استعمال اگرچہ حکومتوں اور عوام کی بدمذاقی سے مخرب اخلاق ہے اور غیر مشروع چیزوں میں زیادہ تر کیا جارہا ہے لیکن خبروں اور دوسری مفید اور جائز معلومات کا درجہ بھی اس میں خاص اہمیت ہے اس لئے اس کا حکم بھی وہی ہے جو قسم دوم کے آلات کا ہے کہ جائز کاموں میں اس کا استعمال جائز اور ناجائز کاموں میں ناجائز ہے اور اس کی صنعت وتجارت مطلقا جائز ہے بشرطیکہ اپنی نیت جائز کاموں کی ہو اگرچہ خریدنے والا اس کو ناجائز میں استعمال کرے۔

পেনশনের টাকার হুকুম

প্রশ্ন : সরকারি চাকরিজীবীদের সরকারের পক্ষ থেকে যে পেনশন দেওয়া হয় তা নেওয়া জায়েয হবে কি না? কেননা সরকার তো ওই টাকাগুলোকে সুদের ভিত্তিতে লেনদেন করে বাড়ায়। তাই জানার বিষয় হলো, ওই টাকা নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : সরকারি চাকরিজীবীদের চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে যে পেনশন দেওয়া হয় তা নেওয়া বৈধ। যদিও এ টাকা সরকার সুদের ভিত্তিতে লেনদেন করার পর দিয়ে থাকে। (১৩/৯৩)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۲۱۱/۶ : حکومت کی طرف سے سرکاری ملازم کو جو رقم اختتام ملازمت کے وقت ملتی ہیں وہ شرعا سود نہیں، کیونکہ سود دو آدمیوں کی مابین عقد ہوتا ہے جبکہ دونوں طرف سے مال ہو اور مال ان کا مملوک ہو مسئلہ مذکورہ میں ملازم کی تنخواہ سے جو رقم کٹتی ہے وہ ملازم کی ملک نہیں ہوتی علامہ ابن نجیمؒ فرماتی ہیں۔ قولہ بل بالتعجیل أو بشرطہ أو بالاستیفاء أو بالتمکن لایملک الأجرۃ إلا بواحد من ھذہ الأربعۃ۔ اس

Scanned by CamScanner

رقم پر ابھی مالک کا قبضہ نہیں ہوا اور نہ یہی اس کے وکیل نے قبضہ کیا ہے اس کے تصرفات اس میں نافذ نہیں، ایسی رقم کے ساتھ حکومت کا معاملہ یکطرفہ ہے اس جمع شدہ رقم کو اگر حکومت سود پر دے یا کوئی اور معاملہ کرے یا اس پر خود سود لگائے یہ سب یکطرفہ کارروائی ہے، اختتام ملازمت پر جب حکومت یہ رقم ملازم کو دے تو حکومت کی طرف سے اجرت ہی کہلائے گی۔ اس طرح یہ رقم اجرت کا جزء مؤجل ہوگی نہ کہ سود۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲۲۰/۴ : یہ جزو تنخواہ ملازم نے خود نہیں جمع کیا بلکہ یہ سلسلہ حکومت نے اپنے قانون کے پیش نظر جاری کیا ہے جس سے ملازم کی خیر خواہی مقصود ہے جب تک اس پر ملازم کا قبضہ نہ ہو یہ ملازم کی ملکیت نہیں، لہذا اس پر جو کچھ اضافہ ملتا ہے یہ بھی سود نہ ہوگا بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بعض محکموں میں ملازمت ختم ہونے پر حسن کارکردگی کے صلہ میں پنشن ملتی ہے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱۴۸/۳ : خاص اس صورت میں سرکار جو سود کے نام سے دیتی ہے وہ سود نہیں ہے اس کا لینا درست ہے، لیکن خدارا! دوسری صورتوں کو اس پر قیاس نہ کیا جائیگا؛ لأن مالهم مباح برضاهم وإنما يلحق في بعض الصور أتم العقد ولا عقد بالجبر۔ لیکن اگر یہ مقدار سود مذکور کی مساکین میں صرف کردی جاوے تو خوب ہے "دع ما يريبك إلى مالا يريبك۔

হিন্দুর খিদমত ও মুখাগ্নি করে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একজন মুসলমান ব্যক্তি একজন হিন্দু বৃদ্ধা মহিলার এ জন্য খিদমত করে যে ওই মহিলা তাকে বলেছে, আমি যত দিন জীবিত থাকব, এত দিন তুমি আমার খিদমত করলে মৃত্যুর সময় সমস্ত সম্পদ তোমাকে লিখে দিয়ে যাব, তবে আমার মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম আমাকে মুখে আগুন দেবে। প্রকাশ থাকে যে মৃত্যুর সময় ওই মহিলার কোনো সন্তান ছিল না। এখন আমার প্রশ্ন হলো, একজন মুসলমান ব্যক্তির হিন্দু মহিলার খিদমত করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? সম্পদের লোভে এক মুসলমানের হিন্দু ধর্ম পালন করা হবে কি না? এবং ওই মহিলা সম্পদ দিয়ে দিলে এই মুসলমান ব্যক্তি মালিক হবে কি না?

উত্তর : বিনিময়বিহীন খিদমত এবং বিনিময় চুক্তিতে কাজ করা এক কথা নয়। প্রথমোক্তটি অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ, প্রয়োজনে সাওয়াবের নিয়্যাতে কাফেরের খিদমত করলেও সাওয়াব পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়োক্তটি মজুরির শামিল। বিনিময় চুক্তিভিত্তিক কোনো কাফেরের খিদমতে আত্মনিয়োগ করা মুসলমানের অবমাননার পর্যায়ভুক্ত। এ ধরনের পার্থিব স্বার্থভিত্তিক কাজে লিপ্ত হওয়া মুসলমানের জন্য সমীচীন নয়।

Scanned by CamScanner

এতদসত্ত্বেও প্রশ্নোল্লিখিত ধরনের চুক্তি শরীয়তসম্মত হয়নি বিধায় ওই ব্যক্তি বৈধভাবে বৈধ খিদমত করলে ওই খিদমতের ন্যায্য বিনিময় নিতে পারবে। এর অতিরিক্ত নেওয়া জায়েয নয়। তবে সে স্বেচ্ছায় তার সম্পত্তি উক্ত ব্যক্তির নামে লিখে দিয়ে তার দখলে দিয়ে দিলে সে মালিক হয়ে যাবে।

স্মর্তব্য যে, শরীয়তবিরোধী কোনো খিদমত বিনিময় নিয়ে বা বিনা বিনিময়ে কোনো অবস্থায় কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ হবে না। বিশেষ করে পার্থিব স্বার্থের লোভে হিন্দু ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালন করা বৈধ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বরং এর দ্বারা ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে বিধায় মৃত হিন্দুকে জ্বালানোর কাজে শরীক হওয়া কখনো বৈধ হবে না। (১০/৮৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤/ ١٨٩ : لو استأجر ذمي مسلما ليخدمه ذكر في الأصل أنه يجوز وأكره للمسلم خدمة الذمي أما الكراهة فلأن الاستخدام استذلال فكأن إجارة المسلم نفسه منه إذلالا لنفسه وليس للمسلم أن يذل نفسه خصوصا بخدمة الكافر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٣٨٨ : قوله وجاز عيادته) أي عيادة مسلم ذميا نصرانيا أو يهوديا، لأنه نوع بر في حقهم وما نهينا عن ذلك، وصح أن النبي الله «عاد يهوديا مرض بجواره» هداية (قوله وفي عيادة المجوسي قولان) قال في العناية فيه اختلاف المشايخ فمنهم من قال به، لأنهم أهل الذمة وهو المروي عن محمد، ومنهم من قال هم أبعد عن الإسلام من اليهود والنصارى، ألا ترى أنه لا تباح ذبيحة المجوس ونكاحهم اهـ

📖 فيه أيضا ٦/ ٤٧ : فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرةأو مدة أو عمل(قوله أو مدة) إلا فيما استثنى: قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل -

সুদি ব্যাংকের কাছে ঘর ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের একটি কমার্শিয়াল বাড়ি তৈরি হচ্ছে উত্তরায়। আমরা এখানে অফিস শারুম ভাড়া দেওয়ার মনস্থ করেছি। এখানে ভাড়া নেওয়ার জন্য একটি সুদি ব্যাংক

Scanned by CamScanner

অনেক দিন আমাদের সাথে কথা বলছে। কিন্তু আমরা মন স্থির করতে পারছি না। কারণ ব্যাংকের যাবতীয় কাজকারবার সুদের সাথে জড়িত।

প্রশ্ন হলো, ব্যাংককে ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে মাসআলা কী? উল্লেখ্য, এটি শরীয়াহভিত্তিক পরিচালিত কোন ব্যাংক নয়। অন্যান্য শরীয়াভিত্তিক ব্যাংক এ মুহূর্তে ভাড়া নিতে আগ্রহী নয়। ব্যাংককে ভাড়া দেওয়ার ইচ্ছার কারণ হচ্ছে ব্যাংক যত দূর জানি ভাড়াটিয়া হিসেবে ভালো হয়। বর্তমানের দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মনে হচ্ছে ব্যাংককে ভাড়া দেওয়া আমাদের জন্য নিরাপদ। ভবিষ্যৎ আল্লাহ জানেন। আরো উল্লেখ্য যে আমাদের বাড়িতে কোনো ব্যাংকলোন আমরা নিইনি, আর এই ব্যাংকের সাথে আমাদের অন্য কোনো লেনদেনের দায়বদ্ধতা নেই। এমতাবস্থায় আমাদের শরীয়তসম্মত মাসআলার মাধ্যমে সুপরামর্শ দিলে আমাদের জন্য খুবই উপকার হয়।

উত্তর : সুদ একটি মারাত্মক গোনাহ। গোনাহর কাজে যেকোনো ধরনের সহায়তা করা নিষেধ। তাই যে সমস্ত ব্যাংক সুদভিত্তিক পরিচালিত হয় সেই ব্যাংকের কাছে বাড়ি ভাড়া দেওয়া বৈধ হবে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিরাপদ ও লাভজনক মনে হলেও এ ধরনের ব্যাংককে ভাড়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না। (১৪/৩৩৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤/ ١٧٦ : فأما إذا شرط بأن استأجر ذمي دارا من مسلم في مصر من أمصار المسلمين ليتخذها مصلى للعامة لم تجز الإجارة؛ لأنه استئجار على المعصية-

📖 الدر المختارمع الرد (سعيد) ٦/ ٣٩٢ : (و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ۱/ ۵۱۶ : جواب-ایسے کو کرایہ پر دینا مکان کا درست نہیں حسب قول صاحبین کے اور امام صاحب کے قول سے جواز معلوم ہوتا ہے کہ مکان کرایہ پر دینا گناہ نہیں، گناہ بقول اختیاری مستاجر کے ہے مگر فتوی اسی پر ہے کہ نہ دیوے کہ اعانت گناہ کی ہے- (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)-

Scanned by CamScanner

ব্যাংকের সুদমুক্ত শাখার কাছে বাসা ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : উত্তরায় আমার একটি বাড়ি রয়েছে। উক্ত বাড়িটি প্রাইম ব্যাংক ঢাকা তাদের উত্তরা শাখার জন্য বাড়িটি ভাড়া নিতে চায়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছে যে কেবলমাত্র তাদের উত্তরা শাখাই শরীয়ার ভিত্তিতে চালিত হবে। এমতাবস্থায় প্রাইম ব্যাংকের উত্তরা শাখা যা, শরীয়াহ ভিত্তিতে চালিত তাদের ভাড়া দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : যে সমস্ত ব্যাংক সুদের অভিশাপ থেকে বের হয়ে ধীরে ধীরে সুদমুক্ত ব্যাংকের দিকে আসার জন্য ইসলামী শাখা খোলে এবং সত্যিকারভাবে এ শাখার লেনদেন শরীয়তসম্মত হওয়ার প্রবল ধারণা হয়, সেরূপ ইসলামী শাখার জন্য ভাড়া দেওয়া যেতে পারে। (১৫/২৩৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٢٧ : (تصح) (إجارة حانوت) أي دكان ودار بلا بيان ما يعمل فيها) لصرفه للمتعارف (و) بلا بيان (من يسكنها) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما سيجيء (وله أن يعمل فيهما) أي الحانوت والدار (كل ما أراد) فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجي بجداره ويتخذ بالوعة إن لم تضر ويطحن برحى اليد وإن به ضر به يفتى.

📖 فيه أيضا ٦/٣٩٢ : (و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤٥٠ : وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا يسكنها فلا بأس بذلك، وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس لأن المسلم لا يؤاجرها لذلك إنما آجرها للسكنى. كذا في المحيط.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦/٢٧٧ : حجامت کا پیشہ ایک ضروری عمل ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، لیکن اس میں شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے اگر اس میں خلاف شرع عمل کیا جائے تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کام (حجامت وغیرہ) کے لئے دوکان یا مکان کرایہ پر دینا بھی تعاون علی

Scanned by CamScanner

المعصیت ہے جو بنص قرآنی حرام لہذا خلاف شرع حجامت بنانے والے نائی (حجام) کو مکان یا دوکان کرایہ پر دینا صحیح نہیں اور نہ اس کی آمدنی درست ہے۔

📖 ہمارا معاشی نظام ص ۱۲۱ : حکمت عملی خواہ کیسی ہو لیکن غیر سودی بینکاری کا قیام بہر صورت ایک ایسا نیک کام ہے جس میں تعاون خیر ہی خیر ہے۔

সুদি প্রতিষ্ঠানের কাছে বাসা ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : বর্তমান বাংলাদেশের পেক্ষাপটে সরকারি আয়ত্তাধীন এবং ট্রেজারি সমন্বিত কোনো ব্যাংককে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার হুকুম কী? উক্ত ব্যাংক থেকে সরকারি সমস্ত বেতন দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, উক্ত ব্যাংক সুদি লেনদেনও করে থাকে।

উত্তর : সুদি লেনদেন ও এতে যেকোনো প্রকার সহযোগিতা হারাম ও মারাত্মক গোনাহের কাজ। আর এ ধরনের সুদি ব্যাংককে জমি বা বাড়ি ভাড়া দেওয়া সুদি লেনদেনে সহায়তা করার নামান্তর। তাই এ ধরনের কোনো ব্যাংককে জমি ও বাড়ি ভাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। (১৭/৮১০)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

ডিশ লাগানোর জন্য ছাদ ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : মনোয়ার সাহেব তার বিল্ডিংয়ের ছাদ এক লোকের নিকট ভাড়া দেন। লোকটি ওই ছাদে ডিশ অ্যান্টেনা লাগিয়ে ডিশের সংযোগ দেয়। যার দ্বারা লোকেরা বিশ্বের যেকোনো অনুষ্ঠান তাদের টিভিতে দেখতে পায়। প্রশ্ন হলো, মনোয়ার সাহেব তাঁর ছাদ ভাড়া দেওয়ার কারণে গোনাহগার হবেন কি না? এবং এই ভাড়া গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ডিশ অ্যান্টেনার সংযোগ দিয়ে শরীয়ত গর্হিত ও গোনাহের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয় এবং এ ধরনের প্রোগ্রাম দেখে মানুষ চরিত্রহীন ও গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়।

Scanned by CamScanner

সুতরাং ডিশ অ্যান্টেনা স্থাপনের জন্য বিল্ডিংয়ের ছাদ ভাড়া দেওয়া গোনাহের কাজে সহযোগিতা করার নামান্তর। (১৪/৬২৭)

📖 الدر المختارمع الرد (سعيد) ٦/ ٣٩٢ : (و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٥٠ : ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر. كذا في المحيط.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۶/ ۲۶۷ : معاصی کے امور کیلئے مکان یا دوکان کرایہ پر دینے میں چونکہ گناہ میں اجیر بذات شریک نہیں اس لئے امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مکان یا دوکان کے اجارہ لینے میں کوئی قباحت نہیں۔ جبکہ صاحبینؒ کے نزدیک یہ اجارہ قبیح ہے تاہم چونکہ اس میں تعاون علی الاثم ایک گناہ ہونا موجود ہے اس لئے اس قسم کے افعال قبیحہ کیلئے مکان یا دوکان کو اجارہ پر دینا کراہت سے خالی نہیں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۲۷۳ : جانتے ہوئے ایسے بدکاروں کو کمرہ کرایہ پر دینا اعانت علی المعصیت کی وجہ سے درست نہیں۔

ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : আমার একটি ফ্ল্যাট আছে। যা হালাল রুজি অন্বেষণের লক্ষ্যে আমি ভাড়া দিতে চাই। এখন ওই ঘরটা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য ভাড়া নিতে চায়। আমিও তাদের দিতে চাই। কিন্তু সমস্যা হলো, বর্তমানে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকরা ডাক্তারদের রোগী পাঠানোর হারে কমিশন দিয়ে থাকে। যা অভিজ্ঞ মুফতীদের রায় মতে বৈধ নয়। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে তার বিনিময় আমার জন্য হালাল হবে কি না?

উত্তর : নিজ মালিকানাধীন ঘর, দোকান ইত্যাদি বৈধ কাজের জন্য ভাড়া দেওয়া জায়েয। ডায়ানস্টিক সেন্টার একটি বৈধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। তাই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য ফ্ল্যাট, বাড়ি ভাড়া দেওয়া আপত্তিকর নয়। ডাক্তারদের কমিশন দেওয়া মালিকদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এতে বাড়িওয়ালার কোনো সম্পর্ক

Scanned by CamScanner

নেই। অবৈধ কমিশন দেওয়া-নেওয়ার দায়দায়িত্ব কমিশনদাতা-গ্রহীতার ওপর বর্তাবে। বাড়ির মালিকের ওপর নয়। সুতরাং প্রশ্নকারীর জন্য বৈধ প্রতিষ্ঠান ডায়াগনস্টিক সেন্টারের জন্য ফ্ল্যাট, বাড়ি ভাড়া দেওয়া নির্দ্বিধায় বৈধ হবে। (১১/৪২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤٥٠ : وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا يسكنها فلا بأس بذلك، وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس لأن المسلم لا يؤاجرها لذلك إنما آجرها للسكنى. كذا في المحيط.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/۳۱۲ : انگریز کو ہوٹل کرایہ پر دیا ہے وہ اس میں ناجائز چیزیں لگاتا ہے اور اپنے مسافروں کو شراب بھی دیتا ہے تو اس کا کرایہ لینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب-مکان یعنی ہوٹل کا مالک کرایہ دار کے فعل کا ذمہ دار نہیں اس کو اپنے مکان اور جائداد کا کرایہ لینا جائز ہے۔

অবৈধ পণ্যের ব্যবসার জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া ও ভাড়ার টাকায় হজ, যাকাত

প্রশ্ন : মাদরাসা-মসজিদের মার্কেটে বিভিন্ন দোকান ভাড়া দেওয়া হয়, তার মাঝে বহুজাতিক দোকানের সাথে সাথে টিভি, সিডি এবং অন্যান্য বর্জনীয় কাজের দোকান দিয়ে থাকে এবং তার ভাড়া দিয়ে মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণসহ ইমাম-মুয়াজ্জিন-শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো, এজাতীয় ভাড়া দিয়ে উল্লিখিত বেতন ইত্যাদি দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না? নাজায়েয হলে তাদের বেতন-ভাতাসহ মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণের হুকুম কী? এবং বর্তমানে তাদের করণীয় কী? আর দোকান ব্যক্তিগত হলে তার এ সকল উপার্জন হালাল হবে কি না? এবং এ টাকার যাকাত দেওয়া যাবে কি না? না হলে করণীয় কী? এবং হজ ফরয হলে তা করতে পারবে কি না?

উত্তর : টিভি, সিডি ইত্যাদির ব্যবসা করা নাজায়েয। এসব পণ্যের ব্যবসার জন্য দোকান, মার্কেট ভাড়া দেওয়া গোনাহের কাজে সহায়ক হওয়ার নামান্তর বিধায় জানা সত্ত্বেও এসব কাজের জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া নিষেধ। বিশেষত মসজিদ-মাদরাসার, দোকান এমন কাজে ভাড়া দেওয়ার অনুমতি নেই। তা সত্ত্বেও কেউ দিয়ে থাকলে ভাড়ার টাকাকে অবৈধ বলা যাবে না। বরং উক্ত টাকা দিয়ে কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান জায়েয বলে বিবেচিত হবে। নিসাব পরিমাণ মাল হলে যাকাতও আদায় করতে হবে। হজ ফরয হলে তাও আদায় করতে পারবে। (১২/৬৪১)

Scanned by CamScanner

الدر المختارمع الرد (سعيد) ٦/ ٣٩٢ : (و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة-

الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٥٠ : ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر. كذا في المحيط.

فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲۳۶/۱۷ : الجواب- باجابنانا فروخت کرنا مکروہ ہے، اس کی آمدنی حرام کے درجہ میں نہیں مکروہ کے درجہ میں ہے مجموعی کرایہ کی آمدنی کو ضروریات مدرسہ میں صرف کر سکتے ہیں۔

অবৈধ উপার্জনকারীর কাছে বাসা ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : আমি বাসা ভাড়া দিয়েছি, এমন ব্যক্তির কাছে যার উপার্জন হারাম। এখন আমার বাসা ভাড়ার টাকা হালাল হবে কি না?

উত্তর : যে ব্যক্তির সম্পূর্ণ উপার্জিত মাল অথবা অধিকাংশ মাল হারাম তার নিকট বাসা ভাড়া দেওয়া বৈধ হবে না। ভাড়া দিলে ভাড়ার টাকা হালাল হবে না। সে যদি বলে যে ভাড়ার টাকা সম্পূর্ণ হালাল উপায়ে অর্জিত তখন হালাল হবে। (৯/৩৮২)

المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٦٧ : وفي «عيون المسائل» : رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه.

احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۳۰۴ : سوال- زید کے مکان میں ایک کرایہ دار ایسا رہتا ہے جو کسی بیمہ کمپنی میں ملازم ہے اور اس کے آمدن کا یہی ذریعہ ہے چونکہ بیمہ کمپنی کی

Scanned by CamScanner

আমদন ناجائز ہے اور ملازمین کو اسی آمدن سے تنخواہ ملتی ہے تو کیا زید اس سے حاصل شدہ کرایہ کی رقم کو اپنے روزانہ کے اخراجات میں استعمال کر سکتا ہے؟

الجواب- یہ رقم حرام ہے اس کو کسی صورت میں بھی استعمال کرنا جائز نہیں مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔

গাড়ির ভাড়া ও মেরামত খরচ

প্রশ্ন : আমি নগদ টাকায় একটা গাড়ি ক্রয় করে এক ব্যক্তিকে ভাড়ায় চালানোর জন্য দিলাম যে, আপনি প্রতি মাসে সমস্ত খরচ আপনার জিম্মায় করে আমাকে প্রতি মাসে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা দেবেন। এভাবে ব্যবসা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : প্রশ্নোলিখিত পদ্ধতি ইজারা পদ্ধতি বলে বিবেচ্য। তবে এ ক্ষেত্রে গাড়ি ব্যবহার করতে গিয়ে যে সকল খরচ দরকার হয় তা ভাড়াটিয়াকে বহন করতে হবে। তদ্রূপ তার অসাবধানতার কারণে কোনো ক্ষতি হলে মেরামত খরচও তাকে বহন করতে হবে। আর তার অনিচ্ছায় ক্ষতির মেরামত খরচ ও সরকারি যাবতীয় ট্যাক্স মালিককে বহন করতে হবে। (১৬/৯৭৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/ ٢٩٧ : وشرطها أن تكون الأجرة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة وحكمها وقوع الملك في البدلين ساعة فساعة وهي مشروعة بالكتاب وهو قوله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: ٦] وغيره والسنة حديث البخاري «ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» والإجماع.

📖 مجلة الأحكام العدلية (كارخانه تجارتِ كتب) ١/ ١١٢ : (المادة ٦٠١) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٤٧ : في الظهيرية: استأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر، ذكر في الكتاب أنه لا يجوز. وقال الفقيه أبو الليث: في الدابة نأخذ بقول المتقدمين، أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة اهـ قال الحموي: أي فيصح اشتراطه. واعترضه ط بقوله فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اهـ أقول: المعروف كالمشروط، وبه يشعر كلام

Scanned by CamScanner

الفقيه كما لا يخفى على النبيه، ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابة ذلك يجوز تأمل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٢٤ : لو استأجر دارا أو حانوتا سنة بمائة درهم على أن يرمها المستأجر كان على المستأجر أجر المثل بالغا ما بلغ لأنه لما شرط المرمة على المستأجر صارت المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولا أما إذا كان فساد الإجارة بحكم شرط فاسد كان له أجر المثل ولا يزاد على المسمى هكذا في الظهيرية.

📖 اسلامی بینکاری کی بنیادیں (مکتبۃ العارفی) ص ۱۶۹ : ۴-لیز پر دی گئی جائداد بذات خود چونکہ موجر کی ملکیت میں ہے اس لئے ملکیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کو بھی وہ خود ہی اٹھائیگا، لیکن اس کے استعمال کے متعلق ذمہ داریوں کو مستاجر اٹھائیگا،... ...

۷-مستاجر کی طرف سے اس چیز کے غلط استعمال یا غفلت و کوتاہی کی وجہ سے جو نقصان ہو وہ اس کا معاوضہ کا ذمہ دار ہے۔

নির্দিষ্ট টাকায় গাড়ি ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো যানবাহন দৈনিক নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকায় ভাড়া দেওয়া কি জায়েয? এ ক্ষেত্রে মালিক কোনো লোকসান বহন করবে না। অতিরিক্ত লাভ হলেও দাবি করবে না।

উত্তর : সময় ও ভাড়া নির্ধারণ করে যানবাহন ভাড়া দেওয়া জায়েয। যদি ভাড়াকারীর অবহেলার দরুন নষ্ট হয় তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, নতুবা দিতে হবে না। তবে ছোটখাটো কাজ যা ভাড়াকারী সমাধা করার প্রচলন আছে এবং এ বিষয়ে ভাড়াকারী ও ভাড়াদাতার মধ্যে যেভাবে সিদ্ধান্ত হয় সেভাবে কার্যকর হবে। (১/৩৯৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤٨٩ : إذا استأجر من رجل دابة كل شهر بعشرة على أنه متى بدا له من ليل أو نهار حاجة ركبها فإن كان يسمي بالكوفة ناحية من نواحيها فهو جائز، وإن لم يسم مكانا معلوما لا يجوز. كذا في المحيط.

📖 مجلة الأحكام العدلية (كارخانه تجارتِ كتب) ١/ ١١٢ : (المادة ٦٠١) لا يلزم الضمان إذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن بتقصيره أو تعديه أو مخالفته لمأذونيته.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٧/٦ : في الظهيرية: استأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر، ذكر في الكتاب أنه لا يجوز. وقال الفقيه أبو الليث: في الدابة نأخذ بقول المتقدمين، أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة اهـ قال الحموي: أي فيصح اشتراطه. واعترضه ط بقوله فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اهـ أقول: المعروف كالمشروط، وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيه، ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابة ذلك يجوز تأمل.

গাড়ি ভাড়া নিয়ে অন্যত্র ভাড়া দেওয়া ও ফ্যাক্টরির কাজে নিজের গাড়ি ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : ১. জনৈক ব্যক্তি এক মাসের জন্য ৬০ হাজার টাকা দিয়ে একটি পিকআপ ভাড়া নেয়। সে দৈনিক পিকআপটি বিভিন্ন লোকের কাছে ভাড়া দেয়। এতে মাসে তার ৪০ হাজার টাকার মতো লাভ হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে তার এ আয় হালাল হবে কি না?
২. যদি এ ব্যক্তি কোনো ফ্যাক্টরির ম্যানেজার তথা পরিচালক হিসেবে চাকরি করে এবং ফ্যাক্টরির মালামাল আনা-নেওয়ার জন্য দৈনিক পিকআপ ভাড়া করতে হয়। এমতাবস্থায় অন্যান্যদের থেকে যে পরিমাণ টাকার বিনিময়ে পিকআপ ভাড়া নেয় তার ব্যক্তিগত ভাড়াকৃত ওই পিকআপ সে পরিমাণ টাকার বিনিময়ে ভাড়া নিতে পারবে কি না? যদি সে সরাসরি ভাড়া নিতে না পারে তবে কাউকে ফ্যাক্টরির কাছে ভাড়া দেওয়ার জন্য উকিল বানাতে পারবে কি না?

উত্তর : ১. ভাড়ার ওপর গাড়ি নিয়ে অন্যত্র ভাড়া দিয়ে লাভ অর্জন করার জন্য ভাড়াকৃত গাড়িকে সংস্কার করা জরুরি। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত গাড়িটির মধ্যে কিছু কাজ করে নিলে অন্যত্র বেশি টাকায় ভাড়া দিয়ে টাকা উপার্জন করা বৈধ হবে। অন্যথায় অতিরিক্ত টাকা সদকা করে দেওয়া জরুরি হবে। (১৭/৩৭২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٢٩ : لو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٢٩ : (قوله أو أصلح فيها شيئا) بأن جصصها أو فعل فيها مسناة وكذا كل عمل قائم؛ لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملا لأمره على الصلاح كما في المبسوط-

Scanned by CamScanner

২. প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত এবং বৈধ বলে বিবেচ্য।

📖رد المحتار (سعيد) ٥/ ٥١٨ : وفيه الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه؛ لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه، وإن أمره الموكل أنه يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منه جاز بزازية اهـ حامدية .

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤٢٥ : ولو زاد في الدار زيادة كما لو وتد فيها وتدا أو حفر فيها بئرا أو طينا أو أصلح أبوابها أو شيئا من حوائطها طابت له الزيادة.

হেড মিস্ত্রির কমিশন গ্রহণ

প্রশ্ন : আমি একজন রাজমিস্ত্রি। আমার অধীনে আরো কয়েকজন মিস্ত্রি ও লেবার কাজ করে। আমি হেড মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করি। মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি এ কাজ ঠিক করি। একই সময় কয়েক জায়গার কাজ চলে। মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা বা বা কাজগুলো দেখাশোনা করার জন্য আমি আমার খরচে যাতায়াত করি। আর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামানপত্র সবই আমার নিজস্ব। অন্য মিস্ত্রিরা এগুলো আনে না, তারা আমার জিনিস দিয়ে কাজ করে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, কাজ ঠিক করার সময় মালিকের সাথে রোজ হিসেবে চুক্তি হলে প্রত্যেক মিস্ত্রি ও লেবারের একটা বেতন ধার্য করা হয় এবং আমার সাথে অন্য মিস্ত্রিদের সাথে আমার পৃথক একটা চুক্তি থাকে। যেমন–মালিকের সাথে ১৫০ করে হলে আমার সাথে তাদের ১৪০ টাকা করে হয়। কারণ তারা আমার জিনিস ব্যবহার করে এবং কাজের জন্য আমার কিছু পৃথক খরচ আছে। আর এ বিষয়টা মালিকের জানা থাকে, আমার অধীনদেরও জানা থাকে। এভাবে কাজের প্রচলন আমাদের এলাকায় আছে। এখন আমি একই মিস্ত্রির বেতন মালিকের কাছ থেকে নিলাম, যা দেওয়ার সময় তা থেকে কম দিলাম। এখন এ অবশিষ্ট টাকা আমার গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

আর অনেক সময় এ রকম হয় যে আমি কোনো কাজ করি না হয়তো ৫ জায়াগায় কাজ চলছে, আমি শুধু দেখাশোনা করি। হ্যাঁ, যদি কোথাও কাজ করি, তবে আমার আলাদা একটি বেতন নির্ধারিত থাকে। আর যদি শুধু দেখাশোনা করি, নিজে কাজ না করি তাহলে আমার কোনো বেতন থাকে না। এখন এভাবে কাজ করে অর্থ উপার্জন শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যেহেতু ঠিকাদার বা হেডমিস্ত্রি হিসেবে আপনি নিজেই মালিকদের সাথে যোগাযোগ করে কাজ ঠিক করতে হয় ও যোগাযোগের খরচ বহন করতে হয় এবং আপনার অধীনরা কাজের জন্য আপনার সামান ব্যবহার করে এবং তাদের সাথে আপনার পৃথক চুক্তিও থাকে তাহলে চুক্তি অনুযায়ী অবশিষ্ট যে টাকা থাকে তা আপনার জন্য হালাল হবে।

দ্বিতীয় পন্থায় কাজ করতে ইসলামী শরীয়তের পক্ষ থেকে কোনো প্রকারের বাধা নেই।আর এভাবে কাজ করে অর্থ উপার্জন করাও জায়েয। (১৪/৬৪০/৫৬৫৭)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۶/ ۲۷۳ : ٹھیکہداری کرنا ایک مباح کام ہے، اصول اور دیانت داری سے کرنا چاہیے۔

বরাদ্দের চেয়ে কম টাকায় কাজ করিয়ে পুরো টাকা উসূল করা

প্রশ্ন : এক কোম্পানির ম্যানেজার গোডাউন থেকে মাল ট্রাকে উঠানোর জন্য কুলির প্রয়োজন হয়। কুলিরা প্রতি বস্তা মাল ট্রাকে উঠাতে ৪ টাকা হারে নিয়ে থাকে। তাই মালিক ৪ টাকা হারে বাজেট করে রেখেছে। এখন ম্যানেজার চিন্তা করল আমি যদি কোথাও থেকে ৩.৫ টাকা দরে কুলি আনতে পারি তবে আমার প্রতি বস্তায় .৫০ পয়সা থাকবে। প্রশ্ন হচ্ছে, ম্যানেজারের জন্য এ টাকা হালাল হবে কি না?

উত্তর : যেকোনো কর্মচারী তার অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করা এবং এর মধ্যে কোনো রকম খিয়ানত বা দুর্নীতি না করা তার নৈতিক দায়িত্ব। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ম্যানেজারের দায়িত্ব কোম্পানি নির্ধারিত লোডিং হার ৪ টাকা থেকেও কম মূল্যে লোডিংয়ের চেষ্টা করা। তাই কম মূল্যে সম্ভব হলে তা মালিকের হক হিসেবে বিবেচিত হবে। (১৫/১৪৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٢٠٠ : لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۴۶ : اگر سرکار نے بارہ آدمیوں کی تنخواہ دیکر ان کو اختیار دیدیا ہے کہ تم میں کام نکالو تم کو اختیار رہے تب تو ایسا کرنا ان کو جائز ہے اور وہ روپیہ ان ہی کی ملک ہے اور اگر ایسا اختیار نہیں دیا تو جس قدر تنخواہ بچی ہے وہ ملک سرکار کی ہے جو بچی ہے وہ سرکار کو واپس کر دینا واجب۔

Scanned by CamScanner

দোকান ভাড়া করে অন্যত্র ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি নয়ানগর কোকাকোলা জামে মসজিদের দোকানের নির্মাণকাজ চলাকালীন সময়ে ১০টি দোকানে ১০ হাজার টাকা করে মোট এক লক্ষ টাকা অগ্রিম প্রদান করে। পরবর্তীতে সে নির্মাণাধীন দোকানগুলো ভাড়া নেয়। তারপর সে দোকানগুলোকে অন্যের নিকট ভাড়া দেয় এবং দোকানপ্রতি মাসে এক হাজার টাকা ধার্য করে। কিন্তু মসজিদ কমিটির সাথে চুক্তি হয়েছিল মসজিদ ফান্ডে ৮০০ টাকা জমা করে দেবে এবং ৮০০ টাকা করে জমা দিয়েও থাকে। অতএব এখন জিজ্ঞাসা হলো, ২০০ যে অতিরিক্ত টাকা ভাড়া আদায় করছে উক্ত টাকা তার জন্য শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : ভাড়াগ্রহীতা নিজের পক্ষ থেকে ভাড়াকৃত বস্তুর সংস্কার বা মেরামতসংক্রান্ত কোনো কাজ করা ব্যতীত ভাড়া গ্রহণের চেয়ে অধিক মূল্যে পুনরায় অন্যের নিকট উক্ত বস্তু ভাড়া দিয়ে তার অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা বৈধ নয়। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত ভাড়াগ্রহীতা মসজিদের দোকান অন্যের নিকট ভাড়া দিয়ে অতিরিক্ত ২০০ টাকা আদায় করা তার জন্য বৈধ নয়। বরং তা সদকা করে দেওয়া জরুরি। (১২/৯১৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤٢٥ : وإذا استأجر دارا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل، وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائزة أيضا إلا إنه إن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بها، وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/۳۹۸ : حامداومصلیا، یہ نفع لیناد رست نہیں اگرچہ سود بھی نہیں اگر دوکان پر کچھ خرچ کر کے مثلااس میں الماری وغیرہ لگا کر اس کی حیثیت کو بڑھا یا ہو تو اتنی حد تک نفع لینے کی اجازت ہے کمیٹی کو اختیار ہے کہ اصل کرایہ دار کے معاملہ کو ختم کر کے شکمی کرایہ دار سے معاملہ کرے اور کرایہ دار کو چاہیے کہ اپنا واسطہ درمیان سے ختم کر دے اور مسجد کی دوکان سے خود اس طرح نفع نہ کمائے۔

দোকান ভাড়া করে মালিকদের কাছে ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : আমি ২০ হাজার টাকা দিয়ে দুটি দোকান ২০ বছর মেয়াদে ভাড়া নিয়ে পুনরায় এক হাজার টাকা ধার্য করে দোকানদারের নিকট ভাড়া দিয়ে আসছি। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে

Scanned by CamScanner

এ চুক্তি হয় যে যখন অগ্রিম টাকা ফেরত দেবে। তখন আর ১০০০ টাকা করে ভাড়া দিতে হবে না। এ পদ্ধতি জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যার নিকট থেকে ভাড়া নেওয়া হয় তাকে সেটি ভাড়া দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এমতাবস্থায় আপনার প্রদত্ত ২০ হাজার টাকাই আপনি নিতে পারবেন। ভাড়ার নামে অতিরিক্ত টাকা আপনার জন্য হালাল নয়। (৫/৪২৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤٢٥ : وكان الإمام أبو علي النسفي يحكي عن أستاذه أن المستأجر لو آجره من المؤاجر لا يصح، وإن آجره من غيره ثم إن الغير آجره من المؤاجر يصح وقال الإمام الحلواني وروي عن محمد - رحمه الله تعالى - أن الإجارة من المالك لا تجوز مطلقا تخلل الثالث أو لا وبه قال عامة المشايخ وهو الصحيح وعليه الفتوى وكذا في الوجيز للكردري. وهل يسقط الأجر عن المستأجر الأول إن كان الآجر قبض الدار من المستأجر بعد الإجارة الثانية يسقط الأجر، وإن لم يقبض لا يسقط. كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/٩١ : (للمستأجر أن يؤجر المؤجر) بعد قبضه قيل وقبله (من غير مؤجره، وأما من مؤجره فلا) يجوز وإن تخلل ثالث به يفتى للزوم تمليك المالك، وهل تبطل الأولى بالإجارة للمالك؟ الصحيح لا وهبانية. قلت: وصححه قاضي خان وغيره. وفي المضمرات: وعليه الفتوى-

ঋণের পরিবর্তে দোকান ভোগ করা

প্রশ্ন : কারো নিকট ৫০ হাজার টাকা আছে। সে এ টাকাগুলো হালাল ব্যবসায় খাটাতে ইচ্ছুক। আরেক ব্যক্তির কিছু স্থাবর জমি আছে সে ওই জমিতে বিল্ডিং করতে চায়। কিন্তু নগদ অর্থ হাতে না থাকায় যার নিকট ৫০ হাজার টাকা আছে তাকে বলল, আমাকে ওই টাকাগুলো দাও। আমি জমিতে একটি বিল্ডিং করব। টাকাওয়ালা জিজ্ঞেস করল, কিভাবে নেবেন? প্রতিউত্তরে তিনি বললেন, ওই টাকা দিয়ে ২টি রুম বানাব। এরপর ভাড়ায় দিয়ে দেব। এক রুমের আয় তোমার, এক রুমের আয় আমার। পরে হাতে টাকা হলে তোমাকে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে দেব। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত পদ্ধতিতে লেনদেন বৈধ হবে কি না? না হলে কিভাবে বৈধ হতে পারে? আর টাকাওয়ালা নিজে ওই দুটি রুমের একটিতে ভাড়ায় থাকতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিকোণে বৈধ নয়। তবে দীর্ঘমেয়াদি ইজারার ভিত্তিতে টাকা নিয়ে এক রুম তাকে ভাড়ায় দেওয়া যেতে পারে। অতঃপর তিনি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু তিনি অন্যকে বেশি ভাড়া দিয়ে লাভ করতে চাইলে ওই ঘরে অতিরিক্ত কিছু কাজ করতে হবে। (১৩/৬৬৭/৫৩৮৮)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ۲/ ۲۳۸ : اپنی مملوکہ زمین طویل مدت کے لیے اجارۃ پر دینے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، بشرطیکہ دیگر شرائط فاسدہ سے اجارہ خالی ہو، خواہ اجرت کم مقرر ہوئی ہو یا زیادہ۔

যৌথ ভাড়ায় মালিকের অঙ্কগ্রহণ

প্রশ্ন : হুসাইন আহমদ একটা পাখা ক্রয় করে। সে সহ আরো ১০ জন এক কামরায় অবস্থান করে। কামরাবাসীরা বলল যে তোমার পাখাটি আমাদের কামরার জন্য তিন শ টাকায় এক বছর ইজারা দাও। তাতে হুসাইন সম্মতি জানালে তারা তাকে তিন শ টাকা নগদ দিয়ে দেয়। উল্লেখ্য, এ তিন শ টাকা কামরাবাসী থেকে চাঁদা করে নেওয়া হয়। এমনকি হুসাইনের কাছ থেকেও সেভাবে নেওয়া হয়। প্রশ্ন হলো, হুসাইন তার নিজস্ব পাখাটি এমন কামরাবাসীর কাছে ভাড়া দিল যে কামরার সদস্য হুসাইন নিজেও। শরীয়তের দৃষ্টিতে ইজারার এ পদ্ধতি জায়েয আছে কি? ৩০০ টাকা ভাড়া হালাল হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত ইজারা পদ্ধতি বৈধ হবে। তবে অন্যান্য সাথীর সমান তার অঙ্কের টাকা নির্ধারিত ভাড়া থেকে বাদ যাবে সেটা ভাড়া হিসেবে গণ্য হবে না। সুতরাং হুসাইনের জন্য অন্য রুমবাসীদের দেওয়া ভাড়া নেওয়া জায়েয হবে। (১২/২৪৮)

📖 مجلة الأحكام العدلية (كارخانه تجارتِ كتب) ص ١٠٨ : (المادة ٥٨٥)
لو سلم الآجر الدار، ولم يسلم حجرة وضع فيها أشياءه، يسقط من بدل الإجارة مقدار حصة تلك الحجرة، والمستأجر مخير في باقي الدار وإن أخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الإجارة يعني لا يبقى للمستأجر حق الفسخ.

📖 شرح المجلة ص ٣١٢ : وكذا لو سكن المؤجر مع المستأجر فى الدار يسقط من الأجرة حصة ما شغله سكناه۔

Scanned by CamScanner

বেতনের অঙ্ক মালিকের অজ্ঞাতে উসূল করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি দোকানে চাকরি করে। নিয়োগের সময় দোকানের মালিক তার মাসিক বেতন দুই হাজার টাকা ধার্য করার পাশাপাশি প্রতিদিন তাকে ১০ টাকা নাস্তা বাবদ দেবে বলে ওয়াদা করে। বর্তমানে দোকানের মালিক তার বেতন আদায় করলেও নাস্তার ১০ টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, এখন যদি ওই ব্যক্তি গোপনে দোকান থেকে ১০ টাকার খাদ্য বা পণ্য নিয়ে নেয় তাহলে তা তার জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : কর্মচারীর নির্ধারিত বেতনের পাশাপাশি নাস্তার টাকা দেওয়ার ওয়াদা বেতনেরই অঙ্কবিশেষ বলে গণ্য হবে। সুতরাং মালিক যদি তা আদায় না করে তাহলে কর্মচারী যেকোনো উপায়ে তার প্রাপ্য হক আদায় করে নিলে গোনাহগার হবে না। তবে এ ধরনের মালিকের কাছে চাকরি করা উচিত নয়। (১২/৯৪১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/٩٥ : (ومثل دينه ولو) دينه (مؤجلا أو زائدا عليه) أو أجود لصيرورته شريكا (إذا كان من جنسه ولو حكما) بأن كان له دراهم فسرق دنانير وبعكسه هو الأصح -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٩٥ : لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفا. قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية، وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي. اهـ قلت: وهذا ما قالوا إنه لا مستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق -

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٤/ ٢٨٥٨ : ووافق الحنفية على رأي الشافعية فيما إذا كان المأخوذ من جنس حقه لا من غيره، والمفتى به اليوم كما قال ابن عابدين جواز الأخذ من جنس الحق أو من غيره، لفساد الذمم والمماطلة في وفاء الديون.

Scanned by CamScanner

ويلاحظ أن هذا البحث المسمى فقهاً «الظفر بالحق» من أهم أحكام المعاملات التي يفرق فيها بين الأحكام القضائية والأحكام الديانية.

والخلاصة: أن من وجد عين حقه عند آخر مالاً أو عروضاً (سلعاً) وكان مماطلاً في رده أو جاحداً الدين، فيباح له باتفاق الفقهاء أخذه ديانة لا قضاء للضرورة، عملاً بالحديث السابق: (من وجد عين ماله فهو أحق به).

টিকিট কিনে বড়শি দিয়ে মাছ ধরা

প্রশ্ন : একটি প্রথা এমন আছে যে, পুকুরের মালিক মাইকে এলান করে, আমার পুকুরে মাছ আছে যদি কেউ কিনতে চায় তাহলে পাঁচ শ টাকার টিকিট নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে শুধু বড়শি দিয়ে যত পারে মাছ ধরতে পারবে, কম হোক বা বেশি।

আবার এভাবেও হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি আমার পুকুর পাড়ে বসে বড়শি ফেলতে চায় তাহলে জায়গার ভাড়া হিসেবে আমাকে পাঁচ শ টাকা দিতে হবে। আর মাছ যা ধরতে পারবে তার মূল্য লাগবে না।

প্রশ্ন হলো, উক্ত লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কি না? জায়েয হওয়ার জন্য জায়গা ভাড়ার হিলা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে প্রশ্নে বর্ণিত প্রথম পদ্ধতিতে পুকুরের মাছ না ধরেই পাঁচ শ টাকা টিকিট বিক্রি করা নাজায়েয বেচাকেনা ও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর এটাকে পরিবর্তন করে জায়গা ভাড়ার নামে হিলার আশ্রয় নেওয়াও বৈধ নয়। যেহেতু মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছ ধরা, নামেমাত্র জায়গা ভাড়া যা ফিকহী পরিভাষায় ইজারায়ে ফাসেদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শরীয়তে এ ধরনের হিলার কোনো অবকাশ নেই। (৯/৬৮৯)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١٦/ ٣٣ : ولا يجوز إجارة الآجام والأنهار للسمك ولا لغيره؛ لأن المقصود استحقاق العين، ولأن السمك صيد مباح فكل من أخذه فهو أحق به، وإنما يستحق على المؤاجر بالإجارة ما كان مستحقا له، ولأن المؤاجر يلتزم ما لا يقدر على إيفائه به فإن أجرها للزراعة فهي ليست بصالحة لذلك، وإن أجرها للسمك فربما يجده المستأجر، وليس في وسع الآخر أن يمكنه من تحصيل ذلك.

Scanned by CamScanner

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٢٣ : الأمور بمقاصدها.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٤٢ : ولا تجوز إجارة الإجام والأنهار للسمك وغيره ولا تجوز إجارة المرعى لم يرد به إجارة الأراضي فإن إجارة الأراضي جائزة، وإنما أراد به إجارة الكلإ والحيلة في جوازها أن يستأجر موضعا من الأرض ليضرب فيه فسطاطا أو ليجعله حظيرة لغنمه فتصح الإجارة ويبيح صاحب المرعى له الانتفاع بالمرعى. كذا في المحيط.

টিকিট কিনে ধৃত মাছের হাদিয়া

প্রশ্ন : প্রচলিত টিকিট ক্রয়ের মাধ্যমে পুকুর হতে যে মাছ ধরা হয় তার শরয়ী বিধান কী? ওই মাছ কাউকে হাদিয়া দিলে তা গ্রহণ করা এবং খাওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : টিকিট ক্রয় করে মাছ ধরার প্রচলিত পদ্ধতি জুয়া ও ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নাজায়েয। নাজায়েয পন্থায় প্রাপ্ত ওই মাছ নিজে ভোগ করা বা অন্যকে প্রদান করা মাকরূহ। (৫/২৮১)

📖 الجامع الصغير مع النافع الكبير (عالم الكتب) ص ٣٢٨ : محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) قال لا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ولا بيع سمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منها ولا يؤخذ إلا بصيد.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٣/٤٨ : والملك وإن كان يفسد فى البيع الفاسد عند اتصال القبض به عندن إلا أنه يستحق النقض إما للفساد ولهن يكره للمشترى أن يتصرف فيه بتمليك أو بانتفاع.

গাড়ির টিকিট অন্যের কাছে বিক্রি করে দেওয়া

প্রশ্ন : দুই বন্ধু ঢাকা থেকে সিলেট ভ্রমণের উদ্দেশে আন্তঃনগরের দুটি সিট ৪০০ টাকায় ভাড়া নেয়। কিন্তু একজন তা না জানায় সে ২০০ টাকায় আরেকটি সিটের টিকিট নিয়ে এল যাত্রার আগমুহূর্তে। তাদের পরস্পরের ভুল প্রমাণ হওয়ায় এক টিকিট রিটার্নের উদ্দেশ্যে কাউন্টারে যায় কিন্তু কাউন্টার মাস্টার রিটার্ন রাখতে অস্বীকার করল। ফলে তারা অস্বস্তি নিয়ে গাড়িতে ওঠে। অতঃপর একটি লোকের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়, সে টিকিট না পাওয়ায় বিনা টিকিটই গাড়িতে ওঠে। তারা দুজনে ওই ব্যক্তির কাছে

Scanned by CamScanner

তাদের অতিরিক্ত টিকিট বিক্রি করে দেয়। প্রশ্ন হলো, তাদের এই ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা না থাকাবস্থায় একজনের টিকিট অন্যজনের কাছে সমপরিমাণ বা কম মূল্যে বিক্রি করা অবৈধ নয়। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিটি যেহেতু রেলওয়ের আইন পরিপন্থী নয়, সুতরাং অন্যজনের কাছে তা সমপরিমাণ মূল্যে বিক্রি করা জায়েয হবে। (১০/৭৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٢٨- ٢٩ : (وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل يبطل التقييد؛ لأنه غير مفيد، بخلاف ما يختلف به كما سيجيء، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا -

টিকিট না কেটে বাস/ট্রেনে উঠে ভাড়া দিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : সাধারণত কাউন্টার থেকে রেলের টিকিট সরবরাহ করা হয়। কখনো সিট না থাকলে স্ট্যান্ডিং টিকিট দিয়ে থাকে। কখনো রেল উপস্থিত থাকলে গার্ডরা বলে থাকে প্রথমে উঠে যান ভাড়ার টাকা দিয়ে দেবেন। আর কখনো টিকিট না নিয়ে উঠলে টিকেট মাস্টার নির্ধারিত ভাড়া গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু আমাদের জানা নেই, ওই টাকাগুলো মালিক বা সরকারি ফান্ডে প্রদান করা হয় কি না। এমনিভাবে বাসে টিকিট নিয়ে উঠতে হয়। কখনো বাস স্টাফের লোক বলে যে উঠে যান ভাড়া দিয়ে দেবেন। এখন প্রশ্ন হলো, কোনো ব্যক্তি যদি সফররত থাকে আর ওই ট্রেন ছাড়া অন্য পন্থায় যাতায়াত কষ্টকর ও অনেক দেরি হয় অথবা নির্দিষ্ট সময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত হতে দেরি হয়, এমতাবস্থায় তাদের কথামতো উঠে গিয়ে নির্দিষ্ট ভাড়া দিয়ে দিলে তা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ট্রেনে বা বাসে কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করে ভ্রমণ করাটাই সামগ্রিকভাবে নিরাপদ পন্থা বিধায় যদি কোনো কারণে তা সম্ভব না হয় তাহলে পরবর্তী বাহনের অপেক্ষা করাটাই আসল নিয়ম। যেহেতু রেলের টিকিট মাস্টার ও বাসের কাউন্টারগণ ভাড়ার টাকা মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়াটাই সাধারণ নিয়ম। সুতরাং নেহায়েত জরুরতের সময় প্রশ্নোল্লিখিত নিয়মে ভ্রমণ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। (১৫/৯/৫৯১৯)

Scanned by CamScanner

📖 قواعد الفقه ص ٦٣ : (٥٢) - قاعدة أمور المسلمين على السداد حتى يظهر غيره (كر)

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ٨٩- ٩٠ : (١٧٥) - العادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافه- (٥٢) - العادة محكمة-

পথপ্রদর্শকের বিনিময় গ্রহণ

প্রশ্ন : আমাদের ভোলা জেলায় পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে [ট্রাক্টরের মতো] ভূমি চাষ প্রচলন আছে। টিলার চালক এলাকার লোকদের জমি না চেনার দরুন পরিচিত এক লোকের তত্ত্বাবধানে ভূমি খনন করে থাকে। কাজ শেষে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তার কিছু অঙ্ক ওই লোক রেখে বাকিটুকু চালককে দিয়ে থাকে [যথা ৫০০ থেকে ৫০ টাকা রেখে থাকে]। কিন্তু ওই টাকার পরিমাণ অনির্দিষ্ট। উল্লেখ্য, চালকের পানাহারের ব্যবস্থা উক্ত ব্যক্তি করে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কাজের পারিশ্রমিক থেকে উক্ত ব্যক্তির এভাবে কিছু টাকা রাখার ব্যাপারে শারীয়তের বক্তব্য কী?

উত্তর : ইসলামে শ্রম ও শ্রমের বিনিময় নির্দিষ্ট করে শ্রম বিনিয়োগ করে মজুরি গ্রহণ করা জায়েয, অন্যথায় নাজায়েয। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে এলাকার পরিচিত ব্যক্তি পাওয়ার টিলারওয়ালার সাথে তার কাজের মজুরি নির্ধারণ না করার কারণে তার জন্য এভাবে অনির্দিষ্ট কিছু টাকা রাখা জায়েয হবে না, নির্ধারণ করলে জায়েয হবে। তবে চালকের পানাহার বাবদ টাকা উক্ত ব্যক্তি তার সম্মতিক্রমে পারিশ্রমিক থেকে কাটতে পারবে। (১০/২২৬)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖 فيه أيضا ٦/ ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۳۱۴ : کام یا وقت دونوں میں سے کسی ایک کی تعین ضروری ہے ورنہ اجارہ فاسدہ ہوگا۔

Scanned by CamScanner

ছাত্র ভর্তি করিয়ে কমিশন গ্রহণ করা

প্রশ্ন : আমার কম্পিউটার অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এ শর্ত সাপেক্ষে ছাত্র ভর্তি ও কর্মচারী নিয়োগ দিতে চাই যে, একজন ছাত্র ভর্তি হয়ে আরো দুজন ভর্তি করে দিতে পারলে তাকে ৬০০ টাকা এক বছরে যা মাসিক ৫০ টাকা হারে প্রদান করব। তার ভর্তীকৃত একজন-দুজন ছাত্র অনুরূপভাবে দুজন করে নতুন ছাত্র যেকোনো কোর্সে ভর্তি করে দিতে পারলে তাদেরকেও একইভাবে এক বছরের বেতন প্রদান করা হবে। উপরোক্ত বেতনপ্রাপ্ত ছাত্রদের অত্র প্রতিষ্ঠান যদি এক বছরের মধ্যে যেকোনো সময় নতুন কোনো কাজ করিয়ে অতিরিক্ত টাকা ও পুরস্কার প্রদান করে এবং তাদের পূর্বে এরূপ ধারণা দিলে [নতুন কাজের পরিমাণ ও পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হবে] শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : কোনো চুক্তিকে অন্য একটি চুক্তির সাথে শর্ত করে লেনদেন করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। তবে এক চুক্তি সম্পাদন হওয়ার পর নতুন চুক্তি করে তার সাথে লেনদেন করা বৈধ হবে। তাই প্রশ্নোক্ত অবস্থায় কোনো ছাত্রকে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে নেওয়ার পর যদি আরো দুজন ছাত্রকে ভর্তি করে নিতে পারে তাহলে মাসে ৫০ টাকা হারে দেওয়ার চুক্তি করলে তা বৈধ হবে। দুজন না পারলে একজন ভর্তি করতে পারলেও তার জন্য একটি পারিশ্রমিক ঠিক করতে হবে, অন্যথায় বিনিময়বিহীন পরিশ্রম হওয়ার কারণে তা শরীয়তসম্মত হবে না। (১০/৬৭৩)

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 سورة المائدة الآية ٩٠ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ١٢٣ (٢٢٧٠) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " .

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣٤٦ (١٢٣١) : عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» .

Scanned by CamScanner

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٦/ ٣٢٤ (٣٧٨٣) : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة» قال أسود: قال شريك: قال سماك: " الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا "-

দর্জির রিসিপ্টে দেওয়া শর্তের গ্রহণযোগ্যতা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার অধিকাংশ দর্জিরা কাপড় রাখার সময় একটি রিসিপ্টে এ শর্ত উল্লেখ করে রাখে যে যদি সেলাইকৃত জামাটি তিন মাসের মধ্যে না নেন এবং সেলাইয়ের মজুরি আদায় না করেন, তাহলে তিন মাস পর দর্জি জামাটি বিক্রি করে তার মজুরি আদায় করে নেবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ রকম বিক্রি করে মজুরি আদায় করাটা কি বৈধ? আর বৈধ হোক বা না হোক–উভয় অবস্থায় মজুরি পরিমাণ টাকা আদায়ের পর বাকি টাকাগুলো কী করবে? এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ তিন মাস অতিক্রমের পর জামার মালিক এলে ওই দর্জির ওপর বিচার দায়ের করতে পারবে?

উত্তর : সেলাইয়ের জন্য দেওয়া কাপড় দর্জির নিকট আমানত, আর আমানত হেফাজত সত্ত্বেও নষ্ট হলে ক্ষতি পূরণ দিতে হয় না। সেলাইয়ের মজুরি উসূলের ক্ষেত্রে ওই কাপড় রেহেনের অন্তর্ভুক্ত, তাই কাপড়ওয়ালা মজুরি না দিয়ে কাপড় নিতে পারবে না। আর দর্জিও কাপড়ওয়ালার অনুমতি ছাড়া বিক্রি করতে পারবে না। কেবল রিসিপ্টের এ ঘোষণা যথেষ্ট নয়। তাই ঘোষণাপত্রে পক্ষদ্বয়ের এ মর্মে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর থাকতে হবে যে, দর্জি ঘোষণা মোতাবেক যা করবে কাপড়ওয়ালার তাতে কোনো আপত্তি থাকবে না। অথবা স্থায়ী দুজন অভিজ্ঞ আলেম দ্বারা ফয়সালা করে নেবেন, যিনি কাপড়ের বাজারও বোঝেন। (৭/৯২৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥٠٨ : توقف على إجازة الراهن بيع المرتهن، فإن أجازه جاز وإلا فلا -

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ٣/ ٤٢ : ولهذا لا يجوز للراهن أن يتصرف فيه تصرفا يبطل حق المرتهن من البيع والإجارة والهبة وغيرها-

Scanned by CamScanner

বাজার ইজারা নিয়ে খাজনা উঠানো

প্রশ্ন : বাংলাদেশের হাট-বাজারগুলোতে ক্রেতা-বিক্রেতা থেকে খাজনা নেওয়া হয়। কিন্তু সরকার তা আদায় করার জন্য এক ব্যক্তির নিকট এক বছরের জন্য বিক্রি করে দেয়। জনৈক ব্যক্তি যত টাকার বিনিময়ে সরকার থেকে নেয় তার চেয়ে অধিক টাকা সে বাজার থেকে ট্যাক্স পায় ফলে সে লাভবান হয়। প্রশ্ন হলো, এভাবে লাভবান হওয়া বৈধ কি না?
আর বাজার নেওয়ার সময় সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে হয় তাহলে তার হুকুম কী?
আর সরকারের নির্ধারিত ট্যাক্স যদি কারো থেকে কম আবার কারো থেকে বেশি আদায় করা হয় তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর : হাট-বাজার সরকার হতে ভাড়া নিয়ে বহুজনের নিকট ভাড়া দেওয়া বৈধ হবে যদি ভাড়া, সময় ও জায়গা নির্দিষ্ট করা হয় এবং ভাড়াটিয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। যেমন–আলো, পানি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি।
ঘুষ দিয়ে ভাড়া নেওয়া হারাম।
নির্ধারিত ভাড়া থেকে কম বেশি আদায় করা জায়েয আছে, যদি সরকারের পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতা না থাকে। (৮/৭৫৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٢٥ : وإذا استأجر دارا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل، وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائزة أيضا إلا إنه إن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بها، وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد في الدار زيادة كما لو وتد فيها وتدا أو حفر فيها بئرا أو طينا أو أصلح أبوابها أو شيئا من حوائطها طابت له الزيادة -

📖 فيه أيضا ٤/ ٤١١ : وأما شرائط الصحة فمنها رضا المتعاقدين. ومنها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع المنازعة فإن كان مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة يمنع صحة العقد وإلا فلا. ومنها بيان محل المنفعة حتى لو قال: آجرتك إحدى هاتين الدارين أو أحد هذين العبدين، أو: استأجرت أحد هذين الصانعين لم يصح العقد. ومنها بيان المدة في الدور والمنازل والحوانيت وفي استئجار الظئر. وأما بيان ما يستأجر له في إجارة المنازل فليس بشرط حتى لو استأجر شيئا من ذلك ولم يسم ما

Scanned by CamScanner

يعمل فيه جاز، وأما في إجارة الأرض فلا بد من بيان ما يستأجر له وفي إجارة الدواب من بيان المدة أو المكان ومن بيان ما يستأجر له من الحمل والركوب. ومنها بيان العمل في استئجار الضياع، وكذا بيان المعمول فيه في الأجير المشترك بالإشارة والتعيين، أو بيان الجنس والنوع والقدر والصفة في ثوب القصارة والخياطة، وبيان الجنس والقدر في إجارة الراعي من الخيل والإبل والبقر والغنم وعددها، وأما في حق الأجير الخاص فلا يشترط بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقدره وصفته وإنما يشترط بيان المدة فقط وبيان المدة في استئجار الظئر شرط الجواز بمنزلة استئجار العبد للخدمة. ومنها أن يكون مقدور الاستيفاء - حقيقة أو شرعا فلا يجوز استئجار الآبق ولا الاستئجار على المعاصي؛ لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا. ومنها أن لا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة فإن كان فرضا أو واجبا قبلها لم يصح. ومنها أن تكون المنفعة مقصودة معتادا استيفاؤها بعقد الإجارة ولا يجري بها التعامل بين الناس فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها. ومنها أن يكون مقبوض المؤاجر إذا كان منقولا فإن لم يكن في قبضه فلا تصح إجارته. ومنها أن تكون الأجرة معلومة. ومنها أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه كإجارة السكنى بالسكنى والخدمة بالخدمة. ومنها خلو الركن عن شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه.

বেতন নয়, কমিশনের ভিত্তিতে নিয়োগ

প্রশ্ন : ১. ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ না করে কমিশনের ভিত্তিতে কাউকে নিয়োগ দেওয়া জায়েয হবে কি না? তবে তার ওপর এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, যে তাকে এ সময় কাজ করতে হবে, কাজ করলে কমিশনের টাকা পাবে, অন্যথায় নয়।

২. প্রচলিত সমিতিগুলোতে এ শর্তে কমিশনে লোক নিয়োগ দেওয়া হয় যে, যদি গ্রাহক নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে গচ্ছিত টাকা উত্তোলন করে নেয় তাহলে তাকে পরিশোধিত কমিশনের টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। এমন শর্ত করা জায়েয আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ১, ২. শরীয়তের দৃষ্টিতে শ্রমিকের বিনিময় ও সময় নির্ধারিত করা জরুরি, অন্যথায় তা অবৈধ ও নাজায়েয বলে পরিগণিত হবে। কমিশনভিত্তিক শ্রমিকের নিয়োগও তার আওতাভুক্ত বিধায় তা নাজায়েয। অনুরূপভাবে পরিশোধিত কমিশনের টাকা ফেরত দেওয়ার শর্তও অবৈধ, যা পরিহারযোগ্য। (১৪/২৬৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤ /١٨٩ : ومنها أن يكون العمل المستأجر له مقدور الاستيفاء من العامل بنفسه ولا يحتاج فيه إلى غيره وخرجت المسائل عليه والأول أقرب إلى الصناعة فافهم.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖 فيه أيضا ٦/ ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۳۰۶ : کمیشن پر چندہ ناجائز ہے یہ اجارہ فاسدہ ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اجارہ میں اجرت متعین ہونا ضروری ہے اور مذکورہ صورت میں اجرت مجہول ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اجرت عمل اجیر سے حاصل ہوتی ہو تو بجائے خود یہ ناجائز ہے اور یہ صورت قفیز الطحان میں داخل ہے جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔

কমিশনের ভিত্তিতে মসজিদের চাল উঠানো

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের মসজিদের জন্য প্রত্যেক ঘর থেকে প্রতি মাসে এক কেজি করে চাল উঠানো হয় যিনি উঠান তাঁকে প্রতি কেজিতে একটা নির্দিষ্ট হারে চাল দেওয়া হয়। এটা জায়েয কি? যদি নাজায়েয হয় তাহলে জায়েয পদ্ধতি কী হবে দয়া করে জানাবেন।

উত্তর : চালের চাঁদা উসূল করার জন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়া মূলত ইজারা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। আর ইজারা সহীহ হওয়ার জন্য আজির তথা চাঁদা উসূলকারীর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা জরুরি। অন্যথায় ইজারা ফাসেদ বলে গণ্য হয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত প্রতি কেজি চাউলে নির্দিষ্ট হারে চাল দেওয়া তথা কমিশনের ভিত্তিতে চাঁদা উসূল করা শরীয়তসম্মত নয়। তাই প্রশ্নোক্ত পদ্ধতি শরীয়তের আলোকে ইজারায় ফাসেদ বলে বিবেচিত হবে। এতে মাসিক বা সাপ্তাহিক বেতন নির্ধারণ করে চাঁদা উসূল করার জন্য কাউকে নিয়োগ দেওয়া হলে তা শরীয়তসম্মত হবে। (১৭/১৪২)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖 فيه أيضا ٦/ ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۳۰۶ : کمیشن پر چندہ ناجائز ہے یہ اجارہ فاسدہ ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اجارہ میں اجرت متعین ہونا ضروری ہے اور مذکورہ صورت میں اجرت مجہول ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اجرت عمل اجیر سے حاصل ہوتی ہو تو بجائے خود یہ ناجائز ہے اور یہ صورت قفیز الطحان میں داخل ہے جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔

চাঁদা উসূলকারীকে নির্দিষ্ট হারে বোনাস দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি কওমী মাদরাসা আছে। উক্ত মাদরাসার শিক্ষকগণ রমাজান মাসে দেশ ও বিদেশে চাঁদা করে। অতঃপর সেখান থেকে মাদরাসার প্রিন্সিপাল সাহেব তাদেরকে বোনাসের নামে ১০% করে টাকা দেয়। প্রশ্ন হলো, উক্ত বোনাস দেওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : কমিশনভিত্তিক চাঁদা উঠানো জায়েয নেই। আর বোনাসের নামে নির্ধারণ করাও কমিশনের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রশ্নে বর্নিত প্রিন্সিপাল সাহেব চাঁদা আদায়কারী উস্তাদদের বেতন বৃদ্ধি করে অথবা প্রথম থেকে বোনাসের পরিমাণ নির্ধারণ না করে কালেকশন শেষে পুরস্কার হিসেবে একটি অঙ্ক দিয়ে দেবে। (১৮/৮৪৬)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖 فيه أيضا ٦/ ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۳۰۶ : کمیشن پر چندہ ناجائز ہے یہ اجارہ فاسدہ ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اجارہ میں اجرت متعین ہونا ضروری ہے اور مذکورہ صورت میں اجرت مجہول ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اجرت عمل اجیر سے حاصل ہوتی ہو

Scanned by CamScanner

তো বজায়ে খুদ যে ناجائز ہے اور یہ صورت تغریر الطحان میں داخل ہے جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔

কমিশন ভিত্তিক চাঁদা ও চাঁদার টাকায় বেতন

প্রশ্ন : ১. মাদরাসা ও মসজিদের জন্য কমিশনের ওপর চাঁদা কালেকশন করতে পারবে কি না?

২. মাদরাসার শিক্ষক মাদরাসার জন্য চাঁদা কালেকশন করে নিজের মাসিক বেতন হিসেবে নিয়ে যায়, অর্থাৎ মাদরাসার পক্ষ থেকে প্রতি মাসে যে টাকা নির্ধারিত আছে তা বাকি থাকার কারণে এমন করে। এ কাজ জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ১. কমিশনভিত্তিক চাঁদা কালেকশন করাতে শ্রমিকের শ্রম নির্ধারিত নয়। বিধায় তা ইজারায়ে ফাসেদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নাজায়েয। মাসিক বেতনভিত্তিক চাঁদা কালেকশন করা হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা সঠিক পদ্ধতি বলে বিবেচিত হবে। (১৩/৮৭৫)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖 فيه أيضا ٦/ ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/ ۳۰۶ : کمیشن پر چندہ ناجائز ہے یہ اجارہ فاسدہ ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اجارہ میں اجرت متعین ہونا ضروری ہے اور مذکورہ صورت میں اجرت مجہول ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اجرت عمل اجیر سے حاصل ہوتی ہو تو بجائے خود یہ ناجائز ہے اور یہ صورت تغریر الطحان میں داخل ہے جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/ ۴۰۲ : سوال- مدرسہ کی وصولی کرنے پر چوتھائی یا تھائی حصہ جو محصلین وعاملین کو دیا جاتا ہے کیسا ہے کونسی صورت جائز ہے؟ دیوبند میں کیا نظام ہے؟

الجواب- یہ طریقہ ناجائز ہے یہ اجارۂ فاسدہ ہے دو جہ سے ایک بوجہ جہالت اجر اور دوسرے اس لئے کہ اس میں اجرت عمل اجیر سے حاصل ہوتی ہے، جائز صورت یہ ہے

Scanned by CamScanner

کہ ان کی تنخواہ مقرر کردی جائے اور یہ کہا جاوے کہ اگر ہزار روپے لاؤگے تو پچاس روپے علاوہ تنخواہ کے مزید انعام دیا جائیگا، فقط۔

২. মাদরাসার জন্য কালেকশনকৃত টাকা বা মৌসুমি ফসলাদি ইত্যাদি উসূলকারী শিক্ষকদের হাতে আমানত। উপরন্তু যাকাত ইত্যাদি অর্থাৎ সদকায়ে ওয়াজিবা হলে তা খাওয়ার উপযোগী গরিব-মিসকিন ছাত্রদেরকে নিঃস্বার্থে মালিক বানিয়ে সদকায়ে ওয়াজিবা আদায় হওয়ার পূর্বশর্ত বিধায় কোনো শিক্ষক মাদরাসার জন্য চাঁদা কালেকশন করে নিজের বেতন হিসেবে গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত হবে না। তবে যদি বেতন আদায়ের উদ্দেশ্যে বেতন আদায়যোগ্য চাঁদা কালেকশন করে এবং মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বেতন কর্তনের সম্মতি প্রদান করে তাহলে কালেকশনকারীর জন্য তা বেতন হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয হবে।

📖 الفتاوى الولوالجية (مكتبة الحرمين) ١ / ١٧٩ : ولا تجوز الزكاة إلا إذا قبضه الفقير أو نائبه -

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ١ / ٣٠٥ : وأما ركن الزكاة فهو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى إلى الله تعالى والتسليم إليه وقطع يده عنه بالتمليك من الفقير والتسليم إليه أو إلى من هو نائب عنه وهو الساعي.

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ١ / ٣٢٨ : (ولا تدفع) الزكاة (لبناء مسجد)؛ لأن التمليك شرط فيها ولم يوجد وكذا بناء القناطير وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا يتملك فيه، وإن أريد الصرف إلى هذه الوجوه صرف إلى فقير ثم يأمر بالصرف إليها فيثاب المزكي والفقير.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۲۲۴ : مدرسہ کی طرف سے جو شخص محصل مقرر کیا گیا ہے وہ امین ہے جتنا روپیہ زکوۃ وصدقات کا وصول کرتا ہے وہ امانت ہے اس میں تصرف کرنے کا حق نہیں، ... ... ہاں، اگر معطی کی طرف سے صرف کرنے کی اجازت ہو تو بطور قرض اس کو صرف کر سکتا ہے، پھر قرض مدرسہ کو واپس کر کے مصارف زکوۃ میں صرف کردیا جائے۔

Scanned by CamScanner

কমিশনের ভিত্তিতে সদস্য সংগ্রহ করা

প্রশ্ন : আমরা যশোর ও মাগুরার কিছু আলেম-উলামা ও সাধারণ জনগণ মিলে খ্রিস্টান এনজিও প্রতিরোধের জন্য আল-এহসান নামে একটা সমিতি করেছি। উক্ত সমিতির কর্মী, অর্থাৎ যারা সদস্য বানিয়ে তাদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে তাদেরকে ৭% হারে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, অর্থাৎ ৭% কমিশন দেওয়া হয়। উক্ত কমিশন পদ্ধতিটি জায়েয কি না? যদি জায়েয না হয়ে থাকে, এর বিকল্প কী ব্যবস্থা হতে পারে? সমিতির উন্নতির জন্য কর্মীদের সুবিধা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে পটিয়া মাদরাসার একটা ফাতওয়া পেয়েছিলাম। তারা কমিশন পদ্ধতি জায়েয বলে ফাতওয়া দিয়েছে, কারণ কমিশন পদ্ধতি বর্তমান উমূমে বালওয়া, অর্থাৎ ব্যাপক হারে ব্যাংক ইনস্যুরেন্স থেকে শুরু করে মসজিদ-মাদরাসায়ও চলছে।

উত্তর : গরিব-দুঃখীদের সাহায্যের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও সাওয়াবের কাজ। কিন্তু এ ধরনের ঐচ্ছিক ভালো কাজের জন্য শরয়ী সংবিধিবদ্ধ নীতিমালার বিসর্জন দেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। প্রশ্নোল্লিখিত বিষয়টি নতুন নয়, এ ধরনের চুক্তির অস্তিত্ব নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেও ছিল মানুষের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর স্বার্থে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা থেকে বারণ করেছেন। যে নির্দিষ্ট বিষয়ে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে তার সাদৃশ্য আরো কিছু চুক্তিকে ফকীহগণ সার্বিক বিবেচনায় নিষেধের আওতায় পড়ে বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রশ্নে উল্লিখিত কমিশনের চাঁদাও এরই অন্তর্ভুক্ত। এ চুক্তি নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না বা ইজারায়ে ফাসিদের অন্তর্ভুক্ত হয় না, এরূপ বলা কারো পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

সর্বজন স্বীকৃত পুরাতন বদ্ধমূল শরয়ী বিধানকে عرف عام বা عموم بلوى -এর মতো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে অচল করা সহজ ব্যাপার নয়। এ কারণে বর্তমান এবং সুদূর ও অদূর অতীতের বিশ্ববিখ্যাত সকল ফাতওয়ার কিতাবে একাধিক কারণে স্পষ্ট উল্লেখ ও বিস্তারিত বয়ানসহ এরূপ চুক্তিকে ইজারায়ে ফাসিদারই অন্তর্ভুক্ত ও নাজায়েয বলে ফাতওয়া প্রকাশিত হয়েছে। আমরা عرف ও عموم بلوى -বিষয়ে অনেক কিতাব দেখেছি। কিন্তু এতদুভয়ের কোনো একটির প্রভাবে এ চুক্তিটিকে ইজারায়ে ফাসিদা থেকে বের করা যাবে বলা যাচ্ছে না। পূর্বসূরি আকাবির মুফতিয়ানে কেরামও বলতে পারেননি।

ইজারায়ে ফাসিদা বলার পর এ চুক্তিকে জায়েয বলা সম্ভব নয়। অবশ্য ইজারায়ে ফাসিদাও এজারায়ে বাতিলার মধ্যে মান ও বিধানে যে পার্থক্য রয়েছে সে বিচারে কিছু শিথিলতা এ ব্যাপারে আছে, অর্থাৎ ইজারায়ে ফাসিদার ভিত্তিতে اجير যে বিনিময় পায় এবং তা اجر مثل -এর পরিমাণ হয়, তা ভোগ করা তার জন্য হালাল। কিন্তু তাই বলে ফাসিদকে সহীহ বলার সুযোগ নেই। নীতিগতভাবে যা দুরস্ত নয়, তাকে দুরস্ত বলা যায় না। (৮/৯৬২)

Scanned by CamScanner

নিম্নে আকাবিরদের ফাতওয়ার কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳ /۳۷۶ : اگر کسی محصل چندہ کو اہل مدرسہ تحصیل چندہ کیلئے اس شرط پر مقرر کریں کہ جو آمدنی ہووے اس کا چہارم یا سوم یا پنجم یا نصف یا دو تہائی حصہ دیں گے تو ایسا اس زمانہ کی موجودہ حالت اور ضرورتوں کے لحاظ سے شرعاً مباح ہے یا نہیں؟

الجواب-حنفیہ کے اصول پر یہ اجارہ فاسدہ ہے اور دوسرے مذاہب کی تحقیق نہیں۔

📖 نظام الفتاوی (تاج پبلشنگ) ۴ / ۱۴۰ : مدارس میں کمیشن پر سفراء سے جو معاملہ رائج ہے وہ جائز نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں یہ اجارہ باطل ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں فاسد ہوتا ہے اس کا جائز اور سفیر و مدرسہ دونوں کیلئے سود مند یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کام کیلئے سفیر کی ایک تنخواہ مقرر کردی جائے خواہ خشک یا خوراکی کے ساتھ اور جس علاقہ میں بھیجنا ہو اس علاقہ کے سابق اصولی کے مقدار کے مطابق یہ کہدیا جائے کہ اگر آپ کی اصولی اس مقدار سے نہیں بڑھے گی تو آپ کو انعام نہیں ملے گا ہاں اگر مقررہ مقدار سے زیادہ وصولی ہو تو انعام اس طرح ملے گا کہ آپ اپنی کل وصولی مدرسہ پر بھیجتے جائیں اور مدرسہ اس کو اپنے خزانۂ مدرسہ میں رکھتا جائے گا پھر جب آپ کام ختم کر کے آجائیں گے اور حساب وصولی کریں گے تو اس وقت مقررہ مقدار سے زائد میں اتنا فیصد (جو مناسب ہو و موزون ہو) آپ کو انعام دیا جائیگا۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۲۷۶ : سوال- بعض مدارس میں سفراء حصہ پر کام کرتے ہیں یعنی وصول شدہ رقم سے تیسرا یا چوتھا حصہ خود لیتے ہیں باقی رقم مدرسہ میں جمع کرواتے ہیں، آیا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب-یہ معاملہ دو وجہ سے جائز نہیں،

(۱) اجرت من العمل ہے جو ناجائز-... ...

(۲) اجیر اس عمل پر بنفسہ قادر نہیں، قادر بقدرۃ الغیر ہے، اس کا عمل چندہ دینے والوں کے عمل پر موقوف ہے اور قادر بقدرۃ الغیر بحکم عاجز ہوتا ہے جبکہ صحت اجارہ کے لئے قدرت بنفسہ شرط ہے، چنانچہ قفیز طحان کے فساد کی علت بھی یہی ہے کہ مستاجر قادر علی الاجرۃ بقدرۃ العامل ہے، بنفسہ قادر نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۵۲۴ : الجواب- اس طرح معاملہ کرنا کہ جس قدر چندہ لاؤ گے اس میں سے نصف یا ثلث وغیرہ تم کو ملیگا شرعاً درست نہیں اس میں اجرت مجہول ہے نیز اجرت ایسی چیز کو قرار دیا گیا ہے جو عمل اجیر سے حاصل ہونے والی ہے کہ یہ دونوں چیز شرعاً مفسد اجارہ ہیں۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹ / ۳۰۶ : کمیشن پر چندہ ناجائز ہے یہ اجارہ فاسدہ ہے جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اجارہ میں اجرت متعین ہونا ضروری ہے اور مذکورہ صورت میں اجرت مجہول ہوگی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اجرت عمل اجیر سے حاصل ہوتی ہو تو بجائے خود یہ ناجائز ہے اور یہ صورت قفیز الطحان میں داخل ہے جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔

হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষক হিসেবে চাকরি করা

প্রশ্ন : আমি একজন হিসাববিজ্ঞানের ছাত্র। এর ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছি। বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতিতে সুদ একটি ব্যাপক প্রচলিত বিষয় হওয়ায় হিসাববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হাজারও বিষয়ের সাথে সুদভিত্তিক লেনদেনের হিসাব পদ্ধতিও অন্তর্ভুক্ত। অনেক অঙ্কে অন্যান্য বিভিন্ন লেনদেনের সাথে ২-১টি সুদভিত্তিক লেনদেনের হিসাবও অন্তর্ভুক্ত থাকে। ফলে হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকতা করতে গেলে এরূপ অঙ্কও শিক্ষার্থীদের পড়াতে হয়। বর্তমানে আমার একটি চাকরির খুবই প্রয়োজন এবং হিসাববিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকতার চাকরি পাওয়া আমার জন্য তুলনামূলক সহজ ও সুবিধাজনক। এমতাবস্থায় আমার জন্য হিসাববিজ্ঞানে শিক্ষকতার চাকরি করার ক্ষেত্রে শরীয়তের কী হুকুম?

উত্তর : বিনা অপারগতায় সুদের অঙ্কও শেখাতে হয়, এমন শিক্ষকতা গ্রহণ না করাই শ্রেয়। অপারগতার ক্ষেত্রে করার অনুমতি আছে। তবে ওই রূপ সুদের অঙ্ক শেখানোর পূর্বে বা পড়ে বলে দেবে যে এখানে সুদ বলতে ওই লভ্যাংশ উদ্দেশ্য যা ইসলামী শরীয়তের বিচারে হারামের আওতাভুক্ত নয়। (১০/৩৭৯)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۱۶۷ : سوال- احقر سرکاری مدرسہ میں درجہ سوم وچہارم کی تعلیم دیتا ہے اور درجہ چہارم کو پرسال میں چار ماہ سود کے نکالنے کا قاعدہ بتلانا پڑتا ہے اور سوالات مشیقہ حل کرانے پڑتے میں علاوہ اس کے باقی عرصہ میں اور حساب بھی سکھلاتا ہوں اور مدرسہ میں ہندوں اور مسلمان سب قسم کے طلبہ ہیں لہذا اصل درجہ کو تعلیم دینا میرے واسطے جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- آپ قبل تعلیم یہ کہدیا کریں کہ میں جو لفظ سود کہوں گا مراد میری وہ نفع جائز ہوگا جو کہ بلا شرط خود نیت کرلے کہ میں جب اس کا قرض اداء کروں گا تو میں اپنے دل سے اور خوشی سے بدون اس کے استحقاق ومطالبہ کے اتنے حساب سے تبرعا زیادہ دے دوں گا، بس اتنا کہہ کر پھر وہ حساب سکھلادیں، تعلیم کا گناہ تو اسی وقت جاتا رہا، اب اس سے اگر ناجائز طور پر کوئی کام لے گا تو اس پر وبال ہوگا۔

Scanned by CamScanner

হিসাববিজ্ঞানে শিক্ষকতা করে উপার্জন করা

প্রশ্ন : আমি হিসাববিজ্ঞান থেকে পাস করেছি, কিন্তু সমস্যা এখানে সুদ সম্পর্কে আমাকে অধ্যয়ন করতে হয়েছে। আমি যদি হিসাববিজ্ঞানকে শিক্ষকতা হিসেবে বেছে নিই তবে কি সে উপার্জন আমার জন্য হালাল হবে?

উত্তর : সুদভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা করে উপার্জন করা নিম্নেলিখিত নীতিমালার আলোকে বৈধ যে ক্লাস করার সময় ছাত্রদের সম্মুখে বলে দিতে হবে, আমি যেই সুদ সম্পর্কে বর্ণনা করব তা এমন সুদের কথা, যা ঋণদাতাকে এহসানস্বরূপ ও দাবি ছাড়াই দেওয়া হয়। যেমন–কোনো ব্যক্তি ১০০ টাকা ধার নেওয়ার সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যে আমি কর্জ পরিশোধ করার সময় ঋণদাতাকে ৫০ টাকা অতিরিক্ত দিয়ে দেব তাহলে সে সুদের শিক্ষা দেওয়ার গোনাহ থেকে বেঁচে গেল। তবে সুদের কারবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। (১৬/৮১২/২৭১৭)

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۳ /۱۶۷ : الجواب-آپ قبل تعلیم یہ کہدیا کریں کہ میں جو لفظ سود کہوں گا مراد میری وہ نفع جائز ہوگا جو کہ بلا شرط خود نیت کرلے کہ میں جب اس کا قرض اداء کروں گا تو میں اپنے دل سے اور خوشی سے بدون اس کے استحقاق ومطالبہ کے اتنے حساب سے تبرعاً زیادہ دے دوں گا، بس اتنا کہہ کر پھر وہ حساب سکھلادیں، تعلیم کا گناہ تو اسی وقت جاتا رہا، اب اس سے اگر ناجائز طور پر کوئی کام لے گا تو اس پر وبال ہوگا۔

Scanned by CamScanner

باب أحكام الأجرة

পরিচ্ছেদ : পারিশ্রমিকের বিধান

ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম দেওয়া

প্রশ্ন : যে শ্রমের বিনিময় যতটুকু হওয়া উচিত মালিকপক্ষ যদি এর চেয়ে কম দেয় এবং এ কথা বলে, আমাদের পক্ষে এর চেয়ে বেশি দেওয়ার তাওফীক নেই, তাহলে এটা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

উত্তর : ন্যায্য মজুরির কম দেওয়ার বিষয়টি পূর্বেই আলোচনা সাপেক্ষে হলে তা জুলুম হবে না। পক্ষান্তরে পূর্বসম্মতি ব্যতীত কাজ করানোর পর এরূপ করা জুলুম হবে। এমতাবস্থায় শ্রমিককে তার ন্যায্য মজুরি দেওয়া ওয়াজিব। (১৮/১১১)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٦٧ : قال: "ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن-

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤/ ١٩٣ : والأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات لأن كل واحد من العقدين معاوضة المال بالمال فما يصلح ثمنا في البياعات يصلح أجرة في الإجارات وما لا فلا-

📖 فتاوی مولانا عبد الحیؒ ص ۳۷ : سوال-اگر کسی صاحب حرفہ نے بلا تعین اجرت کسی شخص کا کوئی کام کر دیا تو اب کتنی اجرت لازم ہو گی؟

جواب-اجرت مثل لازم ہو گی۔

অ্যাডভান্সের হারে ভাড়া কমবেশি ধার্য করা

প্রশ্ন : বাড়ি ভাড়ার সময় বেশি অগ্রিম দিলে ভাড়া কম, আর কম অগ্রিম দিলে ভাড়া বেশি দেওয়া নেওয়া হয়, ওই বেশি অংশ কি সুদ হবে? যেমন–১৫০০০০ টাকা অগ্রিম দেওয়ার কারণে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া ১২৫০০ টাকা প্রতি মাসে, আর অগ্রিম ৪৮০০০ টাকা দেওয়ার কারণে ভাড়া ১৬০০০ টাকা ধার্য হয়। অগ্রিম কমবেশি হওয়ার কারণে ৩৫০০ টাকা টাকা কি সুদ হবে? যদি সুদ হয় তার প্রতিকার কী? বাঁচার উপায় কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : অগ্রিম টাকা কমবেশি হওয়ায় ভাড়া বেশকম হতে পারে। তবে অগ্রিম টাকা যদি ভাড়া বাবদ দিয়ে থাকে তখন প্রতি মাসে অগ্রিম হতে কর্তন নির্দিষ্ট করতে হবে। আর যদি অগ্রিম টাকা আমানত (সিকিরিউটি) হিসেবে রাখে তা বিনা অনুমতিতে খরচ করতে পারবে না। (৮/৫০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤/ ١٩٥ : ولو آجر بشرط تعجيل الأجرة أو شرط على المستأجر أن يعطيه بالأجرة رهنا أو كفيلا جاز إذا كان الرهن معلوما والكفيل حاضرا؛ لأن هذا شرط يلائم العقد وإن كان لا يقتضيه كما ذكرنا في البيوع فيجوز كما في بيع العين.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥١١ : وأما الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما إذا أعار منه أو أودعه، وإن كان هو المرتهن وجدد القبض للإجارة أو أجنبيا بمباشرة أحدهما العقد بإذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا إلا بالاستئناف.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (قوله وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۳۰ : اس صورت میں ربا نہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ اسی مجلس میں یہ فیصلہ کرلیں کہ مشتری نقد لیگا یا ادھار تاکہ ثمن پندرہ یا بیس روپے معین ہو جائے اگر کوئی فیصلہ نہ کیا بلکہ مجملا اس طرح بیع کردی کہ اگر نقد رقم دے گا تو پندرہ روپے ورنہ بیس روپے تو جہالت ثمن کی وجہ سے بیع فاسد ہے۔

Scanned by CamScanner

কাজিদের অতিরিক্ত ফি ও বখশিশের বিধান

প্রশ্ন : আমাদের দেশে কোনো কোনো স্থানে বিবাহের পর কাবিননামা রেজিস্ট্রি ফি বাবদ কাজি সাহেবগণ মোহরের টাকা অনুযায়ী প্রথম হাজারে ২৫ টাকা বা তার চেয়ে কমবেশি। এরপর প্রতি হাজারে ১০ টাকা করে নিয়ে থাকেন, যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি থেকেও অতিরিক্ত। তা ছাড়া আলাদা বখশিশও কোনো কোনো সময় নিয়ে থাকেন। প্রশ্ন হলো, কাজি সাহেবের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া এবং বখশিশ হিসেবে আলাদা টাকা নেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : বিবাহ সম্পাদনকারী কাজি সাহেবের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া জায়েয নেই। তবে যদি কেউ খুশিমনে নির্ধারিত ফি থেকে অতিরিক্ত দেয় বা বখশিশ দেয়, তাহলে তা জায়েয হবে। (১৮/১৮৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٣٦٢ : وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع۔

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٥/ ١٤٠ : وكل ما وجب عليه لا يحل أخذ الأجرة وما لا يجب يحل أخذ الأجرة۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۵۹ : الجواب-پس آناں کہ از فیس مقرر زائد گیرند اگر آں را بطیب نفس اہل نکاح می دہند (وایں تقریبا مفقود است) جائز شدن می تواند، واگر بغیر طیب نفس از اثر وو جاہت خود زر از اجرت مقررہ زائد می گیرند ہمانا کہ رشوت است، پس اگر ایں عہدۂ قضاء را کہ حسب قانوں ایجاد ش شدہ قضاء زمانہ جائز می پندارند، پس اثارش کہ مرتب براں است چرا منکر اند حالیکہ عہدہ و فیس پر دو از قانون سرکاری مستفاد شدہ، پس قانون در جواز ایں عہدہ مؤثر باشد و بر حکمش کہ ثمرہ انست مؤثر نباشد چہ معنی دارد۔ بہر حال قبول عہدہ قضا درست است و بر فیس معینہ کہ ایک روپیہ است زیادہ گرفتن بغیر طیب نفس رشوت است۔ قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم۔

Scanned by CamScanner

দোকান ভাড়া নিয়ে অন্যের কাছে ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : রফিকের একটি দোকান তিন বছরের জন্য আব্দুল্লাহ প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ভাড়া নেয় এবং সে রফিকের সাবেক ভাড়াটিয়া জসিমের কাছে ওই তিন বছরের জন্য প্রতি মাসে ১২ হাজার টাকার বিনিময়ে ভাড়া দেয়। জানার বিষয় হলো, জসিমকে যদি আব্দুল হামিদ ঠিকমতো ভাড়া না দেওয়ার জন্য কুপরামর্শ দেয় এবং জসিম কয়েক মাসের ভাড়া আদায় না করে তবে ওই মাসগুলোর ভাড়া আব্দুল্লাহর কাছ থেকে রফিক প্রাপ্য হবে কি না?

উত্তর : দোকানের মালিক রফিক তার ভাড়াটিয়া আব্দুল্লাহ থেকে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা প্রাপ্য হবে। এর সাথে অন্য কোনো লেনদেনের সম্পর্ক নেই। এ চুক্তিকে অন্য কোনো লেনদেনের ওপর নির্ভর করা শরীয়তসম্মত নয়। হ্যাঁ, আব্দুল্লাহ উক্ত দোকানে কিছু সংস্কার, মেরামত বা ডেকোরেশন করে জসিমকে ১০ হাজার টাকার চেয়ে বেশিতে ভাড়া দেওয়া বৈধ হয়েছে। যদি কোনো প্রকার সংস্কার ছাড়া ১০ হাজারের বেশিতে ভাড়া দেওয়া তাহলে এ অতিরিক্ত টাকা আব্দুল্লাহর জন্য হালাল হবে না।
তবে সর্বাবস্থায় আব্দুল হামিদ জসিমকে ভাড়া না দেওয়ার কুপরামর্শ দেওয়ার কারণে তার প্রাপ্য ভাড়া থেকে সে বঞ্চিত হবে না। হ্যাঁ, অকারণে যে চক্রান্ত করে মানুষের মধ্যে বিভেদ ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে প্রাপ্য অর্থ অনাদায়ের পক্ষে সহযোগিতা করবে সে মারাত্মক গোনাহগার হবে। (১৭/২৭৬)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) (١٠) : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه».

📖 فيه أيضا (١٣) : عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم، قال: حدثنا قتادة، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤٢٥ : وإذا استأجر دارا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل، وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائزة أيضا إلا إنه إن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بها... ... وهل يسقط الأجر عن المستأجر الأول إن كان الآجر قبض الدار من المستأجر بعد الإجارة الثانية يسقط الأجر، وإن لم يقبض لا يسقط.

Scanned by CamScanner

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٧/٤٠٠ : يجب الأجر باستيفاء المنافع يجب بالتمكن من استيفاء المنافع إذا كانت الإجارة صحيحة، حتى إن من استأجر داراً أو حانوتاً مدة معلومة ولم يسكن فيها في ذلك المدة مع تمكنه من ذلك يجب الأجر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٩١/٦ : أن الآجر قبض المستأجر من المستأجر بعد ما استأجر؛ لأنه لو قبض منه بدون الإجارة سقط الأجر عن المستأجر فهذا أولى: قال في المحيط: وإن لم يقبض منه فعلى المستأجر الأول الأجر اهـ.

ফেলে যাওয়া আসবাব দিয়ে ভাড়া উসুল করা

প্রশ্ন : ১. আমাদের বাসার একজন ভাড়াটিয়া প্রায় চার হাজার টাকা ভাড়া বাকি রেখে চলে গেছে এবং কিছু মাল রেখে যায়। আর মালগুলো ব্যবহৃত না হলে অর্থাৎ ঘরের বাইরে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে। আর যেহেতু চেয়ার-টেবিল, সোফা ইত্যাদি এগুলো ঘরে রাখলে ব্যবহার হয়। তাই উক্ত মাল কী করা যায়? আর সেখান থেকে আমাদের পাওনা কিভাবে আদায় করা যাবে?

২. আরেক ভাড়াটিয়া কিছু কাপড়চোপড় ফেলে চলে গেছে এবং এ কাপড়চোপড়ের মূল্যের চেয়ে বেশি পরিমাণ ভাড়া বাকি রেখে চলে গেছে। এখন আমি আমার প্রাপ্য আদায় করতে উক্ত কাপড়চোপড়গুলো নিতে পারব কি না?

উত্তর : ভাড়াটিয়ার খোঁজ নিয়ে সুরাহা করে নেবে। তা যদি সম্ভব না হয় তখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আশ্রয় নিয়ে সমাধান করতে হবে। যদি কোনো কারণে তাও সম্ভব না হয় তাহলে এলাকার গণ্যমান্য প্রভাবশালী ব্যক্তির পরামর্শমতো সুরাহা করবে।

বিশেষ পরামর্শ : ভাড়াটিয়ার সঙ্গে চুক্তি করার সময় এ কথারও উল্লেখ থাকা দরকার যে যদি ভাড়া না দিয়ে মালপত্র ফেলে আত্মগোপন করা হয় তবে তার মালের কোনো দায়িত্ব বাড়িওয়ালার থাকবে না। পরবর্তীতে আইনের আশ্রয়ও গ্রহণযোগ্য হবে না। (১৪/৭৯১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٥٠٢ : غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن أمره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي أن يجوز.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥٠٢ : (قوله ينبغي أن يجوز) كذا في العمادية ثم قال: وهذه المسألة كانت واقعة الفتوى اهـ وجزم في الأشباه بعدم الجواز، واستدرك عليه البيري في البزازية عن المنية:

Scanned by CamScanner

للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غالبا لا يعرف موته ولا حياته اهـ أقول: يمكن حمل ما في الأشباه على ما إذا لم تكن الغيبة منقطعة وإن كان أطلق الغيبة تأمل. بقي ما إذا كان حاضرا وامتنع عن بيعه. وفي الولوالجية: يجبر على بيعه، فإذا امتنع باعه القاضي أو أمينه للمرتهن وأوفاه حقه والعهدة على الراهن اهـ ملخصا، وبه أفتى في الحامدية، وحرر في الخيرية أنه يجبره على بيعه وإن كان دارا ليس له غيرها يسكنها لتعلق حق المرتهن بها بخلاف المفلس -

📖 فيه أيضا ٦ /٥١٠ : والحاصل أنه يأخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه (قوله ورد الفضل) أي إن كان فضل، ويرجع بالزيادة إن نقصت عن دينه ط -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٣٨٩ : الجواب- اولاً خط وکتابت یا دیگر ذرائع سے قرضخواہ یا اس کے ورثہ کا پتہ لگانے کی کوشش کرے، انتہائی کوشش کے بعد جب مایوس ہو اس رقم کو صورت میں اصل حکم تو بیت المال میں جمع کرانے کا ہے مگر چونکہ حکومت اسلام نہ ہونے کی وجہ سے بیت المال مفقود ہے اس لئے فقراء پر تصدق کردے۔

বরাদ্দকৃত গাড়ি ভাড়া কর্মচারীর ভোগ করা

প্রশ্ন : আমরা আমাদের কর্মচারীদের বাজার আনতে রিকশা ভাড়া দিয়ে থাকি। সে রিকশায় না গিয়ে পায়ে হেঁটে সদাই নিয়ে আসে। জানার বিষয় হচ্ছে, আমরা যে ভাড়া দিয়েছি তা কি ভাড়া বাবদ ব্যবহার না করে ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করা বৈধ হবে কি?

উত্তর : যদি কর্মচারীকে রিকশা ভাড়ার জন্য টাকা দিয়ে এর মালিক বানিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে রিকশা ভাড়া না দিয়ে উক্ত টাকা রেখে দেওয়া তার জন্য জায়েয হবে। (১৩/৯৫২)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/۴۷۰ : الجواب- ہمیں ملازمین سے تحقیق کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ رقم گورنمنٹ یا محکمہ کورٹ کی طرف سے ملازمین کی ملک کردے جاتی ہے اس لئے باوجود اس علم کے کہ فلاں شخص سیکنڈ یا انٹر میں سفر نہیں کرتا اس پر کوئی جرم قائم نہیں ہوتا نہ اس علم کے بعد گورنمنٹ اس کو سیکنڈ وانٹر کے کرایہ سے محروم کردیتی ہے بلکہ بدستور اسی قاعدہ سے کرایہ دیتی ہے اگر یہ تحقیق صحیح ہے تو سائل کو تھرڈ درجہ میں سفر کرنا اور بقیہ رقم کو اپنی ذاتی مصارف میں تصرف کرنا جائز ہے

Scanned by CamScanner

اس پر کفایت شعاری کرکے اس رقم کو بچانا واجب نہیں بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ جس درجہ کا کرایہ دیا جائے اسی درجہ میں سفر کرے۔

বরাদ্দকৃত ভাড়া থেকে কিছু বাঁচিয়ে ভোগ করা

প্রশ্ন : ক. আমি একজন সরকারি চাকরিজীবী। সরকারি কাজে ঈশ্বরদী (পাবনা) থেকে ঢাকা ট্রেনে ভ্রমণ করি। বিধি মোতাবেক আমি ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া সরকার থেকে প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমি টাকা বাঁচিয়ে সুলভ বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করি। ভ্রমণ বিলের ফরমে আমি প্রথম শ্রেণীর entitle উল্লেখ করে সরকারি ফান্ড থেকে টাকা উত্তোলন করি। শরীয়ত মোতাবেক এটা কতটুকু জায়েয?

খ. ঈশ্বরদী থেকে ঢাকা ভ্রমণের জন্য তিনটি উপায় আছে এবং আমি তিনটি উপায়ের যেকোনো একটিতে সরকারি বিধি মোতাবেক ভ্রমণ করতে পারি, ট্রেন, বাস, স্টিমার। যেহেতু বাসে ভ্রমণ করলে আমার ভ্রমণ বিল হয় সর্বনিম্ন, তাই ব্যক্তিগতভাবে টাকা বাঁচানোর জন্য বাসে ভ্রমণ করি। কিন্তু বিধি মোতাবেক ওপরের যেকোনো একটিতে ভ্রমণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ট্রেনে ভ্রমণ বিল দাখিল করে আমি সরকারি ফান্ড থেকে টাকা উত্তোলন করি। বাসে যাতায়াত করে ট্রেনের ভাড়া উত্তোলন করতে পারব কি না?

উত্তর : ক, খ. বাসে ভ্রমণ করে ট্রেনের ভ্রমণ করার দাবি করা অবাস্তব। তদ্রূপ সুলভ বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের দাবিও বাস্তবতার সাথে মেলে না। এমন কথা ও লেখাকে মিথ্যা বলে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সরকারি অর্থ উত্তোলন করা নাজায়েয। (৮/১০৯)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٣٤٦ (٣٠٧٤) : عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو في النار»، فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلها-

📖 الزهد والرقائق لابن المبارك (دار الكتب العلمية) ص ٢٢١ (٦٢٥) : عن موسى بن سليمان أنه سمع القاسم بن المخيمرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحما، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك جميعا، ثم قذف به في جهنم» -

Scanned by CamScanner

সময়মতো উপস্থিত না হয়ে পুরো বেতন নেওয়া

প্রশ্ন : চাকরির ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় রয়েছে যেমন–৮টা থেকে ৩টা পর্যন্ত, উপস্থিত হয় ৯টায়। নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত না হয়ে পূর্ণ সময়ের টাকা নেওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : চাকরিজীবীদের জন্য নির্ধারিত সময়ের পাবন্দি করা একান্ত জরুরি। প্রতিষ্ঠানের সংবিধান ও নীতিমালার বহির্ভূত অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য বিধানানুযায়ী বেতন না নেওয়া আবশ্যক। মিথ্যা বা ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে বেতনের হকদার না হয়েও বেতন গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

অতএব ৮টায় উপস্থিতির জায়গায় ৯টায় উপস্থিত হলে প্রতিষ্ঠানের বিধানানুযায়ী গ্রহণ করবে। বিনা প্রয়োজনে অনুপস্থিত থাকা আইনত বেতন কর্তন না হলেও নীতিবহির্ভূত কাজ, যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বিলম্বিত সময়ের বিনিময় ছুটির পর কাজ করে ওই সময় পূরণ করে দেওয়া সম্ভব হলে তা করে বেতন নেবে। (৭/৮৩২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٧٠ : وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاوى النوازل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤١٩ : وفي القنية من باب الإمامة إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق أسبوعا أو نحوه أو لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في العادة والشرع -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۵۶ : سوال- مدرسہ کے وقت میں مدرس کو کوئی اپنا کام پیش آیا اور اس نے اپنا کام کیا اور خارج از وقت مدرسہ اس نے اس کے عوض تعلیم دی تو اس صورت میں وہ مستحق کل تنخواہ کا ہو سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب- مدرسی عقد اجارہ ہے اگر باہم معاہدہ اجارہ کے وقت وقت کی تخصیص ہوی ہے کہ فلاں وقت میں کام کرنا ہوگا تو دوسرے وقت کام کرنے سے مستحق اجر کا نہیں ہے اور اگر صرف مقدار معین ہوئی ہے اور تخصیص نہیں ہوئی تو مستحق اجر ہے۔

মিথ্যার আশ্রয়ে আয়ের হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের সংসারের যাবতীয় খরচ আমার মেজ ভাই বহন করেন। তিনি আমেরিকা থাকতেন, বর্তমানে কানাডা চলে গেছেন। কানাডায় স্থায়ীভাবে থাকার জন্য তিনি সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন কানাডার সরকারের কাছে। এর জন্য কানাডার সরকারকে বেশ কিছু প্রমাণসহ কাগজ দেখাতে হবে। কাগজগুলো হলো :

১. তিনি আওয়ামী লীগের কর্মী ছিলেন, এ জন্য প্রমাণপত্র দেখাতে হবে।

Scanned by CamScanner

২. রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তিনি টাঙ্গাইল সদর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, এ রকম ডাক্তারি সার্টিফিকেট দেখাতে হবে।
৩. তিনি টাঙ্গাইল শহরের একজন সৎ ব্যবসায়ী ছিলেন।
উল্লেখ্য, তিনি বাস্তবে ১, ২ ও ৩ নং কোনো কর্মেই নিয়োজিত ছিলেন না। কিন্তু কানাডায় থাকার জন্য তিনি বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন উপায়ে সৎ-অসৎ সমস্ত কাগজ সংগ্রহ করেছেন।
এখন প্রশ্ন হলো, আমি তার ছোট ভাই। বর্তমানে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি। ২২ সেপ্টেম্বর আমি পাস করব ইনশাআল্লাহ। আমি কমার্স পড়তে চাচ্ছি। এ জন্য টাকার প্রয়োজন। সমস্ত পড়াশোনার টাকা আমার এ ভাই দিচ্ছে, এখন তার কামাই বা উপার্জনের টাকায় পড়াশোনা করা জায়েয হবে কি না? এবং থাকা-খাওয়া, কাপড়চোপড় বৈধ হবে কি না?

উত্তর : আপনার ভাই মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ায় গোনাহগার হয়েছে। তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নিতে হবে। তবে তার বৈধ পন্থায় উপার্জিত আয় সকলের জন্য হালাল বিধায় ভাইয়ের উপার্জনের উৎস বৈধ হলে প্রয়োজনে আপনি নির্দ্বিধায় তা ব্যবহার করতে পারবেন। (৯/৭১১)

📖 الفتاوى الهندية بهامش البزازية (زكريا) ٥/ ١١ : لايجوز عقدها حتى يعلم البدل والمنفعة وبيان المنفعة بأحد ثلاث بيان الوقت وهو الأجل وبيان العمل والمكان فالأجر ببيان لا تفسد -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸ / ۱۹۸ : یہ جھوٹ اور دھوکا ہے، لہذا یہ جائز نہیں اس کی اعانت کرنے والے بھی گنہگار ہوگے، البتہ جو کام اس کے ذمہ ہے اگر وہ اسے بحسن وخوبی انجام دینے صلاحیت رکھتا ہے تو تنخواہ حلال ہے۔

পাঁচ তারকা হোটেলের পারিশ্রমিক

প্রশ্ন : আমি একটি পাঁচ তারকা হোটেলে চাকরি করি। হোটেলের পরিচালনার দায়িত্ব একটি বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া আছে। বিদেশি কোম্পানিটি হোটেল ব্যবসা করে লাভের টাকা মালিকপক্ষের নিকট হস্তান্তর করে। আমার চাকরি মালিকপক্ষের অধীন একটি কোম্পানিতে। হোটেলের ব্যবসার বিভিন্ন দিকের মধ্যে একটি হলো অ্যালকোহল-মদ। মালিকপক্ষ লাভের টাকা দিয়ে আমাদের বেতন দিয়ে থাকে। যদি আমি আমার বেতন হতে মদ বিক্রির লাভের যে অংশ থাকে তা গ্রহণ না করি বা সদকা করে দিই তাহলে আমার চাকরি এবং আয় বৈধ হবে কি না? সদকা করার ক্ষেত্রে নিয়ম কী হবে?

Scanned by CamScanner

ব্যবসার আয়সমূহ :
রুম ভাড়া ৮০%
খাবার বিক্রয় ১৫%
মদ বিক্রয় ৩%
অন্যান্য ২%

উত্তর : আপনার বেতনদাতা কোম্পানির আয়ের মধ্যে শতকরা ৩% মদ বিক্রির আয়ের টাকা হলেও বেতনে প্রদত্ত টাকাতে উক্ত মদ বিক্রির আয়ের টাকা সংযুক্ত হওয়া নিশ্চিত নয় বিধায় সন্দেহের কারণে বেতনের ৩% সদকা করা জরুরি হবে না। তবে সন্দেহ দূরীকরণের জন্য গরিব-মিসকিনদের মাঝে সদকা করলে আপনি সাওয়াবের অধিকারী হবেন। (১৯/৫৪৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٩ : في قوم ورثوا خمرا وهم مسلمون لا يقسم الخمر بينهم ولكن يخلل ثم يقسم كذا في الخلاصة.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٥ /٣٥٨ : مات وماله من بيع السارق إن تورع الورثة عن أخذ ذلك كان أولى، ويردوا على أربابها إن عرفوا أربابها؛ لأنه تمكن فيه نوع خبث، وإن لم يعرفوا أربابها، فالميراث حلال لهم في الحكم-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ / ۱۰۵ : الجواب-جب اصل کام شراب کا اعلان واشتہار کا نہیں ہے بلکہ جائز کام ہے تو ملازمت جائز ہے، شراب سے متعلق جہاں تک ہو سکے بچنا چاہئے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۷۷ : الجواب-ہاں جن لوگوں کی آمدنی مشتبہ اور مختلط الحلال والحرام غالب الحلال ہو مثلاً یہی لوگ کسی وے فروش وسود خوار وغیرہم کوئی دوسرا پیشہ مباح مثل تجارت حلال یا اور کچھ بھی کرتے ہوں اس وقت ان کی نوکری اور اپنی چیز ان کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے... ... وجہ یہ کہ مشبہ سے تحرز متعذر اور دشوار ہے پس بضرورت جائز ہے۔

শর্ত সাপেক্ষে জমি ক্রয়-বিক্রয় করিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোনো মাদরাসার পরিচালক কারো জমি বিক্রি করে দেয় বা কাউকে জমি ক্রয় করে দেয় এ শর্তে যে, তার মাদরাসার সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দিতে হবে বা টিউবয়েলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, অথবা বলল, মাদরাসায় কোনো সাহায্য করতে হবে, অথবা নিজের জন্য কোনো জিনিসের আবেদন করে এবং ক্রেতা বা বিক্রেতা ওই

Scanned by CamScanner

শর্ত মেনে নেয়। এরূপ শর্ত দিয়ে জমি ক্রয়-বিক্রয় করে দেওয়া জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয থাকে তাহলে কি এক পক্ষ থেকে, না উভয় পক্ষ থেকে? আর যদি নাজায়েয হয় তাহলে জায়েযের কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয এবং মুহতামিম সাহেব নির্ধারিত পারিশ্রমিকের অধিকারী হবেন। তবে যেসব পদ্ধতিতে পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়নি তাতে তিনি ন্যায্য পারিশ্রমিকের অধিকারী হবেন। (১৯/৭০৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/٦ : (قوله كون الأجرة والمنفعة معلومتين) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده، وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل، ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة لو غير مشار إليها، ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ١٩ : وفي الغياثية الفساد قد يكون لجهالة قدر العمل بأن لا يعين محل العمل، وقد يكون لجهالة قدر المنفعة بأن لا يبين المدة، وقد يكون لجهالة البدل أو المبدل، وقد يكون لشرط فاسد مخالف لمقتضى العقد، فالفاسد يجب فيه أجرة المثل لا يزاد على المسمى إن سمى وإلا فأجر المثل بالغا ما بلغ.

📖 الفتاوى التاتارخانية (زكريا) ١٢ /٢٦٤ : تعليق الوكالة بالشرط صحيح سواء كان الشرط متعارفا أو لم يكن متعارفا والكناية تخالف الوكالة فإن تعليق الكفالة بشرط متعارف صحيح، وتعليقها بشرط غير متعارف غير صحيح، وفى الظهيرية حتى أن من قال لغيره أعتق عبدى إن دخل الدار يكون التوكيل باطلا .

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/۲۷۳ : الجواب-اجرت دلال میں فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ تعالی کی عبارت مختلف ہیں، مگر حاجت الناس کو مد نظر رکھتے ہوئے قول جواز ممتاز و مفتی بہ ہے، اجرت ضروری ہے اور ایک آنہ فی روپیہ بھی صورت تعیین ہے۔

Scanned by CamScanner

বিল পরিশোধে বিলম্ব ফি

প্রশ্ন : বিদ্যুৎ বিল প্রদান করার একটি নির্ধারিত দিন আছে। ওই দিনে যদি বিল প্রদান করতে না পারে তাহলে যত দিন বিলম্ব হবে হিসাব করে কিছু টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়, অন্যথায় কর্তৃপক্ষ বিল গ্রহণ করে না। এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত অতিরিক্ত টাকা দেওয়া-নেওয়া বৈধ হবে কি না? যদি বৈধ না হয় তাহলে বিলম্ব হয়ে গেলে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী?

উত্তর : অর্থদণ্ড শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। তাই বিদ্যুৎ বিল প্রদানের ক্ষেত্রে বিলম্ব করার বিনিময়ে বিনিময় নেওয়া বৈধ হবে না। অপারগ অবস্থায় গ্রাহকদের জন্য দেওয়ার অবকাশ আছে। (১৯/৭৬১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦١/٤ : (لا بأخذ مال في المذهب) بحر. وفيه عن البزازية: وقيل يجوز، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى. وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٦١ : (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۴ /۱۳۵ :الجواب- مذہب معتمد علیہ یہ ہے کہ ایسا جرمانہ ناجائز ہے، مگر کچھ رقم بطور جرمانہ وصول کرلی ہے تو اس کی واپسی ضروری ہے، مسجد وغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں۔

কোচিং সেন্টারের আয়ে মাদরাসার বেতন দেওয়া

প্রশ্ন : সাইফুরস নামের একটি কোচিং সেন্টার রয়েছে। তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইংরেজি শেখানো। এতে বয়োসন্ধিতে উপনীত তরুণ-তরুণীরা পর্দাহীন অবস্থায় একসাথে ক্লাস করে। তবে শিক্ষকদের উপার্জনের মাধ্যম হচ্ছে তারা ২-৩ মাস কোর্স অনুযায়ী টাকা নির্ধারণ করে। এতে যে অর্থকড়ির সমষ্টি হয় তা থেকে উক্ত মালিক একটি কওমী

Scanned by CamScanner

মাদরাসার উস্তাদদের বেতন হিসেবে ৫০ হাজার টাকা দেয়। প্রশ্ন হলো, উক্ত টাকা বেতন হিসেবে নেওয়া বৈধ কি না?

উত্তর : শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়ে টাকা নেওয়া বৈধ, তবে সহশিক্ষা গোনাহ। তাই কর্তৃপক্ষের উচিত, শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করা, যাতে শরীয়তের কোনো বিধিনিষেধ লঙ্ঘন না হয়। নতুবা গোনাহের দায়ভার তার ওপরই বর্তাবে। সুতরাং কোচিং সেন্টার থেকে আয়কৃত টাকা শুধুমাত্র শিক্ষা দেওয়ার বিনিময় হওয়ার কারণে বৈধ হবে, তাই তা থেকে উস্তাদদের জন্য বেতন হিসেবে গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। (১৮/৯৫৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٤٨ : ويجوز الاستئجار على تعليم اللغة والأدب بالإجماع. كذا في السراج الوهاج... ... ولو استأجر لتعليم ولده الكتابة أو النجوم أو الطب أو التعبير جاز بالاتفاق -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ / ۱۰۵ : الجواب- جب اصل کام شراب کا اعلان واشتہار کا نہیں ہے بلکہ جائز کام ہے تو ملازمت جائز ہے، شراب سے متعلق جہاں تک ہو سکے بچنا چاہئے۔

পারিশ্রমিক অগ্রিম গ্রহণ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলিত আছে, গরিব কৃষকরা যে মৌসুমে তাদের অভাব থাকে, তারা ধনী চাষিদের থেকে অগ্রিম টাকা এ শর্তে নেয় যে আগামী ধান কাটার মৌসুমে তার ধান বিঘাপ্রতি ৩০০ টাকা করে কেটে দেবে। যে সময় প্রতি বিঘা ধান কাটার পারিশ্রমিক থাকে ৫০০ টাকা। এ পদ্ধতি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে পারিশ্রমিক অগ্রিম প্রদান করতে শরীয়তে কোনো আপত্তি নেই। (১৯/৫০৬)

📖 مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ١٥/ ١٠٨ : وأصل المسألة أن الأجرة لا تملك بنفس العقد ولا يجب تسليمها به عندنا عينا كان، أو دينا وإنما تملك بأحد معان ثلاثة إما التعجيل، أو شرط التعجيل، أو استيفاء ما يقابله-

📖 الفتاوى السراجية (سعيد) ص ١١٣ : الأجرة لا تملك إلا بالتعجيل أو باشتراط التعجيل أو باستفاء ما هو الأجرة بدل عنه-

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ١٠ : (و) اعلم أن (الأجر لا يلزم بالعقد فلا يجب تسليمه) به (بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة) المنجزة-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ١٠ : (قوله لا يلزم بالعقد) أي لا يملك به كما عبر في الكنز؛ لأن العقد وقع على المنفعة وهي تحدث شيئا فشيئا وشأن البدل أن يكون مقابلا للمبدل، وحيث لا يمكن استيفاؤها حالا لا يلزم بدلها حالا إلا إذا شرطه ولو حكما بأن عجله؛ لأنه صار ملتزما له بنفسه حينئذ وأبطل المساواة التي اقتضاها العقد فصح-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۸۴ : الجواب- یہ بھی جائز ہے مگر دونوں مسئلوں میں ہر بار کا دینا جدا اجارہ ہے لہذا انکار کرنے پر حق جبر نہیں۔

ধানের বিনিময়ে ধান কাটা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় ব্যাপক প্রচলন আছে যে কৃষকরা ধান কাটার পর তাদেরকে ওই ধান থেকে ১০ ভাগের ১ ভাগ অথবা ৮ ভাগ মজুরি হিসেবে দেওয়া হয়। শরীয়তে এটা বৈধ কি না?

উত্তর : ধান কাটার বিনিময়ে শ্রমিকদের তাদের ধান কাটা থেকে একাংশ মজুরি দেওয়ার শর্ত করে মজুরি দেওয়া অবৈধ। তবে যদি তাদের কাটা ধান থেকে মজুরি দেওয়ার শর্ত না করে, বরং যেকোনো ধান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান মজুরি হিসেবে দেওয়ার শর্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে তাদের কাটা ধান থেকেই তা পরিশোধ করা হয় তখন তা বৈধ হবে। (১৮/৩৩৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٥٦ : (ولو) (دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه) فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء. والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمي قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز-

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٤٤ : (الفصل الثالث في قفيز الطحان وما هو في معناه) صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن به الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقها أو يستأجر إنسانا ليطحن له الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه أو ما أشبه ذلك فذلك فاسد والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط صاحب الحنطة قفيزا من الدقيق الجيد ولم يقل من هذه الحنطة أو يشترط ربع هذه الحنطة من الدقيق الجيد لأن الدقيق إذا لم يكن مضافا إلى حنطة بعينها يجب في الذمة والأجر كما يجوز أن يكون مشارا إليه يجوز أن يكون دينا في الذمة ثم إذا جاز يجوز أن يعطيه ربع دقيق هذه الحنطة إن شاء.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/۲۷۵ : الجواب- حامداومصلیا، ناجائز ہے، اگر یہ شرط نہ کیجائے کہ اسی غلہ سے تمہاری مزدوری دی جائے گی، بلکہ کچھ مقدار غلہ کی طے کرلیجائے تو جائز ہے، اگرچہ بعد میں اسی غلہ سے مزدوری دیدی جائے۔

ধান দিয়ে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের পারিশ্রমিক দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এ প্রথা চালু আছে যে জমির মালিক কৃষকদের এ শর্তে ধানক্ষেত মিটায় যে তোমরা আমার জমির ধান কেটে মাড়াই করে ঘরে তুলে দেবে, তোমাদেরকে মণপ্রতি এত কেজি করে ধান দেওয়া হবে। এটা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত হবে। যদি জমির মালিক কৃষকদের জমি মিটানোর সময় ওই ধানক্ষেতের ধান দেওয়ার শর্ত না করে। তবে সাধারণভাবে ধান দেওয়ার চুক্তি করে পরে ওই জমির ধান দিলেও অসুবিধা হবে না। (১২/৩৯০/৩৯৭৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٤٤ : (الفصل الثالث في قفيز الطحان وما هو في معناه) صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن به الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقها أو يستأجر إنسانا ليطحن له الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه أو ما أشبه ذلك فذلك فاسد والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط صاحب الحنطة قفيزا من الدقيق الجيد ولم يقل من هذه الحنطة أو يشترط ربع هذه الحنطة من الدقيق الجيد لأن الدقيق إذا لم يكن

Scanned by CamScanner

مضافا إلى حنطة بعينها يجب في الذمة والأجر كما يجوز أن يكون مشارا إليه يجوز أن يكون دينا في الذمة ثم إذا جاز يجوز أن يعطيه ربع دقيق هذه الحنطة إن شاء.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/۲۷۵ : الجواب- حامداومصلیا، ناجائز ہے، اگر یہ شرط نہ کیجائے کہ اسی غلہ سے تمہاری مزدوری دی جائے گی، بلکہ کچھ مقدار غلہ کی طے کرلیجائے تو جائز ہے، اگرچہ بعد میں اسی غلہ سے مزدوری دیدی جائے۔

মরিচের বিনিময়ে মরিচ তোলা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় অধিক হারে মরিচের চাষ হয়। মরিচ পাকলে মজদুররা এ শর্তে তুলে দেয় যে আমি যত মরিচ উঠাব তার এক-দশমাংশ বা ১২ ভাগের ১ ভাগ দিতে হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এভাবে বিনিময় নির্ধারণ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে শ্রমিকের বিনিময় শরীয়তসম্মত নয় বিধায় উক্ত পদ্ধতিতে শ্রমের বিনিময় দেওয়া জায়েয হবে না। হ্যাঁ, পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে মজুরির মূল্য পরিমাণ মরিচ দেওয়ার চুক্তি হলে জায়েয হবে। (১৩/৫০৬)

📖 مبسوط السرخسی (دار المعرفة) ١٦/٣٥ : لو استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبغ نفسه على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ، وذلك فاسد؛ لأنه في معنى قفير الطحان ونهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٥٦ : (ولو) (دفع غزلا لآخر لينسجه له بنصفه) أي بنصف الغزل (أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه) فسدت في الكل؛ لأنه استأجره بجزء من عمله، والأصل في ذلك نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قفيز الطحان وقدمناه في بيع الوفاء. والحيلة أن يفرز الأجر أولا أو يسمي قفيزا بلا تعيين ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸/۲۳۳ : الجواب- اس صورت میں ناجائز ہے۔ لأنه فی معنی قفیز الطحان وقد ورد النهی عنه۔ جواز کی صورت یہ ہے کہ اجرت میں قیمت مقرر کیاجاوے۔

Scanned by CamScanner

রসের বিনিময়ে খেজুরের রস বের করা

প্রশ্ন : কিছু এলাকায় দেখা যায় খেজুরগাছ কেটে রস বের করে। এ কাজ সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় কিছুসংখ্যক লোক মালিক থেকে এ শর্তের সাথে খেজুরগাছ নিয়ে নেয় যে আমি খেজুরগাছ কেটে রস বের করব–এ শর্তে যে এক দিনের রস আমি নেব আর দ্বিতীয় দিনের রস গাছের মালিক নেবে। উল্লেখ্য, প্রতিদিনের রস সমপরিমাণ এবং এক জাতেরও হয় না। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে রসের ধরনও পরিবর্তন হয়। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত পদ্ধতিতে খেজুরগাছ বর্গা দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিটি ইজারার অন্তর্ভুক্ত। আর ইজারার মধ্যে বিনিময় নির্দিষ্ট হওয়া এবং শ্রমিকের শ্রমের উৎপাদিত বস্তুকে পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করা পূর্বশর্ত। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে এ শর্তসমূহের লঙ্ঘন হয় বিধায় উক্ত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত নয়। এমতাবস্থায় গাছের মালিক রসের মালিক হবে। এবং রস সংগ্রহকারী ব্যক্তি তার কাজের ন্যায্য বিনিময় পাবে। (১২/৭৮৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤٤٤ : (الفصل الثالث في قفيز الطحان وما هو في معناه) صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن به الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقها أو يستأجر إنسانا ليطحن له الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه أو ما أشبه ذلك فذلك فاسد-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/٣١٢ : فقال إذا كان ما وقع عليه عقد الإجارة مجهولا في نفسه أو في أجرة أو في مدة الإجارة أو في العمل المستأجر عليه فالإجارة فاسدة-

ধানের বিনিময়ে ধান কেটে গোলাতে উঠানো

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় ধান কাটার একটি প্রচলন আছে, কোনো এক ব্যক্তিকে আমি ধান কাটাতে লাগিয়েছি এ শর্তের সাথে যে, ধান কাটা থেকে গোলাতে উঠানো পর্যন্ত সমস্ত কাজ সে সমাধা করবে। প্রতি ১১০ মণে মালিককে ১০০ মণ দেবে এবং সে নিজে জমি থেকে মজুরি হিসেবে ১০ মণ ধান নেবে। অথবা মালিক তাকে ওই জমি থেকে ১০ মণ ধান না দিয়ে অন্য জমি থেকে ১০ মণ ধান দেয়। উভয় পদ্ধতিতে জায়েয হবে কি না? যদি না হয় তাহলে জায়েয হওয়ার পদ্ধতি কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ধান কাটার মজুরি নগদ টাকা ও ধান-উভয়ভাবে দেওয়া জায়েয আছে। তবে উক্ত ধান হতে দেওয়ার শর্ত যেন না হয়। (১/২১২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٤٤ : (الفصل الثالث في قفيز الطحان وما هو في معناه) صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن به الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقها أو يستأجر إنسانا ليطحن له الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه أو ما أشبه ذلك فذلك فاسد والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط صاحب الحنطة قفيزا من الدقيق الجيد ولم يقل من هذه الحنطة أو يشترط ربع هذه الحنطة من الدقيق الجيد لأن الدقيق إذا لم يكن مضافا إلى حنطة بعينها يجب في الذمة والأجر كما يجوز أن يكون مشارا إليه يجوز أن يكون دينا في الذمة ثم إذا جاز يجوز أن يعطيه ربع دقيق هذه الحنطة-

হালচাষের জন্য মজদুর রাখা

প্রশ্ন : কোনো কোনো চাষি হালচাষ করার শর্তে মজুর রাখে। যেমন-আমার এত কানি জমি হালচাষ করে দেবে তোমাকে এক হাজার টাকা দেব। এখন মজুর কত দিনে হালচাষ করে দিতে পারে, তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। কারণ পানির সমস্যা, গরুর অসুখ ইত্যাদি কত অভিযোগ আছে। তা সত্ত্বেও এ ধরনের লেনদেন জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হালচাষের ধরন ও কাজের পদ্ধতির পূর্ণ বিবরণ দিয়ে নির্দিষ্ট মজুরির ওপর হালচাষ করতে দিলে কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্য কত দিনে কাজ শেষ করতে হবে, তা উল্লেখ করা সমীচীন। (৩/১২৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٥٠٠ : الإجارة على العمل إذا كان معلوما صحيحة بدون بيان المدة والإجارة على المدة لا تصح إلا ببيان نوع العمل-

📖 درر الحكام ٥/٦ : يعلم النفع أيضا ببيان العمل كالصياغة والصبغ والخياطة بما يرفع به الجهالة-

Scanned by CamScanner

باب أجرة الإمامة والتعليم والوعظ

পরিচ্ছেদ : ইমামতি, দ্বীন শিক্ষা ও ওয়াজের বিনিময়

বিনিময় নিয়ে ইমামতি করা

প্রশ্ন : পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমু'আর নামায, ঈদের নামায, জানাযার নামাযের ইমামতি করে টাকা নেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত নামায জুমু'আর নামায এবং ঈদের নামাযের ইমামতি করে বিনিময় নেওয়া যাবে এবং এ জন্য চুক্তি করা যাবে। কিন্তু জানাযার নামাযের ইমামতি করে বিনিময় নেওয়া এবং এ জন্য চুক্তি করা জায়েয নেই। (১৮/৪৩৬)

📖 البناية (دار الفكر) ٩/٣٤٢ : وقال الإمام الخيزاخزي يجوز لزماننا للإمام والمؤذن والمعلم اخذ الأجر كذا في " الروضة " و" الذخيرة ".

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٥٥ : (و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥٥ : (قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار.

وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ، وذكر المصنف معظمها، ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية، فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه، وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية، وقد نقلت لك ما في

Scanned by CamScanner

مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى، وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته-

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۲۶۴ : امامت پر اجرت لینا متاخرین حنفیہ نے جائز رکھا ہے۔

ছুটিকালীন সময়ের বেতন কর্তন প্রদান করা

প্রশ্ন : মসজিদ পরিচালনা পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইমাম সাহেবের ছুটি সপ্তাহে এক দিন পূর্ণ দিবস এবং সারা মাসের ফজরের নামাযের ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে এবং আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে উক্ত ছুটি ব্যতীত বিনা অনুমতিতে ছুটি ভোগ করলে ছুটিকালীন সময়ের বেতন কর্তন করা হবে।

উক্ত সিদ্ধান্তগুলোর আলোকে শরীয়তের বিধিবিধান, মাসআলা-মাসায়েল অনুযায়ী নিম্নে প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা অতীব জরুরি :

১. ইমাম সাহেব বিনা অনুমতিতে ছুটি ভোগ করলে ছুটিকালীন সময়ে বেতন গ্রহণ করা তাঁর জন্য জায়েয হবে কি না?

২. ইমাম সাহেব বিনা অনুমতিতে ছুটি ভোগ করলে পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক উক্ত ছুটিকালীন সময়ের বেতন প্রদান করা জায়েয হবে কি না?

৩. বিনা কারণে পরিচালনা পরিষদ ইমাম সাহেবের সবেতন ছুটি দিতে পারবে কি না?

৪. পরিচালনা কমিটি কী কী কারণে ইমাম সাহেবকে সবেতনে ছুটি দিতে পারে?

উত্তর : ১. মসজিদ পরিচালনা পরিষদের অনুমতি ছাড়া তাদের ধার্যকৃত ছুটির অধিক ছুটি কাটালে ছুটিকালীন সময়ের বেতনের হকদার ইমাম সাহেব নন। কর্তৃপক্ষ তা কর্তন করতে চাইলে তাদের তা করার অধিকার রয়েছে।

২. ইমাম সাহেব বিনা অনুমতিতে ধার্যকৃত ছুটির বেশি ছুটি কাটালে উক্ত দিনগুলোর বেতন পরিচালনা পরিষদ নিজেদের পক্ষ থেকে অথবা দাতাদের অনুমতি থাকলে মসজিদ ফান্ড থেকে দিতে পারবে।

৩. বিনা কারণে পরিচালনা পরিষদ ইমাম সাহেবকে ছুটি দিতে পারে, যদি নামাযীদের কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়। তবে ছুটির দিনগুলো বেতন পাওয়া না পাওয়া পরিচালনা পরিষদের নীতি বা ওই এলাকার সাধারণ নিয়মের ওপরই নির্ভর করবে।

৪. পরিচালনা পরিষদ ইমাম সাহেবকে যেকোনো কারণে ছুটি দিতে পারবে। (১৪/৬৭৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤١٨ : نقل في القنية عن بعض الكتب أنه ينبغي أن يسترد من الإمام حصة ما لم يؤم فيه قال ط: قلت: وهو

Scanned by CamScanner

الأقرب لغرض الواقف. اهـ قلت: وينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن ذلك مقدرا لكل يوم لما قدمنا عن القنية إن كان الواقف قدر للمدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم الجمعة أو الثلاثاء، لا يحل أجر هذين اليومين۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٥٥ : (ومما يتصل بهذا الباب فصل التوابع) والأصل فيه أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ولم يشترط ذلك في الإجارة على الأجير فالمرجع فيه العرف. كذا في المحيط.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۵۲۷ :الجواب- ... ... اور جو ناغہ مدرس کی طرف سے ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ملازم رکھنے والوں نے غیر حاضری اور ناغہ اور رخصت کے متعلق کوئی قاعدہ مقرر کر کے اس کو اطلاع دے دی تھی تب تو اس قاعدہ کے بموجب عمل ہو گا اور اگر کوئی قاعدہ مقرر نہیں کیا تو عرفا ایسے ملازموں کے لئے اسلامی مدارس میں جو قاعدہ ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔

📖 فیہ ایضا ۳/ ۵۲۹ : قال فقهائنا رحمهم الله تعالى : نص الواقف كنص الشارع فى وجوب العمل به اس قاعدہ کے مطابق جو شرائط اہل مدارس ملازمین و مدرسین مدرسہ پر عائد کرتے ہیں ان کی پابندی مدرسین پر لازم ہے اور مہتمم مدرس کو ان سے ایسا شرائط کرنا جائز ہے جو مدرسہ کیلئے مفید ہو۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۸۴ :الجواب-اس میں مدارس کے عرف پر عمل ہو گا جتنی غیر حاضریاں عرفا معفو سمجھی جاتی ہیں ان کی اجرت کا استحقاق ہو گا، زیادہ کا نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۱۸۱ : الجواب- امامت اور ترجمہ کا جو کچھ مولوی صاحب سے معاہدہ و معاملہ کیا گیا ہے اس کی پابندی لازم ہے... ... لیکن آزادی کی عادت بنالینا اور اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرتے ہوئے طبیعت چاہنے پر کام کرنا شرعا درست نہیں اس سے ان کی تنخواہ خالص حلال کی نہیں رہے گی۔

📖 فیہ ایضا ۶/ ۳۱۱ : الجواب-اگر ملازمت کے شرائط میں یہ ہے کہ بلا تحصیل رخصت غیر حاضری پر تنخواہ وضع ہو گی تو صورت مسئولہ میں تنخواہ وضع کی جائیگی۔ اگر شرائط میں کچھ مدت بلا تحصیل رخصت چھٹی پر رہنے اور حاضر نہ ہونے کی موجود ہے اس مدت کی تنخواہ وضع نہ ہو گی زائد کی وضع ہو گی غرض حسب شرائط عمل کیا جائے جب کہ وہ موافق شرع ہوں۔

Scanned by CamScanner

কমিটির কাছে বেতন বৃদ্ধির আবেদন করা

প্রশ্ন : মসজিদের খতীব, ইমাম ও মুয়াজ্জিন সাহেবগণের জন্য মসজিদ কমিটির নিকট বেতন বৃদ্ধিসংক্রান্ত কথা বলা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মসজিদ কমিটির সামর্থ্য অনুযায়ী ইমাম-মুয়াজ্জিন সাহেবগণের পারিবারিক খরচাদির দিকে লক্ষ রেখে ন্যায্য বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা একটি নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত বেতন-ভাতা না দেওয়া দায়িত্বহীনতা ও তাদের অবহেলার বহিঃপ্রকাশ। এহেন পরিস্থিতিতে ইমাম বা মুয়াজ্জিন সাহেবদের পক্ষ থেকে কমিটির নিকট ন্যায্য বেতন-ভাতার জন্য আবেদন করা আপত্তিকর নয়। তবে বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রথম থেকে কোনো সময়সীমা নির্ধারিত থাকলে ওই সময় না আসা পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধির আবেদন কমিটি গ্রহণ না করার অধিকার রাখে। (১০/৫০৫)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۴/ ۳۵۳ : متولی اور مدرسہ کے مہتمم کو لازم ہے کہ خادمان مساجد و مدارس ان کی حاجات کے مطابق اور ان کی علمی قابلیت اور تقوی وصلاح کو ملحوظ رکھتے ہوے وظیفہ ومشاہرہ [تنخواہ] دیتے رہے باوجود گنجائش کے کم دینا بری بات ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۱۸۱ : الجواب-امامت اور ترجمہ کا جو کچھ مولوی صاحب سے معاہدہ و معاملہ کیا گیا ہے اس کی پابندی لازم ہے۔

মসজিদ-মাদরাসা থেকে বেতন-ভাতা নেওয়া

প্রশ্ন : মসজিদ ও মাদরাসায় প্রয়োজনে নির্ধারিত বেতন-ভাতা ও থাকা-খাওয়ার বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মসজিদ ও মাদরাসা থেকে শ্রম/কর্মের বিনিময়ে বেতন নেওয়া জায়েয আছে। (১৯/৮৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥٥ : (قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن

Scanned by CamScanner

الإصلاح تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار.

وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ، وذكر المصنف معظمها، ولكن الذي في أكثر الكتب الاقتصار على ما في الهداية، فهذا مجموع ما أفتى به المتأخرون من مشايخنا وهم البلخيون على خلاف في بعضه مخالفين ما ذهب إليه الإمام وصاحباه، وقد اتفقت كلمتهم جميعا في الشروح والفتاوى على التعليل بالضرورة وهي خشية ضياع القرآن كما في الهداية، وقد نقلت لك ما في مشاهير متون المذهب الموضوعة للفتوى فلا حاجة إلى نقل ما في الشروح والفتاوى، وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح بأصل المذهب من عدم الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۷۹ : امامت اذان کتب دینیہ وقران کریم کی تعلیم اور دوسری ہر قسم کی خدمات دینیہ پر تنخواہ لینا جائز ہے۔

কোরআনের শিক্ষা দিয়ে বিনিময় নেওয়া বৈধ

প্রশ্ন : আমি এবং আমার ছেলেরা ভালোভাবে কোরআন শরীফ পড়ার জন্য কোনো মসজিদ অথবা মাদরাসার হুজুরের কাছে পড়তে চাই। যদি হুজুর টাকা দাবি করে তবে টাকার বিনিময়ে পড়তে শরীয়তে কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না? যদি হুজুর টাকা দাবি না করে তবে হাদিয়া হিসেবে টাকা বা অন্য কোনো জিনিস দেওয়াতে কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না?

উত্তর : কোরআন শরীফ শিক্ষা দিয়ে বিনিময়, লেনদেন শরীয়তসম্মত। চাই হাদিয়া হিসেবে হোক অথবা বিনিময় হিসেবে–সর্বাবস্থায় তা জায়েয ও বৈধ। (১৮/১৭৩)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٣/ ٢٣٨ : وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية. ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥٥ : (قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في

Scanned by CamScanner

الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار.

মসজিদে কোরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : আমি মসজিদে মুসল্লিদের কোরআন শরীফ পড়াই। এখন আমার জন্য তাদের ওপর বেতন ধার্য করা কিংবা তারা হাদিয়া দিলে তা গ্রহণ করা আমার জন্য বৈধ কি না?

উত্তর : গ্রহণযোগ্য মতানুসারে কোরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হলেও অপারগতা ও প্রয়োজন ছাড়া হাদিয়া বা বিনিময় নিয়ে মসজিদে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি নেই। এ ক্ষেত্রে বিনিময় ছাড়া পড়ানোর চেষ্টা করবে। অথবা মসজিদের বাইরে নিজ ঘর বা অন্য কোথাও পড়ানোর ব্যবস্থা করবে। অন্য কোথাও ব্যবস্থা না হলে অস্থায়ীভাবে বিনিময় নিয়ে হলেও মসজিদে কোরআন শিক্ষা দেওয়ার অবকাশ আছে। (১৮/৪১৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥٥ : (قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٢٢٩ : أما المعلم الذى يعلم الصبيان بأجر إذا جلس فى المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر وغيره لايكره.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢١ : ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد، ولو جلس المعلم في المسجد والوراق يكتب،

Scanned by CamScanner

فإن كان المعلم يعلم للحسبة والوراق يكتب لنفسه فلا بأس به؛ لأنه قربة، وإن كان بالأجرة يكره إلا أن يقع لهما الضرورة، كذا في محيط السرخسي.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٤٥٦ : الجواب- مسجد جب ایک بار بن گئی تو وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، خواہ لوگ اس میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لہذا اس کو مکتب بنانا جائز نہیں، البتہ اس کی مسجدیت اور ادب واحترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں دین کی تعلیم دینا ان شرائط سے جائز ہے:

(۱) معلم اجرت لیکر نہ پڑھائے، بقدر ضرورت وظیفہ لے سکتا ہے۔

(۲) چھوٹے بے سمجھ بچوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔

(۳) مسجد کے احکام اور ادب واحترام کا پورا اہتمام رکھا جائے۔

কোরআন-হাদীস শিক্ষা দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা

প্রশ্ন : কোরআন-হাদীস শিক্ষা দিয়ে ইমামতি ও মুয়াজ্জিনি করে চুক্তি করে পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয আছে কি না? যদি মালিক বা দায়িত্বশীল স্বেচ্ছায় বেতন ধার্য করে দেয় তাহলে তাদের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের শিক্ষা দিয়ে ইমামতি ও মুয়াজ্জিনি করে চুক্তিতে হোক বা বিনা চুক্তিতে–উভয় অবস্থাতেই পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয আছে। (১৭/৫৭৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٥٥ : (و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان.(يجبر المستاجر على دفع ماقبل فيجب المسمى بعقد واجر المثل اذا لم يذكر.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٧/ ٢٧٩ : امامت اذان کتب دینیہ وقران کریم کی تعلیم اور دوسری ہر قسم کی خدمات دینیہ پر تنخواہ لینا جائز ہے۔ حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے اپنے اپنے دور میں ان حضرات کو وظیفے اور تنخواہیں دیں اور خلفاء راشدین کا عمل ہمارے لئے حجت ہے۔

Scanned by CamScanner

কোরআন শেখানো বাবদ স্ত্রীকে পারিশ্রমিক দেওয়া

প্রশ্ন : আমার কাছে 'খিদমাতুল কোরআন' নামে একটি ব্যক্তিগত ফান্ড আছে। আমি এর মধ্যে অর্থ খরচ করে থাকি। আর ঘটনাক্রমে আমি আমার স্ত্রীর সাথে ওয়াদা করেছি যদি তুমি আমার মাকে বা অন্য কোনো মহিলাকে কোরআন শরীফ শুদ্ধ করে শিক্ষা দিতে পারো তাহলে তোমাকে প্রতিজনের বিনিময়ে একটি করে স্বর্ণের আংটি দেব। প্রশ্ন হলো, আমার উক্ত খিদমাতুল কোরআন ফান্ড থেকে স্ত্রীকে খাদেমাতুল কোরআন হিসেবে উক্ত ওয়াদা পূর্ণ জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কোরআন শরীফ শিক্ষা দিয়ে বিনিময় দেওয়া-নেওয়া উভয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বিধায় খাদেমাতুল কোরআন হিসেবে আপনার স্ত্রী বিনিময় নিতে পারে। তবে প্রশ্নোল্লিখিত ফান্ড আপনার একান্ত নিজস্ব অর্থ দ্বারা গঠিত হলে এতে আপনার পূর্ণ অধিকার থাকবে যাকে যতটুকু ইচ্ছা দিতে পারবেন। পক্ষান্তরে এ ফান্ড আপনার একার না হয়ে অন্যান্য লোকজনও শরীক থাকলে ফান্ডের নীতি বা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত অতিরিক্ত দেওয়া জায়েয হবে না। (১৪/৯৬৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥٥ : (قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ / ٤٤٨ : ومشايخ بلخ جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن إذا ضرب لذلك مدة وأفتوا بوجوب المسمى وعند عدم الاستئجار أصلا أو عند الاستئجار بدون المدة أفتوا بوجوب أجر المثل. كذا في المحيط.

📖 فيه أيضا ٤/ ٤٥٥ : (ومما يتصل بهذا الباب فصل التوابع) والأصل فيه أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ولم يشترط ذلك في الإجارة على الأجير فالمرجع فيه العرف. كذا في المحيط.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۴۹ : الجواب- مہتمم واہل شوری وکیل پس اہل چندہ کے پس اگر بتصریح یا بقرائن اس قانون پر اہل چندہ کو اطلاع اور ان کی رضا ثابت ہو تو چندہ سے تنخواہ دینا جائز ہے ورنہ ناجائز، اگر رضا نہ ہو اور شرط ہو تو جس نے مدرس کو نوکر رکھا ہے وہ اپنے پاس سے دے۔

Scanned by CamScanner

ওয়াজ করে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : চুক্তি করে নসীহত করে বিনিময় নেওয়া কতটুকু শরীয়তসম্মত? আবার অনেকে চুক্তি করে না, তবে টাকা কম দেওয়া হলে কষ্ট পায়। অনেক সময় দেখা যায়, প্রথমবার টাকা কম দেওয়ার কারণে দ্বিতীয়বার দাওয়াত দিলে দাওয়াত গ্রহণ করে না। তা কতটুকু শরীয়তসম্মত? উল্লেখ্য, অনেকে উজরত অনির্দিষ্ট থাকার কারণে নাজায়েয বলেন। উক্ত সমস্যার সমাধান কী?

উত্তর : ওয়াজ একটি মহৎ দ্বীনি কাজ। উলামায়ে কেরামের আসল দায়িত্বও বটে। এ কাজের বিনিময় হয় না। তবে যদি ওয়াজকারী ইমামের মতো ইহাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে এবং ওয়াজের জন্য সময়ও নির্ধারণ করে তখন ওয়াজের জন্য বিনিময় নেওয়া জায়েয। আর যদি ওয়াজ করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ না করে বরং অন্যান্য ধর্মীয় কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে কোনো জায়গায় ওয়াজ করার জন্য দাওয়াত নেয় তাহলে পথ খরচ এবং হাদিয়া হিসেবে যা-ই দেয় তা গ্রহণ করে নেবে। কম দেওয়ার কারণে মনোক্ষুণ্ন হওয়া সমীচীন নয়। তবে দ্বিতীয়বার দাওয়াত দিতে চাইলে দাওয়াত গ্রহণ করা বা না করার অধিকার তার রয়েছে। (১২/৯১০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥٥ : (قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار. وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ، وذكر المصنف معظمها-

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۳۸۹/۳ : الجواب- استئجار علی الطاعات جو ناجائز ہے اس میں سے امامت مستثنی ہے اور وعظ کو بھی بعض نے مستثنی کہا ہے اور بعض نے عدم جواز میں داخل رکھا ہے تطبیق یہ ہے کہ اگر وعظ کی نوکری کرلی مثل امامت کے تو اجرت لینا جائز ہے اور اگر نوکری نہیں ہے عین وقت پر وعظ پر اجرت کی شرط کرے تو جائز نہیں جیسے عین وقت پر امامت پر اجرت مانگنے لگے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳۰۰/۷ : اگر کسی کو وعظ کہنے کے لئے ہی ملازم رکھا گیا ہے یا کسی نے اپنے کو اسی کام کے لئے فارغ کر رکھا ہے کہ کوئی کہیں وعظ کہلوانے کیلئے لے

Scanned by CamScanner

جاسکتا ہے تو اس صورت میں وعظ پر اجرت لینا جائز ہے اور اگر کسی خاص موقع پر کسی عالم سے وعظ کہنے کی درخواست کی جائے تو وعظ پر اجرت لینا جائز نہیں۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۳۱۹ : الجواب—وعظ کی اجرت پہلے سے مقرر نہ کی جائے اور واعظ کی نیت میں بھی یہ بات نہ ہو کہ مجھے ضرور کچھ رقم ملے گی یا ملنا چاہئے وہ محض حسبۃ للہ وعظ کہہ دے اور کوئی شخص اس کو تبرعا کوئی رقم دے دے تو یہ رقم دینا بھی جائز اور واعظ کو لے لینا بھی جائز ہے.

لیکن اگر اجرت پہلے سے مقرر کردی جائے یا واعظ اس کو ایک طریقہ بنالے کہ وہ وعظ پر اجرت لیا کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، اول یہ کہ کوئی قومی ادارہ مثلاً انجمن یا دینی مدرسہ یا تبلیغی جماعت کسی عالم کو تبلیغ دین کی غرض سے وعظ کہنے کے لئے ملازم رکھے اور اس کی اجرت ماہانہ تنخواہ کی صورت میں مقرر کردے تو یہ بھی جائز ہے... ... دوم یہ کہ ہر وعظ پر اجرت ٹھہرا کر وعظ کرے،... ... یہ وعظ اگرچہ لفظ 'الوعظ' کے عموم میں داخل ہے مگر اس سے واعظ اور وعظ کی بے توقیری ہوتی ہے اس لئے یہ صورت مکروہ ہے۔

কনট্রাক্ট করে ওয়াজের বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : যাদের পেশা ওয়াজ-নসীহত করা তারা যদি কনট্রাক্ট করে ওয়াজ- নসীহতের বিনিময় নেয় তাদের জন্য তা নেওয়া জায়েয হবে কি না? যারা মাদরাসার শিক্ষক বা যাদের পেশা ওয়াজ-নসীহত করা নয় তারা যদি অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে ওয়াজ-নসীহত করে তাদের জন্য ওয়াজ-নসীহত করে বিনিময় নেওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তিকে ওয়াজ করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বেতন দিয়ে রাখা হয় সে বেতন তার জন্য বৈধ হবে। তেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি পেশাদার ওয়ায়েজ হয় তাহলে ওই ব্যক্তির জন্য ওয়াজের বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে। তবে কনট্রাক্ট করে বিনিময় নেওয়া ও ওয়াজকে অর্থ উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম বানানো সমীচীন নয়। আর যদি পেশাদার ওয়ায়েজ না হয় বরং কোনো বিশেষ স্থানে এমন কোনো আলেমকে ওয়াজের জন্য নেওয়া, যার পেশা ওয়াজ করা নয় তাহলে তার বিনিময় দাবি করা বা কনট্রাক্ট করে বিনিময় গ্রহণ করা ওয়ায়েজের জন্য মোটেই জায়েয হবে না। তবে কর্তৃপক্ষ হাদিয়াস্বরূপ কিছু দিলে তা নেওয়া জায়েয হবে। (১৭/১১২/৬৯৫৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥٥ : (قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في

Scanned by CamScanner

الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار. وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ، وذكر المصنف معظمها۔

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۳۸۹/۳ : الجواب- استئجار علی الطاعات جوناجائزہے اس میں سے امامت مستثنی ہے اور وعظ کو بھی بعض نے مستثنی کہا ہے اور بعض نے عدم جواز میں داخل رکھا ہے تطبیق یہ ہے کہ اگر وعظ کی نوکری کرلی مثل امامت کے تو اجرت لیناجائزہے اور اگر نوکری نہیں ہے عین وقت پر وعظ پر اجرت کی شرط کرے تو جائز نہیں جیسے عین وقت پر امامت پر اجرت مانگنے لگے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳۰۰/۷ : اگر کسی کو وعظ کہنے کے لئے ہی ملازم رکھا گیا ہے یا کسی نے اپنے کو اسی کام کے لئے فارغ کر رکھا ہے کہ کوئی کہیں وعظ کہلوانے کیلئے لے جاسکتا ہے تو اس صورت میں وعظ پر اجرت لیناجائزہے اور اگر کسی خاص موقع پر کسی عالم سے وعظ کہنے کی درخواست کی جائے تو وعظ پر اجرت لیناجائز نہیں۔

ফাতওয়া দিয়ে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : চুক্তি করে মৌখিক বা লিখিত ফাতওয়া দিয়ে বিনিময় নেওয়া বৈধ কি না?

উত্তর : মৌখিক মাসআলা বলে বিনিময় নেওয়া নাজায়েয। তবে ফাতওয়া লিখে দিতে হলে লেখার বিনিময় নেওয়া জায়েয। (১২/২২৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٩٢/٦ : وفي الصيرفية: حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز، وكذا المفتي لو في البلدة غيره، وقيل مطلقا؛ لأن كتابته ليست بواجبة عليه. وفيها: استأجره ليكتب له تعويذا لأجل السحر جاز إن بين قدر الكاغد والخط وكذا المكتوب۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٥٢٩ : يجوز للمفتي أخذ الأجرة على كتابة الجواب بقدره سواء كان في تلك البلدة غيره أو لم يكن لأن الكتابة ليست بواجبة عليه لأن الواجب عليه الجواب إما

Scanned by CamScanner

بالسان أو بالكتابة ولفظ بعضهم إذا حكم وطلب الأجرة ليكتب شهادته يجوز وكذا المفتي إذا كان في تلك البلدة غيره.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۷ /۳۳۹ : لے سکتا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مفتی سے مسئلہ پوچھے اور مفتی کو معلوم ہو تو بتانا فرض ہے لہذا اس پر اجرت لینا جائز نہیں لیکن اگر کوئی مفتی لوگوں کی سہولت کیلئے اپنا وقت فارغ کر کے صرف مسائل بتانے کیلئے ہی کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے تو چونکہ ایسا کرنا اس پر فرض نہیں ہے اس لئے وہ ان اوقات کی اجرت مستفتین سے لے سکتا ہے۔

চুক্তিভিত্তিক কবিরাজি

প্রশ্ন : চুক্তি করে কবিরাজি করে টাকা নেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তসম্মত বৈধ উপায়ে তাবিজ-তুমার করে বিনিময় নেওয়া বৈধ। (১২/২২৯)

📖 رد المحتار(ایچ ایم سعید) ٦/ ٥٧ : لأن المتقدمين المانعين الاستئجار مطلقا جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي؛ لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوي .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/۴۶ : اگر علاج مقصود ہے اور تجربہ سے ثابت ہے کہ اس طرح پڑھنے سے شفاء ہو جاتی ہے تو اس پر اجرت لینا درست ہے بعض صحابہ نے شفاء کیلئے پڑھنے پر اجرت لی ہے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست فرمایا ہے۔

বিবাহ পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলিত হলো, বিবাহ একমাত্র মসজিদের ইমাম সাহেবই পড়াবেন। আর বিবাহ পড়ানোর বদলায় হুজুরকে ১০০ টাকা হাদিয়া দেবে। আমি এ ধরনের বিবাহ পড়িয়ে বহু টাকা অর্জন করেছি। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে হাটহাজারী মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত হাবীবুল্লাহ (রহ.)-এর একটি কিতাব 'তুহফাতুল মুমিনীন'-এর ১৫ নং মাসআলায় বিবাহ পড়িয়ে টাকা নেওয়া-দেওয়া দুরস্ত নেই বলেছেন। কিন্তু এ কথাটি অনেক আলেমরা মানছে না। তাই দয়া করে এই মাসআলার তাহকীক জানাবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : যদি উক্ত এলাকায় বিবাহ পড়ানোর উপযোগী কেবল একজন ব্যক্তিই আছে তাহলে বিবাহ পড়ানোর দায়িত্ব শরীয়তের পক্ষ থেকে তার ওপর অর্পিত। এ কারণে বিবাহ পড়ানোর বিনিময়ে টাকা-পয়সা নেওয়াটা তার জন্য জায়েয হবে না। আর যদি একাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি থাকে তাহলে বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে। উল্লেখ্য, বর বা কনেপক্ষ থেকে যারা বিবাহ পড়ানোর জন্য উপযুক্ত মাওলানা সাহেবকে ঠিক করবে তাদের পক্ষ থেকে বিনিময় প্রদান করা হবে। বিবাহ পড়ানোর বিনিময় যদি শরীয়তের বিধিবিধান মতে হয় তাহলে জায়েয, নতুবা জায়েয হবে না। (১/২৪৯)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤٨/٤ : ولا يحل له أخذ شيء على النكاح إن كان نكاحا يجب عليه مباشرة كنكاح الصغار وبغيره يحل-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢٦٣/٥ : قال في البزازية من كتاب القضاء وإن كتب القاضي سجلا أو تولى قسمة وأخذ أجرة المثل له ذلك ولو تولى نكاح صغيرة لا يحل له أخذ شيء لأنه واجب عليه وكلما وجب عليه لا يجوز أخذ الأجر عليه وما لا يجب عليه يجوز أخذ الأجر وذكر عن البقالي في القاضي يقول إذا عقدت عقد البكر فلي دينار وإن ثيبا فلي نصفه أنه لا يحل له إن لم يكن لها ولي فلو كان ولي غيره يحل بناء على ما ذكروا-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٤٥/٣ : وكل نكاح باشره القاضي وقد وجبت مباشرته عليه كنكاح الصغار والصغائر فلا يحل له أخذ الأجرة عليه، وما لم تجب مباشرته عليه حل له أخذ الأجرة عليه، كذا في المحيط. واختلفوا في تقديره والمختار للفتوى أنه إذا عقد بكرا يأخذ دينارا وفي الثيب نصف دينار ويحل له ذلك هكذا قالوا-

Scanned by CamScanner

باب أجرة الدلال

পরিচ্ছেদ : দালালির বিনিময়

জমি বিক্রয়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক দালালের নিয়োগ

প্রশ্ন : ১. জমির মালিক বিক্রয়ের জন্য দালাল নিযুক্ত করতে পারবে কি না? বিক্রয় করে দিতে পারলে ৫০ হাজার টাকা বা কাঠাপ্রতি ১০ হাজার টাকা করে দেব অথবা আপনাকে এক কাঠা জমি দেব।

২. জমি বিক্রয়ের সময় মালিকের সাথে কেউ এ চুক্তি করতে পারবে কি না যে জমির দাম ৫০ হাজার টাকা, ওপরে যা হবে তা ওই তৃতীয় ব্যক্তির জন্য হবে?

৩. জমি বিক্রয়কাজে সাহায্য বা কোনোরূপ চেষ্টার কারণে মালিক তার ইচ্ছামতো কিছু টাকা দিলে গ্রহণ করা যাবে কি না? এতে পূর্বে চুক্তি করা উচিত কি না?

উত্তর : জমির মালিক বিক্রয়ের জন্য দালাল নিযুক্ত করতে পারবে। দালালি হিসেবে ৫০/১০ হাজার টাকা অথবা এক কাঠা জমি নির্ধারণ করা জায়েয আছে। (১৯/১৭১)

📖رد المحتار (سعيد) ٤٧/٦ : قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة-

📖احسن الفتاوی (سعید) ۷/۲۷۳ : الجواب-اجرت دلال میں فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ تعالی کی عبارات مختلف ہے، مگر حاجۃ الناس کو مد نظر رکھتے ہوئے قول جواز مختار و مفتی بہ ہے، تعیین اجرت ضروری ہے اور ایک آنہ فی روپیہ بھی صورت تعیین ہے۔

২. শ্রমিকের শ্রমের বিনিময় তথা পারিশ্রমিক নির্ধারণ হওয়া লেনদেন সহীহ-শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত। দালালির ব্যাপারেও হুকুম এক ও অভিন্ন। সুতরাং প্রশ্নোক্ত প্রথম পদ্ধতি তথা জমির বিক্রীত মূল্য ৫০ হাজারের ওপর যা হবে তা দালাল পাবে এ চুক্তিতে পারিশ্রমিক নির্ধারণ হয় না, তাই এ পদ্ধতিতে দালালি বৈধ নয়। তবে জমির বিক্রীত মূল্যের ১% বা ২% নির্ধারণ করা হলে তা বৈধ হবে।

📖رد المحتار (سعيد) ٦ /٦٣ : قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل

Scanned by CamScanner

فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام-

📖احسن الفتاوی(سعید) ۷/۲۷۴ : الجواب-یہ معاملہ ناجائز ہے، البتہ اگر دلالی کی رقم متعین ہو یا بھینس کی قیمت سے فیصد کے حساب سے دلالی متعین ہو مثلا بھینس جتنے میں فروخت ہو اس میں سے پانچ فیصد دلالی لے گا تو جائز ہے۔

৩. বিক্রয়কাজে সহযোগিতা করলে মালিক নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু টাকা দিলে তা হাদিয়াস্বরূপ গ্রহণ করতে পারবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে যেসব সহযোগিতার বিনিময় নেওয়া জায়েয সে ক্ষেত্রে বিনিময় নির্ধারণ করে পূর্বে চুক্তি করাই উচিত।

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ /٩٥ : إن دلني على كذا فله كذا فدله فله أجر مثله إن مشى لأجله من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله إلا إذا عين الموضع-

📖احسن الفتاوی(سعید) ۷ /۳۰۷ : الجواب-اگر جگہ معین نہ ہو اور زید خود ساتھ چل کر جگہ بتائے تو اجر مثل لازم ہوگا اور اگر جگہ معین ہو تو اجرت مقررہ لازم ہوگی، اگر خود نہ جائے گا تو اجر کا مستحق نہ ہوگا۔

ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় থেকে কমিশন নেওয়া

প্রশ্ন : জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী দালাল ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের নিকট হতে অথবা যেকোনো পক্ষ হতে টাকা নিয়ে থাকে। উক্ত দালালিকাজ ইসলামী শরীয়তসম্মত কি না? যেকোনো বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালিকাজ করা যাবে কি না?

উত্তর : মানুষের প্রয়োজনে যেকোনো বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দালালি জায়েয এবং এর ওপর শ্রম ও কাজ অনুপাতে পূর্ব নির্ধারণ করে উচিত বিনিময় গ্রহণ করাও জায়েয। তবে ক্রেতাকে প্রতারিত করার জন্য দালালি করা নাজায়েয। (১৭/৫৭১)

📖صحيح مسلم (١٠٢) : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال أصابته السماء يا رسول

Scanned by CamScanner

الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٧/٦ : (قوله أو مدة) إلا فيما استثنى: قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل-

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۹/۳۰۰ : الجواب-یہ پیشہ مباح ہے اور اپنی محنت اور کام کے موافق ہی لے سے مناسب اجرت طے کردی جائے تو طے کردہ اجرت لے سکتا ہے اور اجرت ایک فریق (پارٹی) س بھی لے سکتا ہے اور دونوں فریق سے بھی لے سکتا ہے، البتہ اجرت طے اور متعین ہونا چاہئے معاملہ مبہم نہ رہنا چاہئے۔

জমির দালালির হুকুম

প্রশ্ন : জমির দালালি বৈধ কি না?

উত্তর : মিথ্যা, ধোঁকা ও অবাস্তবের আশ্রয় না নিয়ে সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তবতাকে তুলে ধরে জমির দালালি করা জায়েয। এর ওপর পারিশ্রমিক নেওয়াও বৈধ হবে । (৭/৫৯১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٧/٦ : (قوله أو مدة) إلا فيما استثنى: قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل-

📖 فيه أيضا ٦/ ٦٣ : قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام وعنه قال: رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنة.

Scanned by CamScanner

দালালদের গ্রাহক জুগিয়ে কমিশন নেওয়া

প্রশ্ন : জমি ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি এবং দালালদের নিকট গ্রাহক জোগান দিয়ে কমিশন বা বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : জমি ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পক্ষ থেকে অথবা যেকোনো এক পক্ষ থেকে দালালি করে কমিশন বা বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ। তবে শর্ত হলো, দালালের পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হতে হবে। সুতরাং জমি ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি এবং দালালদের নিকট গ্রাহক জোগান দিয়ে নির্দিষ্ট হারে কমিশন বা বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। (১৩/৭০২/৫৪০৩)

📖 فتاوی محمودیہ ۱۱ / ۲۲۴۶ : الجواب—حامداً ومصلیاً، دونوں طرف سے دلالی جائز ہے جبکہ عرف اصالۃً دلال کا معاملہ ناجائز ہے مگر حاجت اور عرف کی بناء پر فقہاء نے اجازت دی ہے اور یہ اجازت اپنے عموم کی حیثیت سے ایک طرفہ دوطرفہ سب کو شامل ہے کذا فی الشامی کتاب الاجارۃ

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/۲۷۳ : الجواب-اجرت دلال میں فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ تعالی کی عبارات مختلف ہے، مگر حاجۃ الناس کو مد نظر رکھتے ہوئے قول جواز مختار و مفتی بہ ہے، تعیین اجرت ضروری ہے اور ایک آنہ فی روپیہ بھی صورت تعیین ہے۔

قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام (رد المحتار ٥/ ٥٥).

📖 فیہ ایضاً ۷ / ۲۷۲ : سوال—دلالی کی اجرت جانبین سے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟
الجواب—جائز ہے، بشرطیکہ صاف طور پر اجرت معین کرلی جائے،

قال فى الشامية عن البزازية إجارة السمسار والمنادى والحمالى والصكاك وما يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل.

Scanned by CamScanner

ফ্ল্যাট বিক্রি করে ও জমির সন্ধান দিয়ে কমিশন গ্রহণ

প্রশ্ন : ১. অনেক বিল্ডার্স কোম্পানি বলে, তাদের ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিলে বিক্রীত মূল্যের ১০% বা ২০% কমিশন দেবে অথবা এককালীন এত দেবে। এটা গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত কি না?

২. একজন ঘনিষ্ঠ লোকের একখণ্ড জমি বিল্ডার্সের সঙ্গে চুক্তি করে দেওয়ার কারণে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করে, যা পূর্বে ধার্যকৃত টাকা নয়। তা নেওয়া সঠিক কি না?

৩. বিল্ডার্স ডিপার্টমেন্ট কোম্পানি যারা অন্যের জমির ওপর চুক্তি সাপেক্ষে ফ্ল্যাট তৈরি করে, তাদেরকে কোনো জায়গা জোগাড় করে দিলে বা সন্ধান দিলে তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করে। তা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত লেনদেনসমূহ শরীয়ত পরিপন্থী নয়। (১৯/১৫৬)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ١٢٥ : ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسا-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٦٣ : قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام-

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۵۴۷ : الجواب- جائز ہے اور اشکال فضول ہے، مزدور جو مزدوری کرتا ہے وہاں بھی تو محنت کا معاوضہ ہے یہاں بھی محنت کا معاوضہ ہے شبہ اگر ہو سکتا ہے تو جہالت اجر و عمل کا ہو سکتا ہے کہ وقت عقد کے معلوم نہیں، مگر یہ صورت اجرت دلال میں ہوتی ہے اور اس کو فقہاء نے بضرورت جائز کیا ہے، پس یہ صورت بھی جائز ہے۔

ক্রেতা জোগান দিয়ে কমিশন নেওয়া

প্রশ্ন : কোনো কোনো কোম্পানি বিক্রির জন্য মার্কেট বা ফ্ল্যাট তৈরি করে। কোম্পানির নিয়ম হলো, কেউ কোনো দোকান বা ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিলে তাকে কমিশন দেবে। আমি যদি কোনো লোককে সত্য ও সততার মাধ্যমে বুঝিয়ে কোম্পানি বা তার প্রতিনিধির সামনে নিয়ে বলি আপনারা ক্রেতা-বিক্রেতা কথা বলে সব কিছু বুঝিয়ে দাম

Scanned by CamScanner

করে সিদ্ধান্ত করেন। আমি কোনো মিথ্যা বা অতিরিক্ত কোনো কথা না বলে, প্রতারণা না করে শুধু খরিদদারকে কোম্পানি বা তার প্রতিনিধির সহিত একত্রিত করার পর উভয়ে দাম ঠিক করে এবং শর্তাবলি ঠিক করে সিদ্ধান্ত করলে আমি কমিশন পাব। প্রশ্ন হলো, এ কমিশন ভোগ করা শরীয়ত অনুসারে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : দালালি বা ব্রোকারিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা ভালো নয়। তবে আয়ের বিকল্প পন্থা না থাকা অবস্থায় মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় না নিয়ে নির্ধারিত বিনিময়ের শর্তে তার অনুমতি আছে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পন্থায় দালালি জায়েয হবে। (৯/৭৮৪)

📖 خلاصة الفتاوى ٣/ ١١٦ : وفى الأصل أجرة السمسار والمغارى والحمامى والصكاك وما لا تقدير فيه للوقت ولا مقدار لما يستحق بالعقد لكن للناس فيه حاجة جاز وإن كان فى الأصل فاسدا، قال الإمام خواهرزاده فى نسخته : تطيب له من الأجر أجر قدر المثل-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٦٣ : وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام-

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/ ٣٣٧ : فالسمسرة جائزة ولكن الإكثار من الوسائط بين الصانع والمستهلك مما لا يشجع عليه الإسلام، وإنما يشجع عليه التقليل-

দালালির ফি নির্দিষ্ট না হলে করণীয়

প্রশ্ন : আমি এক ব্যক্তির ১১ বিঘা জমি বিক্রি করে দিয়েছি। তার জমির মূল্য ধরা হলো পাঁচ লক্ষ টাকা। আমি জমির মালিকের মুখ দিয়ে আরো এক লক্ষ টাকা বেশি ক্রেতার কাছে জানাই। আর এ এক লক্ষ টাকার মালিক আমি। এমতাবস্থায় এ বেচাকেনা জায়েয হবে কি না? অতিরিক্ত ওই এক লক্ষ টাকা আমি ভোগ করতে পারব কি না?

উত্তর : দালালির পেশা প্রয়োজনের কারণে ফিকাহবিদগণ জায়েয বলেছেন। কিন্তু তার মধ্যে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হওয়া জরুরি। চাই নির্দিষ্ট অংক হোক বা শতকরা হারে হোক। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যেহেতু পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়নি, তাই জমির পূর্ণ মূল্য মালিক পাবে এবং দালালকে তার ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় করে দেবে। (১১/৮১৫)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ١٢٥ : ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسا وقال ابن عباس: " لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك " وقال ابن سيرين: " إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به " وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم».

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ١٢/ ٩٣ : وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك- هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه.

وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به- هذا التعليق أيضا وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين، وفي (التلويح) : وأما قول ابن عباس وابن سيرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع، وممن كرهه: الثوري والكوفيون، وقال الشافعي ومالك: لا يجوز، فإن باع فله أجر مثله، وأجازه أحمد وإسحاق، وقالا: هو من باب القراض، وقد لا يربح المقارض.

জমির দালালির অভিনব পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমরা কয়েকজন মিলে জমির ব্যবসা করি। জমির আসল মালিকের জমি আমরা দেখে মালিককে প্রস্তাব করি যে প্রতি বিঘা জমি আপনি কত লক্ষ টাকা দরে বিক্রি করতে চান? তখন মালিক একটা দাম বলে, আমরা সেই অংকের ওপর দরদাম সাব্যস্ত করে দলিলনামা ১৫০ টাকার স্ট্যাম্পে লিখে উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করি, তারপর আমরা বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে ওই জমি বিক্রয়ের জন্য সার্কুলার দিই। বিজ্ঞপ্তি প্রচার এবং ফোন, মোবাইল, আপ্যায়ন ও ক্রয়ে ইচ্ছুক কাস্টমারদের নিয়ে জমি দেখাতে যাতায়াত খরচ আমরা বহন করি এবং জমির আসল মালিকের সাথে নির্ধারিত সময় দেওয়া থাকে, এর মধ্যে জমি বিক্রয় না করতে পারলে মালিক অন্য ব্যবসায়ীদের কাছে জমি বিক্রয় করতে পারবে। এ শর্তও থাকে বিধায় সময়সীমার মধ্যে বিক্রয় করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি এবং কোনো অলসতা ও ঢিলামি করি না। এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, প্রতি বিঘা জমি যত লক্ষ টাকা দরদাম সাব্যস্ত করলাম, তার চেয়ে বেশি বিক্রয় করতে পারলে সেই টাকা আমাদের জন্য হালাল হবে কি না?

Scanned by CamScanner

আর বর্ণিত পদ্ধতিতে এই ব্যবসা হালাল না হলে কোন পদ্ধতিতে করলে জায়েয হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিটি মূলত কমিশনের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লেনদেন সহীহ হওয়ার জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা জরুরি। আর পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে, এককালীন নির্দিষ্ট অংকের টাকা নির্ধারণ করা, অথবা শতকরা হারে নির্ধারণ করা। অন্যথায় এ ধরনের মুআমালা না জায়েয ও অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। আর প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে যেহেতু পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করা হয়নি, তাই উক্ত পদ্ধতিটি নাজায়েয ও অবৈধ। এর জায়েয পদ্ধতি হলো, আলোচনার মাধ্যমে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা আপনার জমিটা বিক্রি করে দেব আমাদের ২০০০ টাকা দিতে হবে বা যত টাকায় বিক্রি হবে প্রতি হাজারে ৫৫ টাকা করে টাকা দিতে হবে–এই পদ্ধতিতে চুক্তি করলে তা জায়েয ও বৈধ হবে। (১১/৪১৭)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ١٢٥ : ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسا وقال ابن عباس: " لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك " وقال ابن سيرين: " إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به " وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم».

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ١٢/ ٩٣ : وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك- هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس نحوه.

وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به- هذا التعليق أيضا وصله ابن أبي شيبة عن هشيم عن يونس عن ابن سيرين، وفي (التلويح) : وأما قول ابن عباس وابن سيرين فأكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع، وممن كرهه: الثوري والكوفيون، وقال الشافعي ومالك: لا يجوز، فإن باع فله أجر مثله، وأجازه أحمد وإسحاق، وقالا: هو من باب القراض، وقد لا يربح المقارض.

Scanned by CamScanner

📖رد المحتار (سعيد) ٤٧/٦ : قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة-

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٤٥١/٤ : دفع ثوبا إليه وقال بعه بعشرة فما زاد فهو بيني وبينك قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إن باعه بعشرة أو لم يبعه فلا أجر له وإن تعب له في ذلك، ولو باعه باثني عشر أو أكثر فله أجر مثل عمله وعليه الفتوى-

📖احسن الفتاوی(سعید) ۷/ ۲۷۴ : الجواب-یہ معاملہ ناجائز ہے،البتہ اگر دلالی کی رقم متعین ہو یا بھینس کی قیمت سے فیصد کے حساب سے دلالی متعین ہو مثلا بھینس جتنے میں فروخت ہو اس میں سے پانچ فیصد دلالی لے گا تو جائز ہے۔

📖فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷۰/۴ : دلالی یہ ہے کہ بائع و مشتری کے درمیان معاملہ کرایا جائے اس میں بائع و مشتری دونوں کو ثمن (قیمت) معلوم ہوتی ہے اور دلال کو اس ثمن کے علاوہ اجرت ملتی ہے خواہ وہ اجرت پانچ دس روپے کی صورت میں متعین ہو خواہ اس طرح کے فیصد دس روپے باقی روپیہ ایک انہ اجرت مقرر کی جائے وہ اجرت درست ہے جس قدر بھی ہو۔

অর্থের বিনিময়ে চাকরির সুপারিশ করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি চাকরির জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে অনুরোধ করে এই বলে যে আপনাদের তো বড় বড় অফিসার আত্মীয় আছে তাদের মাধ্যমে সুপারিশ করিয়ে যদি আমার জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দেন তাহলে আমরা আপনাকে কিছু টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করব। এখন এ টাকা যদি খুশি খুশি এবং দাবি ছাড়া দেয় অথবা দাবি করে নেওয়া হয় তাহলে নেওয়া জায়েয হবে কি না?
উল্লেখ্য, চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কিছু পাওয়ার আশ্বাস না থাকে সে কাজে অবশ্যই অনাগ্রহ হবে। অতএব সে ক্ষেত্রে আগ্রহী হওয়ার শরয়ী পন্থা কী হতে পারে?

উত্তর : মধ্যস্থতাকারী বা দালালের ওপর ন্যস্ত কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে তার শ্রম, সময় ও অনেক ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় হওয়া স্বাভাবিক। তদুপরি অনেক কাজ দালাল ছাড়া মক্কেল নিজে সম্পাদন করতে পারে না বিধায় এ জরুরতের ভিত্তিতে ইসলামী শরীয়ত দালালদের উপার্জিত অর্থকে হালাল বলেছে। সুতরাং কারো মাধ্যমে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে চুক্তিভিত্তিক চাকরি দেওয়া এবং নেওয়া শরীয়ত পরিপন্থী নয়। তবে শুধুমাত্র

Scanned by CamScanner

সুপারিশ করে চাকরি দিয়ে লেনদেন করা সন্তুষ্টিচিত্তে হলেও তা ঘুষের নামান্তর বিধায় বৈধ হবে না। (১৮/৪২৯)

📖رد المحتار (سعيد) ٦/ ٦٣ : قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام.

📖خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٣/ ١١٦ : وفى الأصل أجرة السمسار والمغارى والحمامى والصكاك وما لا تقدير فيه للوقت ولا مقدار لما يستحق بالعقد لكن للناس فيه حاجة جاز وإن كان فى الأصل فاسدا قال الإمام خواهرزاده فى نسخته تطيب له من الأجر أجر قدر المثل -

📖فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ٦/ ٢٨١ : الجواب- کسی کے جائز کام کی سفارش کرنا کار ثواب ہے اس کے علاوہ وہ مال غیر متقوم بھی ہے اس لئے ان دونوں وجوہ کی بناء پر اجرت کا مطالبہ کرنا جائز نہیں۔

ওষুধ ও ক্লিনিকের নাম লিখে ডাক্তারদের কমিশন গ্রহণ

প্রশ্ন : বর্তমানে ডাক্তারগণ রোগীদের নির্দিষ্ট কোম্পানির ওষুধ লিখে দেয় এবং নির্দিষ্ট ক্লিনিকে পরীক্ষা করতে বলে। বিনিময় কোম্পানি বা ক্লিনিক থেকে কমিশন পেয়ে থাকে। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ কমিশন গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : কোনো ডাক্তার কোনো রোগীকে নির্দিষ্ট কোম্পানির ওষুধ লিখে দিয়ে বা নির্দিষ্ট ক্লিনিক থেকে পরীক্ষা করতে বলে যে বিনিময় বা কমিশন পেয়ে থাকে তা গ্রহণ করা প্রচলিত নিয়ম অনুপাতে বৈধ বলার সুযোগ নেই। তবে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে হলে বৈধ বলা যেতে পারে।

১. বিনিময় বা কমিশনকে কেন্দ্র করে অযথা নিষ্প্রয়োজনীয় এবং অধিক দামি ওষুধ না লিখতে হবে এবং অন্যান্য কোম্পানির ওষুধ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য অধিক উপকারী হওয়া সত্ত্বেও নির্দিষ্ট কোম্পানির ওষুধ লেখা যাবে না।

Scanned by CamScanner

২. চড়া মূল্যে ওষুধ বিক্রি করে বিনিময় বা কমিশন ক্রেতা থেকে নেওয়া যাবে না এবং ওষুধ পরিমাণ থেকে কম দেওয়া যাবে না।
৩. নির্দিষ্ট ক্লিনিকে পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারের অভিজ্ঞতায় এবং বিবেচনায় অসুস্থ ব্যক্তির জন্য অধিক ফলদায়ক হতে হবে এবং নির্দিষ্ট ক্লিনিকে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার জন্য রোগীকে কোনোভাবে বাধ্য করা যাবে না এবং অযথা নিষ্প্রয়োজনীয় পরীক্ষা দেওয়া যাবে না।
৪. কমিশনের হার শতকরা বা নির্দিষ্ট হারে হতে হবে।
৫. কমিশন আদায় করার জন্য ক্লিনিকে অসুস্থ ব্যক্তিকে কোনো ধরনের ধোঁকা দেওয়া যাবে না এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফি অতিরিক্ত নেওয়া যাবে না। বরং কমিশন তাদের অর্জিত স্বাভাবিক মুনাফা থেকে দিতে হবে। (১৩/৭০২/৫৪০৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢/ ٩٥ (١٠٢) : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني» -

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٤/ ٥٣٦ (٢٨٢٢) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المستشار مؤتمن».

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٢٣ : سعى له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعد وقبله بطلبه سحت وبدونه مختلف فيه، ومشايخنا على أنه لا بأس به وفي قبول الهدية من التلامذة اختلاف المشايخ ط -

مال حرام اور اس کے شرعی مصارف واحکام ص ۱۰۸ : اگر ڈاکٹر مندرجہ ذیل شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے کسی مخصوص کمپنی کی دوا مریض کو لکھکر دیتا ہے اور پھر اس کے بدلے دوا ساز کمپنیوں کی طرف سے ڈاکٹر کو جو کمیشن مختلف تحفہ تحائف اور دیگر مراعات ملتی ہے ان کا لینا ڈاکٹر کے لئے جائز ہے یہ رشوت نہیں۔ وہ شرائط یہ ہے :

۱ ۔ محض کمیشن تحفہ تحائف اور مراعات وسہولیات حاصل کرنے کی خاطر ڈاکٹر غیر معیاری وغیر ضروری مہنگی ادویات تجویز نہ کرے۔

۲ ۔ کسی دوسری کمپنی کی دواء مریض کے لئے زیادہ مفید سمجھتے ہوئے خاص اس کمپنی ہی کی دواء تجویز نہ کرے،

۳ ۔ دواء ساز کمپنیاں ڈاکٹر کو دئے جانے والے کمیشن تحفہ اور مراعات کا خرچہ ادویات مہنگی کرکے مریض سے اصول نہ کریں،

Scanned by CamScanner

۴ ۔ کمیشن تحفہ اور مراعات کی ادائگی کا خرچہ وصول کرنیکے لئے ادویات کے معیار میں کمی نہ کریں اگر ڈاکٹر کسی مخصوص کمپنی کی دواء مریض کو لکھ کر دیتے وقت ان شرائط کا لحاظ نہ رکھتا ہے تو ایسے صورت میں دواء ساز کمپنیوں کی طرف سے ملنے والے کمیشن تحفہ تحائف اور دیگر مراعات وسہولیات ڈاکٹر کے لئے جائز نہیں یہ رشوت ہیں اور ناجائز ہیں۔

📖 فیہ ایضا ۱۰۹ : بسااوقات ڈاکٹر کسی مریض کو علاج کیلئے کسی پرائیویٹ ہسپتال والے کے پاس بھیجتا ہے اور کبھی ٹیسٹ وغیرہ کیلئے کسی لیبارٹری والے یا کسی ایکسرے والے یا الٹراساونڈ والے سیٹی اسکین والے کے پاس بھیجتا ہے اور یہ لوگ اس کے بدلے میں ڈاکٹر کو کمیشن تحفہ تحائف اور دیگر مراعات دیتے ہیں تو اوپر کے مسئلہ میں ذکر کردہ تمہید کی روشنی میں ڈاکٹر کا کسی مریض کو مخصوص لیبارٹری یا ہسپتال کی طرف بھیجنا اور پھر اس پر ان سے کمیشن وغیرہ وصول کرنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے یہ رشوت نہیں ہے وہ شرائط یہ ہیں :

۱ ۔ اپنے فہم وتجربہ کی روشنی میں ان کی طرف بھیجنا مریض کیلئے زیادہ مفید اور زیادہ تسلی بخش سمجھتا ہو

۲ ۔ انہی سے علاج یا ٹیسٹ کروانے پر مریض کو مجبور نہ کیا جاتا ہو۔

۳ ۔ کمیشن فی صد کے اعتبار سے یا متعین صورت میں طے ہو،

۴ ۔ کمیشن ادا کرنیکی وجہ سے لیبارٹری یا ہسپتال والے مریض سے علاج اور ٹیسٹ کے سلسلہ میں کسی قسم کا دھوکہ نہ کرتے ہوں

۵ ۔ کمیشن کا ادائیگی کا بوجہ ریٹ بڑھا کر مریض پر نہ ڈالا جائے بلکہ کمیشن دینے والے اپنے حاصل شدہ نفع سے کمیشن ادا کریں

٦ ۔ مریض کو بلاوجہ اور ضرورت سے زائد ٹیسٹ لکھکر نہ دئے جائیں اگر ڈاکٹر مریض کو مخصوص ہسپتال یا لیبارٹری کی طرف بھیجتے وقت ان درج بالا شرائط کا لحاظ نہ رکھتا ہو تو پھر ڈاکٹر کے لئے اس پر کمیشن تحفہ تحائف یا دیگر مراعات وسہولیات ان سے وصول کرنا اور لیبارٹری یا ہسپتال والوں کا یہ چیزیں ڈاکٹر کو دینا جائز نہیں یہ رشوت ہے اور ناجائز ہیں۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ۵۲۷ : الجواب ۔ اگر مباح میں سعی کی اور کچھ لیا بشرطیکہ کسی وجہ سے سعی کے ذمہ پر واجب نہ ہوئے تو درست ہے اور رشوت نہیں، سعی له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعده وقبله بطلبه سحت وبدونه مختلف فيه، ومشايخنا على أنه لا بأس به۔

Scanned by CamScanner

রোগী পাঠিয়ে প্যাথলজির মালিক থেকে কমিশন নেওয়া

প্রশ্ন : ক্লিনিকের ব্যবসার প্রসারে যদি ডাক্তার সাহেবদের পাঠানো রোগীর প্রাপ্ত টাকা থেকে ক্লিনিকের মালিকগণ স্বেচ্ছায় ডাক্তার সাহেবকে টাকা দেন, অথবা অলিখিত নিয়ম অনুসারে অন্য সকল ক্লিনিকের মালিকদের মতো আমিও কমিশন বা শতকরা হারে ডাক্তারদের গ্রহণ করা অথবা মালিকদের প্রদান করা শরীয়তসম্মত কি না?
অপরদিকে ডাক্তার সাহেবগণ নাম উল্লেখ করে কোনো ক্লিনিকে রোগী পাঠান বা রোগীর সুবিধামতো পরীক্ষা করান বা পরীক্ষা লেখার কারণে তিনি কমিশন চেয়ে নেন বা চাওয়ার ভান করেন বা ভাবে বোঝান কমিশন নেওয়ার জন্য এবং তিনি কমিশন গ্রহণ করেন–এ টাকা নেওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : রোগীর সঠিক অবস্থা বুঝে রোগীর জন্য যে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা উপকারী তা-ই লেখা বা পরামর্শ দেওয়া ডাক্তারের নৈতিক দায়িত্ব। বিনিময় বা বেতন হয় শুধুমাত্র কাজের পরিবর্তে, কথা বা পথপ্রদর্শনের দ্বারা বিনিময় নেওয়া শরীয়তে জায়েয নেই। অতএব কোনো প্যাথলজির মালিক থেকে রোগী পাঠানো বা পথপ্রদর্শনের বিনিময় হিসেবে প্রচলিত পদ্ধতিতে কমিশন নেওয়া বা দেওয়া বৈধ হবে না। তবে ডাক্তার সাহেবদের জন্য প্রেসক্রিপশন লিখে রোগী থেকে টাকা নেওয়া বৈধ। (১৬/১০৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٩٥ : إن دلني على كذا فله كذا فدله فله أجر مثله إن مشى لأجله من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله إلا إذا عين الموضع -

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) صـ ٥٧ (٢٥) : قاعدة - استحقاق الأجرة بعمل لا بمجرد قول (سير) -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۱۰ : سوال- حکیم وعطار میں جو چہارم کا معاملہ طے ہو جاتا ہے یعنی حکیم، عطار سے یوں کہتا ہے کہ جس قدر ہم تمہارے یہاں نسخہ جات بذریعہ مریض روانہ کریں، اس میں جو قیمت وصول ہو، اس میں سے چہارم ہم کو دینا، چنانچہ اس کو عطار تسلیم کرلیتا ہے، تو اب فرمایئے کہ یہ چہارم عطار کو دینا اور حکیم کو لینا درست ہے یا نہیں؟
الجواب-درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

রোগী পাঠিয়ে কমিশন নেওয়া

প্রশ্ন : আমি একজন ডাক্তার। বর্তমানে গাজীপুরে প্র্যাকটিস করছি। চিকিৎসার প্রয়োজনে অর্থাৎ রোগ নির্ণয়ের প্রয়োজনে আমি কিছু কিছু রোগীকে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় টেস্ট দিয়ে থাকি। এমতাবস্থায় এখানকার ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর মালিকপক্ষ আমার নিকট এসে বলে যে টেস্টের বিলের ওপর আমাকে তারা ৩০% বা ৫০% কমিশন দেবে। শতকরা ৯৯ জন ডাক্তার এ কমিশন গ্রহণ করে, যা রোগীদের কাছ থেকে ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো টেস্ট ফি হিসেবে আদায় করে থাকে। এখন আমার জন্য এই কমিশনের টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না? হলেও এ টাকা ব্যবহারের ক্ষেত্র কী?

সকল ডায়াগনস্টিক সেন্টার এ কমিশন দেয়। প্রায় সকল ডাক্তারই এ কমিশন নেয়। যদি আমি না নিই, রোগীদের ধারণা অন্য ডাক্তার সম্পর্কে খারাপ হয়ে যাবে, অথবা অন্য ডাক্তাররা আমার প্রতি খারাপ ধারণা করতে পারে বা শত্রুতা করতে পারে। আমি কমিশন না নিলেও রোগীদের থেকে কম নেওয়া হয় না। অতএব এ পরিস্থিতিতে আমার করণীয় কী?

উত্তর : কেবলমাত্র রোগী পাঠানোর দ্বারা পারিশ্রমিকের হকদার হয় না, বরং তার জন্য শ্রম আবশ্যকীয়। সুতরাং ডাক্তারের জন্য শুধু রোগী পাঠিয়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে কমিশন নেওয়া জায়েয নয়। তবে রোগী পাঠানোর কারণে মালিকপক্ষ স্বেচ্ছায় ডাক্তারকে পুরস্কার হিসেবে কিছু দিলে তা নেওয়া শর্ত সাপেক্ষে জায়েয হবে। (১১/৬৯৮)

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) صـ ٥٧ (٢٥) : قاعدة - استحقاق الأجرة بعمل لا بمجرد قول (سير) -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/۳۰۷ : الجواب-اگر جگہ معین نہ ہو اور زید خود چل کر جگہ بتائے تو اجر مثل لازم ہوگا اور اگر جگہ معین ہو تو اجرت مقررہ لازم ہوگی، اگر خود نہ جائے گا تو اجر کا مستحق نہ ہوگا۔

ওষুধের নাম লিখে কমিশন গ্রহণ

প্রশ্ন : বর্তমানে অনেক ডাক্তার, হাকিম বা কবিরাজ তাদের প্রেসক্রিপশনের মধ্যে তাদের পছন্দের বা তাদের সাথে চুক্তি হয়েছে–এমন কোম্পানির ওষুধ লিখে দেয় এবং যে প্রেসক্রিপশনে ওষুধ লিখে দেয়, সেটার মধ্যে তার সিলমোহর সব থাকে এবং তার দ্বারা ওই কোম্পানি তাকে শনাক্ত করে তার নামে ২৫% অথবা ৩০% কমিশন লিখে রাখে। প্রশ্ন হলো, এভাবে কমিশন দেওয়া-নেওয়া জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে শ্রমবিহীন শুধুমাত্র পরামর্শ দিয়ে বিনিময় নেওয়া বৈধ নয়। তাই ডাক্তার-কবিরাজের জন্য প্রেসক্রিপশনে নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানির ওষুধ লিখে দিয়ে সেই কোম্পানি থেকে শতকরা হিসেবে কমিশন নেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতি বৈধ নয়। (১৫/৬৮৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥٦٠/٤ : وأما الدلال فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف-

📖 رد المحتار (سعيد) ٥٦٠/٤ : (قوله: فأجرته على البائع) وليس له أخذ شيء من المشتري؛ لأنه هو العاقد حقيقة-

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) صـ ٥٧ (٢٥) : قاعدة - استحقاق الأجرة بعمل لا بمجرد قول (سير) -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۱۰ : سوال- حکیم وعطار میں جو چہارم کا معاملہ طے ہو جاتا ہے یعنی حکیم، عطار سے یوں کہتا ہے کہ جس قدر ہم تمہارے یہاں نسخہ جات بذریعہ مریض روانہ کریں، اس میں جو قیمت وصول ہو، اس میں سے چہارم ہم کو دینا، چنانچہ اس کو عطار تسلیم کرلیتا ہے، تو اب فرمایئے کہ یہ چہارم عطار کو دینا اور حکیم کو لینا درست ہے یا نہیں؟

الجواب-درست نہیں۔

গ্রাহক সংগ্রহ করে দিয়ে কমিশন নেওয়া

প্রশ্ন : বর্তমানে কিছু কিছু ইসলামী এনজিও আছে। যেমন–ইহসান এস বাংলাদেশ ইত্যাদি। এসব কোম্পানিতে যারা মাঠকর্মী সদস্য সংগ্রহ করে দেয় ও সদস্যদের নিকট থেকে মাসিক সঞ্চয় সংগ্রহ করে দেয় কোম্পানি তাদেরকে মাসিক বেতন হিসেবে নির্দিষ্ট হারে যেমন (১০%, ২০%) হারে কমিশন দেয়, তা শরীয়তসম্মত কি না? শরীয়তসম্মত না হলে মাঠকর্মীদের বেতনের নিয়ম কী হবে?

উত্তর : বেতনভুক্ত কর্মচারী রাখলে কাজ ও বেতন নির্ধারিত হওয়া জরুরি। বেতন নির্ধারিত না করে কমিশনভিত্তিক বেতন ধরা হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা জায়েয হবে না। তবে মানুষের প্রয়োজনের খাতিরে দালালির বিনিময়ে কমিশনভিত্তিক হলেও জায়েয বলা যায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ইহসান এস বাংলাদেশের সদস্য সংগ্রহ ও মাসিক সঞ্চয়

Scanned by CamScanner

সংগ্রহের জন্য কমিশনভিত্তিক মাসিক বেতনভুক্ত কর্মচারী রাখার পরিবর্তে কমিশনভিত্তিক দালাল নিয়োগ করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, কমিশনভিত্তিক দালালিকে জায়েয বলা হলেও কোম্পানি ও সমিতির সকল কার্যক্রম শরীয়তসম্মত কি না, তা নির্ভর করবে বিজ্ঞ মুফতীগণের সিদ্ধান্তের ওপর। (১২/৮৯০)

📖رد المحتار (سعيد) ٦/ ٦٣ : قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام.

📖احسن الفتاوی (سعید) ۷/۲۷۳ : الجواب-اجرت دلال میں فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ تعالی کی عبارات مختلف ہے، مگر حاجۃ الناس کو مد نظر رکھتے ہوئے قول جواز مختار و مفتی بہ ہے، تعیین اجرت ضروری ہے اور ایک آنہ فی روپیہ بھی صورت تعیین ہے۔

হাজী ঠিক করে দিয়ে কমিশন গ্রহণ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছু লোক হজের লোক ব্যবস্থা করে। এতে তাদের লাভ হলো, প্রতি ১০ জন লোক হজের জন্য ব্যবস্থা করে দিতে পারলে একজন হজ করার সমপরিমাণ টাকা হজ এজেন্সি তাদের দেয়। ফলে তারা গরিব হওয়া সত্ত্বেও নিজে হজ করে এবং প্রচুর টাকা ইনকাম করে। প্রশ্ন হলো, তাদের এ টাকা হালাল হবে কি না?

উত্তর : যদি বাস্তব সত্য ও সঠিক পদ্ধতি মতে হজের জন্য পরিশ্রম করে লোক ঠিক করে এবং পরস্পর সন্তুষ্টির মাধ্যমে পূর্ব থেকে মজুরি নির্ধারণ করে তাহলে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে পারিশ্রমিক হিসেবে উক্ত টাকা নেওয়া জায়েয হবে। তবে হজের মতো পবিত্র ইবাদতকে এভাবে ব্যবসার রাস্তা বানানো উচিত নয়। (১৯/৪৩৬)

📖رد المحتار (سعيد) ٦/ ٦٣ : وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام.

📖الفتاوى الولوالجية (مكتبة الحرمين) ٣ /٣٤٠ : رجل قال لدلال : أعرض ضيعتي وبعها على أن لك الأجر كذا فلم يقدر هو على إتمام الأمر

Scanned by CamScanner

فباعه دلال آخر فليس للأول شيء؛ لأن العادة جرت بين الناس أنهم يأخذون ذلك بالبيع، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۷۲ : سوال—دلالی کی اجرت جانبین سے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

الجواب—جائز ہے، بشرطیکہ صاف طور پر اجرت معین کرلی جائے۔

হজে পাঠিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা

প্রশ্ন : আমাদের মহল্লায় কেউ কেউ লোকজনকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে হজে যাওয়ার জন্য তৈরি করে এবং হজে পাঠায়। সাথে সাথে তারা ওই সকল হাজীর নিকট থেকে পয়সাও নেয়। অথচ আমরা জানি, দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে তার বিনিময় মানুষের নিকট চাইবে না। কেউ কেউ এটাকে জায়েয বলে থাকে, কথাটা কতটুকু সঠিক? অনুগ্রহপূর্বক জানিয়ে ধন্য করবেন।

উত্তর : কাউকে হজের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং বুঝিয়েসুঝিয়ে হজে পাঠানো বড়ই সাওয়াবের কাজ। এই নেক ও দাওয়াতি কাজের বিনিময় গ্রহণ করা ইবাদতের বিনিময় গ্রহণ করার নামান্তর বিধায় তা নাজায়েয। তবে হাজী সাহেবকে হজে পাঠানোর ব্যবস্থাপনার কাজ আঞ্জাম দিয়ে তার পারিশ্রমিক নেওয়া আপত্তিকর নয়। (১০/১২৭)

📖 ردالمحتار (سعید) ٦ / ٥٦ : ثم استثنوا بعده ما علمته، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على أن المفتى به ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة بل على ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرو المنع -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۳۴ : اصل مذہب یہ ہے کہ کسی طاعت مقصودہ پر اجرت لینا جائز نہیں، مگر جس طاعت میں دوام یا پابندی کی ضرورت ہے اور وہ شعار دین میں سے ہے کہ ان کے بند ہونے سے اخلال دین لازم اوے گا اور ویسے کسی کو مہلت نہیں ایسے امور کو اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔

কাজ ও লেবার দিয়ে কমিশন গ্রহণ করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি সিঙ্গাপুর থাকেন। তাঁর আওতায় ১০ জন শ্রমিক থাকে, যারা সকলেই দিনমজুর। কোনো মালিক বা কোম্পানি যদি তাঁর কাছে শ্রমিক চায় তাহলে

Scanned by CamScanner

তিনি দৈনিক চুক্তি হিসেবে পাঠিয়ে দেন। যেমন–তাদের ১০ জনকে শ্রমের বিনিময়ে মাথাপিছু ১০০ ডলার দিতে হবে। আর এখান থেকে তিনি মাথাপিছু ১০ ডলার করে কর্তন করে নিজের জন্য রেখে দেন। বাকি ৯০ ডলার শ্রমিকদের দেন। এখানে তাঁর শ্রম হলো তিনি মালিক বা কোম্পানির সাথে ফোনে বা সরাসরি তাদের জন্য আলোচনা করেন এবং তাদেরকে মালিকের বাসায় কিভাবে যাবে, সে দিকনির্দেশনা দিয়ে দেন। প্রশ্ন হলো, তাঁর এ শ্রমের বিনিময়ে তাদের থেকে মাথাপিছু কর্তন করা বৈধ হবে কি না? এবং কমিশন মালিক থেকে নেওয়া আর শ্রমিক থেকে নেওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যদি ওই ব্যক্তি নিজ পারিশ্রমিক কাজের পূর্বেই উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে নির্ধারণ করেন এবং পারিশ্রমিক তাঁর মেহনত অনুযায়ী হয় ও সর্বোপরি ধোঁকাবাজি, মিথ্যা, প্রতারণা ও জুলুম থেকে মুক্ত হয় তাহলে তাঁর জন্য উল্লিখিত শ্রমের বিনিময়ে তাদের মাথাপিছু নির্ধারিত পারিশ্রমিক কর্তন করা বৈধ হবে। উল্লেখিত শর্ত সাপেক্ষে মালিক বা শ্রমিক থেকে কমিশন নেওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (১৭/৫১৮)

📖رد المحتار (سعيد) ٦/ ٦٣ : قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٤١ : وإذا أخذ السمسار أجر مثله هل يطيب له ذلك تكلموا فيه قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده يطيب له ذلك وهكذا عن غيره وإليه أشار محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب هكذا في فتاوى قاضي خان.

📖فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۹/۳۰۰ : الجواب-یہ پیشہ مباح ہے اور اپنی محنت اور کام کے موافق پہلے سے مناسب اجرت طے کردی جائے تو طے کردہ اجرت لے سکتا ہے اور اجرت ایک فریق (پارٹی) سے بھی لے سکتا ہے اور دونوں فریق سے بھی لے سکتا ہے، البتہ اجرت طے اور متعین ہونا چاہئے معاملہ مبہم نہ رہنا چاہئے۔

Scanned by CamScanner

মালিক থেকে মজুরি বেশি নিয়ে শ্রমিককে কম দেওয়া

প্রশ্ন : এক কনট্রাক্টর কোনো মালিক থেকে প্রতি মজদুর বাবদ মজুরি ২০০ টাকা করে ধার্য করে সে মজদুরদিগকে ১৫০ টাকা করে ধার্য করে কাজ করাল। এতে কনট্রাক্টর প্রতি মজুর থেকে ৫০ টাকা লাভ করল তা তার জন্য ঠিক হলো কি?

উত্তর : মজদুরের জন্য মালিকের সাথে রোজ ২০০ টাকা ধার্য করে বাস্তব ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা নিজে গ্রহণ যদি মালিক ও কনট্রাক্টরের জানাজানির মাধ্যমে হয়ে থাকে তা কনট্রাক্টরের কমিশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বৈধ হবে। আর মালিকের অজান্তে করা হলে ৫০ টাকা বৈধ হলেও ধোঁকার নামান্তর হওয়ায় গোনাহগার হবে। (৭/৭৬৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٧/٦ : (قوله أو مدة) إلا فيما استثنى: قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٦٣ : قال في التتارخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم. وفي الحاوي: سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۴۰ : اگر سرکار نے بارہ آدمیوں کی تنخواہ دے کر ان کو اختیار دے دیا ہے کہ خواہ تم کم میں کام نکالو تم کو اختیار ہے تب تو ایسا کرنا ان کو جائز ہے اور وہ روپیہ انہی کی ملک ہے اور اگر ایسا اختیار نہیں دیا تو جس قدر تنخواہ بچی ہے ملک سرکار کی ہے، جو بچی ہے وہ سرکار کو واپس کر دینا واجب ہے۔

মধ্যস্থ হয়ে কমিশন গ্রহণ করা

প্রশ্ন : কেউ সময়ের অভাবে নিজে বাড়ি ভাড়া করতে পারছে না বা কোনো জিনিস কিনতে পারছে না, তৃতীয় ব্যক্তি তাকে বাড়ি ভাড়া করে দিল এবং ক্রেতা বা বিক্রেতার কাছ থেকে ভাড়া বা মূল্যের অতিরিক্ত আদায় করল অথচ সে মধ্যস্থতা না করলে ক্রেতা

Scanned by CamScanner

কম দামে কিনতে পারত বা বিক্রেতা বেশি দামে বিক্রি করতে পারত না। এমতাবস্থায় এই অতিরিক্ত গ্রহণ করা তৃতীয় ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ক্রেতা-বিক্রেতা বা মালিক-ভাড়াটিয়ার মাঝে মধ্যস্থতাকারী তার শ্রমের বিনিময় হিসেবে পূর্বনির্ধারিত পরিমাণ টাকা নিতে পারবে। জিনিসের মূল্য বা ভাড়ার অংশ থেকে কিছু নিতে পারবে না। (৭/৮৪০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٧/٦ : (قوله أو مدة) إلا فيما استثنى: قال في البزازية: إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۷۲ : سوال—دلالی کی اجرت جانبین سے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

الجواب—جائز ہے، بشرطیکہ صاف طور پر اجرت معین کرلی جائے۔

কন্ট্রাক্ট করে বিদ্যুৎ-গ্যাসের সংযোগ নেওয়া

প্রশ্ন : সাধারণত বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইনের সংযোগ পেতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সরকারি অফিস-আদালতে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। এমনকি অনেক সময় ঘুষও দিতে হয়। এমতাবস্থায় যদি কোনো লোক বলে, আমাকে এত টাকায় কন্ট্রাক্ট দিয়ে দাও, আমি যেভাবে পারি লাইন এনে দেব। তাহলে তার সাথে এরূপ চুক্তিবদ্ধ হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত সমস্যার সমাধানে উত্তম পন্থা হল কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে চুক্তি করে নেওয়া। এরূপ চুক্তিতে কার্য সম্পাদন করা নিজের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে অবৈধ হবে না। (১৭/৭৭২/৭২৭৯)

📖 فتاوى قاضيخان بهامش الهندية (زكريا) ٢/ ٣٢٤ : أهل بلدة ثقلت عليهم المؤونات فاستأجروا رجلا بأجر معلوم ليذهب إلى السلطان ويرفع القصة ليخفف عنهم السلطان نوع تخفيف وأخذ الأجر من عامة أهل البلدة من الأغنياء والفقراء قالوا إن كان بحال لو ذهب إلى بلدة السلطان يتهيأ له إصلاح الأمر فى يوم أو يومين

Scanned by CamScanner

وإنما يحصل فى مدة فإن وقتوا للاجارة وقتا جازت الإجارة له كل المسمى -

📖 شرح المجلة ص ٣٠٦

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ۶/ ۲۶۸ : الجواب-اگرویزہ اس شخص کا حق بنتا ہو مگر بغیر رشوت کے حاصل نہیں کر سکتا ہو تو پھر دینے والے کیلئے رشوت حرام نہیں ہے البتہ لینے والے کیلئے حرام ہے ہاں اگر اس آدمی کو باقاعدہ طور پر ایک یا دونوں کیلئے اجیر بنادیا جائے تو پھر لینے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

باب إجارة الحيوانات
পরিচ্ছেদ : প্রাণী ইজারা দেওয়া

গরু বর্গা দেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমাদের দেশে গরু বর্গা দেওয়ার একটি প্রচলিত নিয়ম আছে। যেমন–একটি গরু চার হাজার টাকায় ক্রয় করে অপর একজনকে এ শর্তের ওপর দেয় যে, যখন গরু বিক্রি করা হবে তখন প্রথম যে চার হাজার টাকা দ্বারা ক্রয় করেছে তা বাদ দিয়ে যা থাকবে তা দুজন অর্ধেক করে ভাগ করে নেবে। যেমন–আট হাজার টাকা বিক্রি হবে, প্রথম চার হাজার টাকা রেখে বাকি চার হাজার দুজন দুই হাজার করে নেবে। এই সুরতে কি চুক্তিটি জায়েয হবে?

উত্তর : প্রচলিত নিয়মে গরু ছাগল বর্গা দেওয়া তথা গরু ছাগল ক্রয় করে এই শর্তের সাথে বর্গা দেওয়া যে বিক্রি করার পর যে মূল্য হবে তা থেকে মূল টাকা বর্গাদাতা কর্তন করে নেবে এবং লভ্যাংশ অর্ধেকহারে ভাগ করে নেবে। এভাবে বর্গা দেওয়া জায়েয নেই। এমতাবস্থায় উক্ত গরু ছাগল মূল মালিকের বলে গণ্য হবে এবং লালন পালনকারী তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। তবে এর সঠিক নিয়ম এভাবে হতে পারে যে, পশু বর্গা দেওয়ার পূর্বে বর্গাদাতা উক্ত পশুর অর্ধেকাংশে নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে বর্গাদারকে শরীক করে নেবে এবং পরবর্তীতে বিক্রি করে চুক্তি মোতাবেক লভ্যাংশ ভাগ করে নেবে। (১১/১৫৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٣٠ : في القنية وعلى هذا إذا دفع البقرة إلى إنسان بالعلف ليكون الحادث بينهما نصفين فما حدث فهو لصاحب البقرة ولذلك الرجل مثل العلف الذي علفها وأجر مثله فيما قام عليها وعلى هذا إذا دفع دجاجة إلى رجل بالعلف ليكون البيض بينهما نصفين، والحيلة في ذلك أن يبيع نصف البقرة من ذلك الرجل ونصف الدجاجة ونصف بذر الفليق بثمن معلوم حتى تصير البقرة وأجناسها مشتركة بينهما فيكون الحادث منها على الشركة .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/۴۰۵ : الجواب-حامداومصلیا، یہ صورت جائز نہیں، گائے کی قیمت تعیین کرکے مثلاً دس روپیہ اس کا نصف حصہ پانچ روپیہ میں فروخت کردیا جائے اور پھر وہ پانچ روپیہ معاف کردیا جائے، پالنے والے سے نہ لیا جائے اور وہ پرورش

Scanned by CamScanner

کرتا ہے، اس صورت میں وہ نصف کا شریک رہیگا، دودھ اور بچے اور خود یہ گائے سب نصفانصفا رہے گی، اس طرح درست ہے، فتاوی عالمگیری اور شامی میں جواز کی یہی صورت لکھی ہے۔

গরু/ছাগল বর্গা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় নিয়ম রয়েছে যে চতুষ্পদ জন্তু যথা–গরু-ছাগল ইত্যাদি ক্রয় করে অথবা নিজ পালের থেকে বর্তমান একটি মূল্য নির্দিষ্ট করে ভবিষ্যৎ লভ্যাংশের দুই ভাগ করে বর্গা দেওয়া হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা জায়েয আছে কি না? অথবা এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি না?
উল্লেখ্য, ওষুধ বা পুষ্টিকর খাবার যেমন ভুসি ইত্যাদির মধ্যে উভয়ই শরীক থাকে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে থাকে না। বিস্তারিত বিধান জানতে চাই।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বর্গা দেওয়া জায়েয নেই। তবে যদি বর্গাদাতা নিজের জন্তু অথবা জন্তু ক্রয় করে গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট মূল্যের অর্ধেক মূল্যের মধ্যে শরীক করে নেয় তাহলে তার লভ্যাংশ উভয়ে সমান ভাগ করে নেওয়া বৈধ বলে বিবেচিত হবে। অতঃপর বর্গাদাতা ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারে। (১৩/৩০১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٧/٦ : في الظهيرية: استأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المستأجر، ذكر في الكتاب أنه لا يجوز.

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٢٢/٣ : رجل أخذ من رجل بقرة على أن ما يحصل من لبنها من المصل والسمن والرائب يكون بينهما لا يجوز، وما اتخذ المدفوع إليه من لبنها من المصل والسمن يكون له لإنقطاع حق المالك عن ذلك، وعلى المدفوع إليه مثل ما أخذ من ألبان البقرة؛ لأن اللبن مثلي، وعلى مالك البقرة قيمة علفها إن كان أعلفها بعلف مملوك له لا ما أكلت هي في المرعى وعليه أجر قيام المستاجر عليها۔

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤/ ١٧٥ : ولا تجوز إجارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولدها؛ لأن هذه أعيان فلا تستحق بعقد الإجارة، وكذا إجارة الشاة لترضع جديا أو صبيا لما قلنا۔

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٣٨/٥ : دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينها أنصافا

Scanned by CamScanner

فالإجارة فاسدة، وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة علفه إن أعلفها من علفه-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۳۰۶/۷ : یہ دونوں صورتیں ناجائز ہے؛ کیونکہ اس میں پالنے والا جو درحقیقت اجرت پرورش کا مستحق ہے نفس شئی مستاجر علیہ میں شریک قرار دیا جاتا ہے جو معنی میں قفیز الطحان اور عامل لنفسہ ہونے کی وجہ سے مکروہ اور ناجائز ہے، جانور زندہ رہے تو مالک کا ہے اور پالنے والا اجر کا مستحق ہے اور مر جائے تو مالک کا مرا اور پالنے والا بقدر خدمت اجرت کا مستحق ہے مالک کی ملک صحیح ثابت ہے اس لئے قربانی کرنے میں اس کے حق میں کوئی مضائقہ نہیں اور پالنے والے کی صحیح نہیں اس لئے اسے اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔

গাভি বর্গা দেওয়ার একটি পদ্ধতি

প্রশ্ন : শামীম সাহেব ১০০০০ টাকায় একটি গরু খরিদ করে ফজলু মিয়ার কাছে লালন-পালন করতে দেয়। তাদের এভাবে চুক্তি হয় যে, এ গাভির যাবতীয় ব্যয়ভার ফজলু মিয়া বহন করবে এবং দুধ দোহন করে খাবে। ৫ বছর পর গরু বিক্রি করে ১০০০০ টাকা ব্যতীত লভ্যাংশ দুজন সমান ভাগ করে নেবে। প্রশ্ন হলো, উক্ত পদ্ধতি বৈধ কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে গাভি বর্গা দেওয়া বৈধ নয়। তবে আলোচনা সাপেক্ষে সময় ও উজরত নির্ধারণ করে গাভি লালন-পালন করতে দেওয়া বৈধ হবে। (১৬/৩৭৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٤٥ : دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافا فالإجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة علفه إن علفها من علف هو ملكه-

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶/ ۲۴۴ : الجواب- یہ اجارہ قفیز الطحان کے حکم میں ہے، لہذا اس پر اجارۂ فاسدہ کا حکم لگایا جائے گا، لعدم تعیین الاجرۃ ولعدم تعیین المدۃ۔ جانبین کو چاہئے کہ مدت اور اجرت کی تعیین کریں اور مدت ختم ہونے کے بعد اجیر کو متعین قیمت کے عوض نصف گائے دی جائے۔

Scanned by CamScanner

গরু-ছাগল বর্গা দেওয়ার বৈধ পদ্ধতি

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের সমাজে গরু-ছাগল এ চুক্তিতে বর্গা দেওয়া হয় যে তুমি এটাকে লালন-পালন করে এতে যা লাভ আসবে এর অর্ধেক আমার আর বাকি অংশ তোমার। এর বিধান কী?

উত্তর : বর্গা সহীহ হওয়ার জন্য সময় ও পারিশ্রমিক নির্ধারিত হওয়া শর্ত। আর প্রশ্নোক্ত গরু-ছাগল ইত্যাদি বর্গা দেওয়ার পদ্ধতিতে সময় ও পারিশ্রমিক উভয়টাই অনির্ধারিত বিধায় এ ধরনের বর্গা জায়েয হবে না। তবে বর্গা দেওয়ার বৈধ পন্থা হলো, মালিক উক্ত প্রাণীর মূল্য নির্ধারণ করে উভয়ে সমান ভাগ করে নেবে এবং বর্গাগ্রহীতা তা গ্রহণ করে তা বর্গাদাতাকে অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করতে চেষ্টা করবে এবং মালিক তা পরিশোধ করা থেকে মাফ করে দেবে। এরপর ওই প্রাণী থেকে যে বাচ্চা হবে তা উভয়ে অংশীদার হিসেবে সমান ভাগে ভাগ করে নেবে। (১৫/৪৫৮)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٣/١١٤ : رجل دفع بقرة إلى رجل بالعلف مناصفة وهى التى يسمى بالفارسية كاوينم سود، بأن دفع على أن ما يحصل من اللبن والسمن بينهما نصفان، فهذا فاسدة والحادث كله لصاحب البقرة والإجارة فاسدة-

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٥/٣٧ : والحيلة فى جوازه أن يبيع نفس البقرة منه بثمن اللبن ويبرئه عنه ثم يامره باتخاذ اللبن والمصل فيكون بينهما-

গরু বর্গার বৈধ পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রথা আছে, এক ব্যক্তি গরু ক্রয় করে অপর ব্যক্তিকে পালন করার জন্য এ শর্তে দেয় যে, গরু পালনের পর বিক্রি করে মূল টাকা মালিককে দিয়ে দেবে। কেবল লভ্যাংশ উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করে নেবে। জানার বিষয় হলো, এ নিয়মে গরু বর্গা দেওয়া জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে কোন পদ্ধতিতে জায়েয হবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে গরু বর্গা দেওয়া অবৈধ ইজারার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নাজায়েয। তবে গরু লালন-পালনের সময় বিনিময় নির্ধারণ করে টাকা দিয়ে হোক বা নির্দিষ্ট বস্তুর মাধ্যমে হোক, তা জায়েয হবে। অনুরূপভাবে গরুর মূল্যের যেকোন একটি অংশে যেমন ১০০ টাকার অংশে হলেও লালন-পালনকারী শরীক হলে উল্লিখিত পন্থায় মুনাফা

Scanned by CamScanner

সমানভাবে বণ্টন করা বৈধ হবে। এ ক্ষেত্রে বহুল প্রচলনের কারণে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে বৈধ হলেও প্রথম দুটি পন্থা থেকে যেকোনো একটি পন্থা অবলম্বন করা ভালো। (১৯/৭৬৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٤٥ : دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافا فالإجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة علفه إن علفها من علف.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٧/ ٦٢٥ : إذا دفع إلى آخر بقرة بالعلف؛ ليكون الحادث بينهما نصفان، فالحادث كله لصاحب البقرة وعليه أجر مثل عمل المدفوع إليه، وثمن العلف وهذا لأن المدفوع إليه غير متبرع فيما صنع؛ لأنه إنما فعل ذلك رجاء أن يسلم له نصف الحادث، ولا يسلم له نصف الحادث منها لفساد العقد ليكون البدل مجهولاً.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/۳۴۲ : سوال-زید نے اپنا بچھڑا بکر کو دیا کہ تو اس کو پرورش کر، بعد جوان ہونے کے اس کی قیمت کر کے ہم دونوں میں سے جو چاہیگا نصف قیمت دوسرے کو دے کر اسے رکھ لیگا، یا زید نے خالد کو ریوڑ سونپا اور معاهدہ کیا کہ اس کو بعد ختم سال پھر بانٹ لیں گے، جو اس میں اضافہ ہوگا وہ باہم تقسیم کر لیں گے، یہ دونوں عقد شرعاً جائز ہیں یا قفیز الطحان کے تحت میں ہے جیسا کہ عالمگیری جلد پنجم ص ۲۷۱ مطبوعہ احمدی میں ہے، دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافا فالإجارة فاسدة۔

الجواب- كتب إلى بعض الأصحاب من فتاوى ابن تيمية كتاب الاختيارات ما نصه : ولو دفع دابة أو نخلة إلى من يقوم له وله جزء من نمائه صح وهو رواية عن أحمد ٤/ ٨٥ ، پس حنفیہ کے قواعد پر تو یہ عقد ناجائز ہے کما نقل فی السوال عالمگیریۃ، لیکن بناء بر نقل بعض اصحاب احمدؒ کے نزدیک اس میں جواز کی گنجائش ہے، پس تحرز احوط ہے اور جہاں ابتلاء شدید ہو توسع کیسا جا سکتا ہو۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶/ ۲۴۴ : الجواب-یہ اجارہ قفیز الطحان کے حکم میں ہے، لہذا اس پر اجارۂ فاسدہ کا حکم لگایا جائے گا، لعدم تعیین الاجرۃ ولعدم تعیین المدۃ۔ جانبین کو چاہئے کہ مدت اور اجرت کی تعیین کریں اور مدت ختم ہونے کے بعد اجیر کو متعین قیمت کے عوض نصف گائے دی جائے۔

Scanned by CamScanner

জমির বর্গা ও গরুর বর্গার মাঝে পার্থক্য

প্রশ্ন : আমাদের দেশে জমির ন্যায় গাভি বর্গা দেওয়ার প্রচলন আছে। উভয় পক্ষ মিলে খুশিতে চুক্তি করে যে এ গাভিতে যে লাভ হবে অর্থাৎ দুধ ও বাচ্চা হবে, আমরা উভয়ে সমান করে ভাগ করে নেব, আর যদি অসুস্থ হয় উভয়ে টাকা দিয়ে চিকিৎসা করাব, যদি মারা যায় তাহলে আমাদের কোনো দাবি নেই। পক্ষান্তরে যদি বলা হয় তোমাকে মাসে ২০০০ টাকা করে দেওয়া হবে, তাহলে কোনো লোক পাওয়া যাবে না, যদিও পাওয়া যায় প্রথম সুরতে নেয়। দ্বিতীয় সুরতে ভালো করে দেখাশোনা করে না।
আমার জানার বিষয় হলো, মুনাফা সমান ভাগে ভাগ হিসেবে উল্লিখিত সুরতে বর্গা দেওয়া জায়েয হবে কি না? এ ক্ষেত্রে লোকেরা জমি বর্গার ওপর কিয়াস করে যে জমি চাষকারীর পারিশ্রমিক জানা নেই এবং ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এ রকম কিয়াস সঠিক কি না? অন্যথায় এর বিকল্প পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর : বর্গা চুক্তি যেহেতু শরীয়তের মূল বিধানের পরিপন্থী তাই বর্গাচুক্তি অবৈধ। তবে জমি বর্গার ব্যাপারে যেহেতু সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তাই কেবলমাত্র জমি বর্গা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এর ওপর অন্য বর্গাকে কিয়াস করা যায় না।
গাভি বর্গা দেওয়ার বৈধ পদ্ধতি হলো, বর্গাদাতা গ্রহীতার নিকট গাভির একটি অংশ বিক্রি করে দেবে এবং চুক্তি মোতাবেক লাভ ভাগ করে নেবে। আর বর্গাদাতা মূল্য মাফ করে দেবে। (১৭/৫০২)

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۳/۳۴۲ : سوال-زید نے اپنا بچھڑا بکر کو دیا کہ تو اس کو پرورش کر، بعد جوان ہونے کے اس کی قیمت کر کے ہم دونوں میں سے جو چاہیگا نصف قیمت دوسرے کو دے کر اسے رکھ لیگا، یا زید نے خالد کو ریوڑ سونپا اور معاهدہ کیا کہ اس کو بعد ختم سال پھر پڑتال لیں گے، جو اس میں اضافہ ہو گا وہ باہم تقسیم کر لیں گے، یہ دونوں عقد شرعا جائز ہیں یا تغریر الطحان کے تحت میں ہے جیسا کہ عالمگیری جلد پنجم ص ۲۷۱ مطبوعہ احمدی میں ہے، دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها ومايكون من اللبن والسمن بينهما أنصافا فالإجارة فاسدة۔

الجواب-كتب إلى بعض الأصحاب من فتاوى ابن تيمية كتاب الاختيارات مانصه: ولو دفع دابة أو نخلة إلى من يقوم له وله جزء من نمائه صح وهو رواية عن أحمد ۴/ ۸۵، پس حنفیہ کے قواعد پر تو یہ عقد ناجائز ہے کما نقل فی السوال عالمگیریہ، لیکن بناء بر نقل بعض اصحاب احمدؒ کے نزدیک اس میں جواز کی گنجائش ہے، پس تحرز احوط ہے اور جہاں ابتلاء شدید ہو توسع کیسا جا سکتا ہو۔

Scanned by CamScanner

📖 القواعد الفقهية (المكتبة الأشرفية) ص ١١٤ : ٢٨٨- قاعدة ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه (مج) -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤٤٦ : والحيلة في جوازه أن يبيع نصف البقرة منه بثمن ويبرئه عنه ثم يأمر باتخاذ اللبن والمصل فيكون بينهما -

পারিশ্রমিক নিয়ে গরুর লালন-পালন

প্রশ্ন : আমরা জানি, গ্রামে যে গরু বর্গা দেওয়া হয় তা নাজায়েয। যেমন–জায়েদ বকরকে লালন-পালন করার জন্য একটি গাভি বর্গা দিল। যখন গাভি বাচ্চা দিল বাচ্চা বকরের, গাভি জায়েদের। এখন প্রশ্ন হলো, এখন যদি আমি এ পদ্ধতি অবলম্বন করি যে লালন-পালনকালীন সময়ের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে আরো অতিরিক্ত দুই-তিন শ টাকা যদি জায়েদকে দেওয়া হয় তাহলে এই বর্গা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে প্রশ্নে বর্ণিত দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গরু লালন-পালন করতে দেওয়া বৈধ হবে এবং নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়ার পর অতিরিক্ত কিছু দেওয়া আপত্তিকর নয়। (১৬/৩৭)

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٧/ ٥٩٥ : في «الأصل» : وإذا استأجر الرجل راعياً يرعى معلوماً له مدة معلومة، بأجر معلوم، فهذا جائز، ويكون الراعي أجيراً مشتركاً؛ لأنه أوقع العقد على العمل لما ذكر العمل أولاً، إلا إذا قال: على أن لا ترعى غنم غيري مع غنمي، فحينئذ يصر أجير وحد. وقد مر هذا في أول هذا الفصل ولو كان استأجره مدة معلومة على أن يرعى غنماً معلوماً له بأجر معلوم، فهو جائز، ويكون أجير وحد لأنه أوقع العقد في حقه على المدة، لما ذكر المدة أولاً-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٢١ : [فروع] الزيادة في الأجرة من المستأجر تصح في المدة وبعدها.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٢١ : (قوله تصح) أيإن كانت من خلاف جنس ما استأجره فلو من جنسه فلا بخلاف الزيادة من جانب المؤجر فتجوز مطلقا ط عن الهندية ملخصا. (قوله وبعدها) صوابه لا بعدها كما هو في الأشباه والمنح؛ لأن محل العقد قد فات

Scanned by CamScanner

والمراد بعد مضي كلها. أما مضي بعضها، فقال في خزانة الأكمل: لو استأجر دارا شهرين أو دابة ليركبها فرسخين فلما سكن فيها شهرا أو سافر فرسخا زاد في الأجرة فالقياس أن تعتبر الزيادة لما بقي.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دارالعلوم کراچی) ۳/ ۵۴۱ : الجواب- یہ صورت جائز نہ ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ معاملہ اس طرح کیا جائے کہ دو بیلوں کی خدمت اور تربیت سال پھر تک کرنے کی اجرت مثل (۲۰) روپے طے کیا جائے اور چارہ ساٹ روپے طے کیا جائے کہ ہم تم کو سال پھر کے بعد اسی (۸۰) روپیہ اس طرح دیگی کہ ان میں سے ۲۰ روپیہ خدمت کی اجرت ہوگی اور ساٹ روپیہ چارہ کی قیمت ہوگی اس طرح زمانی معاملہ طے کر کے پھر چاہے ۸۰ روپے پیشگی دے دینے چاہئیں یہ جائز ہے۔

গরুর খাদ্য ও চিকিৎসা খরচ কে বহন করবে

প্রশ্ন : আমি তিনটি গরু কিনে কোরবানী ঈদের আগে বর্গা দিই এ পদ্ধতিতে যে, গরু বিক্রয় করার পর লভ্যাংশের অর্ধেক মালিকের হবে আর বাকি অর্ধেক বর্গা গ্রহণকারীর হবে। মালিক যদি গরুর খাওয়া এবং চিকিৎসা বাবদ খরচ করে সে খরচ বর্গা গ্রহণকারী থেকে নিতে পারবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত গরু বর্গার পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত নয় বিধায় এভাবে গরু বর্গা দেওয়া শরয়ী দৃষ্টিকোণে নাজায়েয ও অবৈধ। যদি এভাবে বর্গা দিয়ে থাকে তাহলে বর্গাদাতা পূর্ণ লভ্যাংশের মালিক হবে এবং গরুর খাওয়া ও চিকিৎসা খরচ সম্পূর্ণ তাকেই দিতে হবে। তবে বর্গাগ্রহীতা তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। (১০/৩৫০/৩১৩১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٤٥- ٤٤٦ : دفع بقرة إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافا فالإجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة علفه إن علفها من علف هو ملكه لا ما سرحها في المرعى ويرد كل اللبن إن كان قائما، وإن أتلف فالمثل إلى صاحبها لأن اللبن مثلي، وإن اتخذ من اللبن مصلا فهو للمتخذ ويضمن مثل اللبن لانقطاع حق المالك بالصنعة، والحيلة في جوازه أن يبيع نصف البقرة منه بثمن ويبرئه عنه ثم يأمر باتخاذ اللبن والمصل فيكون بينهما وكذا لو دفع الدجاج على أن يكون البيض بينهما أو بزر الفيلق على أن يكون

Scanned by CamScanner

الإبريسم بينهما لا يجوز والحادث كله لصاحب الدجاج والبزر. كذا في الوجيز للكردري.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٥/ ٢٧٨ : بخلاف دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة بنصف الزوائد؛ لأنه لا أثر للعمل فيها في حصول الزيادة فلم تتحقق الشركة مع أنه ليس فيها عرف۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ٦/ ٣٥١ : الجواب- حیوان کو مضاربت پر دینا عقد فاسد ہے ہاں اگر حیوان کو دیتے وقت یہ کہدے کہ اس جانور کو بیچ دو اور اس رقم پر عمل مضاربت کرو تو یہ جائز ہے۔

গরু লালন-পালনের একটি বৈধ পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমরা জানি, গরু-ছাগল বর্গা দেওয়া নাজায়েয। তবে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে শরীয়ত কর্তৃক কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কি না? থাকলে জায়েয পদ্ধতি কী?

আমি আব্দুর রহীম থেকে ১০০০০ টাকা ব্যবসার জন্য এ চুক্তিতে নিলাম যে যত মুনাফা হবে তা অর্ধেক অর্ধেক বণ্টন করব। টাকা নিয়ে আমি বাজারে গেলাম এবং ১০০০০ টাকা দিয়ে একটি গাভি খরিদ করলাম। এখন তার লালন-পালনের কিছুদিন পর বাচ্চা দিল। দুই বছর পর বাচ্চা বিক্রি করে ৬০০০ টাকা পেলাম। চুক্তি অনুযায়ী আব্দুর রহীমকে ৩০০০ টাকা দিয়ে দিলাম বাকি ৩০০০ টাকা আমি নিলাম। যেহেতু অর্ধেক লাভের চুক্তি ছিল তাই আমি যে দুধ গাভি থেকে পেয়েছি তার অর্ধেক দুধ তথা চার কেজি থেকে দুই কেজি, যেদিন দুই কেজি পেয়েছি সেদিন এক কেজি আব্দুর রহীমের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতাম। এখন প্রশ্ন হলো, এ পদ্ধতি শরীয়তসম্মত কি না? যদি শরীয়তসম্মত না হয় তাহলে আমি একজন চাষি হিসেবে গরু-ছাগল ছাড়া অন্য ব্যবসার সুযোগ নেই বিধায় কী পদ্ধতি অবলম্বন করলে শরীয়তসম্মত হবে?

উত্তর : যদি টাকাদাতা ও গ্রহীতা হালাল জিনিসের ব্যবসা করে লাভ হলে নির্ধারিত অংশ উল্লেখ করে চুক্তি করে, তা শরীয়তসম্মত। তাই গাভি খরিদ করে যদি দুধ-বাছুর ইত্যাদি যা লাভ হয় তা চুক্তি মোতাবেক ভাগ করে নেয় তবে জায়েয। এ ক্ষেত্রে লোকসান হলে টাকার মালিক টাকা হারাবে আর শ্রমিকের শ্রম যাবে। (৮/৭১৯)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/ ٦٤٨ : (ويملك المضارب في المطلقة) التي لم تقيد بمكان أو زمان أو نوع (البيع) ولو فاسدا بنقد ونسيئة متعارفة، والشراء والتوكيل بهما -

Scanned by CamScanner

📖الهداية ٣/ ٢٠١ : قال: "وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع" لإطلاق العقد والمقصود منه الاسترباح ولا يتحصل إلا بالتجارة، فينتظم العقد صنوف التجارة وما هو من صنيع التجار، والتوكيل من صنيعهم، وكذا الإبضاع والإيداع والمسافرة -

পশুপাখি বর্গা দেওয়ার নিয়ম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে অনেক প্রকারের পশুপাখি অনেকভাবেই বর্গা দিয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো, ইসলামী শরীয়ত মতে গবাদি পশুপাখি বর্গা দেওয়ার কোনো সঠিক নিয়ম আছে কি না? এবং তা কী?

উত্তর : পশু বর্গা দেওয়ার সহীহ পদ্ধতি কিতাবে এরূপ উল্লেখ রয়েছে যে, মালিক বর্গাগ্রহীতার নিকট অর্ধেক জন্তু বিক্রি করে তাকে এ পশুতে শরীক করে নেবে। এমতাবস্থায় বিক্রির মূল্যকে চরানোর মজুরি ও আহারের মূল্য বাবদ কর্তন করে দেবে। পরবর্তীতে ওই জন্তুর সব ধরনের লাভে উভয়ে সমানভাবে শরীক হয়ে যাবে। (১৪/৯০৮)

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ /٣٣٥ : في القنية وعلى هذا إذا دفع البقرة إلى إنسان بالعلف ليكون الحادث بينهما نصفين فما حدث فهو لصاحب البقرة ولذلك الرجل مثل العلف الذي علفها وأجر مثله فيما قام عليها وعلى هذا إذا دفع دجاجة إلى رجل بالعلف ليكون البيض بينهما نصفين، والحيلة في ذلك أن يبيع نصف البقرة من ذلك الرجل ونصف الدجاجة ونصف بذر الفليق بثمن معلوم حتى تصير البقرة وأجناسها مشتركة بينهما فيكون الحادث منها على الشركة -

পাল দেখিয়ে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে গবাদি পশু না থাকায় এক ব্যক্তি ষাঁড় দিয়ে গাভিওয়ালাদের নিকট হতে টাকা নিচ্ছে। এ টাকা ওই ব্যক্তির জন্য শরীয়ত মতে বৈধ কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : পশুপাখির প্রজন্মের জন্য পাল ধরার প্রয়োজন থাকলেও যেহেতু তার আনুষ্ঠানিকতা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য কাজ, তাই তার বিনিময় নেওয়া নিষেধ। বিনিময় ছাড়া ষাঁড় না পাওয়া গেলে ইনজেকশন ব্যবহার করা উত্তম। (৭/৮৩০)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) (٢٢٨٤) : عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٥٥ : (لا تصح الإجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥٥ : (قوله لا تصح الإجارة لعسب التيس) ؛ لأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال.

Scanned by CamScanner

باب إجارة الأراضي والأشجار

পরিচ্ছেদ : জমি ও গাছগাছালির ইজারা

সেচের বিনিময়ে ক্ষেতের ফসল

প্রশ্ন : ধান চাষাবাদের মৌসুমে জমিওয়ালা চাষাবাদের জন্য পানির প্রয়োজনে সেচ প্রকল্প থেকে পুরো মৌসুমে উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফসলের বিনিময়ে পানি গ্রহণ করে এবং সেচ প্রকল্পকারীও উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে পানি প্রদান করে। এ ধরনের চুক্তির ভিত্তিতে জমিওয়ালা ও সেচ প্রকল্প মালিকের পানি দেওয়া-নেওয়া চুক্তিটি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

উত্তর : সেচ প্রকল্পের মালিক ও জমিওয়ালা ক্ষেত্রে পানি দেওয়ার বিনিময়ে ফসলের অংশ নেওয়ার চুক্তি করা বৈধ নয় বিধায় উক্ত চুক্তিটি ভেঙে দিতে হবে। তবে যদি চুক্তি ভঙ্গ না করে জমিতে পানি দিয়ে দেয় তাহলে সেচ প্রকল্প মালিক পানির ন্যায্য বিনিময় পাবে। (১৯/১২৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٢٧٩-٢٧٨ : (وقوله ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت) قال في الخانية: لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت، وكذا لو من أحدهم البذر فقط أو البقر.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۱۸۸ : یہ معاملہ شرکت ہے نہ مزارعت ہے بلکہ مزارعت فاسدہ... ....- قلت فشركة غير صاحب البقر مما كان شيئ له سوى آلة الماء فساده بالأولى.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۳۷۸ : الجواب- پانی کے عوض فصل کا حصہ لینا جائز نہیں، کل پیداوار مالک اور مزارع کے درمیان برابر تقسیم ہوگی اور عشر بھی ان دونوں پر واجب ہوگا، ٹیوب ویل کے مالک کو اجر مثل بصورت نقد ملے گا۔

ফসলের বিনিময়ে সেচ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় ফসলের জমিতে এ চুক্তিতে পানি সেচ দেওয়া হয় যে জমিতে যে ফসল উৎপাদন হবে তা থেকে এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশ পানি সেচকারীকে দেওয়া হয়, এ চুক্তি জায়েয কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইজারা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিনিময়ের পরিমাণ নির্ধারিত থাকা। উল্লিখিত পদ্ধতিতে যেহেতু ফসলের একটি অংশকে বিনিময় নির্ধারণ করা হয়েছে, যার কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই। কারণ ফসল বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে, অথবা একেবারে নাও হতে পারে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত চুক্তির মাধ্যমে উক্ত ইজারা সহীহ হবে না। (১৮/৭০০)

📖 الدر المختارمع الرد (سعيد) ٦/ ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٢٧٩-٢٧٨ : (وقوله ومتى دخل ثالث فأكثر بحصة فسدت) قال في الخانية: لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده فسدت، وكذا لو من أحدهم البذر فقط أو البقر -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۳۷۸ : الجواب- پانی کے عوض فصل کا حصہ لینا جائز نہیں، کل پیداوار مالک اور مزارع کے درمیان برابر تقسیم ہوگی اور عشر بھی ان دونوں پر واجب ہوگا، ٹیوب ویل کے مالک کو اجر مثل بصورت نقد ملے گا۔

সেচের বিনিময়ের বৈধ পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় মেশিনওয়ালারা জমিতে মেশিন দিয়ে পানি দেয়। আর জমির মালিকেরা উক্ত মেশিনের পানি দিয়ে ধান আবাদ করে। তাদের মধ্যে এভাবে চুক্তি হয় যে মেশিনওয়ালা জমি থেকে এক-চতুর্থাংশ ধান পাকার পর কেটে নিয়ে যাবে। আর অবশিষ্টগুলো জমির মালিক নেবে। প্রশ্ন হলো, এভাবে ধান নেওয়া জায়েয আছে কি না? পক্ষান্তরে কিছু কিছু জায়গা এমন আছে, যেখানে জমির মালিক মেশিনের ভাড়া হিসেবে টাকা দিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের এলাকার মেশিনের মালিকেরা টাকা নেয় না। যেহেতু টাকার মধ্যে লাভ কম হয়। এমতাবস্থায় আমরা কী পন্থা অবলম্বন করতে পারি?

উত্তর : কোনো বস্তু ভাড়া দেওয়া সহীহ হওয়ার জন্য তার সময় ও ভাড়া নির্দিষ্ট হওয়া শর্ত। প্রশ্নোল্লিখিত মেশিনের ভাড়াস্বরূপ ধানের এক-চতুর্থাংশ ধার্য করা ভাড়া অনির্দিষ্ট হওয়ায় এমন লেনদেন সহীহ নয়। পক্ষান্তরে যারা মেশিনের ভাড়া হিসেবে টাকা দিয়ে দেয় তাদের লেনদেন সহীহ বিধায় সকলকেই এ পন্থা অবলম্বন করা দরকার। (১২/৫৬৪)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖 فيه أيضا ٦/ ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۳۷۸ : الجواب- پانی کے عوض فصل کا حصہ لینا جائز نہیں، کل پیداوار مالک اور مزارع کے درمیان برابر تقسیم ہوگی اور عشر بھی ان دونوں پر واجب ہوگا، ٹیوب ویل کے مالک کو اجر مثل بصورت نقد ملے گا۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۲۵۳/۶ :صورت مسئولہ میں مدت اور اجرت دونوں متعین ہے اور جب اجرت اور مدت متعین ہو تو ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی لہذا ایسا معاملہ کرنا درست ہے۔

ফসলের বিনিময়ে সেচের বৈধ পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় আগে প্রচলন ছিল মেশিনের সেচের পানি দিয়ে জমিতে ধান লাগানো হতো, আর মেশিনওয়ালাকে এককালীন নির্ধারিত টাকা ভাড়া হিসেবে দেওয়া হতো। যেমন–এক বিঘা জমি বাবদ ৫০০ টাকা ভাড়া হিসেবে দেওয়া হতো। কিন্তু মেশিনওয়ালা যখন নির্ধারিত টাকা পায় তখন ঠিকমতো পানি দেয় না, যার ফলে জমিওয়ালা এবং মেশিনওয়ালার মধ্যে অনেক ঝগড়া-বিবাদ হতো। এ কারণে পরবর্তীতে এ প্রচলন হলো যে জমির মধ্যে যা ধান হবে তার থেকে একটা নির্ধারিত অংশ মেশিনওয়ালাকে দেওয়া হবে। যেমন–বর্তমানে $^{১}/_{৪}$ ধান দেওয়া হয় এবং জমির ফসলের নির্ধারিত অংশ দেওয়া যখন ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেছে তাই এ দুই কারণে জমির ফসল দিয়ে মেশিনের ভাড়া দেওয়া বর্তমানে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে সেচকৃত জমিতে উৎপন্ন ফসলের চার ভাগের এক ভাগ পানি সেচের বিনিময় নির্ধারণ করা জায়েয হবে না। তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান বিনিময় হিসেবে ধার্যকরত পানি দেওয়া এবং ওই পরিমাণ ধান পরবর্তীতে সেচকৃত জমি থেকে উসূল করা সহীহ হবে। সেচকৃত জমির ধানের শর্ত করা সহীহ হবে না। (১০/১৯৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ / ٤٤٤ : صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن به الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقها أو يستأجر إنسانا ليطحن له الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه أو ما أشبه ذلك فذلك فاسد والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز

Scanned by CamScanner

أن يشترط صاحب الحنطة قفيزا من الدقيق الجيد ولم يقل من هذه الحنطة أو يشترط ربع هذه الحنطة من الدقيق الجيد لأن الدقيق إذا لم يكن مضافا إلى حنطة بعينها يجب في الذمة والأجر كما يجوز أن يكون مشارا إليه يجوز أن يكون دينا في الذمة ثم إذا جاز يجوز أن يعطيه ربع دقيق هذه الحنطة إن شاء -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۳۷۸ : الجواب- پانی کے عوض فصل کا حصہ لینا جائز نہیں، کل پیداوار مالک اور مزارع کے درمیان برابر تقسیم ہوگی اور عشر بھی ان دونوں پر واجب ہوگا، ٹیوب ویل کے مالک کو اجر مثل بصورت نقد ملے گا۔

ধানের বিনিময়ে পানির সেচ

প্রশ্ন : আমি কতগুলো জমি প্রজেক্ট নিলাম এ কথার ওপর যে, আমি তোমাদের জমিতে ধান বের হওয়া পর্যন্ত পানি দেব। তোমরা আমাকে পানির বিনিময়ে প্রতি জমিতে তথা প্রতি কিয়ারে ২ মণ ধান দেবে। আমি যে পানি দেব সে পানির নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ নেই। আমার এ শর্ত শরীয়তসম্মত কি না? যদি না হয় তাহলে কিভাবে করতে হবে?

উত্তর : নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে পানি দেওয়ার নিয়ম-পদ্ধতির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে ওই জমির উৎপাদনের সাথে বিনিময়কে সম্পৃক্ত না করে কোনো নির্দিষ্ট ধরনের নির্দিষ্ট পরিমাণ ধানকে বিনিময় হিসেবে নির্ধারণ করে চুক্তি করা জায়েয হবে। এমতাবস্থায় নিয়ম মোতাবেক পানি দেওয়ার পর ওই জমিতে উৎপাদন না হলেও বিনিময় হিসেবে নির্দিষ্ট ধান আদায় করা জমির মালিকের ওপর জরুরি হবে। (৭/৮০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٥٢ : (قوله وللعرف) ؛ لأن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمام وإن لم يعلم مقدار ما يستعمل من الماء ولا مقدار القعود، فدل إجماعهم على جواز ذلك وإن كان القياس يأباه لوروده على إتلاف العين مع الجهالة -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٤٤ : صورة قفيز الطحان أن يستأجر الرجل من آخر ثورا ليطحن به الحنطة على أن يكون لصاحبها قفيز من دقيقها أو يستأجر إنسانا ليطحن له الحنطة بنصف دقيقها أو ثلثه أو ما أشبه ذلك فذلك فاسد والحيلة في ذلك لمن أراد الجواز أن يشترط صاحب الحنطة قفيزا من الدقيق الجيد ولم يقل من هذه الحنطة -

Scanned by CamScanner

আমবাগানের ভাড়া মালিকের ফসল করার শর্তে

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি কারো কাছ থেকে একটি আমের বাগান পাঁচ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এ শর্তে ভাড়া নিল যে তিন বছর যাবৎ ওই বাগানের যত আম হবে সব আমের সে মালিক হবে। কিন্তু বাগানের মালিক উক্ত সময়ে নিজে জমিতে ফসল করে ভোগ করতে পারবে। প্রশ্ন হলো, এভাবে বাগান ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : আমের জন্য আমগাছ ভাড়া নেওয়া সহীহ নয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে গাছ ভাড়া নিয়ে ফল ভোগ করা জায়েয হবে না। (১৮/৬৩৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤/ ١٧٥ : وإذا عرف أن الإجارة بيع المنفعة فنخرج عليه بعض المسائل فنقول: لا تجوز إجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأن الثمر عين والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين، ولا تجوز إجارة الشاة للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولدها؛ لأن هذه أعيان فلا تستحق بعقد الإجارة-

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٨٩ : وإذا استأجر الرّجل نخلاً أو شجراً على أن يكون ما أثمر للمستأجر لا يجوز؛ لأن هذه إجارة عقدت على استحقاق العين ومحل الإجارة المنفعة دون العين على ما مرّ-

কাঁঠালবাগানের ইজারা

প্রশ্ন : আমি একটি কাঁঠালবাগান এ শর্তে ইজারা নিতে চাই যে, আমি বাগানের মালিককে এককালীন ১০ হাজার টাকা প্রদান করব এবং উক্ত টাকার বিনিময়ে ১০ বছর উক্ত বাগানে যে ফল উৎপন্ন হয় উহা আমি ভোগ করব। ইসলামী শরীয়ত অনুসারে তা জায়েয হবে কি না? অথবা জায়েয হওয়ার কোনো সুরত আছে কি না?

উত্তর : বাগানের গাছ ইজারা নেওয়া-দেওয়া জায়েয নেই বিধায় বাগানের জমির ইজারা নেবে। ইজারাগ্রহীতা ওই জায়গায় ইচ্ছা করলে শাকসবজি করবে বা অন্য কিছু। বাগানের মালিক একটি নির্দিষ্ট সময় বাগানের উপভোগ করার অনুমতি দেবে, তখন জায়েয হবে। (৩/২০)

Scanned by CamScanner

الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤٤٣ : قال محمد - رحمه الله تعالى - في الجامع الصغير رجل استأجر أرضا بدراهم على أن يكربها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها فهذا جائز،

الفقه على المذاهب الأربعة (دار الكتب العلمية) ٣/١٠٣ : ومنها أن لا تكون عيناً مقصودة بعقد الإجارة كما استأجر بقرة من أجل لبنها فغن العقد يتضمن أن المقصود إنما هو استفياء اللبن واللبن عين لا تملك بعقد الإجارة قصداً لأن الأعيان لا تملك بالإجارة إلا تبعاً. ومثل ما إذا استأجرت بستاناً من أجل ثمره -

অগ্রিম ভাড়ায় জমির দীর্ঘমেয়াদি ইজারা

প্রশ্ন : আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে বলি যে, তোমার জমি আমি প্রতি বছর ৫০০ টাকার বিনিময়ে ভাড়া নেব। জমির পরিমাণ এক বিঘা। ২০ বছরের জন্য ১০ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে দিলাম। প্রতি বছর ৫০০ টাকা করে কর্তন করে নেবে। আর যদি কোনো কারণে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে জমি ফেরত নিতে হয় তাহলে অবশিষ্ট বছরগুলোর টাকা ফেরত দিয়ে দেবে। আর নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে টাকা বাড়িয়ে দিয়ে মেয়াদ বাড়িয়ে নেয়। এখন জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত শর্তের সাথে জমি ভাড়া নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি এবং তার শর্তগুলো মেনে ভাড়া দেওয়া-নেওয়া বৈধ আছে। তবে ভাড়ার পরিমাণ মালিকের সম্মতি ও ন্যায্য ভাড়ার অনুকূলে হওয়া জরুরি। (১৭/৪২২)

الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٣٩ : ولا بأس باستئجار الأرض إلى طويل المدة وقصيرها بعد أن تكون معلومة -

জমি ও পুকুরের ইজারা

প্রশ্ন : টাকার বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া ২-৩ বছর জমির ফসল খাবে এত টাকা দেবে, এটা জায়েয আছে কি? অনুরূপ পুকুরে মাছ চাষের জন্য ২-৩ বছর ইজারা দেওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : উল্লিখিত পদ্ধতিতে জমি বা পুকুর ইজারা দেওয়া জায়েয আছে। (১২/৯৬)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/٣٠ : (و) تصح إجارة أرض (للبناء والغرس) وسائر الانتفاعات كطبخ آجر وخزف ومقيلا ومراحا حتى تلزم الأجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم لا بحر۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سیداحمد) ۶/۲۴۵ : الجواب۔ عقد اجارہ میں اگرچہ فصل وغیرہ کا تعین کرنا ضروری ہے بدون تعین کے اجارہ فاسد ہوگا، لیکن اگر مؤجر نے مستاجر کو اس بات کی عام اجازت دی ہو کہ وہ جو چاہیں اس میں کاشت کر سکتا ہے، تو اس صورت میں شرعاً یہ اجارہ صحیح اور درست متصور ہوگا۔

জমি ও পুকুর লিজ দেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : জমি বা পুকুরের মালিক টাকার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জমি বা পুকুর লিজ দেবেন। জমির মালিক এবং গ্রহীতার মধ্যে কিভাবে লেনদেন হবে? নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে কোন নিরিখের আওতায় জমি বা পুকুর মালিক গ্রহীতার কাছ থেকে ফেরত নেবেন?

উত্তর : জমি বা পুকুর নির্দিষ্ট বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ইজারা বা লিজ দেওয়া জায়েয হবে এবং মেয়াদ শেষে জমির মালিক তা ফিরিয়ে নেবে। চুক্তি নবায়ন সাপেক্ষে লিজের মেয়াদ বৃদ্ধিও করা যেতে পারে। (১১/৭৮৪)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٦/ ٢٦٧ : "ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة" لما روينا، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع "وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة"؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة، فتعتبر بثمن المبيع. وما لا يصلح ثمنا يصلح أجرة أيضا كالأعيان.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٥ : لو استأجر دارا سنة فلما انقضت المدة قال ربها للمستأجر فرغها لي اليوم وإلا فعليك كل شهر بألف فجعل بقدر ما ينقل متاعه بأجرة المثل، فإن سكن شهرا فهي بما قال۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۳/۲۵۷ : اسی طرح مالک مکان کو اختیار ہے کہ میعاد ختم ہونے پر جب چاہے کرایہ دار سے مکان خالی کرالے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/۳۱۹ : دوکان ومکان کے مالک کو اختیار ہے کہ جتنی دن کیلئے کرایہ کا معاملہ کیا تھا اس کے گذر جانے پر کرایہ دار سے خالی کرالے۔

Scanned by CamScanner

ভাড়া কম কর্তনে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা

প্রশ্ন : জাহিদ আব্দুল্লাহকে ২০ হাজার টাকা দিয়েছে ১ বিঘা জমির ওপর ৪০ বছরের জন্য এবং বলে দিয়েছে যে ৪০ বছর পর জমি আব্দুল্লাহকে ফেরত দেবে এবং কারো কাছে কেউ কোনো কিছু পাবে না। আর যদি ৪০ বছরের পূর্বেই আব্দুল্লাহ জমি ফেরত নিতে চায় তাহলে প্রতি বছরে ৫০০ টাকা কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা ফেরত দেবে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত লেনদেন জায়েয হবে কি না? উক্ত পদ্ধতি বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে পরিচিত, কোথাও খায়খালাসি বলে, কোনো জায়গায় বন্ধক বলে। প্রশ্ন হলো, নামের পরিবর্তনের কারণে জায়েয বা নাজায়েজ হবে কি না? যদি জমির ভাড়া খুব কম কর্তনের ওপর উভয়ে রাজি হয়, যা সাধারণত ভাড়া হিসেবে উরফে মেনে নেয় না তাহলে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কোনো জমিকে তুলনামূলক রেয়াতি ভাড়ায় দীর্ঘমেয়াদি ইজারার ওপর নেওয়া শরীয়তের আলোকে জায়েয বলে বিবেচিত হবে। তবে নামেমাত্র কেরায়া নির্ধারণ করা, যা সমাজে প্রচলিত কেরায়ার চেয়ে অনেক কম নাজায়েয হবে। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিটি মূলত দীর্ঘমেয়াদি ইজারার অংশ। তাই উক্ত পদ্ধতিটি জায়েয হবে। এটার নাম বন্ধক রাখা হোক বা অন্য নাম রাখা হোক। এর দ্বারা হুকুমের কোনো পরিবর্তন হবে না। (১২/৬০৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٣٠٤/٧ : (قوله والأراضي للزراعة إن بين ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاء) أي صح ذلك للإجماع العملي عليه ولا بد من البيان لأنها تستأجر للزراعة وغيرها وما يزرع فيها متفاوت فلا بد من التعيين كيلا تقع المنازعة وترتفع بتفويض الخيرة إليه أيضا وإلا فهي فاسدة للجهالة وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المسمى لارتفاعها-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۴۷ :جواب-یہ صورت کہ چار سو روپیہ میں زمین چالیس سال کیلئے رہن رکھی اور زمین سے رہن پر لینے والا نفع اٹھاتا رہے ناجائز ہے، ہاں یہ دونوں اس بات پر راضی ہوں کہ چالیس سال کے لئے دس روپیہ فی سال کے حساب سے کرایہ پر دی تو یہ جائز ہوگا اور اگر چالیس سال سے پہلے زمین واپس لے تو اتنی مدت کا کرایہ واپس کردے جتنی مدت پہلے زمین واپس لی ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳۱۵/۱۱ :الجواب-حامداو مصلیا، یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں کیونکہ یہ رہن کی صورتیں ہیں اور رہن میں راہن کو یا مرتہن کو انتفاع کا حق نہیں ہوتا کما ہو مصرح فی کتب الفقہ۔ جواز کی صورت یہ ہے کہ زمین اجارہ پر دیدی جائے اور مدت اجارہ متعین کرکے جس قدر روپیہ کی ضرورت ہے بطور اجرت پیشگی وصول کیا جاوے

Scanned by CamScanner

اور اس مدت تک وہ شخص کھیتی وغیرہ کرکے زمین سے نفع حاصل کرکے پھر واپس کردے۔

📖 فیہ ایضا ۳۸۱/۱۳ :الجواب-حامداومصلیا، یہ رہن نہیں بلکہ اجارہ ہے، یعنی زید نے اپنی زمین چار سال کیلئے عمر کو کرایہ پر دی ہے کہ وہ اس میں چائے کاشت کرے اور اس کا کرایہ چار سو روپے پیشگی وصول کرلیا، پس یہ چار سو روپے بطور اجرت زمین زید کی ملکیت ہوگیا عمر کا نہیں رہا۔ نہ عمر کو اس کے واپس لینے کا حق رہا اور زمین پر چار سال تک کیلئے عمر کو حق کاشت حاصل ہوگیا، اس معاملہ کا نام رہن رکھنا غلط ہے اگر یہ رہن ہوتا اور چار سو روپے قرض ہوتا تو زید کے ذمہ قرض کی واپسی لازم ہوتی۔ لان الاقراض تقضی بامثالھا کذافی الدر المختار۔ اور زمین سے عمر کو بذریعہ کاشت نفع حاصل کرنا جائز نہ ہوتا؛ کیونکہ نفع بعوض قرض ہوتا اور کل قرض جر نفعا فھو حرام کے تحت یہ نفع اٹھانا حرام ہوتا اب ایسا نہیں بلکہ یہ معاملہ بصورت اجارہ درست ہے، ہاں یہ لحاظ رہے کہ ایسی زمین کا چار سال کا کرایہ عرفا وعادتا بھی چار سو روپیہ ہی ہوتا ہو یا معمولی کمی بیشی ہو تو وہ قابل گرفت نہیں۔

নামমাত্র বিনিময়ে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা

প্রশ্ন : আমি ১০ শতাংশ জমি ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ভাড়া নিলাম ৫০ বছরের জন্য। প্রতি বছর ১০০ টাকা কর্তন। প্রশ্ন হলো, মালিক এ সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ব্যবহৃত সময়ের টাকা কেটে বাকি টাকা ফেরত দিতে পারবে কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলাটি একটি দীর্ঘমেয়াদি ইজারা, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। কিন্তু কোনো বিহীত কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ইজারা ভঙ্গ করে ব্যবহৃত সময়ের টাকা কেটে রেখে বাকি টাকা ফেরত দেওয়া বৈধ নয়। হ্যাঁ উভয়ের সম্মতিক্রমে হলে বৈধ হবে। তবে এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি ইজারাতে নিয়মতান্ত্রিক বিনিময়ের পরিবর্তে নামেমাত্র বিনিময় নির্ধারণ জায়েয হবে না। (১২/১৩৯)

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ۳۸۲/۲ : ولو قدم أجرة شهرين أو ثلاثة وقبض الأجرة لا يكون لواحد منهما الفسخ فيما عجل. (وإن آجرها) أي الدار (سنة بكذا صح، وإن) وصلية (لم يبين قسط كل شهر) ؛ لأن المنفعة صارت معلومة ببيان المدة، والأجرة معلومة فتصح وتقسم الأجرة على الأشهر على السواء ولا يعتبر تفاوت الأسعار باختلاف الزمان.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٦ : (قوله ببيان المدة) ؛ لأنها إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوما (قوله وإن طالت) أي ولو كانت لا يعيشان إلى مثلها عادة، واختاره الخصاف، ومنعه بعضهم بحر. وظاهر إطلاق المتون ترجيح الأول.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤٣٩/٤ : ولا بأس باستئجار الأرض إلى طويل المدة وقصيرها بعد أن تكون معلومة كما إذا استأجرها عشر سنين أو أكثر هذا إذا كانت مملوكة.

📖 فيه أيضا ٤٥٨/٤ : الإجارة تنقض بالأعذار عندنا وذلك على وجوه إما أن يكون من قبل أحد العاقدين أو من قبل المعقود عليه.

📖 وفيه أيضا ٤٥٨/٤ : وإذا تحقق العذر ومست الحاجة إلى النقض هل يتفرد صاحب العذر بالنقض أو يحتاج إلى القضاء أو الرضاء اختلفت الروايات فيه والصحيح أن العذر إذا كان ظاهرا يتفرد، وإن كان مشتبها لا يتفرد. كذا في فتاوى قاضي خان.

মাছ ধরার জন্য জমির ইজারা

প্রশ্ন : গ্রামাঞ্চলে নিচু ভূমিতে বর্ষার পানিতে ভেসে আসা মাছ সকল জমিওয়ালা ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে জেলেদের নিকট জমি ইজারা দিয়ে তাদের থেকে ইজারার ওপর আদায়কৃত টাকাসমূহ মসজিদ বা অন্য কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে খরচ করা বৈধ কি না?

উত্তর : মাছ ধরার উদ্দেশ্যে জমি ইজারা দিয়ে অর্থ উপার্জন করা ব্যাপক প্রচলনের কারণে জায়েয বিধায় এ ধরনের ইজারার টাকা বৈধ হবে এবং ওই টাকা কোনো দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে খরচ করা সহীহ হবে। (১১/৭৬)

📖 صحيح مسلم (٢٢٤) : عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة».

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤٤١/٤ : ولا يجوز إجارة ماء في نهر أو قناة أو بئر، وإن استأجر النهر والقناة مع الماء لم يجز أيضا لأن فيه استهلاك العين أصلا والفتوى على الجواز لعموم البلوى -

ধানের বিনিময়ে জমির ইজারা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় জমি নির্দিষ্ট মেয়াদে অপর ব্যক্তিকে এ শর্তের ওপর দেয় যে তুমি তাতে চাষাবাদ করো আর না করো অথবা তুমি তা থেকে ফসল পাও বা নাই পাও, আমাকে প্রতি মৌসুমের শেষে ৫ মণ ধান দিতেই হবে। উল্লিখিত ইজারার অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? না হলে তার শরয়ী পদ্ধতি কী?

উত্তর : টাকার বিনিময়ে যেমন জমি ইজারা নেওয়া জায়েয, তেমনিভাবে নির্দিষ্ট ফসলের বিনিময়েও জমি ইজারা নেওয়া জায়েয। তাই প্রশ্নে পদ্ধতি শরয়ী দৃষ্টিকোণে জায়েয হবে। (১১/৮৩৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤١٢/٤ : وما صلح أن يكون ثمنا في البيع كالنقود والمكيل والموزون صلح أن يكون أجرة في الإجارة وما لا يصلح ثمنا صلح أجرة أيضا كالأعيان مثل العبيد والثياب، كذا في الكافي. إن كان الأجر دراهم أو دنانير فلا بد من بيان القدر أنه كذا... ... وإن كان الأجر كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا يشترط فيه بيان القدر والصفة-

📖 الخانية مع الهندية (زكريا) ٣١٦/٢ : ولو كانت فى يد المستاجر فلم يزرعها حتى مضت السنة كانت عليه الأجر وكذالك لو زرع البعض ولم يزرع البعض-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲۹۸/۱۱ : الجواب- حامداومصلیا، یہ مزارعت نہیں ہے بلکہ زمیں کرایہ پر دینا ہے اور ۵۰ من دھان اجرت ہے خواہ دھان کی کاشت کرے یا کسی اور چیز کی یا بالکل ہی کاشت نہ کرے یہ معاملہ شرعادرست ہے جیسا کہ ۵۰ روپیہ کو اجرت قرار دینا درست ہے۔

কর্তনের শর্তে জমির ইজারা

প্রশ্ন : আমার টাকার প্রয়োজন, তাই আমার জমি কারো কাছে ইজারায় দিয়ে তার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিলাম এবং ইজারার মেয়াদ নির্ধারণ করে দিলাম এবং তাকে

Scanned by CamScanner

বলে দিলাম তোমার এ টাকা থেকে আমার জমির ইজারা বাবদ প্রতি বছর ১০০ টাকা কর্তন যাবে। এভাবে কর্তন করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে ইজারা নামের যে পদ্ধতির লেনদেনের উল্লেখ করা হয়েছে তা শরীয়ত প্রবর্তিত ইজারা হিসেবে গণ্য করার সুযোগ নেই বিধায় এ চুক্তিকে জায়েয বলা যায় না। (১৩/২৭০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖 فيه أيضا ٦/ ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٠٢/٤ : (قوله: فلا يجوز بالأقل) أي لا يصح إذا كان بغبن فاحش كما يأتي قال في جامع الفصولين إلا عن ضرورة وفي فتاوى الحانوتي شرط إجارة الوقف بدون أجرة المثل إذا نابته نائبة أو كان دين. اهـ

জমি বেদখল হয়ে গেলে ইজারাদার ভাড়া ফেরত পাবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি কিছু জমি চাষ করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার বিনিময়ে ইজারা দিয়েছে। ইজারা দেওয়ার সময় ইজারাদারকে এ কথা বলা হয়েছে যে ওই জমিনের ওপর কিছু লোকের জবরদখল করার আশঙ্কা আছে। তাই আপনি তা প্রতিরোধ করে চাষ করতে পারলে নিন। না হয় আমি অন্য শক্তিশালী লোককে ইজারা দেব যে এ ধরনের আক্রমণ প্রতিরোধ করে চাষ করতে পারবে। তখন ওই ব্যক্তি বলল যে আমার এ রকম শক্তি আছে কেউ আমার থেকে জবরদখল করে চাষ করতে পারবে না। কিন্তু চাষ করার সময় সে জমি রাখতে পারল না। তার কাছে থেকে জোর করে জমি নিয়ে গেল। প্রশ্ন হলো, ওই ইজারাদার মালিকের কাছ থেকে ইজারার টাকা ফেরত পাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইজারাদার যদি ইজারাকৃত জায়গা থেকে উপকৃত হতে না পারে তাহলে ওই জায়গার কেরায়া দিতে হবে না। প্রশ্নে বর্ণিত শর্ত শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়ে ইজারাদার যে টাকা মালিককে দিয়েছে তা ফেরত নেবে। (৩/৯১)

📖الهداية ٣/٢٣١ : قال: "فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة"؛ لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع، فإذا فات التمكن فات التسليم، وانفسخ العقد فسقط الأجر-

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤١٣ : فإن عرض في المدة ما يمنع الانتفاع كما إذا غصبت الدار من المستأجر أو غرقت الأرض المستأجرة أو انقطع عنها الشرب أو مرض العبد أو أبق سقطت الأجرة بقدر ذلك، كذا في محيط السرخسي-

📖درر الحكام ١/٥٠٩ (٤٥٧) : يشترط أن تكون المنفعة ممكنة الحصول بناء عليه لا يصح إيجار الدابة الضالة... ... لأنه لما كان الغرض من الإجارة الانتفاع بالماجور مدة الإجارة فإذا لم يكن الانتفاع به ممكنة فى مدة الإجارة كانت غير جائزة كذلك التمكن فى استئجار الأراضى من زراعتها شرط-

পুকুর বা জলাশয় লিজ নেওয়া

প্রশ্ন : পুকুর বা জলাশয় সরকার বা কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে লিজ নিয়ে চাষাবাদ করলে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : পুকুর বা জলাশয় লিজ নিয়ে চাষাবাদ করার মধ্যে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না। (১/৩৬৭)

📖الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٥/٣٨١٠ : وتصح الإجارة على أي مدة طالت أو قصرت وهو قول أكثر العلماء ومنهم الشافعية على الصحيح.

Scanned by CamScanner

📖فيه أيضا ٣٨١٠/٥ : يقول الحنفية: تصح الإجارة على أي مدة معلومة سواء أكانت طويلة أم قصيرة، لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوماً-

অর্ধেক লাভ দেওয়ার শর্তে পুকুর লিজ নেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি একটি পুকুর এ মর্মে লিজ নিতে চায় যে, ওই পুকুরে মাছ চাষ করা হবে এবং এর লভ্যাংশের অর্ধেক পুকুরের মালিককে পুকুরের ভাড়া হিসেবে প্রদান করা হবে। এ পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কি না?

উত্তর : কোনো জিনিস লিজ নেওয়ার জন্য তার সময়সীমা এবং ভাড়া নির্ধারিত হওয়া লিজ বৈধ হওয়ার পূর্বশর্ত। প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যেহেতু ভাড়া নির্ধারিত নয়, সেহেতু উল্লিখিত মু'য়ামালা অবৈধ এবং বর্জনীয়। তবে পুকুরের ভাড়া এবং মেয়াদকাল নির্ধারণ করে নিলে বৈধ হবে। (১০/৯৫)

📖الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٤٦ : (تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل.

📖فيه أيضا ٦/ ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٥٠٠ : الإجارة على العمل إذا كان معلوما صحيحة بدون بيان المدة والإجارة على المدة لا تصح إلا ببيان نوع العمل-

লিজ নেওয়া জমি নদীভাঙনের শিকার হলে ভাড়া দিতে হবে না

প্রশ্ন : মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফকৃত অকেজো ভূমি, যা বছরে একবারও কাজে আসে না; এক ব্যক্তি ১০ মণ ধানের পরিবর্তে ওই ভূমি ইজারা নিল। কিন্তু ওই ভূমি থেকে উপকৃত হওয়ার পূর্বে নদীর পাশে ভূমি হওয়ার কারণে পানির নিচে চলে গেল। এখন

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন হচ্ছে, ভূমি থেকে উপকৃত না হওয়া সত্ত্বেও মসজিদে ধার্য করা ১০ মণ ধান দিতে হবে কি? নাকি অন্য কোনো পদ্ধতি আছে?

উত্তর : ইজারার ওপর নেওয়া জমি চাষাবাদ করে উপকৃত হওয়ার পূর্বে চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়লে যথা–পানিতে ডুবে গেলে ধার্যকৃত কেরায়া আদায় করতে হবে না। (১০/৫৫৮)

📖رد المحتار (سعيد) ٦/ ٧٦ : فإذا استأجرها للزراعة فاستلم الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده.

قلت: وهو ما اعتمده في الولوالجية، لكن جزم في الخانية برواية عدم سقوط شيء حيث قال: أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الأجر؛ لأنه قد زرع، ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه اهـ

Scanned by CamScanner

باب المزارعة
অধ্যায় : জমি বর্গা

বর্গা চাষের হুকুম

প্রশ্ন : জমির বর্গা চাষ করানো জায়েয কি না?

উত্তর : জমির মালিক নিজেই চাষ করবে। যদি নিজে চাষ করতে না পারে বর্গা চাষ করানো জায়েয। চাষি চাষ করে মালিককে চুক্তি অনুসারে ফসলের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ আদায় করবে। (৩/৪/৩৮৬)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ١٤٢ (٢٣٢٨) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبره: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر، وعشرون وسق شعير»، فقسم عمر خيبر «فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن»، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٧/ ٩٩ : وقالا: هي جائزة لما روي "أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع" ولأنه عقد شركة بين المال والعمل فيجوز اعتبارا بالمضاربة والجامع دفع الحاجة، فإن ذا المال قد لا يهتدي إلى العمل والقوي عليه لا يجد المال، فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما بخلاف دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة بنصف الزوائد لأنه لا أثر هناك للعمل في تحصيلها فلم تتحقق شركة.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٢٧٤- ٢٧٦ : (هي) لغة مفاعلة من الزرع. وشرعا (عقد على الزرع ببعض الخارج) وأركانها أربعة: أرض، وبذر، وعمل، وبقر (ولا تصح عند الإمام) ؛ لأنها كقفيز الطحان (وعندهما تصح، وبه يفتى) للحاجة، وقياسا على المضاربة (بشروط) ثمانية (صلاحية الأرض للزرع وأهلية العاقدين، وذكر المدة) أي مدة متعارفة، فتفسد بما لا يتمكن فيها منها، وبما لا

Scanned by CamScanner

يعيش إليها أحدهما غالبا، وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة، ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى مجتبى وبزازية، وأقره المصنف (و) ذكر رب البذر وقيل يحكم العرف (و) ذكر (جنسه) لا قدره لعلمه بأعلام الأرض، وشرطه في الاختيار (و) ذكر (قسط) العامل (الآخر) ولو بينا حظ رب البذر وسكتنا عن حظ العامل جاز استحسانا (و) بشرط (التخلية بين الأرض) ولو مع البذر (والعامل و) بشرط (الشركة في الخارج).

অর্ধেক হারে বর্গা চাষ

প্রশ্ন : আমাদের অঞ্চলে জমি বর্গা দেওয়ার নিয়ম হলো, বর্গাদার চাষাবাদের যাবতীয় কাজ এবং খরচ বহন করবে, ফসল ওঠার পর অর্ধেক ফসল জমির মালিক এবং বাকি অর্ধেক ফসল বর্গাদার পাবে। পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত কি না? যদি না হয় তাহলে শরীয়তসম্মত পন্থা কী?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত জমি বর্গা পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত। (১৭/৫৬১)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٧/ ١٠٣ : وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت، لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز، كما إذا أستأجرها بدراهم معلومة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٢٣٨ : أما الثلاثة الأول: فأحدها أن تكون الأرض من أحدهما والبذر والبقر والعمل من الآخر وشرطا لصاحب الأرض شيئا معلوما من الخارج جاز لأن صاحب البذر يكون مستأجرا الأرض بشيء معلوم من الخارج.

সমান সমান শর্তে বর্গা চাষ

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে বর্গা চাষের একটি নিয়ম হলো, ভুট্টার মৌসুমে জমির মালিক বর্গাচাষির নিকট ভুট্টা চাষ করতে এ শর্তে দেয় যে, উৎপাদিত ভুট্টা উভয়ের মাঝে সমান ভাগ হবে। জানার বিষয় হলো, বর্গা চাষের এ পদ্ধতি শরীয়তসম্মত কি না? শরীয়তসম্মত না হলে শরীয়তসম্মত পদ্ধতি কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : জায়েয পদ্ধতিতে জমি বর্গা দিতে চাইলে নিম্নবর্ণিত তিন পদ্ধতির যেকোনো একটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. জমি এবং বীজ একজন বহন করবে, আর চাষাবাদের যাবতীয় খরচ দ্বিতীয়জন বহন করবে।
২. শুধু জমি একজনের, আর চাষাবাদের যাবতীয় খরচ দ্বিতীয়জন দেবে।
৩. জমি, বীজসহ হালের জন্য গরু অথবা মেশিনের খরচ একজন বহন করবে, আর দ্বিতীয়জন শুধু কাজ করবে। (১৯/১৭/৭৯৫৩)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٧/ ١٠٣ : قال: "وهي عندهما على أربعة أوجه: إن كانت الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة" لأن البقر آلة العمل فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط بإبرة الخياط، "وإن كان الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت" لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم معلومة "وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت" لأنه استأجره للعمل بآلة المستأجر فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط ثوبه بإبرته أو طيانا ليطين بمره "وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة" وهذا الذي ذكره ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف أنه يجوز أيضا، لأنه لو شرط البذر والبقر عليه يجوز فكذا إذا شرط وحده وصار كجانب العامل. وجه الظاهر أن منفعة البقر ليست من جنس منفعة الأرض. لأن منفعة الأرض قوة في طبعها يحصل بها النماء، ومنفعة البقر صلاحية يقام بها العمل كل ذلك بخلق الله تعالى فلم يتجانسا فتعذر أن تجعل تابعة لها، بخلاف جانب العامل لأنه تجانست المنفعتان فجعلت تابعة لمنفعة العامل. وهاهنا وجهان آخران لم يذكرهما.

أحدهما: أن يكون البذر لأحدهما والأرض والبقر والعمل لآخر فإنه لا يجوز لأنه يتم شركة بين البذر والعمل ولم يرد به الشرع.

والثاني: أن يجمع بين البذر والبقر. وأنه لا يجوز أيضا لأنه لا يجوز عند الانفراد فكذا عند الاجتماع، والخارج في الوجهين لصاحب البذر في رواية اعتبارا بسائر المزارعات الفاسدة، وفي رواية لصاحب الأرض ويصير مستقرضا للبذر قابضا له لاتصاله بأرضه.

Scanned by CamScanner

الدر المختار (سعيد) ٦ / ٢٨١ : (دفع) رجل (أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك، فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة ويكون الخارج بينهما نصفين، وليس للعامل على رب الأرض أجر) لشركته فيه (و) العامل (يجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها) لفساد العقد (وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والرابع بينهما) أو (على قدر بذرهما) نصفين فهو فاسد أيضا لاشتراطه الإعارة في المزارعة عمادية.

অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশের শর্তে বর্গা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জমি চাষের একটি প্রথা চালু আছে। তা হলো, জমির মালিক চাষিকে বলে যে তুমি আমার জমিতে ফসল উৎপাদন করো যদি আমি সমস্ত খরচাদি বহন করি তাহলে আমাকে দুই-তৃতীয়াংশ ফসল দিতে হবে, আর যদি তুমি খরচাদি বহন করো তাহলে অর্ধেক দিতে হবে। এটি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পন্থায় জমি বর্গা দেওয়া বৈধ। (১২/৪৬৪/৪০০৪)

الهداية (مكتبة البشرى) ٧/ ١٠٣ : قال: "وهي عندهما على أربعة أوجه: إن كانت الأرض والبذر لواحد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة" لأن البقر آلة العمل فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط بإبرة الخياط، "وإن كان الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت" لأنه استئجار الأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجرها بدراهم معلومة "وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت" لأنه استأجره للعمل بآلة المستأجر.

الدر المختار (سعيد) ٦/ ٢٧٨ : (وكذا) صحت (لو كان الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل للآخر) أو الأرض له والباقي للآخر (أو العمل له والباقي للآخر) فهذه الثلاثة جائزة (وبطلت) في أربعة أوجه (لو كان الأرض والبقر لزيد، أو البقر والبذر له والآخران للآخر) أو البقر أو البذر له (والباقي للآخر).

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۹ /۳۱۰ : زمین ایک شخص کی ہو اور تمام چیزیں یعنی ہل بیل بیج اور محنت دوسرے آدمی کی ہو یہ صورت بھی جائز ہے۔ وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت۔

ফসল কেটে দেওয়ার শর্তে বর্গা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে ধান চাষ করতে খুব বেশি টাকা খরচ হয় না। যার দরুন জমি বর্গা দিলে জমির মালিক কোনো কিছু দিতে হয় না। এমনকি ধান কাটানোর বিনিময়ও মালিকের দিতে হয় না। উক্ত পদ্ধতিতে বর্গা দেওয়া শরীয়তে জায়েয কি না?

উত্তর : উক্ত পদ্ধতিতে জমি বর্গা দেওয়া জায়েয হবে। (১২/৯১০)

📖 الدر المختار(سعيد) ٦/ ٢٨٢ : (وصح اشتراط العمل) كحصاد ودياس ونسف على العامل (عند الثاني للتعامل وهو الأصح) وعليه الفتوى ملتقى.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٥ /٢٨٣ : وعن أبي يوسف أن المزارعة مع شرط الحصاد والدياس والتذرية جائزة، ومشايخ بلخ كانوا يفتون بهذه الرواية ويزيدون على هذا، ويقولون يجوز شرط التنقية والحمل إلى منزله على العامل؛ لأن المزارعة على هذا الشرط متعامل بين الناس ويجوز ترك القياس بالتعامل ألا ترى أن الاستصناع يجوز للتعامل واختار شمس الأئمة السرخسي رواية أبي يوسف وقال هو الأصح في ديارنا.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶/ ۴۳۲ : الجواب- ظاہر الروایت میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود متاخرین علماء نے عرف کو مد نظر رکھتے ہوئے قاضی ابو یوسفؒ کی رائے کو اختیار کر کے اس پر فتاوی دیا ہے کہ کسان (مزارعہ) پر فصل کاٹنے اور تیار کرنے کی ذمہ داری ڈالنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم فصل کو مالک زمین کے گھر پہنچانے کی ذمہ داری کی نشان دہی عام کتابوں میں نہیں ملتی، البتہ اگر کسان بطور احسان یہ فریضہ سرانجام دے تو ایسا عمل طرفین کے باہمی تعلقات پر اچھے اثرات، مرتب ہونے کا باعث بنتا ہے۔

Scanned by CamScanner

বিঘাপ্রতি পাঁচ মণ ধানের শর্তে বর্গা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি জমির মালিকের কাছ থেকে ধান ফলানোর জন্য জমি নেয়। মালিক এ শর্তে জমি দেয় যে, অগ্রহায়ণ মাসে আমাকে এ জমি থেকে প্রতি বিঘায় ৫ মণ ধান দিতে হবে। এ পদ্ধতি বৈধ কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিটি বর্গা হলেও বর্গা সঠিক ও শরীয়তসম্মত পন্থায় হয়নি। সহীহ পদ্ধতি হলো, জমির মালিক তার জমির নির্ধারিত কোনো অংশের ফসলের বা নির্ধারিত পরিমাণ শর্ত না করে যদি জমির উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ বা এভাবে অন্য কোনো হার নির্ধারণ করে নেয় তাহলে শরীয়তসম্মত হবে। (১৬/৯৯২/৬৮৮৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٢٧٦ : تبطل إن شرط لأحدهما قفزان مسماة أو ما يخرج من موضع معين.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٢٣٥ : ومنها أن يكون جزءا شائعا من الجملة حتى لو شرط لأحدهما قفزان معلومة لا يصح العقد وكذا إذا ذكرا جزءا شائعا وشرطا زيادة أقفزة معلومة لا تصح المزارعة .

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٧/ ٥٨ : أن تكون حصة كل منهما من الخارج جزءا شائعا من الجملة كالنصف أو الثلث أو الربع، ونحو ذلك.

ধানের বদলায় জমির বর্গা পদ্ধতি

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি একটি জমি এ বলে বর্গা দিল যে, শুধুমাত্র জমি আমার, তোমার দায়িত্বে থাকবে একটি জমিতে ফসল ফলাতে বাকি যা লাগে, বছর শেষে তুমি আমাকে দুই মণ বা তিন মণ ধান বা গম আমাকে দিয়ে দেবে। এর শরয়ী সমাধান কী?

উত্তর : চাষের জমি নির্দিষ্ট টাকা বা ধানের বিনিময়ে বর্গা দেওয়া জায়েয। এটা জমির লাগিত বা ইজারাস্বরূপ ধর্তব্য হবে। তবে নির্ধারিত ধান বা গমগুলো এ জমির উৎপন্ন ফসল থেকে দেওয়া শর্ত না করা জরুরি, অন্যথায় তা বৈধ হবে না। (১৫/৪৫৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/٢٩ : (و) تصح إجارة (أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها، أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء)

Scanned by CamScanner

كي لا تقع المنازعة وإلا فهي فاسدة للجهالة، وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المسمى وللمستأجر الشرب والطريق-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲۹۸/۱۱ : الجواب-یہ مزارعت نہیں ہے بلکہ زمین کرایہ پر دینا ہے اور ۵۰ من دھان اجرت ہے خواہ دھان کی کاشت کرے یا کسی اور چیز کی یا بالکل یہی کاشت نہ کرے یہ معاملہ شرعاً درست ہے جیسا کہ ۵۰ روپیہ کو اجرت قرار دینا درست ہے-

জমি 'ফুরান' দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় 'ফুরান' দেওয়ার প্রচলন আছে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি মালিকের ১০ বিঘা জমি আবাদ করে এ শর্তের ওপর যে মালিককে বিঘাপ্রতি ৪ অথবা ৫ মণ ধান দেবে, আর বাকি সব ধান সে নিয়ে যাবে এবং মালিক কোনো খরচ বহন করবে না। এভাবে জমি ফুরান দেওয়া-নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : টাকার বিনিময়ে বা ধান-চালের বিনিময় জমি লাগানো জায়েয আছে, তবে প্রশ্নোক্ত নির্দিষ্ট ধানের যেন শর্ত না হয়, বরং যেকোনো ধান থেকেই তা আদায় করার শর্তে বৈধ। (১/২১২)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٤٧٦ (٣٣٩٥) : عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى»-

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٦/ ٣٠٢ : وكذا إذا استأجر حمارا يحمل طعاما بقفيز منه فالإجارة فاسدة"؛ لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه. وهذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات.

Scanned by CamScanner

📖الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٢٣٨ : تكون الأرض من أحدهما والبذر والبقر والعمل من الآخر وشرطا لصاحب الأرض شيئا معلوما من الخارج جاز لأن صاحب البذر يكون مستأجرا الأرض بشيء معلوم من الخارج.

ইজারাদাতার কাছে জমি বর্গা দেওয়া

প্রশ্ন : কয়েক মাস পূর্বে আমি আমার গ্রামের এক ব্যক্তি থেকে ১৫ হাজার টাকার ওপর একখানা জমি ইজারা নিয়েছি। কিন্তু আমার বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে চাষাবাদ করতে না পারায় উক্ত জমি পুনরায় মালিককেই বর্গা হিসেবে দিয়েছি। পরবর্তীতে আমার মনে সন্দেহ জাগল, আমাদের এ কাজ শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না?

উত্তর : ইজারা চুক্তিতে নেওয়া জমি মালিকের কাছে বর্গা হিসেবে দেওয়া নাজায়েয। তবে ইজারাদার যদি নিজ পক্ষ থেকে মালিককে বীজ প্রদান করে, তখন জায়েয হবে। (১০/৮৬৮/৩২৪২)

📖فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣/ ٤١ : ولو استاجر أرضا ثم دفعها إلى صاحبها مزارعة إن كان البذر من قبل رب الأرض لايجوز ويكون ذلك نقضا للإجارة فى ظاهر الرواية، وإن كان البذر من قبل المستأجر جازت المزارعة ولا تبطل الإجارة؛ لأن البذر إذا كان من قبل المستأجر يكون هو مستأجرا لصاحب الأرض، أما إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض كان صاحب الأرض مستأجرا للأرض فلايصح ويكون ذلك نقضا للإجارة.

📖الفتاوى الهندية مع البزازية (زكريا) ٥/ ١٠٧ : ولو استاجرها ثم دفعها إليه مزارعة والبذر من الآجر لا يصح، وفى شروط السمرقندى إذا كان البذر من المستأجر فدفع الآجر مزارعة جاز.

জমি বর্গা দিয়ে সিকিউরিটি বাবদ টাকা জমা রাখা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে নিয়ম আছে, জমির মালিক ভূমিহীনদের জমি বর্গা দেয়। দেওয়ার সময় তাদের থেকে এক হাজার টাকা গ্রহণ করে। জমির ফসল হিসাব মতে অর্ধেক নেয়। বছর পূর্ণ হলে জমির মালিক তাদের এক হাজার টাকা সম্পূর্ণ ফেরত দেয়। এক হাজার টাকা জমির মালিক মাঝখানে এ জন্য নেয় যে এক বছর তাদের

Scanned by CamScanner

কাছে উক্ত জমি আবদ্ধ থাকবে, অন্য কাউকে এ জমি চাষ করতে দেবে না এবং জমি চাষ করে ফসল যেন ঠিকমতো দেয়, বাকি না রাখে এবং কোনো সময় ফাঁকি না দেয়। কোনো সময় ফাঁকি দিলে ওই পরিমাণ টাকা এক হাজার টাকা থেকে বাদ দেওয়া হবে, অন্যথায় সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেওয়া হবে। উক্ত চুক্তিটি বৈধ হচ্ছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পন্থায় জমি বর্গা দিয়ে চাষিদের নিকট থেকে এক হাজার টাকা গ্রহণ করার কথা শরীয়তে নেই। অবশ্য নির্দিষ্ট টাকা বা দ্রব্যের বিনিময়ে জমি লাগানো হলে বিনিময় মূল্য বাকি থাকাবস্থায় সিকিউরিটি হিসেবে কিছু টাকা জমা রাখতে পারে, তবে উক্ত টাকার ব্যবহার জায়েয হবে না। বরং হক উসুল হওয়ার সাথে সাথে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, হক অনাদায়ে জমাকৃত টাকা থেকে নিজের হক উসুল করে নিতে পারবে। (৬/৪৪৩/১২৩১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٤٣١ : أما تفسيره شرعا فجعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون حتى لا يصح الرهن إلا بدين واجب ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فأما بدين معدوم فلا يصح؛ إذ حكمه ثبوت يد الاستيفاء، والاستيفاء يتلو الوجوب كذا في الكافي.

📖 فيه أيضا ٥/ ٤٣٥ : ولو استأجر دارا أو شيئا وأعطى بالأجر رهنا جاز، وإن هلك الرهن بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر، وإن هلك قبل استيفاء المنفعة يبطل الرهن، ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن.

📖 وفيه أيضا ٥/ ٤٣٤ : يجب أن يعلم أن الرهن إنما يصح بدين واجب أو بدين وجد سبب وجوبه كالرهن بالأجر قبل وجوبه أما الرهن بدين لا يجب، ولم يوجد سبب وجوبه كالرهن بالدرك لا يصح.

জমি বর্গা দিয়ে টাকা নেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় বিশেষ ধরনের বর্গা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তা হলো, জমি বর্গা দেওয়ার সময় মালিক চাষির কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নেয় এবং ওই টাকা সে ব্যক্তিগত কাজে খরচ করে, পরবর্তীতে উৎপাদিত ফসলের অর্ধের নিয়ে চাষির পূর্বের জমাকৃত টাকা ফেরত দেয়। উল্লেখ্য, উল্লিখিত বর্গা পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোনো সময় থাকে না, বরং ফসল উৎপাদন শেষ হওয়ার পর মালিক যখন ইচ্ছা করে ফেরত

Scanned by CamScanner

নিতে পারে। জানার বিষয় হলো, এ পদ্ধতিতে জমি বর্গা দেওয়া নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ কি না?

উত্তর : বর্গা মানে হয় উৎপাদিত ফসলে শরীক করার চুক্তি, এ ক্ষেত্রে পূর্বে টাকা নেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। (১৯/২০৫/৮১০০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٧/ ٩٩ : هي عقد على الزرع ببعض الخارج.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/ ١٩٠ : من شرائطها بيان النصب على وجه لا يقطع الشركة بينهما فى الخارج بأن يقول بالنصف أو الثلث أو الربع وما أشبه ذلك .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٢٣٥ : وأما تفسيرها شرعا) فهي عبارة عن عقد الزراعة ببعض الخارج .

ফসলের অংশের বিনিময়ে পানি দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো কোনো স্থানে প্রচলন আছে যে চাষের মৌসুমে জমিওয়ালা নিজ দায়িত্বে ধান রোপণ করে থাকে এবং ধান পাকা পর্যন্ত পানি দেওয়ার দায়িত্ব শ্যালোওয়ালা নিয়ে নেয়। কোনো কোনো জায়গায় শ্যালোওয়ালা এর পরিবর্তে টাকা নিয়ে নেয়, আর কোনো কোনো স্থানে শ্যালোওয়ালা এবং জমিওয়ালার পরস্পরে চুক্তি হয় যে যদি জমির উৎপাদন হয় তা থেকে শ্যালোওয়ালা নির্দিষ্ট অংশ হিসাবে ভাগ নেবে, আর যদি উৎপাদন না হয় কিছু নেবে না। প্রশ্ন হলো, এরূপ চুক্তি শরীয়তের দৃষ্টিকোণে বৈধ কি না?

উত্তর : নির্ধারিত সময় ও নির্ধারিত বিনিময় স্থির করে চুক্তি জায়েয হবে। চুক্তি মোতাবেক টাকাও নিতে পারবে বা ফসলও নিতে পারবে। তবে জমির উৎপাদিত ফসল নির্দিষ্ট করবে না, ফসল হলেও দিতে হবে, না হলেও দিতে হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত নয়। (৮/৮১৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/٦ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة (قوله كون الأجرة والمنفعة معلومتين) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا

Scanned by CamScanner

منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده، وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل،

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/۲۷۵ : الجواب- حامداومصلیا، ناجائز ہے، اگر یہ شرط نہ کیجائے کہ اسی غلہ سے تمہاری مزدوری دی جائے گی، بلکہ کچھ مقدار غلہ کی طے کرلیجائے تو جائز ہے، اگرچہ بعد میں اسی غلہ سے مزدوری دیدی جائے۔

Scanned by CamScanner

باب الوكالة

পরিচ্ছেদ : ওকালত ও প্রতিনিধিত্ব

যাতায়াত খরচ বাঁচিয়ে রেখে দেওয়া

প্রশ্ন : (ক) যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কাউকে কোনো কাজে পাঠায় এবং বলে একটি সিএনজি বা স্পেশাল বাসে যাবে-আসবে, দুপুরের খানা কোনো ভালো হোটেলে খেয়ে নেবে। এখন যদি প্রেরিত ব্যক্তি সিএনজি বা স্পেশাল বাসে না গিয়ে লোকাল বাসে বা হেঁটে যায় এবং দুপুরের খাবার না খায়, কিংবা দুপুরের খাবার অন্য কেউ তাকে হাদিয়াস্বরূপ খাওয়ায়, এরপর সে ফিরে এসে সিএনজি বা স্পেশাল বাসে গেলে যে ভাড়া লাগত সে পরিমাণ টাকা এবং দুপুরের খাবারের সমপরিমাণ টাকা নিজের কাছে রেখে বাকি টাকার হিসাব দেয়। তাহলে এ টাকা রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু সহীহ হবে এবং কিভাবে সহীহ হবে?

(খ) যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কাউকে কোথাও পাঠায় তাহলে সে কী ধরনের যানবাহনে যাবে এবং কী ধরনের খাবার খাবে?

উত্তর : (ক) কর্মচারী খরচ কমবেশি বা না করা অবস্থায়ও যদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে যাতায়াত ভাড়া ও খাওয়া থাকার খরচ বাবদ নির্ধারিত ভাতার নিয়ম থাকে, তখন ওই টাকা নিজের জন্য রেখে দিতে পারবে। পক্ষান্তরে এ ধরনের নিয়ম বা অনুমতি না থাকলে তবে বেঁচে যাওয়া সম্পূর্ণ টাকাই ফেরত দিতে হবে।

(খ) প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে হবে। তবে সুনির্দিষ্ট কোনো নীতি না থাকলে নিজের কাজে যে ধরনের যানবাহন ব্যবহার করত সে ধরনের যানবাহন ব্যবহার করা উচিত। (১২/৭৮৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢٩/٦ : (وأما) الوكيل بالشراء فالتوكيل بالشراء لا يخلو إما أن كان مطلقا أو كان مقيدا، فإن كان مقيدا يراعى فيه القيد إجماعا لما ذكرنا، سواء كان القيد راجعا إلى المشترى أو إلى الثمن، حتى إنه إذا خالف يلزم الشراء إلا إذا كان خلافا إلى خير فيلزم الموكل.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳۷۲/۱۵ : سوال۔ کسی شخص نے سڑک کی مرمّت کی ٹھیکہداری لی، گورنمنٹ نے اس سلسلہ میں کافی بجری سڑک کی مرمّت کے لئے دی،

Scanned by CamScanner

ٹھیکے دار نے سڑک مرمّت کرادی اور مرمّت کے بعد بجری بچ گئی۔ اب اس بجری کو گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر عوام کا استعمال کرنا اپنے ذاتی کام میں کیسا ہے؟

الجواب۔ کسی کو مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کا حق نہیں۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲۷۸/۸ : سوال۔ زید جس کمپنی میں ملازم ہے اس کمپنی کی طرف سے دوسرے شہروں میں مال کی فروخت اور رقم کی وصولی کے لئے جانا پڑتا ہے جس کا پورا خرچہ کمپنی کے ذمہ ہوتا ہے بعض شہرں میں زید کے ذاتی دوست ہیں جن کے پاس ٹھہرنے کی وجہ سے خرچہ نہیں ہوتا۔ کیا زید دوسرے شہروں کے تناسب سے ان شہرں کا خرچہ بھی اپنی کمپنی سے وصول کر سکتا ہے یا نہیں؟

جواب۔ اگر کمپنی کی طرف سے یہ طے شدہ ہے کہ ملازم کو اتنا سفر خرچ دیا جائے خواہ وہ کم خرچ کرے یا زیادہ، اور کرے یا نہ کرے، اس سورت میں تو زید اپنے دوست کے پاس ٹھہرنے کے باوجود کمپنی سے سفر خرچ وصول کر سکتا ہے اور اگر کمپنی کی طرف سے طے شدہ نہیں بلکہ جس قدر خرچ ہو ملازم اس کی تفصیلات جزئیات لکھ کر کمپنی کو دیتا ہے اور کمپنی سے بس اتنی ہی رقم وصول کر لیتا ہے جتنی اس نے دوران سفر خرچ کی تھی تو اس صورت میں کمپنی سے اتنا ہی سفر خرچ وصول کر سکتا ہے جتنا کہ اس کا خرچ ہوا۔

বরাদ্দের চেয়ে কম খরচ করে বা কমে কিনে বাকি টাকা রেখে দেওয়া

প্রশ্ন : ১. কোম্পানিতে চাকরিরত ব্যক্তি কোম্পানির কাজে যাওয়ার জন্য খাবার বাবদ খরচের টাকা কোম্পানি দেবে; কিন্তু নির্ধারিত নয়। এ জন্য আনুমানিক সাধারণ হোটেলে খেতে যে পরিমাণ টাকা লাগে যদি না খেয়ে চাকরিরত ব্যক্তি ওই পরিমাণ টাকা নিজে নিয়ে নেয়, তবে তার জন্য জায়েয হবে কি না?

২. কোনো দ্রব্য কেনার জন্য যদি চাকরিরত ব্যক্তি দ্রব্য বিক্রেতার নিকট হতে দর-কষাকষি করে দ্রব্যের দাম কমাতে পারে ওই বিক্রেতা যদি ইচ্ছা করে কম নেয়, তবে ক্রেতার প্রতিনিধির জন্য কি ওই পরিমাণ কম টাকা গ্রহণ করা জায়েয?

অনুরূপ যদি কোনো দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট থাকে এবং মালিকসহ সবাই জানে, কিন্তু বিক্রেতা যদি তার লভ্যাংশ হতে তার প্রতিনিধিকে কিছু ছাড় দেয়, তবে ওই পরিমাণ টাকা ক্রেতার প্রতিনিধির জন্য জায়েয হবে কি না?

৩. কোম্পানির কাজের জন্য যাতায়াতের খরচ দেবে। সিএনজিতে না গিয়ে সিএনজি ভাড়া, বাসে না গিয়ে বাস ভাড়া, হেঁটে গিয়ে রিকশা ভাড়া গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোম্পানির কাজে প্রেরিত ব্যক্তি কোম্পানির উকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য। শরীয়তের দৃষ্টিকোণে যে উকিল হয়ে থাকে তার জন্য মক্কেলের সম্পদে কোনোরূপ খিয়ানত করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

এ মূলনীতির আলোকে আলোচ্য প্রশ্নগুলোর উত্তর নিম্নরূপ :

১. কোম্পানি নিজস্ব কাজে প্রেরিত ব্যক্তির যাতায়াত, নাশতা ইত্যাদির যে খরচ বহন করে সেটা মালিকানা হিসেবে নয় বরং খরচের অনুমতি হিসেবে দেওয়া হয়। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় কোম্পানির কাজে প্রেরিত ব্যক্তি প্রয়োজনে খাবার খাবে, অন্যথায় টাকা ফেরত দেবে। খাবারের পরিবর্তে টাকা নেওয়া জায়েয হবে না। (১৭/২৬৩)

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ١٣٣/١ : أما بالنسبة للمنفعة المباحة فإن أثر الإباحة فيها اختصاص المباح له بالانتفاع، وعبارات الفقهاء في المذاهب المختلفة تتفق في أن تصرف المأذون له في طعام الوليمة قبل وضعه في فمه لا يجوز بغير الأكل، إلا إذا أذن له صاحب الوليمة أو دل عليه عرف أو قرينة. وبهذا تفارق الإباحة الهبة والصدقة بأن فيهما تمليكا.

২. প্রশ্নোক্ত অবস্থায় দ্রব্য বিক্রেতার নিকট থেকে দর-কষাকষির মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য কমানো হলে কিংবা বিক্রেতা স্বেচ্ছায় কিছু ছাড় দিলে কোম্পানি বা মূল ক্রেতা এর অধিকারী হবে। কোম্পানিতে চাকরিরত ব্যক্তি কিংবা প্রতিনিধির জন্য উক্ত হ্রাসকৃত মূল্য গ্রহণ করা কোনোক্রমেই বৈধ হবে না।

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥٧٥/٣ : ولو وكله بشراء جارية بألف درهم فاشترى جارية بثمانمائة، ومثلها يشترى بألف فهو للموكل كذا في الينابيع.

৩. কোম্পানি কর্তৃক উন্নতমানের যানবাহনে যাতায়াত করার খরচ দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নমানের যানবাহনে ভ্রমণকরত টাকা বাঁচিয়ে তা নিজে গ্রহণ করা জায়েয হবে না, বরং উদ্ধৃত্ত টাকা অবশ্যই কোম্পানিকে ফেরত দিতে হবে। তবে বিষয়টি কোম্পানি কর্তৃপক্ষ অবগত হওয়ার পরও অতিরিক্ত টাকা ফেরত না চাইলে তা গ্রহণ করা অবৈধ হবে না।

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥٦٧/٣ : منه أنه أمين فيما في يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ويبرأ به.

Scanned by CamScanner

হেঁটে যাতায়াত করে ভাড়ার টাকা রেখে দেওয়া

প্রশ্ন : আমাকে কোনো উস্তাদ ৫০ টাকা দিয়ে বললেন যে তুমি বাজারে গিয়ে ৪০ টাকা দিয়ে খেজুর নিয়ে আসো, আর বাকি ১০ টাকা তোমার যাতায়াতের ভাড়া রিকশাওয়ালাকে দেবে। প্রশ্ন হলো, আমি যদি পায়ে হেঁটে খেজুর নিয়ে আসি আর বাকি ১০ টাকা আমার পকেটে রেখে দিই, তাহলে এটা কি শরীয়তে বৈধ হবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কেউ কাউকে কোনো বস্তু ক্রয় করার জিম্মাদারি দিলে সে তার পক্ষ থেকে উকিল হয়ে যায়, যা আমানতগ্রহীতার সমতুল্য আর আমানতের বস্তুদাতার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যায় না। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত মাসআলায় হুজুরের পক্ষ থেকে যদি ভাড়া বাবদ দেওয়া হয় আর আপনি ভাড়ায় খরচ না করেন, তাহলে ওই টাকা হুজুরকে ফেরত দিতে হবে, হ্যাঁ, যদি হুজুরের পক্ষ থেকে এ ধরনের অনুমতি থাকে যে ভাড়া হিসেবে আপনার খরচ হোক বা না হোক আপনার জন্য এই ১০ টাকা বরাদ্দ, তখন আপনার জন্য এ ১০ টাকা হালাল হবে। (১২/৭০৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٣٤ : أن المقبوض في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع والشراء وقبض الدين والعين وقضاء الدين - أمانة بمنزلة الوديعة، لأن يده يد نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۸ /۲۷۸ : سوال- زید جس کمپنی میں ملازم ہے اس کمپنی کی طرف سے دوسرے شہروں میں مال کی فروخت اور رقم کی وصولی کے لئے جانا پڑتا ہے جس کا پورا خرچہ کمپنی کے ذمہ ہوتا ہے بعض شہروں میں زید کے ذاتی دوست ہیں جن کے پاس ٹھہرنے کی وجہ سے خرچہ نہیں ہوتا۔ کیا زید دوسرے شہروں کے تناسب سے ان شہروں کا خرچہ بھی اپنی کمپنی سے وصول کر سکتا ہے یا نہیں؟

جواب-اگر کمپنی کی طرف سے یہ طے شدہ ہے کہ ملازم کو اتنا سفر خرچ دیا جائے خواہ وہ کم خرچ کرے یا زیادہ، اور کرے یا نہ کرے، اس صورت میں تو زید اپنے دوست کے پاس ٹھہرنے کے باوجود کمپنی سے سفر خرچ وصول کر سکتا ہے اور اگر کمپنی کی طرف سے طے شدہ نہیں بلکہ جس قدر خرچ ہو ملازم اس کی تفصیلات جزئیات لکھ کر کمپنی کو دیتا ہے اور کمپنی سے بس اتنی ہی رقم وصول کر لیتا ہے جتنی اس نے دوران سفر خرچ کی تھی تو اس صورت میں کمپنی سے اتنا ہی سفر خرچ وصول کر سکتا ہے جتنا کہ اس کا خرچ ہوا۔

Scanned by CamScanner

রিকশায় না গিয়ে হেঁটে যাওয়া

প্রশ্ন : আমরা আমাদের কর্মচারীকে বাজার-সদাই আনতে রিকশা ভাড়া দিয়ে থাকি। সে রিকশায় না গিয়ে পায়ে হেঁটে সদাই নিয়ে আসে। প্রশ্ন হলো, তাকে আমরা যে টাকা ভাড়ার জন্য দিয়েছিলাম সে টাকা সে ভাড়া না দিয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়ার কারণে তার জন্য ভোগ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যদি কর্মচারীকে রিকশা ভাড়ার জন্য টাকা দিয়ে এর মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে রিকশা ভাড়া না দিয়ে উক্ত টাকা রেখে দেওয়া তার জন্য জায়েয হবে। (১৩/৯৫২)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۴۷۰ : الجواب- ۱،۲ : ہمیں ملازمین سے تحقیق کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ رقم گورنمنٹ یا محکمہ کورٹ کی طرف سے ملازمین کی ملک کردی جاتی ہے اس لئے باوجود اس علم کے کہ فلاں شخص سیکنڈ یا انٹرمیں سفر نہیں کرتا اس پر کوئی جرم قائم نہیں ہوتا نہ اس علم کے بعد گورنمنٹ اس کو سیکنڈ وانٹر کے کرایہ سے محروم کردیتی ہے بلکہ بدستور اسی قاعدہ سے کرایہ دیتی ہے اگر یہ تحقیق صحیح ہے تو سائل کو تھرڈ درجہ میں سفر کرنا اور بقیہ رقم کو اپنی ذاتی مصارف میں صرف کرنا جائز ہے اس پر کفایت شعاری کرکے اس رقم کو بچانا واجب نہیں بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ جس درجہ کا کرایہ دیا جائے اسی درجہ میں سفر کرے۔

উকিলের জন্য অন্য জিনিস কেনার অনুমতি নেই

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে কোরআন শরীফ কেনার টাকা দিয়ে বলে যে, তুমি এ টাকা দিয়ে কোরআন শরীফ কিনবে। ওই টাকা দিয়ে দরসে নেজামী বা ফাতওয়ার কিতাব ক্রয় করা বা তাফসীর ও ইসলামিক বই কি নাজায়েয হবে কি না?

উত্তর : তার জন্য কোরআন ছাড়া অন্য কিতাব ক্রয় করা সহীহ হবে না। (১১/২৯৫)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/۱۴۱ : اگر چندہ دہندگان نے مصرف کی تعیین کردی ہے تو اسی مصرف پر چندہ صرف کیا جائے گا اس کے خلاف نہ کیا جائے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶ /۷۹ : عام چندہ دینے والے زیادہ تر یہ سمجھ کر مدارس میں چندہ دیتے ہیں کہ ہماری رقم تعلیمی کام میں صرف ہوگی اس سے طلبہ کو کھانا کپڑا دیا جائگا وغیرہ وغیرہ اور اسی کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ اس سے جلسہ کے مہمانوں کو کھانا کھلایا جائیگا، جن میں بہت سے امراء وخوش حال بھی ہوتی ہیں

Scanned by CamScanner

تو شاید بعض لوگ اس اطلاع کے بعد چندہ نہ دیتے اس لئے میرے نزدیک عام رقوم چندہ سے جلسہ کے اخراجات میں صرف کرنا شبہ سے خالی نہیں اور شبہ بھی قوی۔

উকিল মারফত পাঠানো টাকা কম হলে করণীয়

প্রশ্ন : আমি এক লোকের নিকট এক হাজার (১০০০) টাকা আব্দুল্লাহকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দিলাম, সে তা গণনা করা ব্যতীত নিল এবং আবু বকরের নিকট দিল যেন আব্দুল্লাহকে পৌঁছে দেয়। আবু বকর গণনা করা ব্যতীত তা নিয়ে বালিশের নিচে রাখল। অতঃপর ওই স্থান থেকে আব্দুল্লাহকে পৌঁছানোর কয়েক দিন পর আমি আব্দুল্লাহর নিকট টাকা চাইলে সে বলল যে আমি ৫০০ টাকা পেয়েছি। এমতাবস্থায় বাকি ৫০০ টাকা কে আদায় করবে?

উত্তর : দাতা এক হাজার টাকা উল্লেখ করে দেওয়ার সময় গ্রহীতা গণনাবিহীন নিয়ে ওই অবস্থায় যদি আবু বকরকে দেয় তবে ৫০০ টাকার জন্য তাকেই অর্থাৎ প্রথম গ্রহীতাকে দায়ী করা হবে, আবু বকরকে নয়। আর যদি টাকার পরিমাণ উল্লেখ না করে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে দাতার পক্ষে শরীয়তসম্মত সাক্ষী না থাকলে গ্রহীতা টাকার পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না বলে হলফ করবে, এমতাবস্থায় তার ওপর ক্ষতিপূরণ আসবে না। পক্ষান্তরে দাতা যদি সাক্ষী পেশ করে অথবা সাক্ষী না থাকাবস্থায় প্রথম গ্রহীতা হলফ থেকে বিরত থাকে তবে প্রথম গ্রহীতার জন্য ৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (৭/২৪৫/১৬১০)

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ٢/٣٤٣ : (ولو أودع المودع) غيره (فهلكت) الوديعة (ضمن) المودع (الأول فقط) عند الإمام؛ لأن الثاني قبض المال من يد أمين إذ بالدفع لا يكون ضمينا ما لم يفارقه لحضور رأيه، فإذا فارقه فقد ترك الحفظ اللازم بالتزام فيضمن بتركه.

📖 مجمع الضمانات (دار الكتاب الإسلامي) ١/ ٢٤٦ : الوكيل بالبيع إذا باع ووكل غيره بقبض الثمن فقبض فهلك الثمن عند القابض قال أبو حنيفة: الضمان على الوكيل بالبيع لا على القابض فعنده القابض بمنزلة مودع المودع من قاضي خان.

Scanned by CamScanner

অছি প্রয়োজনে নাবালাগের মাল বিক্রি করতে পারবে

প্রশ্ন : একটি দুই বছর বয়সী বাচ্চার পিতার মৃত্যুর পর মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হয়। কিন্তু ৫ বছর বয়সে তার মাও খুব অসুস্থ হন। মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে পাশের বাড়ির এক ব্যক্তিকে তাঁর সম্পত্তির উকিল নির্ধারণ করেন এবং ছেলের দেখাশোনার দায়িত্ব তার হাতেই ন্যস্ত করেন, তার মায়ের মৃত্যুর পর সেও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। এমতাবস্থায় তার চিকিৎসার খরচ বহন করতে মায়ের নির্ধারিত উকিলের জন্য তার জমি বিক্রি করা বৈধ হবে কি না? উল্লিখিত জমি ব্যতীত বেচার মতো অন্য কোনো সম্পত্তি নেই।

উত্তর : প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে মায়ের নির্ধারিত উকিলের জন্য এতিমের খরচ বহন করার মতো অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকলে এবং সম্পদ বিক্রি না করলে তার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে উক্ত জমি প্রয়োজন পরিমাণ বিক্রি করা জায়েয হবে। (১৬/২১৬/৬৪৭৮)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٦/ ٢١٢ : وقال المتأخرون من أصحابنا لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير إلا أن يكون على الميت دين أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن قال الصدر الشهيد - رحمه الله -، وبه يفتى.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ١٨٣ : وجاز بيعه عقار صغير من أجنبي، لا من نفسه بضعف قيمته أو لنفقة الصغير، أو دين الميت أو وصية مرسلة لا إنفاذ لها إلا منه أو تكون غلته لا تزيد على مؤنته أو خوف خرابه أو نقصانه، أو كونه في يد متغلب . اهـ ح.

পণ্য বিক্রয়ের উকিল নিজে সেই পণ্য কিনতে পারে না

প্রশ্ন : জায়েদ আমার থেকে ৮০ আড়ি তথা ৮৫০ কেজি ধান আগাম টাকা দিয়ে বাইয়ে সলম হিসেবে খরিদ করে। ধানের মৌসুমে ১০০ আড়ি ধান ভিন্নভাবে ঘরের এক কোণে রেখে দেয়। জায়েদের বাড়ি আমার থেকে দূরবর্তী হওয়ায় জায়েদ আমরের এক ছেলে বকরকে মোবাইলে ধান বিক্রি করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে। বকর ৮০ আড়ি ধান খালেদের কাছে বিক্রি করে এবং ২০ আড়ি ধান ঘরের জন্য কিনে নিয়ে টাকাগুলো জায়েদের নিযুক্ত আরেক প্রতিনিধির কাছে দিয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন হলো, এ বিক্রি শরীয়তসম্মত কি না? এবং মুনাফা হালাল কি না? যদি হালাল না হয় ওই মুনাফাগুলোর মালিক কে হবে? এবং পুনরায় জায়েদকে কি ধান আদায় করতে হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : জায়েদ বকরকে ধান বিক্রি করার জন্য উকিল নিযুক্ত করায় বকর অন্যত্র ৮০ আড়ি ধান বিক্রি করেছে তা জায়েয এবং মুনাফা হালাল হয়েছে। কিন্তু বকর নিজে যে ২০ আড়ি ধান ক্রয় করেছে সে ক্রয়টা বৈধ নয় এবং মুনাফা হালাল নয়, তাই এই ২০ আড়ি ধান পুনরায় মক্কেলকে ফেরত দিতে হবে। (১৩/৩৫৬)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٥٠٦ : قال: "والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له عند أبي حنيفة. وقالا: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه" لأن التوكيل مطلق ولا تهمة إذ الأملاك متباينة والمنافع منقطعة، بخلاف العبد؛ لأنه بيع من نفسه؛ لأن ما في يد العبد للمولى.

📖 البناية (دار الفكر) ٨/ ٣٢٥ : ثم الوكيل بالبيع لا يجوز أن يبيعه من نفسه عندنا.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/ ١٦٧-١٦٦ : (قوله الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من ترد شهادته له (قوله وأشار المؤلف إلى منع بيعه من نفسه بالأولى) (قوله قال في البزازية إلخ) ذكر في نوع آخر: الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسهه) لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه .

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/٥٢١ : (قوله إلا من نفسه) وفي السراج: لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح به الموكل .الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه؛ لأن الواحد لا يكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه، وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه وأولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز.

📖 شرح المجلة ص ٨٠٨ المادة ١٤٩٦ : إذا اشترى الوكيل بالبيع مال لنفسه لا يصح، وإن أطلق له المؤكل بقوله بعهن شئت؛ لأنه حينئذ متوليا طرفى العقد وهو لا يجوز، وكذا لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشترى مال موكله وإن أطلق له المؤكل لجامع الحجه؛ لأن الطفل يعقد له أبوه (رد مختار) والحيلة فى ذلك أن يبيعه من غيره ثم يشريه منه وإن امره المؤكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده الصغار فباع لم يجز.

Scanned by CamScanner

কম দামে পণ্য কিনে অতিরিক্ত টাকা উকিলের রেখে দেওয়া

প্রশ্ন : আমরা বাজারে যাওয়ার সময় অনেক সাথী তাদের জন্য সদাই আনার টাকা দেয়। সদাইয়ের মূল্য মার্কেটে নির্ধারিত যেমন সাবান ১৪ টাকা। এখন আমরা যদি তা ১৩ টাকায় খরিদ করি তাহলে ওই এক টাকা আমার জন্য জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যেহেতু উকিলকে কোনো কিছু ক্রয় করার জন্য টাকা দিলে সে উক্ত টাকার মালিক হয় না, তাই বর্ণিত পন্থায় সদাই ক্রয় করে বাকি টাকা রেখে দেওয়া জায়েয হবে না। (১৩/৯৫২)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۴۷۱ : ۳-اس میں بھی ہم کو یہی تحقیق ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ رقم مدرسان کو بطور تملیک اور ٹھیکہ کے دی جاتی ہے گورنمنٹ کی نیت واپسی کی نہیں ہوتی جس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے متعلق افسر مدرس وغیرہ کسی سے حساب کا مطالبہ نہیں ہوتا اور جو پیشگی رقم ملتوی طور پر دی جاتی ہے تملیکا نہیں دی جاتی، اس میں حساب کا مطالبہ ہوتا ہے، جیسا کہ بھتہ وغیرہ کی رقم کا قاعدہ ہے پس اگر تحقیق صحیح ہے تو اس صورت میں بھی جو رقم مصارف دوات و قلم وغیرہ سے بچے اس کو اپنے تصرف میں افسر مدرس لا سکتا ہے۔

উকিলের জন্য পণ্যের সাথে প্রাপ্ত ফ্রি জিনিস রেখে দেওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : আমি এক ব্যক্তিকে কিতাব ক্রয় করার জন্য পাঠিয়েছি। কিতাবের মূল্য প্রত্যেক কুতুবখানায় সমান। ওই ব্যক্তির জানা আছে যে একটি কুতুবখানা রয়েছে যদি সেখান থেকে ৫০০০ টাকার কিতাব ক্রয় করে তবে ২৫০ টাকার একটি অভিধান ফ্রি দেবে। প্রশ্ন হলো, উক্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে অন্য দোকান থেকেও ক্রয় করতে পারে, কিন্তু অন্য কুতুবখানা থেকে ক্রয় না করে এই দোকান থেকে ক্রয় করে এবং অভিধানটি উক্ত ব্যক্তি নিয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, এই অভিধান উক্ত ব্যক্তির জন্য নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে উকিলের জন্য মক্কেলের টাকা থেকে অনুমতি ব্যতীত লাভ ভোগ করার বৈধতা নেই বিধায় প্রশ্নোল্লিখিত সুরতে ৫০০০ টাকার কিতাব ক্রয় করার পর উক্ত ২৫০ টাকার ফ্রি অভিধানটি নেওয়া অবৈধ হবে। (১২/১০১৫)

Scanned by CamScanner

📖صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٢٤٥ (٦٦٣٦) : عن أبي حميد الساعدي، أنه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: «أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أيهدى لك أم لا؟» ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: " أما بعد، فما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل يهدى له أم لا، فوالذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت "

📖عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٢٤/ ٢٥٣ : وفيه: أن ما أهدي إلى العمال وخدمة السلطان بسبب السلطة أنه لبيت المال، إلا أن الإمام إذا أباح له قبول الهدية لنفسه فهو يطيب له، كما قال، لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: قد علمت الذي دار عليك في مالك، وإني قد طيبت لك الهدية، فقبلها معاذ وأتى بما أهدي إليه رسول الله فوجده قد توفي، فأخبر بذلك الصديق، رضي الله تعالى عنه، فأجازه، ذكره ابن بطال. وقال ابن التين: هدايا العمال رشوة وليست بهدية إذ لولا العمل لم يهد له، كما نبه عليه الشارع.

📖البحر الرائق (سعيد) ٧/ ١٥١ : والحقوق في كل عقد لا يستغني الوكيل عن إضافته إلى موكله لأن الوكيل فيها سفير محض ألا ترى أنه لا يستغني عن إضافته العقد إلى الموكل.

📖احسن الفتاوی (سعید) ۸ /۱۰۲ : الجواب- یہ کمیشن کے نام سے سامان کی قیمت میں رعایت ہے جو کمپنی کا حق ہے اس لئے ملازم کا اسے اپنا استعمال میں لانا جائز نہیں ہے کمپنی کو لوٹانا واجب ہے۔

📖امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۱۴۴ : الجواب- زید وکیل ہے اور وکیل کو یہ جائز نہیں کہ مؤکل کے روپیہ سے بدون اس کی اجازت کے نفع حاصل کرے لہذا وہ کمیشن کا روپیہ چاروں مؤکلوں میں تقسیم ہوگا۔

Scanned by CamScanner

হাদিয়ার নামে কিছু পেলে তা উকিল ভোগ করতে পারবে না

প্রশ্ন : আমাকে এক ব্যক্তি একটি কিতাব ক্রয় করার জন্য ১০০ টাকা দিয়েছে, কিতাবটির সঠিক মূল্য জানা নেই। আমি আমার বন্ধুর কুতুবখানায় গিয়ে কিতাবটি ক্রয় করি। তাঁর কাছে মূল্য জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বললেন, কিতাবের মূল্য ১০০ টাকা। আমি ১০০ টাকা দেওয়ার পর তিনি আমাকে পাঁচ টাকা ফেরত দিয়ে বললেন, এ টাকা আপনাকে হাদিয়া দিলাম। এ পাঁচ টাকা আমার জন্য রাখা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কোনো বস্তু ক্রয় করতে গিয়ে বিক্রেতা কর্তৃক হাদিয়া, কমিশন, হেবা ইত্যাদি শব্দের দ্বারা ক্রেতাকে কোনো জিনিস বা টাকা দান করা মূলত ওই বস্তুর মূল্যের মধ্যে বিক্রেতা কর্তৃক বিশেষ ছাড়ের নামান্তর বিধায় প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে হাদিয়ার নামে উকিলকে পাঁচ টাকা দেওয়ার দ্বারা উকিল তার মালিক হবে না, মক্কেল তার প্রকৃত মালিক সাব্যস্ত হবে। (১২/১০১৫)

📖صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٢٤٥ (٦٦٣٦) : عن أبي حميد الساعدي، أنه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: «أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أيهدى لك أم لا؟» ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: " أما بعد، فما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل يهدى له أم لا، فوالذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بلغت "

📖عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٢٤/ ٢٥٣ : وفيه: أن ما أهدي إلى العمال وخدمة السلطان بسبب السلطة أنه لبيت المال، إلا أن الإمام إذا أباح له قبول الهدية لنفسه فهو يطيب له، كما قال، لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: قد علمت الذي دار عليك في مالك، وإني قد طيبت لك الهدية، فقبلها معاذ وأتى بما أهدي إليه رسول الله فوجده قد توفي، فأخبر بذلك الصديق، رضي الله تعالى عنه،

Scanned by CamScanner

فأجازه، ذكره ابن بطال. وقال ابن التين: هدايا العمال رشوة وليست بهدية إذ لولا العمل لم يهد له، كما نبه عليه الشارع.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دارالعلوم کراچی) ۴/ ۱۴۴ : الجواب- زید وکیل ہے اور وکیل کو یہ جائز نہیں کہ مؤکل کے روپیہ سے بدون اس کی اجازت کے نفع حاصل کرے لہذا وہ کمیشن کا روپیہ چاروں مؤکلوں میں تقسیم ہوگا۔

উকিল লাভবান হয় এমন দোকান থেকে পণ্য কেনা

প্রশ্ন : আমাদের মাদরাসার সকল শিক্ষক মিলে একটি সমিতি গঠন করেছে। ওই সমিতির পক্ষ থেকে মাদরাসায় একটি ঘর ভাড়া দিয়ে দোকান দিয়েছে। ওই দোকানে ছাত্রদের এবং বোর্ডিংয়ের যাবতীয় জিনিস বিক্রয় করা হয়। বোর্ডিংয়ের সদাইপাতি ক্রয় করার জন্য নির্ধারিত বেতন দিয়ে একজন হুজুরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যিনি ওই সমিতির সদস্যদের মধ্যে একজন এবং তিনি মাদরাসার বোর্ডিংয়ের সদাই বাজার থেকে না কিনে সমিতির দোকান থেকে বাজার মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে ক্রয় করেন। প্রশ্ন হলো, যাকে বোর্ডিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তিনি দোকানের মালিকদের একজন। এমতাবস্থায় একই ব্যক্তি ক্রেতা এবং বিক্রেতা হয়ে যাচ্ছে কি না? এমন বেচাকেনা শরীয়াতের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির জন্য বাজার মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে উল্লিখিত দোকান থেকে মাদরাসার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে জায়েয হবে না। তবে মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ও পণ্যের মূল্য বেশি না দিয়ে সাধারণ বাজার মূল্যের সাথে মিল রেখে খরিদ করা জায়েয হবে। উল্লেখ্য, মানুষের খারাপ ধারণা থেকে বাঁচার জন্য উক্ত দোকান থেকে খরিদ না করাই শ্রেয়। (১৪/১৮২/৫৫৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/٣١ : الوكيل بالشراء لا يملك الشراء من نفسه؛ لأن الحقوق في باب الشراء ترجع إلى الوكيل، فيؤدي إلى الإحالة: وهو أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسلما ومتسلما مطالبا ومطالبا؛ ولأنه متهم في الشراء من نفسه.... ... ولو كانت الوكالة عامة، بأن قال له: اعمل ما شئت، أو قال له: بع من هؤلاء، أو أجاز ما صنعه الوكيل، جاز؛ لأن المانع من الجواز التهمة وقد زالت بالأمر والإجازة.

Scanned by CamScanner

মূল্য আদায়কালে মূল্য হ্রাস করার হুকুম

প্রশ্ন : মালিক কর্তৃক দ্রব্যের দাম নির্ধারিত আছে। প্রতিনিধি বিক্রেতাকে টাকা পরিশোধ করতে গেলে যদি বিক্রেতা তাকে কিছু টাকা দিয়ে দেয় তাহলে ওই টাকা প্রতিনিধির জন্য জায়েয হবে কি না? কোম্পানিতে চাকরিরত প্রতিনিধিকে যদি কোনো দ্রব্য কিনতে বলা হয় এবং কোনো দ্রব্য দাম নির্ধারিত হওয়ার পরও যদি বিক্রেতা নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কিছু টাকা কম নেয় তবে ওই টাকা কি প্রতিনিধির জন্য গ্রহণ করা জায়েয হবে?

উত্তর : কোনো পণ্যের মূল্য পূর্বনির্ধারিত কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ হওয়ার পরও বিক্রেতা যদি ক্রেতা অথবা কোম্পানির প্রতিনিধি থেকে কিছু টাকা কম নেয় তা বিক্রেতার জন্য বৈধ, তবে ওই টাকার মালিক স্বয়ং ক্রেতা ও কোম্পানি হবে। প্রতিনিধির জন্য এ টাকা গ্রহণ করা আত্মসাৎ বলে গণ্য হবে এবং তা অবৈধ হবে। তবে মালিক বা কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে উক্ত হ্রাসকৃত মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত করার পর তারা স্বেচ্ছায় ফেরত না নিলে প্রতিনিধির জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয হবে। (১৭/৩২৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٢٩ : وإن اشترى جارية بثمانمائة درهم، ومثلها يشترى بألف، لزم الموكل؛ لأن الخلاف إلى خير لا يكون خلافا معنى.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/ ١٤٠ : وحاصل الفرق بين الأولين أن الوكيل مباشر، والرسول مبلغ وهذا ما سيأتي في كتاب الوكالة عن تهذيب القلانسي الوكيل من يباشر العقد والرسول من يبلغ المباشرة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٥٤ : غاب المودع ولا يدري حياته ولا مماته يحفظها أبدا حتى يعلم بموته وورثته، كذا في الوجيز للكردري. ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة، كذا في الفتاوى العتابية. وإذا مات رب الوديعة فالوارث خصم في طلب الوديعة، كذا في المبسوط.

অতিরিক্ত দামে পণ্য বিক্রি করে নিজে ভোগ করা

প্রশ্ন : আমি সৌদি আরবে এক দোকানের ম্যানেজার। মালিক প্রতিটি জিনিসের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমি যদি কোনো জিনিস মালিকের নির্ধারিত

Scanned by CamScanner

দামের অধিক মূল্যে বিক্রি করি এবং অতিরিক্ত টাকা আমি মালিকের অজান্তে ভোগ করি। অতিরিক্ত টাকা আমার জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে নির্ধারিত মূল্যের অধিক বিক্রি করা জায়েয হলেও ওই জিনিসের সমস্ত মূল্য মালিকের বলেই ধর্তব্য হবে। কর্মচারীর জন্য মালিকের অজান্তে তার কোনো অংশ ভোগ করা বা নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অবৈধ। (১৫/৮৫০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٥/٥٢١ : [فرع] الوكيل إذا خالف، إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه بألف ومائة نفذ، ولو بمائة دينار لا، ولو خيرا خلاصة ودرر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/٥٩٠ : أمر رجلا ببيع عبد له بألف درهم فباع نصفه بألف درهم ثم باع النصف الآخر بمائة دينار جاز بيع النصف الأول ولا يجوز بيع النصف الثاني ولو باع كله بألف درهم ومائة دينار جاز البيع في الكل كذا في المحيط. وإن باع نصفه بألف درهم إلا درهما وكر حنطة بطل وإن باع العبد بألف وكر من الطعام بعينه كان الآمر بالخيار إن شاء أبطل البيع كله وإن شاء أجاز ويصير الكر للوكيل وعليه حصته من قيمة العبد وإن باعه بألف درهم ثم زاد المشتري كرا بعينه أو بغير عينه جاز من غير خيار والكر للآمر كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 حلال حرام کے احکام ص ۱۹۶ : وکیل سفیر ملازم اور کارندہ کو نفع لینے کا حق نہیں کیونکہ وکیل اور سفیر تو متبرع ہے اور ملازم اور کارندہ پر تعمیل حکم واجب ہے۔

পণ্য কম মূল্যে কিনলেও উদ্ধৃত টাকা উকিলের জন্য অবৈধ

প্রশ্ন : কোম্পানির প্রতিনিধি যদি কোম্পানির মালিককে বলে, কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের দাম ২০০ টাকা হলে কিনবেন কি না? যদি মালিক কিনতে রাজি হন এবং দাম নির্ধারণ হওয়ার পর যদি ক্রেতা তা ২০০ টাকার কমে কিনতে পারেন তবে ওই কম টাকা কি প্রতিনিধির জন্য নেওয়া হালাল হবে?

উত্তর : কোম্পানির মালিক নির্দিষ্ট মূল্যে কোনো পণ্য কিনতে রাজি হওয়া সত্ত্বেও যদি প্রতিনিধি সেটি কম মূল্যে কিনতে সক্ষম হয়, তখনও মালিককে অবহিত করে অনুমতি

Scanned by CamScanner

নেওয়া ব্যতীত হ্রাসকৃত মূল্য গ্রহণ করা চাকরিরত প্রতিনিধির জন্য বৈধ হবে না। (১৭/৩২৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/٢٣٧ : وفي تهذيب القلانسي الوكيل من يباشر العقد والرسول من يبلغ المباشرة والسلعة أمانة في أيديهما اهـ

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/۱۰۲ : یہ کمیشن کے نام سے سامان کی قیمت میں رعایت ہے جو کمپنی کا حق ہے، اس لئے ملازم کا اسے اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں، کمپنی کو لوٹانا واجب ہے۔

পাওনা টাকা উদ্ধারে পারিশ্রমিক গ্রহণ

প্রশ্ন : আব্দুল হাই নামক এক ব্যক্তি আমাকে সৌদি নিয়ে যাবে বলার কারণে তাকে আমি দুই লক্ষ টাকা দিই। টাকা ম্যানেজ করতে আমার কিছু জমিও হাতছাড়া করতে হয়েছে। কিন্তু এই লোকটা টাকাগুলো নেওয়ার পর টালবাহানা করে আমাকে আর সৌদি নেয়নি। টাকাগুলোও ফেরত দিচ্ছে না। বারবার তাগাদা ও চেষ্টা করে আমি বিরক্ত হয়ে পড়লাম এবং গোপনে কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকলাম।

আব্দুল হাইয়ের গ্রামের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাকে বলল–শুনেছি আঃ হাই তোমার দুই লক্ষ টাকা নিয়ে তোমাকে বিদেশে নেবে বলে আত্মসাৎ করেছে, তোমাকে বিদেশেও নিচ্ছে না, টাকাও ফেরত দিচ্ছে না, আমি তোমার টাকা যেভাবেই হোক ফেরত নিয়ে দেব, তবে আমাকে তা থেকে ২০ হাজার টাকা দিতে হবে। আমি তাতে সম্মত হলাম। আমার এই চুক্তিটি সহীহ হয়েছে কি না?

উত্তর : আপনার প্রাপ্য হক স্বাভাবিকভাবে আদায় করা সম্ভব না হলে প্রয়োজনে তৃতীয় ব্যক্তিকে মধ্যস্থকারী হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মধ্যস্থকারীর শ্রমের বিনিময় দেওয়াও জায়েয হবে। (১৭/৮৪৩/৭৩৪৭)

📖 فتح القدير (دار الفكر) ٧/ ٢٥٥ : أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخر لا الدافع، وحيلة حلها للآخذ أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶/ ۲۶۸ : الجواب-اگر ویزہ اس شخص کا حق بنتا ہو مگر بغیر رشوت کے حاصل نہیں کر سکتا ہو تو پھر دینے والے کیلئے رشوت حرام نہیں ہے، البتہ

Scanned by CamScanner

لینے والے کیلئے حرام ہے، ہاں اگر اس آدمی کو باقاعدہ طور پر ایک یا دو دنوں کے لئے اجیر بنادیا جائے تو پھر لینے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ওকালতি পেশার হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে-বিদেশে যে আইন ব্যবসা দেখা যায়, অর্থাৎ আমাদের দেশের ওকালতি ব্যবসা ও ব্যারিস্টারি এগুলো মুসলমানদের জন্য বৈধ কি না? উল্লেখ্য, এসব আইনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয়তো ইসলাম অনুসরণ করা হয় না।

উত্তর : যেহেতু বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতির আইন ব্যবসা, ওকালতি ও ব্যারিস্টারি পেশায় মিথ্যা ও শরীয়তবিরোধী আইনই প্রধান হাতিয়ার, তাই তা পেশা হিসেবে অবলম্বন করা নাজায়েয। বাস্তব সত্যের কোনো তোয়াক্কা না করে নিজ মক্কেলকে জেতানোর সব ফন্দি করা হয়। এ ধরনের শরীয়তবিরোধী আইন ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উপার্জিত টাকা-পয়সা হারাম। অবশ্য সর্বপ্রকারের মিথ্যা ও শরীয়তবিরোধী আইন বর্জন করে ওকালতি ও ব্যারিস্টারি অবলম্বন করে মজলুমের সাহায্য করা বৈধ ও উত্তম কাজ, এর মাধ্যমে উপার্জিত টাকাও হালাল। (৬/১৯১/১১৫৭)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/۴۰۲ : الجواب- اگر سچّے مقدمات لیتا ہو اور کسی خلافِ شرع امر کا ارتکاب اس میں نہ کرنا پڑتا ہو تو پیشہ وکالت جائز ہے اور جو آمدنی خلافِ شرع طریقہ پر حاصل کی جائے گی وہ حرام ہوگی۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/۳۱۱ : سوال- کیا وہ لوگ جو وکالت کا پیشہ اختیار کئے ہوئے ہیں، ان کی آمدن حلال ہے یا نہیں جبکہ یہ عملاً ناممکن ہے کہ وہ صرف سچے مقدمات کی وکالت کریں، کیا ان کے گھر سے کھانا پینا جائز ہے؟ جبکہ ان کا کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو یا ہو بھی تو اس کی آمدن مغلوب ہو۔

الجواب- ظالم سے تعاون حرام ہے، اس لئے اس کی کمائی بھی حرام۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/۳۲۰ : فقہاء نے تصریح کی ہے کہ حرمت استیجار مخصوص ہے طاعۃ مختصہ بالمسلم کے ساتھ اور نصرت مظلوم منجملہ طاعات عامہ کے ہے، پس اس میں اس حرمت کا حکم نہ کیا جاوے گا، حاصل یہ کہ پیشہ وکالت فی نفسہ جائز ٹھہرا، مگر شرط یہ ہے کہ سچّے مقدمات لیتا ہو۔

Scanned by CamScanner

আইনি পেশা গ্রহণ করার হুকুম

প্রশ্ন : বার এট ল (ব্যারিস্টারি) পড়া এবং তাকে পেশাগতভাবে নেওয়া কতটুকু বৈধ? মাওলানা এ কিউ এম হারুনুর রশীদ আত্মশুদ্ধি নামক বইয়ে লিখেছেন, পড়া জায়েয, কিন্তু করা নাজায়েয। সঠিক বিধান জানতে চাই।

উত্তর : বার এট ল (ব্যারিস্টারি) পড়ার পর তা পেশাগতভাবে নেওয়া জায়েয, তবে শর্ত হলো, তা করতে গিয়ে যেন মিথ্যা মোকাদ্দমা, মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেওয়া, জালেমের পক্ষ নেওয়া ইত্যাদি শরীয়ত পরিপন্থী কাজ না করা হয়। অন্যথায় উপার্জিত টাকা হালাল হবে না। (৯/৫৫৩/২৭২১)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٤٧٢ : "كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره" لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يوكل غيره فيكون بسبيل منه دفعا للحاجة. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام وبالتزويج عمر بن أم سلمة رضي الله عنهما. قال: "وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق" لما قدمنا من الحاجة إذ ليس كل أحد يهتدي إلى وجوه الخصومات. وقد صح أن عليا رضي الله عنه وكل عقيلا، وبعد ما أسن وكل عبد الله بن جعفر رضي الله عنه.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/۳۲۰ : حاصل یہ ہے کہ پیشہ وکالت فی نفسہ جائز ٹھہرا مگر شرط یہ ہے کہ سچے مقدمات لیتا ہو۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳/۴۰۲ : اگر سب مقدمات لیتا ہو اور کسی خلاف شرع امر کا ارتکاب اس میں نہ کرنا پڑتا ہو تو پیشہ وکالت جائز ہے اور جو آمدنی خلاف شرع طریقہ حاصل کی جائے وہ حرام ہوگی۔

📖 بنیادی فقہی احکام ص ۲۹۷ : سوال- کیا مقدمات میں وکیل بنانا جائز ہے؟
جواب- جائز ہے وکیل بنانا تمام جھگڑوں میں اور ان کے اثبات کے لئے پس مدعی کا وکیل صحیح دعوی پیش کرے اور مدعی علیہ کا وکیل جواب اور جواب سے متعلق ہیں پیش کرے۔

Scanned by CamScanner

বাসে ভ্রমণ করে বিমান ভাড়া দাবি করা

প্রশ্ন : সরকারি কাজে এক স্থান হতে অন্যত্র গমন করলে সরকারি কর্মকর্তাগণ যাতায়াত ভাড়া প্রাপ্য হন। যে সকল স্থানে বিমানে যাওয়ার সুযোগ আছে সেখানে গমনের জন্য বিধি মোতাবেক বিমান ভাড়া দাবি করা হয়। তবে কেউ যদি অর্থ সাশ্রয়ের জন্য ট্রেন বা বাসে গমন করে তবে সে বিমান ভাড়ার দাবি উত্থাপন করতে পারবে কি না?
উল্লেখ্য, দাবিনামার এক স্থানে লিখিত আছে, আমি বিমানে ভ্রমণ করেছি এবং আমাকে সে দাবিনামা সত্য উল্লেখ করে স্বাক্ষর করতে হয়। তবে কেউ যদি আরামদায়ক এয়ার কন্ডিশন বাসে ভ্রমণ করে তবে সরকারি বিধি মোতাবেক বাস ভাড়া দাবি করা যায় না। অর্থাৎ শুধুমাত্র ট্রেন বা বিমান ভাড়া বিধিসম্মত। অনেক সময় ট্রেনে টিকিট না থাকলে বাসে আসতে হয়, সে ক্ষেত্রে ব্যয়কৃত অর্থ পাওয়ার বৈধ উপায় কী? উল্লেখ্য, দাবিনামায় ট্রেন অথবা বিমান ভ্রমণের দাবি উত্থাপন করা সরকারিভাবে বিধিসম্মত।

উত্তর : সরকারি কর্মকর্তাগণের জন্য ট্রেন বা বাসে যাতায়াত করে বিমান ভাড়ার দাবি উত্থাপন করা বৈধ হবে না। কারণ সরকার তাদের কেবল ব্যয়কৃত অর্থ প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই ট্রেন বা বাসে ভ্রমণ করে অর্থ সাশ্রয়ের জন্য বিমান ভাড়া দাবি করে ব্যয় থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত হবে না। সরকারি কর্মকাণ্ডের জন্য সরকারের বিধান মেনে বিমান বা ট্রেন ভ্রমণ করা উচিত। তবে বিমানের সুযোগ-সুবিধা না হলে বা ট্রেনের টিকিট পাওয়া না যাওয়ায় যদি বাসের সাধারণ শ্রেণীতে ভ্রমণ করে তার জন্য ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ট্রেনের ভাড়া দাবি উত্থাপন বৈধ হবে। তবে বাসের ভ্রমণবিলাস বহুল শ্রেণীতে হলে ট্রেনের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণও অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। (১৩/৫৫৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٢٧ : الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام قال: وهو الحق قال تعالى - {قتل الخراصون} [الذاريات: ١٠]- الكل من المجتبى-

কাজের লোক না থাকা সত্ত্বেও বেতনের সাথে ভাড়া ও রেশন নেওয়া

প্রশ্ন : সরকারি কর্মকর্তাগণকে মাসিক বেতনের সাথে ভাতা হিসেবে কাজের লোকের জন্য রেশনের টাকা এবং ভাতা দেওয়া হয়। এ খাতে প্রাপ্ত সমুদয় টাকাই কি তার জন্য ব্যয় করা প্রয়োজন হবে? কোনো কর্মকর্তার যদি কাজের লোক না থাকে তাহলে উল্লিখিত টাকা এবং রেশন কর্মকর্তার নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সরকারি কর্মকর্তাগণকে মাসিক বেতনের সাথে ব্যাটম্যানের জন্য যে ভাতা এবং রেশনের টাকা দেওয়া হয় তা বেতনের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। কারণ আমাদের জানা মতে, ওই সব অর্থের খরচের খাতে সরকারি পক্ষে হিসাব নিরীক্ষণ করা হয় না বিধায় এ ধরণের অর্থ স্বীয় প্রয়োজনে যেকোনো খাতে ব্যবহার করতে শরীয়তের কোনো আপত্তি নেই। (১৩/৫৫৮)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۱۸۷ : جواب- حکومت کی طرف سے جو کچھ دیا جائے اس کے جائز ہونے میں کیا شبہ ہے؟ مگر سرکاری ملازم لوگوں کا کام کر کے ان سے جو تحفہ اصول کرے وہ رشوت ہی کی ایک صورت ہے، ہاں اس کے دوست احباب یا عزیز واقارب تحفہ دے تو وہ واقعی تحفہ ہے، خلاصہ یہ کہ گورنمنٹ یا انتظامیہ اپنے ملازمین کو جو کچھ دیتی ہے خواہ تنخواہ ہو بونس ہو یا انعام وہ سب جائز ہے۔

খানা বাবদ খরচ না করেও টাকা উত্তোলন করা

প্রশ্ন : কর্মকর্তাগণ সরকারি কাজে এক জেলা হতে অন্য জেলায় গমন করলে দৈনিক ভাতা পেয়ে থাকেন, যা থাকা-খাওয়ার জন্য প্রদান করা হয়। তবে কর্মকর্তাগণ সাধারণ অফিসার্স কিংবা কখনো কখনো নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে অবস্থান করে থাকেন। এমতাবস্থায় প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্ত দৈনিক ভাতা হতে অনেক কম অর্থ ব্যয় হয়। এ ক্ষেত্রে দৈনিক ভাতার উদ্বৃত্ত টাকা নিজ প্রয়োজনে অন্যত্র ব্যবহার করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে ঠিক হবে কি না?

উত্তর : সরকারি কর্মকর্তাগণ সরকারি কাজে এক জেলা হতে অন্য জেলায় গমন করলে থাকা-খাওয়ার জন্য প্রদত্ত দৈনিক ভাতার ব্যয় খাতের রিপোর্ট যদি পেশ করতে না হয়, তাহলে বোঝা যাবে সরকার উক্ত ভাতার টাকা কর্মকর্তাকে মালিক বানিয়ে দিয়েছে তাই কর্মকর্তার জন্য উক্ত টাকা নিজ প্রয়োজনে অন্যত্র ব্যবহার করা বৈধ হবে, অন্যথায় তা বৈধ বলে গণ্য হবে না। (১৩/৫৫৮)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۴۷۰-۴۷۱ : الجواب- ۱،۲ : ہمیں ملازمین سے تحقیق کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ رقم گورنمنٹ یا محکمہ کورٹ کی طرف سے ملازمین کی ملک کردی جاتی ہے اس لئے باوجود اس علم کے کہ فلاں شخص سیکنڈ یا انٹر میں سفر نہیں کرتا اس پر کوئی جرم قائم نہیں ہوتا نہ اس علم کے بعد گورنمنٹ اس کو سیکنڈ وانٹر کے کرایہ سے محروم کردیتی ہے بلکہ بدستور اسی قاعدہ سے کرایہ دیتی ہے

Scanned by CamScanner

اگر یہ تحقیق صحیح ہے تو سائل کو تھرڈ درجہ میں سفر کرنا اور بقیہ رقم کو اپنی ذاتی مصارف میں صرف کرنا جائز ہے اس پر کفایت شعاری کر کے اس رقم کو بچانا واجب نہیں بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ جس درجہ کا کرایہ دیا جائے اسی درجہ میں سفر کرے۔

۳-اس میں بھی ہم کو یہی تحقیق ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ رقم مدرسان کو بطور تملیک اور ٹھیکہ کے دی جاتی ہے گورنمنٹ کی نیت واپسی کی نہیں ہوتی جس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے متعلق افسر مدرس وغیرہ کسی سے حساب کا مطالبہ نہیں ہوتا اور جو پیشگی رقم ملتوی طور پر دی جاتی ہے تملیکا نہیں دی جاتی، اس میں حساب کا مطالبہ ہوتا ہے، جیسا کہ بھتہ وغیرہ کی رقم کا قاعدہ ہے پس اگر تحقیق صحیح ہے تو اس صورت میں بھی جو رقم مصارف دوات و قلم وغیرہ سے بچے اس کو اپنے تصرف میں افسر مدرس لا سکتا ہے۔

Scanned by CamScanner

باب الحوالة
পরিচ্ছেদ : হাওয়ালা

হুন্ডি ব্যবসার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশের হুন্ডি ব্যবসা জায়েয কি না? না হলে জায়েয হওয়ার পদ্ধতি কী?

উত্তর : হুন্ডি ব্যবসায় যদি বাজারমূল্যে বিনিময় হয় এবং অতিরিক্ত রেটে বিনিময় না করে এবং বিনিময়ের অর্থের ওপর এক পক্ষের কবজা সাব্যস্ত হয় এবং লেনদেনটি করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকে তাহলে হুন্ডি ব্যবসা বৈধ, অন্যথায় নয়। (১৭/৩০১/৭০১৯)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/٢٣٧ : إذا تبايعا فلسا بعينه بفلس بعينه فالفلسان لا يتعينان، وإن عينا إلا أن القبض في المجلس شرط حتى يبطل بترك التقابض في المجلس لكونه افتراقا عن دين بدين. ولو قبض أحد البدلين في المجلس فافترقا قبل قبض الآخر ذكر الكرخي أنه لا يبطل العقد.

📖 المغني لابن قدامة (مكتبة القاهرة) ٤/ ٣٥٣ : وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر، وكان لحمله مؤنة، لم يجز؛ لأنه زيادة. وإن لم يكن لحمله مؤنة، جاز.وحكاه ابن المنذر عن علي، وابن عباس، والحسن بن علي، وابن الزبير، وابن سيرين، وعبد الرحمن بن الأسود، وأيوب السختياني، والثوري، وأحمد، وإسحاق. وكرهه الحسن البصري، وميمون بن أبي شبيب، وعبدة بن أبي لبابة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي؛ لأنه قد يكون في ذلك زيادة. وقد نص أحمد على أن من شرط أن يكتب له بها سفتجة لم يجز، ومعناه: اشتراط القضاء في بلد آخر، وروي عنه جوازها؛ لكونها مصلحة لهما جميعا.

হুন্ডির মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো

প্রশ্ন : প্রচলিত হুন্ডি ব্যবসা (অর্থাৎ বিদেশ থেকে ব্যাংকের মাধ্যম ছাড়া টাকা আনা) জায়েয কি না? এবং তার মাধ্যমে বিদেশ থেকে দেশে টাকা পাঠানো জায়েয কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সরকার বা ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত রেটের কমবেশিতে এক দেশের মুদ্রার বিনিময়ে অন্য দেশের মুদ্রার আদান-প্রদান শরীয়তসম্মত হলেও প্রচলিত হুন্ডি ব্যবসার যেহেতু রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদন নেই এবং তা ব্ল্যাক ব্যবসা হিসেবে পরিচিত এবং এ ব্যবসার সাথে জড়িত হওয়া অনেক ক্ষেত্রে জানমাল ও সম্মানহানির আশঙ্কা প্রবল এবং শরীয়তসম্মত রাষ্ট্রীয় আইনের বিরোধিতা করা হয়, তাই উক্ত ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা অপরিহার্য। তবে যে দুই দেশের মাঝে ব্যাংকিংব্যবস্থায় টাকা আদান-প্রদানের পথ নেই, একান্ত প্রয়োজনে টাকা পাঠাতে হলে তখন হুন্ডির পথ অবলম্বন করা অবৈধ হবে না। (১৭/৯২/৬৯৪৫)

📖 بحوث فى قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١٦٨ : فتبين أن عملات الدول المختلفة أجناس مختلفة، ولذلك تختلف أسماؤها وموازينها ووحداتها المنشعبة منها. ولما كانت عملات الدول أجناسا مختلفة جاز بيعها بالتفاضل بالإجماع، أما عند الشافعي رحمه الله فلأنه يجوز بيع الفلس بالفلسين في عملة واحدة، ففي العملات المختلفة أولى، وهو رأي في مذهب الحنابلة كما قدمنا، وأما عند مالك رحمه الله فلأنه يجعل هذه العملات من الأموال الربوية فإذا اختلفت أجناسها جاز التفاضل، وأما عند أبي حنيفة وأصحابه فلأن تحريم بيع الفلس بالفلسين مبني عندهم على كون الفلوس أمثالا متساوية قطعا، فيبقى عند التفاضل فضل خال عن العوض، ولكن عملات البلاد المختلفة لما كانت أجناسا مختلفة، لم تكن أمثالا متساوية، فلا يتصور الفضل الخالي عن العوض. فيجوز إذن أن يباع الريال السعودي مثلا بعدد أكثر من الربيات الباكستانية.

📖 فيه أيضا ١/ ١٦٩ : ثم إن أسعار هذه العملات بالنسبة إلى العملات الأخرى، ربما تعين من قبل الحكومات، فهل يجوز بيعها بأقل أو أكثر من ذلك السعر المحدد؟ والجواب عندي أن البيع بخلاف هذا

Scanned by CamScanner

السعر الرسمي لا يعتبر ربا؛ لما قدمنا من أنها أجناس مختلفة، ولكن تجري عليه أحكام التسعير، فمن جوز التسعير في العروض، جاز عنده هذا التعسير أيضا، ولا ينبغي مخالفة هذا السعر، إما لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجب، وإما لأن كل من يسكن دولة فإنه يلتزم قولا أو عملا بأنه يتبع قوانينها، وحينئذ يجب عليه اتباع أحكامها، مادامت تلك القوانين لا تجبر على معصية دينية.

📖 راجع: تكملة فتح الملهم ١/٥٩٠ والدر المختار ٥/٣٥٠، نظام الفتاوى ١/

Scanned by CamScanner

باب الرشوة
পরিচ্ছেদ : ঘুষ

ঘুষদাতা ও গ্রহীতার পরিণাম

প্রশ্ন : ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের হাশরের ময়দানে বিচারে কী ফয়সালা হবে?

উত্তর : ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া উভয়ই হারাম। আর হারামে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে কঠিন শাস্তির কথা রয়েছে। (১৩/৮৯১/৫৪৫২)

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٣/ ١٢٧ : فكذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نهي لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان أحدهما ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٤٩ (٣٥٨٠) : عن عبد الله بن عمرو، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي» -

📖 مسند البزار (مكتبة العلوم والحكم) ٣/ ٣٤٧ (١٠٣٧) : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الراشي والمرتشي في النار» -

📖 مستدرك الحاكم (دار الكتب العلمية) ٤/ ١١٦ (٧٠٦٩) : عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ولي على عشرة فحكم بينهم بما أحبوا أو كرهوا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه فإن حكم بما أنزل الله ولم يرتش في حكمه ولم يحف فك الله عنه يوم القيامة يوم لا غل إلا غله

Scanned by CamScanner

وإن حكم بغير ما أنزل الله تعالى وارتشى في حكمه وحابى شدت يساره إلى يمينه وري به في جهنم فلم يبلغ قعرها خمسمائة عام» -

ডাক্তার ও রিপ্রেজেন্টেটিভের ওষুধের আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিকে দেখা যায় তারা বাজারজাতকৃত ওষুধের স্যাম্পল ডাক্তারকে দেয়। যেন ডাক্তার ওষুধের গুণগত মান বুঝে ব্যবস্থাপত্রে লেখে। ওষুধের গায়ে লেখা থাকে, 'শুধুমাত্র ডাক্তারদের জন্য, বিক্রির জন্য নয়' অথচ ডাক্তারগণ সচরাচর তা বিক্রি করে ফেলে।

অপরদিকে দেখা যায় কোম্পানি সমন্বয়কারীদের বাৎসরিক একটা লক্ষ্যমাত্রা (দুই লক্ষ/পাচ লক্ষ) দেয়, যার ওপর নির্ভর করে তাদের পদোন্নতি। ফলে তারা লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এক রকম বাধ্য। তাই অনেক সময় দেখা যায় ডাক্তারদের জন্য প্রদত্ত ওষুধগুলো ডাক্তারদের না দিয়ে তারা খোলা বাজারে বিক্রি করে দেয়। উল্লেখ্য, ডাক্তার ও রিপ্রেজেন্টেটিভের উক্ত ওষুধ বিক্রির বিষয়টি কোম্পানি ভালোভাবেই জানে। কিন্তু কোনোরূপ আইনানুগ ব্যবস্থা না নেওয়ায় সম্মতি বোঝা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো :

১. ডাক্তারদের জন্য ওষুধ গ্রহণ ঘুষের অন্তর্ভুক্ত কি না?

২. ডাক্তার ও রিপ্রেজেন্টেটিভের ওষুধগুলো বাজারে বিক্রি করা বৈধ কি না

৩. তাদের কাছ থেকে ওই ওষুধ ক্রয় করা যাবে কি না?

অনেক ডাক্তারকে দেখা যায় কোম্পানির প্রলোভনে না পড়ে একান্ত আমানতদারির সাথে যে কোম্পানির ওষুধ ভালো সেটাই লেখে। তার পরও কি কোম্পানির প্রদত্ত ওষুধ নেওয়া ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর : কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত ওষুধ ডাক্তারদের জন্য গুণগত মান নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে নেওয়া ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে না। ওষুধ ভালো হলে রোগীদের প্রেসক্রিপশনে লেখাও আপত্তিকর হবে না। হ্যাঁ, যদি কোম্পানি কর্তৃক ডাক্তারদের জন্য প্রদত্ত ওষুধ এবং বিক্রির জন্য প্রস্তুতকৃত ওষুধের মধ্যে গুণগত মানের মধ্যে কোম্পানি তারতম্য করে থাকে তাহলে গোনাহ কোম্পানির হবে। ডাক্তার যদি এ কথা জানা সত্ত্বেও ওষুধ গ্রহণ করে এবং রোগীদের চিকিৎসাপত্রে ওষুধ লেখে তাহলে তা ডাক্তারের জন্য ঘুষ ও অন্যায়। এমতাবস্থায় দাতা- গ্রহীতা উভয়ে গোনাহগার হবে। যেসব ওষুধের প্যাকেটে 'শুধুমাত্র ডাক্তারদের জন্য, বিক্রির জন্য নয়' লেখা থাকে, ওই সব ওষুধ খোলা বাজারে বিক্রি করা রিপ্রেজেন্টেটিভের জন্য বৈধ নয়। জানা সত্ত্বেও তাদের থেকে ক্রয় করাও বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে ডাক্তারদের জন্য যেসব ওষুধ সৌজন্যমূলক দেওয়া হয়

Scanned by CamScanner

ডাক্তারদের জন্য ওই ওষুধ নিজে ব্যবহার করা, গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা বা বিক্রি করা বৈধ হবে, ক্রেতাদের জন্যও ক্রয় করা বৈধ হবে। (১৮/৪১/৭৩৮৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦ /٢٦٢ : وذكر الأقطع أن الفرق بين الهدية والرشوة أن الرشوة ما يعطيه بشرط أن يعينه والهدية لا شرط معها اهـ

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٣٦٢ : وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع۔

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ٩٥ (١٠١) : عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا»۔

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦ /١٢٧ : وأما حكم الهبة فالكلام فيه في ثلاث مواضع في بيان أصل الحكم وفي بيان صفته وفي بيان ما يرفع الحكم. أما أصل الحكم فهو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض لأن الهبة تمليك العين من غير عوض فكان حكمها ملك الموهوب من غير عوض.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سیداحمد) ٦ /٣٨٢ : الجواب- اگر باقاعدہ طور پر شرعی ہبہ ہو چکا ہے تو موہوب لہ اس کا خود مختار مالک ہے اور اس کو اس میں ہر قسم کے مالکانہ تصرفات کا حق حاصل ہے۔

Scanned by CamScanner

কোম্পানির তরফ থেকে গিফট করা আসবাবের ব্যবহার

প্রশ্ন : বিভিন্ন সময় কম্পাউন্ডার ও সেলসম্যানদেরকে বিভিন্ন কোম্পানির পক্ষ থেকে প্যাড, খাতা, কলম, ওষুধ ইত্যাদি সামগ্রী গিফট করা হয়। এ সমস্ত জিনিস তাদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : কোম্পানির পক্ষ থেকে সেলসম্যানদেরকে যা কিছু গিফট করা হয় যদি সন্তুষ্টচিত্তে হয় তা তাদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না। (১৬/৮৭৯)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٤/ ١٩٤ (٢١٣٠) : عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦ /٢٦٢ : وذكر الأقطع أن الفرق بين الهدية والرشوة أن الرشوة ما يعطيه بشرط أن يعينه والهدية لا شرط معها اهـ

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٣٦٢ : وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع، الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، اهما في الفتح ملخصا. ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس.

Scanned by CamScanner

ঘুষ দিয়ে উত্তোলিত পেনশনের টাকায় হজ করা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি তার পেনশনের টাকা তোলার জন্য ঘুষ দিতে হয় এবং ঘুষ দিয়ে টাকা উঠিয়ে সে যদি হজ পালন করতে যায়, তাহলে তার হজ সহীহ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া হারাম। তবে নিজের হক আদায়ে অপারগতায় ঘুষ দিলে গোনাহ হবে না। বিধায় পেনশনের টাকা আদায় করতে বাধ্য হয়ে ঘুষ দিলে গোনাহ হবে না। এ টাকা দিয়ে হজ সহীহ হবে। (১৯/৩৮৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٣٦٢ : وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام:
منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة.
الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه.
الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني، وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع
الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، اهـ ما في الفتح ملخصا.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳ / ۱۵۲ : الجواب-اس سوال میں دو چیز قابل تحقیق ہیں ایک اپنی تنخواہ کی رقم پر گورنمنٹ سے سود لینا سو یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، اس لئے ایسے شخص کو خصوصیت کے ساتھ گنجائش ہے جس کی تنخواہ جبراً وضع کرلی جاوے، دوسرا جزو جو رقم درمیان میں لی جاتی ہے اس پر سود دینا سو یہ اس مسئلہ مختلف فیہا میں تو داخل نہیں

Scanned by CamScanner

کیونکہ وہ مسئلہ اخذ سود کا ہے اور یہ اعطاء سود ہے جس کی حرمت متعلق علیہا ہے لیکن اس میں ایک تاویل ہو سکتی ہے وہ یہ کہ یہ شخص گورنمنٹ سے قرض نہیں لیتا، بلکہ اس کا جو قرض گورنمنٹ کے ذمہ ہے اس کے ایک حصہ کا مطالبہ کرتا ہے جس کا اس کو شرعاً حق ہے، پھر جس وقت اس رقم کو واپس کرتا ہے یہ واپسی ادائے قرض نہیں بلکہ مثل دیگر رقم جمع شدہ کے یہ بھی گورنمنٹ کو قرض ہی دیتا ہے اور جب واپس کردہ رقم خود اس کی ملک ہے اور سود ہوتا ہے، دوسرے کی مملوک رقم پر اس لئے یہ جو سود کے نام سے دیا گیا ہے سود نہیں ہے پس اس کا دینا اعطاء سود بھی نہیں، اس لئے اس کو ناجائز نہ کہا جاوے گا، بلکہ اخذ مذکور کی حلت تو مختلف فیہ بھی ہے اور اس اعطاء کی حلت اس تاویل پر متفق علیہ ہو گی، البتہ پھر اس رقم پر جو اخیر میں گورنمنٹ سے سود لیا جاوے گا وہ پھر اخذ مختلف فیہ ہو گا۔

পেনশন উদ্ধারের চুক্তি ও ঘুষ প্রদান

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী তার ভাইয়ের পেনশনের জন্য চেষ্টা করছে। বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে বর্তমানে তা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনেক দিন যাবৎ পড়ে আছে এবং এর কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আমার স্ত্রী আমার সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে যে যদি আমি তা উদ্ধার করতে পারি তবে এককালীন যে টাকা পাওয়া যাবে তার এক-তৃতীয়াংশ আমাকে দেবে। পেনশন উদ্ধারের যাবতীয় খরচ আমাকে বহন করতে হবে।

উল্লেখ্য, পেনশন উদ্ধার করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পেনশন অফিস ইত্যাদি জায়গায় অনৈতিক ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না। এমতাবস্থায় আমি কী করব?

উত্তর : আপনার স্ত্রী তার ভাই অথবা তার অভিভাবকের পক্ষ থেকে উল্লিখিত পেনশনের টাকা যেকোনোভাবে উত্তোলনের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হলে আপনার মাধ্যমে উক্ত চুক্তি মোতাবেক তা উত্তোলন করা জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে বৈধ পন্থায় পাওনা উদ্ধার করতে অপারগ হলে ঘুষও দেওয়া যাবে। (১৭/৯১২/৭৩৩৮)

الدر المختار (سعيد) ٦ /٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

رد المحتار (سعيد) ٦ / ٥ : (قوله وشرطها إلخ) هذا على أنواع: بعضها شرط الانعقاد، وبعضها شرط النفاذ، وبعضها شرط الصحة، وبعضها شرط اللزوم، وتفصيلها مستوفى في البدائع ولخصه ط عن الهندية (قوله كون الأجرة والمنفعة معلومتين) أما

Scanned by CamScanner

الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد، فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده، وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ /٥١٠ : وهو إقامة الغير مقام نفسه) ترفها أو عجزا (في تصرف جائز معلوم.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /٣٦٢ : وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة.الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه.الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني، وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، اهما في الفتح ملخصا.

মালপত্র ছাড় করানোর জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষকে উৎকোচ দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বিমানবন্দরে কাস্টমের বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে, যা আদায় না করলে যাত্রীদের বন্দর ত্যাগ করা বা তাদের মাল মুক্ত করা সম্ভব হয় না এবং কোনো

Scanned by CamScanner

কোনো বিমানবন্দরে বাধ্যতামূলক গিফটের নিয়ম রয়েছে। জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত নিয়ম ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

উত্তর : ব্যবসার পণ্য নয়, এমন মালে যাত্রীদের নিকট থেকে কাস্টমের নামে অর্থ উসূল করা অন্যায় ও জুলুম এবং গিফটের নামে যা আদায় করা হয় তাও জুলুম। মান-ইজ্জত ও আসবাব রক্ষার খাতিরে অপারগ হয়ে যাত্রীদের জন্য এভাবে অর্থ দেওয়ায় গোনাহ না হলেও গ্রহণকারীর জন্য এরূপ অর্থ কখনো হালাল হবে না। এ ধরনের হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য আসবাব না আনাই শ্রেয়। (৯/৪০৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /٧٢ : كما لو اضطر إلى دفع مرشوة لإحياء حقه جاز له الدفع وحرم على القابض۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۳۲۲ : سوال- ایک شخص حج کرنے کیلئے جاتا ہے اور واپسی میں کچھ سامان لے کر آتا ہے جس پر کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے وہ شخص اس سامان کو چپا کر لاتا ہے قلی کی مدد سے اور اس کو کچھ رقم دیتا ہے جو اس کے اجرت سے زیادہ ہے جس کو بقول قلی کے افسراں تک میں تقسیم کیا جاتا ہے کیا اس رقم کو جو اجرت سے زیادہ دی گئی ہے قلی کو رشوت کہیں گے یا نہیں؟ اگر رشوت ہے تو "ردالراشی والمرتشی کلاھما فی النار" والی حدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں، کیا گورنمنٹ کی کسٹم ڈیوٹی کو جبریہ ٹیکس کہیں گے کہ اور اس کو بچا سکتے ہیں اور اس سامان کو بچانے کیلئے جو رقم دی گئی اس کو دینے والے کو جائز کہنے والے کا کیا حکم ہے؟

الجواب- اس کے رشوت ہونے میں کیا تامل ہے رشوت کی وعید بھی برحق ہے اپنا حق وصول کرنے کے لئے یا ظلم سے بچنے کیلئے رشوت دینے کیلئے یہ وعید نہیں یہ ٹیکس تو سراسر ظلم ہے بلاضرورت ایسا سامان لانا ہی کیا ضروری ہے جس سے بچنے کی لئے رشوت دینی پڑے، نہ دی تو سخت بے عزتی، سامان بچالیا تو چوری یہ کوئی دانشمندی کی بات نہیں۔

ঘুষ দিয়ে বিল কামানো

প্রশ্ন : সিটি করপোরেশন বিল বা পানি বিল সরকারি কর্মচারীদের সাথে কিছু দিয়ে চুক্তি মোতাবেক বিল করা বৈধ কি না? না করলে বিভিন্ন ধরনের হয়রানি করলে কী করা যায়?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে ঘুষের লেনদেন মারাত্মক অপরাধ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অভিশাপের উপযুক্ত। তবে ফিকাহবিদগণ অপারগ অবস্থায় দ্বীন ও স্বীয় জানমাল রক্ষার্থে শুধুমাত্র ঘুষ দেওয়ার অবকাশ আছে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। প্রশ্নোল্লিখিত হয়রানি উক্ত পর্যায়ের চুক্তি মোতাবেক বিল করানো ও এভাবে সরকারের প্রাপ্য হক বিনষ্ট করা নাজায়েয ও হারাম। (১০/৪৫)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٠٤٩ (٣٥٨٠) : عن عبد الله بن عمرو، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي» -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۵۰ : سوال- گاؤں کے پٹوری کو جس سے اندیشہ قوی نقصان ہونے کا ہے رشوت دینا کیسا ہے؟ اور یہ رشوت سالانہ مقرر کر لینا بلا کسی قید وکام کے کیسا ہے؟

الجواب-بدون دئے مضرت کا خوف ہے تو جائز ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ / ۴۰۴ : الجواب-حامداو مصلیا، (۱) جو کام کسی کے ذمہ واجب ہو پھر اس کا معاوضہ لیں وہ رشوت ہے، جیسے عدالت اور پولیس کے ملازمین یا ڈاکخانہ کے ملازمین کے ذمہ جو کام متعین ہے اگر وہ پبلک سے اس پر معاوضہ لیں۔ بغیر معاوضہ نہ کریں تو رشوت ہے، اسی طرح جو شخص کسی چیز کا مستحق نہیں بلکہ وہ چیز اس کی لئے ممنوع ہے اور وہ شخص کوئی معاوضہ حکام کو دے کر اس کو حاصل کرے یہ رشوت ہے۔

ঘুষ দিয়ে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করা

প্রশ্ন : ব্যবসা করার জন্য ট্রেড লাইসেন্স দরকার। কিন্তু ঘুষ ছাড়া ট্রেড লাইসেন্স পাওয়া প্রায় অসম্ভব এবং বহু সময় অপেক্ষা করতে হয়। এ অবস্থায় শরীয়তের নির্দেশ কী?

উত্তর : ঘুষ দেওয়া-নেওয়া দুটিই সমান গোনাহ। গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও জীবিকার প্রয়োজনে নিরুপায় হলে ঘুষ দিয়ে হলেও জীবিকা রক্ষা করবে এবং তাওবা করবে। (১৭/৫৪৯/৭১৮২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ / ٣٦٢ : وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء

Scanned by CamScanner

والإمارة. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه. الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط-

ঘুষ দিয়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স করা

প্রশ্ন : আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম শ্রেণী। মাদরাসায় ৫ পারা হেফজ করি। একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে চাই। ঘুষ ছাড়া তা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?

উত্তর : ঘুষ নেওয়া-দেওয়া উভয়টিই নাজায়েয। তবে অপারগতায় দেওয়া জায়েয হলেও নেওয়া কোনো অবস্থায়ই বৈধ হয় না বিধায় আপনার জন্য দেওয়া বৈধ হবে। (১৮/৯১১/৭৯০০)

📖رد المحتار (سعيد) ٥ / ٣٦٢ : وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه. الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني، وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب-

Scanned by CamScanner

ঘুষ দিয়ে ফুটপাতে ব্যবসা করা

প্রশ্ন : আমি ফুটপাতে কিছু খাবার জিনিস বিক্রয় করতে চাই। এ জন্য ফুটপাতের নেতা, পুলিশদের ৩০-৪০ টাকা করে প্রতিদিন দিতে হয়। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?

উত্তর : ঘুষ নেওয়া-দেওয়া উভয়টিই নাজায়েয। তবে অপারগতায় দেওয়া জায়েয হলেও নেওয়া কোনো অবস্থায়ই বৈধ হয় না বিধায় আপনার জন্য দেওয়া বৈধ হবে। (১৮/৯১১/৭৯০০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /٧٢ : كما لو اضطر إلى دفع مرشوة لإحياء حقه جاز له الدفع وحرم على القابض.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ۵/ ۴۸۹ : ... ... رشوت کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی شخص کو کچھ رقم یا کوئی چیز اس لئے دی جائے کہ اس سے اپنا جائز کام کرایا جائے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ یہ کام جائز ہونیکے ساتھ ساتھ کسی دوسرے شخص کی حق تلفی کا سبب اور ذریعہ نہ ہو لہذا ان شروط کے بعد رشوت دینے کی تو اجازت ہے لیکن رشوت لینا اس صورت میں بھی ناجائز اور حرام ہے۔

সরকার থেকে হক আদায় করার জন্য ঘুষ দেওয়া

প্রশ্ন : সরকারিভাবে বিভিন্ন কাজকর্ম ঘুষ ছাড়া যদি হাসিল করা সম্ভব না হয় তাহলে করণীয় কী? আর বাধ্য হয়ে ঘুষ প্রদান করলে গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : ঘুষ নেওয়া-দেওয়া উভয়টিই হারাম। তাই ঘুষ দেওয়া ব্যতীতই নিজের কাজকর্ম হাসিল করার প্রতি আপ্রাণ চেষ্টা করা জরুরি। এতদসত্ত্বেও নিরুপায় হয়ে নিজের প্রাপ্য হক হাসিল করার লক্ষ্যে ঘুষ দেওয়ার সুযোগ থাকলেও নেওয়া সর্বাবস্থায় হারাম। তাই প্রাপ্য হক আদায়ে নিরুপায় হয়ে ঘুষ প্রদান করলে কোনো গোনাহ হবে না। (১৮/ ৯৪৮/৭৯৪৬)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٤٩ (٣٥٨٠) : عن عبد الله بن عمرو، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي».

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٢٣ : لا بأس بالرشوة إذا خاف على دينه.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٤٢٣-٤٢٤ : (قوله إذا خاف على دينه) عبارة المجتبى لمن يخاف، وفيه أيضا دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة يعني في حق الدافع اهـ.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۳۹ : اپنا حق (تجارت یا ملازمات وغیرہ) وصول کرنے کیلئے اگر مجبوراً رشوت دی جائے تو امید ہے کہ رشوت دینے والا گناہ سے بچ جائیگا، رشوت لینے والے پر ہی وبال رہے گا۔

সরকারি সাহায্য পেতে ঘুষ দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে মাত্র একটি কবরস্থান রয়েছে। তাতে হিন্দু ভাইদের অনেক পোষ্য শূকর প্রবেশ করে। তাই আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়ের কাছে কবরস্থানটির হেফাজতের জন্য কিছু সাহায্য চাচ্ছি। উক্ত টাকা পেতে কিছু ঘুষ লাগতে পারে। আমরা ঘুষ দিয়ে উক্ত টাকা তুলতে পারব কি না?

উত্তর : কবরস্থানের হেফাজতের জন্য সরকারি অর্থ সাহায্য নেওয়া বৈধ আছে। যদি সে অর্থ উঠাতে বা সংগ্রহ করতে কোনো প্রকার ঘুষ প্রদানের আশ্রয় না নিতে হয়। তবে এ পরিস্থিতিতে এলাকাবাসীর উচিত নিজস্ব অর্থ দ্বারা কবরস্থানকে হেফাজত করার ব্যবস্থা করা। (১/২১২)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٤٩ (٣٥٨٠) : عن عبد الله بن عمرو، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي».

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۵/ ۱۰۸ : الجواب- قبرستان کا احاطہ کرکے قبروں کو بے ادبی اور توہین سے بچانا ضروری ہے... ... اپنے مردوں کو بے ادبی سے بچانے کیلئے انتظام کرنا اپنا فریضہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق رقم جمع کریں۔

ঘুষ ছাড়া সরকারি পর্যায়ে কাজ করানো সম্ভব না হলে করণীয়

প্রশ্ন : সরকারিভাবে বিভিন্ন কাজকর্মে ঘুষ ছাড়া যদি হাসিল করা সম্ভব না হয় তাহলে করণীয় কী? আর বাধ্য হয়ে ঘুষ প্রদান করলে গোনাহ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ঘুষ নেওয়া-দেওয়া উভয়টিই হারাম। তাই ঘুষ দেওয়া ব্যতীতই নিজের কাজ হাসিল করার প্রতি আপ্রাণ চেষ্টা করা জরুরি। এতদসত্ত্বেও নিরুপায় হয়ে নিজের প্রাপ্য হক হাসিল করার লক্ষ্যে ঘুষ দেওয়ার সুযোগ থাকলেও নেওয়া সর্বাবস্থায় হারাম। তাই প্রাপ্য হক আদায়ে নিরুপায় হয়ে ঘুষ প্রদান করলে কোনো গোনাহ হবে না। (১৮/৯৪৭/৭৯৪৬)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٤٩ (٣٥٨٠) : عن عبد الله بن عمرو، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /٧٢ : كما لو اضطر إلى دفع مرشوة لإحياء حقه جاز له الدفع وحرم على القابض-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۳۹ : اپنا حق (تجارت یا ملازمات وغیرہ) وصول کرنے کیلئے اگر مجبوراً رشوت دی جائے تو امید ہے کہ رشوت دینے والا گناہ سے بچ جائیگا، رشوت لینے والے پر ہی وبال رہے گا۔

ঘুষ দিয়ে সরকারি চাকরি ও বেতনের হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে সরকারি কোনো চাকরিতে ঢুকতে হলে ঘুষ দিয়ে ঢুকতে হয়। আমি যদি মোটা অংকের টাকা দিয়ে ব্যাংকে চাকরি নিই এবং আমি যে মাসিক বেতন নেব আমার পারিশ্রমিকের এই টাকা কি আমার জন্য হালাল হবে? আর সরকার তো মানুষের টাকা দিয়ে ব্যবসা করে ব্যাংকের কর্মচারীদের বেতন দেয়।

উত্তর : সুদ ও অবৈধ লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহে এমনিতে কোনো মুসলমানের জন্য চাকরি নেওয়া ও তার বেতন গ্রহণ করা বৈধ নয়। সে ক্ষেত্রে ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়া বৈধ হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। পক্ষান্তরে কোনো বৈধ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিতে চাইলে চাকরিজীবী উপযুক্ত হলে সে ক্ষেত্রে ঘুষ দেওয়া অবৈধ হলেও চাকরির বেতন বৈধ বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং আপনার জন্য সুদি ব্যাংকে চাকরি নেওয়া ও তার বেতন গ্রহণ করা উভয়টা অবৈধ ও নাজায়েয হবে। (৯/৬০০/২৭৮২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٢٥ (١٥٩٨) : عن جابر، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه»، وقال: «هم سواء» -

Scanned by CamScanner

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦ /١٧٢ : ج... رشوت لینے والا تو ہر حال میں فی النار کا مصداق ہے اور رشوت دینے والے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دفع ظلم کیلئے رشوت دی جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالی مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے، رشوت دیکر جو نوکری حاصل کی گئی ہو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ شخص اس ملازمت کا اہل ہے اور جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے اسے ٹھیک ٹھیک انجام دیتا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے (گو رشوت کا وبال ہوگا) اور اگر وہ اس کام کا اہل ہی نہیں تو تنخواہ بھی حلال نہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٧ / ٢٢ : الجواب—بینک کی آمدن میں سود اور دوسرے ارباح فاسدہ کا غلبہ ہے اور عقلا و عرفا قاعدہ یہ ہے کہ ہر قسم کے کاروبار میں ملازمین کی تنخواہ ہوں اور دوسرے مصارف کو آمدن سے متعلق قرار دیا جاتا ہے مصارف اصل سرمایہ کی بجائے آمدن سے وضع کئے جاتے ہیں اس لئے بینک کے ہر قسم کے ملازم کی تنخواہ حرام ہے۔

ঘুষ দিয়ে বা জামানত রেখে চাকরি নেওয়া

প্রশ্ন কর্তৃপক্ষকে ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়া শরীয়তে জায়েয কি না? ঘুষ হিসেবে দিলে শরীয়তের হুকুম কী? আর জামানত হিসেবে দিলে হুকুম কী?

উত্তর : ঘুষ দেওয়া-নেওয়া হারাম, কিন্তু জুলুম থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে বা প্রাপ্ত হক আদায়ের লক্ষ্যে যদি বাধ্য হয়ে কেউ ঘুষ দেয় তাহলে তার অবকাশ আছে। এতে আশা করা যায় যে সে গোনাহগার হবে না। শুধুমাত্র গ্রহণকারীই গোনাহগার হবে। তবে এ অবস্থায়ও কৃতকর্মের জন্য এস্তেগফার করা উচিত। জীবন বাঁচানোর উপায় থাকলে ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়া অবৈধ। তবে ঘুষ দিয়ে চাকরি নিলে যদি সে এর যোগ্য হয় এবং কাজও সঠিকভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়, তাহলে তার উপার্জিত অর্থ বৈধ বলে গণ্য হবে। আর যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়া যেমন হারাম, তার উপার্জনও বৈধ বলা যায় না। চাকরিপ্রার্থী ব্যক্তির কাজ থেকে জামানতের নামে টাকা নেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। কেননা জামানত (সিকিউরিটি বা রেহেন) নেওয়া হয় কোনো প্রাপ্ত হকের মোকাবেলায়, কিন্তু এখানে কোনো হকই বিদ্যমান নেই বিধায় এ ধরনের জামানতের নামে কোনো টাকা নেওয়া বৈধ হবে না। (১৬/৮৪৬/৬৮০৬)

📖 فتح القدير (دار الفكر) ٧/ ٢٥٤ : ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة لا يصير قاضيا. الثاني ارتشاء القاضي ليحكم وهو

Scanned by CamScanner

كذلك حرام من الجانبين ثم لا ينفذ قضاؤه في تلك الواقعة التي ارتشى فيها سواء كان بحق أو بباطل. أما في الحق فلأنه واجب عليه فلا يحل أخذ المال عليه. وأما في الباطل فأظهر.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٧/ ٣٤١ : الرهن لغة: حبس الشيء بأي سبب كان وفي الشريعة: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون-

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٦ /١٧٢ : ج... رشوت لینے والا تو ہر حال میں فی النار کا مصداق ہے اور رشوت دینے والے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دفع ظلم کیلئے رشوت دی جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالی مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے، رشوت دیکر جو نوکری حاصل کی گئی ہو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ شخص اس ملازمت کا اہل ہے اور جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے اسے ٹھیک ٹھیک انجام دیتا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے (گو رشوت کا وبال ہوگا) اور اگر وہ اس کام کا اہل ہی نہیں تو تنخواہ بھی حلال نہیں۔

ঘুষ দিয়ে নেওয়া চাকরির বেতনের হুকুম

প্রশ্ন : ঘুষ দিয়ে চাকরি নিলে তার বেতন হালাল হবে কি না?

উত্তর : যদি বাধ্য হয়ে অতি প্রয়োজনে ঘুষ দিয়ে চাকরি নেয় এবং সে ওই চাকরির যোগ্যতা রাখে ও ভালোভাবে আঞ্জাম দিতে পারে, তাহলে তার চাকরির টাকা হালাল হবে। (১৮/৯৮৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /٧٢ : لو اضطر إلى دفع مرشوة لإحياء حقه جاز له الدفع وحرم على القابض-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٧٤ : سئل محمد بن مقاتل - رحمه الله تعالى - عن رجل سرق ماء وأساله إلى أرضه وكرمه فأجاب أنه يطيب له ما خرج، بمنزلة رجل غصب شعيرا أو تبنا وسمن به دابة فإنه يجب عليه قيمة ما غصب وما زاد في الدابة طيب له-

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٦/ ١٧٢ :الجواب-رشوت لینے والا تو ہر حال میں فی النار کا مصداق ہے اور رشوت دینے والے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دفع ظلم کے لئے رشوت دی جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالی مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے رشوت دیکر نوکری حاصل کی گی اس میں نہ تقلیب ہے کہ اگر یہ شخص اس ملازمت کا اہل ہے اور جو کام

Scanned by CamScanner

اس کے سپرد کیا گیا ہے اسے ٹھیک ٹھیک انجام دیتا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے اور اگر وہ اس کام کا اہل نہیں تو تنخواہ بھی حلال نہیں۔

ঘুষ দিয়ে নেওয়া চাকরির বেতন

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি ঘুষ দিয়ে চাকরি নেয় এবং সে পরবর্তীতে আল্লাহর কাছে তাওবা করে তাহলে তার ওই চাকরির টাকা হালাল হবে কি না?

উত্তর : ঘুষ নেওয়া-দেওয়া উভয়টিই কবীরা গোনাহ। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি ঘুষ দিয়ে চাকরি নেয় আর সেই চাকরির সে উপযুক্ত হয় এবং তার ওপর অর্পিত কাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় করে তখন ওই চাকরির দ্বারা উপার্জিত অর্থ বৈধ হবে। তবে ঘুষ দিয়ে চাকরির নেওয়ার যে গোনাহ হয়েছে তার জন্য তাওবা করতে হবে। (১৯/৪৫৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /٧٢ : لو اضطر إلى دفع مرشوة لإحياء حقه جاز له الدفع وحرم على القابض-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٧٤ : سئل محمد بن مقاتل - رحمه الله تعالى - عن رجل سرق ماء وأساله إلى أرضه وكرمه فأجاب أنه يطيب له ما خرج، بمنزلة رجل غصب شعيرا أو تبنا وسمن به دابة فإنه يجب عليه قيمة ما غصب وما زاد في الدابة طيب له-

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ١٧٢ : الجواب-رشوت لینے والا تو ہر حال میں فی النار کا مصداق ہے اور رشوت دینے والے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دفع ظلم کے لئے رشوت دی جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالی مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے رشوت دیکر نوکری حاصل کی گی اس میں نہ تقلیب ہے کہ اگر یہ شخص اس ملازمت کا اہل ہے اور جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے اسے ٹھیک ٹھیک انجام دیتا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے اور اگر وہ اس کام کا اہل نہیں تو تنخواہ بھی حلال نہیں۔

যোগ্যতা সত্ত্বেও ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়া

প্রশ্ন : যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়া বৈধ কি না? যদি ঘুষ দিয়ে চাকরি নেয় তাহলে বেতন নেওয়া জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঘুষ ছাড়া চাকরির কোনো ব্যবস্থা না থাকলে এবং আয়ের বিকল্প অন্য কোনো উৎস না থাকলে অপারগ অবস্থায় ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়া আপত্তিকর নয়। তবে পরে তাওবা করে নিতে হবে আর উক্ত চাকরির বেতন বৈধ হবে। (১০/৭৫৮/৩৩২৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٣٦٢ : وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه. الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط.

ঘুষ দিয়ে এমপিওভুক্ত হওয়া

প্রশ্ন : আমি একটি স্কুলে শিক্ষক হতে চাই। এখানে সরকার থেকে বেতন নিতে হলে এমপিওভুক্ত হতে হয় এবং তার জন্য ১০ হাজার টাকা দিতে হয়। এখন আমার ইচ্ছা হলো ১০ হাজার টাকাও দিলাম আবার ১০ হাজার টাকা সদকাও করলাম। এটা কি আমার জন্য বৈধ হবে?

উত্তর : অত্যন্ত অপারগতাবস্থায় ঘুষ দেওয়ার অনুমতি থাকলেও অধিক সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় ঘুষ দিয়ে চাকরি নেওয়া বৈধ হবে না। (১৯/৭৩৬/৮৪৩৪)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٤٩ (٣٥٨٠) : عن عبد الله بن عمرو، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي».

📖 فتح القدير (دار الفكر) ٧/ ٢٥٤ : ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة لا يصير قاضيا. الثاني ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك حرام من الجانبين ثم لا ينفذ قضاؤه في تلك الواقعة التي ارتشى فيها سواء كان بحق أو بباطل. أما في الحق فلأنه واجب عليه فلا يحل أخذ المال عليه. وأما في الباطل فأظهر.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۳۱۱ : الجواب-رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہیں، اس ملازم پر فرض ہے کہ یہ ملازمت ترک کر کے دوسرا کوئی ذریعۂ معاش اختیار کرے، اس کے ہاں کھانا کھانا بہر حال جائز ہے۔

টাকা নিয়ে নির্বাচনে পাস করানোর অঙ্গীকার

প্রশ্ন : জনৈক লোক নির্বাচনে দাঁড়ায়। সে নির্বাচনে পাস করার জন্য এক নেতাকে এ মর্মে ১০ হাজার টাকা দেয় যে তোমাদের কেন্দ্র থেকে আমাকে পাস করিয়ে দেবে। প্রশ্ন হলো, এ ১০ হাজার টাকার লেনদেন বৈধ কি না?

উত্তর : সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান ও জনপ্রিয় সমাজসেবককে ভোট দিয়ে পাস করানো এলাকাবাসীর নৈতিক দায়িত্ব, এটা তারা কামনাও করে। সে ক্ষেত্রে সমাজের লোকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেকে পাস করিয়ে নিতে কোনো প্রভাবশালী লোককে অর্থ প্রদান ঘুষ বলে গণ্য এবং অর্থের প্রলোভন তাকে পাস করিয়ে দেওয়া খিয়ানত। সুতরাং নির্বাচন পাস করিয়ে দেওয়ার শর্তে অর্থ প্রদান ও তা গ্রহণ এবং তাকে পাস করিয়ে দেওয়া সবই নাজায়েয ও হারাম। (১৬/৩২৭/৬৪১৩)

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۴۴ : الجواب—ووٹر کو ووٹ کے معاملہ میں اپنی ذات کیلئے روپیہ لینا رشوت اور ناجائز ہے۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۹ / ۳۷۶ : الجواب—ووٹ کی قیمت وصول کرنا جائز نہیں اور ایسا روپیہ مسجد میں نہیں لگ سکتا۔

মাল কেনার জন্য কোম্পানির কর্মকর্তাকে ঘুষ দেওয়া

প্রশ্ন : আমরা কিছু মাল গার্মেন্টে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য ওই গার্মেন্টের কিছু কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়, যাতে সে আমার মাল ক্রয় করে। যদি টাকা না দেওয়া হয় তাহলে আমার মাল এক নাম্বারে থাকা সত্ত্বেও বাতিল বলে ঘোষণা করে এবং মাল নেবে না, বরং অন্য বিক্রেতারা এই সুযোগে কর্মকর্তাদের আরো বেশি টাকা ঘুষ দিয়ে কখনো কখনো বাতিল মালও অধিক দামে বিক্রি করে থাকে। এমতাবস্থায় আমি অতিরিক্ত টাকা ঘুষ না দিলে কোনো গার্মেন্টে আমার মাল বিক্রি করা সম্ভব নয়, বরং ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে উক্ত টাকা ঘুষ দিয়ে ব্যবসা করা বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : এ ধরনের ঘুষ দিয়ে ব্যবসা করা বৈধ হবে না। যদিও আল্লাহর রাস্তায় দান-খয়রাত করার নিয়্যাত থাকুক না কেন? তবে আপনার মাল সাপ্লাই বা বিক্রয় করে দেওয়ার জন্য কিছু কর্মকর্তাকে মিডিয়া হিসেবে নির্ধারণ করে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়ার অনুমতি আছে। (১৭/৮৬১/৭৩৩২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ / ٣٦٢ : وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه. الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني، وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب.

📖 فيه أيضا ٢ / ٢٩٢ : وفيه تقييد لقول الظهيرية: رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر، ولو علم الفقير بذلك فدعا له وأمن المعطي كفرا جميعا. ونظمه في الوهبانية وفي شرحها: ينبغي أن يكون كذلك لو كان المؤمن أجنبياغير المعطي والقابض، وكثير من الناس عنه غافلون ومن الجهال فيه واقعون. اهـ قلت: الدفع إلى الفقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام بعينه مسجدا ونحوه مما يرجو به التقرب؛ لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولا يكون ذلك إلا باعتقاد حله -

Scanned by CamScanner

অর্ডার পাওয়ার জন্য মিথ্যা ভাউচার করা

প্রশ্ন : আমি একজন ইলেকট্রিক মালপত্রের ব্যবসায়ী। আমি এক কোম্পানিতে ৩৩০০০০০ টাকার রেট দিই। ওই কোম্পানিতে আরো তিন-চারজন রেট দেয়। কিন্তু তাদের চেয়ে আমার মাল ভালো এবং দামও কম। এমতাবস্থায় ওই কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার আমার সাথে সমঝোতায় আসে এবং আমি তাকে মালের এক দাম ৩০০০০০০ টাকা বলে দিই। আর ওই ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বলে সে ৩৩০০০০০ টাকারই অর্ডার করে দেবে। কিন্তু আমাকে ৩০ লক্ষ টাকা নিতে হবে। বাকি তিন লক্ষ টাকা ওই ইঞ্জিনিয়ার নেবে। আমি এককথায় রাজি না হলে সে অন্য কারো কাছ থেকে খারাপ মাল নেবে ও তিন লক্ষ টাকার জায়গায় সে কমপক্ষে ৫০০০০০ টাকা লাভ করবে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী? আর আমি এভাবে না করলে কোনো অর্ডার পাওয়া যাবে না। এমতাবস্থায় শরীয়তের মাসআলা কী?

উত্তর : আপনার এ ধরনের বেচা-বিক্রি করা জায়েয হলেও মিথ্যার গোনাহে সহযোগিতা করার গোনাহ হবে। তাই আপনার জন্য করণীয় হলো, এ ধরনের ব্যক্তির সাথে লেনদেন না করা। তবে অতি প্রয়োজনে এ পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে যে তার সাথে পণ্যের মূল্য ৩০০০০০০ টাকা কমিয়ে দেওয়ার চুক্তিতে ৩৩০০০০০ টাকারই বিক্রি সম্পূর্ণ করুন। তাহলে এ ধরনের চুক্তি আপনার জন্য বৈধ হবে। তবে উক্ত টাকা কোম্পানির মালিকের অনুমতি ছাড়া তার জন্য গ্রহণ করা জায়েয নয়। (১৮/৮৪২/৭৮৬৮)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/٣٦٠ : لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ١٦٧ : ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع ويجوز أن يحط عن الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك -

ঘুষ দিয়ে ব্যবসা করা

প্রশ্ন : আমদানির ক্ষেত্রে সরকারি কোনো কর বা শুল্ক না থাকায় কর কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে হয় এবং প্রতিবারই এ পদ্ধতির ভেতর দিয়ে যেতে হবে। না দিলে এই যন্ত্রাংশকে

Scanned by CamScanner

করযোগ্য খাত হিসেবে দেখিয়ে হয়রানি করবে এবং মাল ছাড়বে না। এ ক্ষেত্রে ঘুষ দিয়ে ব্যবসা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। তবে নিজের জান-মালের হেফাজত ও প্রাপ্য আদায় যদি ঘুষ ছাড়া না হয় তখন তার জন্য অনুমতি আছে। তবে গ্রহীতার জন্য তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। (১২/৬২৪)

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٣/ ١٤٧ : قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال أبو بكر قد انتظم هذا العموم النهى عن أكل مال الغير ومال نفسه كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قد اقتضى النهي عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نهي لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان أحدهما ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١/ ٩٥ (١٠١) : عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا»-

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٤٩ (٣٥٨٠) : عن عبد الله بن عمرو، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ / ٣٦٢ : وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه. الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط-

Scanned by CamScanner

ঘুষের লেনদেন করতে হয় এমন চাকরি করা

প্রশ্ন : আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি সমান। আমি একটি মাদরাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি। প্রশ্ন হলো, অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রতি মাসে পানির বিল আসে প্রায় চার হাজার টাকার মতো। যেহেতু প্রতিষ্ঠানটি একটি আবাসিক এরিয়ায় অবস্থিত তাই যখন ওয়াসা কর্তৃপক্ষের লোক পরিদর্শনের জন্য আসে তখন তাকে ৫০০ টাকা করে দিতে হয়। যেহেতু আমি হিসাবরক্ষক, তাই আমাকে কোনো না কোনোভাবে এ কাজে সহয়তা করতে হয় এবং দিন শেষে ফাইনাল হিসাবের কাজ আমাকেই করতে হয়। এমতাবস্থায় আমার আবেদন, আমাকে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক মাসআলা দিয়ে আমাকে উপকৃত করলে চির কৃতজ্ঞ হব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : অত্র প্রতিষ্ঠানটি ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত। চেয়ারম্যান স্যার আমাকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে ফাউন্ডেশনের মেম্বারশিপ হতে বলে, যদি না হই তাহলে তারা বিকল্প ব্যবস্থা করবে। এমতাবস্থায় আমি যদি মেম্বারশিপ হই তাহলে ফাউন্ডেশন পরিচালিত কমিটি যদি ইসলামী শরীয়াহর বাইরে কোনো কার্যকলাপ করে তাহলে আমি গোনাহের অংশীদার হব কি না? কিংবা মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে অপরাধী হব কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষক হিসেবে আপনার জন্য চাকরি করা অনুচিত। তাই আপনার জন্য হালাল চাকরির সন্ধান করা ও আল্লাহর নিকট তাওবা করা জরুরি। অন্য হালাল চাকরির ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত উক্ত চাকরি করা যেতে পারে।

আর আপনার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের মেম্বারশিপ হওয়াতে আপত্তি নেই। তবে যদি উক্ত কমিটি শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ করে তখন তাদের সাধ্যমতো বাধা প্রদান করলে আপনি দায়মুক্ত হতে পারবেন বলে আশা করা যায়। (১০/৫৭৫/৩২৬১)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٠٤٩ (٣٥٨٠) : عن عبد الله بن عمرو، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي»۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ / ٣٦٢ : وفي الفتح: ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ما هو حرام على الآخذ والمعطي وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. الثاني: ارتشاء القاضي ليحكم وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه. الثالث: أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ فقط وحيلة حلها أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه

Scanned by CamScanner

مملوكة ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني، وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۳۱۱ : رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہیں اس ملازم پر فرض ہے کہ یہ ملازمت ترک کر کے دوسرا کوئی ذریعہ معاش حاصل کرے۔

ঘুষ দিয়ে গ্যাস-বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার

প্রশ্ন : ১. আমি একজন হোটেল ব্যবসায়ী। হোটেলের খানা পাকানোর জন্য বাসা ভাড়া নিয়ে ওই বাসার গ্যাসের চুলায় খাবার পাকানো হয়। বাসাবাড়ির চুলায় যে পরিমাণ গ্যাসের চাপ থাকে তাতে হোটেলের খাবার পাক করা কোনোভাবে সম্ভব নয়। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে চুলার রাইজার একটু বড় লাগিয়ে এবং চুলার যে জায়গা দিয়ে গ্যাস বের হয় সে নিপলের ছিদ্রটা একটু বড় করে নেয়। এতে গ্যাসের চাপ ৩-৪ গুণ বেড়ে যায়। প্রতি মাসে বাসাবাড়ির ডাবল চুলার যে বিল হয় আমি সে বিল (বর্তমানে ৪০০ টাকা) দিই। অথচ এই লাইনটা যদি বাণিজ্যিক হতো এবং মিটার লাগানো থাকত তাহলে যে পরিমাণ গ্যাস জ্বালানো হয় তাতে প্রতি মাসে ন্যূনতম ৮-১০ হাজার টাকা মাসিক বিল হতো। উল্লেখ্য, গ্যাস অফিসের লোকদের প্রয়োজনে ঘুষ দিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করি। প্রশ্ন হলো, গ্যাস অফিসের লোকদের টাকা দিয়ে এভাবে গ্যাস ব্যবহার কতটুকু বৈধ হচ্ছে এবং তা থেকে উপার্জিত অর্থ কতটুকু বৈধ হচ্ছে?

২. আমার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের বিদ্যুতের মিটারে যে পরিমাণ বিল আসে আমি সঠিকভাবে তা পরিশোধ করি না, বরং আমি মিটার রিডারের সাথে গোপন চুক্তি করে ২ হাজার প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য করে নিই। এখন মিটার রিডার প্রতি মাসে ৬০০-৭০০ টাকা মাসিক বিল দেখিয়ে বাকি টাকা সে নগদ নিয়ে নিচ্ছে। এখন জানার বিষয় হচ্ছে,

Scanned by CamScanner

মিটার রিডারের সাথে এভাবে গোপন চুক্তি বৈধ কি না? এর দ্বারা আমার ব্যবসায়িক উপার্জন বৈধ হচ্ছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিদ্বয় অবৈধ হওয়াটা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। যেহেতু উক্ত পদ্ধতিগুলোতে নিম্নের কতিপয় কবীরা গোনাহসমূহ বিদ্যমান :

ক) মিথ্যা ও জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া।
খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে প্রতারণার মাধ্যমে ধোঁকা দেওয়া
গ) অবৈধ সুবিধা ভোগ করার জন্য ঘুষ দেওয়া।
ঘ) অবৈধ উপায়ে জাতীয় সম্পদ চুরি করা।

এত সব কারণে গ্যাস অফিসের লোক বা মিটার রিডারের সাথে উৎকোচের বিনিময়ে গোপন চুক্তি করে ন্যায্য বিল কমিয়ে নেওয়া বা কম দেওয়া আপনার জন্য কোনোটাই বৈধ হচ্ছে না। অতএব আপনাকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যায্য বিল পরিশোধ করতে হবে।

পদ্ধতিগুলো যেহেতু অবৈধ, আর অবৈধ উপায়ে অর্জিত আয়ও অবৈধ। সুতরাং উক্ত পন্থায় উপার্জিত সম্পদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট যেকোনো উপায়ে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। (১৭/৭৮/৬৯৩৬)

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار إحياء التراث) ٣/ ١٤٧ : قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم قال أبو بكر قد انتظم هذا العموم النهى عن أكل مال الغير ومال نفسه كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم قد اقتضى النهي عن قتل غيره وقتل نفسه فكذلك قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نهي لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان أحدهما ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم وقال ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض -

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١/ ٩٥ (١٠١) : عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا».

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٤٩ (٣٥٨٠) : عن عبد الله بن عمرو، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي» -

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۵۱/۶ : س: جہاں ہم رہتے ہیں وہاں تک بجلی نہیں پہنچ سکی ہے لیکن بجلی کا پول قریب ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں کنڈہ ڈال کر فی گھر سو روپے لیکر سب کو بجلی فراہم کرتے ہیں جو ایک چوری اور خلاف قانون بات ہے جو ہمارے گھر میں بھی موجود ہے اس کی روشنی میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟

ج: چورا گر چوری کر کے سامان فروخت کردے اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کا خریدنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے یہی حکم اس بجلی کا ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۹۰ : الجواب-ڈرائیور پر حکومت کیساتھ معاہدہ کی پابندی لازم ہے اس کے خلاف کرنا گناہ ہے، مگر اس کے باوجود اگر میٹر سے زیادہ اجرت طی کرلی تو یہ اجرت حلال ہے۔

میٹر کو تیز کر کے دھوکے سے زیادہ اجرت لینا جائز نہیں، میٹر کو تیز کرنے کی وجہ سے جتنی اجرت زیادہ حاصل ہوئی ہے وہ حرام ہے، جس کا مالک تک پہنچانا ضروری ہے اگر یہ ممکن نہ ہو تو مساکین پر صدقہ کرنا فرض ہے۔

📖 عطر ھدایہ ص ۴۸ : جس نے تجارت میں سچائی اور امانت داری کو اختیار کیا اس کی کمائی حلال ہے پاکیزہ ہے جس نے جھوٹ بولا جھوٹی قسم کھا کر دھوکہ فریب سے کام لیتے ہوئے تجارت کی اس کی کمائی مشکوک یا حرام ہے۔

হোটেলবয়কে বখশিশ দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে হোটেলে খাওয়াদাওয়ার পর বিল পরিশোধের সময় অনেক হোটেলবয়কে দুই টাকা-পাঁচ টাকা দিয়ে থাকি। পরবর্তীতে হোটেলে গেলে হোটেলবয় কম বিলে তার খাদ্য-পানির ব্যবস্থা করে দেয়। প্রশ্ন হলো, বিল ছাড়া হোটেলবয়কে এভাবে টাকা দেওয়া শরীয়তে সমর্থন করে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : হোটেলবয়কে খুশি হয়ে দুই-চার টাকা দিলে তা জায়েয হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রশ্নে বর্ণিত বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় তাহলে তা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। (১৩/৯৫২)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۱۸۵ : س: ہمارے معاشرے میں کار کنان کو طے شدہ اجرت کے علاوہ کچھ رقم دینے کا رواج ہے مثال کے طور پر رکشا و ٹیکسی کے میٹر کی رقم کے علاوہ اکثر ریزگاری بچتی ہے وہ نہ تو رکشا ٹیکسی ڈرائیور دینا چاہتا ہے اور نہ مسافر لینا چاہتا ہے اور وہ رقم نذرانہ شکرانہ یا بزبان انگریزی ٹپ تصور کی جاتی ہے ہم یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ڈرائیور حضرات جو رقم واجب کرایہ سے زائد لیتے ہیں وہ جائز ہے یا ناجائز اس سے بڑھ کر مرید پیر کو شاگرد استاد کو ہوٹل میں کھانا کھانے والا بیرے کو دیتا ہے آپ شرعی طور پر فرمائیں کیا یہ رقم خیرات ہے؟ دینے والے کو اس کا ثواب ملے گا؟ لینے والے کا جائز حق ہے؟

جواب-اگر یہ زائد رقم خوشی سے چھوڑ دی جائے تو لینے والے کے لئے حلال ہے اور اپنے بزرگوں کو ہدیہ یا چھوٹوں کو تحفہ کے طور پر جو چیز برضا و رغبت دی جائے وہ بھی جائز ہے۔

হালাল-হারামের নির্ণয় সম্ভব না হলে করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি সুদ-ঘুষ তথা হালাল-হারাম বাছাই না করে অনেক সম্পদের মালিক হয় এবং একসময় তাওবা করে আর হারাম কামাই করবে না এবং শরীয়তসম্মতভাবে চলবে, তাহলে হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ সব সদকা করে দিতে হবে, নাকি তার জন্য হালাল হয়ে যাবে?

উল্লেখ্য, বর্তমান অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির সম্পদের হালাল-হারাম পৃথক করার তেমন কোনো উপায় নেই বা পৃথক করা প্রায় অসম্ভব।

উত্তর : সুদ-ঘুষ তথা হারাম উপায়ে অর্জিত টাকা নিজের কাছে রাখা অবস্থায় তাওবা হতে পারে না। তাওবার শর্ত হলো, এরূপ সম্পদ তার মালিকের নিকট বা তাদের ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছে দেওয়া। এদের পাওয়া না গেলে তাদের পক্ষ থেকে সদকা করে দেওয়া। এরপর কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে আর না করার অঙ্গীকার করা। হালাল-হারাম মিশ্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তত অনুমান করে হারামের পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক। এরপর তা প্রকৃত মালিক বা তার ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছে দেওয়া। তাদের না পাওয়া গেলে তাদের পক্ষ থেকে সদকা করে দেওয়া জরুরি। (১৮/১২/৭৪২৯)

Scanned by CamScanner

📖الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ /٢٨٣ : (عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا مذهب أصحابنا لا تعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان (و) متى فعل ذلك (سقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون (في المعقبي) مجتبى. وفي العمدة: وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقره ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله.

📖فيه أيضا ٤ / ٢٨٠-٢٧٩ : (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه، إلا إذا عرف أنها لذمي فإنها توضع في بيت المال) تتارخانية. وفي القنية: لو رجى وجود المالك وجب الإيصاء. (فإن جاء مالكها) بعد التصدق (خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها) وله ثوابها (أو تضمينه) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها نهر.

📖رد المحتار (سعيد) ٥/ ٣٦٢ : وفي القنية الرشوة يجب ردها ولا تملك وفيها دفع للقاضي أو لغيره سحتا لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه اهـ.

📖شرح النووى على صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٧/ ٥٧ : أن لها ثلاثة أركان الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية والعزم على أن لايعود إليها أبدا فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم .

📖عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۷۰۹ : جواب- محض توبہ زبانی کرنے سے جو مال حرام اس نے حاصل کیا تھا وہ حلال نہیں ہوا بلکہ اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو مال جس سے حرام طریقہ سے حاصل کیا اس کو یا اس کے ورثہ کو واپس کرے یا معاف کراوے، ورنہ صدقہ کرے، پس اگر اس نے ایسا کیا تو اس کی دعوت کھانا حلال ہے ورنہ نہیں۔

অবৈধ সম্পদের ব্যাপারে করণীয়

প্রশ্ন : আমি একজন চাকরিজীবী। একটি ফার্মে ভালো বেতনে কাজ করি। নিজের মধ্যে ইসলামের তেমন ধারণা না থাকায় অনেক অবৈধ টাকা অর্জন করতে থাকি। প্রায় আট

Scanned by CamScanner

বছর চাকরিকালীন সময়ে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা অবৈধভাবে গ্রহণ করি এবং প্রায় ৫ লক্ষ টাকা বৈধভাবে অর্জন করি। এসব টাকা দিয়ে আমি মাথা গোজানোর পুরনো ফ্ল্যাট খরিদ করি এবং আরো প্রায় ২ লক্ষ টাকার মতো সঞ্চয়পত্র খরিদ করে রেখে দিই। বর্তমানে আমি ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ পাই ও আল্লাহর ভয়ে আমি অবৈধ অর্জন না করার অঙ্গীকার করি এবং অতীতের জন্য তার নিকট তাওবা করি। এখন জানার বিষয় হলো, আমি কিভাবে ওই অবৈধ কৃতকর্মের থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি, তা জানতে চাই। যে অর্থ দিয়ে ফ্ল্যাট ক্রয় করে বসবাস করে আসছি, কিভাবে আমি তা থেকে দায়মুক্ত হতে পারি? এবং বর্তমান জমা টাকাগুলো আমি কিভাবে ব্যয় করব?

উত্তর : হারাম ও অবৈধ পন্থায় উপার্জিত মাল-সম্পদ শরীয়তের দৃষ্টিতে উপার্জনকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হয় না বিধায় এ ধরনের মাল-সম্পদ নিজে ব্যবহার করা বা সাওয়াবের কাজে খরচ করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও নাজায়েয হবে। বরং এ ধরনের মাল তার প্রকৃত মালিকের নিকট কিংবা তার ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া জরুরি। তা সম্ভব না হলে হারাম কাজ থেকে দায়মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে তার প্রকৃত মালিকের পক্ষ হতে নিতান্ত অসহায়, গরিব ও মিসকিনদের সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়াই সদকা করে দেওয়া জরুরি।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে অবৈধ পন্থায় উপার্জিত টাকা তার প্রকৃত মালিক জানা থাকলে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে অথবা তাদের থেকে মাফ করিয়ে নেবে। তা সম্ভব না হলে তাদের পক্ষ থেকে ক্রমান্বয়ে অসহায়, গরিব ও মিসকিনদের সদকা করে দেবে। এমতাবস্থায় আপনার খরিদ করা ফ্ল্যাটে বসবাস করতে শরয়ী দৃষ্টিকোণে কোনো আপত্তি থাকবে না। সাথে সাথে এ ধরনের অবৈধ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে খাঁটি মনে তাওবা করে নেবে।(৮/৯০১)

📖 شرح النووى على صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٧/ ٥٧ : أن لها ثلاثة أركان الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية والعزم على أن لايعود إليها أبدا فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ /٢٨٣ : (عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا مذهب أصحابنا لا تعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا

Scanned by CamScanner

يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان (و) متى فعل ذلك (سقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون (في المعقبي) مجتبى. وفي العمدة: وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقره ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله.

📖 فيه أيضا ٤ / ٢٧٩-٢٨٠ : (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه، إلا إذا عرف أنها لذمي فإنها توضع في بيت المال) تتارخانية. وفي القنية: لو رجى وجود المالك وجب الإيصاء. (فإن جاء مالكها) بعد التصدق (خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها) وله ثوابها (أو تضمينه) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها نهر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/٢٣٥ : [مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه] (قوله اكتسب حراما إلخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس -

📖 فتاوی خلیلیہ ۱/ ۱۲۹ : الجواب- جو روپیہ کسی کے پاس بذریعہ حرام آیا ہو وہ کل مال واجب الرد یا واجب التصدق ہے... ...کیوں کہ اس کا رکھنا ہی جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

متفرقات المعاملات
লেনদেনবিষয়ক বিবিধ মাসায়েল

হালখাতার শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন : বাকি টাকা পরিশোধের জন্য প্রচলিত হালখাতা করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : গান-বাজনা বা শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপমুক্ত হলে হালখাতা অনুষ্ঠান করতে নিষেধ নেই। (১৮/৩৩৪/৭৫১৪)

📖سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٦١٥ (٣٧٣٨) : عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه»

অন্যের ছবি ব্যবহার করে সিম কার্ডের ব্যবসা করা

প্রশ্ন : আমি একজন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী। আমি স্টুডিও থেকে অন্য লোকের ছবি ক্রয় করে নিয়ে আসি, তারপর আমার কাছ থেকে যারা সিম কার্ড ক্রয় করে আমি তাদের সিম কার্ডের ফরম আমার স্টুডিও থেকে ক্রয়কৃত ছবি দ্বারা (তাদের নিজস্ব ছবি না দেওয়া অবস্থায়) রেজিস্ট্রেশন করে দিয়ে থাকি। জানার বিষয় হলো, আমার জন্য এ কাজ সঠিক কি না?

উত্তর : দোকানদার অন্য লোকের ছবি দ্বারা সিম কার্ড ক্রেতার সিম রেজিস্ট্রেশন করে দেওয়া এটা এক ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণামূলক কাজ। অতএব প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী তার জন্য এ ধরনের কাজ শরীয়তসম্মত নয়। এ ধরনের ধোঁকার আশ্রয় গ্রহণ করে কৃত ব্যবসার মুনাফাও অবৈধ হবে। (১৫/৭৫৩/৬২৫৫)

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ٩٥ (١٠١) : عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا».

📖فيه أيضا ١٦/ ٣٧ (٢٦٠٧) : عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى

Scanned by CamScanner

الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا»۔

📖 عطر ھدایہ ص۴۸ : جس نے تجارت میں سچائی اور امانت داری کو اختیار کیا اس کی کمائی حلال ہے پاکیزہ ہے، جس نے جھوٹ بولا جھوٹی قسم کھا کر دھوکہ فریب سے کام لیتے ہوئے تجارت کی اس کی کمائی مشکوک یا حرام ہے۔

বাঁশঝাড় থেকে অন্যের জায়গায় বাঁশ গজালে তার মালিকানা কার হবে?

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় দুজন লোকের মধ্যে বেশ কয়েক বছর যাবৎ খুব ঝগড়া। ঝগড়ার বিষয় হচ্ছে, কিছু বাঁশ একজন তার নিজের জায়গায় লাগায়। পরবর্তীতে ওই বাঁশগুলো নিজের জায়গা অতিক্রম করে অন্যের জায়গায়ও চলে যায়। এখন নিজের জায়গা ছেড়ে অন্যের জায়গায় চলে যাওয়া বাঁশগুলো নিয়ে ঝগড়া। বাঁশ রোপণকারী ওই বাঁশগুলো কাটতে গেলে জায়গাওয়ালা নিষেধ করে। জায়গাওয়ালা বলে–আমার বাঁশ। বাঁশওয়ালা বলছে–আমার বাঁশ। প্রশ্ন হলো, ওই বাঁশগুলোর প্রকৃত মালিক কে হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত জায়গার বাঁশগুলো প্রথম পক্ষের লাগানো বাঁশ থেকে উৎপন্ন হলে ওই বাঁশের মালিক বাঁশওয়ালা হবে। এমতাবস্থায় ওই বাঁশ কাটতে নিষেধ করার অধিকার জায়গার মালিকের থাকবে না বরং সে বাঁশ কেটে নিয়ে যেতে বাধ্য করতে পারবে। (১৪/১৩২/৫৫০৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤٧٤/٢ : وإذا غرس شجرا في المسجد فالشجر للمسجد وإذا غرس شجرا في أرض موقوفة على الرباط ينظر إن كان الغارس ولي تعاهد هذه الأرض الموقوفة على الرباط فالشجر للوقف وإن لم يول ذلك فالشجرة له، وله قلعها وإذا غرس شجرا في طريق العامة فالحكم أن الشجر للغارس، وإذا غرس شجرا على شط نهر العامة أو على شط حوض القرية فهو للغارس، كذا في الظهيرية ولو قطعها فنبتت من عروقها أشجار فهي للغارس، كذا في فتح القدير.

Scanned by CamScanner

জমি অন্যের হলেও গাছের মালিক রোপণকারী

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক লোক তার জমিতে সীমানার পাশে একটি নারিকেলগাছ লাগিয়েছে। পরবর্তীতে ওই জমি মাপার পর তার প্রতিবেশী কিছু জমি সে পাশ থেকে পেয়েছে। যার ফলে নারিকেলগাছটা তার প্রতিবেশীর জমিতে পড়েছে। তাই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। গাছওয়ালা বলছে, আমি গাছ লাগিয়েছি তাই গাছ কেটে নেব। বর্তমান জমির মালিক বলছে, গাছ আমার জমিতে আছে, তাই মালিক এখন আমি। তোমার কাটার অধিকার নেই। এখন প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে গাছের মালিক কে হবে? গাছ রোপণকারী নাকি জমির মালিক?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি গাছ লাগিয়েছে সে-ই এ গাছের মালিক সাব্যস্ত হবে। প্রতিবেশীকে তার প্রাপ্য জমি ফেরত দেবে এবং গাছটি সে কেটে নিতে পারবে। অথবা জমিওয়ালার নিকট বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণ করতে পারবে। (১৩/৮৬৬/৫৪৮৬)

📖 فتاوى قاضيخان مع الهندية (زكريا) ٣/ ٣١٠ : رجل غرس شجرا على حوض القرية أو فى طريق العامة أو على شط نهر للعامة كانت الشجرة للغارس له أن يرفعها-

রিচার্জ কার্ড বেশি মূল্যে বিক্রয় করা

প্রশ্ন : অনেক সময় বাজারে ৫০ টাকা মূল্যের মোবাইল কার্ড ৫২ টাকায় বিক্রয় করা হয়। তা জায়েয হবে কি না? এবং তা কোন প্রকারের ব্যবসায় গণ্য হবে?

উত্তর : মোবাইল কার্ড আদান-প্রদানের ব্যাপারটা, অর্থাৎ ৫০ টাকার কার্ড ক্রয় করার অর্থ হচ্ছে ৫০ টাকা সমপরিমাণ মিনিট তাদের টাওয়ার ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া। আর এ ধরনের লিখিত অনুমতি প্রদানের কার্ড যদি কোনো ব্যক্তি বিশেষের সাথে খাস না হয়, বরং যে কেউ তা গ্রহণ করে উপকৃত হওয়ার অনুমতি থাকে তাহলে তা আদান-প্রদান জায়েয এবং মুনাফা হালাল। তাই প্রশ্নে বর্ণিত মোবাইল কার্ড উল্লিখিত নিয়ম-নীতির আওতাভুক্ত বিধায় মোবাইল কার্ড কম বেশি করে আদান-প্রদান বৈধ এবং মুনাফা হালাল। (১৪/৯৭৯/৫৮৫৭)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/ ٣٦٤ : وأما إذا كانت الإجازة غير مخصوصة باسم رجل فينبغى أن يجوز بيع ورقة الإجازة مثل طوابع البريد، فإنها لا تكون لرجل مخصوص، وهى

Scanned by CamScanner

فى الحقيقة عبارة عن استيجار البريد لإرسال الرسائل أو غيرها من الأشياء، فلو اشتراها رجل من مكتب البريد ثم باعها إلى شخص فلا وجه للمنع فيه، وينبغى أن يجوز فيه الاسترباح أيضا، إما لأن الطوابع عين قائمة، وإما لأنها حقوق منه ضمن الأعيان، ففارقت الحقوق المجردة، وإما لأن الربح الذى يحصل لبائعه أجرة ما عمل فى الحصول على الطوابع فأشبهت أجرة السمسار - وكذلك حكم التذاكر التى لا تكون باسم مخصوص بل تكون إجازتها مفتوحة لكل من تحملها -

ফ্লেক্সিলোডের ব্যবসার হুকুম

প্রশ্ন : ১. বর্তমানে প্রচলিত ফ্লেক্সিলোড পদ্ধতি যেমন কোম্পানি ২০ হাজার টাকা পরিমাণ ফ্লেক্সি ক্রয় করতে চাইলে ১৬ হাজার টাকা কোম্পানিকে অগ্রিম আদায় করে দিতে হয় এবং পরবর্তীতে এই পূর্ণ ২০ হাজার টাকা অন্য মোবাইলে লোড করে ৪০ হাজার টাকা লাভ হিসেবে পেয়ে যায়। ইহা জায়েয আছে কি না?

২. অনেক সময় ১০ টাকা পরিমাণ ফ্লেক্সি মোবাইলে নিতে চাইলে এর পরিবর্তে ১২ টাকা গ্রহণ করে থাকে তা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : উভয় পদ্ধতিতে মোবাইল কোম্পানি বা মালিকের জন্য সার্ভিস চার্জ অথবা পারিশ্রমিক হিসেবে অতিরিক্ত মুনাফা নেওয়া অবৈধ নয়। (১৪/৯৭৯/৫৮৫৭)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٧ /٢ : إذا أخذ الوكيل الأجرة لإقامة الوكالة فإنه غير ممنوع شرعا، إذ الوكالة عقد جائز لا يجب على الوكيل إقامتها فيجوز أخذ الأجرة فيها، بخلاف الشهادة فإنها فرض يجب على الشاهد أداؤها فلا يجوز فيها التعاوض أصلا -

খরচাদি না দিয়েও জমির সমান ভাগ দাবি করা

প্রশ্ন : আমার বাবা ও চাচা উভয়ে ৩৫ বছর যাবৎ একটি বাড়িতে বসবাস করে আসছেন। জমি ক্রয়ের সময় ঠিকমতো টাকা ও দলিল আদান-প্রদান করা হয়। কিন্তু ৩৫ বছর পর ধরা পড়ল দলিলে ৫ কড়া জমি কম দেওয়া হয়েছে। তা আগে জানা ছিল

Scanned by CamScanner

না। পরবর্তীতে শত্রুদের মাধ্যমে তার গোমর ফাঁক হয়ে যায় এবং চড়া মূল্য দিয়ে জমিটি ক্রয় করতে হয়। কিন্তু ক্রয়ের জন্য চাচা কোনো টাকা বা সহযোগিতা করেননি। পরবর্তীতে তিনি জমির অর্ধেক দাবি করেন। আমার বাবা তাঁকে ওই জমি দিতে অস্বীকার করেন। এ কারণে তিনি আমাদের খুবই ক্ষতি করেছেন, বর্তমানেও করছেন এবং মান-সম্মান-ইজ্জত হারানোর যত পন্থা আছে, তা অবলম্বন করেছেন। এখন বাবা তাঁকে ওই জমি না দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। চাচাও যেভাবেই হোক জমি নেবেনই। এখন প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় চাচাকে জমি না দিলে গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : বর্তমানে জমি ক্রয়-বিক্রয় দলিলের সাথে সম্পৃক্ত। যদি দলিল না করা হয় তাহলে সরকারিভাবে ক্রয়-বিক্রয় গ্রহণযোগ্য হয় না। তাই দলিলের বাইরে যে ৫ কড়া জমি রয়েছে সে জমি বিক্রেতার, ক্রেতার নয়। সুতরাং ক্রেতাদের মধ্যে একজন যদি দলিলের বাইরে ৫ কড়া ক্রয় করে এবং অপরজন কোনো সহযোগিতা না করে বা টাকা না দেয় তাহলে সে উক্ত ৫ কড়া জমি থেকে কোনো অংশ পাবে না এবং ক্রেতা সে দাবি পূরণ না করলে তার কোনো গোনাহ হবে না। (১৩/৪৯৪/৫০৯৭)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۲۱۶ : امام سرخسی قاضی خان اور علامہ بزازی جیسے جلیل القدر فقہاء نے سرکاری ریکوارڈ کو بلا شہود بھی حجت معتبرہ قرار دیا ہے۔

বেদখল জমি বিক্রি করা

প্রশ্ন : আমার একটি জমি আছে। জমিটি ক্রয় করেছি বটে; কিন্তু যেকোনো কারণে তা আমার দখলে নেই বা আমি ভোগ করতে পারছি না। এক ব্যক্তি আমাকে বলল, আমি তোমাকে কিছু টাকা দিই বা তুমি আমার কাছে বিক্রি করো আমি তা ভোগদখল করব। যাহোক, দখলকারীর সাথে আমি বুঝব, তুমি বিক্রি করো। প্রশ্ন হলো, এই জমিটি ওই ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা জায়েয হবে কি না? অথচ তার দলিল আমার নিকট নেই। আমি তার মতো জুলুম করতে পারছি না। আর ওই জমি নিয়ে পরবর্তীতে মারামারি হলে তার গোনাহ আমার হবে কি না?

উত্তর : যদি সত্যিকারার্থে আপনি জমির মালিক হয়ে থাকেন তাহলে আপনার মালিকানাধীন জমি বেদখল থাকলেও অন্যের কাছে বিক্রি করতে পারবেন এবং বিক্রি করার পর যদি কোনো ঝগড়া বা মারামারি হয় তাহলে তার দায়িত্ব আপনার ওপরে বর্তাবে না। বরং জবরদখল করে ভোগকারীর ওপর বর্তাবে। (১৩/৪৯৪/৫০৯৭)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣ / ١٣ : اشترى دارا أو عقارا فوهبها قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل ولو باع يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى

📖 الفقه على المذاهب الأربعة ٢/ ٢١١ : أما بيع الأعيان غير المنقولة قبل قبضها كبيع الأرض والضياع والنخيل والدور ونحو ذلك من الأشياء الثابتة التي لا يخشى هلاكها فإنه يصح،

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٣٨٦/٤ : القبض في بيع المنقول والعقار الذي يخشى هلاكه: فإن اشترى شخص شيئاً، لم يصح بيعه لآخر قبل قبضه للنهي عن بيع مالم يقبض. أما العقار الذي لا يخشى هلاكه، فيجوز بيعه قبل القبض في رأي الشيخين -

বাজারের ট্যাক্সের হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলিত বাজারের ট্যাক্স উঠানো হয়, তা বৈধ কি না?

উত্তর : আমাদের দেশে সরকার কর্তৃক ইজারার ওপর প্রদত্ত বাজারঘাট থেকে ইজারাগ্রহীতা ট্যাক্সের নামে যে টাকা নিয়ে থাকে তা মূলত জায়গার ভাড়া হিসেবে ধর্তব্য। তাই বিক্রেতা থেকে তার সময় অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া হিসেবে টাকা নেওয়া শরীয়তসম্মত। তবে মাল অনুযায়ী ট্যাক্স নেওয়া বৈধ নয়। (৯/৪৫০)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣/ ١٢٠ (١٥٤٢) : عن سعد بن أبي وقاص، أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع، وما سعد بالماء مما حول البئر، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال: " أكروا بالذهب والفضة "-

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٣/ ٤٧ : قال (وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل) والمسألة تحتمل وجهين: بيع رقبة الطريق والمسيل، وبيع حق المرور والتسييل. فإن كان الأول فوجه الفرق بين المسألتين أن الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما، وأما المسيل فمجهول لأنه لا يدرى قدر ما يشغله من الماء

Scanned by CamScanner

وإن كان الثاني ففي بيع حق المرور روايتان ووجه الفرق على إحداهما بينه وبين حق التسييل أن حق المرور معلوم لتعلقه بمحل معلوم وهو الطريق، أما المسيل على السطح فهو نظير حق التعلي وعلى الأرض مجهول لجهالة محله.

ووجه الفرق بين حق المرور وحق التعلي على إحدى الروايتين أن حق التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء فأشبه المنافع، أما حق المرور يتعلق بعين تبقى وهو الأرض فأشبه الأعيان.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٣٣٦- ٣٣٧ : وقال أبو جعفر البلخي ما يضر به السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجبا وحقا مستحقا كالخراج، وقال مشايخنا وكل ما يضربه الإمام. عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق واللصوص ونصب الدروب وأبواب السكك وهذا يعرف ولا يعرف خوف الفتنة ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه، وليس بظلم ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا للتشهير حتى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق اهـ

📖 جدید فقہی مسائل ۱ /۲۵۳ : ٹیکس جو حکومت عوام سے وصول کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں، بعض منصفانہ ہیں اور خود اسلام میں ان کی گنجائش ہے، مثلاً پانی، روشنی، سڑک، ہسپتال، لائبریری اور پارک وغیرہ سہولتوں کے بدلے بلدیہ ٹیکس... ... ان قومی سہولتوں سے فائدہ اور فقہاء نے ایسے ٹیکس کی اجازت دی ہے۔

সরকারি ট্যাক্স আদায় না করা

প্রশ্ন : সরকারিভাবে যে ট্যাক্স ব্যবসায়ীদের থেকে নেওয়া হয় তা আদায় না করলে শরয়ী কোনো সমস্যা আছে কি না?

উত্তর : রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনগণের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তা সাধারণত দুই প্রকার :

প্রথমত, যা জনগণের ওপর ন্যায়সংগতভাবে আরোপ করা হয়। এজাতীয় ট্যাক্স ইসলামে সমর্থিত। যেমন–পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য।

Scanned by CamScanner

এ ধরনের ট্যাক্স জনগণের স্বার্থে সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে আরোপ করা হয় এবং দেশের অন্যান্য স্থানে স্থানীয় প্রশাসন সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী আরোপ করে থাকে। জনগণের দেওয়া এ করের সুফলও তারাই ভোগ করে। ফিকাহবিদগণ এজাতীয় ট্যাক্স বা কর আরোপকে ওয়াজিব কর্তব্য বলে সাব্যস্ত করেছেন।

আর দ্বিতীয় প্রকারের কর, যা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনগণের আয়-উপার্জনের ওপর অতিমাত্রায় অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ করের পরিমাণ ঘাম ঝরা কষ্টার্জিত উপার্জনে ৫০% নির্ধারণ করে সরকার জবরদস্তিভাবে আদায় করে। এমতাবস্থায় সরকারের এই জুলুম থেকে বাঁচার জন্য যেকোনো অন্যায় বা গোনাহের পথ পরিহার করে কর কমানোর পলিসি গ্রহণ করা অবৈধ হবে না। (১৫/৩২২/৬০৩৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٣٣٦- ٣٣٧ : وقال أبو جعفر البلخي ما يضر به السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجبا وحقا مستحقا كالخراج، وقال مشايخنا وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق واللصوص ونصب الدروب وأبواب السكك وهذا يعرف ولا يعرف خوف الفتنة ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه، وليس بظلم ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا للتشهير حتى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق اهـ

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۹۹ : الجواب-یہ سب ٹیکس ناجائز ہیں اور ان محکموں میں ملازمت بھی ناجائز ہے، حکومت کو اگر ضرورت ہو تو ٹیکس عائد کرنے کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں۔

۱۔ حکومت کی مصارف کو اسراف و تبذیر سے پاک کیا جائے،

۲۔ اونچے طبقے کے ملازمین کی تنخواہوں کو افراط سے گرا کر اعتدال پر لایا جائے،

۳۔ ٹیکس ہر شخص پر اس کی حیثیت کے مطابق لگایا جائے، یعنی اس کی آمد و مصارف کو پیش نظر رکھ کر ٹیکس کی شرح تجویز کی جائے۔

📖 جدید فقہی مسائل ۱ /۲۵۳ : ٹیکس جو حکومت عوام سے وصول کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں، بعض منصفانہ ہیں اور خود اسلام میں ان کی گنجائش ہے، مثلاً پانی، روشنی، سڑک، ہسپتال، لائبریری اور پارک وغیرہ سہولتوں کے بدلے بلدیہ ٹیکس... ... ان قومی سہولتوں سے فائدہ اور فقہاء نے ایسے ٹیکس کی اجازت دی ہے۔

Scanned by CamScanner

সদকার অঙ্গীকার করে সদকা না করলে তার অসম্মতিতে সম্পদ নিয়ে নেওয়া

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি সমিতির এ শর্ত পালনের অঙ্গীকার করে সমিতির সদস্য হয়েছে যে সঞ্চিত টাকার লভ্যাংশের ৩০% জনকল্যাণ খাতে খরচ হবে, কিন্তু দেখা গেল, লভ্যাংশের টাকা বণ্টনের সময় উল্লিখিত ব্যক্তি লভ্যাংশের ৩০% টাকা জনকল্যাণমূলক খাতে দিতে চাচ্ছে না। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তির লভ্যাংশের ৩০% টাকা তার অসম্মতিতে জনকল্যাণমূলক কাজে খরচ করা যাবে কি?

উত্তর : জনকল্যাণমূলক কাজে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনার্থে মালিকানাধীন টাকা ব্যয় করা বড় সাওয়াবের কাজ। তাই নিজে কৃত ওয়াদা রক্ষার্থে সাওয়াবের আশা করা যায়, এমন জনকল্যাণমূলক কাজে বর্ণিত লভ্যাংশ খরচ করা তার নৈতিক দায়িত্ব। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা একজন মুসলমানের জন্য কখনো সমীচীন নয়। তবে অন্য কারো জন্য অপরের মাল তার অসম্মতিতে সাওয়াবের কাজ হলেও ব্যবহারের অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই বিধায় প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তির সম্মতিতে বর্ণিত লভ্যাংশ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে, অন্যথায় তা বৈধ হবে না। (৭/৫৩৬/১৭৪৯)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢١٢٧ (٤٩٩٥) : عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه» -

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٣/ ١٢ : تیسرے وہ معاہدہ جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ہے اور اس تیسری قسم میں وہ تمام معاہدات شامل ہیں جو دو شخصوں یا دو جماعتوں یا دو حکومتوں کے درمیان ہوتے ہیں۔... ... ان تمام معاہدات میں جو جائز شرطیں باہم طے ہو جائیں اس آیت کی رو سے ان کی پابندی ہر فریق پر لازم و واجب ہے۔

হারাম টাকায় বিদেশ গিয়ে হালাল উপার্জন

প্রশ্ন : জায়েদ বলছে যে যদি কেউ হারামের টাকা দিয়ে বিদেশে যায়, আর যাওয়ার পর চাকরি করে যে টাকা কামাই করবে তা তার জন্য সম্পূর্ণ হালাল। কেননা তা তার হাতের ও মেহনতের কামাই। অবশ্য হারাম টাকা ব্যবহারের জন্য গোনাহ হবে। তা

Scanned by CamScanner

তাওবার দ্বারা মাফ হওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু তার কামানো টাকা হারাম হবে না। প্রশ্ন হলো, এ কথা সত্যিই কি ঠিক?

উত্তর : হালাল পদ্ধতিতে কামাই করলে উপার্জন হালাল হবে। তবে হারাম টাকা ভোগ করার কারণে গোনাহ হবে। এর জন্য তাওবা করবে। আর হারাম মালের হুকুম প্রকার ভেদে ভিন্ন হয়। কোনো বিজ্ঞ আলেমের শরনাপন্ন হয়ে জেনে নিবেন। (৩/৪৯/৪১৮)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۴۳ : ایسے اموال خبیثہ کو تصدق کردے یعنی بنیت اخراج عن الملک ورفع احتیاج مساکین ایسے محتاجوں کو دیدے جو بہت فقر میں مبتلا ہوں، لہذا مصارف خیر میں جن سے ثواب حاصل کرنا مقصود ہے خرچ نہ کرے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۸۸ : الجواب- جو مال روپیہ حرام طریقہ سے کمایا گیا ہے اس کو مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں، وہ روپیہ اصل مالک کو واپس کرنا چاہئے وہ نہ ہو تو اس کے ورثہ کو دیدیں وہ بھی نہ ہوں یا ان کا علم نہ ہو تو اصل مالک کی طرف سے غرباء کو صدقہ کردیا جائے۔

Scanned by CamScanner